الطب النبوي لابن القيم (ابن القيم)

القسم: الطب

الكتاب: الطب النبوي (جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم)

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 751هـ)

الناشر: دار الهلال - بيروت

الطبعة: -

عدد الصفحات: 320

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

ইবনুল কাইয়্যিম বিরচিত তিব্বে নববী (ইবনুল কাইয়্যিম)

বিভাগ: চিকিৎসা

গ্রন্থ: তিব্বে নববী (ইবনুল কাইয়্যিম বিরচিত যাদুল মাআদ গ্রন্থের অংশবিশেষ)

লেখক: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সাদ শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ (মৃত্যু ৭৫১ হিজরি)

প্রকাশক: দারুল হিলাল - বৈরুত

সংস্করণ: -

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২০

[গ্রন্থের পৃষ্ঠা নম্বর মুদ্রিত কপির অনুরূপ]

শামিলা লাইব্রেরিতে প্রকাশের তারিখ: ৮ জিলহজ ১৪৩১

[مقدمة المحقق]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فتح أبواب الخير بما فتح على العالمين من أبواب السنة، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم بكلام نبيه محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى من سار على هديه وأخذ نفسه بسنته والتزم طريقته وعلى أصحابه الأجلة ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذه تعليقات مختصرة تتعلق بتخريج أحاديث شريفة استشهد بها شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي الذي لا تخفى قيمته، ولا يخفت نوره، ولا تبيده فوائده.

والمؤلف يعرفه القاصي والداني، ولا تغيب شمسه عن كل من أخذ قلما وطرسا.

ولد رحمه الله بدمشق سنة إحدى وتسعين وستمائة (691 هـ) ونشأ على العلم والفهم والصلاح والتقوى والجد والدأب والبحث.

وكتابه الطب النبوي جزء من كتابه «زاد المعاد بهدى خير العباد» غير أن الطب النبوي فيه ذو قيمة مستقلة، وبحوث قيمة، في علم مستقل يتخصص الباحثون فيه اليوم، بل يتخصصون في كل جزء من أجزائه، ففي طب القلب مختصون، وفي جهاز الهضم مختصون وهكذا.

فرأى الكثير من الباحثين إفراد هذا الجزء المتعلق بالطب عن بقية أجزاء الكتاب، وأن يطبع مستقلا فكان في ذلك النفع العظيم، والفوائد الجمة، فطبع طبعات مختلفة كثيرة وكلها راجت وفقدت، مما يدل على أن المسلمين يحبون الاستشفاء بشفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يقرؤا وأن يطلبوا على هذا النموذج

العظيم سواء تعلقه بطب علاجي حسي، أو تعلقه بطب معنوي من آيات أو أحاديث أو تعوذات أو تعويذات أو أدعية.

[সম্পাদকের ভূমিকা]

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সুন্নাহর দ্বারসমূহ উন্মোচন করে বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণের পথ খুলে দিয়েছেন এবং তাঁর নবী, পূর্বাপর সকলের শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণীর মাধ্যমে মানুষকে সরল পথের দিশা দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, এবং যারা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলেছেন, তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেছেন ও তাঁর আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন তাঁদের ওপর। আরও রহমত বর্ষণ করুন তাঁর মহান সাহাবীগণ এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারী হয়েছেন তাঁদের ওপর। অতঃপর: এগুলো হলো শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর আইয়ুব আয-যারয়ি আদ-দিমাশকি ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ তাঁর ‘আত-তিববুন নববী’ (নবীজি সা.-এর চিকিৎসা পদ্ধতি) নামক গ্রন্থে যে হাদিসসমূহ উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোর সূত্র নির্দেশ (তাখরিজ) সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা। গ্রন্থটির গুরুত্ব সুবিদিত, এর জ্যোতি অম্লান এবং এর উপকারিতা চিরস্থায়ী।

গ্রন্থকারকে নিকট ও দূরের সকলেই চেনেন; যারা জ্ঞানচর্চায় ব্রতী হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পরিচিতি সূর্যের মতো দেদীপ্যমান।

তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) ৬৯১ হিজরি সনে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নেক আমল, খোদাভীতি, অধ্যবসায় ও গবেষণার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন।

তাঁর এই ‘আত-তিববুন নববী’ গ্রন্থটি মূলত ‘যাদুল মা’আদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ’ নামক কিতাবের একটি অংশ। তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের এই অংশটি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী এবং এটি একটি বিশেষায়িত জ্ঞানভাণ্ডার, যেখানে বর্তমানকালের গবেষকগণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করছেন; বরং তাঁরা এর প্রতিটি শাখায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছেন। যেমন—হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

এ কারণে অনেক গবেষক কিতাবটির অন্যান্য অংশ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত এই অংশটিকে পৃথক করা এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এতে অশেষ কল্যাণ ও ব্যাপক উপকার সাধিত হয়েছে। গ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে এবং প্রতিটি

সংস্করণই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, যা প্রমাণ করে যে মুসলমানরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে আরোগ্য লাভ করতে উন্মুখ। তাঁরা এই মহান আদর্শ সম্পর্কে পাঠ ও জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী, চাই তা ভেষজ বা বাহ্যিক চিকিৎসা হোক অথবা পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদিস, আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া (তাআউউয), রক্ষাকবচ বা প্রার্থনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা হোক।

والشيخ رحمه الله حجة في كل ما ينقل، وما أخذ إلا ويرى للشيخ الفضل عليه ولكن تخريج الأحاديث شيء درج عليه، وفيه النفع الكثير وبه تطمئن القلوب لصحة الحديث إذا كان صحيحا، ويعرف من هو الذي خرجه ورواه والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين في كتابه هذا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاء لما في الصدور بهذا الإيمان، فهذا الإسلام وهذه السنة، هو شفاء لهذه الجسوم أيضا بما أوتي من معرفة طبية، وأن الله سبحانه قد علمه الطبين الروحي والجسمي، فكان هداية من كل نواحي الهداية، وكان رحمة للعالمين من وجه، وإن كان إنما بعث للشفاء الروحي بهذا القرآن العظيم وهذه السنة المطهرة.

توفي رحمه الله سنة إحدى وخمسين وسبعمائة (751 هـ) عن عمر بلغ ستين سنة ولكنه عاش وما زال يعيش طيلة الدهر بهذه المؤلفات التي نشر الله له فيها ذكرا ونرجوا أن يضاعف له فيها أجرا.

دمشق في 1/ 2/ 1983

محمد كريم راجح

عفا الله عنه

শাইখ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সব কিছুতেই তিনি একজন প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব (হুজ্জাহ)। তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন তাতে তিনি তাঁর শিক্ষকের শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান স্বীকার করেছেন। তবে হাদীসের উৎস নির্দেশ করা (তাখরীজ) এমন একটি বিষয় যা তিনি নিয়মিত অনুসরণ করতেন; এতে প্রচুর উপকার রয়েছে এবং এর মাধ্যমে হাদীসটি বিশুদ্ধ হলে তার সত্যতা সম্পর্কে অন্তর প্রশান্ত হয়। এছাড়া হাদীসটি কে সংকলন ও বর্ণনা করেছেন তাও এর মাধ্যমে জানা যায়। লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর এই কিতাবে এটি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) এই ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধির জন্য যেমন আরোগ্যস্বরূপ, তেমনি এই ইসলাম ও সুন্নাহ—তাঁকে প্রদত্ত চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানের মাধ্যমে—এই দেহের জন্যও আরোগ্যস্বরূপ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে আত্মিক ও শারীরিক উভয় প্রকার চিকিৎসা শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে তিনি হেদায়াতের সকল দিক থেকেই ছিলেন এক অনন্য দিশারি এবং একদিক থেকে তিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমত ছিলেন; যদিও তিনি মূলত এই মহান কুরআন এবং এই পবিত্র সুন্নাহর মাধ্যমে আত্মিক মুক্তির জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন।

তিনি সাতশ একান্ন হিজরীতে (৭৫১ হিজরী) ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন)। কিন্তু তিনি তাঁর এই রচনাবলীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমরা আশা করি আল্লাহ এর মাধ্যমে তাঁর প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন।

দামেস্ক, ১/ ২/ ১৯৮৩

মুহাম্মদ করীম রাজেহ

আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন

الطبّ النّبويّ

فصول نافعة فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطِّبِّ الَّذِي تَطَبَّبَ بِهِ وَوَصَفَهُ لِغَيْرِهِ.

وَنُبَيِّنُ مَا فِيهِ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي تَعْجِزُ عُقُولُ أَكْثَرِ الْأَطِبَّاءِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا، وَأَنَّ نِسْبَةَ طِبِّهِمْ إِلَيْهَا كَنِسْبَةِ طِبِّ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّهِمْ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ وَمِنْهُ نَسْتَمِدُّ الْحَوْلَ وَالْقُوَّةَ:

الْمَرَضُ: نَوْعَانِ مَرَضُ الْقُلُوبِ، وَمَرَضُ الْأَبْدَانِ، وَهُمَا مَذْكُورَانِ فِي الْقُرْآنِ.

وَمَرَضُ الْقُلُوبِ: نَوْعَانِ: مَرَضُ شُبْهَةٍ وَشَكٍّ، وَمَرَضُ شَهْوَةٍ وَغَيٍّ، وَكِلَاهُمَا فِي الْقُرْآنِ.

قَالَ تَعَالَى فِي مَرَضِ الشُّبْهَةِ: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً «1» .

وَقَالَ تَعَالَى: وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ماذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا «2»

وَقَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ مَنْ دُعِيَ إِلَى تَحْكِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَأَبَى وَأَعْرَضَ:

وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ، وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا، أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «3» ، فهذا مرض الشبهات والشكوك.

---

(1) البقرة- 10- والمعنى أن قلوبهم ضعيفة بما فيها من الشك والنفاق فزادها الله ضعيفة بما انزل من القرآن. قَالَ تَعَالَى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً.

(2) المدثر- 31- والمعنى أنا جعلنا الموكلين على النار ملائكة وجعلنا عدتهم تسعة عشر ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولكي لا تقع الريبة في قلوب الذين أوتوا الكتاب وفي قلوب المؤمنين، وليقول الكفرة والمنافقون من ذوي أمراض القلوب معترضين: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وسموه مثلا لغرابته.

(3) النور- 48- 49- 50 والمعنى وإذا دعي المنافقون مرض القلوب إلى كتاب ليحكم هم رسول الله بما فيه من الاحكام بدا ما يخفون في قلوبهم من كذب وشك، وظهر

ذلك على وجوههم وألسنتهم، فإذا هم يعرضون عن الحكم لكتاب الله، وعن المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يعلمون أن الحكم في الاسلام

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চিকিৎসাপদ্ধতি

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সে সকল চিকিৎসা পদ্ধতি ও পথনির্দেশনা—যা তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন অথবা অন্যদের প্রদান করেছেন—সে বিষয়ে কতিপয় উপকারী পরিচ্ছেদ।.

এবং আমরা এর মধ্যে নিহিত এমন সব হিকমত বা প্রজ্ঞা বর্ণনা করব, যা অনুধাবন করতে অধিকাংশ চিকিৎসকের মেধা অক্ষম। তাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে এর তুলনা হলো চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞতাহীন বৃদ্ধাদের টোটকা চিকিৎসার সাথে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের তুলনার ন্যায়। আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট থেকেই সামর্থ্য ও শক্তি কামনা করছি:

রোগ দুই প্রকার: অন্তরের ব্যাধি এবং দেহের ব্যাধি; আর উভয় প্রকারের ব্যাধির কথাই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্তরের ব্যাধি দুই প্রকার: সংশয় ও সন্দেহের ব্যাধি এবং কুপ্রবৃত্তি ও পথভ্রষ্টতার ব্যাধি; আর উভয় প্রকারেরই বর্ণনা কুরআনে রয়েছে। মহান আল্লাহ সংশয়ের ব্যাধি সম্পর্কে বলেন: "তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন।" (১)

মহান আল্লাহ আরও বলেন: "এবং যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা এবং কাফিররা বলতে পারে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কী উদাহরণ পেশ করতে চেয়েছেন?" (২) মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বর্ণনা করেছেন যাকে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে কিন্তু সে তা অস্বীকার করেছে এবং বিমুখ হয়েছে:

"আর যখন তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় যেন তিনি তাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করেন, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে সত্য যদি তাদের অনুকূলে হয়, তবে তারা অত্যন্ত বিনীত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি রয়েছে, নাকি তারা সংশয়ে লিপ্ত? নাকি তারা ভয় পায় যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো প্রকৃত যালিম।" (৩) সুতরাং এটি হলো সংশয় ও সন্দেহের ব্যাধি।

(১) সূরা আল-বাকারাহ: ১০; এর অর্থ হলো, তাদের অন্তরে বিদ্যমান নিফাক (কপটতা) ও সন্দেহের কারণে তাদের অন্তর দুর্বল, ফলে আল্লাহ কুরআন নাযিল করার মাধ্যমে তাদের সেই দুর্বলতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু যালিমদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"
(২) সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৩১; এর অর্থ হলো, আমি জাহান্নামের পাহারাদার হিসেবে ফেরেশতাদের নিযুক্ত করেছি এবং তাদের সংখ্যা ঊনিশ নির্ধারণ করেছি যেন কিতাবধারীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর কিতাবধারী ও মুমিনদের মনে যেন কোনো সংশয় না থাকে। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সেইসব কাফির ও মুনাফিকরা যেন আপত্তি জানিয়ে বলতে পারে: "আল্লাহ এ দ্বারা কী উদাহরণ পেশ করতে চেয়েছেন?" তারা একে এর অদ্ভুত হওয়ার কারণে উদাহরণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
(৩) সূরা আন-নূর: ৪৮, ৪৯, ৫০; এর অর্থ হলো, যখন অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত মুনাফিকদের আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয় যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই কিতাবের বিধান অনুযায়ী তাদের মাঝে বিচার করেন, তখন তাদের অন্তরে গোপন রাখা মিথ্যা ও সন্দেহ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তা তাদের চেহারায় ও জিহ্বায় ফুটে ওঠে। ফলে তারা আল্লাহর কিতাবের বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমন থেকে বিমুখ হয়। এর কারণ হলো তারা জানে যে ইসলামে বিচার হলো...

(ص: 6)الطب النبوي لابن القيم

وأما مرض الشهوات، فقال تعالى يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ «1» . فَهَذَا مَرَضُ شَهْوَةِ الزِّنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فصل

وَأَمَّا مَرَضُ الْأَبْدَانِ، فَقَالَ تَعَالَى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ «2» . وَذَكَرَ مَرَضَ الْبَدَنِ فِي الْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوُضُوءِ لِسِرٍّ بَدِيعٍ يُبَيِّنُ لَكَ عَظَمَةَ الْقُرْآنِ، وَالِاسْتِغْنَاءَ بِهِ لِمَنْ فَهِمَهُ وَعَقَلَهُ عَنْ سِوَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوَاعِدَ طِبِّ الْأَبْدَانِ ثَلَاثَةٌ حِفْظُ الصِّحَّةِ، وَالْحِمْيَةُ عَنِ الْمُؤْذِي، وَاسْتِفْرَاغُ الْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ، فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْأُصُولَ الثَّلَاثَةَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ.

فَقَالَ فِي آيَةِ الصَّوْمِ: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ «3» ، فَأَبَاحَ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ لِعُذْرِ الْمَرَضِ، وَلِلْمُسَافِرِ طَلَبًا لِحِفْظِ صِحَّتِهِ وَقُوَّتِهِ لِئَلَّا يُذْهِبَهَا الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ لِاجْتِمَاعِ شِدَّةِ الْحَرَكَةِ، وَمَا يُوجِبُهُ مِنَ التَّحْلِيلِ، وَعَدَمِ الْغِذَاءِ الَّذِي يُخْلِفُ مَا تَحَلَّلَ فَتَخُورُ الْقُوَّةُ، وَتَضْعُفُ، فَأَبَاحَ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْرَ حِفْظًا لِصِحَّتِهِ وَقُوَّتِهِ عَمَّا يُضْعِفُهَا

وَقَالَ فِي آيَةِ الْحَجِّ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ

لا رشوة فيه ولا تدجيل، وأنه يتبع الحق، لذلك إذا كانوا مبطلين أعرضوا عن كتاب الله، وإذا كانوا ذوي حق رضوا بالتحاكم إليه لأنهم يعرفون حق المعرفة أنه سينصفهم، لأنه لا معدل فيه عن الحق. فهل في قلوبهم مرض أم هم مرتابون في الحكم، أم يخافون ألاينصفهم القرآن؟ لا إنهم يعرفون الحقيقة ولكنهم هم الظالمون.

(1) الأحزاب- 32- هذا نداء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما شرفهن الله سبحانه بأنهن أمهات المؤمنين، وبأنهن قدوة النساء الآخريات ولسن كبقية النساء فعليهن أن يكن في غاية التقوى والصلاح وحسن الأسوة والقدوة، فمن التقوى ألايلنّ في الأقوال إذا اضطررن أن يخاطبن الرجال الأجانب، بل عليهن أن يكون كلامهن من غير خضوع ولا لين، فذلك أقرب إلى مركزهن ويتناسب مع قيمتهن وحتى لا يطمع الرجال الذين في قلوبهم أغراض سافلة غير رفيعة.

(2) النور- 61- الفتح- 17- هؤلاء ذو والعلل معذورون في ترك الجهاد، فليس عليهم إثم إذا حضر الجهاد أن لا يجاهدوا.

(3) البقرة- 184.

আর কুপ্রবৃত্তির ব্যাধির ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য কোনো সাধারণ নারীর মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমরা কথা বলায় কোমলতা অবলম্বন করো না, পাছে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়।" (১)। এটি হলো ব্যভিচারের আকাঙ্ক্ষার ব্যাধি, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ

আর শারীরিক ব্যাধির ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন: "অন্ধের জন্য কোনো দোষ নেই, খঞ্জের জন্য কোনো দোষ নেই এবং রুগ্ণ ব্যক্তির জন্যও কোনো দোষ নেই।" (২)। মহান আল্লাহ হজ, রোজা ও ওজুর বিধানে শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন এক চমৎকার রহস্যের কারণে, যা আপনার কাছে কুরআনের মহিমা এবং যারা এটি বোঝে ও অনুধাবন করে, তাদের জন্য এটি ছাড়া অন্য কিছুর মুখাপেক্ষীহীনতা স্পষ্ট করে দেয়। আর তা হলো, শারীরিক চিকিৎসার মূলনীতি তিনটি: স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ক্ষতিকর বস্তু থেকে বেঁচে থাকা (পরহেজ) এবং দেহ থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেওয়া (নিষ্কাশন)। মহান আল্লাহ এই তিনটি স্থানে এই তিনটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।

তিনি রোজার আয়াতে বলেছেন: "তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে, তাকে অন্য দিনগুলোতে সেই সংখ্যা পূরণ করতে হবে।" (৩)। এখানে তিনি অসুস্থ ব্যক্তিকে অসুস্থতার ওজরের কারণে এবং মুসাফিরকে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি সুরক্ষার নিমিত্তে রোজা ভঙ্গের অনুমতি দিয়েছেন; যাতে সফরের সময় অধিক পরিশ্রম ও এর ফলে উদ্ভূত শারীরিক উপাদানের বিশ্লেষণ (ক্ষয়) এবং এই ক্ষয় পূরণে খাদ্যের অভাব—যা শক্তিকে নিঃশেষ ও দুর্বল করে দেয়—তার ফলে যেন শক্তি হারিয়ে না যায়। অতএব, তিনি মুসাফিরের শক্তি ও স্বাস্থ্যকে দুর্বলকারী বিষয় থেকে সুরক্ষার জন্য তাকে রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন।

আর হজের আয়াতে তিনি বলেছেন: "অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ অথবা যার মাথায় কোনো কষ্টদায়ক ব্যাধি থাকে, তবে তার পরিবর্তে ফিদইয়া স্বরূপ..."

এতে কোনো উৎকোচ বা প্রতারণা নেই এবং এটি সত্যের অনুসারী। এই কারণেই যখন তারা বাতিলপন্থী ছিল, তখন আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; আর যখন তাদের কোনো প্রাপ্য অধিকার থাকত, তখন তারা এর মাধ্যমে ফয়সালা গ্রহণে সন্তুষ্ট হতো। কারণ তারা ভালো করেই জানত যে, এটি তাদের সাথে ইনসাফ করবে, যেহেতু এতে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। তবে কি তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, নাকি তারা ফয়সালার ব্যাপারে সন্দিহান, নাকি তারা ভয় পায় যে কুরআন তাদের প্রতি অবিচার করবে? না, তারা সত্য জানে, কিন্তু তারাই জালেম (অত্যাচারী)।

(১) আল-আহজাব- ৩২- এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নীগণের প্রতি এক সম্বোধন, যখন মহান আল্লাহ তাঁদের মুমিনদের জননী হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং যেহেতু তাঁরা অন্য নারীদের জন্য আদর্শ, তাই তাঁরা অন্য সাধারণ নারীদের মতো নন। সুতরাং তাঁদের জন্য চরম তাকওয়া, নেক আমল এবং সর্বোত্তম আদর্শ হওয়া আবশ্যক। তাকওয়ার একটি দাবি হলো, পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে কথায় কোমলতা না আনা; বরং তাঁদের কথা হতে হবে বিনম্রতা ও কোমলতামুক্ত। এটি তাঁদের মর্যাদার জন্য অধিকতর উপযুক্ত এবং তাঁদের সম্মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যাতে যেসব পুরুষের অন্তরে নীচ ও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে তারা কোনো লালসা না করে।

(২) আন-নূর- ৬১, আল-ফাতহ- ১৭- এই শারীরিক ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তিরা জিহাদ বর্জনের ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রাপ্ত। সুতরাং জিহাদের সময় উপস্থিত হলে তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করায় কোনো পাপ নেই।

(৩) আল-বাকারাহ- ১৮৪।

(ص: 7)الطب النبوي لابن القيم

صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ «1» ، فَأَبَاحَ لِلْمَرِيضِ، وَمَنْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، من قمل، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ فِي الْإِحْرَامِ اسْتِفْرَاغًا لِمَادَّةِ الْأَبْخِرَةِ الرَّدِيئَةِ الَّتِي أَوْجَبَتْ لَهُ الْأَذَى فِي رَأْسِهِ بِاحْتِقَانِهَا تَحْتَ الشَّعْرِ، فَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ تَفَتَّحَتِ الْمَسَامُّ، فَخَرَجَتْ تِلْكَ

الْأَبْخِرَةُ مِنْهَا، فَهَذَا الِاسْتِفْرَاغُ يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ اسْتِفْرَاغٍ يُؤْذِي انْحِبَاسُهُ، وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يُؤْذِي انْحِبَاسُهَا وَمُدَافَعَتُهَا عَشَرَةٌ: الدَّمُ إِذَا هَاجَ، وَالْمَنِيُّ إِذَا تَبَيَّغَ، وَالْبَوْلُ، وَالْغَائِطُ، وَالرِّيحُ، وَالْقَيْءُ، وَالْعُطَاسُ، وَالنَّوْمُ، وَالْجُوعُ، وَالْعَطَشُ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَةِ يُوجِبُ حَبْسُهُ دَاءً مِنَ الْأَدْوَاءِ بِحَسْبِهِ.

وَقَدْ نَبَّهَ سُبْحَانَهُ بِاسْتِفْرَاغِ أَدْنَاهَا، وَهُوَ الْبُخَارُ الْمُحْتَقَنُ فِي الرَّأْسِ عَلَى اسْتِفْرَاغِ مَا هُوَ أَصْعَبُ مِنْهُ، كَمَا هِيَ طَرِيقَةُ الْقُرْآنِ التَّنْبِيهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى.

وَأَمَّا الْحِمْيَةُ: فَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةِ الْوُضُوءِ: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ، أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «2» ، فَأَبَاحَ لِلْمَرِيضِ الْعُدُولَ عَنِ الْمَاءِ إِلَى التُّرَابِ حِمْيَةً لَهُ أَنْ يُصِيبَ جَسَدَهُ مَا يُؤْذِيهِ، وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى الْحِمْيَةِ عَنْ كُلِّ مُؤْذٍ لَهُ مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ فَقَدْ أَرْشَدَ- سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ إِلَى أُصُولِ الطِّبِّ وَمَجَامِعِ قَوَاعِدِهِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَدْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، وَنُبَيِّنُ أَنَّ هَدْيَهُ فِيهِ أَكْمَلُ هَدْيٍ.

فَأَمَّا طِبُّ الْقُلُوبِ، فَمُسَلَّمٌ إِلَى الرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى حُصُولِهِ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ وَعَلَى أَيْدِيهِمْ، فَإِنَّ صَلَاحَ الْقُلُوبِ أَنْ تَكُونَ عَارِفَةً بِرَبِّهَا، وَفَاطِرِهَا، وَبِأَسْمَائِهِ، وَصِفَاتِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَأَنْ تَكُونَ مُؤْثِرَةً لِمَرْضَاتِهِ وَمُحَابِّهِ، مُتَجَنِّبَةً لِمَنَاهِيهِ وَمَسَاخِطِهِ، وَلَا صِحَّةَ لَهَا وَلَا حَيَاةَ الْبَتَّةَ إِلَّا بِذَلِكَ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَلَقِّيهِ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الرُّسُلِ وَمَا يُظَنُّ مِنْ حُصُولِ صِحَّةِ الْقَلْبِ بِدُونِ اتِّبَاعِهِمْ، فَغَلَطٌ مِمَّنْ يَظُنُّ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ حَيَاةُ نَفْسِهِ الْبَهِيمِيَّةِ الشَّهْوَانِيَّةِ، وَصِحَّتُهَا وَقُوَّتُهَا، وَحَيَاةُ قَلْبِهِ وَصِحَّتُهُ، وَقُوَّتُهُ عَنْ ذَلِكَ بِمَعْزِلٍ وَمَنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، فَلْيَبْكِ عَلَى حَيَاةِ قَلْبِهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَعَلَى نُورِهِ، فَإِنَّهُ مُنْغَمِسٌ فِي بِحَارِ الظُّلُمَاتِ.

---

(1) البقرة- 196

(2) النساء- 43- المائدة- 6- والمعنى أنه ليس عليكم حرج إذا كنتم محدثين وأردتم القيام للصلاة أن تتطهروا بالماء ويعفى من ذلك المرضى مرضا يضر معه الماء والمسافرون الذين لا يجدون الماء بعد طلبه فإنه يكفيهم أن يتيمموا بالتراب فيمسحوا بوجوهم وأيديهم.

রোজা রাখা অথবা সদকা করা অথবা কোরবানি করা (১), আল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তি এবং যার মাথায় উঁকুন বা অন্য কোনো কারণে কষ্ট হচ্ছে, তাকে ইহরাম অবস্থায় মাথা কামানোর অনুমতি দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হলো সেই দূষিত বাষ্প নির্গত করা (ইস্তিফরাগ) যা চুলের নিচে আটকে থেকে মাথায় কষ্টের সৃষ্টি করেছিল। যখন সে মাথা কামায়, লোমকূপগুলো খুলে যায় এবং সেই বাষ্পগুলো বের হয়ে যায়। এই নির্গমন প্রক্রিয়ার (ইস্তিফরাগ) ওপর ভিত্তি করে এমন প্রতিটি বিষয়ের নির্গমনকে অনুমান (কিয়াস) করা হবে যার আটকে থাকা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এমন দশটি বিষয় রয়েছে যা আটকে থাকলে কষ্ট হয়: রক্ত যখন উথলে ওঠে, বীর্য যখন প্রবল হয়, প্রস্রাব, মল, বায়ু, বমি, হাঁচি, ঘুম, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। এই দশটির প্রত্যেকটি আটকে থাকার ফলে শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

মহান আল্লাহ সবচেয়ে সামান্য বিষয়—মাথায় আটকে থাকা বাষ্প—নির্গমনের মাধ্যমে এর চেয়েও কঠিন বিষয়গুলোর নির্গমন সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এটি কুরআনের একটি পদ্ধতি যে, সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে উচ্চতর বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা।

আর সুরক্ষা ব্যবস্থা (হিময়াহ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ওজুর আয়াতে বলেছেন: "আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো, আর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো" (২)। এখানে আল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তিকে পানির বদলে মাটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন যেন তার শরীরের কোনো ক্ষতি না হয়। এটি শরীরের ভেতর বা বাইরে থেকে ক্ষতি করতে পারে এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার বা সুরক্ষা অবলম্বনের একটি দিকনির্দেশনা। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের চিকিৎসার মূলনীতি ও এর মৌলিক নিয়মাবলি শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এখন এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বর্ণনা করব এবং দেখাব যে, এ ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শই হলো পূর্ণাঙ্গতম আদর্শ।

অন্তরের চিকিৎসার বিষয়টি রাসূলগণের (তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) ওপর ন্যস্ত। তাঁদের মাধ্যম ও তাঁদের হাত ছাড়া এটি অর্জনের কোনো পথ নেই। কারণ অন্তরের

সংশোধন নির্ভর করে তার রব ও স্রষ্টাকে চেনা, তাঁর নাম, গুণাবলি, কার্যাবলি ও বিধানসমূহ জানার ওপর। এছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রিয় বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর নিষিদ্ধ ও অসন্তোষের বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার ওপর এটি নির্ভরশীল। এগুলো ছাড়া অন্তরের কোনো সুস্থতা ও জীবন নেই। আর রাসূলগণের মাধ্যম ছাড়া এগুলো লাভ করার কোনো উপায় নেই। রাসূলগণের অনুসরণ ছাড়া অন্তরের সুস্থতা অর্জিত হওয়ার ধারণা একটি ভুল ধারণা। এটি মূলত পাশবিক ও কামনালিপ্সু নফসের জীবন এবং তার শক্তি ও সামর্থ্য মাত্র; অন্তরের জীবন, সুস্থতা ও শক্তির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তার উচিত তার মৃতপ্রায় অন্তরের জন্য বিলাপ করা, কারণ সে মূলত মৃতদের অন্তর্ভুক্ত; এবং তার উচিত তার আলোর অভাবের জন্য আক্ষেপ করা, কারণ সে অন্ধকারের সাগরে নিমজ্জিত।

---

(১) আল-বাকারা- ১৯৬

(২) আন-নিসা- ৪৩, আল-মায়িদাহ- ৬। এর অর্থ হলো, যখন তোমরা অপবিত্র হও এবং সালাত আদায়ের ইচ্ছা করো, তখন তোমাদের জন্য পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনে কোনো বাধা নেই। তবে যে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পানি ব্যবহার ক্ষতিকর অথবা যে মুসাফির পানি তালাশ করার পরও তা পায়নি, তাদের জন্য এটি শিথিলযোগ্য। তাদের জন্য পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট, যাতে তারা তাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নেয়।

فَصْلٌ

وَأَمَّا طِبُّ الْأَبْدَانِ: فَإِنَّهُ نَوْعَانِ:

نَوْعٌ قَدْ فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَيَوَانَ نَاطِقَهُ وَبَهِيمَهُ، فَهَذَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مُعَالَجَةِ طَبِيبٍ، كَطِبِّ الْجُوعِ، وَالْعَطَشِ وَالْبَرْدِ، وَالتَّعَبِ بِأَضْدَادِهَا وَمَا يُزِيلُهَا.

وَالثَّانِي: مَا يَحْتَاجُ إِلَى فِكْرٍ وَتَأَمُّلٍ، كَدَفْعِ الْأَمْرَاضِ الْمُتَشَابِهَةِ الْحَادِثَةِ فِي الْمِزَاجِ، بِحَيْثُ يَخْرُجُ بِهَا عَنِ الِاعْتِدَالِ، إِمَّا إِلَى حَرَارَةٍ، أَوْ بُرُودَةٍ، أَوْ يُبُوسَةٍ، أَوْ رُطُوبَةٍ، أَوْ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا، وَهِيَ نَوْعَانِ: إِمَّا مَادِّيَّةٌ، وَإِمَّا كَيْفِيَّةٌ، أَعْنِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِانْصِبَابِ مَادَّةٍ، أَوْ بِحُدُوثِ كَيْفِيَّةٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ أَمْرَاضَ الْكَيْفِيَّةِ تَكُونُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَوَادِّ الَّتِي أَوْجَبَتْهَا، فَتَزُولُ مَوَادُّهَا، وَيَبْقَى أَثَرُهَا كَيْفِيَّةً فِي الْمِزَاجِ.

وَأَمْرَاضُ الْمَادَّةِ أَسْبَابُهَا مَعَهَا تَمُدُّهَا، وَإِذَا كَانَ سَبَبُ الْمَرَضِ مَعَهُ، فَالنَّظَرُ فِي السَّبَبِ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ أَوَّلًا، ثُمَّ فِي الْمَرَضِ ثَانِيًا، ثُمَّ فِي الدَّوَاءِ ثَالِثًا. أَوِ الْأَمْرَاضُ الْآلِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي تُخْرِجُ الْعُضْوَ عَنْ هَيْئَتِهِ، إِمَّا فِي شَكْلٍ، أَوْ تَجْوِيفٍ، أَوْ مَجْرًى، أَوْ خُشُونَةٍ، أَوْ مَلَاسَةٍ، أَوْ عَدَدٍ، أَوْ عِظَمٍ، أَوْ وَضْعٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ إِذَا تَأَلَّفَتْ وَكَانَ مِنْهَا الْبَدَنُ سُمِّيَ تَأَلُّفُهَا اتِّصَالًا، وَالْخُرُوجُ عَنِ الِاعْتِدَالِ فِيهِ يُسَمَّى تَفَرَّقَ الِاتِّصَالِ، أَوِ الْأَمْرَاضُ الْعَامَّةُ الَّتِي تَعُمُّ المتشابهة رالآلية.

وَالْأَمْرَاضُ الْمُتَشَابِهَةُ: هِيَ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا الْمِزَاجُ عَنِ الِاعْتِدَالِ، وَهَذَا الْخُرُوجُ يُسَمَّى مَرَضًا بَعْدَ أَنْ يَضُرَّ بِالْفِعْلِ إِضْرَارًا مَحْسُوسًا.

وَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَضْرُبٍ: أَرْبَعَةٌ بَسِيطَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ مُرَكَّبَةٌ، فَالْبَسِيطَةُ: الْبَارِدُ، وَالْحَارُّ، وَالرَّطْبُ، وَالْيَابِسُ، وَالْمُرَكَّبَةُ الْحَارُّ الرَّطْبُ، وَالْحَارُّ الْيَابِسُ، وَالْبَارِدُ الرَّطْبُ، وَالْبَارِدُ الْيَابِسُ، وَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِانْصِبَابِ مَادَّةٍ، أَوْ بِغَيْرِ انْصِبَابِ مَادَّةٍ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ الْمَرَضُ بِالْفِعْلِ يُسَمَّى خُرُوجًا عَنِ الِاعْتِدَالِ صِحَّةً.

وَلِلْبَدَنِ ثَلَاثَةُ أحوال: حال طبيعية، وحار خَارِجَةٌ عَنِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَحَالٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فَالْأُولَى: بِهَا يَكُونُ الْبَدَنُ صَحِيحًا، وَالثَّانِيَةُ: بِهَا يَكُونُ مَرِيضًا، وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ هِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ، فَإِنَّ الضِّدَّ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى ضِدِّهِ إِلَّا بِمُتَوَسِّطٍ، وَسَبَبُ خُرُوجِ الْبَدَنِ عَنْ طَبِيعَتِهِ، إِمَّا مِنْ دَاخِلِهِ، لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَارِّ

পরিচ্ছেদ

দেহের চিকিৎসা দুই প্রকার:

এক প্রকার এমন, যার ওপর আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুকে—হোক তা বাকশক্তিসম্পন্ন (মানুষ) কিংবা নির্বাক (পশু)—সৃষ্টিগতভাবে স্বভাবজাত করেছেন। এতে কোনো চিকিৎসকের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। যেমন: ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও ক্লান্তির চিকিৎসা এর বিপরীত বিষয়সমূহ এবং যা একে দূরীভূত করে তার মাধ্যমে করা।

দ্বিতীয় প্রকার: যা চিন্তা ও গবেষণার দাবি রাখে; যেমন মেজাজের (শারীরিক প্রকৃতি) মধ্যে সৃষ্ট সমজাতীয় রোগসমূহ দূর করা, যার মাধ্যমে তা ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়—হয় উষ্ণতা, না হয় শীতলতা, শুষ্কতা অথবা আর্দ্রতার দিকে, কিংবা এইগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো দুটির সমন্বয়ে গঠিত বিষয়ের দিকে। এটি আবার দুই প্রকার: হয় বস্তুগত (মাদদিয়্যাহ), না হয় গুণগত (কাইফিয়্যাহ)। অর্থাৎ হয় কোনো বস্তুর (উপাদান) অনুপ্রবেশের কারণে অথবা কোনো গুণের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণে। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, গুণগত রোগসমূহ সেই সকল বস্তু দূর হওয়ার পর সৃষ্টি হয় যা তার কারণ ছিল; ফলে তার মূল উপাদান বা বস্তু দূরীভূত হয়ে গেলেও মেজাজে গুণগত প্রভাব অবশিষ্ট থেকে যায়।

আর বস্তুগত রোগসমূহের কারণগুলো তার সাথেই বিদ্যমান থাকে এবং তাকে পুষ্ট করে। রোগের কারণ যখন রোগের সাথেই অবস্থান করে, তখন প্রথমে কারণের ওপর দৃষ্টিপাত করা উচিত, দ্বিতীয়ত রোগের ওপর এবং তৃতীয়ত ঔষধের ওপর। অথবা যান্ত্রিক বা কাঠামোগত রোগসমূহ (আল-আমরাজ আল-আলিয়্যাহ); যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে দেয়—হয় তার আকৃতিতে, অথবা গহ্বরে, কিংবা গতিপথে, অথবা রুক্ষতা ও মসৃণতায়, কিংবা সংখ্যায়, বিশালত্বে অথবা অবস্থানে। কারণ এই অঙ্গগুলো যখন সুবিন্যস্ত হয় এবং তা থেকে দেহ গঠিত হয়, তখন এই বিন্যাসকে বলা হয় সংযোগ (ইত্তিসাল)। আর এতে ভারসাম্যের বিচ্যুতিকে বলা হয় সংযোগ বিচ্ছিন্নতা (তাফাররুকুল ইত্তিসাল)। অথবা সাধারণ রোগসমূহ যা সমজাতীয় ও কাঠামোগত উভয় রোগকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সমজাতীয় রোগসমূহ হলো: যার মাধ্যমে মেজাজ বা শারীরিক প্রকৃতি ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত হয়। ক্রিয়াকলাপে দৃশ্যমান ক্ষতি সাধনের পর এই বিচ্যুতিকে 'রোগ' বলা হয়।

এটি আট প্রকার: চারটি সরল এবং চারটি যৌগিক। সরলগুলো হলো: শীতল, উষ্ণ, আর্দ্র এবং শুষ্ক। আর যৌগিকগুলো হলো: উষ্ণ-আর্দ্র, উষ্ণ-শুষ্ক, শীতল-আর্দ্র এবং শীতল-শুষ্ক। এগুলো হয় কোনো বস্তুর অনুপ্রবেশের কারণে অথবা অনুপ্রবেশ ছাড়াই হবে। আর যদি বিচ্যুতিটি ক্রিয়াকলাপে কোনো ক্ষতি সাধন না করে, তবে তাকে স্বাস্থ্যের ভারসাম্য থেকে বিচ্যুতি বলা হয়।

দেহের অবস্থা তিনটি: স্বাভাবিক অবস্থা, অস্বাভাবিক অবস্থা এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। প্রথমটির মাধ্যমে শরীর সুস্থ থাকে, দ্বিতীয়টির মাধ্যমে শরীর অসুস্থ হয়। আর তৃতীয় অবস্থাটি হলো এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা; কেননা কোনো বিপরীত অবস্থা তার অন্য বিপরীত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয় না মধ্যবর্তী কোনো অবস্থা ছাড়া। আর দেহের নিজ প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ হয় তার অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে, কেননা দেহ উষ্ণ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত...

(ص: 9)الطب النبوي لابن القيم

وَالْبَارِدِ، وَالرَّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَإِمَّا مِنْ خَارِجٍ. فَلِأَنَّ مَا يَلْقَاهُ قَدْ يَكُونُ مُوَافِقًا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُوَافِقٍ، وَالضَّرَرُ الَّذِي يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ سُوءِ الْمِزَاجِ بِخُرُوجِهِ عَنِ الِاعْتِدَالِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ فَسَادٍ فِي الْعُضْوِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ ضَعْفٍ فِي الْقُوَى، أَوِ الْأَرْوَاحِ الْحَامِلَةِ لَهَا، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى زِيَادَةِ مَا الِاعْتِدَالُ فِي عَدَمِ زِيَادَتِهِ، أَوْ نُقْصَانِ مَا الِاعْتِدَالُ فِي عَدَمِ نُقْصَانِهِ، أَوْ تَفَرُّقِ مَا الِاعْتِدَالُ فِي اتِّصَالِهِ، أَوِ اتِّصَالِ مَا الِاعْتِدَالُ في تفرقه، او امتاد مَا الِاعْتِدَالُ فِي انْقِبَاضِهِ، أَوْ خُرُوجِ ذِي وَضْعٍ وَشَكْلٍ عَنْ وَضْعِهِ وَشَكْلِهِ بِحَيْثُ يُخْرِجُهُ عَنِ اعْتِدَالِهِ.

فَالطَّبِيبُ: هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ مَا يَضُرُّ بِالْإِنْسَانِ جَمْعُهُ، أَوْ يَجْمَعُ فِيهِ مَا يضره تفرقه، وينقص مِنْهُ مَا يَضُرُّهُ زِيَادَتُهُ، أَوْ يَزِيدُ فِيهِ مَا يَضُرُّهُ نَقْصُهُ، فَيَجْلِبُ الصِّحَّةَ الْمَفْقُودَةَ، أَوْ يَحْفَظُهَا بِالشَّكْلِ وَالشَّبَهِ، وَيَدْفَعُ الْعِلَّةَ الْمَوْجُودَةَ بِالضِّدِّ وَالنَّقِيضِ، وَيُخْرِجُهَا، أَوْ يَدْفَعُهَا بِمَا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِهَا بِالْحِمْيَةِ، وَسَتَرَى هَذَا كُلَّهُ فِي هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَافِيًا كَافِيًا بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، وَفَضْلِهِ وَمَعُونَتِهِ.

فصل

فَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِعْلُ التَّدَاوِي فِي نَفْسِهِ، وَالْأَمْرُ بِهِ لِمَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ مِنْ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ وَلَا هَدْيِ أَصْحَابِهِ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ الَّتِي تُسَمَّى أَقْرَبَاذِينَ، بَلْ كَانَ غَالِبُ أَدْوِيَتِهِمْ بِالْمُفْرَدَاتِ، وَرُبَّمَا أَضَافُوا إِلَى الْمُفْرَدِ مَا يُعَاوِنُهُ، أَوْ يَكْسِرُ سَوْرَتَهُ، وَهَذَا غَالِبُ طِبِّ الْأُمَمِ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا مِنَ الْعَرَبِ وَالتُّرْكِ، وَأَهْلِ الْبَوَادِي قَاطِبَةً، وَإِنَّمَا عُنِيَ بِالْمُرَكَّبَاتِ الرُّومُ وَالْيُونَانِيُّونَ، وَأَكْثَرُ طِبِّ الْهِنْدِ بِالْمُفْرَدَاتِ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْغِذَاءِ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى الدَّوَاءِ، وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْبَسِيطِ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى الْمُرَكَّبِ.

قَالُوا وَكُلُّ دَاءٍ قُدِرَ عَلَى دَفْعِهِ بِالْأَغْذِيَةِ وَالْحِمْيَةِ، لَمْ يُحَاوَلْ دَفْعُهُ بِالْأَدْوِيَةِ.

قَالُوا وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَنْ يَوْلَعَ بِسَقْيِ الْأَدْوِيَةِ، فَإِنَّ الدَّوَاءَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَدَنِ دَاءً يُحَلِّلُهُ، أَوْ وَجَدَ دَاءً لَا يُوَافِقُهُ، أَوْ وَجَدَ مَا يُوَافِقُهُ فَزَادَتْ كَمِّيَّتُهُ عَلَيْهِ، أو كيفيته،

এবং শীতল, আর্দ্র ও শুষ্ক (উপাদানসমূহের ভারসাম্যহীনতা থেকে)। আর বাহ্যিক কারণ এই যে, মানুষ যার সংস্পর্শে আসে তা কখনও তার প্রকৃতির অনুকূল হয়, আবার কখনও প্রতিকূল হয়। মানুষের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা কখনও মেজাজের বৈকল্যের (সুই-উল-মিজাজ) কারণে ঘটে যখন তা স্বাভাবিক ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত হয়। আবার কখনও কোনো অঙ্গের ত্রুটির কারণে, কখনও শারীরিক শক্তি বা সেই শক্তি বহনকারী রুহসমূহের (প্রাণশক্তির) দুর্বলতার কারণে ঘটে। এই বিষয়গুলো মূলত এমন কিছুর বৃদ্ধি ঘটার দিকে ফিরে যায় যার ভারসাম্য রক্ষিত হয় তা বৃদ্ধি না পাওয়ার মাধ্যমে, অথবা এমন কিছুর ঘাটতির দিকে যার ভারসাম্য রক্ষিত হয় তা না কমার মাধ্যমে, অথবা এমন কিছুর বিযুক্তির ফলে যার ভারসাম্য ছিল সংযুক্ত থাকায়, অথবা এমন কিছুর সংযোগের ফলে যার ভারসাম্য ছিল বিযুক্ত থাকায়, কিংবা এমন কিছুর প্রসারণের ফলে যার ভারসাম্য ছিল সংকোচনে, অথবা কোনো অঙ্গের অবস্থান বা আকৃতির এমন পরিবর্তন যা তাকে তার স্বাভাবিক গঠন ও ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত করে দেয়। অতএব, চিকিৎসক হলেন তিনি, যিনি মানুষের শরীরের সেই সব বস্তুকে পৃথক করেন যা একত্রিত থাকা ক্ষতিকর, অথবা এমন বিষয়গুলোকে একত্রিত করেন যা বিযুক্ত থাকা ক্ষতিকর। তিনি সেই অতিরিক্ত অংশ কমিয়ে দেন যার আধিক্য ক্ষতিকর, অথবা সেই ঘাটতি পূরণ করেন

যার অভাব ক্ষতিকর। এভাবে তিনি হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনেন অথবা সমজাতীয় পন্থায় তা সংরক্ষণ করেন। আর বিদ্যমান রোগকে তার বিপরীত বা প্রতিষেধক দ্বারা প্রতিহত করেন এবং তা শরীর থেকে বের করে দেন অথবা এমন পথ্য বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (হিময়াহ) দ্বারা প্রতিরোধ করেন যা রোগ সৃষ্টি হতে বাধা দেয়। আপনি এই সবকিছুরই পর্যাপ্ত ও নিরাময়যোগ্য প্রতিফলন আল্লাহর শক্তি, সামর্থ্য, অনুগ্রহ ও সাহায্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পদ্ধতির মধ্যে দেখতে পাবেন।

পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিল এই যে, তিনি নিজে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতেন এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের মধ্যে যারা অসুস্থ হতেন তাদেরও চিকিৎসার নির্দেশ দিতেন। তবে তাঁর বা তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতি এমন ছিল না যে, তাঁরা এসব যৌগিক ওষুধ ব্যবহার করবেন যেগুলোকে ‘আকরাবাদিন’ (ফার্মাকোপিয়া) বলা হয়। বরং তাঁদের অধিকাংশ ওষুধ ছিল একক ভেষজ উপাদানভিত্তিক (মুফরাদ)। কখনও কখনও তাঁরা একক উপাদানের সাথে এমন কিছু যুক্ত করতেন যা তাকে সহায়তা করে অথবা তার তীব্রতা কমিয়ে দেয়। এটিই ছিল আরব, তুর্কি এবং সামগ্রিকভাবে মরুবাসী সকল জাতির চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতি। যৌগিক বা মিশ্র ওষুধের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল রোমান ও গ্রিকরা। অপরদিকে ভারতের অধিকাংশ চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল একক ভেষজ নির্ভর।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যতক্ষণ খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব, ততক্ষণ ওষুধের দিকে যাওয়া উচিত নয়। আর যতক্ষণ সাধারণ বা সরল ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব, ততক্ষণ জটিল বা যৌগিক ওষুধের দিকে যাওয়া উচিত নয়।

তাঁরা বলেন: যে রোগ খাদ্য ও সঠিক পথ্যের (হিময়াহ) মাধ্যমে দূর করা সম্ভব, তা ওষুধের মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

তাঁরা আরও বলেন: চিকিৎসকের জন্য উচিত নয় রোগীকে ওষুধ সেবনে অভ্যস্ত করে তোলা। কারণ ওষুধ যখন শরীরে এমন কোনো রোগ খুঁজে পায় না যা সে বিশ্লিষ্ট করবে, অথবা এমন রোগ পায় যার সাথে সে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যদি ওষুধের পরিমাণ বা গুণাগুণ রোগের তুলনায় বেশি হয়ে যায়, তবে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

نشبت؟؟؟ بِالصِّحَّةِ، وَعَبَثَ بِهَا. وَأَرْبَابُ التِّجَارِبِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ طِبُّهُمْ بِالْمُفْرَدَاتِ غَالِبًا، وَهُمْ أَحَدُ فِرَقِ الطِّبِّ الثَّلَاثِ.

وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَدْوِيَةَ مِنْ جِنْسِ الْأَغْذِيَةِ، فَالْأُمَّةُ وَالطَّائِفَةُ الَّتِي غَالِبُ أَغْذِيَتِهَا الْمُفْرَدَاتُ، أَمْرَاضُهَا قَلِيلَةٌ جِدًّا، وَطِبُّهَا بِالْمُفْرَدَاتِ، وَأَهْلُ الْمُدُنِ الَّذِينَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْأَغْذِيَةُ الْمُرَكَّبَةُ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْأَدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَاضَهُمْ فِي الْغَالِبِ مُرَكَّبَةٌ، فَالْأَدْوِيَةُ الْمُرَكَّبَةُ أَنْفَعُ لَهَا، وَأَمْرَاضُ أَهْلِ الْبَوَادِي وَالصَّحَارِي مُفْرَدَةٌ، فَيَكْفِي فِي مُدَاوَاتِهَا الْأَدْوِيَةُ الْمُفْرَدَةُ، فَهَذَا بُرْهَانٌ بِحَسْبِ الصِّنَاعَةِ الطبية.

ونحن نقول: إن ها هنا أَمْرًا آخَرَ، نِسْبَةُ طِبِّ الْأَطِبَّاءِ إِلَيْهِ كَنِسْبَةِ طِبِّ الطَّرْقِيَّةِ وَالْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّهِمْ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِهِ حُذَّاقُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ، فَإِنَّ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِالطِّبِّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ قِيَاسٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ تَجْرِبَةٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ إِلْهَامَاتٌ، وَمَنَامَاتٌ، وَحَدْسٌ صَائِبٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أُخِذَ كَثِيرٌ مِنْهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْبَهِيمِيَّةِ، كَمَا نُشَاهِدُ السَّنَانِيرَ إِذَا أَكَلَتْ ذَوَاتِ السُّمُومِ تَعْمِدُ إِلَى السِّرَاجِ، فَتَلَغُ فِي الزَّيْتِ تتداوى به، وكما رؤيت الْحَيَّاتُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بُطُونِ الْأَرْضِ، وَقَدْ عَشِيَتْ أَبْصَارُهَا تَأْتِي إِلَى وَرَقِ الرَّازِيَانِجِ، فَتُمِرُّ عُيُونَهَا عَلَيْهَا. وَكَمَا عُهِدَ مِنَ الطَّيْرِ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِمَاءِ الْبَحْرِ عِنْدَ انْحِبَاسِ طَبْعِهِ، وَأَمْثَالُ ذلك مما ذكر في مبادىء الطِّبِّ.

وَأَيْنَ يَقَعُ هَذَا وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْوَحْيِ الَّذِي يُوحِيهِ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ بِمَا يَنْفَعُهُ وَيَضُرُّهُ، فَنِسْبَةُ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الطِّبِّ إِلَى هَذَا الْوَحْيِ كَنِسْبَةِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعُلُومِ إلى ما جاءت به الأنبياء، بل ها هنا مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَشْفِي مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا لم يتهد إِلَيْهَا عُقُولُ أَكَابِرِ الْأَطِبَّاءِ، وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهَا علومهم وتجاربهم، و؟؟؟ ن الْأَدْوِيَةِ الْقَلْبِيَّةِ، وَالرُّوحَانِيَّةِ، وَقُوَّةِ الْقَلْبِ، وَاعْتِمَادِهِ عَلَى اللَّهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالِالْتِجَاءِ إِلَيْهِ، وَالِانْطِرَاحِ وَالِانْكِسَارِ بين يديه، والتذلل له، والصدقة، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالِاسْتِغْفَارِ،

وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ، وَإِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ، وَالتَّفْرِيجِ عَنِ الْمَكْرُوبِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَدْوِيَةَ قَدْ جَرَّبَتْهَا الْأُمَمُ عَلَى اخْتِلَافِ أَدْيَانِهَا وَمِلَلِهَا، فوجودا لَهَا مِنَ التَّأْثِيرِ فِي الشِّفَاءِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ عِلْمُ أَعْلَمِ الْأَطِبَّاءِ، وَلَا تَجْرِبَتُهُ، وَلَا قِيَاسُهُ.

وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا مِنْ هَذَا أُمُورًا كَثِيرَةً، وَرَأَيْنَاهَا تَفْعَلُ مَا لَا تفعل الأدوية

স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে এবং একে বিপর্যস্ত করে তোলে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণত একক ভেষজ (মুফরাদাত) নির্ভর হয়ে থাকে এবং তারা চিকিৎসকদের তিনটি প্রধান দলের অন্যতম একটির অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা হলো—ঔষধ মূলত খাদ্যেরই একটি প্রকার। সুতরাং যে জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রধান খাদ্য সাধারণত একক উপাদানে সীমাবদ্ধ, তাদের রোগব্যাধিও অত্যন্ত কম হয়ে থাকে এবং তাদের চিকিৎসাও একক ভেষজ দ্বারা সম্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে নগরের অধিবাসী, যাদের খাদ্যাভ্যাসে মিশ্র ও জটিল উপাদানের প্রাধান্য বেশি, তাদের মিশ্র ঔষধেরই প্রয়োজন হয়। এর কারণ হলো, তাদের রোগসমূহও সাধারণত জটিল ও মিশ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে; ফলে মিশ্র ঔষধই তাদের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ। আর গ্রাম ও মরুচারীদের রোগসমূহ সরল ও একক প্রকৃতির হওয়ায় তাদের আরোগ্যের জন্য একক ভেষজই যথেষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী এটিই হলো অকাট্য প্রমাণ।

আমরা বলি: এখানে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যার বিপরীতে চিকিৎসকদের চিকিৎসা বিদ্যার অবস্থান ঠিক তেমনই, যেমন তাদের কাছে হাতুড়ে চিকিৎসক বা বৃদ্ধাদের চিকিৎসার অবস্থান। তাদের বিজ্ঞ চিকিৎসক ও ইমামগণও এ কথা স্বীকার করেছেন। কেননা তাদের নিকট চিকিৎসা সংক্রান্ত যে জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন—এটি নিছক যুক্তি-নির্ভর অনুমান (কিয়াস), কেউ বলেন—এটি অভিজ্ঞতা (তাজরিবা)। আবার কারও মতে এটি হলো ঐশী সংকেত (ইলহাম), স্বপ্ন অথবা সঠিক অন্তর্দৃষ্টি। কেউ কেউ আবার বলেন যে, এর অনেকটা অংশ গৃহীত হয়েছে ইতর প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ থেকে। যেমন আমরা দেখি বিড়াল যখন বিষাক্ত কিছু ভক্ষণ করে, তখন সে প্রদীপের দিকে যায় এবং এর তেল চেটে খেয়ে নিজের চিকিৎসা করে। একইভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, সাপ যখন গর্ত থেকে বের হয় এবং তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তখন সে মৌরি (রাজিয়ানাজ) পাতার কাছে যায় এবং তাতে নিজের চোখ ঘষতে থাকে। আরও জানা যায় যে, কোনো পাখির কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে সে সমুদ্রের

পানি দিয়ে নিজের পেট পরিষ্কার (এনিমা) করে নেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের সূচনালগ্নের ইতিহাসে এ জাতীয় আরও অনেক উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের প্রতি তাঁর কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কিত যে ওহী নাযিল করেছেন, তার সামনে এসকল বিষয়ের স্থান কোথায়? সুতরাং ওহীর বিপরীতে তাদের এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুপাত ঠিক তেমনই, যেমন নবীদের আনীত জ্ঞানের বিপরীতে তাদের সাধারণ জাগতিক জ্ঞানের অনুপাত। বরং এখানে এমন সব নিরাময়কারী ঔষধ রয়েছে, যেখানে বড় বড় চিকিৎসকদের মেধা পৌঁছাতে পারেনি এবং তাদের বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। আর এগুলো হলো হৃদরোগের ঔষধ ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা; যেমন— অন্তরের দৃঢ়তা, আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা (তাওয়াক্কুল), তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর সমীপে নিজেকে বিলীন ও নিবেদন করা, তাঁর সামনে বিনয়াবনত হওয়া, দান-সদকা, প্রার্থনা (দোয়া), তওবা, ক্ষমা প্রার্থনা (استغفار - ইস্তিগফার), সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা এবং আর্তমানবতার সেবা করা। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী জাতিসমূহ এই ঔষধগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে এবং তারা আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে এমন অলৌকিক প্রভাব খুঁজে পেয়েছে যা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা যুক্তির মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা এবং অন্যরা এ জাতীয় অসংখ্য বিষয় পরীক্ষা করে দেখেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, এগুলো এমন কাজ করে যা সাধারণ ভৌত ঔষধসমূহ করতে পারে না।

(ص: 11)الطب النبوي لابن القيم

الْحِسِّيَّةُ، بَلْ تَصِيرُ الْأَدْوِيَةُ الْحِسِّيَّةُ عِنْدَهَا بِمَنْزِلَةِ أَدْوِيَةِ الطَّرُقِيَّةِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ، وَهَذَا جَارٍ عَلَى قَانُونِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ لَيْسَ خَارِجًا عَنْهَا، وَلَكِنَّ الْأَسْبَابَ مُتَنَوِّعَةٌ، فَإِنَّ الْقَلْبَ مَتَى اتَّصَلَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَخَالِقِ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ، وَمُدَبِّرِ الطَّبِيعَةِ وَمُصَرِّفِهَا عَلَى مَا يَشَاءُ كَانَتْ لَهُ أَدْوِيَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي يُعَانِيهَا الْقَلْبُ الْبَعِيدُ مِنْهُ الْمُعْرِضُ عَنْهُ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَرْوَاحَ مَتَى قَوِيَتْ، وَقَوِيَتِ النَّفْسُ وَالطَّبِيعَةُ تَعَاوَنَا عَلَى دَفْعِ الدَّاءِ

وَقَهْرِهِ، فَكَيْفَ يُنْكَرُ لِمَنْ قَوِيَتْ طَبِيعَتُهُ ونفسه، وفرحت بقربها من بارئها، وأنسها به، وَحُبِّهَا لَهُ، وَتَنَعُّمِهَا بِذِكْرِهِ، وَانْصِرَافِ قُوَاهَا كُلِّهَا إِلَيْهِ، وَجَمْعِهَا عَلَيْهِ، وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ، وَتَوَكُّلِهَا عَلَيْهِ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ، وَأَنْ تُوجِبَ لَهَا هَذِهِ الْقُوَّةُ دَفْعَ الْأَلَمِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَا يُنْكِرُ هَذَا إِلَّا أَجْهَلُ النَّاسِ، وَأَغْلَظُهُمْ حِجَابًا، وَأَكْثَفُهُمْ نَفْسًا، وَأَبْعَدُهُمْ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَسَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ السَّبَبَ الَّذِي بِهِ أَزَالَتْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ دَاءَ اللَّدْغَةِ عَنِ اللَّدِيغِ الَّتِي رُقِيَ بِهَا، فَقَامَ حَتَّى كَأَنَّ مَا بِهِ قَلَبَةٌ «1» .

فَهَذَانِ نَوْعَانِ مِنَ الطِّبِّ النَّبَوِيِّ نَحْنُ بِحَوْلِ اللَّهِ نَتَكَلَّمُ عَلَيْهِمَا بِحَسْبِ الْجَهْدِ وَالطَّاقَةِ، وَمَبْلَغِ عُلُومِنَا الْقَاصِرَةِ، وَمَعَارِفِنَا الْمُتَلَاشِيَةِ جِدًّا، وَبِضَاعَتِنَا الْمُزْجَاةِ «2» ، وَلَكِنَّا نَسْتَوْهِبُ مَنْ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَنَسْتَمِدُّ مِنْ فَضْلِهِ، فإنه العزيز الوهّاب.

فَصْلٌ

رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» : مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزبير، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل» «3» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عطاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ له شفاء» «4» .

---

(1) قلبة (بزنة سبلة) الداء أو الألم الذي يتقلب منه صاحبه

(2) بضاعة مزجاة: قليلة أو لم يتم إصلاحها

(3) أخرجه مسلم في كتاب الطب عن جابر، والإمام أحمد، ولم يخرجه البخاري واستدركه الحاكم فوهم

(4) أخرجه ابن ماجه. والبخاري في الطب. ورواه مسلم بلفظ «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن الله

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ওষুধসমূহ বরং তখন চিকিৎসকদের নিকট সামান্য টোটকা ওষুধের মতো হয়ে পড়ে। এটি ঐশী প্রজ্ঞার (হিকমাহ ইলাহিয়্যাহ) নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, এর বাইরে কিছু নয়। তবে রোগ মুক্তির কারণসমূহ নানাবিধ হয়ে থাকে। কেননা অন্তর যখন বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, ব্যাধি ও প্রতিকারের স্রষ্টা এবং প্রকৃতির পরিচালক ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তা পরিবর্তনকারীর সাথে সংযুক্ত হয়, তখন তার জন্য এমন কিছু ভিন্নধর্মী প্রতিষেধক তৈরি হয় যা আল্লাহ থেকে বিমুখ ও গাফেল হৃদয়ের চিকিৎসার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি সুনিশ্চিত যে, যখন আত্মা শক্তিশালী হয় এবং নফস ও প্রকৃতি সবল হয়, তখন তারা রোগ প্রতিরোধ ও দমনে একে অপরকে সহযোগিতা করে। সুতরাং যার প্রকৃতি ও আত্মা শক্তিশালী হয়েছে, আপন স্রষ্টার নৈকট্যে যে আনন্দিত, তাঁর প্রতি যে অনুগত ও ভালোবাসা পোষণকারী, তাঁর স্মরণে যে তৃপ্ত, যার সমস্ত শক্তি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ এবং যিনি তাঁরই ওপর ভরসা ও সাহায্য প্রার্থনা করেন—এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই আধ্যাত্মিক শক্তিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ হবে এবং এই শক্তি যে যাতনা সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিবে, তাতে বিস্ময়ের কী আছে? কেবল মূর্খতম ব্যক্তি, যার হৃদয়ে পুরু পর্দা পড়ে আছে, যার আত্মা স্থূল এবং যে আল্লাহ ও মানবপ্রকৃতির প্রকৃত হাকিকত থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে, সেই কেবল একে অস্বীকার করতে পারে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা অচিরেই সেই কারণ ব্যাখ্যা করব যার ফলে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে দংশিত ব্যক্তির বিষক্রিয়া দূর হয়েছিল, যার ফলে সে এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন তার কোনো কষ্টই ছিল না (১)।

এগুলো হলো নববী চিকিৎসার (তিব্বুন নববী) দুটি প্রকার। আমরা আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ্যে ভরসা করে আমাদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা, আমাদের সীমিত জ্ঞান ও অতি সামান্য অভিজ্ঞতা এবং আমাদের অতি নগণ্য পুঁজি (২) দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব। তবে আমরা তাঁরই নিকট প্রার্থনা করছি যাঁর হাতে সকল কল্যাণ এবং তাঁর করুণার সাহায্য কামনা করছি; নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম দাতা।

পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে আবু যুবাইর সূত্রে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “প্রত্যেক রোগের প্রতিকার রয়েছে। যখন রোগের সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহর নির্দেশে রোগী আরোগ্য লাভ করে (৩)।”

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ আতা সূত্রে আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার প্রতিষেধক তিনি অবতীর্ণ করেননি (৪)।”

---

(১) কালবাহ: এমন রোগ বা যন্ত্রণা যার কারণে রোগী ছটফট করে।

(২) সামান্য বা নগণ্য পুঁজি: যা অল্প বা যথাযথভাবে প্রস্তুত নয়।

(৩) ইমাম মুসলিম কিতাবুত তিব্ব-এ জাবির থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং ইমাম আহমাদও। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেননি, হাকেম এটিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

(৪) ইবনে মাজাহ এবং বুখারী তিব্ব অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম এটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, ‘আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি যার ওষুধ নাযিল করেননি, সুতরাং যখন সঠিক ওষুধটি প্রয়োগ করা হয় আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ হয়’।

وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» : مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أسامة بن شريك، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَتَدَاوَى؟

فَقَالَ: «نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ» ، قَالُوا مَا هُوَ؟ قَالَ: «الْهَرَمُ» «1»

وَفِي لَفْظٍ: «إِنَّ الله لم ينزل داء إلّا أنزل شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» «2»

وَفِي «الْمُسْنَدِ» : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» .

وَفِي «الْمُسْنَدِ» وَ «السُّنَنِ» «3» عَنْ أَبِي خزامة، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ فَقَالَ «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ» «4» .

فَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ إِثْبَاتَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ. وَإِبْطَالَ قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ» ، عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْأَدْوَاءَ الْقَاتِلَةَ، وَالْأَدْوَاءَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ لِطَبِيبٍ أَنْ يُبْرِئَهَا، وَيَكُونُ اللَّهُ عز وجل قَدْ جَعَلَ لَهَا أَدْوِيَةً تُبْرِئُهَا، وَلَكِنْ طَوَى عِلْمَهَا عَنِ الْبَشَرِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لِلْخَلْقِ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ، وَلِهَذَا عَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشّفاء على مصادفة الدواء للداء،

---

(1) أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وابن ماجه كلهم في كتاب الطب وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث زياد بن علاقة. وقال الترمذي حس صحيح والحاكم صحيح. ومعنى الحديث: أي تداووا ولا تعتمدوا في الشفاء على التداوي بل كونوا عباد الله متوكلين عليه. ومن تداوى عليه أن يعتقد حقا ويؤمن يقينا بأن الدواء لا يحدث شفاء ولا يولده، كما أن الداء لا يحدث سقما ولا يولده، ولكن المولى جلت قدرته يخلق الموجودات واحدا عقب آخر على ترتيب هو أعلم بحكمته و «داء الهرم» أي الكبر جعل داء تشبيها به لأن الموت يعقبه كالداء

(2) رواه الحاكم. ونحوه للنسائي وابن ماجه، وصحيحه ابن حبان

(3) هي سنن الترمذي

(4) أخرجه ابن ماجه والحاكم في صحيحه، والترمذي وقال: حسن صحيح

‘মুসনাদে ইমাম আহমাদ’-এ জিয়াদ ইবনে ইলাকার বর্ণনায় উসামা ইবনে শারিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় কিছু পল্লীবাসী আরব আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব?

তিনি বললেন: “হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার নিরাময় (শিফা) তিনি তৈরি করেননি, কেবল একটি রোগ ব্যতীত।” তারা জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কী? তিনি বললেন: “বার্ধক্য (হারাম)।”

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: “নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার প্রতিষেধক তিনি অবতীর্ণ করেননি; যে তা জানার সে তা জেনেছে, আর যে তা জানে না সে তা জানে না।”

‘মুসনাদ’-এ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত মারফূ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন) সূত্রে রয়েছে: “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার জন্য তিনি প্রতিষেধক অবতীর্ণ করেননি; যে তা জানার সে তা জেনেছে এবং যে তা জানে না সে তা জানে না।”

‘মুসনাদ’ ও ‘সুনান’ গ্রন্থে আবু খুজামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) গ্রহণ করি, যে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করি এবং যে সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করি, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এগুলো কি আল্লাহর তাকদিরের কিছু পরিবর্তন করতে পারে? তিনি বললেন: “এগুলোও আল্লাহর তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত।”

এই হাদিসগুলো কার্যকারণ (আসবাব) ও ফলাফলের (মুসাব্বাবাত) বাস্তবতাকে প্রমাণ করে এবং যারা এগুলোকে অস্বীকার করে তাদের মতবাদকে বাতিল করে দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: “প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে”—এটি এর ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে হওয়া সম্ভব, যা এমনকি প্রাণঘাতী রোগ এবং এমন সব ব্যাধিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে নিরাময় করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ সেগুলোর জন্য এমন ওষুধ সৃষ্টি করেছেন যা সেগুলো নিরাময় করবে, কিন্তু মানবজাতির নিকট থেকে তার জ্ঞান গোপন রেখেছেন এবং তাদের জন্য সে পথ উন্মুক্ত করেননি। কেননা সৃষ্টির কোনো জ্ঞান নেই

কেবল তা ব্যতীত যা আল্লাহ তাদের শিখিয়েছেন। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরাময় বা আরোগ্য লাভকে রোগের সাথে ওষুধের সঠিক মিল বা সমন্বয় হওয়ার ওপর নির্ভরশীল করেছেন।

---

(১) আবু দাউদ, তিরমিজি, ইমাম আহমাদ এবং ইবনে মাজাহ প্রত্যেকেই তাঁদের ‘চিকিৎসা অধ্যায়ে’ (কিতাবুত তিব) এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান তাঁর ‘সহিহ’ গ্রন্থে এবং হাকেম জিয়াদ ইবনে ইলাকার হাদিস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি একে ‘হাসান-সহিহ’ এবং হাকেম একে ‘সহিহ’ বলেছেন। হাদিসের মর্মার্থ হলো: তোমরা চিকিৎসা করো এবং কেবল চিকিৎসার ওপর নিরাময়ের ভরসা করো না, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাঁর ওপর একান্ত নির্ভরশীল (তাওয়াক্কুলকারী) হও। যে ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করবে, তার উচিত এটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা যে, ওষুধ নিজে কোনো নিরাময় সৃষ্টি করে না, যেমনভাবে রোগ নিজে কোনো অসুস্থতা তৈরি করে না। বরং মহান প্রতিপালক তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী একটির পর একটি বিষয় সৃষ্টি করেন। ‘বার্ধক্যের রোগ’ বলতে বার্ধক্যকে রোগের সাথে তুলনা করা হয়েছে কারণ রোগের মতো বার্ধক্যের পরেই মৃত্যু আসে।
(২) হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন। এর অনুরূপ বর্ণনা নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতেও রয়েছে এবং ইবনে হিব্বান একে সহিহ বলেছেন।
(৩) এটি হলো সুনানে তিরমিজি।
(৪) ইবনে মাজাহ এবং হাকেম তাঁর ‘সহিহ’ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি একে ‘হাসান-সহিহ’ বলেছেন।

(ص: 13)الطب النبوي لابن القيم

فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا لَهُ ضِدٌّ، وَكُلُّ دَاءٍ لَهُ ضِدٌّ مِنَ الدَّوَاءِ يُعَالَجُ بِضِدِّهِ، فَعَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبُرْءَ بِمُوَافَقَةِ الدَّاءِ لِلدَّوَاءِ، وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ وُجُودِهِ، فَإِنَّ الدَّوَاءَ مَتَى جَاوَزَ دَرَجَةَ الدَّاءِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، أَوْ زَادَ فِي الْكَمِّيَّةِ عَلَى مَا

يَنْبَغِي، نَقَلَهُ إِلَى دَاءٍ آخَرَ، وَمَتَى قَصَرَ عَنْهَا لَمْ يَفِ بِمُقَاوَمَتِهِ، وَكَانَ الْعِلَاجُ قَاصِرًا، وَمَتَى لَمْ يَقَعِ الْمُدَاوِي عَلَى الدَّوَاءِ، أَوْ لَمْ يَقَعِ الدَّوَاءُ عَلَى الدَّاءِ، لَمْ يَحْصُلِ الشِّفَاءُ، وَمَتَى لَمْ يَكُنِ الزَّمَانُ صَالِحًا لِذَلِكَ الدَّوَاءِ، لَمْ يَنْفَعْ، وَمَتَى كَانَ الْبَدَنُ غَيْرَ قَابِلٍ لَهُ، أَوِ الْقُوَّةُ عَاجِزَةً عَنْ حَمْلِهِ، أَوْ ثَمَّ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ تَأْثِيرِهِ، لَمْ يَحْصُلِ الْبُرْءُ لِعَدَمِ الْمُصَادَفَةِ، وَمَتَى تَمَّتِ الْمُصَادَفَةُ حَصَلَ الْبُرْءُ بِإِذْنِ الله ولابد، وَهَذَا أَحْسَنُ الْمَحْمِلَيْنِ فِي الْحَدِيثِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَامِّ الْمُرَادِ بِهِ الْخَاصُّ، لَا سِيَّمَا وَالدَّاخِلُ فِي اللَّفْظِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ الْخَارِجِ مِنْهُ، وَهَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ لِسَانٍ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً يَقْبَلُ الدَّوَاءَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَدْوَاءُ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الدَّوَاءَ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الرِّيحِ الَّتِي سَلَّطَهَا عَلَى قَوْمِ عَادٍ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا «1» أَيْ كُلَّ شَيْءٍ يَقْبَلُ التَّدْمِيرَ، وَمِنْ شَأْنِ الرِّيحِ أَنْ تُدَمِّرَهُ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ.

وَمَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ الْأَضْدَادِ فِي هَذَا الْعَالَمِ، وَمُقَاوَمَةَ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ، وَدَفْعَ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَتَسْلِيطَ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، تَبَيَّنَ لَهُ كَمَالُ قُدْرَةِ الرَّبِّ تَعَالَى، وَحِكْمَتُهُ، وَإِتْقَانُهُ مَا صَنَعَهُ، وَتَفَرُّدُهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَالْوَحْدَانِيَّةِ، وَالْقَهْرِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَلَهُ مَا يُضَادُّهُ وَيُمَانِعُهُ، كَمَا أَنَّهُ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ بِذَاتِهِ.

وَفِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْأَمْرُ بِالتَّدَاوِي، وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ، كَمَا لَا يُنَافِيهِ دَفْعُ دَاءِ الْجُوعِ، وَالْعَطَشِ، وَالْحَرِّ، وَالْبَرْدِ بِأَضْدَادِهَا، بَلْ لَا تَتِمُّ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ إِلَّا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي نَصَبَهَا اللَّهُ مُقْتَضَيَاتٍ لِمُسَبَّبَاتِهَا قَدَرًا وَشَرْعًا، وَأَنَّ تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ فِي نَفْسِ التَّوَكُّلِ، كَمَا يَقْدَحُ فِي الْأَمْرِ وَالْحِكْمَةِ، وَيُضْعِفُهُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ مُعَطِّلُهَا أَنَّ تَرْكَهَا أَقْوَى فِي التَّوَكُّلِ، فَإِنَّ تَرْكَهَا عَجْزًا يُنَافِي التوكل الذي حقيقته اعتماد

(1) الأحقاف- 25- وهي الريح العاصفة التي دمر الله بها عادا قوم هود، وكان ذلك بإرادة الله سبحانه، فأهلكتهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وأهلكت أموالهم. وبقي هود ومن آمن معه.

বস্তুত প্রতিটি সৃষ্টিরই বিপরীত রয়েছে এবং প্রতিটি রোগেরই নিরাময় হিসেবে বিপরীত ওষধি রয়েছে যা দ্বারা তার চিকিৎসা করা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরোগ্য লাভের বিষয়টি রোগের সাথে ওষধের সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল করেছেন। আর এটি কেবল ওষধ বিদ্যমান থাকার চেয়েও অতিরিক্ত একটি বিষয়। কেননা ওষধ যখন গুণগত মানের দিক থেকে রোগের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় অথবা পরিমাণগত দিক থেকে প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে বৃদ্ধি পায়, তখন তা শরীরকে অন্য রোগে আক্রান্ত করে। আবার যখন তা রোগের মাত্রা অপেক্ষা কম হয়, তখন তা রোগ প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত হয় না এবং চিকিৎসা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যখন চিকিৎসক সঠিক ওষধ নির্বাচন করতে পারেন না অথবা ওষধটি রোগের উপযুক্ত হয় না, তখন আরোগ্য লাভ হয় না। আবার যখন সময়টি সেই ওষধের জন্য উপযুক্ত না হয়, তখন তা কোনো উপকার দেয় না। আর যখন শরীর ওষধটি গ্রহণ করার অবস্থায় থাকে না অথবা শারীরিক শক্তি তা সহ্য করার ক্ষমতা হারায়, কিংবা সেখানে এমন কোনো প্রতিবন্ধক থাকে যা ওষধের ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে, তখন সামঞ্জস্য না হওয়ার কারণে নিরাময় অর্জিত হয় না। আর যখনই এই সামঞ্জস্য পূর্ণতা পায়, তখনই আল্লাহর ইচ্ছায় নিশ্চিতভাবে আরোগ্য অর্জিত হয়। হাদিসের দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে এটিই সর্বোত্তম।

দ্বিতীয়ত: এটি এমন এক সাধারণ শব্দ যা দ্বারা বিশেষ অর্থ বুঝানো হয়েছে (আল-আম্ম আল-মুরাদু বিহি আল-খাস), বিশেষত যখন শব্দের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো বহির্ভূত বিষয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়। এটি প্রতিটি ভাষাতেই প্রচলিত। এখানে উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যা চিকিৎসা গ্রহণযোগ্য অথচ তার ওষধি সৃষ্টি করেননি। সুতরাং যেসব রোগ চিকিৎসার উপযোগী নয় (যেমন বার্ধক্য বা মৃত্যু) সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি মহান আল্লাহর সেই বাণীর মতো যা তিনি আদ জাতির ওপর প্রেরিত প্রবল বায়ু সম্পর্কে বলেছেন: "যা তার পালনকর্তার আদেশে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে" (সূরা আল-আহকাফ: ২৫), অর্থাৎ এমন সবকিছু যা ধ্বংস হওয়া সম্ভব এবং বায়ু যা ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। এর দৃষ্টান্ত আরও অনেক রয়েছে।

আর যে ব্যক্তি এই মহাবিশ্বে বিপরীতধর্মী সৃষ্টিসমূহ, তাদের একে অপরের প্রতিরোধ, একটির মাধ্যমে অন্যটির বিচ্ছুরণ এবং একটির ওপর অন্যটির আধিপত্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, তার নিকট মহান রবের ক্ষমতার পূর্ণতা, তাঁর প্রজ্ঞা, সৃষ্টির সুনিপুণতা এবং তাঁর প্রভুত্ব, একত্ব ও পরাক্রমশালিতার অনন্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর এটিও স্পষ্ট হবে যে, তিনি ছাড়া যা কিছু আছে তার প্রত্যেকেরই এমন কিছু আছে যা তার বিপরীত ও প্রতিরোধক। যেমনভাবে তিনি স্বীয় সত্তাগতভাবেই অভাবমুক্ত, তেমনি তিনি ব্যতীত অন্য যা কিছু আছে তা স্বীয় সত্তাগতভাবেই মুখাপেক্ষী।

সহিহ হাদিসসমূহে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ এসেছে এবং এটি আল্লাহর ওপর ভরসা করার (তাওয়াক্কুল) পরিপন্থী নয়। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গরম ও শীতের কষ্টকে তাদের বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে দূর করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং সেই উপকরণসমূহ (আসবাব) ব্যবহার ব্যতীত তাওহিদের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণ হয় না, যা আল্লাহ তাআলা তাকদির ও শরিয়তের বিধানে ফলাফলের কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এই উপকরণসমূহকে অকেজো রাখা স্বয়ং তাওয়াক্কুলের মধ্যেই ত্রুটি সৃষ্টি করে, যেমনটি তা আল্লাহর নির্দেশ ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও ত্রুটিস্বরূপ। যে ব্যক্তি উপকরণ বর্জন করাকে তাওয়াক্কুলের জন্য অধিক শক্তিশালী মনে করে, সে মূলত তাওয়াক্কুলকে দুর্বল করে দেয়। কারণ অক্ষমতাবশত উপকরণ বর্জন করা সেই তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী যার প্রকৃত নির্যাস হলো আল্লাহর ওপর নির্ভরতা...

---

(১) আল-আহকাফ- ২৫- এটি সেই ঝঞ্ঝাবায়ু যা দ্বারা আল্লাহ হুদ আলাইহিস সালামের কওম 'আদ'কে ধ্বংস করেছিলেন। আর এটি ছিল মহান আল্লাহর ইচ্ছায়; ফলে তা তাদের পুরুষ, নারী, ছোট ও বড় সবাইকে এবং তাদের ধন-সম্পদকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল। কেবল হুদ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিলেন তারা রক্ষা পেয়েছিলেন।

الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ فِي حُصُولِ مَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَلَا بُدَّ مَعَ هَذَا الِاعْتِمَادِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ، وَإِلَّا كَانَ مُعَطِّلًا لِلْحِكْمَةِ وَالشَّرْعِ، فَلَا يَجْعَلُ الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوَكُّلًا، وَلَا تَوَكُّلَهُ عَجْزًا.

وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ التَّدَاوِي، وَقَالَ: إِنْ كَانَ الشِّفَاءُ قَدْ قُدِّرَ، فَالتَّدَاوِي لَا يُفِيدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قُدِّرَ، فَكَذَلِكَ وَأَيْضًا، فَإِنَّ الْمَرَضَ حَصَلَ بِقَدَرِ اللَّهِ، وَقَدَرُ اللَّهِ لَا يُدْفَعُ وَلَا يُرَدُّ، وَهَذَا السُّؤَالُ هُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْأَعْرَابُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَأَمَّا أَفَاضِلُ الصَّحَابَةِ، فَأَعْلَمُ بِاللَّهِ وَحِكْمَتِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ أَنْ يُورِدُوا مِثْلَ هَذَا، وَقَدْ أَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا شَفَى وَكَفَى، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ وَالرُّقَى وَالتُّقَى هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ، فَمَا خَرَجَ شَيْءٌ عَنْ قَدَرِهِ، بَلْ يُرَدُّ قَدَرُهُ بِقَدَرِهِ، وَهَذَا الرَّدُّ مِنْ قَدَرِهِ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْخُرُوجِ عَنْ قَدَرِهِ بِوَجْهٍ مَا، وَهَذَا كَرَدِّ قَدَرِ الْجُوعِ، وَالْعَطَشِ وَالْحَرِّ، وَالْبَرْدِ بِأَضْدَادِهَا، وَكَرَدِّ قَدَرِ الْعَدُوِّ بِالْجِهَادِ، وَكُلٌّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ الدَّافِعُ وَالْمَدْفُوعُ وَالدَّفْعُ.

وَيُقَالُ لِمُورِدِ هَذَا السُّؤَالِ «هَذَا يُوجِبُ عليك ألاتباشر سَبَبًا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَجْلِبُ بِهَا مَنْفَعَةً، أَوْ تَدْفَعُ بِهَا مَضَرَّةً، لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ وَالْمَضَرَّةَ إِنْ قُدِّرَتَا، لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ وُقُوعِهِمَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدَّرَا لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إِلَى وُقُوعِهِمَا، وَفِي ذَلِكَ خَرَابُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَفَسَادُ الْعَالَمِ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ إِلَّا دَافِعٌ لِلْحَقِّ، مُعَانِدٌ لَهُ، فَيَذْكُرُ الْقَدَرَ لِيَدْفَعَ حُجَّةَ الْمُحِقِّ عَلَيْهِ، كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا: لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا «1» ، ولَوْ شاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا «2» . فَهَذَا قَالُوهُ دَفْعًا لِحُجَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِالرُّسُلِ.

وَجَوَابُ هَذَا السَّائِلِ أَنْ يُقَالَ: بَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ لَمْ تَذْكُرْهُ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ كَذَا وَكَذَا بِهَذَا السَّبَبِ. فَإِنْ أَتَيْتَ بِالسَّبَبِ حَصَلَ الْمُسَبَّبُ، وَإِلَّا فَلَا. فَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدَّرَ لِي السَّبَبَ، فَعَلْتُهُ، وَإِنْ لَمْ يقدّره لي لم أتمكن من فعله.

(1) الانعام- 148- والمعنى أن المشركين يريدون أن يقولوا: إن الله راض بإشراكنا وتحريمنا للبحيرة والسائبة وغيرهما. ورد الله عليهم بقوله «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا»

(2) النحل- 35- والمعنى أن قائل هذا القول أهل مكة وأحزابهم في الشرك فرد عليهم بأنهم يتبعون الذين كانوا من قبلهم فهم مقلدون لاحظ لهم من النظر «كذلك قال الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين»

দ্বীন ও দুনিয়াতে বান্দার জন্য যা কল্যাণকর তা লাভ করতে এবং যা ক্ষতিকর তা প্রতিহত করতে আল্লাহর ওপর অন্তরের অটল নির্ভরতা রাখা; তবে এই নির্ভরতার পাশাপাশি উপায়-উপকরণ (আসবাব) গ্রহণ করা অপরিহার্য। অন্যথায় তা আল্লাহর প্রজ্ঞা ও শরীয়তকে অকার্যকর করার নামান্তর হবে। অতএব, বান্দা যেন তার অক্ষমতাকে তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) মনে না করে এবং তার তাওয়াক্কুলকে অক্ষমতায় পর্যবসিত না করে।

এতে তাদের প্রতি উত্তর রয়েছে যারা চিকিৎসা গ্রহণ করাকে অস্বীকার করে এবং বলে: "যদি আরোগ্য নির্ধারিত থাকে তবে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই, আর যদি নির্ধারিত না থাকে তবে চিকিৎসা কোনো কাজে আসবে না।" তারা আরও বলে: "রোগব্যাধি আল্লাহর তকদিরেই হয়েছে, আর আল্লাহর তকদিরকে তো প্রতিহত করা বা ফেরানো যায় না।" এই একই প্রশ্ন বেদুইনরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করেছিল। তবে শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ আল্লাহ, তাঁর প্রজ্ঞা ও গুণাবলি সম্পর্কে এতটাই অবগত ছিলেন যে এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা থেকে তারা বিরত ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এমন উত্তর দিয়েছিলেন যা ছিল পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক। তিনি বলেছিলেন: "এই ঔষধ, ঝাড়ফুঁক ও আত্মরক্ষা—সবই আল্লাহর তকদিরের অন্তর্ভুক্ত।" সুতরাং কোনো কিছুই তাঁর তকদিরের বাইরে নয়, বরং তকদির দিয়েই তকদিরকে প্রতিহত করা হয়। আর এই প্রতিহত করার প্রক্রিয়াটিও তকদিরের অংশ। কোনোভাবেই তাঁর তকদির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। এটি ঠিক ক্ষুধা, পিপাসা, গরম ও শীতের তকদিরকে সেগুলোর বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে প্রতিহত করার মতো; এবং শত্রুর তকদিরকে জিহাদের মাধ্যমে প্রতিহত করার মতো। প্রতিহতকারী, যাকে প্রতিহত করা হচ্ছে এবং খোদ প্রতিহত করার কাজ—সবই আল্লাহর তকদিরের অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রশ্ন উত্থাপনকারীকে বলা হবে: "তোমার এই যুক্তি অনুযায়ী তো তোমার এমন কোনো উপায় (আসবাব) অবলম্বন করা উচিত নয় যার মাধ্যমে কোনো উপকার লাভ করা যায় বা ক্ষতি দূর করা যায়। কারণ উপকার বা ক্ষতি যদি নির্ধারিত থাকে তবে তা অবশ্যই ঘটবে, আর যদি নির্ধারিত না থাকে তবে তা ঘটার কোনো পথ নেই।" এমনটি মেনে নিলে দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জগতের শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। সত্যকে অস্বীকারকারী ও হঠকারী ছাড়া কেউ এমন কথা বলে না। তারা মূলত ন্যায়পন্থীদের অকাট্য প্রমাণকে খণ্ডন করার জন্য তকদিরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, যেমনটি মুশরিকরা বলেছিল: "যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা শিরক করতাম না" (১), এবং "যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতাম না" (২)। তারা রাসূলদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর অকাট্য প্রমাণকে নস্যাৎ করার জন্যই এই উক্তি করেছিল।
এই প্রশ্নকারীর উত্তর হলো তাকে বলা হবে: "এখানে তৃতীয় একটি বিষয় রয়ে গেছে যা তুমি উল্লেখ করোনি; আর তা হলো—আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট বিষয়কে নির্দিষ্ট উপায়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তুমি যদি সেই উপায়টি অবলম্বন করো তবে ফলাফল অর্জিত হবে, অন্যথায় নয়।" যদি সে বলে: "যদি আমার জন্য সেই উপায়টি গ্রহণ করা নির্ধারিত থাকে তবেই আমি তা করব, আর যদি তা নির্ধারিত না থাকে তবে আমার পক্ষে তা করা সম্ভব হবে না..."

---

(১) সূরা আল-আনআম: ১৪৮—এর অর্থ হলো মুশরিকরা এটা বোঝাতে চেয়েছিল যে, তাদের শিরক এবং বাহীরাহ ও সায়িবা (মূর্তির নামে উৎসর্গকৃত পশু) ইত্যাদি হারাম করার বিষয়ে আল্লাহ সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতিবাদে বলেছেন: "বলো, তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে যা তোমরা আমাদের নিকট প্রকাশ করবে?"
(২) সূরা আন-নাহল: ৩৫—এর অর্থ হলো এই উক্তিটি মক্কাবাসী ও শিরককাজে লিপ্ত তাদের দলভুক্ত লোকদের। তাদের উত্তরে বলা হয়েছে যে তারা তাদের পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। তারা নিছক অন্ধ অনুসারী, চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনার কোনো যোগ্যতা তাদের নেই। "তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনটি বলেছিল। সুতরাং রাসূলদের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছে দেওয়া।"

قِيلَ: فَهَلْ تَقْبَلُ هَذَا الِاحْتِجَاجَ مِنْ عَبْدِكَ، وَوَلَدِكَ، وَأَجِيرِكَ إِذَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْكَ فِيمَا أَمَرْتَهُ بِهِ، وَنَهَيْتَهُ عَنْهُ فَخَالَفَكَ؟ فَإِنْ قَبِلْتَهُ، فَلَا تَلُمْ مَنْ عَصَاكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ، وَقَذَفَ عِرْضَكَ، وَضَيَّعَ حُقُوقَكَ. وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَقْبُولًا مِنْكَ فِي دَفْعِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ. وَقَدْ رُوِيَ فِي أَثَرٍ إِسْرَائِيلِيٍّ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ قَالَ؛ يَا رَبِّ مِمَّنِ الدَّاءُ؟ قَالَ: «مِنِّي» . قَالَ: «فَمِمَّنِ الدَّوَاءُ؟» ؟ قَالَ: «مِنِّي» . قَالَ:

فَمَا بَالُ الطَّبِيبِ؟، قَالَ: «رَجُلٌ أُرْسِلُ الدَّوَاءَ عَلَى يَدَيْهِ» .

وَفِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ» . تَقْوِيَةٌ لِنَفْسِ الْمَرِيضِ وَالطَّبِيبِ، وَحَثٌّ عَلَى طَلَبِ ذَلِكَ الدَّوَاءِ وَالتَّفْتِيشِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا اسْتَشْعَرَتْ نَفْسُهُ أَنَّ لِدَائِهِ دَوَاءً يُزِيلُهُ، تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِرُوحِ الرَّجَاءِ، وَبَرَدَتْ عِنْدَهُ حَرَارَةُ الْيَأْسِ، وَانْفَتَحَ لَهُ باب الرجاء، متى قَوِيَتْ نَفْسُهُ انْبَعَثَتْ حَرَارَتُهُ الْغَرِيزِيَّةُ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِقُوَّةِ الْأَرْوَاحِ الْحَيَوَانِيَّةِ وَالنَّفْسَانِيَّةِ وَالطَّبِيعِيَّةِ، وَمَتَى قَوِيَتْ هَذِهِ الْأَرْوَاحُ، قَوِيَتِ الْقُوَى الَّتِي هِيَ حَامِلَةٌ لَهَا، فَقَهَرَتِ الْمَرَضَ وَدَفَعَتْهُ.

وَكَذَلِكَ الطَّبِيبُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ لِهَذَا الدَّاءِ دَوَاءً أَمْكَنَهُ طَلَبُهُ وَالتَّفْتِيشُ عَلَيْهِ.

وَأَمْرَاضُ الْأَبْدَانِ عَلَى وِزَانِ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْقَلْبِ مَرَضًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً بِضَدِّهِ، فَإِنْ عَلِمَهُ صَاحِبُ الدَّاءِ وَاسْتَعْمَلَهُ، وَصَادَفَ دَاءَ قَلْبِهِ، أَبْرَأَهُ بِإِذن الله تعالى.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاحْتِمَاءِ مِنَ التُّخَمِ

. وَالزِّيَادَةِ فِي الْأَكْلِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، وَالْقَانُونِ الَّذِي يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

فِي «الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِهِ: عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وثلث لنفسه» «1» .

---

(1) أخرجه الإمام أحمد والنسائي في كتاب الزهد، وابن ماجه في الأطعمة والحاكم في الأطعمة عن المقدام بن معد يكرب. قال الحاكم هو صحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري: حديث حسن.

বলা হয়েছে: আপনি কি আপনার দাস, আপনার সন্তান এবং আপনার কর্মচারীর পক্ষ থেকে এই যুক্তি গ্রহণ করবেন, যখন তারা আপনার আদেশের বিপরীতে গিয়ে আপনার অবাধ্য হয়ে আপনার বিরুদ্ধে এই যুক্তি পেশ করে? যদি আপনি তা গ্রহণ করেন, তবে যে আপনার অবাধ্য হয়েছে, আপনার সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, আপনার সম্মানহানি করেছে এবং আপনার অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে, তাকে আপনি নিন্দা করবেন না। আর যদি আপনি তা গ্রহণ না করেন, তবে আপনার ওপর অর্পিত আল্লাহর অধিকারসমূহ অবহেলার ক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে এই যুক্তি কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? ইসরাঈলি বর্ণনায় (আছার) বর্ণিত আছে যে: ইব্রাহিম খলীল (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞেস করেছিলেন: হে প্রতিপালক, রোগ ব্যাধি কার পক্ষ থেকে আসে? তিনি বললেন: 'আমার পক্ষ থেকে'। তিনি বললেন: তাহলে ঔষধ কার পক্ষ থেকে আসে? তিনি বললেন: 'আমার পক্ষ থেকে'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন:
তাহলে চিকিৎসকের কাজ কী? তিনি বললেন: 'সে এমন এক ব্যক্তি, যার হাতে আমি আরোগ্য লাভের উপকরণ (ঔষধ) পাঠিয়ে দিই'।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে", এটি রোগী এবং চিকিৎসকের মনের জন্য বলকারক এবং সেই ঔষধ অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী। কেননা রোগী যখন অনুভব করে যে তার রোগের এমন একটি ঔষধ রয়েছে যা তা নিরাময় করবে, তখন তার অন্তর আশার আলোতে উদ্দীপ্ত হয়, হতাশার দহন প্রশমিত হয় এবং তার জন্য প্রত্যাশার দ্বার উন্মোচিত হয়। যখন তার মন শক্তিশালী হয়, তখন তার সহজাত তাপশক্তি (হারারাতুল গারিজিয়্যাহ) জাগ্রত হয়। আর এটিই জৈবিক, মানসিক এবং প্রাকৃতিক প্রাণশক্তির (আরওয়াহ) সবলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যখন এই

প্রাণশক্তিগুলো শক্তিশালী হয়, তখন সেগুলোকে ধারণকারী দৈহিক শক্তিগুলোও প্রবল হয়ে ওঠে, যা রোগকে পরাস্ত ও প্রতিহত করে।
অনুরূপভাবে, চিকিৎসক যখন জানতে পারেন যে এই রোগের ঔষধ রয়েছে, তখন তার পক্ষে তা অনুসন্ধান ও গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়।
আর দেহের রোগসমূহ হলো অন্তরের রোগের অনুরূপ। আল্লাহ অন্তরের জন্য এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক হিসেবে তার বিপরীত কোনো নিরাময় দান করেননি। যদি রোগী তা জানতে পারে এবং তা ব্যবহার করে, আর সেটি যদি তার অন্তরের রোগের মোক্ষম প্রতিষেধক হয়, তবে মহান আল্লাহর হুকুমে সে আরোগ্য লাভ করবে।
পরিচ্ছেদ: বদহজম থেকে সতর্ক থাকা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার পরিহার করা এবং পানাহারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকনির্দেশনা।
‘মুসনাদ’ ও অন্যান্য গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “আদম সন্তান তার পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। মানুষের জন্য কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ড সোজা রাখবে। তবে যদি একান্তই বেশি খেতে হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখা উচিত।” (১)

---

(১) এটি ইমাম আহমাদ এবং আন-নাসায়ী 'কিতাবুয যুহদ'-এ, ইবনে মাজাহ এবং হাকিম 'খাদ্য' অধ্যায়ে মিকদাম বিন মাদি কারিব থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেছেন এটি সহীহ। ইবনে হাজার ফাতহুল বারিতে বলেছেন: এটি হাসান হাদীস।

الْأَمْرَاضُ نَوْعَانِ: أَمْرَاضٌ مَادِّيَّةٌ تَكُونُ عَنْ زِيَادَةِ مَادَّةٍ أَفْرَطَتْ فِي الْبَدَنِ حَتَّى أَضَرَّتْ بِأَفْعَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَهِيَ الْأَمْرَاضُ الْأَكْثَرِيَّةُ، وَسَبَبُهَا إِدْخَالُ الطَّعَامِ عَلَى الْبَدَنِ قَبْلَ

هَضْمِ الْأَوَّلِ، وَالزِّيَادَةُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْبَدَنُ وَتَنَاوُلُ، الْأَغْذِيَةِ الْقَلِيلَةِ النَّفْعِ، الْبَطِيئَةِ الْهَضْمِ، وَالْإِكْثَارُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْمُخْتَلِفَةِ التَّرَاكِيبِ الْمُتَنَوِّعَةِ، فَإِذَا مَلَأَ الْآدَمِيُّ بَطْنَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَغْذِيَةِ، وَاعْتَادَ ذَلِكَ، أَوْرَثَتْهُ أَمْرَاضًا مُتَنَوِّعَةً، مِنْهَا بَطِيءُ الزَّوَالِ وَسَرِيعُهُ، فَإِذَا تَوَسَّطَ فِي الْغِذَاءِ، وَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَةِ، وَكَانَ مُعْتَدِلًا فِي كَمِّيَّتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ، كَانَ انْتِفَاعُ الْبَدَنِ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ انْتِفَاعِهِ بِالْغِذَاءِ الْكَثِيرِ.

وَمَرَاتِبُ الْغِذَاءِ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: مَرْتَبَةُ الْحَاجَةِ. وَالثَّانِيَةُ: مَرْتَبَةُ الْكِفَايَةِ.

وَالثَّالِثَةُ: مَرْتَبَةُ الْفَضْلَةِ. فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ يَكْفِيهِ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَلَا تَسْقُطُ قُوَّتُهُ، وَلَا تَضْعُفُ مَعَهَا، فَإِنْ تَجَاوَزَهَا، فَلْيَأْكُلْ فِي ثُلُثِ بَطْنِهِ، وَيَدَعِ الثُّلُثَ الْآخَرَ لِلْمَاءِ، وَالثَّالِثَ لِلنَّفَسِ، وَهَذَا مِنْ أَنْفَعِ مَا لِلْبَدَنِ وَالْقَلْبِ، فَإِنَّ الْبَطْنَ إِذَا امْتَلَأَ مِنَ الطَّعَامِ ضَاقَ عَنِ الشَّرَابِ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ ضَاقَ عَنِ النَّفَسِ، وَعَرَضَ لَهُ الْكَرْبُ وَالتَّعَبُ بِحَمْلِهِ بِمَنْزِلَةِ حَامِلِ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ، هَذَا إِلَى مَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنْ فساد القلب، وكسل الجوارح عن الطاعات، وَتَحَرُّكِهَا فِي الشَّهَوَاتِ الَّتِي يَسْتَلْزِمُهَا الشِّبَعُ. فَامْتِلَاءُ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ مُضِرٌّ لِلْقَلْبِ وَالْبَدَنِ.

هَذَا إِذَا كَانَ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرِيًّا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْأَحْيَانِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَقَدْ شَرِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّبَنِ، حَتَّى قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا «1» وَأَكَلَ الصَّحَابَةُ بِحَضْرَتِهِ مِرَارًا حَتَّى شَبِعُوا.

وَالشِّبَعُ الْمُفْرِطُ يُضْعِفُ الْقُوَى وَالْبَدَنَ، وَإِنْ أَخْصَبَهُ، وَإِنَّمَا يَقْوَى الْبَدَنُ بِحَسْبِ مَا يَقْبَلُ مِنَ الْغِذَاءِ، لَا بِحَسْبِ كَثْرَتِهِ.

وَلَمَّا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ جُزْءٌ أَرْضِيٌّ، وَجُزْءٌ هَوَائِيٌّ، وَجُزْءٌ مَائِيٌّ، قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَفَسَهُ عَلَى الْأَجْزَاءِ الثَّلَاثَةِ.

فَإِنْ قِيلَ «فَأَيْنَ حَظُّ الْجُزْءِ النَّارِيِّ؟.

قِيلَ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَكَلَّمَ فِيهَا الأطباء، وقالوا: إن في البدن جزء ناريا بالفعل، وهو أحد أركانه وأسطقساته» «2» .

(1) أخرجه البخاري في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا

(2) لفظ يوناني أي أصوله جمع «اسطقس» بمعنى الأصل

রোগ দুই প্রকার: শারীরিক (মাদদিয়্যাহ) রোগ, যা দেহে কোনো উপাদানের আধিক্যের কারণে ঘটে, যা দেহের স্বাভাবিক কার্যকারিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অধিকাংশ রোগই এই প্রকৃতির। এর মূল কারণ হলো পূর্বের খাবার হজম হওয়ার আগেই পুনরায় দেহে খাবার প্রবেশ করানো, দেহের প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করা, স্বল্প উপকারী ও দুষ্পাচ্য খাবার গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন উপাদানে তৈরি বৈচিত্র্যময় খাবারের আধিক্য। মানুষ যখন এই সব খাবারে তার পেট পূর্ণ করে এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন তা বিবিধ রোগের জন্ম দেয়; যার কিছু বিলম্বে নিরাময়যোগ্য এবং কিছু দ্রুত নিরাময়যোগ্য। অতএব, যখন খাদ্যের ক্ষেত্রে পরিমিতি বজায় রাখা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাবার গ্রহণ করা হবে, তখন সেই খাবার দেহের জন্য অধিকতর উপকারী হবে।

আহারের স্তর তিনটি: প্রথমটি হলো প্রয়োজন (হাজাহ) এবং দ্বিতীয়টি হলো পর্যাপ্ততা (কিফায়াহ)।

এবং তৃতীয়টি হলো আধিক্য (ফাদলাহ)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষের জন্য গুটিকয়েক লোকমা (গ্রাস) যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখবে, ফলে তার শক্তি হ্রাস পাবে না এবং সে দুর্বলও হবে না। আর যদি তাকে সেই সীমা অতিক্রম করতেই হয়, তবে সে যেন তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য রাখে, অন্য এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখে। এটি শরীর ও অন্তরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কারণ পেট যখন খাবারে পূর্ণ হয়ে যায়, তখন পানীয়র জন্য জায়গা সংকুচিত হয়ে যায়; আবার যখন তাতে পানীয় প্রবেশ করে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ সংকুচিত হয়ে আসে। এর ফলে কষ্ট ও ক্লান্তি দেখা দেয় এবং তা বহন করা ভারী বোঝা বহন করার মতো হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে সাথে আরও যা প্রকাশ পায় তা হলো অন্তরের কলুষতা, ইবাদত-বন্দেগিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অলসতা এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়না যা উদরপূর্তির অনিবার্য ফল। সুতরাং খাবার দিয়ে পেট পূর্ণ করা অন্তর ও শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এটি তখনই প্রযোজ্য যখন এই অভ্যাস স্থায়ী বা অধিকাংশ সময়ের জন্য হয়। তবে যদি মাঝেমধ্যে এমন হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আবু হুরায়রা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে দুধ পান করেছিলেন, এমনকি তিনি বলেছিলেন: "যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! আমি এর জন্য আর কোনো পথ (জায়গা) খুঁজে পাচ্ছি না।" সাহাবায়ে কেরামও তাঁর উপস্থিতিতে বহুবার পেট ভরে আহার করেছেন।
অতিরিক্ত উদরপূর্তি শারীরিক শক্তি ও শরীরকে দুর্বল করে দেয়, যদিও তা দেহকে স্থূল করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শরীরের শক্তি খাবারের পরিমাণের ওপর নয়, বরং শরীর যতটুকু খাদ্য গ্রহণ বা হজম করতে সক্ষম তার ওপর নির্ভর করে।
যেহেতু মানুষের মাঝে পার্থিব অংশ, বায়বীয় অংশ এবং জলীয় অংশ রয়েছে, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার খাদ্য, পানীয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসকে এই তিন অংশে বিভক্ত করেছেন।
যদি প্রশ্ন করা হয়, "তবে আগুনের উপাদানের অংশ কোথায়?"
উত্তর হলো: এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে চিকিৎসাবিদগণ আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন: "দেহে প্রকৃতপক্ষে আগুনের একটি উপাদান রয়েছে, যা এর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং মৌল উপাদান।"

---

(১) ইমাম বুখারি এটি 'আর্-রিকাক' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন: অনুচ্ছেদ- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের জীবন এবং দুনিয়াত্যাগের ধরন।
(২) এটি একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ 'মূলসমূহ'। এটি 'উসতুকুস' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ ভিত্তি বা মূল।

(ص: 17)الطب النبوي لابن القيم

وَنَازَعَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ مِنَ الْعُقَلَاءِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالُوا: لَيْسَ فِي الْبَدَنِ جُزْءٌ نَارِيٌّ بِالْفِعْلِ، وَاسْتَدَلُّوا بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ الْجُزْءَ النَّارِيَّ إِمَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّهُ نَزَلَ عَنِ الْأَثِيرِ، وَاخْتَلَطَ بِهَذِهِ الْأَجْزَاءِ الْمَائِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ، أَوْ يُقَالُ: إِنَّهُ تَوَلَّدَ فِيهَا وَتَكَوَّنَ، وَالْأَوَّلُ مُسْتَبْعَدٌ لِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّارَ بِالطَّبْعِ صَاعِدَةٌ، فَلَوْ نَزَلَتْ، لَكَانَتْ بِقَاسِرٍ مِنْ مَرْكَزِهَا إِلَى هَذَا الْعَالَمِ. الثَّانِي: أَنَّ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ النَّارِيَّةَ لابدّ فِي نُزُولِهَا أَنْ تَعْبُرَ عَلَى كُرَةِ الزَّمْهَرِيرِ الَّتِي هِيَ فِي غَايَةِ الْبَرْدِ، وَنَحْنُ نُشَاهِدُ فِي هذا العالم أن النار العظيمة تنطفىء بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ، فَتِلْكَ الْأَجْزَاءُ الصَّغِيرَةُ عِنْدَ مُرُورِهَا بِكُرَةِ الزَّمْهَرِيرِ الَّتِي هِيَ فِي غَايَةِ الْبَرْدِ، وَنِهَايَةِ الْعِظَمِ أَوْلَى بِالِانْطِفَاءِ.

وَأَمَّا الثَّانِي- وَهُوَ أن يقال: إنها تكونت ها هنا- فَهُوَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ، لِأَنَّ الْجِسْمَ الَّذِي صَارَ نَارًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، قَدْ كَانَ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ إِمَّا أَرْضًا، وَإِمَّا مَاءً، وَإِمَّا هَوَاءً لِانْحِصَارِ الْأَرْكَانِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَهَذَا الَّذِي قَدْ صَارَ نَارًا أَوَّلًا، كَانَ مُخْتَلِطًا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَجْسَامِ، وَمُتَّصِلًا بِهَا، وَالْجِسْمُ الَّذِي لَا يَكُونُ نَارًا إِذَا اخْتَلَطَ بِأَجْسَامٍ عَظِيمَةٍ لَيْسَتْ بِنَارٍ وَلَا وَاحِدٍ مِنْهَا، لَا يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِأَنْ يَنْقَلِبَ نَارًا لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِنَارٍ، وَالْأَجْسَامُ الْمُخْتَلِطَةُ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِانْقِلَابِهِ نَارًا؟

فَإِنْ قُلْتُمْ: لِمَ لَا تَكُونُ هُنَاكَ أَجْزَاءٌ نَارِيَّةٌ تَقْلِبُ هَذِهِ الْأَجْسَامَ، وَتَجْعَلُهَا نَارًا بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهَا إِيَّاهَا؟

قُلْنَا: الْكَلَامُ فِي حُصُولِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ كَالْكَلَامِ فِي الْأَوَّلِ، فَإِنْ قُلْتُمْ:

إِنَّا نَرَى مِنْ رَشِّ الْمَاءِ عَلَى النَّوْرَةِ «1» الْمُطْفَأَةِ تَنْفَصِلُ مِنْهَا نارا، وَإِذَا وَقَعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ عَلَى الْبَلُّورَةِ، ظَهَرَتِ النَّارُ مِنْهَا، وَإِذَا ضَرَبْنَا الْحَجَرَ عَلَى الْحَدِيدِ، ظَهَرَتِ النَّارُ، وَكُلُّ هَذِهِ النَّارِيَّةِ حَدَثَتْ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ، وَذَلِكَ يُبْطِلُ مَا قَرَّرْتُمُوهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَيْضًا.

قَالَ الْمُنْكِرُونَ: نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أن تكون المصاكّة [2] لشديدة مُحْدِثَةً لِلنَّارِ، كَمَا فِي ضَرْبِ الْحِجَارَةِ عَلَى الْحَدِيدِ، أَوْ تَكُونُ قُوَّةُ تَسْخِينِ الشَّمْسِ مُحْدِثَةً لِلنَّارِ، كَمَا فِي الْبَلُّورَةِ، لَكِنَّا نَسْتَبْعِدُ ذَلِكَ جِدًّا فِي أَجْرَامِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ، إِذْ لَيْسَ فِي أجرامها

(1) تطلعه النّورة على حجر الكلس، ثم غلب هذا اللفظ على مواد تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره.

চিকিৎসাবিদ এবং অন্যান্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের একটি দল এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন: দেহে প্রকৃতপক্ষে (বিল-ফিয়াল) কোনো আগ্নেয় অংশ বিদ্যমান নেই। তারা এর সপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি পেশ করেছেন:

প্রথমত: উক্ত আগ্নেয় অংশ সম্পর্কে দাবি করা হতে পারে যে, তা ঊর্ধ্বলোক (আসির) থেকে নেমে এসে এই জলীয় ও পার্থিব অংশগুলোর সাথে মিশ্রিত হয়েছে; অথবা বলা হতে পারে যে, তা এগুলোর মধ্যেই উৎপন্ন ও গঠিত হয়েছে। প্রথম সম্ভাবনাটি দুটি কারণে সুদূরপরাহত মনে হয়: ১. আগুনের প্রকৃতি হলো ঊর্ধ্বগামী হওয়া। সুতরাং এটি যদি নিচে নেমে আসে, তবে তা তার কেন্দ্র থেকে এই জগতে কোনো বাহ্যিক জবরদস্তিকারী (কাসির) শক্তির মাধ্যমেই সম্ভব হতো। ২. সেই আগ্নেয় অংশগুলো নামার সময় অবশ্যই অত্যন্ত শীতল 'যামহারির' (অতি শীতল বায়ুমণ্ডলীয় স্তর) মণ্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। অথচ আমরা এই জগতে দেখি যে, সামান্য পানিতেই বিশাল আগুন নিভে যায়। সুতরাং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগ্নেয় অংশগুলো যখন পরম শীতল এবং অত্যন্ত বিশাল সেই যামহারির মণ্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন তা নিভে যাওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি—অর্থাৎ এটি এখানেই উৎপন্ন হয়েছে বলা—তা আরও বেশি অসম্ভব। কারণ কোনো বস্তু যা আগে আগুন ছিল না কিন্তু পরে আগুন হয়েছে, তা আগুন হওয়ার পূর্বে হয় মাটি, পানি নতুবা বায়ু ছিল; কেননা মৌলিক উপাদানসমূহ (আরকান) এই চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে বস্তুটি প্রথমে আগুন হয়েছে, সেটি এই দেহগুলোর কোনো একটির সাথে মিশ্রিত বা সংযুক্ত ছিল। আর যে দেহটি নিজে আগুন নয়, তা যখন এমন বিশাল সব দেহের সাথে মিশ্রিত থাকে যেগুলোর কোনোটিই আগুন নয়, তখন সেটি আগুনে রূপান্তরিত হওয়ার উপযুক্ত হতে পারে না; কারণ সে নিজে আগুন নয় এবং মিশ্রিত দেহগুলোও শীতল। এমতাবস্থায় তা কীভাবে আগুনে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা রাখতে পারে?

যদি আপনারা বলেন: সেখানে এমন কোনো আগ্নেয় অংশ কেন থাকতে পারে না যা এই দেহগুলোকে রূপান্তরিত করে এবং এগুলোর সাথে মিশ্রিত হয়ে সেগুলোকে আগুনে পরিণত করে?

আমরা বলব: সেই আগ্নেয় অংশগুলো অর্জিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও প্রথম আলোচনার মতোই। আর যদি আপনারা বলেন:
আমরা দেখতে পাই যে, নির্বাপিত চুনাপাথরের (নুরাহ) «১» ওপর পানি ছিটালে তা থেকে আগুন পৃথক হয়। সূর্যের রশ্মি যখন স্ফটিকের (বিললুর) ওপর পড়ে, তখন তা থেকে আগুন প্রকাশ পায়। আবার পাথরে লোহা আঘাত করলে আগুন উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত আগ্নেয় ধর্ম মিশ্রণের সময়ই সৃষ্টি হয়েছে। এটি আপনাদের প্রথম অংশে উপস্থাপিত যুক্তিকেও বাতিল করে দেয়।
অস্বীকারকারীরা বললেন: আমরা অস্বীকার করি না যে প্রবল ঘর্ষণ [২] আগুন উৎপাদন করতে পারে, যেমনটি লোহার ওপর পাথর আঘাত করার ক্ষেত্রে হয়; অথবা সূর্যের উত্তপ্ত করার শক্তি আগুন উৎপন্ন করতে পারে, যেমনটি স্ফটিকের ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের ক্ষেত্রে এটিকে অত্যন্ত অসম্ভব মনে করি, কারণ তাদের দেহের মাঝে

(১) 'নুরাহ' শব্দটি প্রথমে চুনাপাথরের ওপর প্রয়োগ করা হতো, পরবর্তীতে চুনের সাথে আর্সেনিক বা অন্যান্য মিশ্রিত উপাদানের ক্ষেত্রেও এই শব্দটি প্রাধান্য পায়।

(ص: 18)الطب النبوي لابن القيم

مِنَ الِاصْطِكَاكِ مَا يُوجِبُ حُدُوثَ النَّارِ، وَلَا فِيهَا مِنَ الصَّفَاءِ وَالصِّقَالِ مَا يَبْلُغُ إِلَى حَدِّ الْبَلُّورَةِ، كَيْفَ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ يَقَعُ عَلَى ظَاهِرِهَا، فَلَا تَتَوَلَّدُ النَّارُ الْبَتَّةَ، فَالشُّعَاعُ الَّذِي يَصِلُ إِلَى بَاطِنِهَا كَيْفَ يُوَلِّدُ النَّارَ؟.
الْوَجْهُ الثَّانِي: فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْأَطِبَّاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الشَّرَابَ الْعَتِيقَ فِي غَايَةِ السُّخُونَةِ بِالطَّبْعِ، فَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ السُّخُونَةُ بِسَبَبِ الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ، لَكَانَتْ مُحَالًا إِذْ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ النَّارِيَّةُ مَعَ حَقَارَتِهَا كَيْفَ يُعْقَلُ بَقَاؤُهَا فِي الْأَجْزَاءِ المائية الغالبة دهرا طويلا، بحيث لا تنطفىء مَعَ أَنَّا نَرَى النَّارَ الْعَظِيمَةَ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ جُزْءٌ نَارِيٌّ بِالْفِعْلِ، لَكَانَ مَغْلُوبًا بِالْجُزْءِ الْمَائِيِّ الَّذِي فِيهِ، وَكَانَ الْجُزْءُ النَّارِيُّ مَقْهُورًا بِهِ، وَغَلَبَةُ بَعْضِ الطَّبَائِعِ وَالْعَنَاصِرِ عَلَى بَعْضٍ يَقْتَضِي انْقِلَابَ طَبِيعَةِ الْمَغْلُوبِ إِلَى طَبِيعَةِ الغالب، فكان يلزم بالضرورة انقلاؤب تِلْكَ الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ الْقَلِيلَةِ جِدًّا إِلَى طَبِيعَةِ الْمَاءِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ النَّارِ.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى ذَكَرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فِي كِتَابِهِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ، يُخْبِرُ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ مَاءٍ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنَ الْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا وَهُوَ الطِّينُ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، وَهُوَ الطِّينُ الَّذِي ضَرَبَتْهُ الشَّمْسُ وَالرِّيحُ حَتَّى صَارَ صَلْصَالًا كَالْفَخَّارِ، وَلَمْ يُخْبِرْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ، بَلْ جَعَلَ ذَلِكَ خَاصِّيَّةَ إِبْلِيسَ. وَثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مسلم» : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ» خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ» «1» . وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ خُلِقَ مِمَّا وَصَفَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَطْ، وَلَمْ يَصِفْ لَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ، وَلَا أَنَّ فِي مَادَّتِهِ شَيْئًا مِنَ النَّارِ.

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنَّ غَايَةَ مَا يَسْتَدِلُّونَ بِهِ مَا يُشَاهِدُونَ مِنَ الْحَرَارَةِ فِي أَبْدَانِ الْحَيَوَانِ، وَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ، فَإِنَّ أَسْبَابَ الْحَرَارَةِ أَعَمُّ مِنَ النَّارِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَنِ النَّارِ تَارَةً، وَعَنِ الْحَرَكَةِ أُخْرَى، وَعَنِ انْعِكَاسِ الْأَشِعَّةِ، وَعَنْ سُخُونَةِ الْهَوَاءِ، وَعَنْ مُجَاوَرَةِ النَّارِ، وَذَلِكَ بِوَاسِطَةِ سُخُونَةِ الْهَوَاءِ أَيْضًا، وَتَكُونُ عَنْ أَسْبَابٍ أُخَرَ، فَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْحَرَارَةِ النار.

---

(1) لم يخرجه البخاري. وقد رواه الإمام أحمد والإمام مسلم في آخر صحيحه عن عائشة.

ঘর্ষণ থেকে এমন কিছু উৎপন্ন হয় না যা অগ্নি সৃষ্টি করতে পারে; এমনকি এতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছতা বা মসৃণতাও নেই যা স্ফটিকের স্তরে পৌঁছাতে পারে। সূর্যের আলো যখন এর বহির্ভাগে পড়ে, তখন সেখানে মোটেও আগুন সৃষ্টি হয় না। তাহলে এর অভ্যন্তরে পৌঁছানো রশ্মি কীভাবে আগুন উৎপন্ন করবে?

দ্বিতীয় দিক (মূল বিষয়ের ওপর): চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা একমত যে, পুরাতন মদ্য প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত উষ্ণ। যদি এই উষ্ণতা অগ্নিকণা (অংশ) সমূহের কারণে হতো, তবে তা অসম্ভব হতো। কারণ দীর্ঘকাল ধরে প্রভাবশালী জলীয় অংশগুলোর মধ্যে সেই সামান্য অগ্নিকণাগুলো নির্বাপিত না হয়ে কীভাবে টিকে থাকা সম্ভব বলে বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে? অথচ আমরা দেখি যে, সামান্য পানি দিয়ে বিশাল আগুন নিভিয়ে ফেলা যায়।

তৃতীয় দিক: যদি প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আগুনের কোনো অংশ থাকত, তবে তা এর মধ্যে বিদ্যমান জলীয় অংশের নিকট পরাজিত হয়ে থাকত এবং অগ্নিকণা তার দ্বারা পরাভূত হতো। আর এক প্রকৃতির বা উপাদানের অপরটির ওপর আধিপত্য বিস্তার করলে বিজিত বস্তুর প্রকৃতি বিজয়ী বস্তুর প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে সেই অতি সামান্য অগ্নিকণাগুলো অনিবার্যভাবে পানির প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হতো, যা আগুনের বিপরীত।

চতুর্থ দিক: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে মানুষের সৃষ্টির কথা একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। কোনো স্থানে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; কোনো স্থানে মাটি থেকে; কোনো স্থানে উভয়ের মিশ্রণ অর্থাৎ কাদা (ত্বীন) থেকে; আবার কোনো স্থানে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটি (সালসাল) থেকে—যা রোদ ও বাতাসের প্রভাবে পোড়ামাটির মতো হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি একটি স্থানেও সংবাদ দেননি যে, তিনি তাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন; বরং তিনি বিষয়টিকে ইবলিসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

‘সহীহ মুসলিম’-এ প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ফেরেশতাদের নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনদের আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আদমকে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে।” এটি একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, আদম কেবল তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছেন যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের নিকট এমন কোনো বর্ণনা দেননি যে, তিনি তাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন অথবা তাঁর মূল উপাদানে আগুনের কোনো অংশ ছিল।

পঞ্চম দিক: তারা সর্বোচ্চ যা দিয়ে দলিল পেশ করে তা হলো প্রাণীদের দেহে পরিলক্ষিত হওয়া উষ্ণতা, যা তারা অগ্নিকণা থাকার প্রমাণ হিসেবে ধরে নেয়। অথচ এটি কোনো অকাট্য প্রমাণ নয়। কেননা উষ্ণতার কারণসমূহ আগুনের চেয়েও ব্যাপক। কখনো উষ্ণতা আগুনের কারণে হয়, কখনো গতির কারণে, কখনো রশ্মির প্রতিফলনের কারণে, কখনো উত্তপ্ত বাতাসের কারণে এবং কখনো আগুনের নৈকট্যের কারণে—যা উত্তপ্ত বাতাসের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। এছাড়াও আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। সুতরাং উষ্ণতা থাকলেই যে সেখানে আগুনের অস্তিত্ব থাকতে হবে, এমনটি জরুরি নয়।

---

(১) এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেননি। ইমাম আহমাদ এবং ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের শেষে আয়েশা (রা.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَصْحَابُ النَّارِ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ التُّرَابَ وَالْمَاءَ إِذَا اخْتَلَطَا فَلَا بُدَّ لَهُمَا مِنْ حَرَارَةٍ تَقْتَضِي طَبْخَهُمَا وَامْتِزَاجَهُمَا، وَإِلَّا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مُمَازِجٍ لِلْآخَرِ، وَلَا مُتَّحِدًا بِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَلْقَيْنَا الْبَذْرَ فِي الطِّينِ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْهَوَاءُ وَلَا الشَّمْسُ فَسَدَ، فَلَا يَخْلُو، إِمَّا أَنْ يَحْصُلَ فِي الْمُرَكَّبِ جِسْمٌ مُنْضِجٌ طَابِخٌ بِالطَّبْعِ أَوْ لَا، فَإِنْ حَصَلَ، فَهُوَ الْجُزْءُ النَّارِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ، لم يكن المركب مسخنا بطبعه، بل بَلْ إِنْ سَخَّنَ كَانَ التَّسْخِينُ عَرَضِيًّا، فَإِذَا زَالَ التَّسْخِينُ الْعَرَضِيُّ، لَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ حَارًّا فِي طَبْعِهِ، وَلَا فِي كَيْفِيَّتِهِ، وَكَانَ بَارِدًا مُطْلَقًا، لَكِنْ مِنَ الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ مَا يَكُونُ حارا بالطبع، فعل أَنَّ حَرَارَتَهَا إِنَّمَا كَانَتْ، لِأَنَّ فِيهَا جَوْهَرًا نَارِيًّا.

وَأَيْضًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَدَنِ جُزْءٌ مُسَخِّنٌ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي نِهَايَةِ الْبَرْدِ، لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ إِذَا كَانَتْ مُقْتَضِيَةً لِلْبَرْدِ، وَكَانَتْ خَالِيَةً عَنِ الْمُعَاوِنِ وَالْمُعَارِضِ، وَجَبَ انْتِهَاءُ

الْبَرْدِ إِلَى أَقْصَى الْغَايَةِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا حَصَلَ لَهَا الْإِحْسَاسُ بِالْبَرْدِ، لِأَنَّ الْبَرْدَ الْوَاصِلَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي الْغَايَةِ كَانَ مِثْلَهُ، وَالشَّيْءُ لَا يَنْفَعِلُ عَنْ مِثْلِهِ، وَإِذَا لَمْ يَنْفَعِلْ عَنْهُ لَمْ يَحُسَّ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَحُسَّ بِهِ لَمْ يَتَأَلَّمْ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فَعَدَمُ الِانْفِعَالِ يَكُونُ أَوْلَى، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَدَنِ جُزْءٌ مُسَخِّنٌ بِالطَّبْعِ لَمَا انْفَعَلَ عَنِ الْبَرْدِ، وَلَا تَأَلَّمَ بِهِ. قَالُوا: وَأَدِلَّتُكُمْ إِنَّمَا تُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الْأَجْزَاءُ النَّارِيَّةُ بَاقِيَةٌ فِي هَذِهِ الْمُرَكَّبَاتِ عَلَى حَالِهَا، وَطَبِيعَتِهَا النَّارِيَّةِ، وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِذَلِكَ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ صُورَتَهَا النَّوْعِيَّةَ تَفْسُدُ عِنْدَ الِامْتِزَاجِ.

قَالَ الْآخَرُونَ «لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَالْهَوَاءَ إِذَا اخْتَلَطَتْ، فَالْحَرَارَةُ الْمُنْضِجَةُ الطَّابِخَةُ لَهَا هِيَ حَرَارَةُ الشَّمْسِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ثُمَّ ذَلِكَ الْمُرَكَّبُ عِنْدَ كَمَالِ نضجه مستعد لقبول الْهَيْئَةِ التَّرْكِيبِيَّةِ بِوَاسِطَةِ السُّخُونَةِ نَبَاتًا كَانَ أَوْ حَيَوَانًا أَوْ مَعْدِنًا، وَمَا الْمَانِعُ أَنَّ تِلْكَ السُّخُونَةَ وَالْحَرَارَةَ الَّتِي فِي الْمُرَكَّبَاتِ هِيَ بِسَبَبِ خَوَاصَّ وَقُوًى يُحْدِثُهَا اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ الِامْتِزَاجِ لَا مِنْ أَجْزَاءٍ نَارِيَّةٍ بِالْفِعْلِ؟ وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَى إِبْطَالِ هَذَا الْإِمْكَانِ الْبَتَّةَ، وَقَدِ اعْتَرَفَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ بِذَلِكَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ إِحْسَاسِ الْبَدَنِ بِالْبَرْدِ، فَنَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي الْبَدَنِ حَرَارَةً وَتَسْخِينًا، وَمَنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ؟ لَكِنْ مَا الدَّلِيلُ عَلَى انْحِصَارِ الْمُسَخِّنِ فِي النَّارِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ

অগ্নি তত্ত্বের প্রবক্তাগণ বলেন: এটি সুবিদিত যে, মাটি ও পানি যখন মিশ্রিত হয়, তখন তাদের পরিপক্বতা ও সংমিশ্রণের জন্য অবশ্যই তাপের প্রয়োজন হয়। অন্যথায়, তাদের একটি অপরটির সাথে মিশ্রিত বা একীভূত হতে পারত না। একইভাবে, আমরা যদি কাদার মধ্যে বীজ রোপণ করি যেখানে বাতাস বা সূর্যের আলো পৌঁছায় না, তবে তা নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, কোনো যৌগিক পদার্থের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে পরিপক্ককারী বা রন্ধনকারী কোনো সত্তা থাকবে কি না, তা থেকে বিষয়টি খালি নয়। যদি থাকে, তবে সেটিই হলো অগ্নি-উপাদান (জুজউনারি)। আর যদি না থাকে, তবে সেই যৌগটি স্বভাবজাতভাবে উষ্ণ হবে না; বরং যদি তা উষ্ণ হয়ও, তবে সেই উষ্ণতা হবে আপতিক (আরজি)। যখন সেই আপতিক উষ্ণতা দূর হয়ে যাবে, তখন বস্তুটি তার প্রকৃতি বা গুণাগুণের দিক থেকে আর উষ্ণ থাকবে না এবং তা নিরঙ্কুশভাবে শীতল

হয়ে যাবে। কিন্তু খাদ্য ও ওষুধের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা প্রকৃতিগতভাবেই উষ্ণ; আর এটি প্রমাণ করে যে, সেগুলোর উষ্ণতা মূলত এ কারণে যে, তাতে একটি অগ্নি-সত্তা (জাওহার নারি) বিদ্যমান।

এছাড়া, যদি শরীরের মধ্যে তাপ উৎপাদনকারী কোনো অংশ না থাকত, তবে শরীর চরম শীতলতায় পৌঁছানো অনিবার্য হতো। কারণ প্রকৃতি যখন শীতলতার দাবিদার হয় এবং সেখানে কোনো সাহায্যকারী বা বাধাদানকারী না থাকে, তখন সেই শীতলতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানো আবশ্যক। আর যদি বিষয়টি তেমনই হতো, তবে শরীর আর শীতলতা অনুভব করত না। কারণ যে শীতলতা শরীরে পৌঁছাচ্ছে, তা যদি চরম মাত্রায় পৌঁছানো শরীরের অনুরূপ হয়, তবে একটি বস্তু তার সদৃশ বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয় না। আর যখন শরীর তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, তখন সে তা অনুভবও করবে না; আর যখন অনুভব করবে না, তখন সে তদ্বারা কষ্টও পাবে না। এমনকি যদি আগত শীতলতা শরীরের শীতলতার চেয়ে কমও হয়, তবে প্রভাবিত না হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। অতএব, যদি শরীরে প্রকৃতিগতভাবে উষ্ণকারী কোনো অংশ না থাকত, তবে তা শীতলতা দ্বারা প্রভাবিত হতো না এবং তার কারণে কষ্টও পেত না। তারা বলেন:

আপনাদের প্রমাণাদি কেবল তাদের বক্তব্যকেই অসার প্রতিপন্ন করে যারা বলে যে, অগ্নি-উপাদানসমূহ এই যৌগিক পদার্থগুলোর মধ্যে তাদের নিজস্ব অবস্থা ও অগ্নি-প্রকৃতিতেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আমরা তা বলি না; বরং আমরা বলি যে, সংমিশ্রণের সময় তাদের প্রকারগত রূপ (সুরাহ নাও'ইয়্যাহ) বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে অন্যরা বলেন: কেন এমনটি বলা বৈধ হবে না যে—মাটি, পানি ও বাতাস যখন মিশ্রিত হয়, তখন তাদের পরিপক্ককারী ও রন্ধনকারী তাপ মূলত সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের তাপ? অতঃপর সেই যৌগিক পদার্থটি তার পূর্ণ পরিপক্কতার সময় উষ্ণতার মাধ্যমে গঠনগত রূপ—তা উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা খনিজ যা-ই হোক না কেন—গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। সেই উষ্ণতা ও তাপ যা যৌগিক পদার্থসমূহে বিদ্যমান, তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সেই সংমিশ্রণের সময় সৃজিত বিশেষ গুণাবলী ও শক্তির কারণে হতে বাধা কোথায়, যা মূলত বাস্তব কোনো অগ্নি-উপাদান থেকে উদ্ভূত নয়? আপনাদের পক্ষে এই সম্ভাবনাকে বাতিল করার কোনো পথই নেই এবং প্রথিতযশা চিকিৎসকদের একটি দলও বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

আর শরীরের শীতলতা অনুভবের প্রসঙ্গের উত্তরে আমরা বলি: এটি প্রমাণ করে যে শরীরে তাপ ও উষ্ণতা বিদ্যমান, আর কে-ই বা তা অস্বীকার করে? কিন্তু উষ্ণকারী বিষয় যে কেবল আগুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার প্রমাণ কী? কারণ এটি যদিও...

كَانَ كُلُّ نَارٍ مُسَخِّنًا، فَإِنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ لَا تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً، بَلْ عَكْسُهَا الصَّادِقُ بَعْضُ الْمُسَخِّنِ نَارٌ.

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ بِفَسَادِ صُورَةِ النَّارِ النَّوْعِيَّةِ، فَأَكْثَرُ الْأَطِبَّاءِ عَلَى بَقَاءِ صُورَتِهَا، النَّوْعِيَّةِ، وَالْقَوْلُ بِفَسَادِهَا قَوْلٌ فَاسِدٌ قَدِ اعْتَرَفَ بِفَسَادِهِ أفضل متأخريكم «1» في كتابه المسمى بالشفاء، وَبَرْهَنَ عَلَى بَقَاءِ الْأَرْكَانِ أَجْمَعَ عَلَى طَبَائِعِهَا في المركبات. وبالله التوفيق.

فصل: في علاجه ص للمرض

وَكَانَ عِلَاجُهُ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرَضِ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: بِالْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ.

وَالثَّانِي: بِالْأَدْوِيَةِ الْإِلَهِيَّةِ.

وَالثَّالِثُ: بِالْمُرَكَّبِ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَبْدَأُ بِذِكْرِ الْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي وَصَفَهَا وَاسْتَعْمَلَهَا، ثُمَّ نَذْكُرُ الْأَدْوِيَةَ الْإِلَهِيَّةَ، ثُمَّ الْمُرَكَّبَةَ.

وَهَذَا إِنَّمَا نُشِيرُ إِلَيْهِ إِشَارَةً، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا بُعِثَ هَادِيًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى جَنَّتِهِ، وَمُعَرِّفًا بِاللَّهِ، وَمُبَيِّنًا لِلْأُمَّةِ مَوَاقِعَ رِضَاهُ وَآمِرًا لَهُمْ بِهَا، وَمَوَاقِعَ سَخَطِهِ وَنَاهِيًا لَهُمْ عَنْهَا، وَمُخْبِرَهُمْ أَخْبَارَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَأَحْوَالَهُمْ مَعَ أُمَمِهِمْ، وَأَخْبَارَ تَخْلِيقِ الْعَالَمِ، وَأَمْرَ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ، وَكَيْفِيَّةَ شَقَاوَةِ النُّفُوسِ وَسَعَادَتِهَا، وَأَسْبَابَ ذَلِكَ.

وَأَمَّا طِبُّ الْأَبْدَانِ «فَجَاءَ مِنْ تَكْمِيلِ شَرِيعَتِهِ، وَمَقْصُودًا لِغَيْرِهِ، بِحَيْثُ إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، كَانَ صَرْفُ الْهِمَمِ وَالْقُوَى إِلَى عِلَاجِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ، وَحِفْظِ صِحَّتِهَا، وَدَفْعِ أَسْقَامِهَا، وَحِمْيَتِهَا مِمَّا يُفْسِدُهَا هُوَ الْمَقْصُودَ

بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، وَإِصْلَاحُ الْبَدَنِ بِدُونِ إِصْلَاحِ الْقَلْبِ لَا يَنْفَعُ، وَفَسَادُ الْبَدَنِ مَعَ إِصْلَاحِ الْقَلْبِ مَضَرَّتُهُ يَسِيرَةٌ جِدًّا، وَهِيَ مَضَرَّةٌ زَائِلَةٌ تَعْقُبُهَا الْمَنْفَعَةُ الدائمة التامة، وبالله التوفيق.

---

(1) أي الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا توفي عام 428 هـ.

প্রতিটি অগ্নিই উত্তাপ দানকারী; তবে এই প্রতিজ্ঞাটি সামগ্রিকভাবে আবর্তনযোগ্য নয়, বরং এর সঠিক বিপরীত রূপটি হলো: কিছু উত্তাপ দানকারী বস্তু হলো অগ্নি।

আর আগুনের প্রজাতিগত রূপ (সুরাহ নাওঈয়্যাহ) বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আপনাদের যে অভিমত, অধিকাংশ চিকিৎসকই এর প্রজাতিগত রূপ অবশিষ্ট থাকার পক্ষে। এই রূপ বিনষ্ট হওয়ার দাবিটি একটি ভ্রান্ত মত, যার অসারতা আপনাদের পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী (১) তাঁর 'আশ-শিফা' নামক গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। তিনি যৌগিক পদার্থের মধ্যে মৌলিক উপাদানসমূহ (আরকান) তাদের নিজস্ব প্রকৃতিতে অটুট থাকার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আর আল্লাহর সাহায্যেই যাবতীয় সাফল্য অর্জিত হয়।

পরিচ্ছেদ: অসুস্থতার চিকিৎসায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রোগ নিরাময় পদ্ধতি ছিল তিন প্রকার:

প্রথমত: প্রাকৃতিক ঔষধের মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত: খোদায়ী (রূহানী) ঔষধের মাধ্যমে।

তৃতীয়ত: উভয় প্রকারের সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে।

আমরা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশিত এই তিন প্রকার পদ্ধতিই উল্লেখ করব। প্রথমে আমরা তাঁর বর্ণিত ও ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ঔষধগুলো আলোচনা করব, অতঃপর খোদায়ী ঔষধসমূহ এবং পরিশেষে সমন্বিত ঔষধসমূহ বর্ণনা করব।

আমরা এ বিষয়ে কেবল সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রদান করব। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূলত প্রেরিত হয়েছিলেন পথপ্রদর্শক হিসেবে, আল্লাহর দিকে ও তাঁর জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহর পরিচয় প্রদান করতে, উম্মতের সামনে তাঁর সন্তুষ্টির ক্ষেত্রসমূহ স্পষ্ট করতে ও তা পালনের নির্দেশ দিতে, এবং তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয়গুলো বর্ণনা করে তা থেকে নিষেধ করতে। এছাড়াও তিনি নবীদের ও রাসূলদের সংবাদ

এবং তাঁদের উম্মতদের সাথে তাঁদের অবস্থা, বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরকাল সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং আত্মার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের স্বরূপ ও তার কারণসমূহ বর্ণনা করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।
আর শারীরিক চিকিৎসা পদ্ধতি তাঁর শরীয়তের পূর্ণতা দানকারী আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে এসেছে এবং তা অন্য একটি মহৎ উদ্দেশ্যের সহায়ক মাত্র, যা কেবল প্রয়োজনের সময়ই ব্যবহৃত হয়। যখন এ থেকে বিমুখ থাকা সম্ভব হয়, তখন মেধা ও শক্তিকে অন্তর ও আত্মার চিকিৎসায় ব্যয় করা, তাদের সুস্থতা রক্ষা করা, তাদের রোগ-ব্যাধি দূর করা এবং যা কিছু আত্মাকে কলুষিত করে তা থেকে সুরক্ষা প্রদান করাই মূল উদ্দেশ্য। কেননা অন্তরের সংশোধন ব্যতীত দেহের সংশোধন কোনো উপকারে আসে না। পক্ষান্তরে অন্তরের সংশোধনের সাথে দেহের কোনো ক্ষতি হলে তা অতি সামান্য; এবং তা ক্ষণস্থায়ী ক্ষতি যার পর রয়েছে চিরস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ। আর আল্লাহর নিকট থেকেই তৌফিক অর্জিত হয়।

---

(১) অর্থাৎ শায়খুর রইস আবু আলী আল-হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা, যিনি ৪২৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ذِكْرُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْعِلَاجُ بِالْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْحُمَّى

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّما الحمّى أو شدّة مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ» «1» .

وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ جَهَلَةِ الْأَطِبَّاءِ، وَرَأَوْهُ مُنَافِيًا لِدَوَاءِ الْحُمَّى وَعِلَاجِهَا، وَنَحْنُ نُبَيِّنُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ وَجْهَهُ وَفِقْهَهُ، فَنَقُولُ: «خِطَابُ النَّبِيِّ صلى الله

عليه وسلم نَوْعَانِ: عَامٌّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وَخَاصٌّ بِبَعْضِهِمْ، فَالْأَوَّلُ «كَعَامَّةِ خِطَابِهِ، وَالثَّانِي: كَقَوْلِهِ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ» . وَلَا بول، ولا تسدبروها، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا» «2» ، فَهَذَا لَيْسَ بِخِطَابٍ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا الْعِرَاقِ، وَلَكِنْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَا عَلَى سَمْتِهَا، كَالشَّامِ وَغَيْرِهَا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» » .

وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، فَخِطَابُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَاصٌّ بأهل الحجاز، وما وَالَاهُمْ، إِذْ كَانَ أَكْثَرُ الْحُمَّيَاتِ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُمْ مِنْ نَوْعِ الْحُمَّى الْيَوْمِيَّةِ الْعَرَضِيَّةِ الْحَادِثَةِ عَنْ شِدَّةِ حَرَارَةِ الشَّمْسِ، وَهَذِهِ يَنْفَعُهَا الْمَاءُ الْبَارِدُ شُرْبًا وَاغْتِسَالًا، فَإِنَّ الْحُمَّى حَرَارَةٌ غَرِيبَةٌ تَشْتَعِلُ فِي الْقَلْبِ، وَتَنْبَثُّ مِنْهُ بِتَوَسُّطِ الرُّوحِ وَالدَّمِ فِي الشَّرَايِينِ وَالْعُرُوقِ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ، فَتَشْتَعِلُ فِيهِ اشْتِعَالًا يُضِرُّ بِالْأَفْعَالِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عَرَضِيَّةٌ: وَهِيَ الْحَادِثَةُ إِمَّا عَنِ الْوَرَمِ، أَوِ الْحَرَكَةِ، أَوْ إِصَابَةِ حَرَارَةِ الشمس، أو القيظ الشديد، ونحو ذلك.

---

(1) أخرجه الإمام أحمد، والبخاري عن ابن عباس في الطب- ورواه مسلم في السلام: باب لكل داء دواء

(2) أخرجه البخاري في القبلة. ومسلم في الطهارة. قال البغوي: هذا خطاب لأهل المدينة، ولمن كانت قبلته على ذلك السمت. فأما من كانت جهته إلى المشرق والمغرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال.

(3) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في الصلاة عن أبي هريرة. قال الترمذي- حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرطهما. أي البخاري ومسلم. وأقره الذهبي وقال النسائي منكر. وأقره عليه الحافظ العراقي.

জ্বরের চিকিৎসায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম)-এ সাব্যস্ত হয়েছে: নাফে’ হতে বর্ণিত, তিনি ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:
“নিশ্চয়ই জ্বর বা জ্বরের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ হতে আগত; সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তা শীতল করো।” «১» ।
এই হাদীসটি অনেক মূর্খ চিকিৎসকের নিকট জটিল প্রতীয়মান হয়েছে এবং তারা একে জ্বরের ওষুধ ও চিকিৎসার পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। আমরা আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ্যে এর প্রকৃত রূপ ও তত্ত্ব (ফিকহ) বর্ণনা করছি। আমরা বলি: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্বোধন দুই প্রকার: একটি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সাধারণ এবং অন্যটি বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট। প্রথম প্রকারটি তাঁর সাধারণ বাণীর মতো। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো তাঁর এই বাণী: “তোমরা মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হয়ে বসবে না এবং কিবলাকে পেছনেও দেবে না; বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করো।” «২» । এটি পূর্ব-পশ্চিমের অধিবাসী বা ইরাকবাসীর জন্য উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি মদিনাবাসী এবং মদিনার সমান্তরালে অবস্থিত সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে তাঁর এই বাণী: “পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানই হলো কিবলা।” «৩» ।
যখন এটি জানা হলো, তখন স্পষ্ট হয় যে—এই হাদীসের সম্বোধনটি হিজাযবাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য নির্দিষ্ট। কারণ তাদের যে সকল জ্বর অনুভূত হয়, তার অধিকাংশই ‘ইউমিয়্যাহ’ (দৈনিক বা ক্ষণস্থায়ী) প্রকৃতির, যা সূর্যের প্রচণ্ড তাপের কারণে সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় জ্বরে পানি পান করা এবং গোসল করা অত্যন্ত উপকারী। কেননা জ্বর হলো একটি বহিরাগত তাপ যা হৃদপিণ্ডে প্রজ্বলিত হয় এবং সেখান থেকে রুহ (প্রাণশক্তি) ও রক্তের মাধ্যমে ধমনী ও শিরা-উপশিরা হয়ে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এটি শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন ঘটায়। জ্বর প্রধানত দুই প্রকার: একটি হলো আকস্মিক (আরজিয়্যাহ), যা কোনো প্রদাহ (ওরয়াম), অধিক পরিশ্রম, রৌদ্রের তাপ বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপ ইত্যাদির কারণে সৃষ্টি হয়।

---

(১) ইমাম আহমাদ ও বুখারী ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে চিকিৎসা অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম এটি সালাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন: ‘প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে’ পরিচ্ছেদে।

(২) বুখারী এটি কিবলা অধ্যায়ে এবং মুসলিম পবিত্রতা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। বাগাবী বলেন: এটি মদিনাবাসী এবং যাদের কিবলা ওই বরাবর তাদের জন্য সম্বোধন। আর যাদের দিক পূর্ব বা পশ্চিমে, তারা দক্ষিণ বা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।
(৩) তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং হাকেম এটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে নামায অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন—এটি হাসান সহীহ। হাকেম বলেন—এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ এবং আয-যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আন-নাসায়ী একে মুনকার বলেছেন এবং হাফেজ আল-ইরাকী তা সমর্থন করেছেন।

وَمَرَضِيَّةٌ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي مَادَّةٍ أُولَى، ثُمَّ مِنْهَا يُسَخَّنُ جَمِيعُ الْبَدَنِ، فَإِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَعَلُّقِهَا بِالرُّوحِ سُمِّيَتْ حُمَّى يَوْمٍ، لِأَنَّهَا فِي الْغَالِبِ تَزُولُ فِي يَوْمٍ، وَنِهَايَتُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَعَلُّقِهَا بِالْأَخْلَاطِ سُمِّيَتْ عَفَنِيَّةً، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أصناف: صفراوية، وسوداوية، بلغمية، وَدَمَوِيَّةٌ. وَإِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَعَلُّقِهَا بِالْأَعْضَاءِ الصُّلْبَةِ الْأَصْلِيَّةِ، سُمِّيَتْ حُمَّى دِقٍّ، وَتَحْتَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ أَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ.

وَقَدْ يَنْتَفِعُ الْبَدَنُ بِالْحُمَّى انْتِفَاعًا عَظِيمًا لَا يَبْلُغُهُ الدَّوَاءُ، وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ حُمَّى يَوْمٍ، وَحُمَّى الْعَفَنِ سَبَبًا لِإِنْضَاجِ مَوَادَّ غَلِيظَةٍ لَمْ تَكُنْ تَنْضَجُ بِدُونِهَا، وَسَبَبًا لِتَفَتُّحِ سُدَدٍ لَمْ يَكُنْ تَصِلُ إِلَيْهَا الْأَدْوِيَةُ الْمُفَتِّحَةُ.

وأما الرمد الحديث والمتقادم، فإنها تبرىء أكثر أنواعه برآ عَجِيبًا سَرِيعًا، وَتَنْفَعُ مِنَ الْفَالِجِ، وَاللِّقْوَةِ «1» ، وَالتَّشَنُّجِ الأمتلائي، وكثيرا مِنَ الْأَمْرَاضِ الْحَادِثَةِ عَنِ الْفُضُولِ الْغَلِيظَةِ.

وَقَالَ لِي بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرَاضِ نَسْتَبْشِرُ فِيهَا بِالْحُمَّى، كَمَا يَسْتَبْشِرُ الْمَرِيضُ بِالْعَافِيَةِ، فَتَكُونُ الْحُمَّى فِيهِ أَنْفَعَ مِنْ شُرْبِ الدَّوَاءِ بِكَثِيرٍ، فَإِنَّهَا

تُنْضِجُ مِنَ الْأَخْلَاطِ وَالْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ مَا يَضُرُّ بِالْبَدَنِ، فَإِذَا أَنْضَجَتْهَا صَادَفَهَا الدَّوَاءُ مُتَهَيِّئَةً لِلْخُرُوجِ بِنِضَاجِهَا، فَأَخْرَجَهَا، فَكَانَتْ سَبَبًا لِلشِّفَاءِ.

وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْحَدِيثِ مِنْ أَقْسَامِ الْحُمَّيَاتِ الْعَرَضِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَسْكُنُ عَلَى الْمَكَانِ بِالِانْغِمَاسِ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَسَقْيِ الْمَاءِ الْبَارِدِ الْمَثْلُوجِ، وَلَا يَحْتَاجُ صَاحِبُهَا مَعَ ذَلِكَ إِلَى عِلَاجٍ آخَرَ، فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ كَيْفِيَّةٍ حَارَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالرُّوحِ، فَيَكْفِي فِي زَوَالِهَا مُجَرَّدُ وُصُولِ كَيْفِيَّةٍ بَارِدَةٍ تُسَكِّنُهَا، وَتُخْمِدُ لَهَبَهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى اسْتِفْرَاغِ مَادَّةٍ، أَوِ انْتِظَارِ نُضْجٍ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْحُمَّيَاتِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ فَاضِلُ الْأَطِبَّاءِ جالينوس: بِأَنَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَنْفَعُ فِيهَا، قَالَ فِي الْمَقَالَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ كِتَابِ «حِيلَةِ الْبُرْءِ» : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَابًّا حَسَنَ اللَّحْمِ، خِصْبَ الْبَدَنِ فِي وَقْتِ الْقَيْظِ، وَفِي وَقْتِ مُنْتَهَى الْحُمَّى، وَلَيْسَ فِي أَحْشَائِهِ وَرَمٌ، اسْتَحَمَّ بِمَاءٍ بَارِدٍ، أو سبح فيه، لا نتفع بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف.

---

(1) داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق

রোগজনিত জ্বর: এটি তিন প্রকার এবং তা কেবল মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যেই হয়ে থাকে, যা থেকে পরবর্তীতে সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হয়ে যায়। যদি এই জ্বরের উৎপত্তিস্থল জীবনীশক্তির (রুহ) সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তাকে একাহিক জ্বর (হুম্মা ইয়াওম) বলা হয়; কারণ সাধারণত এটি একদিনের মধ্যেই দূরীভূত হয় এবং এর সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন। আর যদি এর উৎপত্তিস্থল শারীরবৃত্তীয় ধাতুরসগুলোর (আখলাত) সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তাকে পচনশীল জ্বর (আফানিয়্যাহ) বলা হয়। এটি চার প্রকার: পিত্তঘটিত, কৃষ্ণপিত্তঘটিত, কফঘটিত এবং রক্তঘটিত। আর যদি এর উৎপত্তিস্থল শরীরের মৌলিক শক্ত অঙ্গসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তাকে ক্ষয়কারী জ্বর (হুম্মা দিক্ক) বলা হয়। এই প্রকারগুলোর অধীনে আরও অনেক উপবিভাগ রয়েছে।

কখনো কখনো শরীর জ্বর দ্বারা এমন মহৎ উপকার লাভ করে যা ওষুধ দ্বারাও সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে একাহিক জ্বর এবং পচনশীল জ্বর সেই সব ঘন ও জমাটবদ্ধ উপাদানগুলোকে

পরিপক্ব করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা জ্বর ছাড়া পরিপক্ব হওয়া সম্ভব ছিল না। এছাড়া এটি শরীরের এমন সব রুদ্ধ পথ বা প্রতিবন্ধকতা (সুদাদ) খুলে দেয় যেখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা নিরোধক ওষুধ পৌঁছাতে সক্ষম হয় না।

চোখের নতুন ও পুরাতন প্রদাহের (রমাদ্) ক্ষেত্রে এটি অধিকাংশ প্রকারকে আশ্চর্যজনক ও দ্রুততার সাথে নিরাময় করে। এছাড়া এটি পক্ষাঘাত (ফালিজ), মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত (লিকওয়া), শারীরিক আধিক্যজনিত খিঁচুনি এবং গাঢ় বর্জ্য পদার্থ থেকে সৃষ্ট অনেক রোগে বিশেষ উপকার দেয়।

জনৈক বিজ্ঞ চিকিৎসক আমাকে বলেছেন: অনেক রোগের ক্ষেত্রে আমরা জ্বরের উপস্থিতিতে ঠিক তেমনি আনন্দিত হই যেমন একজন রোগী সুস্থতার সুসংবাদে আশান্বিত হয়। তাই সেই ক্ষেত্রে জ্বর হওয়া ওষুধ সেবনের চেয়েও অনেক বেশি উপকারী। কেননা এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর ধাতুরস ও দূষিত উপাদানগুলোকে পরিপক্ব করে দেয়। যখন জ্বর সেগুলোকে পরিপক্ব করে তোলে, তখন ওষুধ প্রয়োগ করলে তা নির্গমনের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পায় এবং শরীর থেকে বের করে দেয়, যা আরোগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যখন বিষয়টি অবগত হওয়া গেল, তখন হাদীসের উদ্দেশ্য আকস্মিক বা বাহ্যিক জ্বরও হতে পারে। কেননা শীতল পানিতে অবগাহন করলে এবং বরফশীতল পানি পান করলে তৎক্ষণাৎ তা প্রশমিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তির অন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। কারণ এটি কেবল জীবনীশক্তির (রুহ) সাথে সম্পৃক্ত একটি উষ্ণ অবস্থা মাত্র, তাই কোনো বর্জ্য নিষ্কাশন বা পরিপক্ব হওয়ার অপেক্ষা না করেই কেবল শীতলতা পৌঁছানোর মাধ্যমেই এর উত্তাপ নিভিয়ে দেওয়া এবং উপশম করা সম্ভব।

আবার এর দ্বারা সকল প্রকার জ্বরও উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রখ্যাত চিকিৎসক গ্যালেন (জালিনুস) স্বীকার করেছেন যে, শীতল পানি জ্বরের ক্ষেত্রে ফলদায়ক। তিনি তাঁর ‘আরোগ্যের কৌশল’ (হিলাতুল বুর্) গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে বলেছেন: গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড জ্বরের সময় যদি কোনো সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী যুবক—যার অভ্যন্তরীণ অঙ্গে কোনো শোথ বা প্রদাহ নেই—শীতল পানিতে গোসল করে বা সাতার কাটে, তবে সে অবশ্যই এর দ্বারা উপকৃত হবে। তিনি আরও বলেন: আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই এর নির্দেশ দিয়ে থাকি।

---

(১) এটি মুখমণ্ডলের একটি রোগ যার ফলে মুখের এক পাশ বেঁকে যায়।

وَقَالَ الرازي فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ: إِذَا كَانَتِ الْقُوَّةُ قَوِيَّةً، وَالْحُمَّى حَادَّةً جِدًّا، وَالنُّضْجُ بَيِّنٌ وَلَا وَرَمَ فِي الْجَوْفِ، وَلَا فَتْقَ، يَنْفَعُ الْمَاءُ الْبَارِدُ شُرْبًا، وَإِنْ كَانَ الْعَلِيلُ خِصْبَ الْبَدَنِ وَالزَّمَانُ حَارٌّ، وَكَانَ مُعْتَادًا لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ خَارِجٍ، فَلْيُؤْذَنْ فِيهِ.

وَقَوْلُهُ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» ، هُوَ شِدَّةُ لَهَبِهَا، وَانْتِشَارِهَا، وَنَظِيرُهُ:

«قَوْلُهُ: شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» . وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ أُنْمُوذَجٌ وَرَقِيقَةٌ أُشْتُقَّتْ مِنْ جَهَنَّمَ لِيَسْتَدِلَّ بِهَا الْعِبَادُ عَلَيْهَا، وَيَعْتَبِرُوا بِهَا، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدَّرَ ظُهُورَهَا بِأَسْبَابٍ تَقْتَضِيهَا،؛ كَمَا أَنَّ الرُّوحَ وَالْفَرَحَ وَالسُّرُورَ وَاللَّذَّةَ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ أَظْهَرَهَا اللَّهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ عِبْرَةً وَدَلَالَةً، وَقَدَّرَ ظُهُورَهَا بِأَسْبَابٍ تُوجِبُهَا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّشْبِيهَ، فَشَبَّهَ شِدَّةَ الْحُمَّى وَلَهَبَهَا بِفَيْحِ جَهَنَّمَ، وَشَبَّهَ شِدَّةَ الْحَرِّ بِهِ أَيْضًا تَنْبِيهًا لِلنُّفُوسِ عَلَى شِدَّةِ عَذَابِ النَّارِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحَرَارَةَ الْعَظِيمَةَ مُشَبَّهَةٌ بِفَيْحِهَا، وَهُوَ مَا يُصِيبُ مَنْ قَرُبَ مِنْهَا مِنْ حَرِّهَا.

وَقَوْلُهُ: «فَأَبْرِدُوهَا» ، رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ: بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا، رُبَاعِيٌّ: مِنْ أَبْرَدَ الشَّيْءَ: إِذَا صَيَّرَهُ بَارِدًا، مِثْلَ أَسْخَنَهُ: إِذَا صَيَّرَهُ سَخِنًا.

وَالثَّانِي: بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ مَضْمُومَةً مِنْ بَرَّدَ الشَّيْءَ يُبَرِّدُهُ، وَهُوَ أَفْصَحُ لُغَةً وَاسْتِعْمَالًا، وَالرُّبَاعِيُّ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ عِنْدَهُمْ قَالَ:

إِذَا وَجَدْتُ لَهِيبَ الْحُبِّ فِي كَبِدِي ... أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ أَبْتَرِدُ

هَبْنِي بَرَدْتُ بِبَرْدِ الْمَاءِ ظَاهِرَهُ ... فَمَنْ لِنَارٍ عَلَى الْأَحْشَاءِ تَتَّقِدُ

وَقَوْلُهُ: «بِالْمَاءِ» فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كُلُّ مَاءٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَاءُ زَمْزَمَ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» ، عَنْ أَبِي جمرة نصر بن عمران الضبعي، قَالَ: كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَأَخَذَتْنِي الْحُمَّى، فَقَالَ: أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আর রাযী তাঁর 'আল-কিতাব আল-কাবীর' গ্রন্থে বলেছেন: যখন দৈহিক শক্তি সবল থাকে, জ্বর অত্যন্ত তীব্র হয় এবং পরিপক্কতার (নদজ) লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়, আর শরীরের অভ্যন্তরে কোনো ফোলা (ওরাম) বা বিদারণ (ফাতক) না থাকে, তবে পানীয় হিসেবে শীতল জল পান করা উপকারী। আর যদি রোগীর শরীর পুষ্ট হয়, সময়টি গ্রীষ্মকাল হয় এবং সে বাহ্যিকভাবে শীতল জল ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকে, তবে তাকে তা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া উচিত।
আর তাঁর বাণী: "জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ (ফায়হ) হতে উদ্ভূত", এর অর্থ হলো জাহান্নামের শিখার তীব্রতা ও তার বিস্তৃতি। এর অনুরূপ হলো:
তাঁর এই বাণী: "তীব্র গরম জাহান্নামের উত্তাপ হতে উদ্ভূত"। এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে: প্রথমটি হলো, এটি জাহান্নামের একটি নমুনা ও ক্ষুদ্র অংশ যা সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে, যাতে বান্দারা এর মাধ্যমে জাহান্নামের অস্তিত্বের প্রমাণ পায় এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দিষ্ট কিছু কারণের মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন; যেমনভাবে প্রশান্তি, আনন্দ, হর্ষ ও তৃপ্তি হলো জান্নাতের নিয়ামতের অংশ, যা আল্লাহ এই নশ্বর পৃথিবীতে শিক্ষা ও নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশ করেছেন এবং নির্দিষ্ট কারণের মাধ্যমে সেগুলোর উপস্থিতির ব্যবস্থা করেছেন।
দ্বিতীয়ত: এর দ্বারা উপমা বা সাদৃশ্য বোঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে। ফলে জ্বরের তীব্রতা ও তার দহনকে জাহান্নামের উত্তাপের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং তীব্র গরমকেও তার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাতে মানুষের আত্মা আগুনের কঠোর আজাব সম্পর্কে সচেতন হয়। আর এই প্রচণ্ড উত্তাপ জাহান্নামের সেই উষ্ণতার সদৃশ, যা তার নিকটে থাকা ব্যক্তিকে স্পর্শ করে।
আর তাঁর বাণী: "সুতরাং তোমরা তা শীতল করো", এটি দুটি পাঠরীতিতে বর্ণিত হয়েছে: প্রথমত 'হামজায়ে কাতয়ি' এবং জবরযোগে (আবরিদুহা), যা চতুর্াক্ষরিক ক্রিয়া (রুবায়ি): এটি কোনো কিছুকে 'শীতল করা' (আবরাদা) অর্থ থেকে এসেছে, যেমন কোনো কিছুকে 'উত্তপ্ত করা' (আসখানা) বলা হয়।
দ্বিতীয়ত: পেশযুক্ত 'হামজায়ে ওয়াসল' যোগে (উবরুদুহা), যা কোনো কিছু শীতল করা (বাররাদা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভাষাগত অলঙ্কার ও ব্যবহারের দিক থেকে এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ, আর চার অক্ষরের রূপটি (রুবায়ি) তাদের নিকট ভাষাগতভাবে দুর্বল। কবি বলেছেন: যখন আমি আমার কলিজায় প্রেমের শিখা অনুভব করি … তখন আমি লোকজনের মশকের দিকে এগিয়ে যাই শীতল হওয়ার আশায়

ধরো আমি জলের শীতলতা দিয়ে আমার দেহের উপরিভাগ শীতল করলাম ... কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরে প্রজ্জ্বলিত আগুনের প্রতিকার কে করবে?
আর তাঁর বাণী: "পানি দ্বারা", এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত রয়েছে: প্রথমত, এর দ্বারা যেকোনো পানি উদ্দেশ্য, আর এটিই সঠিক মত।
দ্বিতীয়ত: এর দ্বারা যমযমের পানি উদ্দেশ্য। এই মতের প্রবক্তারা ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আবু জামরা নাসর ইবনে ইমরান আদ-দুবায়ী থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন: আমি মক্কায় ইবনে আব্বাসের মজলিসে বসতাম, একবার আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। তখন তিনি বললেন: যমযমের পানি দিয়ে তোমার জ্বর শীতল করো, কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...

(ص: 24)الطب النبوي لابن القيم

قَالَ: «إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، أَوْ قَالَ: بِمَاءِ زَمْزَمَ» «1» . وَرَاوِي هَذَا قَدْ شَكَّ فِيهِ، وَلَوْ جَزَمَ بِهِ لَكَانَ أَمْرًا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، إِذْ هُوَ مُتَيَسِّرٌ عِنْدَهُمْ، وَلِغَيْرِهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَاءِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ، هَلِ الْمُرَادُ بِهِ الصَّدَقَةُ بِالْمَاءِ، أَوِ اسْتِعْمَالُهُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ، وَأَظُنُّ أَنَّ الَّذِي حَمَلَ مَنْ قَالَ:
الْمُرَادُ الصَّدَقَةُ بِهِ أَنَّهُ أَشْكَلَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الْحُمَّى، وَلَمْ يَفْهَمْ وَجْهَهُ مَعَ أَنَّ لِقَوْلِهِ وَجْهًا حَسَنًا، وَهُوَ أَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَكَمَا أَخْمَدَ لَهِيبَ الْعَطَشِ عَنِ الظَّمْآنِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، أَخْمَدَ اللَّهُ لَهِيبَ الْحُمَّى عَنْهُ جَزَاءً وِفَاقًا، وَلَكِنَّ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْ فِقْهِ الْحَدِيثِ وَإِشَارَتِهِ، وَأَمَّا الْمُرَادُ بِهِ فَاسْتِعْمَالُهُ.
وَقَدْ ذَكَرَ أبو نعيم وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أنس يَرْفَعُهُ: «إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ «2» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ، فَنَحُّوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ» «3» .

وَفِي «الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيثِ الحسن، عَنْ سمرة يَرْفَعُهُ: «الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ» ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرَغَهَا عَلَى رَأْسِهِ فَاغْتَسَلَ «4» .

---

(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق، والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد: ومعنى الحديث: أن الحمى من شدة حر الطبيعة وهو يشبه نار جهنم في كونها معذبة ومذيبة للجسد، والمراد أنها أنموذج ودقيقة اشتقت من جهنم يستدل بها العباد ويعتبرون بها، كما أظهر الفرح واللذة ليدل على نعيم الجة. «فأبردوها بالماء» أي أسكنوا حرارتها بالماء، بأن تغسلوا أطراف المحموم منه، وتسقوه إياه ليقع به التبرد.

(2) أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك، والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات

(3) خرجه ابن ماجه، ورجاله ثقات

(4) رواه الطبراني في الكبير والحاكم في الطب، وكذا البرار عن سمرة بن جندب. قال الحاكم: صحيح، وأقره عليه الذهبي. لكن قال ابن حجر في فتح الباري بعد ما عزاه للبزار والحاكم وأنه صححه في سنده راو ضعيف، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه اسماعيل بن مسلم، وهو متروك. و «إذا حمّ أحدكم» أي أخذته الحمى التي هي حرارة بين الجلد واللحم.

তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অংশ, তাই তোমরা তা পানি দিয়ে ঠান্ডা করো," অথবা তিনি বলেছেন: "জমজমের পানি দিয়ে।" (১)। এই হাদিসের বর্ণনাকারী এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। যদি তিনি এটি দৃঢ়ভাবে বলতেন, তবে তা মক্কাবাসীদের জন্য জমজমের পানির নির্দেশ হতো, যেহেতু তা

তাদের কাছে সহজলভ্য। আর অন্যদের জন্য তা তাদের নিকট থাকা সাধারণ পানি দ্বারা ঠান্ডা করার নির্দেশ হতো।

অতঃপর যারা মনে করেন যে এটি একটি সাধারণ নির্দেশ, তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে যে, এর দ্বারা কি পানি দান (সদকা) করা উদ্দেশ্য নাকি পানির সরাসরি ব্যবহার উদ্দেশ্য? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। সঠিক মত হলো এটি পানির ব্যবহার। আমার ধারণা, যারা পানি দান উদ্দেশ্য বলেছেন, তাদের কাছে জ্বরের ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানি ব্যবহারের বিষয়টি জটিল মনে হয়েছে এবং তারা এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। যদিও তাদের মতের একটি সুন্দর দিক রয়েছে, আর তা হলো—প্রতিদান আমলের ধরন অনুযায়ী হয়। সুতরাং, কেউ যদি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির তৃষ্ণার জ্বালা ঠান্ডা পানি দিয়ে নিভিয়ে দেয়, তবে আল্লাহ তাআলা তার জ্বরের উত্তাপও নিভিয়ে দেবেন উপযুক্ত প্রতিদান হিসেবে। তবে এটি হাদিসের ফিকহ (গভীর অর্থ) ও ইঙ্গিত থেকে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু মূলত যা উদ্দেশ্য তা হলো পানির ব্যবহার।

আবু নুআয়ম ও অন্যান্যরা আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত একটি মারফু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো) হাদিস উল্লেখ করেছেন: "তোমাদের কেউ যখন জ্বরে আক্রান্ত হয়, তখন সে যেন শেষ রাতে টানা তিন রাত তার শরীরে ঠান্ডা পানি ছিটায়।" (২)।

এবং 'সুনানে ইবনে মাজাহ'-তে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "জ্বর হলো জাহান্নামের হাপরের আগুনের একটি অংশ, সুতরাং তোমরা তা ঠান্ডা পানি দিয়ে নিজেদের থেকে দূর করো।" (৩)।

এবং 'মুসনাদ' ও অন্যান্য গ্রন্থে হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে, তিনি সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "জ্বর হলো আগুনের একটি অংশ, তাই তোমরা ঠান্ডা পানি দিয়ে তা শীতল করো।" আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জ্বরে আক্রান্ত হতেন, তখন তিনি একটি পানির মশক আনাতেন এবং তা মাথায় ঢেলে গোসল করতেন। (৪)।

---

(১) বুখারি 'বাদউল খালক' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন, এছাড়াও নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মালিক এবং আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির অর্থ হলো: জ্বর হলো শরীরের প্রকৃতির তীব্র উত্তাপ, যা শরীরকে কষ্ট দেওয়া এবং গলিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে জাহান্নামের আগুনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর উদ্দেশ্য হলো, এটি জাহান্নাম থেকে উৎসারিত একটি নমুনা ও সূক্ষ্ম অংশ, যা দেখে বান্দারা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সতর্ক হবে; ঠিক যেমন আল্লাহ আনন্দ ও স্বাদ প্রকাশ

করেছেন জান্নাতের নিয়ামতের নির্দশন হিসেবে। "তা পানি দিয়ে ঠান্ডা করো" অর্থাৎ পানি দিয়ে এর উত্তাপ প্রশমিত করো, এভাবে যে—রোগীর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানি দিয়ে ধুয়ে দেবে এবং তাকে পানি পান করাবে যাতে শীতলতা অর্জিত হয়।

(২) নাসাঈ এবং হাকেম 'মুস্তাদরাক'-এ এটি বর্ণনা করেছেন, তাবারানি এটি 'আল-আওসাত'-এ বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)।

(৩) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)।

(৪) তাবারানি 'আল-কাবীর'-এ এবং হাকেম 'আত-তিব্ব' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে বাযযার সামুরা ইবনে জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন: হাদিসটি সহিহ এবং হাফেজ যাহাবি এটি সমর্থন করেছেন। তবে ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারি'-তে বাযযার ও হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং হাকেম একে সহিহ বলার পর উল্লেখ করেছেন যে, এর সনদে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। আর হাইসামি তাবারানির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: এতে ইসমাইল ইবনে মুসলিম রয়েছেন, যিনি পরিত্যক্ত (মাতরুক)। "যখন তোমাদের কেউ জ্বরে আক্রান্ত হয়" অর্থাৎ যখন তাকে জ্বর স্পর্শ করে, যা মূলত চামড়া ও মাংসের মধ্যবর্তী এক প্রকার উত্তাপ।

وَفِي «السُّنَنِ» : مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَبَّهَا رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» «1» .

لِمَا كَانَتِ الْحُمَّى يَتْبَعُهَا حِمْيَةٌ عَنِ الْأَغْذِيَةِ الرَّدِيئَةِ، وَتَنَاوُلِ الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ النَّافِعَةِ، وَفِي ذَلِكَ إعانة على تنقية البدن، ونفي أخبائثه وَفُضُولِهِ، وَتَصْفِيَتِهِ مِنْ مَوَادِّهِ الرَّدِيئَةِ، وَتَفْعَلُ فِيهِ كَمَا تَفْعَلُ النَّارُ فِي الْحَدِيدِ فِي نَفْيِ خَبَثِهِ، وَتَصْفِيَةِ جَوْهَرِهِ، كَانَتْ

أَشْبَهَ الْأَشْيَاءِ بِنَارِ الْكِيرِ الَّتِي تُصَفِّي جَوْهَرَ الْحَدِيدِ، وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الْمَعْلُومُ عِنْدَ أَطِبَّاءِ الْأَبْدَانِ.

وَأَمَّا تَصْفِيَتُهَا الْقَلْبَ مِنْ وَسَخِهِ وَدَرَنِهِ، وَإِخْرَاجَهَا خَبَائِثَهُ، فَأَمْرٌ يَعْلَمُهُ أَطِبَّاءُ الْقُلُوبِ، وَيَجِدُونَهُ كَمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ مَرَضُ الْقَلْبِ إِذَا صَارَ مَأْيُوسًا مِنْ بُرْئِهِ، لَمْ يَنْفَعْ فِيهِ هَذَا الْعِلَاجُ.

فَالْحُمَّى تَنْفَعُ الْبَدَنَ وَالْقَلْبَ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَسَبُّهُ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ، وَذَكَرْتُ مَرَّةً وَأَنَا مَحْمُومٌ قول بعض الشعراء يسبّها:

زارت مكفّارة الذُّنُوبِ وَوَدَّعَتْ ... تَبًّا لَهَا مِنْ زَائِرٍ وَمُوَدِّعِ

قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا ... مَاذَا تُرِيدُ فقلت ألاترجعي

فَقُلْتُ: تَبًّا لَهُ إِذْ سَبَّ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن سبه، ولو قال:

زارت مكفّارة الذُّنُوبِ لِصَبِّهَا ... أَهْلًا بِهَا مِنْ زَائِرٍ وَمُوَدِّعِ

قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا ... مَاذَا تُرِيدُ فقلت: ألاتقلعي

لَكَانَ أَوْلَى بِهِ، وَلَأَقْلَعَتْ عَنْهُ، فَأَقْلَعَتْ عَنِّي سَرِيعًا. وَقَدْ رُوِيَ فِي أَثَرٍ لَا أَعْرِفُ حَالَهُ «حُمَّى يَوْمٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ» . وَفِيهِ قَوْلَانِ، أحدهما: أن الحمّى تدخل في

---

(1) أخرجه مسلم في الأدب عن جابر بن عبد الله قال: قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال: مالك تزقزقين؟ «ترتعدين» قالت: الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد والحديث المذكور في الكتاب أخرجه ابن ماجه وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. و «الكير» هو منفاخ من زق أو جلد غليظ ذو حافات: والكلام على التشبيه.

এবং ‘সুনান’-এ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জ্বরের কথা উল্লেখ করা হলে এক ব্যক্তি একে গালি দিল।

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "একে গালি দিও না; কারণ এটি গুনাহসমূহকে সেভাবেই দূর করে দেয়, যেভাবে আগুন লোহার মরিচা (বা অপবিত্রতা) দূর করে দেয়।" (১)

যেহেতু জ্বরের অনুগামী হিসেবে ক্ষতিকর খাদ্য থেকে পরহেজ (হিময়াহ) এবং উপকারী খাদ্য ও ওষুধ গ্রহণ করতে হয়, আর এর মধ্যে শরীরকে পরিচ্ছন্ন করার, এর দূষিত পদার্থ ও উচ্ছিষ্ট দূর করার এবং মন্দ উপাদানগুলো থেকে একে নির্মল করার ক্ষেত্রে সহায়তা রয়েছে; এবং এটি শরীরের অভ্যন্তরে তেমন কাজই করে যেমনটি আগুন লোহার মরিচা দূর করতে এবং এর মূল সত্তাকে পরিশোধিত করতে কাজ করে; তাই এটি কামারের হাপরের আগুনের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ যা লোহার সারবস্তুকে বিশুদ্ধ করে। আর এই বিষয়টি শারীরিক চিকিৎসকদের নিকট সুপরিচিত।

আর হৃদয়ের কলুষতা ও ময়লা থেকে একে মুক্ত করা এবং এর মধ্যকার অপবিত্রতা বের করে দেওয়ার বিষয়টি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞগণ (আধ্যাত্মিক চিকিৎসক) জানেন এবং তারা এটি সেভাবেই অনুভব করেন যেভাবে তাদের নবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের অবহিত করেছেন। তবে হৃদরোগ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তার আর আরোগ্যের আশা থাকে না, তখন এই চিকিৎসা সেখানে কোনো উপকারে আসে না।

সুতরাং জ্বর শরীর ও হৃদয়ের জন্য উপকারী। এমতাবস্থায় যা এই গুণের অধিকারী, তাকে গালি দেওয়া জুলুম ও সীমালঙ্ঘন। একবার আমি যখন জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম, তখন কোনো এক কবির কথা স্মরণ করলাম যে একে গালি দিয়ে বলেছিল:

গুনাহ মোচনকারী (জ্বর) সাক্ষাত করতে এলো এবং বিদায় নিল... দুর্ভোগ সেই সাক্ষাৎকারী ও বিদায় গ্রহণকারীর জন্য।

সে যখন প্রস্থানের সংকল্প করল তখন বলল: তুমি কী চাও? আমি বললাম: তুমি যেন আর ফিরে না আসো।

আমি বললাম: তার জন্য ধ্বংস! কেননা সে সেই জিনিসকে গালি দিয়েছে যা গালি দিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। সে যদি এমনটি বলত:

গুনাহ মোচনকারী (জ্বর) তার প্রেমিকের সান্নিধ্যে এলো... স্বাগতম সেই সাক্ষাৎকারী ও বিদায় গ্রহণকারীকে।

সে যখন প্রস্থানের সংকল্প করল তখন বলল: তুমি কী চাও? আমি বললাম: যেন তুমি ছেড়ে না যাও (পুরোপুরি সুস্থ না করা পর্যন্ত)।

তবে এটিই তার জন্য অধিকতর সমীচীন হতো এবং তা তাকে ছেড়ে চলে যেত; আর এটি দ্রুত আমাকেও ছেড়ে চলে গেল। একটি বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে—যার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই—যে, "একদিনের জ্বর এক বছরের কাফফারা (গুনাহ মোচনকারী)।" এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে, যার একটি হলো: জ্বর শরীরে প্রবেশ করে...

---

(১) ইমাম মুসলিম 'শিষ্টাচার' (আদব) অধ্যায়ে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মে সায়িবের নিকট প্রবেশ করে বললেন: তোমার কী হয়েছে যে তুমি কাঁপছ? তিনি বললেন: জ্বর, আল্লাহ এতে বরকত না দিন। তখন তিনি বললেন: জ্বরকে গালি দিও না, কারণ এটি বনী আদমের গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে। আর কিতাবে উল্লিখিত হাদিসটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, তবে এর সনদে মুসা ইবনে উবাইদাহ নামক একজন রাবী রয়েছেন যিনি দুর্বল। আর 'আল-কীর' হলো চামড়ার তৈরি হাপর যা দিয়ে আগুন ফুঁকানো হয়। এখানে উপমা হিসেবে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

كُلِّ الْأَعْضَاءِ وَالْمَفَاصِلِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا، فَتُكَفِّرُ عَنْهُ- بِعَدَدِ كُلِّ مَفْصِلٍ- ذُنُوبَ يَوْمٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي الْبَدَنِ تَأْثِيرًا لَا يَزُولُ بِالْكُلِّيَّةِ إِلَى سَنَةٍ، كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» «1» . إِنَّ أَثَرَ الْخَمْرِ يَبْقَى فِي جَوْفِ الْعَبْدِ، وَعُرُوقِهِ، وَأَعْضَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أبو هريرة: ما من مرض يصيبا بني أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَّى، لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنِّي، وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنَ الْأَجْرِ.

وَقَدْ رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يَرْفَعُهُ: «إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى- وَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَيَسْتَقْبِلْ نَهَرًا

جَارِيًا، فَلْيَسْتَقْبِلْ جَرْيَةَ الْمَاءِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، وَصَدِّقْ رَسُولَكَ، وَيَنْغَمِسُ فِيهِ ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن برىء، وَإِلَّا فَفِي خَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ، فَسَبْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٌ، فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللَّهِ» «2» .

قُلْتُ: وَهُوَ يَنْفَعُ فِعْلُهُ فِي فَصْلِ الصَّيْفِ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ عَلَى الشَّرَائِطِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ، فَإِنَّ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَبْرَدُ مَا يَكُونُ لِبُعْدِهِ عَنْ مُلَاقَاةِ الشَّمْسِ، وَوُفُورِ الْقُوَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمَّا أَفَادَهَا النَّوْمُ، وَالسُّكُونُ، وَبَرْدُ الْهَوَاءِ، فَتَجْتَمِعُ فِيهِ قُوَّةُ الْقُوَى، وَقُوَّةُ الدَّوَاءِ، وَهُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ عَلَى حَرَارَةِ الْحُمَّى الْعَرَضِيَّةِ، أَوِ الْغِبِّ الْخَالِصَةِ، أَعْنِي الَّتِي لَا وَرَمَ مَعَهَا، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْأَعْرَاضِ الرَّدِيئَةِ وَالْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ، فَيُطْفِئُهَا بِإِذْنِ اللَّهِ، لَا سِيَّمَا فِي أَحَدِ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَهِيَ الْأَيَّامُ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا بُحْرَانُ الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ كَثِيرًا، سِيَّمَا فِي الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ لِرِقَّةِ أَخْلَاطِ سُكَّانِهَا، وَسُرْعَةِ انْفِعَالِهِمْ عَنِ الدَّوَاءِ النَّافِعِ.

---

(1) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك.

(2) أخرجه الترمذي من حديث ثوبان وليس من حديث رافع بن بخديج كما ذكره المصنف وأخرجه الإمام أحمد.

সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং জোড়সমূহ, আর এর সংখ্যা হলো তিনশত ষাটটি জোড়। ফলে এটি তার পক্ষ থেকে—প্রতিটি জোড়ের সংখ্যা অনুযায়ী—একদিনের গুনাহ মোচন করে দেয়। দ্বিতীয়ত: এটি শরীরের ওপর এমন প্রভাব ফেলে যা এক বছর পর্যন্ত পুরোপুরি দূরীভূত হয় না; যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী সম্পর্কে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি মদ পান করবে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না" [১]। নিশ্চয়ই মদের প্রভাব বান্দার পেট, শিরা-উপশিরা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমার কাছে জ্বরের চেয়ে প্রিয় কোনো রোগ নেই, কারণ এটি আমার প্রতিটি অঙ্গে প্রবেশ করে, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রতিটি অঙ্গকে তার প্রাপ্য সওয়াব দান করেন।

ইমাম তিরমিযী তার 'জামে' গ্রন্থে রাফে ইবনে খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "তোমাদের কারো যখন জ্বর হয়—আর জ্বর হলো জাহান্নামের আগুনের একটি অংশ—সে যেন শীতল পানির মাধ্যমে তা নির্বাপিত করে। সে যেন কোনো প্রবাহিত নদীর অভিমুখী হয় এবং ফজরের পর ও সূর্যোদয়ের আগে পানির প্রবাহের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। আর সে যেন বলে: 'আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! আপনার বান্দাকে আরোগ্য দান করুন এবং আপনার রাসূলকে সত্যয়ন করুন।' এরপর সে যেন তাতে তিন দিন তিনবার ডুব দেয়। যদি সে সুস্থ হয়ে যায় তবে ভালো, অন্যথায় পাঁচ দিন। যদি পাঁচ দিনে সুস্থ না হয়, তবে সাত দিন। আর যদি সাত দিনেও সুস্থ না হয়, তবে নয় দিন। কেননা আল্লাহর ইচ্ছায় এটি সাধারণত নয় দিনের বেশি অতিবাহিত হয় না" [২]।

আমি বলি: উল্লিখিত শর্তাবলি সাপেক্ষে গ্রীষ্মকালে উষ্ণ দেশগুলোতে এই আমলটি করা উপকারী। কারণ সেই সময়ে পানি সূর্যের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার কারণে সবচেয়ে বেশি শীতল থাকে। এছাড়া ঘুম, প্রশান্তি এবং শীতল বাতাসের কারণে সেই সময়ে শারীরিক শক্তিও পর্যাপ্ত থাকে। ফলে সেখানে শারীরিক শক্তি এবং ওষুধের শক্তি—যা হলো শীতল পানি—একীভূত হয়ে আকস্মিক জ্বর বা বিশুদ্ধ পর্যায়ক্রমিক জ্বরের (হুম্মা আল-গিব) উত্তাপের বিরুদ্ধে কাজ করে। অর্থাৎ যে জ্বরের সাথে কোনো ফোলা বা মন্দ উপসর্গ এবং দূষিত পদার্থ থাকে না। ফলে আল্লাহর হুকুমে এটি নিভে যায়, বিশেষ করে হাদীসে উল্লিখিত দিনগুলোতে। আর এগুলি এমন দিন যখন তীব্র রোগব্যাধির সংকটকাল (বুহরান) প্রায়ই দেখা দেয়, বিশেষ করে উল্লিখিত দেশগুলোতে, কারণ সেখানকার বাসিন্দাদের শারীরিক উপাদানসমূহ (আখলাত) পাতলা হয়ে থাকে এবং উপকারী ওষুধের প্রতি তাদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটে।

---

(১) তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ সহীহ এবং হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

(২) তিরমিযী এটি সাওবান-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন, রাফে ইবনে খাদীজ-এর হাদীস থেকে নয়, যেমনটি লেখক উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমদও এটি বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ أَبِي المتوكل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: قَدْ سَقَيْتُهُ، فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا. وَفِي لَفْظٍ: فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ: «اسْقِهِ عَسَلًا» ، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: «صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» «1» .

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» فِي لَفْظٍ لَهُ: «إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ» ، أَيْ فَسَدَ هَضْمُهُ، وَاعْتَلَّتْ مَعِدَتُهُ، وَالِاسْمُ الْعَرَبُ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَالذَّرَبُ أَيْضًا.

وَالْعَسَلُ فِيهِ مَنَافِعُ عَظِيمَةٌ، فَإِنَّهُ جَلَاءٌ لِلْأَوْسَاخِ الَّتِي فِي الْعُرُوقِ وَالْأَمْعَاءِ وَغَيْرِهَا، مُحَلِّلٌ لِلرُّطُوبَاتِ أَكْلًا وَطِلَاءً، نَافِعٌ لِلْمَشَايِخِ وَأَصْحَابِ الْبَلْغَمِ، وَمَنْ كَانَ مِزَاجُهُ بَارِدًا رَطْبًا، وَهُوَ مُغَذٍّ مُلَيِّنٌ لِلطَّبِيعَةِ، حَافِظٌ لِقُوَى الْمَعَاجِينِ وَلِمَا اسْتُودِعَ فِيهِ، مُذْهِبٌ لِكَيْفِيَّاتِ الْأَدْوِيَةِ الْكَرِيهَةِ، مُنَقٍّ لِلْكَبِدِ وَالصَّدْرِ، مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، مُوَافِقٌ لِلسُّعَالِ الْكَائِنِ عَنِ الْبَلْغَمِ، وَإِذَا شُرِبَ حَارًّا بِدُهْنِ الْوَرْدِ، نَفَعَ مِنْ نَهْشِ الْهَوَامِّ، وَشُرْبِ الْأَفْيُونِ، وَإِنْ شُرِبَ وَحْدَهُ مَمْزُوجًا بِمَاءٍ نَفَعَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ الْكَلِبِ، وَأَكْلِ الْفِطْرِ» «2» الْقَتَّالِ، وَإِذَا جُعِلَ فِيهِ اللَّحْمُ الطَّرِيُّ، حَفِظَ طَرَاوَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ جُعِلَ فِيهِ الْقِثَّاءُ، وَالْخِيَارُ، وَالْقَرْعُ، وَالْبَاذِنْجَانُ، وَيَحْفَظُ كَثِيرًا مِنَ الْفَاكِهَةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَيَحْفَظُ جُثَّةَ الْمَوْتَى، وَيُسَمَّى الْحَافِظَ الْأَمِينَ. وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ الْبَدَنُ الْمُقَمِّلُ وَالشَّعْرُ، قَتَلَ قَمْلَهُ وَصِئْبَانَهُ، وَطَوَّلَ الشَّعْرَ، وَحَسَّنَهُ، وَنَعَّمَهُ، وَإِنِ اكْتُحِلَ بِهِ، جَلَا ظُلْمَةَ الْبَصَرِ، وَإِنِ اسْتُنَّ بِهِ، بَيَّضَ الْأَسْنَانَ وَصَقَلَهَا، وَحَفِظَ صِحَّتَهَا، وَصِحَّةَ اللِّثَةِ، وَيَفْتَحُ أَفْوَاهَ الْعُرُوقِ، وَيُدِرُّ الطَّمْثَ، وَلَعْقُهُ على الريق

(1) أخرجه البخاري في الطب ومسلم في السلام.

(2) «الفطر» ضرب من الكمشأة قتّال. قاموس.

উদরাময় নিরাময়ে নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশিকা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এ আবু মুতাওয়াক্কিল থেকে বর্ণিত, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর নিকট এসে বললেন: "আমার ভাই পেটের পীড়ায় ভুগছেন।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "তার পেট নির্গত হচ্ছে (অর্থাৎ ডায়রিয়া হয়েছে)।" তখন তিনি (সা.) বললেন: "তাকে মধু পান করাও।" অতঃপর লোকটি চলে গেল এবং পুনরায় ফিরে এসে বলল: "আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু তাতে কোনো উপকার হয়নি।" অন্য শব্দে বর্ণিত আছে: "এতে তার উদরাময় কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে।" এভাবে দুই বা তিনবার ঘটল এবং প্রতিবারই তিনি (সা.) তাকে বলছিলেন:

"তাকে মধু পান করাও।" অতঃপর তৃতীয় বা চতুর্থবার তিনি (সা.) তাকে বললেন: "আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে।" (১)

'সহীহ মুসলিম'-এর এক বর্ণনায় রয়েছে: "আমার ভাইয়ের পরিপাকতন্ত্র বিকল (আরিবাত) হয়ে পড়েছে," অর্থাৎ তার হজমক্রিয়া নষ্ট হয়ে গেছে এবং পাকস্থলী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। (আরবিতে) 'রা' বর্ণে ফাতহাহ দিয়ে একে 'আরাব' (Arab) এবং 'যারাব' (Zarab)-ও বলা হয়।

মধুর মধ্যে রয়েছে প্রভূত উপকারিতা। এটি শিরা-উপশিরা, অন্ত্র এবং শরীরের অন্যান্য অংশে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে। এটি আহার হিসেবে গ্রহণ করলে বা প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করলে আর্দ্রতা (দূষিত পদার্থ) দূর করে। এটি বৃদ্ধদের জন্য এবং যাদের শরীরে শ্লেষ্মার (বলগম) আধিক্য রয়েছে কিংবা যাদের মেজাজ শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির, তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। মধু পুষ্টিকর এবং প্রাকৃতিকভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরকারী। এটি বিভিন্ন ভেষজ মন্ড (মা'জুন) এবং এর ভেতর সংরক্ষিত বস্তুসমূহের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখে। এটি ওষুধের কটু স্বাদ ও গুণাগুণ দূর করে। এটি যকৃৎ (লিভার) ও বুক পরিষ্কার করে, মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে এবং শ্লেষ্মাজনিত কাশির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। যখন এটি গোলাপ তেলের সাথে মিশিয়ে গরম অবস্থায় পান করা হয়, তখন তা বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় এবং আফিম পানের বিষক্রিয়ায় উপকার দেয়। আর যদি এটি পানির সাথে মিশিয়ে একা পান করা হয়, তবে তা জলাতঙ্ক কুকুরের কামড় এবং বিষাক্ত মাশরুম (ফিত্র) ভক্ষণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। (২)

যখন মধুতে কাঁচা মাংস রাখা হয়, তখন তা তিন মাস পর্যন্ত সতেজ থাকে। একইভাবে এটি কাঁকুড়, শসা, লাউ ও বেগুনকেও সতেজ রাখে। এটি অনেক ফলমূল ছয় মাস পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখতে পারে এবং এমনকি মৃতদেহকেও পচন থেকে রক্ষা করে; একারণে একে 'নির্ভরযোগ্য সংরক্ষক' (আল-হাফিজ আল-আমিন) বলা হয়। উকুনে আক্রান্ত শরীর বা চুলে মধু মাখলে তা উকুন ও এর ডিম ধ্বংস করে, চুল লম্বা করে এবং একে সুন্দর ও মসৃণ করে। সুরমা হিসেবে চোখে লাগালে এটি দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টতা দূর করে। এটি দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত সাদা ও উজ্জ্বল হয়, দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষা পায়। এটি রক্তনালীর মুখ উন্মুক্ত করে এবং ঋতুস্রাব প্রবাহিত করে। খালি পেটে মধু সেবন করা...

(১) ইমাম বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'সালাম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) 'ফিত্র' হলো এক ধরনের বিষাক্ত মাশরুম। (কামুস)।

(ص: 28)الطب النبوي لابن القيم

يُذْهِبُ الْبَلْغَمَ، وَيَغْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ عَنْهَا، وَيُسَخِّنُهَا تَسْخِينًا مُعْتَدِلًا، وَيَفْتَحُ سُدَدَهَا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْكَبِدِ وَالْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، وَهُوَ أَقَلُّ ضَرَرًا لِسُدَدِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ مِنْ كُلِّ حُلْوٍ.

وَهُوَ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مَأْمُونُ الْغَائِلَةِ، قَلِيلُ الْمَضَارِّ، مُضِرٌّ بِالْعَرَضِ لِلصَّفْرَاوِيِّينَ، وَدَفْعُهَا بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ، فَيَعُودُ حِينَئِذٍ نَافِعًا لَهُ جِدًّا.

وَهُوَ غِذَاءٌ مَعَ الْأَغْذِيَةِ، وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِيَةِ، وَشَرَابٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ، وَحُلْوٌ مَعَ الْحَلْوَى، وَطِلَاءٌ مَعَ الْأَطْلِيَةِ، وَمُفَرِّحٌ مع المفرّحات، فما خلق شَيْءٌ فِي مَعْنَاهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَلَا مِثْلُهُ، ولا قريبا مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ مُعَوَّلُ الْقُدَمَاءِ إِلَّا عَلَيْهِ، وَأَكْثَرُ كُتُبِ الْقُدَمَاءِ لَا ذِكْرَ فِيهَا لِلسُّكَّرِ الْبَتَّةَ، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، فَإِنَّهُ حَدِيثُ الْعَهْدِ حَدَثَ قَرِيبًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله

عليه وسلم يشر به بِالْمَاءِ عَلَى الرِّيقِ، وَفِي ذَلِكَ سِرٌّ بَدِيعٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْفَطِنُ الْفَاضِلُ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ.

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ، لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ» «1» ، وَفِي أَثَرٍ آخَرَ: «عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ» «2» . فَجَمَعَ بَيْنَ الطِّبِّ الْبَشَرِيِّ وَالْإِلَهِيِّ، وَبَيْنَ طِبِّ الْأَبْدَانِ، وَطِبِّ الْأَرْوَاحِ، وَبَيْنَ الدَّوَاءِ الْأَرْضِيِّ وَالدَّوَاءِ السَّمَائِيِّ.

إِذَا عُرِفَ هَذَا، فَهَذَا الَّذِي وَصَفَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَسَلَ، كَانَ اسْتِطْلَاقُ بَطْنِهِ عَنْ تُخَمَةٍ أَصَابَتْهُ عَنِ امْتِلَاءٍ، فَأَمَرَهُ بِشُرْبِ الْعَسَلِ لِدَفْعِ الْفُضُولِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي نَوَاحِي الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ، فَإِنَّ الْعَسَلَ فِيهِ جِلَاءٌ، وَدَفْعٌ لِلْفُضُولِ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَعِدَةَ أَخْلَاطٌ لَزِجَةٌ، تَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ الْغِذَاءِ فِيهَا لِلُزُوجَتِهَا، فَإِنَّ الْمَعِدَةَ لَهَا خَمْلٌ كَخَمْلِ الْقَطِيفَةِ، فَإِذَا عَلِقَتْ بِهَا الْأَخْلَاطُ اللَّزِجَةُ، أَفْسَدَتْهَا وَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ، فَدَوَاؤُهَا بِمَا يَجْلُوهَا مِنْ تِلْكَ الْأَخْلَاطِ، وَالْعَسَلُ جِلَاءٌ، وَالْعَسَلُ مِنْ أَحْسَنِ مَا عُولِجَ بِهِ هَذَا الدَّاءُ، لا سيما إن مزج بالماء الحار.

---

(1) «من لعق العسل» وتخصيص الثلاث لسر علمه الشارع. والعسل يذكر ويؤنث، وأسماؤه تزيد على المائة. وأخرج الحديث ابن ماجه عن أبي هريرة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل.

(2) أخرجه ابن ماجه والحاكم في الطب عن ابن مسعود. قال الحاكم: صحيح على شرطهما أي البخاري ومسلم. وقال البيهقي في الشعب: صحيح موقوف على ابن مسعود

এটি কফ (বলগাম) দূর করে, পাকস্থলীর প্রলেপ ধৌত করে, এর বর্জ্য অপসারণ করে এবং একে পরিমিতভাবে উষ্ণ করে। এটি পাকস্থলীর প্রতিবন্ধকতাগুলো খুলে দেয় এবং যকৃৎ,

কিডনি ও মূত্রথলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কাজ করে। যকৃৎ ও প্লীহার প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে এটি যে কোনো মিষ্টিজাতীয় দ্রব্যের তুলনায় কম ক্ষতিকর।

এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও এটি বিপদমুক্ত ও এর অপকারিতা অতি সামান্য। পিত্তপ্রধান (সাফরাওয়ি) ব্যক্তিদের জন্য এটি পরোক্ষভাবে কিছুটা ক্ষতিকর হতে পারে, তবে সিরকা বা অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে সেই ক্ষতি দূর করা যায়; তখন এটি তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়ে ওঠে।

এটি খাদ্যের সাথে খাদ্য, ওষুধের সাথে ওষুধ, পানীয়ের সাথে পানীয়, মিষ্টান্নের সাথে মিষ্টান্ন, প্রলেপের সাথে প্রলেপ এবং প্রশান্তিদায়কের সাথে প্রশান্তিদায়ক হিসেবে গণ্য। এর সমগুণসম্পন্ন কিংবা এর কাছাকাছি উপকারী আর কোনো কিছুই সৃষ্টি করা হয়নি। প্রাচীন চিকিৎসকদের প্রধান নির্ভরতা ছিল কেবল এরই ওপর। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাংশ কিতাবে চিনির কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না এবং তারা এটি চিনতেনও না; কেননা চিনি একটি আধুনিক উদ্ভাবন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালি পেটে পানির সাথে মধু মিশিয়ে পান করতেন। স্বাস্থ্য রক্ষায় এর মাঝে এক অনন্য রহস্য নিহিত রয়েছে যা কেবল প্রজ্ঞাবান ও গুণী ব্যক্তিরাই অনুধাবন করতে পারেন। সুস্বাস্থ্য রক্ষায় নববী নির্দেশনা আলোচনার সময় ইনশাআল্লাহ আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করব।

'সুনানে ইবনে মাজাহ'-তে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু চাটবে, তাকে কোনো বড় ধরনের ব্যাধি স্পর্শ করবে না।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "তোমরা দুটি আরোগ্যকারী মাধ্যমকে গ্রহণ করো: মধু এবং কুরআন।" এভাবে এখানে মানবীয় ও ঐশী চিকিৎসা, শারীরিক ও আত্মিক চিকিৎসা এবং পার্থিব ও আসমানি ওষুধের সমন্বয় ঘটেছে।

বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর বোঝা যায় যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যার জন্য মধুর ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, তার উদরাময় বা পেটের অসুখ হয়েছিল অতিভোজনজনিত বদহজমের কারণে। তাই তিনি পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে জমে থাকা বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য তাকে মধু পানের নির্দেশ দেন। কেননা মধুর মধ্যে পরিষ্কার করার ও বর্জ্য দূর করার ক্ষমতা রয়েছে। তখন সেই ব্যক্তির পাকস্থলীতে কিছু আঠালো উপাদান (আখলাত) জমা হয়েছিল, যা আঠালো হওয়ার কারণে সেখানে খাবার স্থির হতে দিচ্ছিল না। পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ভেলভেটের মতো সূক্ষ্ম রোমশ স্তর থাকে; যখন সেখানে আঠালো উপাদানগুলো লেগে যায়, তখন তা পাকস্থলী ও খাদ্য উভয়কেই বিকৃত করে দেয়। এর প্রতিকার হলো এমন কিছু যা

ওই আঠালো উপাদানগুলোকে পরিষ্কার করে দেবে। মধু একটি চমৎকার পরিষ্কারক এবং এই রোগের চিকিৎসায় এটি সর্বোত্তম উপাদান, বিশেষ করে যখন তা গরম পানির সাথে মিশ্রিত হয়।

---

(১) "যে ব্যক্তি মধু চাটবে" - তিনবার নির্দিষ্ট করার পেছনে এমন রহস্য রয়েছে যা শরিয়ত প্রণেতাই ভালো জানেন। মধু শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয় এবং এর নাম একশ'রও অধিক। ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আল-জাওজি একে জাল (মাওজু) হাদিসসমূহের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। উকাইলি বলেছেন: এই হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই।
(২) ইবনে মাজাহ এবং হাকেম চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যায়ে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন: এটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ। বায়হাকি 'শুআব' গ্রন্থে বলেছেন: এটি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ওপর মওকুফ হিসেবে সহিহ।

(ص: 29)الطب النبوي لابن القيم

وَفِي تَكْرَارِ سَقْيِهِ الْعَسَلَ مَعْنًى طِبِّيٌّ بَدِيعٌ، وَهُوَ أَنَّ الدَّوَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِقْدَارٌ، وَكَيْفِيَّةٌ بِحَسْبِ حَالِ الدَّاءِ، إِنْ قَصَرَ عَنْهُ، لَمْ يُزِلْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ جَاوَزَهُ، أَوْهَى الْقُوَى، فَأَحْدَثَ ضَرَرًا آخَرَ، فَلَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ الْعَسَلَ، سَقَاهُ مِقْدَارًا لَا يَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاءِ، وَلَا يَبْلُغُ الْغَرَضَ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ، عَلِمَ أَنَّ الَّذِي سَقَاهُ لَا يَبْلُغُ مِقْدَارَ الْحَاجَةِ، فَلَمَّا تَكَرَّرَ تَرْدَادُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَكَّدَ عَلَيْهِ الْمُعَاوَدَةَ لِيَصِلَ إِلَى الْمِقْدَارِ الْمُقَاوِمِ لِلدَّاءِ، فَلَمَّا تَكَرَّرَتِ الشَّرَبَاتُ بِحَسْبِ مَادَّةِ الدَّاءِ، بَرَأَ، بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاعْتِبَارُ مَقَادِيرِ الأدوية، وكيفياتها، ومقدار قوة المرض والمريض مِنْ أَكْبَرِ قَوَاعِدِ الطِّبِّ.

وَفِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» ، إِشَارَةٌ إِلَى تَحْقِيقِ نَفْعِ هَذَا الدَّوَاءِ، وَأَنَّ بَقَاءَ الدَّاءِ لَيْسَ لِقُصُورِ الدَّوَاءِ فِي نَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِكَذِبِ الْبَطْنِ، وَكَثْرَةِ الْمَادَّةِ الْفَاسِدَةِ فِيهِ، فَأَمَرَهُ بِتَكْرَارِ الدَّوَاءِ لِكَثْرَةِ الْمَادَّةِ.

وَلَيْسَ طبّه صلى الله عليه وسلم كطبّ الأباء، فَإِنَّ طِبَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَيَقَّنٌ قَطْعِيٌّ إِلَهِيٌّ، صَادِرٌ عَنِ الْوَحْيِ، وَمِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، وَكَمَالِ الْعَقْلِ. وَطِبُّ غَيْرِهِ، أَكْثَرُهُ حَدْسٌ وَظُنُونٌ، وَتَجَارِبُ، وَلَا يُنْكَرُ عَدَمُ انْتِفَاعِ كَثِيرٍ مِنَ الْمَرْضَى بِطِبِّ النُّبُوَّةِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ تَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ، وَاعْتِقَادِ الشِّفَاءِ بِهِ، وَكَمَالُ التَّلَقِّي لَهُ بِالْإِيمَانِ وَالْإِذْعَانِ، فَهَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ- إِنْ لَمْ يُتَلَقَّ هَذَا التَّلَقِّيَ- لَمْ يَحْصُلْ بِهِ شِفَاءُ الصُّدُورِ مِنْ أَدْوَائِهَا، بَلْ لَا يَزِيدُ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، وَمَرَضًا إِلَى مَرَضِهِمْ، وَأَيْنَ يَقَعُ طِبُّ الْأَبْدَانِ مِنْهُ، فَطِبُّ النُّبُوَّةِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْأَبْدَانَ الطَّيِّبَةَ، كَمَا أَنَّ شِفَاءَ الْقُرْآنِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْأَرْوَاحَ الطَّيِّبَةَ وَالْقُلُوبَ الْحَيَّةَ، فَإِعْرَاضُ النَّاسِ عَنْ طِبِّ النُّبُوَّةِ كَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِقُصُورٍ فِي الدَّوَاءِ، وَلَكِنْ لِخُبْثِ الطَّبِيعَةِ، وَفَسَادِ الْمَحَلِّ، وَعَدَمِ قَبُولِهِ، والله الموفق.

فَصْلٌ

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

তাকে বারবার মধু পান করানোর মধ্যে একটি চমৎকার চিকিৎসাবৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত রয়েছে। তা হলো, রোগের অবস্থা অনুযায়ী ওষুধের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ও পরিমাণ থাকা আবশ্যক। যদি মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম হয়, তবে তা রোগকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারে না। আর যদি তা সীমা অতিক্রম করে যায়, তবে তা শরীরের শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং ভিন্ন কোনো ক্ষতির সৃষ্টি করে। নবিজি যখন তাকে মধু পান করানোর নির্দেশ দিলেন, তখন সে এমন পরিমাণে পান করিয়েছিল যা রোগের প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। যখন সে এসে নবিজিকে সংবাদ দিল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে,

যতটুকু পান করানো হয়েছে তা প্রয়োজনের মাত্রায় পৌঁছায়নি। তাই যখন সেই ব্যক্তি বারবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতে লাগল, তখন নবিজি তাকে পুনরায় মধু পান করানোর ওপর গুরুত্বারোপ করলেন যাতে সেটি রোগ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় মাত্রায় পৌঁছায়। যখন রোগের উপাদান অনুযায়ী পানীয়ের মাত্রা বারবার গ্রহণ করা হলো, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী আরোগ্য লাভ করল। ওষুধের মাত্রা ও গুণাগুণ এবং রোগের তীব্রতা ও রোগীর শারীরিক শক্তি বিবেচনা করা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান মূলনীতি।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে"—এর মধ্যে এই ওষুধের কার্যকারিতা নিশ্চিত হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে, রোগের স্থায়িত্ব ওষুধের কোনো ত্রুটির কারণে নয়, বরং পেটের "মিথ্যাচার" অর্থাৎ তার ভেতরে বিদ্যমান দূষিত উপাদানের আধিক্যের কারণে। তাই উপাদানের আধিক্যের কারণে তিনি ওষুধটি বারবার ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণ চিকিৎসকদের চিকিৎসার মতো নয়। কারণ, নবিজির চিকিৎসা হলো সুনিশ্চিত, অকাট্য এবং ঐশী জ্ঞানলব্ধ; যা ওহি, নবুওয়াতের উৎস এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতা থেকে উৎসারিত। অন্যদিকে অন্যদের চিকিৎসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমান, ধারণা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। অনেক রোগী যে নবুওয়াতের চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হয় না, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, এ থেকে কেবল তারাই উপকৃত হয় যারা একে পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা, আরোগ্য লাভের দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমান ও আনুগত্যের সাথে গ্রহণ করে। এই কুরআন যা অন্তরের ব্যাধির আরোগ্য—যদি একে যথাযথভাবে গ্রহণ করা না হয়, তবে এর মাধ্যমে অন্তরের রোগসমূহ থেকে মুক্তি মেলে না; বরং তা মুনাফিকদের অপবিত্রতার সাথে আরও অপবিত্রতা এবং অসুস্থতার সাথে আরও অসুস্থতা বৃদ্ধি করে। কুরআনের তুলনায় শারীরিক চিকিৎসার অবস্থান তো আরও নিচের স্তরে। সুতরাং নবুওয়াতের চিকিৎসা কেবল পবিত্র দেহের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন কুরআনের আরোগ্য কেবল পবিত্র আত্মা ও জীবন্ত হৃদয়ের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের নবুওয়াতের চিকিৎসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ঠিক তেমনি, যেমন কল্যাণকর আরোগ্যদাতা কুরআন থেকে তাদের বিমুখ হওয়া। এটি ওষুধের কোনো অসারতার কারণে নয়, বরং মানুষের স্বভাবের কলুষতা, গ্রহণের অযোগ্যতা এবং আধারের অপবিত্রতার কারণে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহর বাণী: "তাদের উদর থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় নির্গত হয়"—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ মতভেদ করেছেন।

فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ «1» ، هَلِ الضَّمِيرُ فِي «فِيهِ» رَاجِعٌ إِلَى الشَّرَابِ، أَوْ رَاجِعٌ إِلَى الْقُرْآنِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: الصَّحِيحُ: رُجُوعُهُ إِلَى الشَّرَابِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، والحسن، وقتادة، وَالْأَكْثَرِينَ، فَإِنَّهُ هُوَ الْمَذْكُورُ، وَالْكَلَامُ سِيقَ لِأَجْلِهِ، وَلَا ذِكْرَ لِلْقُرْآنِ فِي الْآيَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَهُوَ قَوْلُهُ: «صَدَقَ اللَّهُ» كَالصَّرِيحِ فِيهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي الطَّاعُونِ، وَعِلَاجِهِ، وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أسامة: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ» . «2»

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَيْضًا: عن حفصة بنت سيزين، قَالَتْ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» «3» .

الطَّاعُونُ- مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ-: نَوْعٌ مِنَ الْوَبَاءِ، قَالَهُ صَاحِبُ «الصِّحَاحِ» ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الطِّبِّ: وَرَمٌ رَدِيءٌ قَتَّالٌ يَخْرُجُ مَعَهُ تَلَهُّبٌ شَدِيدٌ مُؤْلِمٌ جِدًّا يَتَجَاوَزُ الْمِقْدَارَ فِي ذَلِكَ، وَيَصِيرُ مَا حَوْلَهُ فِي الْأَكْثَرِ أَسْوَدَ أو أخضر، أو أكمد، ويؤول أَمْرُهُ إِلَى التَّقَرُّحِ سَرِيعًا. وَفِي

الْأَكْثَرِ، يَحْدُثُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي الْإِبِطِ، وَخَلْفَ الْأُذُنِ، والأرنبة، وفي اللحوم الرخوة.

---

(1) النحل- 69.

(2) أخرجه البخاري في الأنبياء، وأخرجه مسلم أيضا و «من بني إسرائيل» هم الذي أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا، فخالفوا فأرسل عليهم الطاعون فمات منهم في ساعة سبعون ألفا. وهذا الذي جاء في الحديث هو ما يطلق عليه في أيامنا هذه بالحجر الصحي، وقد أمر بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قبل زهاء ألف وأربعمائة سنة، مما يدل على أن هذا الإسلام من عند الله «لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه» .

(3) أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم: ومعنى الحديث أي أن الطاعون سبب لكون الميت منه شهيدا في حكم الآخرة. وظاهره يشمل الفاسق فيكون شهيدا.

তাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে (১)। এখানে ‘তাতে’ (ফীহি) সর্বনামটি কি পানীয়ের (মধুর) দিকে ফিরেছে, নাকি কুরআনের দিকে? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে: সঠিক মত হলো এটি পানীয়ের (মধুর) দিকে ফিরেছে। এটি ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, হাসান, কাতাদাহ এবং অধিকাংশ আলেমদের অভিমত। কেননা মধু এখানে উল্লিখিত বিষয় এবং প্রসঙ্গটি তার উদ্দেশ্যেই চালিত হয়েছে, আর আয়াতে কুরআনের কোনো উল্লেখ নেই। আর এই সহীহ হাদিসটি—যাতে আল্লাহর রাসূল বলেছেন: ‘আল্লাহ সত্য বলেছেন’—তা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল। আল্লাহ তাআলাই সম্যক অবগত।

প্লেগ (তউন) মহামারী সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা, এর চিকিৎসা এবং এ থেকে সতর্কতা অবলম্বন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম)-এ আমির ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকে (পিতাকে) উসামা ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন:

আপনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে প্লেগ (তউন) সম্পর্কে কী শুনেছেন? তখন উসামা বললেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ‘প্লেগ (তউন) হলো একটি আযাব বা শাস্তি, যা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়ের ওপর এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং যখন তোমরা কোনো ভূখণ্ডে এর প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোনো ভূখণ্ডে তোমাদের অবস্থানকালীন এর প্রাদুর্ভাব ঘটে, তবে তা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হয়ো না’ (২)।

সহীহাইন-এ আরও বর্ণিত হয়েছে হাফসা বিনতে সিরিন থেকে, তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ‘প্লেগ (তউন) প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাতস্বরূপ’ (৩)।

শাব্দিক দিক থেকে প্লেগ (তউন) এক প্রকার মহামারী (ওয়াবা)। এটি ‘আস-সিহাহ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে: এটি একটি মারাত্মক ও প্রাণঘাতী স্ফীতি বা টিউমার যা অত্যন্ত তীব্র জ্বালাপোড়া ও যন্ত্রণার সাথে সৃষ্টি হয় এবং স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এর চারপাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালো, সবুজ অথবা ধূসর বর্ণ ধারণ করে এবং দ্রুতই তা ক্ষতবিক্ষত ঘায়ে পরিণত হয়। সাধারণত এটি শরীরের তিনটি স্থানে দেখা দেয়: বগলে, কানের পেছনে এবং নাকের অগ্রভাগে অথবা নরম মাংসে।

---

(১) সুরা আন-নাহল: ৬৯।

(২) এটি ইমাম বুখারী আম্বিয়া অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। ‘বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে’ বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে যাদের আল্লাহ সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা অবাধ্য হয়েছিল। ফলে তাদের ওপর প্লেগ (তউন) পাঠানো হয়েছিল এবং এক ঘণ্টার মধ্যে তাদের সত্তর হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। হাদিসে যা এসেছে তা বর্তমান যুগে যাকে ‘কোয়ারেন্টাইন’ (স্বাস্থ্যবিধিগত অবরুদ্ধকরণ) বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় চৌদ্দশ বছর আগে এর নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে যে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। ‘বাতিল এর সামনে বা পেছন—কোনো দিক থেকেই আসতে পারে না’।

(৩) এটি ইমাম আহমদ, বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। হাদিসের অর্থ হলো: প্লেগে মৃত্যুবরণ করা পরকালীন বিচারে শহীদ হওয়ার কারণ। বাহ্যিকভাবে এটি পাপাচারী (ফাসিক) ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে, ফলে সেও শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

وَفِي أَثَرٍ عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟

قَالَ: «غُدَّةٌ «1» كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ يَخْرُجُ فِي الْمَرَاقِّ وَالْإِبْطِ» «2» .

قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إِذَا وَقَعَ الْخُرَّاجُ فِي اللُّحُومِ الرِّخْوَةِ، وَالْمَغَابِنِ، وَخَلْفَ الْأُذُنِ وَالْأَرْنَبَةِ، وَكَانَ مِنْ جِنْسٍ فَاسِدٍ، سُمِّيَ طَاعُونًا، وَسَبَبُهُ دَمٌ رَدِيءٌ مَائِلٌ إِلَى الْعُفُونَةِ وَالْفَسَادِ، مُسْتَحِيلٌ إِلَى جَوْهَرٍ سُمِّيٍّ، يُفْسِدُ الْعُضْوَ وَيُغَيِّرُ مَا يَلِيهِ، وَرُبَّمَا رَشَحَ دَمًا وَصَدِيدًا، وَيُؤَدِّي إِلَى الْقَلْبِ كَيْفِيَّةً رَدِيئَةً، فَيَحْدُثُ الْقَيْءُ وَالْخَفَقَانُ وَالْغَشْيُ، وَهَذَا الِاسْمُ وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ كُلَّ وَرَمٍ يُؤَدِّي إِلَى الْقَلْبِ كَيْفِيَّةً رَدِيئَةً حَتَّى يَصِيرَ لِذَلِكَ قَتَّالًا، فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْحَادِثُ فِي اللَّحْمِ الْغُدَدِيِّ، لِأَنَّهُ لِرَدَاءَتِهِ لَا يَقْبَلُهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ إِلَّا مَا كَانَ أَضْعَفَ بِالطَّبْعِ، وَأَرْدَؤُهُ مَا حَدَثَ فِي الْإِبْطِ وَخَلْفَ الْأُذُنِ لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْأَعْضَاءِ الَّتِي هِيَ أَرْأَسُ، وَأَسْلَمُهُ الْأَحْمَرُ، ثُمَّ الْأَصْفَرُ. وَالَّذِي إِلَى السَّوَادِ، فَلَا يَفْلِتُ مِنْهُ أَحَدٌ.

وَلَمَّا كَانَ الطَّاعُونُ يَكْثُرُ فِي الْوَبَاءِ، وَفِي الْبِلَادِ الْوَبِيئَةِ، عُبِّرَ عَنْهُ بِالْوَبَاءِ، كَمَا قَالَ الخليل: الْوَبَاءُ: الطَّاعُونُ. وَقِيلَ: هُوَ كُلُّ مَرَضٍ يَعُمُّ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ بَيْنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَكُلُّ طَاعُونٍ وَبَاءٌ، وَلَيْسَ كُلُّ وَبَاءٍ طَاعُونًا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرَاضُ الْعَامَّةُ أَعَمُّ مِنَ الطَّاعُونِ، فَإِنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهَا، وَالطَّوَاعِينُ خُرَّاجَاتٌ وَقُرُوحٌ وَأَوْرَامٌ رَدِيئَةٌ حَادِثَةٌ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا.

قُلْتُ: هَذِهِ الْقُرُوحُ، وَالْأَوْرَامُ، وَالْجِرَاحَاتُ، هِيَ آثَارُ الطَّاعُونِ، وَلَيْسَتْ نَفْسَهُ، وَلَكِنَّ الْأَطِبَّاءَ لَمَّا لَمْ تُدْرِكْ مِنْهُ إِلَّا الْأَثَرَ الظَّاهِرَ، جَعَلُوهُ نَفْسَ الطَّاعُونِ.

وَالطَّاعُونُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: هَذَا الْأَثَرُ الظَّاهِرُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ.

وَالثَّانِي: الْمَوْتُ الْحَادِثُ عَنْهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي قَوْلِهِ:

«الطَّاعُونُ شهادة لكل مسلم» .

---

(1) «غدة كغدة البعير ... » الغدة: كل غدة في الجسد أطاف بها شحم، وكل قطعة صلبة بين العصب- قاموس- «في المراقّ» مراقّ البطن بفتح الميم وتشديد القاف: ما رقّ منه ولا جمع مرقّ أولا واحد له- قاموس- أخرجه الإمام أحمد. وقد جاء بلفظ: «الطاعون غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف:

(2) قال الهيثمي: رجاله ثقات.

আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি আছারে রয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সা.)-কে বললেন: «বর্শার আঘাত (তআন) তো আমরা জেনেছি, কিন্তু প্লেগ (তাউন) কী?»

তিনি বললেন: «এটি উটের গলার মাংসগ্রন্থির (ঘুদদাহ) মতো একটি গ্রন্থি যা কুঁচকি ও বগলে প্রকাশ পায়»।

চিকিৎসকদের মতে: যখন শরীরের নরম মাংসল অংশে, কুঁচকিতে, কানের পিছনে এবং নাসিকাগ্রে কোনো বিষফোঁড়া দেখা দেয় এবং তা যদি মন্দ প্রকৃতির হয়, তবে তাকে প্লেগ (তাউন) বলা হয়। এর কারণ হলো পচন ও বিকৃতির দিকে ধাবিত মন্দ রক্ত, যা একটি বিষাক্ত উপাদানে রূপান্তরিত হয়ে অঙ্গকে কলুষিত করে এবং এর চারপাশকে পরিবর্তিত করে দেয়। কখনো কখনো এটি রক্ত ও পুঁজ নিঃসরণ করে এবং হৃদপিণ্ডে মন্দ প্রভাব ফেলে, যার ফলে বমি, বুক ধড়ফড়ানি ও মূর্চ্ছা যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। যদিও এই নামটি এমন প্রতিটি টিউমারকে অন্তর্ভুক্ত করে যা হৃদপিণ্ডে মন্দ প্রভাব ফেলে প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে, তবুও এটি বিশেষভাবে গ্রন্থিময় মাংসে উৎপন্ন হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ এর মন্দ প্রকৃতির কারণে

শরীরের প্রাকৃতিক দুর্বল অঙ্গগুলো ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ এটি গ্রহণ করে না। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো যা বগলে ও কানের পিছনে উৎপন্ন হয়, কারণ এই স্থানগুলো শরীরের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের অতি নিকটবর্তী। আর এর মধ্যে তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ হলো লাল রঙের প্লেগ, এরপর হলুদ রঙের। আর যা কালো রঙের হয়, তা থেকে কেউই রেহাই পায় না।

যেহেতু প্লেগ মহামারীর (ওয়াবা) সময় এবং মহামারী আক্রান্ত জনপদে অধিক হারে দেখা যায়, তাই একে মহামারী হিসেবেও অভিহিত করা হয়। যেমন খলিল বলেছেন: মহামারী (ওয়াবা) মানেই হলো প্লেগ (তাউন)। আবার কেউ কেউ বলেছেন: এটি হলো প্রতিটি রোগ যা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃত অনুসন্ধান হলো এই যে, মহামারী (ওয়াবা) এবং প্লেগের (তাউন) মধ্যে সাধারণ ও বিশেষের (আম ও খাস) সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং প্রত্যেক প্লেগই মহামারী, কিন্তু প্রত্যেক মহামারীই প্লেগ নয়। একইভাবে সাধারণ রোগসমূহ প্লেগের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক, কারণ প্লেগ হলো সেগুলোর একটি প্রকার মাত্র। প্লেগ হলো মূলত পূর্বে বর্ণিত স্থানসমূহে উৎপন্ন ক্ষতিকর বিষফোঁড়া, ক্ষত এবং টিউমার।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: এই ক্ষত, টিউমার এবং জখমসমূহ হলো প্লেগের লক্ষণ বা প্রভাব মাত্র, তা মূল প্লেগ নয়। কিন্তু চিকিৎসকরা প্লেগের কেবল প্রকাশ্য প্রভাব বা লক্ষণসমূহ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে তারা একেই মূল প্লেগ হিসেবে গণ্য করেছেন।

প্লেগ (তাউন) শব্দটি তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়:

প্রথমত: এই প্রকাশ্য প্রভাব বা লক্ষণ, যা চিকিৎসকরা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: এর ফলে সংঘটিত মৃত্যু। সহীহ হাদিসের নিম্নোক্ত বাণীতে এটাই উদ্দেশ্য: «প্লেগ হলো প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত (শহীদি মর্যাদা)»।

---

(১) «উটের গলার মাংসগ্রন্থির ন্যায়...» গ্রন্থি (ঘুদদাহ): শরীরের এমন প্রতিটি মাংসপিণ্ড যার চারপাশে চর্বি থাকে এবং স্নায়ুর মাঝখানে থাকা প্রতিটি শক্ত অংশ—কামুস— «আল-মারাক্ক»: পেটের চামড়ার নরম অংশসমূহ—কামুস— ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন। এটি এই শব্দেও বর্ণিত হয়েছে: «প্লেগ হলো উটের গলার মাংসগ্রন্থির মতো একটি গ্রন্থি; এতে অবস্থানকারী শহীদের সমতুল্য এবং এ থেকে পলায়নকারী রণক্ষেত্র থেকে পলায়নকারীর ন্যায়:

(২) হায়সামী বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

وَالثَّالِثُ: السَّبَبُ الْفَاعِلُ لِهَذَا الدَّاءِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «أَنَّهُ بَقِيَّةُ رِجْزٍ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» «1» ، وَوَرَدَ فِيهِ «أَنَّهُ وَخْزُ الْجِنِّ» «2» وَجَاءَ أَنَّهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ.

وَهَذِهِ الْعِلَلُ وَالْأَسْبَابُ لَيْسَ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ مَا يَدْفَعُهَا، كَمَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، وَالرُّسُلُ تُخْبِرُ بِالْأُمُورِ الْغَائِبَةِ، وَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي أَدْرَكُوهَا مِنْ أَمْرِ الطَّاعُونِ لَيْسَ مَعَهُمْ مَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ بِتَوَسُّطِ الْأَرْوَاحِ، فَإِنَّ تَأْثِيرَ الْأَرْوَاحِ فِي الطَّبِيعَةِ وَأَمْرَاضِهَا وَهَلَاكِهَا أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ أَجْهَلُ النَّاسِ بِالْأَرْوَاحِ وَتَأْثِيرَاتِهَا، وَانْفِعَالِ الْأَجْسَامِ وَطَبَائِعِهَا عَنْهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ يَجْعَلُ لِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ تَصَرُّفًا فِي أَجْسَامِ بَنِي آدَمَ عِنْدَ حُدُوثِ الْوَبَاءِ، وَفَسَادِ الْهَوَاءِ، كَمَا يَجْعَلُ لَهَا تَصَرُّفًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَوَادِّ الرَّدِيئَةِ الَّتِي تُحْدِثُ لِلنُّفُوسِ هَيْئَةً رَدِيئَةً، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ هَيَجَانِ الدَّمِ، وَالْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَعِنْدَ هَيَجَانِ الْمَنِيِّ، فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ الشَّيْطَانِيَّةَ تَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهَا بِصَاحِبِ هَذِهِ الْعَوَارِضِ مَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَدْفَعْهَا دَافِعٌ أَقْوَى مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ مِنَ الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالِابْتِهَالِ وَالتَّضَرُّعِ، وَالصَّدَقَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ يَسْتَنْزِلُ بِذَلِكَ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْمَلَكِيَّةِ مَا يَقْهَرُ هَذِهِ الْأَرْوَاحَ الْخَبِيثَةَ، وَيُبْطِلُ شَرَّهَا وَيَدْفَعُ تَأْثِيرَهَا، وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا هَذَا مِرَارًا لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللَّهُ، وَرَأَيْنَا لا ستنزال هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الطَّيِّبَةِ وَاسْتِجْلَابِ قُرْبِهَا تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي تَقْوِيَةِ الطَّبِيعَةِ، وَدَفْعِ الْمَوَادِّ الرَّدِيئَةِ، وَهَذَا يَكُونُ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهَا وَتَمَكُّنِهَا، وَلَا يَكَادُ يَنْخَرِمُ، فَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ، بَادَرَ عِنْدَ إِحْسَاسِهِ بِأَسْبَابِ الشَّرِّ إِلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَدْفَعُهَا عَنْهُ، وَهِيَ لَهُ مِنْ أَنْفَعِ الدَّوَاءِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عز وجل إِنْفَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَغْفَلَ قَلْبَ الْعَبْدِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا وَتَصَوُّرِهَا وَإِرَادَتِهَا، فَلَا يَشْعُرُ بِهَا.

وَلَا يُرِيدُهَا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ فِيهِ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا.

وَسَنَزِيدُ هَذَا الْمَعْنَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِيضَاحًا وَبَيَانًا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى التَّدَاوِي بِالرُّقَى،؛ وَالْعُوذِ النَّبَوِيَّةِ، وَالْأَذْكَارِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ، وَنُبَيِّنُ أَنَّ نِسْبَةَ طِبِّ الْأَطِبَّاءِ إِلَى هَذَا الطِّبِّ النَّبَوِيِّ، كَنِسْبَةِ طِبِّ الطَّرُقِيَّةِ والعجائز الى طبهم، كما

---

(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث أسامة بن زيد

(2) «وخز الجن» أي طعن أعدائكم: أخرجه الحاكم عن أبي موسى الاشعري بلفظ- «الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة» . وهو حديث صحيح.

তৃতীয়ত: এই ব্যাধির কার্যকরী কারণ। সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে: "এটি বনী ইসরাঈলের ওপর প্রেরিত আযাবের অবশিষ্টাংশ।" (১) আবার অন্য বর্ণনায় এসেছে যে: "এটি জিনের দংশন (খোঁচা)।" (২) এবং এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, এটি কোনো এক নবীর প্রার্থনা। চিকিৎসকদের নিকট এমন কোনো যুক্তি নেই যা এই কারণগুলোকে খণ্ডন করতে পারে, যেমন তাদের নিকট এগুলো প্রমাণ করার মতোও কোনো জ্ঞান নেই। রাসূলগণ মূলত অদৃশ্যের সংবাদ দান করেন। প্লেগ বা মহামারির বিষয়ে চিকিৎসকরা যে বাহ্যিক আলামতগুলো অনুভব করেছেন, তার পেছনে আধ্যাত্মিক শক্তির (আরওয়াহ) মধ্যস্থতা থাকার বিষয়টি নাকচ করার কোনো ভিত্তি তাদের কাছে নেই। কেননা প্রকৃতি, রোগব্যাধি এবং বিনাশের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জগতের প্রভাব এমন একটি বিষয়, যা কেবল সেই ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে যে আত্মা ও তার প্রভাব এবং দেহের ওপর তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি মূর্খ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মহামারি ও বায়ুদূষণের সময় মানবদেহে এই আত্মাগুলোর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন, যেমনটি তিনি নির্দিষ্ট কিছু মন্দ উপাদানের ক্ষেত্রে করেন যা মানুষের আত্মায় মন্দ অবস্থার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে রক্ত ও কৃষ্ণপিত্তের (ব্ল্যাক বাইল) উত্তেজনা এবং বীর্যের প্রাবল্যের সময় শয়তানি আত্মাগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, যা অন্যদের ক্ষেত্রে পারে না। যতক্ষণ না যিকির, দোয়া, বিনয়ী প্রার্থনা, সদকা এবং কুরআন তিলাওয়াতের মতো শক্তিশালী কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা সেগুলোকে প্রতিহত করা হয়। কেননা এর মাধ্যমে এমন ফেরেশতাসুলভ পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি অবতীর্ণ হয় যা এই অপবিত্র আত্মাগুলোকে পরাভূত করে এবং তাদের অনিষ্ট বাতিল ও প্রভাব প্রতিহত করে। আমরা এবং আমাদের বাইরে অনেকেই এর অসংখ্য অভিজ্ঞতা লাভ

করেছি যা কেবল আল্লাহই গণনা করতে পারেন। আমরা দেখেছি যে, এই পবিত্র আত্মাগুলোর অবতরণ এবং তাদের নৈকট্য লাভের চেষ্টা প্রকৃতির শক্তি বৃদ্ধিতে এবং মন্দ উপাদানগুলো দূর করতে এক মহান প্রভাব ফেলে। আর এটি ব্যাধিটি শিকড় গেড়ে বসার আগেই কার্যকর হয় এবং এতে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। সুতরাং আল্লাহ যাকে তাওফিক দান করেন, সে অনিষ্টের লক্ষণ অনুভব করার সাথে সাথেই এমন সব উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট হয় যা তা প্রতিহত করে; আর এটিই তার জন্য সবচেয়ে উপকারী ঔষধ। কিন্তু আল্লাহ যখন তাঁর ফয়সালা ও তাকদির কার্যকর করতে চান, তখন বান্দার অন্তরকে এই জ্ঞান, কল্পনা ও ইচ্ছা থেকে বিমুখ করে দেন, ফলে সে তা উপলব্ধি করতে পারে না।
এবং সে তা কামনাও করে না, যাতে আল্লাহ তাঁর পূর্বনির্ধারিত আদেশ সম্পন্ন করতে পারেন। আমরা ইনশাআল্লাহ এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করব যখন রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক), নববী সুরক্ষা-দোয়া, যিকির ও নেক আমলের মাধ্যমে চিকিৎসার অধ্যায়ে আলোচনা আসবে। সেখানে আমরা দেখাব যে, সাধারণ চিকিৎসকদের চিকিৎসার সাথে এই নববী চিকিৎসার তুলনা করলে তা অনেকটা সাধারণ হাতুড়ে ডাক্তার বা বৃদ্ধাদের চিকিৎসার সাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চিকিৎসার তুলনায় যতটুকু তুচ্ছ, তেমনই মনে হবে।

---

(১) বুখারি, মুসলিম ও তিরমিজি উসামা বিন যায়েদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
(২) "জিনের খোঁচা" অর্থাৎ তোমাদের শত্রুদের আঘাত: হাকিম আবু মুসা আল-াশআরি থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন— "মহামারি হলো তোমাদের জিন শত্রুদের খোঁচা এবং এটি তোমাদের জন্য শাহাদাত (martyrdom)।" এটি একটি সহীহ হাদিস।

اعْتَرَفَ بِهِ حُذَّاقُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ، وَنُبَيِّنُ أَنَّ الطَّبِيعَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ أَشَدُّ شَيْءٍ انْفِعَالًا عَنِ الْأَرْوَاحِ، وَأَنَّ قُوَى الْعُوَذِ، وَالرُّقَى، وَالدَّعَوَاتِ، فَوْقَ قُوَى الْأَدْوِيَةِ، حَتَّى إِنَّهَا تُبْطِلُ قُوَى السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ فَسَادَ الْهَوَاءِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ السَّبَبِ التَّامِّ، وَالْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ لِلطَّاعُونِ، فَإِنَّ فَسَادَ جَوْهَرِ الْهَوَاءِ الْمُوجِبِ لِحُدُوثِ الْوَبَاءِ وَفَسَادِهِ، يَكُونُ لِاسْتِحَالَةِ جَوْهَرِهِ إِلَى الرَّدَاءَةِ، لِغَلَبَةِ إِحْدَى الْكَيْفِيَّاتِ الرَّدِيئَةِ عَلَيْهِ، كَالْعُفُونَةِ، وَالنَّتَنِ وَالسُّمِّيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ حدوته فِي أَوَاخِرِ الصَّيْفِ، وَفِي الْخَرِيفِ غَالِبًا لِكَثْرَةِ اجْتِمَاعِ الْفَضَلَاتِ الْمَرَارِيَّةِ الْحَادَّةِ وَغَيْرِهَا فِي فَصْلِ الصَّيْفِ، وَعَدَمِ تَحَلُّلِهَا فِي آخِرِهِ، وَفِي الْخَرِيفِ لِبَرْدِ الْجَوِّ، وَرَدْغَةِ الْأَبْخِرَةِ وَالْفَضَلَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَتَحَلَّلُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ، فَتَنْحَصِرُ، فَتَسْخَنُ، وَتُعَفَّنُ، فَتُحْدِثُ الْأَمْرَاضَ الْعَفِنَةَ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَادَفَتِ الْبَدَنَ مُسْتَعِدًّا، قَابِلًا، رَهِلًا، قَلِيلَ الْحَرَكَةِ، كَثِيرَ الْمَوَادِّ، فَهَذَا لَا يَكَادُ يُفْلِتُ مِنَ الْعَطَبِ.

وأصح الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط: إِنَّ فِي الْخَرِيفِ أَشَدَّ مَا تَكُونُ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَأَقْتَلَ، وَأَمَّا الرَّبِيعُ، فَأَصَحُّ الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا وَأَقَلُّهَا مَوْتًا، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الصَّيَادِلَةِ، وَمُجَهِّزِي الْمَوْتَى أَنَّهُمْ يَسْتَدِينُونَ، وَيَتَسَلَّفُونَ فِي الرَّبِيعِ وَالصَّيْفِ عَلَى فَصْلِ الْخَرِيفِ، فَهُوَ رَبِيعُهُمْ، وَهُمْ أَشْوَقُ شَيْءٍ إِلَيْهِ، وَأَفْرَحُ بِقُدُومِهِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ: «إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ارْتَفَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ» «1» . وَفُسِّرَ بِطُلُوعِ الثُّرَيَّا، وَفُسِّرَ بِطُلُوعِ النَّبَاتِ زَمَنَ الرَّبِيعِ، وَمِنْهُ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ «2» فَإِنَّ كَمَالَ طُلُوعِهِ وَتَمَامَهُ يَكُونُ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ الْفَصْلُ الَّذِي تَرْتَفِعُ فِيهِ الْآفَاتُ.

وَأَمَّا الثُّرَيَّا، فَالْأَمْرَاضُ تَكْثُرُ وَقْتَ طُلُوعِهَا مَعَ الْفَجْرِ وَسُقُوطِهَا.

قَالَ التميمي فِي كِتَابِ «مَادَّةِ الْبَقَاءِ» : أَشَدُّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ فَسَادًا، وَأَعْظَمُهَا بَلِيَّةً عَلَى الْأَجْسَادِ وَقْتَانِ، أَحَدُهُمَا: وَقْتُ سُقُوطِ الثُّرَيَّا للمغيب عند طلوع الفجر.

---

(1) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار، والطبراني في «الصغير» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد» وإسناده صحح

(2) الرحمن- 6

তাদের বিশেষজ্ঞ ও ইমামগণ এটি স্বীকার করেছেন; এবং আমরা স্পষ্ট করি যে, মানব প্রকৃতি আত্মিক জগতের (আরওয়াহ) দ্বারা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রভাবিত হয় এবং কবচ (উওয়ায), ঝাড়ফুঁক (রুকইয়া) ও দোয়ার শক্তি ওষুধের শক্তির ঊর্ধ্বে, এমনকি তা প্রাণঘাতী বিষের ক্রিয়াকেও নস্যাৎ করে দেয়।

মূল উদ্দেশ্য হলো: বায়ুর দূষণ হলো প্লেগের (তাউন) পূর্ণাঙ্গ কারণ ও কার্যকর প্রভাবকের একটি অংশ মাত্র। কেননা বায়ুর মৌলিক উপাদানে যে দূষণ মহামারীর উদ্রেক করে, তা মূলত এর মূল সত্তা নিকৃষ্টতায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণে ঘটে। বছরের যে কোনো সময়ে বায়ুর ওপর পচন, দুর্গন্ধ ও বিষাক্ততার মতো কোনো মন্দ গুণের আধিপত্যের ফলে এটি হতে পারে। যদিও এর প্রাদুর্ভাব গ্রীষ্মের শেষভাগে এবং সাধারণত শরতের শুরুতে বেশি দেখা দেয়; কারণ গ্রীষ্মকালে পিত্ত ও অন্যান্য তীব্র বর্জ্য শরীরে অধিক জমা হয় এবং গ্রীষ্মের শেষে তা বিচ্ছুরিত হতে পারে না। শরতের শীতল আবহাওয়ায় গ্রীষ্মে নির্গত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা বাষ্প ও বর্জ্যগুলো শরীরের ভেতরেই রুদ্ধ হয়ে পড়ে, ফলে তা উত্তপ্ত ও পচনের শিকার হয়ে পচনশীল রোগ সৃষ্টি করে। বিশেষত যখন তা এমন শরীর পায় যা এই রোগ গ্রহণে প্রস্তুত, শিথিল, স্বল্প পরিশ্রমী এবং যাতে দেহজ উপাদান (মাওয়াদ) প্রচুর থাকে; এমন শরীর ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন।

এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ঋতু হলো বসন্তকাল। হিপোক্রেটিস (বুকরাত) বলেছেন: শরতের রোগগুলো সবচেয়ে কঠিন ও প্রাণঘাতী হয়; আর বসন্তকাল হলো সকল সময়ের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর এবং এতে মৃত্যুর হার সর্বনিম্ন। ওষুধ বিক্রেতা ও মৃতদেহ সৎকারকারীদের অভ্যাস হলো তারা বসন্ত ও গ্রীষ্মে শরতের ঋতুর ওপর প্রত্যাশা রেখে ঋণ গ্রহণ করে; কেননা শরৎকালই তাদের উপার্জনের বসন্ত এবং তারা এর আগমনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক ও আনন্দিত থাকে। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "যখন নক্ষত্র উদিত হয়, তখন প্রতিটি ভূখণ্ড থেকে রোগ-বালাই দূর হয়ে যায়।" এর ব্যাখ্যায় 'সুরাইয়া' (প্লাইয়াদিস নক্ষত্রপুঞ্জ) উদিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, আবার কেউ বলেছেন বসন্তকালে উদ্ভিদের উদগমন। আল্লাহর বাণী: "নক্ষত্র (তৃণলতা) ও বৃক্ষরাজি সিজদা করে।" এর পূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণতা বসন্তকালেই ঘটে, আর এটিই সেই ঋতু যখন বিপদ-আপদ দূর হয়ে যায়।

আর সুরাইয়া নক্ষত্রের ক্ষেত্রে, ভোরে এর উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার সময়ে রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি পায়।

তামিমি তার 'মাদ্দাত আল-বাকা' গ্রন্থে বলেছেন: বছরের সবচেয়ে দূষিত ও শরীরের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক সময় হলো দুটি; যার একটি হলো ভোরের দিকে সুরাইয়া নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়।

---

(১) মুহাম্মদ ইবনুল হাসান 'আল-আসার' গ্রন্থে, তাবারানি 'আস-সাগির' গ্রন্থে এবং আবু নুআইম 'তারিখ আসবাহান' গ্রন্থে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "যখন নক্ষত্র উদিত হয়, তখন প্রতিটি শহর থেকে আপদ তুলে নেয়া হয়।" এর সনদটি সহিহ সাব্যস্ত হয়েছে।
(২) আর-রহমান: ৬

(ص: 34)الطب النبوي لابن القيم

وَالثَّانِي: وَقْتُ طُلُوعِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى الْعَالَمِ، بِمَنْزِلَةٍ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، وَهُوَ وَقْتُ تَصَرُّمِ فَصْلِ الرَّبِيعِ وَانْقِضَائِهِ، غَيْرَ أَنَّ الْفَسَادَ الْكَائِنَ عِنْدَ طُلُوعِهَا أَقَلُّ ضَرَرًا مِنَ الْفَسَادِ الْكَائِنِ عِنْدَ سُقُوطِهَا.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةَ: يُقَالُ: مَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا، وَلَا نَأَتْ إِلَّا بِعَاهَةٍ فِي النَّاسِ وَالْإِبِلِ، وَغُرُوبُهَا أَعْوَهُ «1» مِنْ طُلُوعِهَا.

وَفِي الْحَدِيثِ قَوْلٌ ثَالِثٌ- وَلَعَلَّهُ أَوْلَى الْأَقْوَالِ بِهِ- أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّجْمِ: الثُّرَيَّا، وَبِالْعَاهَةِ: الْآفَةُ الَّتِي تَلْحَقُ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ وَصَدْرِ فَصْلِ الرَّبِيعِ، فَحَصَلَ الْأَمْنُ عَلَيْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ، وَلِذَلِكَ نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَشِرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَالْمَقْصُودُ: الْكَلَامُ عَلَى هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وُقُوعِ الطَّاعُونِ.

فصل

وَقَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْأُمَّةِ فِي نَهْيِهِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي هُوَ بِهَا، وَنَهْيِهِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنْهَا بَعْدَ وُقُوعِهِ كَمَالَ التَّحَرُّزِ مِنْهُ. فَإِنَّ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي هُوَ بِهَا تَعَرُّضًا لِلْبَلَاءِ، وَمُوَافَاةً لَهُ فِي مَحَلِّ سُلْطَانِهِ. وَإِعَانَةً لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَالْعَقْلِ. بَلْ تَجَنُّبُ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضِهِ مِنْ بَابِ الْحِمْيَةِ الَّتِي أَرْشَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْهَا، وَهِيَ حِمْيَةٌ عَنِ الْأَمْكِنَةِ، وَالْأَهْوِيَةِ الْمُؤْذِيَةِ.

وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ الْخُرُوجِ مِنْ بَلَدِهِ، فَفِيهِ مَعْنَيَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَمْلُ النُّفُوسِ عَلَى الثِّقَةِ بِاللَّهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، والصبر على أقضيته، والرضى بِهَا.

وَالثَّانِي: مَا قَالَهُ أَئِمَّةُ الطِّبِّ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَرِزٍ مِنَ الْوَبَاءِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ بَدَنِهِ الرُّطُوبَاتِ الْفَضْلِيَّةِ، وَيُقَلِّلَ الْغِذَاءَ، وَيَمِيلَ إِلَى التَّدْبِيرِ الْمُجَفِّفِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إِلَّا الرِّيَاضَةَ وَالْحَمَّامَ، فَإِنَّهُمَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُحْذَرَا، لِأَنَّ الْبَدَنَ لَا يَخْلُو غَالِبًا مِنْ فَضْلٍ رَدِيءٍ كَامِنٍ فِيهِ، فَتُثِيرُهُ الرِّيَاضَةُ وَالْحَمَّامُ، ويخلطانه بالكيموس الجيد، وذلك يجلب

(1) أعوه: أشد عاهة وإصابة من: عاه الشيء: إذا أصابته عاهة

দ্বিতীয়ত: এটি হলো চন্দ্রের একটি মনজিলের (অবস্থান) অবস্থানে থেকে সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব দিগন্ত থেকে তার উদিত হওয়ার সময়। আর এটি হলো বসন্তকাল শেষ হওয়া ও অতিবাহিত হওয়ার সময়। তবে এর উদয়ের সময়কার বিপর্যয় এর অস্তমিত হওয়ার সময়কার বিপর্যয়ের তুলনায় কম ক্ষতিকর।

আবু মুহাম্মাদ ইবনে কুতায়বাহ বলেছেন: বলা হয়ে থাকে যে, সুরাইয়া (নক্ষত্রপুঞ্জ) উদিত হওয়া বা দূরে সরে যাওয়ার সময় মানুষ ও উটের মধ্যে রোগব্যাধি দেখা দেয়, আর এর অস্ত যাওয়া উদিত হওয়ার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর (আ-ওয়াহ)। «১»

হাদিসটির বিষয়ে একটি তৃতীয় মত রয়েছে—এবং সম্ভবত এটিই সবচেয়ে অগ্রগণ্য মত—তাহলো: নক্ষত্র (নাজম) বলতে এখানে সুরাইয়াকে বোঝানো হয়েছে, আর ব্যাধি (আহাহ) বলতে সেই আপদকে বোঝানো হয়েছে যা শীতকাল ও বসন্তের শুরুতে শস্য ও ফলের ক্ষতি করে। ফলে উল্লিখিত সময়ে সুরাইয়া উদিত হওয়ার সময় এ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয়। আর

এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফল পরিপক্ক হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো মহামারি (প্লেগ) দেখা দিলে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রদর্শিত সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করা।

পরিচ্ছেদ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের জন্য আক্রান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করতে এবং মহামারি দেখা দেওয়ার পর সেখান থেকে বের হতে নিষেধ করার মাধ্যমে এ থেকে বাঁচার পূর্ণাঙ্গ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা একত্র করেছেন। কারণ আক্রান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করার অর্থ হলো নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা, মহামারির প্রবল আধিপত্যের স্থানে উপস্থিত হওয়া এবং নিজের ধ্বংসের পথে নিজেই সহায়তা করা। এটি শরিয়ত ও বিবেক উভয়ের পরিপন্থী। বরং আক্রান্ত স্থানে প্রবেশ থেকে বিরত থাকা হলো সেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা পরহেজ (হিময়াহ) যার প্রতি মহান আল্লাহ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আর এটি হলো ক্ষতিকর স্থান ও দূষিত আবহাওয়া থেকে বেঁচে থাকার এক প্রকার সতর্কতা।

আর আক্রান্ত শহর থেকে বের হতে নিষেধ করার পেছনে দুটি কারণ রয়েছে:

এক: নফসকে আল্লাহর ওপর আস্থা ও ভরসা রাখা এবং তাঁর ফয়সালার ওপর ধৈর্য ও সন্তুষ্টির অভ্যস্ত করা।

দুই: চিকিৎসা শাস্ত্রের ইমামগণ যা বলেছেন: তাহলো মহামারিতে আক্রান্ত হওয়া থেকে সতর্ক প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার শরীর থেকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূর করা, খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেওয়া এবং ব্যায়াম ও গোসল ব্যতীত সব দিক থেকে শরীর শুষ্ক রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ ব্যায়াম ও গোসল উভয়টি থেকেই তখন সতর্ক থাকা জরুরি, কেননা শরীর সাধারণত ভেতরে সুপ্ত থাকা ক্ষতিকর বর্জ্য থেকে মুক্ত থাকে না। ফলে ব্যায়াম ও গোসল সেই সুপ্ত বর্জ্যকে আন্দোলিত করে এবং তাকে উত্তম পরিপাককৃত রসের (কাইমুস) সাথে মিশিয়ে দেয়। আর তা ডেকে আনে...

---

(১) 'আ-ওয়াহ': অধিক ক্ষতিকর বা ব্যাধিগ্রস্ত। এটি 'আ-হা' (ব্যাধি) শব্দ থেকে নির্গত; যখন কোনো কিছু রোগাক্রান্ত হয়।

عِلَّةً عَظِيمَةً، بَلْ يَجِبُ عِنْدَ وُقُوعِ الطَّاعُونِ السُّكُونُ وَالدَّعَةُ، وَتَسْكِينُ هَيَجَانِ الْأَخْلَاطِ، وَلَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ أَرْضِ الْوَبَاءِ وَالسَّفَرُ مِنْهَا إِلَّا بِحَرَكَةٍ شَدِيدَةٍ، وَهِيَ مُضِرَّةٌ جِدًّا، هَذَا كَلَامُ أَفْضَلِ الْأَطِبَّاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَظَهَرَ الْمَعْنَى الطِّبِّيُّ مِنَ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَمَا فِيهِ مِنْ عِلَاجِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَصَلَاحِهِمَا

فَإِنْ قِيلَ: فَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» ، مَا يُبْطِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ، وَلَا يَحْبِسُ مُسَافِرًا عَنْ سَفَرِهِ؟ قِيلَ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ طَبِيبٌ وَلَا غَيْرُهُ، إِنَّ النَّاسَ يَتْرُكُونَ حَرَكَاتِهِمْ عِنْدَ الطَّوَاعِينِ، وَيَصِيرُونَ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَادَاتِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي فِيهِ التَّقَلُّلُ مِنَ الْحَرَكَةِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، وَالْفَارُّ مِنْهُ لَا مُوجِبَ لِحَرَكَتِهِ إِلَّا مُجَرَّدُ الْفِرَارِ مِنْهُ، وَدَعَتُهُ وَسُكُونُهُ أَنْفَعُ لِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ، وَأَقْرَبُ إِلَى تَوَكُّلِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتِسْلَامِهِ لِقَضَائِهِ. وَأَمَّا مَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْحَرَكَةِ، كَالصُّنَّاعِ، وَالْأُجَرَاءِ، وَالْمُسَافِرِينَ، وَالْبُرُدِ، وَغَيْرِهِمْ، فَلَا يُقَالُ لَهُمْ: اتْرُكُوا حَرَكَاتِكُمْ جُمْلَةً، وَإِنْ أُمِرُوا أَنْ يَتْرُكُوا مِنْهَا مَا لَا حَاجَةَ لَهُمْ إِلَيْهِ، كَحَرَكَةِ الْمُسَافِرِ فَارًّا مِنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَفِي الْمَنْعِ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي قَدْ وَقَعَ بِهَا عِدَّةُ حِكَمٍ:

أَحَدُهَا: تَجَنُّبُ الْأَسْبَابِ الْمُؤْذِيَةِ، وَالْبُعْدُ مِنْهَا.

الثَّانِي: الْأَخْذُ بِالْعَافِيَةِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.

الثالث: ألايستنشقوا الهواء الدي قد عفن وفسد فيمرضون.

الرابع: ألايجاوروا الْمَرْضَى الَّذِينَ قَدْ مَرِضُوا بِذَلِكَ، فَيَحْصُلُ لَهُمْ بِمُجَاوَرَتِهِمْ مِنْ جِنْسِ أَمْرَاضِهِمْ.

وَفِي «سُنَنِ أَبِي داود» مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ» «1» .

قَالَ ابن قتيبة: الْقَرَفُ مُدَانَاةُ الْوَبَاءِ، وَمُدَانَاةُ الْمَرَضِ.

الْخَامِسُ: حِمْيَةُ النُّفُوسِ عَنِ الطِّيَرَةِ وَالْعَدْوَى، فَإِنَّهَا تَتَأَثَّرُ بِهِمَا، فَإِنَّ الطِّيَرَةَ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ بِهَا، وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ فِي أَرْضِهِ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ وَالْحِمْيَةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِأَسْبَابِ التَّلَفِ. وَفِي النَّهْيِ عَنِ الْفِرَارِ مِنْهُ الْأَمْرُ بِالتَّوَكُّلِ، وَالتَّسْلِيمِ، وَالتَّفْوِيضِ، فَالْأَوَّلُ: تَأْدِيبٌ وَتَعْلِيمٌ، والثاني: تفويض وتسليم.

---

(1) أخرجه أبو داود والإمام أحمد وفي سنده جهالة. والقرف: مداناة المرض وبابه طرب. مختار.

একটি গুরুতর কারণ; বরং প্লেগ (তাকুন) প্রাদুর্ভাবের সময় স্থিরতা ও প্রশান্তি বজায় রাখা এবং শারীরিক উপাদানসমূহের (আখলাত) উত্তেজনা প্রশমিত করা আবশ্যক। অতিশয় কায়িক পরিশ্রম ব্যতীত মহামারীর ভূখণ্ড থেকে বের হওয়া বা সেখান থেকে সফর করা সম্ভব নয়, যা দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের বক্তব্য। এর মাধ্যমে নববী হাদিসের চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য এবং এতে অন্তর ও দেহের যে নিরাময় ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদি প্রশ্ন করা হয়: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী—"তোমরা তা থেকে পলায়ন করার উদ্দেশ্যে বের হয়ো না"—এটি কি আপনাদের বর্ণিত সেই তাৎপর্যকে বাতিল করে দেয় না? আর এটি কি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বের হতে বাধা দেয় না, কিংবা কোনো মুসাফিরকে তার সফর থেকে বিরত রাখে না? উত্তরে বলা হয়: কোনো চিকিৎসক বা অন্য কেউ এ কথা বলেননি যে, মহামারীর সময় মানুষ সকল প্রকার নড়াচড়া ত্যাগ করবে এবং জড় পদার্থের মতো হয়ে যাবে। বরং এক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব নড়াচড়া কমিয়ে আনা উচিত। যে ব্যক্তি পলায়ন করে, তার নড়াচড়ার একমাত্র কারণ হলো পলায়ন করা; অথচ তার প্রশান্তি ও স্থিরতা তার অন্তর ও দেহের জন্য অধিক উপকারী এবং মহান আল্লাহর ওপর ভরসা ও তাঁর ফয়সালার প্রতি আত্মসমর্পণের অধিক নিকটবর্তী। পক্ষান্তরে যাদের নড়াচড়া ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে উপায় নেই—যেমন কারিগর, শ্রমিক, মুসাফির, ডাক-সংবাহক ও অন্যান্যরা—তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নড়াচড়া বন্ধ করতে বলা হয়নি, যদিও তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি মহামারীর ভয়ে পলায়নপর মুসাফির করে থাকে। আর মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

যে ভূখণ্ডে মহামারী দেখা দিয়েছে, সেখানে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার পেছনে বেশ কিছু হিকমত (রহস্য) রয়েছে:

প্রথমত: ক্ষতিকর কারণসমূহ পরিহার করা এবং সেগুলো থেকে দূরে থাকা।

দ্বিতীয়ত: সুস্থতাকে অবলম্বন করা, যা ইহকালীন জীবিকা ও পরকালীন পাথেয় অর্জনের মূল উপাদান।

তৃতীয়ত: তারা যেন এমন দূষিত ও বিকৃত বাতাস প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ না করে, যার ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে।

চতুর্থত: তারা যেন সেই রোগে আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে না আসে, যাতে তাদের সান্নিধ্যের কারণে একই জাতীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি না হয়।

‘সুনানে আবু দাউদ’-এ মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "রোগের নৈকট্য বা সংক্রমণ ধ্বংসের কারণ।" (১)

ইবনে কুতাইবাহ বলেছেন: ‘কারাফ’ (আল-কারাফ) অর্থ হলো মহামারীর কাছাকাছি হওয়া এবং রোগীদের সংস্পর্শে আসা।

পঞ্চমত: অশুভ লক্ষণ (তিয়ারা) এবং ছোঁয়াচে ব্যাধির অমূলক ধারণা থেকে মনকে রক্ষা করা, কারণ মন এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মূলত অশুভ লক্ষণ তাকেই পেয়ে বসে যে তা বিশ্বাস করে। সংক্ষেপে, মহামারী আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশে নিষেধ করার মাধ্যমে সতর্কতা ও আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিজেকে ধ্বংসের কারণসমূহের সম্মুখীন করতে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, তা থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাধ্যমে আল্লাহর ওপর ভরসা, আত্মসমর্পণ ও তাঁর ওপর ভার ন্যস্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, প্রথমটি হলো শিষ্টাচার ও শিক্ষা প্রদান, আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণ।

---

(১) এটি আবু দাউদ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাসূত্রে অজ্ঞাত (জাহালাহ) রাবী রয়েছে। ‘কারাফ’ অর্থ রোগের নৈকট্য লাভ করা। (মুখতার আল-সিহাহ)

وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ عمر بن الخطاب خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ، لَقِيَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، فَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ عمر: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ:

ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عني، ثم قال: ادع لي من ها هنا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، قَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَأَذَّنَ عمر فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أبا عبيدة، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا- خِصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى، جَدْبَةٌ، أَلَسْتَ إِنْ رَعَيْتَهَا الْخِصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ رَعَيْتَهَا الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَاتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ» «1» .

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي دَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَعِلَاجِهِ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَعُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لو

(1) أخرجه البخاري في الطب ومسلم في السلام. و «سرغ» موضع قرب الشام بين المغيشة وتبوك. قاموس. والعدوة: بضم العين وكسرها جانب الوادي وحافتاه.

এবং সহীহ (হাদিসগ্রন্থে) বর্ণিত হয়েছে যে: উমর ইবনুল খাত্তাব সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন 'সারগ' (সিরিয়ার নিকটবর্তী একটি স্থান) নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখন তাঁর সাথে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ এবং তাঁর সঙ্গীদের দেখা হলো। তাঁরা তাঁকে খবর দিলেন যে সিরিয়ায় মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। তখন তাঁরা (কী করবেন সে বিষয়ে) মতভেদ করলেন। উমর (রা.) ইবনে আব্বাসকে বললেন: "আমার কাছে প্রথম হিজরতকারী মুহাজিরদের ডেকে আনুন।" ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: আমি তাঁদের ডাকলাম। উমর (রা.) তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের জানালেন যে সিরিয়ায় মহামারি দেখা দিয়েছে। ফলে তাঁরা মতভেদ করলেন; তাঁদের কেউ কেউ বললেন: "আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন, তাই আমাদের মতে আপনার তা থেকে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।" আবার অন্যরা বললেন: "আপনার সাথে জনগণের অবশিষ্টাংশ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ রয়েছেন, সুতরাং আমাদের মতে আপনি তাঁদের এই মহামারির মুখে ঠেলে দিতে পারেন না।" তখন উমর (রা.) বললেন: "আপনারা এখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিন।" তারপর তিনি বললেন:

"আমার কাছে আনসারদের ডেকে আনুন।" আমি তাঁদের ডাকলাম। তিনি তাঁদের সাথেও পরামর্শ করলেন। তাঁরাও মুহাজিরদের পথই অনুসরণ করলেন এবং তাঁদের মতোই মতভেদ করলেন। তখন তিনি বললেন: "আপনারা আমার কাছ থেকে বিদায় নিন।" এরপর তিনি বললেন: "এখানে উপস্থিত কুরাইশদের মধ্যে মক্কা বিজয়ের পর হিজরতকারী প্রবীণদের আমার কাছে ডেকে আনুন।" আমি তাঁদের ডাকলাম। তাঁদের মধ্যে কোনো দুইজনও ভিন্নমত পোষণ করলেন না। তাঁরা বললেন: "আমরা মনে করি আপনার লোকদের নিয়ে ফিরে যাওয়া উচিত এবং তাঁদের এই মহামারির মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়।" অতঃপর উমর (রা.) লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন: "আমি আগামীকাল ভোরে সওয়ারির পিঠে চড়ে (ফিরে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হব, তোমরাও ভোরে প্রস্তুত থেকো।" আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) বললেন: "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি আল্লাহর তাকদির (নির্ধারিত ফয়সালা) থেকে পলায়ন করছেন?" উমর (রা.) বললেন: "হে আবু উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ এ কথা

বলত! হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদির থেকে আল্লাহরই তাকদিরের দিকে পলায়ন করছি। তোমার কি মনে হয়, যদি তোমার কিছু উট থাকে এবং সেগুলো এমন এক উপত্যকায় নামে যার দুটি ঢাল রয়েছে—একটি উর্বর এবং অন্যটি শুষ্ক ও উষর; তবে তুমি যদি উর্বর ঢালে উট চরাও, তবে কি তা আল্লাহর তাকদির অনুযায়ী চরালে না? আবার যদি উষর ঢালে চরাও, তবে কি তাও আল্লাহর তাকদির অনুযায়ী চরালে না?" বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এলেন, যিনি তাঁর একটি প্রয়োজনে তখন অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: "আমার কাছে এ বিষয়ে একটি ইলম (তথ্য) আছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:
'যদি কোনো জনপদে মহামারি থাকে এবং তোমরা সেখানে থাকো, তবে তা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হয়ো না। আর যখন তোমরা কোনো জনপদে এর কথা শোনো, তবে সেখানে প্রবেশ করো না'।" (১) ।

উদরী বা উদরফোলা (ইস্তিসকা) রোগ এবং এর প্রতিকার ও চিকিৎসায় তাঁর (রাসূলুল্লাহ সা.-এর) দিকনির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ
'সহীহাইন' (বুখারি ও মুসলিম)-এ আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, তিনি বলেন: "উরাইনাহ এবং উকাইল গোত্রের একদল লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এল। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল মনে হলো (তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল)। তারা এ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অভিযোগ করল। তিনি বললেন: 'যদি তোমরা...

(১) এটি ইমাম বুখারি 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম 'সালাম' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। 'সারগ' হলো সিরিয়ার নিকটবর্তী একটি স্থান যা মুগিসাহ ও তাবুকের মাঝামাঝি অবস্থিত।—কামুস। 'আল-উদওয়াহ' (আইন বর্ণের পেশ বা যের যোগে): উপত্যকার পাশ বা দুই কিনারা।

خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، عَمَدُوا إِلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا» «1» .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أن هذا المرض كان الاستقساء، مَا رَوَاهُ مسلم فِي «صَحِيحِهِ» فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّا اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وَارْتَهَشَتْ أَعْضَاؤُنَا، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ ...

وَالْجَوَى: داء من أدواء الجوف- والاستقساء: مَرَضٌ مَادِّيٌّ سَبَبُهُ مَادَّةٌ غَرِيبَةٌ بَارِدَةٌ تَتَخَلَّلُ الْأَعْضَاءَ فَتَرْبُو لَهَا إِمَّا الْأَعْضَاءُ الظَّاهِرَةُ كُلُّهَا، وَإِمَّا الْمَوَاضِعُ الْخَالِيَةُ مِنَ النَّوَاحِي الَّتِي فِيهَا تَدْبِيرُ الْغِذَاءِ وَالْأَخْلَاطُ، وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ: لَحْمِيٌّ، وَهُوَ أَصْعَبُهَا. وَزِقِّيٌّ، وَطَبْلِيٌّ.

وَلَمَّا كَانَتِ الْأَدْوِيَةُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي عِلَاجِهِ هِيَ الْأَدْوِيَةُ الْجَالِبَةُ الَّتِي فِيهَا إِطْلَاقٌ مُعْتَدِلٌ، وَإِدْرَارٌ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ مَوْجُودَةٌ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشُرْبِهَا، فَإِنَّ فِي لَبَنِ اللِّقَاحِ جَلَاءً وَتَلْيِينًا، وَإِدْرَارًا وَتَلْطِيفًا، وَتَفْتِيحًا لِلسُّدَدِ، إِذْ كَانَ أَكْثَرُ رَعْيِهَا الشِّيحَ، وَالْقَيْصُومَ، وَالْبَابُونَجَ، وَالْأُقْحُوَانَ، وَالْإِذْخِرَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّافِعَةِ لِلِاسْتِسْقَاءِ.

وَهَذَا الْمَرَضُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ آفَةٍ فِي الْكَبِدِ خَاصَّةً، أَوْ مَعَ مُشَارَكَةٍ، وَأَكْثَرُهَا عَنِ السَّدَدِ فِيهَا، وَلَبَنُ اللِّقَاحِ الْعَرَبِيَّةِ نَافِعٌ مِنَ السَّدَدِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفْتِيحِ، وَالْمَنَافِعِ الْمَذْكُورَةِ.

قَالَ الرازي: لَبَنُ اللِّقَاحِ يَشْفِي أَوْجَاعَ الْكَبِدِ، وَفَسَادَ الْمِزَاجِ، وَقَالَ الإسرائيلي: لَبَنُ اللِّقَاحِ أَرَقُّ الْأَلْبَانِ، وَأَكْثَرُهَا مَائِيَّةً وَحِدَّةً، وَأَقَلُّهَا غِذَاءً، فَلِذَلِكَ صَارَ أَقْوَاهَا عَلَى تَلْطِيفِ الْفُضُولِ، وَإِطْلَاقِ الْبَطْنِ، وَتَفْتِيحِ السُّدَدِ، وَيَدُلُّ على ذلك ملوحته اليسيرة

التي فيه الإفراط حَرَارَةٍ حَيَوَانِيَّةٍ بِالطَّبْعِ، وَلِذَلِكَ صَارَ أَخَصَّ الْأَلْبَانِ بِتَطْرِيَةِ الْكَبِدِ، وَتَفْتِيحِ سُدَدِهَا، وَتَحْلِيلِ صَلَابَةِ الطِّحَالِ إذا كان حديثا.

---

(1) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. و «عرينة» قبيلة منهم العرينون المرتدون عن الإسلام «عكل» وعكل بالضم بلد وأبو قبيلة فيهم غباوة

«তোমরা সদকার উটের পালের কাছে যাও এবং তাদের মূত্র ও দুগ্ধ পান করো।' তারা তাই করল। যখন তারা সুস্থ হয়ে উঠল, তখন তারা রাখালদের আক্রমণ করল এবং তাদের হত্যা করল। তারা উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের পিছু ধাওয়া করতে লোক পাঠালেন। অতঃপর তাদের ধরা হলো এবং তিনি তাদের হাত ও পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে তপ্ত শলাকা বিঁধিয়ে দিলেন। অতঃপর তাদের উত্তপ্ত রোদে ফেলে রাখলেন যতক্ষণ না তারা মৃত্যুবরণ করল।» (১)

এই রোগটি যে 'ইস্তিসকা' (জলোদর) ছিল তার প্রমাণ হলো ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে এই হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তারা বলেছিল: «আমরা মদীনার আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছি, ফলে আমাদের পেট ফুলে গেছে এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে গেছে...» এবং তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ...

'আল-জাওয়াহ' (জাওয়াহ): এটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গের একটি রোগ। আর 'আল-ইস্তিসকা' (জলোদর): এটি একটি বস্তুগত রোগ যার কারণ হলো একটি বহিরাগত শীতল পদার্থ যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হয় বাহ্যিক সকল অঙ্গ ফুলে যায়, অথবা শরীরের যে স্থানগুলোতে খাদ্য পরিপাক ও শারীরিক রসসমূহ (আখলাত) নিয়ন্ত্রিত হয় সেই খালি জায়গাগুলো ফুলে ওঠে। এর প্রকারভেদ তিনটি: লাহমি (মাংসল), যা সবচেয়ে কঠিন প্রকার। যিক্কি (মশকের মতো স্ফীতি) এবং তাবলি (ঢোলের মতো স্ফীতি)।

যেহেতু এই রোগের চিকিৎসায় এমন ঔষধ প্রয়োজন যা পরিষ্কারক (জালি) এবং যাতে পরিমিত রেচক গুণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী মূত্রবর্ধক গুণ বিদ্যমান থাকে; আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো উটের মূত্র ও দুগ্ধে বিদ্যমান, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের তা পান করার

নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা দুগ্ধবতী উটের দুগ্ধে রয়েছে পরিষ্কারক, নমনীয়কারী, মূত্রবর্ধক, সূক্ষ্মকারক এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ রুদ্ধ পথসমূহ উন্মুক্ত করার ক্ষমতা। বিশেষ করে যখন উট অধিকাংশ সময় শাইহ (এক প্রকার গুল্ম), কায়সূম, বাবুনাহ (ক্যামোমাইল), উকহুওয়ান, ইযখির এবং এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধী উদ্ভিদ ভক্ষণ করে যা জলোদর রোগের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

এই রোগটি যকৃতের বিশেষ কোনো ত্রুটি অথবা অন্য অঙ্গের সাথে যকৃতের অংশীদারিত্বের কারণে হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি যকৃতের রুদ্ধ পথের কারণে হয়। আর আরবী দুগ্ধবতী উটের দুগ্ধ এই রুদ্ধ পথ উন্মুক্ত করার জন্য উপকারী, কারণ এতে রয়েছে উন্মুক্তকারী গুণ এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত নানাবিধ উপকারিতা।

আল-রাযী বলেন: দুগ্ধবতী উটের দুধ যকৃতের ব্যথা এবং মেজাজের বিকৃতি নিরাময় করে।

আল-ইসরাঈলী বলেন: দুগ্ধবতী উটের দুধ অন্যান্য দুধের তুলনায় পাতলা, অধিক জলীয় ও তীব্র এবং এতে পুষ্টি উপাদান কম থাকে। ফলে এটি শরীরের বর্জ্য নিষ্কাশনে, পেট পরিষ্কার করতে এবং রুদ্ধ পথসমূহ উন্মুক্ত করতে অধিক শক্তিশালী। এর প্রমাণ হলো এতে থাকা সামান্য লবণাক্ততা যা স্বাভাবিক প্রাণিজ উত্তাপের আধিক্যের কারণে সৃষ্টি হয়। এ কারণেই এই দুধ যকৃতের কোমলতা আনয়ন, এর রুদ্ধ পথসমূহ উন্মুক্তকরণ এবং প্লীহার কাঠিন্য (যদি তা নতুন হয়) দূর করার জন্য সবচেয়ে বিশেষ দুধ হিসেবে গণ্য হয়।

---

(১) এটি ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। ‘উরাইনাহ’ হলো একটি গোত্রের নাম যাদের মধ্য থেকে একদল উরাইনী ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। ‘উকল’ (পেশ যুক্ত শব্দ) একটি জনপদ এবং এটি একটি গোত্রের আদি পিতার নাম, যাদের মধ্যে স্থূলবুদ্ধিতা ছিল।

وَالنَّفْعُ مِنَ الِاسْتِسْقَاءِ خَاصَّةً إِذَا اسْتُعْمِلَ لِحَرَارَتِهِ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا مِنَ الضَّرْعِ مَعَ بَوْلِ الفصيل، وهو حاركما يَخْرُجُ مِنَ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَزِيدُ فِي مِلْوَحَتِهِ، وَتَقْطِيعِهِ الْفُضُولَ، وَإِطْلَاقِهِ الْبَطْنَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ انْحِدَارُهُ وَإِطْلَاقُهُ الْبَطْنَ، وَجَبَ أَنْ يُطْلَقَ بِدَوَاءٍ مُسَهِّلٍ.

قَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ: وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يُقَالُ: مِنْ أَنَّ طَبِيعَةَ اللَّبَنِ مُضَادَّةٌ لِعِلَاجِ الِاسْتِسْقَاءِ. قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ لَبَنَ النُّوقِ دَوَاءٌ نَافِعٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَلَاءِ بِرِفْقٍ، وَمَا فِيهِ مِنْ خَاصِّيَّةٍ، وَأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ شَدِيدُ الْمَنْفَعَةِ، فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَقَامَ عَلَيْهِ بَدَلَ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ شُفِيَ بِهِ، وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ فِي قَوْمٍ دُفِعُوا إِلَى بِلَادِ الْعَرَبِ، فَقَادَتْهُمُ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ، فَعُوفُوا. وَأَنْفَعُ الْأَبْوَالِ: بَوْلُ الْجَمَلِ الْأَعْرَابِيِّ، وَهُوَ النَّجِيبُ، انْتَهَى.

وَفِي الْقِصَّةِ: دَلِيلٌ عَلَى التَّدَاوِي وَالتَّطَبُّبِ، وَعَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، فَإِنَّ التَّدَاوِيَ بِالْمُحَرَّمَاتِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْإِسْلَامِ بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ، وَمَا أَصَابَتْهُ ثِيَابُهُمْ مِنْ أَبْوَالِهَا لِلصَّلَاةِ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لَا يَجُوزُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

وَعَلَى مُقَاتَلَةِ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَسَمَلُوا عَيْنَيْهِ، ثَبَتَ ذَلِكَ فِي «صَحِيحِ مسلم» .

وَعَلَى قَتْلِ الْجَمَاعَةِ، وَأَخْذِ أَطْرَافِهِمْ بِالْوَاحِدِ.

وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِي حَقِّ الْجَانِي حَدٌّ وَقِصَاصٌ اسْتُوفِيَا مَعًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ حَدًّا لِلَّهِ عَلَى حِرَابِهِمْ، وَقَتَلَهُمْ لِقَتْلِهِمُ الرَّاعِيَ.

وَعَلَى أَنَّ الْمُحَارِبَ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ، وَقَتَلَ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَقُتِلَ.

وَعَلَى أَنَّ الْجِنَايَاتِ إِذَا تَعَدَّدَتْ، تَغَلَّظَتْ عُقُوبَاتُهَا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ارْتَدُّوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا النَّفْسَ، وَمَثَّلُوا بِالْمَقْتُولِ، وَأَخَذُوا الْمَالَ، وَجَاهَرُوا بِالْمُحَارَبَةِ.

وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ رِدْءِ الْمُحَارِبِينَ حُكْمُ مُبَاشِرِهِمْ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يُبَاشِرِ الْقَتْلَ بِنَفْسِهِ، وَلَا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ ذلك.

জলোদর (ইসতিসকা) রোগের ক্ষেত্রে এর বিশেষ উপকারিতা তখনই প্রকাশ পায় যখন এটি পশুর ওলান থেকে নিঃসৃত উষ্ণ অবস্থায় এবং উষ্ট্রশাবকের মূত্রের সাথে ব্যবহার করা হয়, যা পশুর দেহ থেকে নির্গত হওয়ার সময় উষ্ণ থাকে। কারণ এটি এর লবণাক্ততা বৃদ্ধি করে, শরীরের দূষিত উপাদানসমূহ (ফুদুল) বিদীর্ণ করে এবং পেট পরিষ্কার করে। যদি এটি স্বাভাবিকভাবে নির্গত না হয় এবং পেট পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়, তবে বিরেচক ঔষধের মাধ্যমে পেট পরিষ্কার করা আবশ্যক।

‘আল-কানুন’ গ্রন্থের রচয়িতা (ইবনে সিনা) বলেন: দুধের প্রকৃতি জলোদর রোগের চিকিৎসার পরিপন্থী—এমন কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। তিনি আরও বলেন: জেনে রাখুন, উষ্ট্রীর দুধ একটি অত্যন্ত উপকারী ঔষধ; কারণ এতে মৃদু পরিষ্কারক (জালি) গুণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই দুধ এতটাই ফলদায়ক যে, কোনো ব্যক্তি যদি পানাহার ত্যাগ করে কেবল পানির পরিবর্তে এটি গ্রহণ করে দীর্ঘকাল অবস্থান করে, তবে সে আরোগ্য লাভ করবে। আরব ভূখণ্ডে পৌঁছে যাওয়া একদল লোকের ক্ষেত্রে এটি পরীক্ষিত হয়েছে, যারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে এটি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তারা সুস্থ হয়ে উঠেছিল। আর সর্বোত্তম মূত্র হলো ‘নাজীব’ নামক আরব্য উটের মূত্র। সমাপ্ত।

এই ঘটনার মধ্যে চিকিৎসা গ্রহণ ও ঔষধ ব্যবহারের বৈধতা নিহিত রয়েছে। তদুপরি, এটি মাংস খাওয়া জায়েজ এমন প্রাণীর মূত্র পবিত্র হওয়ারও প্রমাণ; কারণ হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা বৈধ নয়। তারা ইসলামে নতুন হওয়া সত্ত্বেও সালাতের জন্য তাদের মুখমণ্ডল কিংবা কাপড়ে লেগে থাকা মূত্র ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আর প্রয়োজনের সময় বিধান বর্ণনা করতে বিলম্ব করা জায়েজ নয়।

এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে, অপরাধীকে ঠিক সেভাবেই শাস্তি প্রদান করা হবে যেভাবে সে অপরাধ করেছে। কেননা তারা রাখালকে হত্যা করেছিল এবং তার চোখ উপড়ে ফেলেছিল, যা ‘সহীহ মুসলিম’-এ বর্ণিত হয়েছে।

একইভাবে, একজনের পরিবর্তে একদলকে হত্যা করা এবং তাদের অঙ্গহানি করার বৈধতাও এতে প্রমাণিত হয়।

যদি কোনো অপরাধীর ক্ষেত্রে ‘হদ’ (আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড) এবং ‘কিসাস’ (প্রতিশোধ) উভয়ই প্রযোজ্য হয়, তবে উভয়টিই কার্যকর করা হবে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের ডাকাতির অপরাধে আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড হিসেবে হাত ও পা কেটেছিলেন এবং রাখালকে হত্যার দায়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।

এছাড়া কোনো ডাকাত যদি সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং হত্যাও করে, তবে একই স্থানে তার হাত ও পা কেটে ফেলা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে।
অপরাধের সংখ্যা ও ধরন বৃদ্ধি পেলে দণ্ডের কঠোরতাও বৃদ্ধি পায়। কারণ তারা ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগ করেছিল, মানুষ হত্যা করেছিল, লাশের অঙ্গবিকৃতি ঘটিয়েছিল, সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।
তদুপরি, ডাকাত দলের সহায়তাকারীদের বিধান এবং প্রত্যক্ষ অপরাধীদের বিধান একই। কারণ এটি সুস্পষ্ট যে, তাদের প্রত্যেকে নিজে সরাসরি হত্যায় লিপ্ত হয়নি, আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কাছে সে বিষয়ে কোনো পৃথক জিজ্ঞাসাবাদও করেননি।

(ص: 39)الطب النبوي لابن القيم

وَعَلَى أَنَّ قَتْلَ الْغِيلَةِ يُوجِبُ قَتْلَ الْقَاتِلِ حَدًّا، فَلَا يُسْقِطُهُ الْعَفْوُ، وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أحمد، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَأَفْتَى بِهِ.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْجُرْحِ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ أَبِي حازم، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ عَمَّا دُووِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «جُرِحَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَكَانَتْ فاطمة بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَغْسِلُ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فاطمة الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهَا حَتَّى إِذَا صَارَتْ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ» «1» ، بِرَمَادِ الْحَصِيرِ الْمَعْمُولِ مِنَ الْبَرْدِيِّ «2» وَلَهُ فِعْلٌ قَوِيٌّ فِي حَبْسِ الدَّمِ، لِأَنَّ فِيهِ تَجْفِيفًا قَوِيًّا، وَقِلَّةَ لَذْعٍ، فَإِنَّ الْأَدْوِيَةَ الْقَوِيَّةَ التَّجْفِيفِ إِذَا كَانَ

فِيهَا لَذْعٌ هَيَّجَتِ الدَّمَ وَجَلَبَتْهُ، وَهَذَا الرَّمَادُ إِذَا نُفِخَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ الْخَلِّ فِي أَنْفِ الرَّاعِفِ قُطِعَ رُعَافُهُ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ: الْبَرْدِيُّ يَنْفَعُ مِنَ النَّزْفِ، وَيَمْنَعُهُ، وَيُذَرُّ عَلَى الْجِرَاحَاتِ الطَّرِيَّةِ، فَيُدْمِلُهَا، وَالْقِرْطَاسُ الْمِصْرِيُّ كَانَ قَدِيمًا يُعْمَلُ مِنْهُ، وَمِزَاجُهُ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَرَمَادُهُ نَافِعٌ مِنْ أَكَلَةِ الْفَمِ، وَيَحْبِسُ نَفْثَ الدم، ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى.

---

(1) أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في الجهاد أيضا «رباعيته» السن التي بين الثنية والناب، والجمع رباعيات: ويقال للذي يلقي رباعيته: رباع: بوزن ثمان و «هشمت» الهشم: كسر الشيء اليابس. «البيضة» واحدة البيض من الحديد «المجن» بالكسر الترس

(2) البرديّ: نبات يعمل منه الحصر. انظر المصباح المنير

আর গুপ্তহত্যা (হত্যা-ই গিলাহ) হত্যাকারীকে দণ্ডস্বরূপ (হাদ্দ হিসেবে) মৃত্যুদণ্ড দান করাকে আবশ্যক করে। সুতরাং ক্ষমা একে রহিত করতে পারে না এবং এতে সমমর্যাদার (মুকাফা'আত) শর্ত বিবেচনা করা হয় না। এটি মদিনাবাসীদের মাযহাব এবং ইমাম আহমদের মাযহাবের দুটি মতের একটি, যা আমাদের শাইখ পছন্দ করেছেন এবং সে অনুযায়ী ফাতাওয়া দিয়েছেন।

ক্ষত নিরাময়ে তাঁর (রাসূলুল্লাহর) নির্দেশিকা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

'সহীহাইন'-এ (বুখারি ও মুসলিম) বর্ণিত আছে: আবু হাযিম থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাহল বিন সা'দকে উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষত কোন জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন। তিনি বললেন: "তাঁর চেহারা যখম হয়েছিল, তাঁর সামনের পাশের দাঁত (রাবা'ইয়াহ) ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর মাথায় পরিহিত শিরস্ত্রাণ (বাইদাহ) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা ফাতিমা রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী বিন আবু তালিব ঢাল (মিজান) দিয়ে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। অতঃপর যখন ফাতিমা দেখলেন যে রক্ত কেবল বৃদ্ধিই

পাচ্ছে, তখন তিনি চাটাইয়ের একটি টুকরো নিয়ে তা পোড়ালেন, অবশেষে যখন তা ভস্মে পরিণত হলো, তিনি তা ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দিলেন এবং রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।" এটি ছিল নলখাগড়া (বারদি) দিয়ে তৈরি করা চাটাইয়ের ভস্ম। রক্ত বন্ধ করার ক্ষেত্রে এর শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে; কারণ এতে রয়েছে শক্তিশালী শুষ্ককারক উপাদান এবং খুব সামান্য জ্বালাপোড়া করার গুণ। কেননা তীব্র শুষ্ককারক ঔষধগুলোতে যদি জ্বালাপোড়া থাকে, তবে তা রক্তকে উত্তেজিত করে এবং তা প্রবাহিত হতে সাহায্য করে। আর এই ভস্ম যদি একা অথবা সিরকা বা ভিনেগারের সাথে মিশিয়ে নাসিকা রক্তক্ষরণ হওয়া ব্যক্তির নাকে ফুঁ দেওয়া হয়, তবে তার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

‘আল-কানুন’-এর লেখক (ইবনে সিনা) বলেছেন: নলখাগড়া (বারদি) রক্তক্ষরণ বন্ধে উপকারী এবং তা প্রতিরোধ করে। এটি টাটকা ক্ষতের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া হলে তা শুকাতে সাহায্য করে। প্রাচীনকালে মিশরের কাগজ এটি থেকেই তৈরি করা হতো। এর প্রকৃতি হলো শীতল ও শুষ্ক। এর ভস্ম মুখের ক্ষতের জন্য উপকারী, রক্তবমি বন্ধ করে এবং মারাত্মক ক্ষত বা আলসারকে ছড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখে।

---

(১) বুখারি ও মুসলিম জিহাদ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। ‘রাবা’ইয়াতিহি’ হলো সামনের দাঁত ও ছেদক দাঁতের মধ্যবর্তী দাঁত, যার বহুবচন হলো ‘রাবা’ইয়াত’। যার রাবা’ইয়াহ দাঁত পড়ে গেছে তাকে ‘রাবা’ (ছামানুন-এর ওজনে) বলা হয়। ‘হাশামাত’ বা হাশম বলতে কোনো শুষ্ক বস্তু ভেঙে ফেলাকে বোঝায়। ‘আল-বাইদাহ’ হলো লোহার শিরস্ত্রাণের একবচন। ‘আল-মিজান’ (মিম বর্ণে কাসরা সহকারে) অর্থ ঢাল।

(২) বারদি (নলখাগড়া): এক প্রকার উদ্ভিদ যা দিয়ে চাটাই তৈরি করা হয়। দেখুন: আল-মিসবাহুল মুনীর।

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي الْعِلَاجِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ، وَالْحِجَامَةِ، وَالْكَيِّ

فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» : عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» «1» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ: الْأَمْرَاضُ الِامْتِلَائِيَّةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ دَمَوِيَّةً، أَوْ صَفْرَاوِيَّةً، أَوْ بَلْغَمِيَّةً، أَوْ سَوْدَاوِيَّةً. فَإِنْ كَانَتْ دَمَوِيَّةً، فَشِفَاؤُهَا إِخْرَاجُ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ، فَشِفَاؤُهَا بِالْإِسْهَالِ الَّذِي يَلِيقُ بِكُلِّ خَلْطٍ مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَبَّهَ بِالْعَسَلِ عَلَى الْمُسَهِّلَاتِ، وَبِالْحِجَامَةِ عَلَى الْفَصْدِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ الْفَصْدَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: «شَرْطَةِ مِحْجَمٍ» . فَإِذَا أَعْيَا الدَّوَاءُ، فَآخِرُ الطِّبِّ الْكَيُّ، فَذَكَرَهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَدْوِيَةِ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ غَلَبَةِ الطِّبَاعِ لِقُوَى الْأَدْوِيَةِ، وَحَيْثُ لَا يَنْفَعُ الدَّوَاءُ الْمَشْرُوبُ. وَقَوْلُهُ: «وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» «2» ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِلَاجُ بِهِ حَتَّى تَدْفَعَ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ، وَلَا يُعَجَّلُ التَّدَاوِي بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِعْجَالِ الْأَلَمِ الشَّدِيدِ فِي دَفْعِ أَلَمٍ قَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ مِنْ أَلَمِ الْكَيِّ، انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: الْأَمْرَاضُ الْمِزَاجِيَّةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِمَادَّةٍ، أَوْ بِغَيْرِ مَادَّةٍ، وَالْمَادِّيَّةُ مِنْهَا: إِمَّا حَارَّةٌ، أَوْ بَارِدَةٌ، أَوْ رَطْبَةٌ، أَوْ يَابِسَةٌ، أَوْ مَا تَرَكَّبَ مِنْهَا، وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّاتُ الْأَرْبَعُ، مِنْهَا كَيْفِيَّتَانِ فَاعِلَتَانِ: وَهُمَا الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ، وَكَيْفِيَّتَانِ مُنْفَعِلَتَانِ؛ وَهُمَا الرُّطُوبَةُ وَالْيُبُوسَةُ، وَيَلْزَمُ مِنْ غَلَبَةِ إِحْدَى الْكَيْفِيَّتَيْنِ الْفَاعِلَتَيْنِ اسْتِصْحَابُ كَيْفِيَّةٍ مُنْفَعِلَةٍ مَعَهَا، وَكَذَلِكَ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْلَاطِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبَدَنِ، وَسَائِرِ الْمُرَكَّبَاتِ كَيْفِيَّتَانِ: فَاعِلَةٌ ومنفعلة.

---

(1) أخرجه البخاري، وابن ماجه في الطب عن ابن عباس.

(2) أخرجه البخاري في الطب ومسلم في السلام.

মধু পান, হিজামা (রক্তমোক্ষণ) এবং কাই (অগ্নিকাষ্ঠ দ্বারা দাগ প্রদান)-এর মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নবীজির নির্দেশিত পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

‘সহীহ আল-বুখারী’তে সাঈদ ইবনে জুবায়ের হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে এবং তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "তিনটি জিনিসে আরোগ্য নিহিত রয়েছে: মধু পান করা, হিজামার (শিঙা) মাধ্যমে রক্তমোক্ষণ এবং আগুন দিয়ে দাগ দেওয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুনের দাগ নিতে নিষেধ করছি।" (১)।

আবু আব্দুল্লাহ আল-মাযিরী বলেন: দেহরসের আধিক্যজনিত রোগসমূহ (ইমতিলাইয়্যাহ) হয় রক্তঘটিত (দামাউইয়্যাহ), অথবা পিত্তঘটিত (সাফরাউইয়্যাহ), অথবা কফঘটিত (বালগামিয়্যাহ), অথবা কৃষ্ণপিত্তঘটিত (সাওদাউইয়্যাহ) হয়ে থাকে। যদি রোগটি রক্তঘটিত হয়, তবে তার আরোগ্য হলো রক্ত বের করে দেওয়া। আর যদি অবশিষ্ট তিন প্রকারের কোনোটি হয়, তবে তার আরোগ্য হলো সেই নির্দিষ্ট দোষের (খল্ত) উপযোগী রেচক বা জোলাপ ব্যবহার করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেন মধুর বর্ণনার মাধ্যমে রেচক ঔষধসমূহের দিকে এবং হিজামার আলোচনার মাধ্যমে শিরাপথে রক্তমোক্ষণের (ফাসদ) দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: শিরাপথে রক্তমোক্ষণও তাঁর "হিজামার মাধ্যমে রক্তমোক্ষণ" বাণীর অন্তর্ভুক্ত। যখন ঔষধ অকার্যকর হয়ে পড়ে, তখন চিকিৎসার সর্বশেষ পর্যায় হলো কাই (অগ্নি দ্বারা দাগ প্রদান)। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটিকে ঔষধসমূহের তালিকায় উল্লেখ করেছেন, কারণ এটি তখন ব্যবহৃত হয় যখন শরীরের প্রকৃতি ঔষধের শক্তির ওপর প্রবল হয়ে যায় এবং যখন পানযোগ্য ঔষধ কোনো উপকারে আসে না। আর তাঁর বাণী: "আমি আমার উম্মতকে আগুনের দাগ নিতে নিষেধ করছি", এবং অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত: "আমি আগুনের দাগ নেওয়া পছন্দ করি না" (২); এগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্বিত করা উচিত যতক্ষণ না এটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এর মাধ্যমে চিকিৎসায় তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়, কারণ এতে এমন একটি যন্ত্রণার (যা হয়তো কাই-এর যন্ত্রণার চেয়ে কম হতে পারে) উপশম করতে গিয়ে তাৎক্ষণিক তীব্র বেদনা বরণ করতে হয়। এখানেই তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি।

কতিপয় চিকিৎসক বলেছেন: মেজাজ বা শারীরিক প্রকৃতির বৈকল্যজনিত রোগসমূহ (মিযাজিয়্যাহ) হয় কোনো জৈব উপাদানের (মাদ্দাহ) উপস্থিতিতে ঘটে অথবা কোনো উপাদান ছাড়াই ঘটে। উপাদানজনিত রোগগুলো হয় উষ্ণ, অথবা শীতল, অথবা আর্দ্র, অথবা শুষ্ক হবে, কিংবা এগুলোর সংমিশ্রণে গঠিত হবে। এই চারটি গুণের (কায়ফিয়্যাত) মধ্যে দুটি হলো সক্রিয়

(ফায়িলাহ): উষ্ণতা ও শীতলতা; এবং দুটি হলো নিষ্ক্রিয় (মুনফাইলাহ): আর্দ্রতা ও শুষ্কতা। যখন দুটি সক্রিয় গুণের যেকোনো একটি প্রবল হয়, তখন তার সাথে একটি নিষ্ক্রিয় গুণের সাহচর্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। একইভাবে শরীরে বিদ্যমান প্রতিটি দোষ (খল্ত) এবং অন্যান্য সমস্ত যৌগিক উপাদানের ক্ষেত্রে দুটি গুণ থাকে: সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়।

---

(১) ইবনে আব্বাস হতে চিকিৎসা অধ্যায়ে বুখারী ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) বুখারী চিকিৎসা অধ্যায়ে এবং মুসলিম সালাম অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِيَّةِ هِيَ التَّابِعَةُ لِأَقْوَى كَيْفِيَّاتِ الْأَخْلَاطِ الَّتِي هِيَ الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ، فَجَاءَ كَلَامُ النُّبُوَّةِ فِي أَصْلِ مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ الَّتِي هِيَ الْحَارَّةُ وَالْبَارِدَةُ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ، فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ حَارًّا، عَالَجْنَاهُ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ، بِالْفَصْدِ كَانَ أَوْ بِالْحِجَامَةِ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِفْرَاغًا لِلْمَادَّةِ، وَتَبْرِيدًا لِلْمِزَاجِ.

وَإِنْ كَانَ بَارِدًا عَالَجْنَاهُ بِالتَّسْخِينِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْعَسَلِ، فَإِنْ كَانَ يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى اسْتِفْرَاغِ الْمَادَّةِ الْبَارِدَةِ، فَالْعَسَلُ أَيْضًا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِنْضَاجِ، وَالتَّقْطِيعِ، وَالتَّلْطِيفِ، وَالْجَلَاءِ، وَالتَّلْيِينِ، فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ اسْتِفْرَاغُ تِلْكَ الْمَادَّةِ بِرِفْقٍ وَأَمْنٍ مِنْ نِكَايَةِ الْمُسْهِلَاتِ الْقَوِيَّةِ.

وَأَمَّا الْكَيُّ: فَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمَادِّيَّةِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَادًّا فَيَكُونَ سَرِيعَ الْإِفْضَاءِ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُزْمِنًا، وَأَفْضَلُ عِلَاجِهِ بَعْدَ الِاسْتِفْرَاغِ الْكَيُّ فِي الْأَعْضَاءِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْكَيُّ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُزْمِنًا إِلَّا عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ غَلِيظَةٍ قَدْ رَسَخَتْ فِي الْعُضْوِ، وَأَفْسَدَتْ مِزَاجَهُ، وَأَحَالَتْ جَمِيعَ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ

إِلَى مُشَابَهَةِ جَوْهَرِهَا، فَيَشْتَعِلُ فِي ذَلِكَ الْعُضْوِ، فَيُسْتَخْرَجُ بِالْكَيِّ تِلْكَ الْمَادَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بِإِفْنَاءِ الْجُزْءِ النَّارِيِّ الْمَوْجُودِ بِالْكَيِّ لِتِلْكَ الْمَادَّةِ.
فَتَعَلَّمْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَخْذَ مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ الْمَادِّيَّةِ جَمِيعِهَا، كَمَا اسْتَنْبَطْنَا مُعَالَجَةَ الْأَمْرَاضِ السَّاذَجَةِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فأبردوها بالماء» .

فصل: [في الحجامة]
وَأَمَّا الْحِجَامَةُ، فَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» مِنْ حَدِيثِ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلِّسِ، - وَهُوَ ضَعِيفٌ- عَنْ كثير بن سليم، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ إِلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ» «1» .
وَرَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ: وَقَالَ فِيهِ: «عَلَيْكَ بالحجامة يا محمّد»

---

(1) أخرجه ابن ماجه. وسنده ضعيف وهو حديث صحيح بشواهده وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس عند الترمذي

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মেজাজগত (শারীরিক প্রকৃতিগত) রোগসমূহের মূল উৎস হলো মানবদেহের তরল উপাদানসমূহের (আখলাত) সবচেয়ে শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা হলো উষ্ণতা ও শীতলতা। সুতরাং রোগ নিরাময়ের মূল নীতি হিসেবে নবুওয়াতী বাণীতে উষ্ণ ও শীতল রোগসমূহের চিকিৎসার কথা উদাহরণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যদি রোগটি উষ্ণ প্রকৃতির হয়, তবে আমরা রক্তমোক্ষণের মাধ্যমে তার চিকিৎসা করব—তা শিরা কাটার (ফাসদ) মাধ্যমে হোক বা শিঙা লাগানোর (হিজামা) মাধ্যমে; কেননা এতে শরীরের দূষিত উপাদানের নিষ্কাশন ঘটে এবং মেজাজ শীতল হয়।
আর যদি রোগটি শীতল প্রকৃতির হয়, তবে আমরা উষ্ণতা প্রদানের মাধ্যমে তার চিকিৎসা করব, যা মধুর মধ্যে বিদ্যমান। যদি সেই সাথে শীতল পদার্থটি দেহ থেকে বের করে দেওয়ার

প্রয়োজন হয়, তবে মধু সেই কাজও সম্পন্ন করে; কারণ মধুর মধ্যে পরিপক্ক করার (ইনযাজ), খণ্ডন করার (তাকতি), সূক্ষ্ম করার (তালতিফ), পরিষ্কার করার (জালা) এবং নরম করার (তালয়িন) গুণাগুণ রয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে সেই ক্ষতিকর পদার্থটি অত্যন্ত কোমলভাবে এবং তীব্র বিরেচক ঔষধের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থেকে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।
আর দাগ দেওয়ার (কায়্যি) বিষয়টি হলো: বস্তুগত রোগসমূহের প্রতিটি হয় তীব্র (হাদ) প্রকৃতির হয়, যা দ্রুত পরিণতির (আরোগ্য বা মৃত্যু) দিকে নিয়ে যায়, ফলে এতে দাগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; অথবা রোগটি দীর্ঘস্থায়ী (মুযমিন) হয়। দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের পর সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো সেই সব অঙ্গে দাগ দেওয়া যেখানে তা অনুমোদিত। কারণ কোনো রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না যতক্ষণ না তা কোনো শীতল ও ঘন পদার্থের কারণে হয় যা সংশ্লিষ্ট অঙ্গে শিকড় গেড়ে বসেছে, তার স্বাভাবিক মেজাজকে বিকৃত করে ফেলেছে এবং সেখানে যা কিছু পৌঁছায় তাকে নিজের প্রকৃতির মতো করে ফেলে। ফলে সেই অঙ্গটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন দাগ দেওয়ার মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে সেই ক্ষতিকর পদার্থটি নিষ্কাশন করা হয় এবং আগুনের মাধ্যমে সেই পদার্থের মূল উপাদানের বিনাশ ঘটানো হয়।
সুতরাং এই হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমরা সমস্ত বস্তুগত রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলাম, যেমনটি আমরা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী থেকে সাধারণ বা বস্তুহীন রোগসমূহের চিকিৎসা উদ্ভাবন করেছি: "নিশ্চয়ই জ্বরের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে, সুতরাং তোমরা তা পানি দিয়ে শীতল করো।"

পরিচ্ছেদ: শিঙা লাগানো (হিজামা) প্রসঙ্গে
আর শিঙা লাগানোর (হিজামা) বিষয়ে 'সুনানে ইবনে মাজাহ'-তে জুবাহরাহ বিন আল-মুগাল্লিস—যিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী—এর সূত্রে কাসীর বিন সালিম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মেরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলের পাশ দিয়েই অতিক্রম করেছি, তারা সকলেই বলেছে: হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতকে শিঙা লাগানোর (হিজামা) নির্দেশ দিন।"

ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে উল্লেখ আছে: "হে মুহাম্মদ! আপনি অবশ্যই শিঙা লাগাবেন (হিজামা)।"

(১) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাপরম্পরা দুর্বল, তবে অন্যান্য সমর্থক বর্ণনার কারণে এটি একটি সহিহ হাদিস। এই বিষয়ে তিরমিযীতে ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

وفي «الصحيحين» : من حديث طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَيْضًا، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أبو طيبة، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ» «1» .

وَفِي «جَامِعِ الترمذي» عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عكرمة يَقُولُ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَانِ يُغَلَّانِ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَهْلِهِ، وَوَاحِدٌ لِحَجْمِهِ، وَحَجْمِ أَهْلِهِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ» ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ عُرِجَ به، ما مرّ على ملاء مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: «عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ» ، وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عشرة، ويوم تسع عَشْرَةَ، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السُّعُوطُ وَاللُّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُدَّ فَقَالَ: «مَنْ لَدَّنِي» ؟

فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا، فَقَالَ: «لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ إِلَّا الْعَبَّاسَ» . قَالَ: هَذَا حديث غريب، ورواه ابن ماجه» .

فصل: [في منافع الحجامة]

أما منافع الحجامة: فإنها تنفي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَرَ مِنَ الْفَصْدِ، وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ الْبَدَنِ أَفْضَلُ، وَالْحِجَامَةُ تَسْتَخْرِجُ الدَّمَ مِنْ نَوَاحِي الْجِلْدِ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْفَصْدِ، أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ، وَالْأَسْنَانِ، وَالْأَمْزِجَةِ، فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة

---

(1) أخرجه البخاري في الطب ومسلم في المساقاة. وفي الجامع الصغير: «خير ما تداويتم به الحجامة» رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن سمرة بن جندب.

(2) أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف لضعف عباد بن منصور: «السّعوط» دواء يصب في الأنف- انظر المصباح المنير. اللدود كصبور ما يصب بالمسط من الدواء في أحد شقي الفم كالدّيد- انظر القاموس المحيط.

'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এ তাউস থেকে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজামা (শিংগা) লাগিয়েছেন এবং হিজামা সম্পাদনকারীকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন।

'সহীহাইন'-এ আরও বর্ণিত হয়েছে, হুমাইদ আত-তাবীল আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু তাইবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হিজামা করেছিলেন। তখন তিনি তাকে দুই সা' পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদানের নির্দেশ দেন এবং তার মালিকদের সাথে কথা বলেন, ফলে তারা তার ওপর ধার্যকৃত করের বোঝা কমিয়ে দেয়। তিনি আরও বলেন: "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করো, তার মধ্যে হিজামা (শিংগা লাগানো) সর্বোত্তম।" [১]

'জামে তিরমিযী'তে আব্বাদ ইবনে মনসুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইকরামাকে বলতে শুনেছি যে, ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর তিনজন হিজামা বিশেষজ্ঞ গোলাম ছিল। তাদের মধ্যে দুজন তার এবং তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করত, আর একজন তার ও তার

পরিবারের হিজামা করার কাজে নিয়োজিত ছিল। তিনি বলেন: ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হিজামা সম্পাদনকারী কতই না চমৎকার ব্যক্তি, সে দূষিত রক্ত দূর করে, মেরুদণ্ড হালকা করে এবং দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে।" তিনি আরও বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মিরাজে গমন করেন, তখন তিনি ফিরিশতাদের যে দলের পাশ দিয়েই অতিক্রম করেছেন, তারা সকলেই বলেছে: "আপনি হিজামা গ্রহণ করা আবশ্যক করে নিন।" তিনি আরও বলেছেন: "তোমরা হিজামা গ্রহণের জন্য সর্বোত্তম দিন হলো সপ্তদশ (১৭), উনবিংশ (১৯) এবং একবিংশ (২১) তারিখ।" তিনি আরও বলেন: "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করো, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো নস্যি গ্রহণ (সুউত), মুখের একপাশ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ (লাদুদ), হিজামা এবং জোলাপ বা রেচক গ্রহণ (মাশি)।" একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মুখের একপাশ দিয়ে ঔষধ সেবন করানো হলো, তখন তিনি বললেন: "কে আমাকে এই ঔষধ সেবন করালো?" সবাই চুপ থাকল। তখন তিনি বললেন: "আব্বাস (রাযি.) ব্যতীত ঘরের আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না যাকে এই ঔষধ সেবন করানো হবে না।" তিনি বলেন: এটি একটি গরীব (অপ্রসিদ্ধ) হাদীস, যা ইবনে মাজাহও বর্ণনা করেছেন।

পরিচ্ছেদ: [হিজামার উপকারিতা প্রসঙ্গে]
হিজামার উপকারিতা সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি রক্তমোক্ষণ বা শিরা কাটার (ফাসদ) তুলনায় শরীরের উপরিভাগকে বেশি পরিচ্ছন্ন করে। আর শরীরের গভীর অংশ থেকে রক্ত নিষ্কাশনের জন্য ফাসদ বা শিরা কাটা অধিক কার্যকর। হিজামা মূলত চামড়ার উপরিভাগের রক্ত বের করে আনে।
আমি বলি: হিজামা এবং শিরা কাটার (ফাসদ) বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে যে, কাল, স্থান, বয়স এবং শারীরিক মেজাজের ভিন্নতার কারণে এদের কার্যকারিতায় পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন উষ্ণ দেশ, উষ্ণ ঋতু এবং উষ্ণ মেজাজের ব্যক্তিদের জন্য...

---

(১) ইমাম বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'মুসাকাত' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। 'জামে আস-সগীর'-এ বর্ণিত হয়েছে: "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করো তার মধ্যে হিজামা সর্বোত্তম।" ইমাম আহমাদ এবং তাবারানী আল-কাবীর গ্রন্থে সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন এবং আব্বাদ ইবনে মনসুরের দুর্বলতার কারণে এর সনদটি দুর্বল। 'আস-সুউত' হলো এমন ঔষধ যা নাক দিয়ে প্রয়োগ করা হয়—দেখুন আল-মিসবাহুল মুনীর। 'আল-লাদুদ' হলো সশব্দে বা জোর করে মুখের একপাশ দিয়ে কোনো তরল ঔষধ ঢেলে দেওয়া—দেখুন আল-কামুসুল মুহীত।

الَّتِي دَمُ أَصْحَابِهَا فِي غَايَةِ النُّضْجِ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ مِنَ الْفَصْدِ بِكَثِيرٍ، فَإِنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ وَيَرِقُّ وَيَخْرُجُ إِلَى سَطْحِ الْجَسَدِ الدَّاخِلِ، فَتُخْرِجُ الْحِجَامَةُ مَا لَا يُخْرِجُهُ الْفَصْدُ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلصِّبْيَانِ مِنَ الْفَصْدِ، وَلِمَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْفَصْدِ وَقَدْ نَصَّ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ الْحَارَّةَ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ وَأَفْضَلُ مِنَ الْفَصْدِ، وَتُسْتَحَبُّ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، وَبَعْدَ وَسَطِهِ. وَبِالْجُمْلَةِ، فِي الرُّبُعِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِ الشَّهْرِ، لِأَنَّ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبَيَّغَ، وَفِي آخِرِهِ يَكُونُ قَدْ سَكَنَ. وَأَمَّا فِي وَسَطِهِ وَبُعَيْدَهُ، فَيَكُونُ فِي نِهَايَةِ التَّزَيُّدِ.

قَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ: وَيُؤْمَرُ بِاسْتِعْمَالِ الْحِجَامَةِ لَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، لِأَنَّ الْأَخْلَاطَ لَا تَكُونُ قَدْ تَحَرَّكَتْ وَهَاجَتْ، وَلَا فِي آخِرِهِ لِأَنَّهَا تَكُونُ قَدْ نَقَصَتْ، بَلْ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ حِينَ تَكُونُ الْأَخْلَاطُ هَائِجَةً بَالِغَةً فِي تَزَايُدِهَا لِتَزَيُّدِ النُّورِ فِي جُرْمِ الْقَمَرِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ» «1» . وَفِي حَدِيثٍ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ» . انْتَهَى.

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ» إِشَارَةٌ إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْبِلَادِ الْحَارَّةِ، لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ، وَهِيَ أَمْيَلُ إِلَى ظَاهِرِ أَبْدَانِهِمْ لِجَذْبِ الْحَرَارَةِ الْخَارِجَةِ لَهَا إِلَى سَطْحِ الْجَسَدِ، وَاجْتِمَاعِهَا فِي نَوَاحِي الْجِلْدِ، وَلِأَنَّ مَسَامَّ أَبْدَانِهِمْ

وَاسِعَةٌ، وَقُوَاهُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ، فَفِي الْفَصْدِ لَهُمْ خَطَرٌ، وَالْحِجَامَةُ تَفَرُّقٌ اتِّصَالِيٌّ إِرَادِيٌّ يَتْبَعُهُ اسْتِفْرَاغٌ كُلِّيٌّ مِنَ الْعُرُوقِ وَخَاصَّةً الْعُرُوقَ الَّتِي لَا تُفْصَدُ كَثِيرًا وَلِفَصْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْعٌ خَاصٌّ، فَفَصْدُ الْبَاسَلِيقِ: يَنْفَعُ مِنْ حَرَارَةِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَالْأَوْرَامِ الْكَائِنَةِ فِيهِمَا مِنَ الدَّمِ، وَيَنْفَعُ مِنْ أَوْرَامِ الرِّئَةِ، وَيَنْفَعُ مِنَ الشُّوصَةِ «2» وَذَاتِ الْجَنْبِ وَجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ الدَّمَوِيَّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ إِلَى الْوَرِكِ.

وَفَصْدُ الْأَكْحَلِ: يَنْفَعُ مِنَ الِامْتِلَاءِ الْعَارِضِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ إِذَا كَانَ دَمَوِيًّا، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْ فَسَدَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ.

وَفَصْدُ الْقِيفَالِ: «3» يَنْفَعُ مِنَ الْعِلَلِ الْعَارِضَةِ فِي الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ أو فساده.

---

(1) أخرجه ابو نعيم في كتاب الطب النبوي بلفظ «خير ما تداويتم به الحجم والفصد» عن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، أما لفظ «خير ما تداويتم به الحجامة والفصد» بتأنيث الحجامة لم نعثر عليه في شيء من كتب الحديث التي اطلعنا عليها.

(2) الشّوصة: وجع في البطن، أو هي ريح تعتقب في الأضلاع، أو ورم في حجابها من داخل، واحتلاح العرق- انظر القاموس المحيط

(3) القيفال بالكسر: عرق في اليد يفصد- المرجع السابق

যে ব্যক্তিদের রক্ত অত্যন্ত পরিপক্ব অবস্থায় থাকে, তাদের জন্য ফাসদ (শিরা কর্তন) অপেক্ষা হিজামা (রক্তমোক্ষণ) অধিক উপকারী। কারণ রক্ত পরিপক্ব ও পাতলা হয়ে শরীরের অভ্যন্তরের উপরিভাগে চলে আসে; ফলে হিজামার মাধ্যমে এমন কিছু নির্গত হয় যা ফাসদ বের করতে পারে না। এ কারণেই ফাসদ অপেক্ষা শিশুদের জন্য এবং যারা ফাসদ সহ্য করার শক্তি রাখে না, তাদের জন্য এটি অধিক উপকারী। চিকিৎসাবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, উষ্ণ দেশগুলোতে ফাসদ অপেক্ষা হিজামা অধিক উপকারী ও উত্তম। এটি মাসের মধ্যভাগে এবং মধ্যভাগের পরবর্তী সময়ে করা মুস্তাহাব (উত্তম)। সারসংক্ষেপে, চান্দ্র মাসের তৃতীয় চতুর্থাংশে এটি করা

শ্রেয়; কারণ মাসের শুরুতে রক্তে আলোড়ন বা উচ্ছ্বাস (তাবেয়্যুগ) সৃষ্টি হয় না এবং মাসের শেষে তা শান্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মাসের মধ্যভাগে এবং তার সামান্য পরে তা বৃদ্ধিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে।

কানুন (আল-কানুন ফিত তিব্ব) প্রণেতা বলেন: মাসের শুরুতে হিজামা করার নির্দেশ দেওয়া হয় না, কারণ তখন দেহাভ্যন্তরীণ রসসমূহ (আখলাত) আলোড়িত বা উত্তেজিত হয় না। আবার মাসের শেষেও নয়, কারণ তখন তা কমে যায়। বরং মাসের মধ্যভাগে যখন চন্দ্রের পরিধি বৃদ্ধির কারণে আলো বৃদ্ধি পায় এবং দেহাভ্যন্তরীণ রসসমূহ উত্তেজিত ও বৃদ্ধিতে চরম পর্যায়ে থাকে, তখনই হিজামা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমরা যেসব মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করো, তার মধ্যে হিজামা ও ফাসদ সর্বোত্তম।" অন্য একটি হাদিসে এসেছে: "উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো হিজামা ও ফাসদ।" সমাপ্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমরা যেসব মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করো, তার মধ্যে হিজামা সর্বোত্তম"—এটি হেজাজবাসী এবং উষ্ণ দেশগুলোর অধিবাসীদের প্রতি ইশারা। কারণ তাদের রক্ত পাতলা থাকে এবং বাইরের তাপের আকর্ষণে তা শরীরের উপরিভাগের দিকে ধাবিত হয়ে চামড়ার আশেপাশে জমা হয়। এছাড়া তাদের শরীরের রোমকূপগুলো প্রশস্ত এবং জীবনীশক্তি শিথিল থাকে, ফলে তাদের জন্য ফাসদ (শিরা কর্তন) ঝুঁকিপূর্ণ। হিজামা হলো একটি যান্ত্রিক বিচ্ছেদ পদ্ধতি, যার অনুসরণে শিরাগুলো থেকে পূর্ণাঙ্গ নিষ্কাশন ঘটে; বিশেষ করে সেই সব শিরা থেকে যা সাধারণত ফাসদ বা শিরা কর্তন করা হয় না। এগুলোর প্রত্যেকটির শিরা কর্তনে বিশেষ বিশেষ উপকারিতা রয়েছে। 'বাসালিক' (অভ্যন্তরীণ বাহু শিরা) কাটার উপকারিতা: এটি কলিজা ও প্লীহার উত্তাপ এবং এ দুটিতে রক্তের কারণে সৃষ্ট প্রদাহ বা টিউমারে উপকারী। এটি ফুসফুসের প্রদাহ, শুসা (পর্শুকার ব্যথা বা ফুসফুসের আবরণের প্রদাহ) এবং হাঁটু থেকে নিতম্ব পর্যন্ত রক্তজনিত সকল রোগে ফলপ্রসূ। 'আকহাল' (মধ্যমা বাহু শিরা) কাটার উপকারিতা: যদি সারা শরীরে রক্তের আধিক্য (ইমতিলা) ঘটে অথবা সারা শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে যায়, তবে এটি উপকারী।

'কিফাল' (বহিঃস্থ বাহু শিরা) কাটার উপকারিতা: রক্তাধিক্য বা রক্তদূষণের কারণে মাথা ও ঘাড়ে যেসব ব্যাধি সৃষ্টি হয়, তাতে এটি উপকারী।

(১) আবু নুয়াইম তার 'তিব্বুন নববী' গ্রন্থে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে "তোমরা যেসব মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করো, তার মধ্যে হিজামা ও ফাসদ সর্বোত্তম" শব্দে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে "আল-হিজামাহ" (স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে) শব্দটি আমাদের দেখা কোনো হাদিস গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

(২) শুসা: পেটে ব্যথা, অথবা পাঁজরের মাঝখানে আটকে পড়া বায়ু, কিংবা এর ভেতরের পর্দায় সৃষ্ট প্রদাহ এবং শিরার টান লাগা—দেখুন: আল-কামুসুল মুহিত।

(৩) কিফাল (হ্রস্ব ই-কার সহ): হাতের একটি শিরা যা রক্ত বের করার জন্য কাটা হয়—প্রাগুক্ত উৎস।

(ص: 44)الطب النبوي لابن القيم

وَفَصْدُ الْوَدَجَيْنِ: يَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الطِّحَالِ، وَالرَّبْوِ، وَالْبَهَرِ، وَوَجَعِ الْجَبِينِ:

وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْكَاهِلِ: تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْمَنْكِبِ وَالْحَلْقِ.

وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ، تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأْسِ، وَأَجْزَائِهِ، كَالْوَجْهِ، وَالْأَسْنَانِ، وَالْأُذُنَيْنِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْأَنْفِ، وَالْحَلْقِ إِذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ عَنْ كَثْرَةِ الدَّمِ أَوْ فَسَادِهِ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ أنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ «1» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يحتجم ثَلَاثًا: وَاحِدَةً عَلَى كَاهِلِهِ، وَاثْنَتَيْنِ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ «2»

وَفِي الصَّحِيحِ: عَنْهُ، أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ لِصُدَاعٍ كَانَ بِهِ «3» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ علي، نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحِجَامَةِ الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ «4» .

وَفِي «سُنَنِ أَبِي داود» مِنْ حَدِيثِ جابر، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «احْتَجَمَ فِي وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ» «5» .

فَصْلٌ

وَاخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى نُقْرَةِ الْقَفَا، وَهِيَ الْقَمَحْدُوَةُ.

وَذَكَرَ أبو نعيم فِي كِتَابِ الطِّبِّ النَّبَوِيِّ حَدِيثًا مَرْفُوعًا «عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جوزة

---

(1) أخرجه الترمذي في سننه وفي كتاب الشمائل له وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي على ذلك: وهذا الحديث بزيادة «وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين: أخرجه الترمذي والحاكم في الطب عن أنس بن مالك، والطبراني في الكبير- والحاكم في الطب أيضا عن ابن عباس وقال صحيح على شرطهما وقال الترمذي: حسن غريب.

(2) لم يخرّج هذا الحديث في الصحيحين، وإنما خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن

(3) أخرجه البخاري في الطب

(4) أخرجه ابن ماجه. وسنده ضعيف

(5) أخرجه أبو داود ورجاله ثقات. والوثء، والوشاءة: وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم، أو توجّع في العظم بلا كسر أو هو الفلك: وثئت يده كفرح تثأ وشأ فهي وثئة كفرحة- انظر القاموس المحيط.

দুই যুগলার রগ (আল-ওয়াদাজাইন) কাটা: প্লীহার ব্যথা, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট এবং কপালে ব্যথার জন্য উপকারী।

কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে (আল-কাহিল) হিজামা করা: কাঁধ ও গলার ব্যথার জন্য উপকারী।

ঘাড়ের দুই পাশের রগে (আল-আখদা'ইন) হিজামা করা: মাথা এবং মাথার বিভিন্ন অঙ্গ যেমন মুখমণ্ডল, দাঁত, কান, চোখ, নাক এবং গলার রোগের জন্য উপকারী; যদি এই রোগগুলো রক্তাধিক্য বা রক্তের দূষণ অথবা এই উভয় কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আনাস (রাদিয়াল্লাহু

তাআলা আনহু) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘাড়ের দুই পাশের রগে এবং কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে হিজামা করাতেন «১»।
এবং 'সহীহাইন'-এ তাঁর থেকে বর্ণিত আছে: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনটি স্থানে হিজামা করাতেন: একটি কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে এবং দুইটি ঘাড়ের দুই পাশের রগে «২»
সহীহ গ্রন্থে তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় মাথাব্যথার কারণে তাঁর মাথায় হিজামা করিয়েছিলেন «৩»।
'সুনানে ইবনে মাজাহ'-তে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ঘাড়ের দুই পাশের রগে এবং কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে হিজামা করার নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন «৪»।
'সুনানে আবু দাউদ'-এ জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিতম্বে মচকে যাওয়ার (আল-ওয়াতস) কারণে হিজামা করিয়েছিলেন «৫»।

অনুচ্ছেদ
চিকিৎসকগণ ঘাড়ের পেছনের গর্তে (নুকরাতুল কাফা), যা মূলত মাথার পেছনের অংশ (আল-কামাহদুয়াহ), সেখানে হিজামা করার বিষয়ে মতভেদ করেছেন।
আবু নুআয়ম তাঁর 'তিব্বে নববী' গ্রন্থে একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করেছেন: "তোমরা ঘাড়ের গর্তে (জাওজাহ) হিজামা করাকে আবশ্যক করে নাও...

---

(১) এটি তিরমিযী তাঁর সুনান এবং শামাইল গ্রন্থে, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমাদ এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন। হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। এই হাদীসটি "তিনি সতেরো, উনিশ এবং একুশ তারিখে হিজামা করাতেন" অতিরিক্ত অংশসহ তিরমিযী ও হাকেম 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে আনাস ইবনে মালিক থেকে এবং তাবারানী 'আল-মুজামুল কাবীর'-এ বর্ণনা করেছেন। হাকেম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান গরীব বলেছেন।

(২) এই হাদীসটি সহীহাইনে (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত হয়নি, বরং ইমাম আহমাদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) বুখারী চিকিৎসা অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল।

(৫) আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। 'আল-ওয়াতস' ও 'আল-ওয়াশাআহ' বলতে এমন চোটকে বোঝায় যা মাংসে লাগে কিন্তু হাড় পর্যন্ত পৌঁছায় না, অথবা হাড় না ভেঙে হাড়ে ব্যথা হওয়া। আবার কেউ কেউ একে স্থানচ্যুতিও বলেছেন। 'কামুসুল মুহীত' দ্রষ্টব্য।

الْقَمَحْدُوَةِ، فَإِنَّهَا تَشْفِي مِنْ خَمْسَةِ أَدْوَاءٍ» ، ذَكَرَ مِنْهَا الْجُذَامَ «1» .

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ، فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاءً» .

فَطَائِفَةٌ مِنْهُمُ اسْتَحْسَنَتْهُ وَقَالَتْ: إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنْ جَحْظِ الْعَيْنِ، وَالنُّتُوءِ الْعَارِضِ فِيهَا، وَكَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا، وَمِنْ ثِقَلِ الْحَاجِبَيْنِ وَالْجَفْنِ، وَتَنْفَعُ مِنْ جَرَبِهِ. وَرُوِيَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا، فَاحْتَجَمَ فِي جَانِبَيْ قَفَاهُ، وَلَمْ يَحْتَجِمْ فِي النُّقْرَةِ، وَمِمَّنْ كَرِهَهَا صَاحِبُ «الْقَانُونِ» وَقَالَ: إِنَّهَا تُورِثُ النِّسْيَانَ حَقًّا، كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَصَاحِبُ شَرِيعَتِنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ مُؤَخَّرَ الدِّمَاغِ مَوْضِعُ الْحِفْظِ، وَالْحِجَامَةُ تُذْهِبُهُ، انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَرَدَّ عَلَيْهِ آخَرُونَ، وَقَالُوا: الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ، وَإِنْ ثَبَتَ فَالْحِجَامَةُ إِنَّمَا تُضْعِفُ مُؤَخَّرَ الدِّمَاغِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَأَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ طِبًّا وَشَرْعًا، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ مِنْ

قَفَاهُ بِحَسْبِ مَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ فِي ذَلِكَ، وَاحْتَجَمَ فِي غَيْرِ الْقَفَا بِحَسْبِ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حاجته.

فصل: [في منافع الحجامة تحت الذقن]

وَالْحِجَامَةُ تَحْتَ الذَّقَنِ تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ وَالْوَجْهِ وَالْحُلْقُومِ، إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي وَقْتِهَا، وَتُنَقِّي انرأس وَالْفَكَّيْنِ، وَالْحِجَامَةُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ تَنُوبُ عَنْ فَصْدِ الصَّافِنِ، وَهُوَ عِرْقٌ عَظِيمٌ عِنْدَ الْكَعْبِ، وَتَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْفَخِذَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، وَانْقِطَاعِ الطَّمْثِ، وَالْحَكَّةِ الْعَارِضَةِ فِي الْأُنْثَيَيْنِ، وَالْحِجَامَةُ فِي أَسْفَلِ الصَّدْرِ نَافِعَةٌ مِنْ دَمَامِيلِ الْفَخِذِ، وَجَرَبِهِ وَبُثُورِهِ، وَمِنَ النِّقْرِسِ وَالْبَوَاسِيرِ، وَالْفِيلِ وَحَكَّةِ الظَّهْرِ.

فصل فِي هَدْيِهِ فِي أَوْقَاتِ الْحِجَامَةِ

رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ: «إِنّ خير ما تحتجمون فيه يَوْمِ سَابِعَ عَشْرَةَ، أَوْ تَاسِعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمِ إحدى وعشرين «2» .

---

(1) رواه الطبراني في الكبي، وابن السني، وأبو نعيم عن صهيب بلفظ «عليكم بالحجامة في جوزة القمدوة، فإنها دواء من اثنين وسبعين داء وخمسة أدواء: من الجنون، والجذام، والبرص «وجع الضرس» والحديث بهذا النص يجمع بين الحديث الذي قال المصنف: رواه أبو نعيم، وبين الحديث الذي ذكره بعده.

(2) أخرجه الترمذي وسنده ضعيف فيه عباد بن منصور

মাথার পশ্চাদভাগ (কামাহদুওয়াহ), কেননা তা পাঁচটি ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করে; তিনি সেগুলোর মধ্যে কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করেছেন «১»।

অন্য একটি হাদিসে এসেছে: «তোমরা মাথার পশ্চাদভাগের গর্তে হিজামা করাও, কেননা তা বাহাত্তরটি রোগের প্রতিষেধক»।

চিকিৎসকদের একটি দল একে পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন: এটি চোখের অস্বাভাবিক স্ফীতি, চোখে সৃষ্ট অন্য কোনো প্রকোপ, চোখের অনেক রোগ এবং ভ্রু ও চোখের পাতার ভারবোধ নিরাময়ে উপকারী; এছাড়া এটি চোখের পাতার চুলকানি দূর করতেও ফলপ্রসূ। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর এর প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর ঘাড়ের দুই পাশে হিজামা করিয়েছিলেন, কিন্তু ঘাড়ের পিছনের গর্তে করাননি। যারা একে অপছন্দ করেছেন তাদের মধ্যে ‘আল-কানুন’ গ্রন্থের রচয়িতা (ইবনে সিনা) অন্যতম। তিনি বলেছেন: এটি প্রকৃতপক্ষে বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়ার রোগ সৃষ্টি করে, যেমনটি আমাদের নেতা, আমাদের অভিভাবক এবং আমাদের শরিয়তের প্রবর্তক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। কেননা মস্তিষ্কের পেছনের অংশ হলো স্মৃতির আধার এবং হিজামা তা নষ্ট করে দেয়। তাঁর বক্তব্য এখানেই শেষ।
অন্যরা এর প্রতিবাদ করে বলেছেন: উক্ত হাদিসটি প্রমাণিত নয়। আর যদি প্রমাণিতও হয়, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিজামা করলেই কেবল মস্তিষ্কের পেছনের অংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সেখানে রক্তের আধিক্যের কারণে হিজামা করা হয়, তবে তা চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং শরিয়ত—উভয় দিক থেকেই উপকারী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী ঘাড়ের বিভিন্ন স্থানে হিজামা করিয়েছেন এবং ঘাড় ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী হিজামা করিয়েছেন।

পরিচ্ছেদ: [চিবুকের নিচে হিজামা করার উপকারিতা প্রসঙ্গে]
চিবুকের নিচে হিজামা করা দাঁতব্যথা, মুখমণ্ডলের ব্যথা এবং কণ্ঠনালীর ব্যথার জন্য উপকারী, যদি তা সঠিক সময়ে করা হয়। এছাড়া এটি মাথা ও চোয়াল পরিষ্কার করে। পায়ের ওপরের পৃষ্ঠে হিজামা করা 'সাফিন' (পায়ের গোড়ালি সংলগ্ন একটি বড় রগ) কাটার বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এটি উরু ও পায়ের ক্ষত, ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া এবং অণ্ডকোষে সৃষ্ট চুলকানি নিরাময়ে উপকারী। বুকের নিচের অংশে হিজামা করা উরুর ফোড়া, চুলকানি ও ফুসকুড়ি এবং গেঁটেবাত (নিকরিস), অর্শ (হেমোরয়েড), গোদ রোগ (এলিফ্যান্টিয়াসিস) ও পিঠের চুলকানি নিরাময়ে ফলপ্রসূ।

পরিচ্ছেদ: হিজামা করার সময় সম্পর্কে নববী নির্দেশনা

ইমাম তিরমিজি তাঁর ‘জামি’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন: «তোমাদের হিজামা করার জন্য সর্বোত্তম দিন হলো (চন্দ্র মাসের) সতেরো, উনিশ এবং একুশ তারিখ»।

---

(১) তাবারানি ‘আল-মুজামুল কবির’-এ, ইবনে সুন্নি এবং আবু নুআইম সুহাইব (রা.) থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: «তোমরা মাথার পশ্চাদভাগের গর্তে হিজামা করাও, কারণ তা বাহাত্তরটি রোগ এবং পাঁচটি ব্যাধির মহৌষধ: পাগলামি, কুষ্ঠরোগ, শ্বেতী ও দাঁতের ব্যথা।» এই পাঠটি লেখক প্রথমে আবু নুআইম থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে যে হাদিসটি এনেছেন, তার মধ্যে সমন্বয় করে।
(২) তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন, তবে এর সনদ দুর্বল; কারণ এতে আব্বাদ বিন মনসুর নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

وَفِيهِ عَنْ أنس كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ، وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ «1» .
وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ أنس مَرْفُوعًا: «مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، لَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ» .
وَفِي «سُنَنِ أَبِي داود» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَتْ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ «2» وَهَذَا مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ سَبَبُهُ غَلَبَةُ الدَّمِ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُوَافِقَةٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَطِبَّاءُ، أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي، وَمَا يَلِيهِ مِنَ الرُّبُعِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِهِ أَنْفَعُ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا نَفَعَتْ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ.

قَالَ الخلال: أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَحْتَجِمُ أَيَّ وَقْتٍ هَاجَ بِهِ الدَّمُ، وَأَيَّ سَاعَةٍ كَانَتْ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» : أَوْقَاتُهَا فِي النَّهَارِ: السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ أَوِ الثَّالِثَةُ، وَيَجِبُ تَوَقِّيهَا بَعْدَ الْحَمَّامِ إِلَّا فِيمَنْ دَمُهُ غَلِيظٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَحِمَّ، ثُمَّ يَسْتَجِمَّ سَاعَةً، ثُمَّ يَحْتَجِمَ، انْتَهَى.

وَتُكْرَهُ عِنْدَهُمُ الْحِجَامَةُ عَلَى الشِّبَعِ فَإِنَّهَا رُبَّمَا أَوْرَثَتْ سَدَدًا وَأَمْرَاضًا رَدِيئَةً، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْغِذَاءُ رَدِيئًا غَلِيظًا. وَفِي أَثَرٍ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ دَوَاءٌ، وَعَلَى الشِّبَعِ دَاءٌ، وَفِي سَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ شِفَاءٌ» .

وَاخْتِيَارُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِلْحِجَامَةِ، فِيمَا إِذَا كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ وَالتَّحَرُّزِ مِنَ الْأَذَى، وَحِفْظًا لِلصِّحَّةِ. وَأَمَّا فِي مُدَاوَاةِ الْأَمْرَاضِ، فَحَيْثُمَا وُجِدَ الِاحْتِيَاجُ إِلَيْهَا وَجَبَ اسْتِعْمَالُهَا. وَفِي قَوْلِهِ: «لَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ» ، دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي لِئَلَّا يتبيغ، فحذف حرف الجرمع (أَنْ) ، ثُمَّ حُذِفَتْ (أَنْ) . وَالتَّبَيُّغُ: الْهَيَجُ، وَهُوَ مَقْلُوبُ الْبَغْيِ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ بَغْيُ الدَّمِ وَهَيَجَانُهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ كَانَ يحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر.

---

(1) أخرجه الترمذي في الطب وقال حديث حسن غريب، ورجاله ثقات

(2) أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف في سنده النهاس بن قهم

এ প্রসঙ্গে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর ঘাড়ের উভয় পাশের রগ (আল-আখদাআইন) এবং কাঁধের মাঝামাঝি পিঠের উপরিভাগে (আল-কাহিল) হিজামা করাতেন। তিনি সাধারণত চান্দ্র মাসের ১৭, ১৯ এবং ২১ তারিখে হিজামা করাতেন।

‘সুনান ইবনে মাজাহ’-তে আনাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: “যে ব্যক্তি হিজামা করাতে চায়, সে যেন ১৭, ১৯ অথবা ২১ তারিখ অন্বেষণ করে। তোমাদের কারো রক্ত যেন এমনভাবে উথলে না ওঠে (তাবাইয়ুগ) যা তাকে মেরে ফেলতে পারে।”

‘সুনান আবু দাউদ’-এ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: “যে ব্যক্তি ১৭, ১৯ বা ২১ তারিখে হিজামা করাবে, তা সকল রোগের জন্য আরোগ্য স্বরূপ।” এর অর্থ হলো, রক্তাধিক্য বা রক্তচাপের কারণে সৃষ্ট প্রতিটি রোগের জন্য আরোগ্য।

এই হাদিসগুলো চিকিৎসকদের সর্বসম্মত মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মাসের দ্বিতীয়ার্ধে এবং এর পরবর্তী তৃতীয় চতুর্থাংশে হিজামা করা মাসের শুরু বা শেষের তুলনায় অধিক উপকারী। তবে যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মাসের শুরুতে হোক বা শেষে—যেকোনো সময় এটি গ্রহণ করলে উপকার পাওয়া যায়।

খল্লাল বলেন: আমাকে ইসমাহ বিন ইসাম জানিয়েছেন, তিনি বলেন যে আমাদের নিকট হাম্বল বর্ণনা করেছেন: আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) যখনই রক্তাধিক্য বা রক্তের উত্তেজনা অনুভব করতেন, তখনই হিজামা করাতেন, তা যে সময়ই হোক না কেন।

‘আল-কানুন’ গ্রন্থের প্রণেতা (ইবনে সিনা) বলেছেন: দিনের বেলা হিজামা করার উপযুক্ত সময় হলো দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহর। গোসলের পর হিজামা করা পরিহার করা উচিত, তবে যার রক্ত অত্যন্ত ঘন, তার ক্ষেত্রে প্রথমে গোসল করে নেওয়া আবশ্যক, এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর হিজামা করবে। সমাপ্ত।

চিকিৎসকদের মতে ভরা পেটে হিজামা করা অপছন্দনীয়; কেননা এতে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা (সাদাদ) ও জটিল ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে, বিশেষ করে যদি আহার্য খাবারটি নিম্নমানের ও গুরুপাক হয়। একটি বর্ণনায় (আসার) এসেছে: “খালি পেটে হিজামা করা ওষুধ স্বরূপ, ভরা পেটে রোগ স্বরূপ এবং মাসের ১৭ তারিখে এটি আরোগ্য দানকারী।”

হিজামার জন্য এই বিশেষ সময়গুলো নির্বাচন করা মূলত সতর্কতা অবলম্বন এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। তবে রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে, তখনই তা করা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: “তোমাদের কারো রক্ত যেন এমনভাবে উথলে না ওঠে যা তাকে মেরে ফেলতে পারে”—একথাটি এরই প্রমাণ বহন করে। অর্থাৎ ‘যাতে রক্ত উথলে না ওঠে’ সেই উদ্দেশ্যে (আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এখানে অব্যয় ও ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে)।

‘তাবাইয়ুগ’ শব্দের অর্থ হলো রক্তচাপের তীব্রতা বা রক্তের উত্তেজনা, যা ‘বাগয়ি’ (অবাধ্যতা/সীমালঙ্ঘন) শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং একই অর্থ প্রকাশ করে; কেননা এটি হলো

রক্তের সীমালঙ্ঘন ও উত্তেজনা। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আহমদ (রহ.) মাসের যেকোনো সময় প্রয়োজন অনুযায়ী হিজামা করাতেন।

(১) তিরমিজি একে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান গরিব হাদিস বলেছেন; এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।
(২) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন, তবে এর সনদে আন-নাহাস বিন কাহম থাকার কারণে এটি দুর্বল।

(ص: 47)الطب النبوي لابن القيم

فصل [في وقت الحجامة]
وَأَمَّا اخْتِيَارُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ، فَقَالَ الخلال في «جامعه» : أخبرنا حرب ابن إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لأحمد تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَ: قَدْ جَاءَ فِي الْأَرْبِعَاءِ وَالسَّبْتِ.
وَفِيهِ: عَنِ الحسين بن حسان، أَنَّهُ سَأَلَ أبا عبد الله عَنِ الْحِجَامَةِ: أَيَّ يَوْمٍ تُكْرَهُ؟ فَقَالَ: فِي يَوْمِ السَّبْتِ، وَيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، وَيَقُولُونَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَرَوَى الْخَلَّالُ، عَنْ أبي سلمة وأبي سعيد المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:
«مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ، فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ أَوْ بَرَصٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» «1» .
وَقَالَ الخلال: أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن جعفر، أَنَّ يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سُئِلَ أحمد عَنِ النَّوْرَةِ وَالْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؟ فَكَرِهَهَا. وَقَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ تَنَوَّرَ وَاحْتَجَمَ يَعْنِي يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ. قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ تَهَاوَنَ بِالْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَفِي كِتَابِ «الْأَفْرَادِ» لِلدَّارَقُطْنِيِّ، مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ لِي عبد الله بن عمر: تَبَيَّغَ بِي الدَّمُ «2» ، فَابْغِ لِي حَجَّامًا، وَلَا يَكُنْ صَبِيًّا وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْحِجَامَةُ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، وَالْعَاقِلَ عَقْلًا، فَاحْتَجِمُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا تَحْتَجِمُوا الْخَمِيسَ، وَالْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَاحْتَجِمُوا الِاثْنَيْنِ، وَمَا كَانَ مِنْ جُذَامٍ وَلَا بَرَصٍ، إِلَّا نَزَلَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ» .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ زياد بن يحيى وَقَدْ رَوَاهُ أيوب عَنْ نافع، وَقَالَ فِيهِ: «وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ، وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.

وَقَدْ رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي بكرة، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يرقأ فيها الدّم» «3»

---

(1) أخرجه البيهقي والحاكم وفي سند هذا الحديث سليمان بن أرقم وهو متروك

(2) «تبيغ بي الدم» البيغ: ثوران الدم: أخرجه ابن ماجه والحاكم

(3) أخرجه أبو داود

অনুচ্ছেদ: [হিজামার সময় সম্পর্কে]

আর হিজামার জন্য সপ্তাহের দিনগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল-খলাল তার 'জামে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: হারব ইবনে ইসমাঈল আমাদের জানিয়েছেন, তিনি বলেন: আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো নির্দিষ্ট দিনে কি হিজামা করা অপছন্দনীয়? তিনি বললেন: বুধবার ও শনিবার সম্পর্কে (নিষেধাজ্ঞা) বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে হুসাইন ইবনে হাসসান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমাদ) হিজামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কোন দিন হিজামা করা অপছন্দনীয়? তিনি উত্তর দিলেন: শনিবার এবং বুধবার; আর লোকে জুমার দিনের কথাও বলে থাকে।

আল-খলাল আবু সালামাহ ও আবু সাঈদ আল-মাকবুরি সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

«যে ব্যক্তি বুধবার বা শনিবার হিজামা করল এবং ফলে সে শ্বেতী বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলো, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে তিরস্কার না করে» (১)।

আল-খলাল বলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে জাফর আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, ইয়াকুব ইবনে বাখতান তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইমাম আহমাদকে শনিবার ও বুধবার নূরা (লোমনাশক চুন) ব্যবহার এবং হিজামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি তা অপছন্দ করেছেন। তিনি বললেন:

এক ব্যক্তির খবর আমার কাছে পৌঁছেছে যে, সে বুধবার নূরা ব্যবহার করেছিল এবং হিজামা করিয়েছিল, ফলে সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আমি তাকে বললাম:

মনে হচ্ছে সে হাদিসটিকে অবজ্ঞা করেছিল? তিনি বললেন: হ্যাঁ।

দারা কুতনির 'আল-আফরাদ' গ্রন্থে নাফে' বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আমাকে বললেন: আমার রক্ত উথলে উঠেছে (তাবিইয়্যুগ) (২), আমার জন্য একজন হিজামাকারী খুঁজে দাও; সে যেন কিশোর না হয় আবার অতি বৃদ্ধও না হয়। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: «হিজামা মুখস্থকারীর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং বুদ্ধিমানের বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নামে হিজামা গ্রহণ করো; তবে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার হিজামা করো না। তোমরা সোমবার হিজামা করো। আর কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগের প্রাদুর্ভাব বুধবারেই হয়ে থাকে»।

দারা কুতনি বলেন: যিয়াদ ইবনে ইয়াহইয়া এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে আইয়ুব এটি নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বলেছেন:

«তোমরা সোমবার ও মঙ্গলবার হিজামা করো এবং বুধবার হিজামা করো না»।

আবু দাউদ তার 'সুনান' গ্রন্থে আবু বাকরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মঙ্গলবার হিজামা করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «মঙ্গলবার হলো রক্তের দিন, এবং তাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন রক্ত বন্ধ হয় না» (৩)

---

(১) বায়হাকি ও হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন, তবে এই হাদিসের সনদে সুলাইমান ইবনে আরকাম রয়েছেন যিনি একজন পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী।

(২) "রক্ত উথলে ওঠা" (তাবিইয়্যুগ): এর অর্থ হলো রক্তের প্রবল আলোড়ন; ইবনে মাজাহ ও হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ

وَفِي ضِمْنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ اسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي، وَاسْتِحْبَابُ الْحِجَامَةِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَالُ، وَجَوَازُ احْتِجَامِ الْمُحْرِمِ، وَإِنْ آلَ إِلَى قَطْعِ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ. وَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ نَظَرٌ، وَلَا يَقْوَى الْوُجُوبُ، وَجَوَازُ احْتِجَامِ الصَّائِمِ، فَإِنَّ فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» «1» . وَلَكِنْ هَلْ يُفْطِرُ بِذَلِكَ، أَمْ لَا؟ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى، الصَّوَابُ: الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ، لِصِحَّتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ، وَأَصَحُّ مَا يُعَارَضُ بِهِ حَدِيثُ حِجَامَتِهِ وَهُوَ صَائِمٌ؛ وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْفِطْرِ إلا بعد أربعة أموره أَحَدُهَا: أَنَّ الصَّوْمَ كَانَ فَرْضًا. الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ احْتَاجَ مَعَهُ إِلَى الْحِجَامَةِ. الرَّابِعُ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» «2» .

فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ الْأَرْبَعُ، أَمْكَنَ الِاسْتِدْلَالُ بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَقَاءِ الصَّوْمِ مَعَ الْحِجَامَةِ، وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ نَفْلًا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهَا، أَوْ مِنْ رَمَضَانَ لَكِنَّهُ فِي السَّفَرِ، أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ، لَكِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا كَمَا تَدْعُو حَاجَةُ مَنْ بِهِ مَرَضٌ إِلَى الْفِطْرِ، أَوْ يَكُونُ فَرْضًا مِنْ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهَا، لَكِنَّهُ مُبْقًى عَلَى الْأَصْلِ. وَقَوْلُهُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ، نَاقِلٌ وَمُتَأَخِّرٌ، فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ الْأَرْبَعِ، فَكَيْفَ بِإِثْبَاتِهَا كُلِّهَا.

وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِئْجَارِ الطَّبِيبِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ إِجَارَةٍ، بَلْ يُعْطِيهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، أَوْ مَا يُرْضِيهِ.

وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّكَسُّبِ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطِيبُ لِلْحُرِّ أَكْلُ أُجْرَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ أَجْرَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ أَكْلِهِ، وَتَسْمِيَتُهُ إِيَّاهُ خَبِيثًا كَتَسْمِيَتِهِ لِلثُّومِ وَالْبَصَلِ خَبِيثَيْنِ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ تحريمهما.

---

(1) أخرجه البخاري

(2) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن توبان وهو متواتر: قال القاضي البيضاوي: ذهب إلى ظاهر الخبر جمع فقالوا: بفطرهما منهم أحمد وذهب الأكثر للكراهة، وصحة الصوم، وحملوا الخبر على التشديد، وذهب قوم إلى منسوخ.

পরিচ্ছেদ

পূর্বোক্ত এই হাদিসগুলোর বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হলো চিকিৎসা গ্রহণ মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) হওয়া এবং শিঙা লাগানো মুস্তাহাব হওয়া। আর শিঙা শরীরের সেই স্থানেই লাগানো হবে যেখানে পরিস্থিতি দাবি করে। এ ছাড়া মুহরিম (ইহরামকারী) ব্যক্তির জন্য শিঙা লাগানো বৈধ, যদিও এর ফলে কিছু চুল কেটে ফেলতে হয়, তবে তাও বৈধ। আর তার ওপর ফিদিয়া (বিনিময়) ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে এবং ওয়াজিব হওয়ার মতটি শক্তিশালী নয়। এ ছাড়া রোজাদারের জন্য শিঙা লাগানো বৈধ হওয়াও প্রমাণিত, কেননা 'সহিহ আল-বুখারি'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোজা রাখা অবস্থায় শিঙা লাগিয়েছিলেন (১)। কিন্তু এর দ্বারা রোজা ভেঙে যাবে কি না, তা একটি স্বতন্ত্র মাসআলা (বিষয়)। সঠিক মত হলো: শিঙা লাগানোর ফলে রোজা ভেঙে যায়। কেননা এর স্বপক্ষে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহিহ বর্ণনা রয়েছে যার কোনো শক্তিশালী বিরোধী নেই। এর বিপরীতে সবচেয়ে শক্তিশালী যে দলিলটি পেশ করা হয়, তা হলো রোজা অবস্থায় তাঁর শিঙা লাগানোর হাদিসটি। কিন্তু রোজা না ভাঙার বিষয়টি কেবল চারটি শর্তের মাধ্যমেই প্রমাণিত হতে পারে—প্রথমত: সেই রোজাটি ফরজ ছিল। দ্বিতীয়ত: তিনি মুকিম (নিজ অবস্থানে থাকা অবস্থায়) ছিলেন। তৃতীয়ত: তিনি এমন কোনো রোগে আক্রান্ত ছিলেন না যার কারণে শিঙা লাগানোর প্রয়োজন পড়েছিল। চতুর্থত: এই হাদিসটি তাঁর

এই বাণীর—"শিঙা যে লাগায় এবং যার লাগানো হয় উভয়ের রোজা ভেঙে গেল"—পরবর্তী সময়ের হওয়া (২)।

যখন এই চারটি ভূমিকা বা শর্ত প্রমাণিত হবে, তখনই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্মের মাধ্যমে শিঙা লাগানো সত্ত্বেও রোজা বজায় থাকার স্বপক্ষে দলিল পেশ করা সম্ভব হবে। অন্যথায়, এমনটি হওয়ার পথে বাধা কোথায় যে সেই রোজাটি ছিল নফল—যা থেকে শিঙা লাগানো বা অন্য কোনো উপায়ে বের হওয়া (ভঙ্গ করা) বৈধ। অথবা এটি রমজানের রোজা ছিল কিন্তু সফর অবস্থায় ছিল, অথবা রমজানের রোজা ছিল মুকিম অবস্থায় কিন্তু এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল—যেমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা ভাঙার প্রয়োজন দেখা দেয়। অথবা এটি রমজানের ফরজ রোজা ছিল মুকিম অবস্থায় কোনো প্রয়োজন ছাড়াই, কিন্তু তা মূল হুকুমের ওপর বহাল ছিল। আর তাঁর বাণী "শিঙা যে লাগায় এবং যার লাগানো হয় উভয়ের রোজা ভেঙে গেল" হলো বিধান পরিবর্তনকারী এবং পরবর্তী সময়ের নির্দেশ, সুতরাং সেটিই অনুসরণ করা আবশ্যক। আর এই চারটি শর্তের একটিও প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই, তাহলে সবগুলো একসাথে প্রমাণ করা কীভাবে সম্ভব!

এতে চিকিৎসক বা অন্য কাউকে আনুষ্ঠানিক ইজারা (চুক্তি) ছাড়াই নিয়োগ দেওয়ার দলিল রয়েছে; বরং তাকে তার সমপরিমাণ পারিশ্রমিক (উজরাত আল-মিসল) অথবা যা তাকে সন্তুষ্ট করে তা প্রদান করা হবে।

এতে শিঙা লাগানোর পেশার মাধ্যমে উপার্জনের বৈধতার দলিল রয়েছে। যদিও স্বাধীন ব্যক্তির জন্য এই পারিশ্রমিক ভোগ করা উত্তম নয়, তবে তা হারামও নয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন এবং তাকে তা ভোগ করতে নিষেধ করেননি। আর তিনি যে এটিকে 'খবিস' (নিকৃষ্ট) বলেছেন, তা রসুন ও পেঁয়াজকে খবিস বলার মতোই, যা থেকে সেগুলোর হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

---

(১) ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং হাকেম এটি সাওবান (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটি মুতাওয়াতির (সুপ্রসিদ্ধ) পর্যায়ের হাদিস। কাজী বায়যাভী বলেন: একদল আলেম হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের দিকে গিয়েছেন এবং বলেছেন যে, শিঙা লাগানোর ফলে উভয়ের রোজা ভেঙে যাবে; ইমাম আহমদ তাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ আলেম একে মাকরুহ এবং রোজা সহিহ হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন এবং তারা এই হাদিসটিকে

সতর্কতামূলক কঠোরতা হিসেবে গণ্য করেছেন। অন্য একদল একে মানসুখ (রহিত) বলে অভিহিত করেছেন।

(ص: 49)الطب النبوي لابن القيم

وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الرَّجُلِ الْخَرَاجَ عَلَى عَبْدِهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا بِقَدْرِ طَاقَتِهِ، وَأَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا زَادَ عَلَى خَرَاجِهِ، وَلَوْ مُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ، لَكَانَ كَسْبُهُ كُلُّهُ خَرَاجًا وَلَمْ يَكُنْ لِتَقْدِيرِهِ فَائِدَةٌ، بَلْ مَا زَادَ عَلَى خَرَاجِهِ، فَهُوَ تَمْلِيكٌ من سيده له بتصرف فيه كما أراد، والله أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيِّ

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا وَكَوَاهُ عَلَيْهِ «1»

وَلَمَّا رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ حَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ «2» . وَالْحَسْمُ: هُوَ الْكَيُّ.

وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ حَسَمَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ.

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ رُمِيَ فِي أَكْحَلِهِ بِمِشْقَصٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ فَكُوِيَ.

وَقَالَ أبو عبيد: وَقَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ نُعِتَ لَهُ الْكَيُّ، فَقَالَ: «اكْوُوهُ وَارْضِفُوهُ» «3» قَالَ أبو عبيد: الرَّضْفُ الْحِجَارَةُ تُسَخَّنُ، ثُمَّ يُكْمَدُ بِهَا.

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا سفيان، عَنْ أَبِي الزبير، عَنْ جابر، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَاهُ فِي أَكْحَلِهِ.

وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» مِنْ حَدِيثِ أنس، أَنَّهُ كُوِيَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حيّ «4» .

---

(1) أخرجه مسلم في السلام

(2) أخرجه مسلم وأحمد

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف.

(4) أخرجه البخاري في الطب: باب ذات الجنب

এবং এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তির জন্য তার দাসের ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে কর (খরাজ) ধার্য করা জায়েজ। আর এই ধার্যকৃত করের অতিরিক্ত যা থাকবে, তাতে দাসের মালিকানা বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। যদি তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, তবে তার পুরো উপার্জনই কর হিসেবে গণ্য হতো এবং কর নির্ধারণ করার কোনো সার্থকতা থাকতো না। বরং করের অতিরিক্ত অংশটুকু তার মালিক কর্তৃক তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে সে তার ইচ্ছানুযায়ী তা ব্যয় করতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

শিরা কর্তন এবং দাগ দেওয়া (কায়্যি) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস থেকে 'সহীহ' (মুসলিম)-এ প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট একজন চিকিৎসক পাঠান। সেই চিকিৎসক উবাইয়ের একটি শিরা কেটে দেন এবং তার ওপর দাগ (কাউটারি) দেন। «১»

যখন সাদ ইবনে মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতের মাঝের শিরায় (আকহাল) আঘাত করা হয়েছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পুড়িয়ে রক্ত বন্ধ করেন (হাসামা),

এরপর যখন তা ফুলে গেল, তখন তিনি দ্বিতীয়বার পুড়িয়ে রক্ত বন্ধ করেন। «২» আর 'আল-হাসম' হলো রক্ত বন্ধ করার জন্য দাগ দেওয়া বা পুড়িয়ে দেওয়া।

অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতের মাঝের শিরায় একটি প্রশস্ত তীরের ফলক (মিশাকাস) দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন, এরপর সাদ ইবনে মুআয বা তাঁর অন্য কোনো সাথী তা পুড়িয়ে রক্ত বন্ধ করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: আনসারদের এক ব্যক্তি তার হাতের মাঝের শিরায় একটি তীরের ফলক দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাগ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

আবু উবাইদ বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো যার জন্য দাগ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন: "তাকে দাগ দাও এবং গরম পাথর ব্যবহার করো (রাদফ)।" «৩» আবু উবাইদ বলেন: 'রাদফ' হলো সেই পাথর যা উত্তপ্ত করা হয় এবং এরপর তা দিয়ে সেঁক দেওয়া হয়।

ফজল ইবনে দুকাইন বলেন: সুফিয়ান আমাদের নিকট আবু যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের মাঝের শিরায় দাগ দিয়েছিলেন।

'সহীহ বুখারী'তে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে পার্শ্বশূল বা প্লুরিসি (জাতুল জানব) রোগের কারণে তাঁকে দাগ দেওয়া হয়েছিল। «৪»

---

(১) মুসলিম 'আস-সালাম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি মুসলিম ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

(৩) এটি আবদুর রাজ্জাক 'আল-মুসান্নাফ'-এ বর্ণনা করেছেন।

(৪) বুখারী এটি চিকিৎসা পর্বে বর্ণনা করেছেন: পার্শ্বশূল (জাতুল জানব) অধ্যায়।

وَفِي الترمذي، عَنْ أنس، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ» «1» ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَفِيهِ «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» .

وَفِي «جَامِعِ الترمذي» وَغَيْرِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْكَيِّ قَالَ: فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا، وَلَا أَنْجَحْنَا. وَفِي لَفْظٍ: نُهِينَا عَنِ الْكَيِّ وَقَالَ:

فَمَا أَفْلَحْنَ وَلَا أَنْجَحْنَ «2» .

قَالَ الخطابي: إِنَّمَا كَوَى سعدا لِيَرْقَأَ الدَّمَ مِنْ جُرْحِهِ، وَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِفَ فَيَهْلَكَ. وَالْكَيُّ مُسْتَعْمَلٌ فِي هَذَا الْبَابِ، كَمَا يُكْوَى مَنْ تُقْطَعُ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ.

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْكَيِّ، فَهُوَ أَنْ يَكْتَوِيَ طَلَبًا لِلشِّفَاءِ، وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكْتَوِ، هَلَكَ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ لِأَجْلِ هَذِهِ النِّيَّةِ.

وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ كَانَ بِهِ نَاصُورٌ، وَكَانَ مَوْضِعُهُ خَطَرًا، فَنَهَاهُ عَنْ كَيِّهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ مُنْصَرِفًا إِلَى الْمَوْضِعِ الْمُخَوَّفِ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ ابن قتيبة: الْكَيُّ جِنْسَانِ: كَيُّ الصَّحِيحِ لِئَلَّا يَعْتَلَّ، فَهَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ: لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اكْتَوَى، لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ الْقَدَرَ عَنْ نَفْسِهِ.

وَالثَّانِي: كَيُّ الْجُرْحِ إِذَا نَغِلَ، وَالْعُضْوِ إِذَا قُطِعَ، فَفِي هَذَا الشِّفَاءُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْكَيُّ لِلتَّدَاوِي الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَنْجَعَ، وَيَجُوزُ ألاينجع، فَإِنَّهُ إِلَى الْكَرَاهَةِ أَقْرَبُ. انْتَهَى.

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» فِي حَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ أَنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» «3» .

فَقَدْ تَضَمَّنَتْ أَحَادِيثُ الْكَيِّ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ، أَحَدُهَا: فِعْلُهُ؛ وَالثَّانِي: عَدَمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ، وَالثَّالِثُ: الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ، وَالرَّابِعُ: النَّهْيُ عَنْهُ، وَلَا تعارض بينهما بِحَمْدِ اللَّهِ

تَعَالَى، فَإِنَّ فِعْلَهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، وَعَدَمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى المنع منه. وأما الثناء على

---

(1) أخرجه الترمذي- «الشوكة» داء معروف- انظر القاموس

(2) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه

(3) أخرجه البخاري ومسلم

তিরমিজীতে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) আস'আদ বিন যুরারাকে 'শওকা' (এক প্রকার চর্মরোগ) থেকে আরোগ্যের জন্য সেঁক বা দাগ (কাই) দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে মুত্তাফাকুন আলাইহি (সর্বসম্মত) একটি হাদিস অতিক্রান্ত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে: "আমি সেঁক নেওয়া পছন্দ করি না"। অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে: "আমি আমার উম্মতকে সেঁক বা দাগ দেওয়া থেকে নিষেধ করছি।"

'জামে তিরমিজী' এবং অন্যান্য গ্রন্থে ইমরান বিন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সেঁক দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি (ইমরান) বলেন: আমরা বিপদে পড়েছিলাম এবং সেঁক দিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা সফল বা কামিয়াব হইনি। অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে: আমাদের সেঁক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি বলেন:

ফলে আমরা সফল হইনি এবং কামিয়াবও হইনি।

ইমাম খাত্তাবি (রহ.) বলেন: তিনি মূলত আস'আদকে সেঁক দিয়েছিলেন যেন তার ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে রক্তক্ষরণের ফলে সে মারা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সেঁক দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যেমন হাত বা পা কেটে ফেলা ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেঁক দেওয়া হয়।

আর সেঁক দেওয়া থেকে যে নিষেধ করা হয়েছে, তা মূলত আরোগ্য লাভের আশায় সেঁক গ্রহণের ক্ষেত্রে। তারা বিশ্বাস করত যে, যদি তারা সেঁক না নেয় তবে ধ্বংস হয়ে যাবে; তাই তাদের এই ভুল সংকল্প বা বিশ্বাসের কারণে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, নবী (সা.) বিশেষভাবে ইমরান বিন হুসাইনকে (রা.) নিষেধ করেছিলেন, কারণ তার 'নাসুর' (এক প্রকার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত) ছিল এবং সেটির স্থান ছিল অত্যন্ত

ঝুঁকিপূর্ণ। তাই তিনি তাকে সেখানে সেঁক দিতে নিষেধ করেছিলেন। সম্ভবত এই নিষেধ সেই বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের ক্ষেত্রেই ছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইবনে কুতাইবা (রহ.) বলেন: সেঁক বা দাগ দেওয়া দুই প্রকার। প্রথমটি হলো সুস্থ অবস্থায় সেঁক নেওয়া যাতে অসুস্থ না হয়; এই প্রকারের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে:

যে ব্যক্তি সেঁক দিল সে তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) করল না; কারণ সে এর মাধ্যমে নিজের থেকে তাকদীরকে প্রতিহত করতে চায়।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: ক্ষতে পচন ধরলে বা কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হলে সেখানে সেঁক দেওয়া; এই ক্ষেত্রে আরোগ্য নিহিত রয়েছে।

তবে যখন সেঁক দেওয়া এমন চিকিৎসার জন্য হয় যার ফলাফল অনিশ্চিত (কাজ করতেও পারে আবার নাও করতে পারে), তখন সেটি মাকরুহ বা অপছন্দনীয় হওয়ার কাছাকাছি। সমাপ্ত।

'সহীহ' গ্রন্থে সেই সত্তর হাজার মানুষের হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে—তারা হলো সেই সব লোক যারা মন্ত্রপুত ঝাড়ফুঁক (রুকইয়া) কামনা করে না, সেঁক নেয় না, অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করে না এবং তাদের রবের ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করে। সুতরাং সেঁক দেওয়া সংক্রান্ত হাদিসগুলো চার ধরনের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: প্রথমত, নবী (সা.)-এর নিজের আমল; দ্বিতীয়ত, এটি তার পছন্দ না করা; তৃতীয়ত, যারা এটি বর্জন করে তাদের প্রশংসা করা; এবং চতুর্থত, এটি থেকে নিষেধ করা। আল্লাহর প্রশংসার সাথে বলা যায় যে, এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ তাঁর আমল এর বৈধতা প্রমাণ করে, আর তাঁর অপছন্দ করা এটি হারাম হওয়া বোঝায় না। আর যারা এটি বর্জন করে তাদের প্রশংসা করা...

---

(১) তিরমিজী এটি বর্ণনা করেছেন। 'শওকা' একটি পরিচিত ব্যাধি - দেখুন আল-কামুস।

(২) তিরমিজী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

تَارِكِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَأَفْضَلُ. وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهُ، فَعَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ وَالْكَرَاهَةِ، أَوْ عَنِ النَّوْعِ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، بَلْ يُفْعَلُ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ الدَّاءِ، وَاللَّهُ أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الصَّرَعِ

أَخْرَجَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكِ أَنْ يُعَافِيَكِ» ، فَقَالَتْ: أصبر. قالت فإني أتكشّف، فادع الله ألاأتكشف، فَدَعَا لَهَا «1»

قُلْتُ: الصَّرَعُ صَرَعَانِ: صَرَعٌ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَصَرَعٌ مِنَ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيئَةِ. وَالثَّانِي: هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ الْأَطِبَّاءُ فِي سَبَبِهِ وَعِلَاجِهِ.

وَأَمَّا صَرَعُ الْأَرْوَاحِ، فَأَئِمَّتُهُمْ وَعُقَلَاؤُهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِهِ، وَلَا يَدْفَعُونَهُ، وَيَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ عِلَاجَهُ بِمُقَابَلَةِ الْأَرْوَاحِ الشَّرِيفَةِ الْخَيِّرَةِ الْعُلْوِيَّةِ لِتِلْكَ الْأَرْوَاحِ الشِّرِّيرَةِ الْخَبِيثَةِ، فَتُدَافِعُ آثَارَهَا، وَتُعَارِضُ أَفْعَالَهَا وَتُبْطِلُهَا، وقد نص على ذلك بقراط فِي بَعْضِ كُتُبِهِ، فَذَكَرَ بَعْضَ عِلَاجِ الصَّرَعِ، وَقَالَ: هَذَا إِنَّمَا يَنْفَعُ مِنَ الصَّرَعِ الَّذِي سَبَبُهُ الْأَخْلَاطُ وَالْمَادَّةُ. وَأَمَّا الصَّرَعُ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْأَرْوَاحِ، فَلَا يَنْفَعُ فِيهِ هَذَا الْعِلَاجُ.

وَأَمَّا جَهَلَةُ الْأَطِبَّاءِ وَسَقَطُهُمْ وَسِفْلَتُهُمْ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ بالزندقة فضيلة، فأولئك يُنْكِرُونَ صَرَعَ الْأَرْوَاحِ، وَلَا يُقِرُّونَ بِأَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي بَدَنِ الْمَصْرُوعِ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ إِلَّا الْجَهْلُ، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الصِّنَاعَةِ الطِّبِّيَّةِ مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ، وَالْحِسُّ وَالْوُجُودُ شَاهِدٌ بِهِ، وَإِحَالَتُهُمْ ذَلِكَ على غلبة بعض الأخلاط، وصادق فِي بَعْضِ أَقْسَامِهِ لَا فِي كُلِّهَا.

وَقُدَمَاءُ الْأَطِبَّاءِ كَانُوا يُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَعَ: الْمَرَضَ الْإِلَهِيَّ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مِنَ الْأَرْوَاحِ، وَأَمَّا جَالِينُوسُ وَغَيْرُهُ، فَتَأَوَّلُوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا سَمَّوْهُ بِالْمَرَضِ الْإِلَهِيِّ لِكَوْنِ هَذِهِ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ فِي الرَّأْسِ، فَتَضُرُّ بِالْجُزْءِ الْإِلَهِيِّ الطَّاهِرِ الَّذِي مَسْكَنُهُ الدماغ.

(1) أخرجه البخاري في المرض ومسلم في البر والصلة

ত্যাগকারীর জন্য; যা প্রমাণ করে যে, তা বর্জন করাই অধিক উত্তম ও শ্রেয়। আর এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাটি মূলত স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া এবং অপছন্দনীয় হওয়ার ভিত্তিতে, অথবা এমন প্রকারের ক্ষেত্রে যার প্রয়োজন নেই বরং কেবল রোগ হওয়ার ভয়ে করা হয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

মৃগী রোগের চিকিৎসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের 'সহীহ' গ্রন্থে আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে জান্নাতি একজন নারী দেখাব না?" আমি বললাম, "অবশ্যই।" তিনি বললেন, "এই কৃষ্ণাঙ্গ নারীটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে আরজ করল যে, আমি মৃগী রোগে (صرع) আক্রান্ত হই এবং (অজ্ঞান অবস্থায়) আমার শরীর অনাবৃত হয়ে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন।" নবীজি বললেন: "তুমি যদি চাও তবে ধৈর্য ধারণ করতে পারো, তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে; আর তুমি যদি চাও তবে আমি আল্লাহর নিকট তোমার আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে পারি।" তখন সে বলল, "আমি ধৈর্যই ধারণ করব।" এরপর সে বলল, "অসুস্থ অবস্থায় আমার শরীর অনাবৃত হয়ে যায়, তাই আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আমার শরীর অনাবৃত না হয়।" তখন নবীজি তার জন্য দোয়া করলেন।

আমি বলছি: মৃগী রোগ দুই প্রকারের: এক প্রকার হলো পার্থিব দুষ্ট আত্মা (أرواح خبيثة) থেকে সৃষ্ট, আর অন্যটি হলো দেহের মন্দ উপাদান বা বিকৃত শারীরিক রস (أخلاط رديئة) থেকে উদ্ভূত। চিকিৎসাবিদগণ দ্বিতীয় প্রকারের কারণ ও চিকিৎসা নিয়েই মূলত আলোচনা করেন।

আর আত্মিক বা রূহানি মৃগীর বিষয়টি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান চিকিৎসকরা স্বীকার করেন এবং তারা তা অস্বীকার করেন না। তারা স্বীকার করেন যে, এর চিকিৎসা হলো সেই দুষ্ট ও অপবিত্র আত্মাগুলোর বিপরীতে পবিত্র, কল্যাণকামী ও উচ্চতর আত্মাগুলোর প্রভাব বিস্তার করা, যাতে তাদের কুপ্রভাব প্রতিরোধ করা যায় এবং তাদের ক্রিয়া-কলাপ নস্যাৎ ও বাতিল করা যায়। হিপোক্রেটিস (بقراط) তাঁর কোনো এক গ্রন্থে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি মৃগী রোগের কিছু চিকিৎসার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন: "এসব কেবল সেই মৃগী রোগের ক্ষেত্রেই উপকারী যার কারণ হলো দেহের মন্দ রস বা উপাদান। আর যে মৃগী রোগ আত্মার প্রভাবে হয়ে থাকে, তাতে এই চিকিৎসা কোনো কাজে আসে না।"

পক্ষান্তরে মূর্খ, অযোগ্য ও নিম্নস্তরের চিকিৎসকরা, যারা ধর্মহীনতাকে (زندقة) পাণ্ডিত্য মনে করে, তারা আত্মার প্রভাবজনিত মৃগীকে অস্বীকার করে। তারা স্বীকার করে না যে, আত্মা আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে কোনো প্রভাব ফেলে। তাদের এই অস্বীকৃতির মূলে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন কোনো অকাট্য যুক্তি নেই যা এই বিষয়টিকে নাকচ করে দেয়; বরং ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা এর পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে। তাদের সবকিছুকে কেবল দেহের উপাদানের আধিক্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক হলেও সব ক্ষেত্রে সঠিক নয়।

প্রাচীন চিকিৎসকরা এই মৃগী রোগকে ‘ঐশ্বরিক ব্যাধি’ (المرض الإلهي) বলে অভিহিত করতেন এবং তারা বলতেন যে এটি আত্মার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তবে গ্যালেন (جالينوس) ও অন্যান্যরা এই নামকরণের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে, একে ঐশ্বরিক ব্যাধি বলা হতো কারণ এই সমস্যাটি মাথায় উৎপন্ন হয় এবং এটি শরীরের সেই পবিত্র ও ঐশ্বরিক অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যার আধার হলো মস্তিষ্ক।

---

(১) বুখারী ‘রোগ’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘সদাচরণ ও সুসম্পর্ক’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَهَذَا التَّأْوِيلُ نَشَأَ لَهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ بِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَأَحْكَامِهَا، وَتَأْثِيرَاتِهَا، وَجَاءَتْ زَنَادِقَةُ الْأَطِبَّاءِ فَلَمْ يُثْبِتُوا إِلَّا صَرْعَ الْأَخْلَاطِ وَحْدَهُ.

وَمَنْ لَهُ عَقْلٌ وَمَعْرِفَةٌ بِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَتَأْثِيرَاتِهَا يَضْحَكُ مِنْ جَهْلِ هَؤُلَاءِ وَضَعْفِ عُقُولِهِمْ.

وَعِلَاجُ هَذَا النَّوْعِ يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ: أَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الْمَصْرُوعِ، وَأَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الْمُعَالِجِ، فَالَّذِي مِنْ جِهَةِ الْمَصْرُوعِ يَكُونُ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ، وَصِدْقِ تَوَجُّهِهِ إِلَى فَاطِرِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَبَارِئِهَا، وَالتَّعَوُّذِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَدْ تَوَاطَأَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ، فَإِنَّ هَذَا نَوْعُ مُحَارَبَةٍ، وَالْمُحَارِبُ لَا يَتِمُّ لَهُ الِانْتِصَافُ مِنْ عَدُوِّهِ بِالسِّلَاحِ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: أَنْ يَكُونَ السِّلَاحُ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ جَيِّدًا، وَأَنْ يَكُونَ السَّاعِدُ قَوِيًّا، فَمَتَى تَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُغْنِ السِّلَاحُ كَثِيرَ طَائِلٍ، فَكَيْفَ إِذَا عُدِمَ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا: يَكُونُ الْقَلْبُ خَرَابًا مِنَ التَّوْحِيدِ، وَالتَّوَكُّلِ، وَالتَّقْوَى، وَالتَّوَجُّهِ، وَلَا سِلَاحَ لَهُ.

وَالثَّانِي: مِنْ جِهَةِ الْمُعَالِجِ، بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ هَذَانِ الْأَمْرَانِ أَيْضًا، حَتَّى إِنَّ مِنَ الْمُعَالِجِينَ مَنْ يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ: «اخْرُجْ مِنْهُ» . أَوْ بِقَوْلِ: «بِسْمِ اللَّهِ» ، أَوْ بِقَوْلِ «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ» «1» .

وَشَاهَدْتُ شَيْخَنَا يُرْسِلُ إِلَى الْمَصْرُوعِ مَنْ يُخَاطِبُ الرُّوحَ الَّتِي فِيهِ، وَيَقُولُ: قَالَ لَكِ الشَّيْخُ: اخْرُجِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ، فَيُفِيقُ الْمَصْرُوعُ، وَرُبَّمَا خَاطَبَهَا بِنَفْسِهِ، وَرُبَّمَا كَانَتِ الرُّوحُ مَارِدَةً فَيُخْرِجُهَا بِالضَّرْبِ، فَيُفِيقُ الْمَصْرُوعُ وَلَا يَحُسُّ بِأَلَمٍ، وَقَدْ شَاهَدْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا مِنْهُ ذَلِكَ مِرَارًا.

وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المضروع: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لَا تُرْجَعُونَ «2»

وَحَدَّثَنِي أَنَّهُ قَرَأَهَا مَرَّةً فِي أُذُنِ الْمَصْرُوعِ، فَقَالَتِ الرُّوحُ: نَعَمْ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

قَالَ: فَأَخَذْتُ لَهُ عَصًا، وَضَرَبْتُهُ بِهَا فِي عُرُوقِ عُنُقِهِ حَتَّى كَلَّتْ يَدَايَ مِنَ الضَّرْبِ، وَلَمْ يشكّ الحاضرون أنه يموت لذلك الضربة ففي أثناء الضرب قالت: «أنا أحبّه.

---

(1) أخرجه الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2) المؤمنون- 115- ومعنى الآية: أي خلقناكم لنتعبدكم في الأمر والنهي وترجعون إلينا ونجازي على ذلك

এই ব্যাখ্যাটি তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে এই সকল রূহ (আত্মা) এবং এদের স্বরূপ ও প্রভাব সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে। বস্তুত একদল অবিশ্বাসী চিকিৎসক আবির্ভূত হয়েছে যারা কেবল শারীরবৃত্তীয় তরলের (আখলাত) ভারসাম্যহীনতাজনিত মৃগীরোগ ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করে না।

আর যার নূন্যতম বুদ্ধি এবং এই সকল রূহ ও তাদের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে, সে এদের অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতা দেখে উপহাস করবে।

এই প্রকারের (মৃগীরোগের) চিকিৎসা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল: একটি রোগীর পক্ষ থেকে, আর অন্যটি চিকিৎসকের পক্ষ থেকে। রোগীর পক্ষ থেকে করণীয় হলো তার আত্মার দৃঢ়তা, এসব রূহের স্রষ্টা ও সৃজনকর্তার প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগ এবং সঠিক পন্থায় আশ্রয় প্রার্থনা—যেখানে অন্তর ও রসনার পূর্ণ সমন্বয় থাকবে। কেননা এটি এক ধরনের যুদ্ধ। আর একজন যোদ্ধার পক্ষে কেবল তখনই শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করা সম্ভব যখন দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকে: প্রথমত, অস্ত্রটি নিজে সঠিক ও মানসম্মত হওয়া এবং দ্বিতীয়ত, যোদ্ধার বাহু শক্তিশালী হওয়া। এই দুটির কোনো একটির অভাব হলে অস্ত্র খুব একটা কাজে আসে না। তাহলে অবস্থা কেমন হবে যদি উভয়টিরই অভাব থাকে? অর্থাৎ যখন অন্তর তাওহীদ, তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা), তাকওয়া ও আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া থেকে রিক্ত থাকে এবং তার কাছে কোনো (আত্মিক) অস্ত্রও না থাকে।

দ্বিতীয়ত: চিকিৎসকের পক্ষ থেকে করণীয় হলো, তার মাঝেও এই দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে। এমনকি কোনো কোনো চিকিৎসক কেবল ‘বেরিয়ে যা’ কিংবা ‘আল্লাহর নামে’ অথবা ‘আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো সামর্থ্য ও শক্তি নেই’ (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

বলার মাধ্যমেই রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন: ‘বেরিয়ে যা হে আল্লাহর দুশমন, আমি আল্লাহর রাসূল।’

আমি আমাদের শাইখকে (ইবনে তাইমিয়্যাহ) দেখেছি যে, তিনি আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে এমন কাউকে পাঠাতেন যিনি ভেতরে থাকা রূহটিকে সম্বোধন করে বলতেন:

শাইখ তোমাকে বলছেন: বেরিয়ে যাও, কারণ এটি তোমার জন্য বৈধ নয়। তখন আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যেত। কখনও কখনও তিনি নিজেই রূহটির সাথে কথা বলতেন। আবার কখনো রূহটি বিদ্রোহী হলে তিনি মারধরের মাধ্যমে তাকে বের করে দিতেন, তখন আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠত অথচ সে কোনো ব্যথাই অনুভব করত না। আমরা এবং অন্য অনেকেই তাঁর থেকে এ ধরনের ঘটনা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি।

তিনি প্রায়শই আক্রান্ত ব্যক্তির কানে পাঠ করতেন: ‘তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে নিরর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?’

তিনি আমাকে শুনিয়েছেন যে, একবার তিনি এটি এক আক্রান্ত ব্যক্তির কানে পাঠ করলেন, তখন রূহটি দীর্ঘ স্বরে উত্তর দিল: ‘হ্যাঁ’।

তিনি বলেন: তখন আমি একটি লাঠি নিলাম এবং তার ঘাড়ের রগগুলোতে আঘাত করতে লাগলাম, এমনকি মারতে মারতে আমার হাত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। উপস্থিত ব্যক্তিরা মনে করছিল যে, এই আঘাতের কারণেই সে মারা যাবে। আঘাতের এক পর্যায়ে রূহটি বলল: ‘আমি তাকে ভালোবাসি।’

---

(১) ইমাম আহমাদ এটি ইয়ালা বিন মুররাহ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(২) সূরা আল-মুমিনূন: ১১৫। আয়াতের অর্থ: অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে, তখন আমি এর প্রতিদান প্রদান করব।

فَقُلْتُ لَهَا: هُوَ لَا يُحِبُّكِ، قَالَتْ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ بِهِ، فَقُلْتُ لَهَا هُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ مَعَكِ، فَقَالَتْ أَنَا أَدْعُهُ كَرَامَةً لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا وَلَكِنْ طَاعَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَخْرُجُ مِنْهُ، قَالَ: فَقَعَدَ الْمَصْرُوعُ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَقَالَ: مَا جَاءَ بِي إِلَى حَضْرَةِ الشَّيْخِ، قَالُوا لَهُ: وَهَذَا الضَّرْبُ كُلُّهُ؟ فَقَالَ وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَضْرِبُنِي الشَّيْخُ وَلَمْ أُذْنِبْ، وَلَمْ يَشْعُرْ بِأَنَّهُ وَقَعَ بِهِ ضَرْبٌ الْبَتَّةَ

وَكَانَ يُعَالِجُ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِكَثْرَةِ قِرَاءَتِهَا الْمَصْرُوعَ وَمَنْ يُعَالِجُهُ بِهَا، وَبِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الصَّرَعِ، وَعِلَاجِهِ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا قَلِيلُ الْحَظِّ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَأَكْثَرُ تَسَلُّطِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ عَلَى أَهْلِهِ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ قِلَّةِ دِينِهِمْ، وَخَرَابِ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ مِنْ حَقَائِقِ الذِّكْرِ، وَالتَّعَاوِيذِ، وَالتَّحَصُّنَاتِ النَّبَوِيَّةِ وَالْإِيمَانِيَّةِ، فَتَلْقَى الرُّوحُ الْخَبِيثَةُ الرَّجُلَ أَعْزَلَ لَا سِلَاحَ مَعَهُ، وَرُبَّمَا كَانَ عُرْيَانًا فَيُؤَثِّرُ فِيهِ هَذَا.

وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ، لَرَأَيْتَ أَكْثَرَ النُّفُوسِ الْبَشَرِيَّةِ صَرْعَى هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ، وَهِيَ فِي أَسْرِهَا وَقَبْضَتِهَا تَسُوقُهَا حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا يُمْكِنُهَا الِامْتِنَاعُ عَنْهَا وَلَا مُخَالَفَتُهَا، وَبِهَا الصَّرَعُ الْأَعْظَمُ الَّذِي لَا يُفِيقُ صَاحِبُهُ إِلَّا عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ وَالْمُعَايَنَةِ، فَهُنَاكَ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ كَانَ هُوَ الْمَصْرُوعَ حَقِيقَةً، وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ.

وَعِلَاجُ هَذَا الصَّرَعِ بِاقْتِرَانِ الْعَقْلِ الصَّحِيحِ إِلَى الْإِيمَانِ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَأَنْ تَكُونَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ وَقِبْلَةَ قَلْبِهِ، وَيَسْتَحْضِرَ أَهْلَ الدُّنْيَا، وَحُلُولَ الْمَثُلَاتِ وَالْآفَاتِ بِهِمْ، وَوُقُوعَهَا خِلَالَ دِيَارِهِمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ، وَهُمْ صَرْعَى لَا يُفِيقُونَ، وَمَا أَشَدَّ دَاءَ هَذَا الصَّرَعِ، وَلَكِنْ لَمَّا عَمَّتِ الْبَلِيَّةُ بِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى إِلَّا مَصْرُوعًا، لَمْ يَصِرْ مُسْتَغْرَبًا وَلَا مُسْتَنْكَرًا، بَلْ صَارَ لِكَثْرَةِ الْمَصْرُوعِينَ عَيْنَ الْمُسْتَنْكَرِ الْمُسْتَغْرَبِ خِلَافَهُ.

فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَفَاقَ مِنْ هَذِهِ الصَّرْعَةِ، وَنَظَرَ إِلَى أَبْنَاءِ الدُّنْيَا مَصْرُوعِينَ حَوْلَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَطْبَقَ بِهِ الْجُنُونُ، وَمِنْهُمْ مَنْ

يُفِيقُ أَحْيَانًا قَلِيلَةً، وَيَعُودُ إِلَى جُنُونِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُفِيقُ مَرَّةً، وَيُجَنُّ أُخْرَى، فَإِذَا أَفَاقَ عَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ الْإِفَاقَةِ وَالْعَقْلِ، ثُمَّ يعاوده الصرع فيقع في التخبط.

আমি তাকে বললাম: সে তোমাকে ভালোবাসে না। সে বলল: আমি তার সাথে হজ্জ করতে চাই। আমি তাকে বললাম: সে তোমার সাথে হজ্জ করতে চায় না। সে বলল: আপনার সম্মানে আমি তাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: আমি বললাম: না, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যস্বরূপ। সে বলল: তবে আমি তার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বললেন: এরপর মৃগীগ্রস্ত (জিন্নগ্রস্ত) ব্যক্তিটি উঠে বসে ডানে-বামে তাকাতে লাগল এবং বলল: আমাকে শাইখের দরবারে কে নিয়ে এল? তারা তাকে বলল: তবে এই যে এত প্রহার করা হলো, তা কিসের? সে বলল: আর শাইখ আমাকে কেনই বা প্রহার করবেন অথচ আমি কোনো অপরাধ করিনি? সে বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারেনি যে তাকে প্রহার করা হয়েছে। তিনি আয়াতুল কুরসির মাধ্যমে চিকিৎসা করতেন এবং মৃগীগ্রস্ত ব্যক্তিকে ও যে তার চিকিৎসা করত তাকে অত্যধিক আয়াতুল কুরসি ও মুআউবিযাতাইন (সুরা ফালাক ও নাস) পাঠ করার নির্দেশ দিতেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মৃগী (জিন্ন স্পর্শ) এবং এর এই ধরণের চিকিৎসা জ্ঞান, বুদ্ধি ও মারেফাতের (প্রজ্ঞা) দিক থেকে অতি সামান্য অংশের অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করে না। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে খবিস রূহ বা অপবিত্র আত্মাসমূহের এই আধিপত্য তাদের ওপরই ঘটে থাকে যাদের দ্বীনদারির অভাব রয়েছে এবং যাদের অন্তর ও জিহবা যিকিরের হাকিকত (প্রকৃত বাস্তবতা), তায়াউউয (পানাহ চাওয়ার দুআ) এবং নবুওয়াতী ও ঈমানী সুরক্ষাকবচসমূহ থেকে বিচ্যুত বা জনশূন্য। ফলে অপবিত্র আত্মাটি লোকটিকে নিরস্ত্রীকৃত অবস্থায় পায় যার কাছে কোনো হাতিয়ার নেই, সম্ভবত সে উলঙ্গ অবস্থায় থাকে, তাই এটি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

যদি পর্দা উন্মোচন করা হতো, তবে আপনি দেখতে পেতেন যে অধিকাংশ মানবাত্মাই এই অপবিত্র আত্মাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ও মৃগীগ্রস্ত। তারা এদের বন্দিদশা ও কব্জায় রয়েছে যা তাদের ইচ্ছামতো চালিত করছে; তারা এগুলো থেকে বিরত থাকতে বা এর বিরোধিতা করতে সক্ষম নয়। তাদের ওপর আপতিত হয়েছে সেই মহা-মৃগী যা থেকে আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যু ও (পরকাল) দর্শনের সময় ছাড়া সজাগ হয় না। তখনই সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে মৃগীগ্রস্ত ছিল। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এই মৃগীরোগের চিকিৎসা হলো সুস্থ বুদ্ধিকে রাসূলগণের আনীত বিষয়ের ওপর ঈমানের সাথে যুক্ত করা এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে নিজ চক্ষুর সামনে ও অন্তরের কিবলা হিসেবে স্থির করা। এছাড়া দুনিয়াবাসী এবং তাদের ওপর আপতিত লাঞ্ছনা ও বিপদ-আপদসমূহকে স্মরণে রাখা, যা বৃষ্টির ফোটার মতো তাদের জনপদগুলোতে বর্ষিত হচ্ছে। অথচ তারা মৃগীগ্রস্তের মতো অচৈতন্য হয়ে আছে, তারা সজাগ হচ্ছে না। এই মৃগীরোগ কতই না কঠিন! কিন্তু যখন এই বিপদটি এতই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে চারদিকে কেবল মৃগীগ্রস্তদেরই দেখা যায়, তখন এটি আর বিস্ময়কর বা আপত্তিকর মনে হয় না। বরং অধিক সংখ্যক মৃগীগ্রস্ত হওয়ার কারণে এর বিপরীতটাই এখন আপত্তিকর ও বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সুতরাং আল্লাহ যখন কোনো বান্দার মঙ্গল চান, তখন তাকে এই মৃগী বা মোহগ্রস্থতা থেকে জাগ্রত করেন। তখন সে তার ডানে ও বামে দুনিয়াদারদের বিভিন্ন স্তরে মৃগীগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তাদের মধ্যে কেউ এমন যার ওপর উন্মাদনা সম্পূর্ণ ছেয়ে গেছে, কেউ আবার খুব অল্প সময়ের জন্য সজাগ হয় এবং পুনরায় উন্মাদনায় ফিরে যায়, আর কেউ একবার সজাগ হয় ও অন্যবার পাগল হয়ে পড়ে। সে যখন সজাগ হয় তখন সুস্থ ও সচেতন ব্যক্তিদের মতো কাজ করে, কিন্তু পুনরায় তার ওপর মৃগী আক্রমণ করে এবং সে লক্ষ্যহীন বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়।

(ص: 54)الطب النبوي لابن القيم

فصل [في صرع الأخلاط]

وَأَمَّا صَرَعُ الْأَخْلَاطِ، فَهُوَ عِلَّةٌ تَمْنَعُ الْأَعْضَاءَ النَّفْسِيَّةَ عَنِ الْأَفْعَالِ وَالْحَرَكَةِ وَالِانْتِصَابِ مَنْعًا غَيْرَ تَامٍّ، وَسَبَبُهُ خِلْطٌ غَلِيظٌ لَزِجٌ يَسُدُّ مَنَافِذَ بُطُونِ الدِّمَاغِ سَدَّةً غَيْرَ تَامَّةٍ، فَيَمْتَنِعُ نُفُوذُ الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ فِيهِ وَفِي الْأَعْضَاءِ نُفُوذًا تَامًّا مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ بِالْكُلِّيَّةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِأَسْبَابٍ أُخَرَ كَرِيحٍ غَلِيظٍ يُحْتَبَسُ فِي مَنَافِذِ الرُّوحِ، أَوْ بُخَارٍ رَدِيءٍ يَرْتَفِعُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، أَوْ كَيْفِيَّةٍ لَاذِعَةٍ، فَيَنْقَبِضُ الدِّمَاغُ لِدَفْعِ الْمُؤْذِي، فَيَتْبَعُهُ

تَشَنُّجٌ فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى الْإِنْسَانُ مَعَهُ مُنْتَصِبًا، بَلْ يَسْقُطُ، وَيَظْهَرُ فِي فِيهِ الزَّبَدُ غَالِبًا.

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُعَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ وُجُودِهِ الْمُؤْلِمِ خَاصَّةً، وَقَدْ تُعَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ بِاعْتِبَارِ طُولِ مُكْثِهَا، وَعُسْرِ بُرْئِهَا، لَا سِيَّمَا أَنْ تَجَاوَزَ فِي السِّنِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ فِي دِمَاغِهِ، وَخَاصَّةً فِي جَوْهَرِهِ، فَإِنَّ صَرَعَ هَؤُلَاءِ يَكُونُ لَازِمًا. قَالَ أبقراط: إِنَّ الصَّرَعَ يَبْقَى فِي هَؤُلَاءِ حَتَّى يَمُوتُوا.

إِذَا عُرِفَ هَذَا، فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهَا كَانَتْ تُصْرَعُ وَتَتَكَشَّفُ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَرَعُهَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ، فَوَعَدَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْجَنَّةَ بِصَبْرِهَا عَلَى هَذَا الْمَرَضِ، وَدَعَا لَهَا ألاتتكشف، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ الصَّبْرِ وَالْجَنَّةِ، وَبَيْنَ الدُّعَاءِ لَهَا بِالشِّفَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ، فَاخْتَارَتِ الصَّبْرَ وَالْجَنَّةَ.

وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْمُعَالَجَةِ وَالتَّدَاوِي، وَأَنَّ عِلَاجَ الْأَرْوَاحِ بِالدَّعَوَاتِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ يَفْعَلُ مَا لَا يَنَالُهُ عِلَاجُ الْأَطِبَّاءِ، وَأَنَّ تَأْثِيرَهُ وَفِعْلَهُ، وَتَأَثُّرَ الطَّبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالَهَا أَعْظَمُ مِنْ تَأْثِيرِ الْأَدْوِيَةِ الْبَدَنِيَّةِ، وَانْفِعَالِ الطَّبِيعَةِ عَنْهَا، وَقَدْ جَرَّبْنَا هَذَا مِرَارًا نَحْنُ وَغَيْرُنَا، وَعُقَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّ لِفِعْلِ الْقُوَى النَّفْسِيَّةِ، وَانْفِعَالَاتِهَا فِي شِفَاءِ الْأَمْرَاضِ عَجَائِبُ، وَمَا عَلَى الصِّنَاعَةِ الطِّبِّيَّةِ أَضَرُّ مِنْ زَنَادِقَةِ الْقَوْمِ، وَسِفْلَتِهِمْ، وَجُهَّالِهِمْ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ صَرَعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ كَانَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْأَرْوَاحِ، وَيَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَيَّرَهَا بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجَنَّةِ، وَبَيْنَ الدُّعَاءِ لَهَا بِالشِّفَاءِ، فاختارت الصبر والستر، والله أعلم.

পরিচ্ছেদ [শারীরিক উপাদান বা রসঘটিত মৃগীরোগ প্রসঙ্গে]

পক্ষান্তরে উপাদানঘটিত (শারীরিক রসঘটিত) মৃগীরোগ হলো এমন এক ব্যাধি যা মানসিক ও স্নায়বিক অঙ্গসমূহকে তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া, নড়াচড়া এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে আংশিকভাবে বিরত রাখে। এর কারণ হলো একটি ঘন ও আঠালো রস (খলত), যা মস্তিষ্কের

প্রকোষ্ঠগুলোর পথকে অসম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দেয়। ফলে অনুভূতি ও নড়াচড়ার প্রবাহ সেখানে এবং অন্যান্য অঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছাতে পারে না, যদিও তা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। কখনও কখনও এটি অন্যান্য কারণেও হতে পারে, যেমন প্রাণশক্তির (রূহ) প্রবাহপথে ঘন বায়ু অবরুদ্ধ হওয়া, অথবা শরীরের কোনো অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কের দিকে উত্থিত কোনো দূষিত বাষ্প, কিংবা কোনো তীক্ষ্ণ জ্বালাপোড়াকর অবস্থা। এমতাবস্থায় মস্তিষ্ক সেই ক্ষতিকারক উপাদানকে প্রতিহত করার জন্য সংকুচিত হয়, যার ফলে সমস্ত অঙ্গে খিঁচুনি দেখা দেয়। এমতাবস্থায় মানুষের পক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না, বরং সে মাটিতে পড়ে যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মুখে ফেনা দেখা দেয়।

এই ব্যাধিটি বিশেষ করে এর যন্ত্রণাদায়ক উপস্থিতির সময়ের বিবেচনায় প্রবল (হাদ্দ) রোগসমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়; আবার এর স্থায়িত্বের দীর্ঘতা এবং আরোগ্য লাভের কঠিনসাধ্যতার বিচারে এটি দীর্ঘমেয়াদী (মুজমিন) রোগসমূহের অন্তর্ভুক্ত হিসেবেও বিবেচিত হয়। বিশেষ করে যদি রোগীর বয়স পঁচিশ বছর অতিক্রম করে এবং এই ব্যাধি তার মস্তিষ্কের গভীরে, বিশেষত এর মূল উপাদানে শেকড় গেড়ে বসে, তবে তাদের ক্ষেত্রে এই মৃগীরোগ স্থায়ী রূপ নেয়। হিপোক্রেটিস (বুকরাত) বলেছেন: এই ধরনের রোগীদের মৃগীরোগ মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

এটি যখন জানা গেল, তখন হাদিসে বর্ণিত সেই নারী—যিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হতেন এবং আক্রান্ত অবস্থায় তার শরীর উন্মুক্ত হয়ে যেত—তার রোগটি এই প্রকারের হওয়া সম্ভব। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এই রোগের ওপর ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তার শরীর যাতে উন্মুক্ত না হয় সেজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। তিনি তাকে ধৈর্য ও জান্নাতের বিকল্প অথবা কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই আরোগ্যের দোয়ার বিকল্পের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে তিনি ধৈর্য ও জান্নাতকেই বেছে নিয়েছিলেন।

এর মধ্যে চিকিৎসা ও ওষুধ গ্রহণ বর্জন করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। আরও প্রমাণিত হয় যে, প্রার্থনা এবং আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হওয়ার মাধ্যমে আত্মিক চিকিৎসা এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যা চিকিৎসকদের চিকিৎসায় অর্জন করা সম্ভব নয়। শরীরের প্রকৃতির ওপর এর প্রভাব ও কার্যকারিতা শারীরিক ওষুধসমূহের প্রভাব অপেক্ষা অধিকতর মহত্তর। আমরা এবং অন্য অনেকেই বারবার এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। বিজ্ঞ চিকিৎসকরাও স্বীকার করেন যে, রোগ নিরাময়ে মানসিক শক্তি ও তার প্রতিক্রিয়ার বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে। আর চিকিৎসাবিদ্যার

জন্য এই শাস্ত্রের নাস্তিক, ইতর ও জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কেউ নেই। স্পষ্টত এই নারীর মৃগীরোগ এই প্রকারেরই ছিল, অথবা এটি অশুভ আত্মার (জ্বিন) পক্ষ থেকেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জান্নাতসহ ধৈর্যের পথ বেছে নেওয়া অথবা আরোগ্যের দোয়ার মধ্যে সুযোগ দিয়েছিলেন; ফলে তিনি ধৈর্য ও আবৃত থাকাকেই বেছে নিয়েছিলেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 55)الطب النبوي لابن القيم

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ عِرْقِ النَّسَا

رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «دَوَاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ، ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ» «1»

عِرْقُ النَّسَاءِ: وَجَعٌ يبتدىء مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ، وَيَنْزِلُ مِنْ خَلْفٍ عَلَى الْفَخِذِ، وَرُبَّمَا عَلَى الْكَعْبِ، وَكُلَّمَا طَالَتْ مُدَّتُهُ، زَادَ نُزُولُهُ، وَتَهْزُلُ مَعَهُ الرِّجْلُ وَالْفَخِذُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَعْنًى لُغَوِيٌّ، وَمَعْنًى طِبِّيٌّ. فَأَمَّا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ، فَدَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ هَذَا الْمَرَضِ بِعِرْقِ النَّسَا خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَقَالَ:

النَّسَا هُوَ الْعِرْقُ نَفْسُهُ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.

وَجَوَابُ هَذَا الْقَائِلِ مِنْ وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعِرْقَ أَعَمُّ مِنَ النَّسَا، فَهُوَ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْعَامِّ إِلَى الْخَاصِّ نَحْوَ: كُلُّ الدَّرَاهِمِ أَوْ بَعْضُهَا.

الثَّانِي: أَنَّ النَّسَا هُوَ الْمَرَضُ الْحَالُّ بِالْعِرْقِ، وَالْإِضَافَةُ فِيهِ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى مَحَلِّهِ وَمَوْضِعِهِ. قِيلَ: وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَلَمَهُ يُنْسِي مَا سِوَاهُ، وَهَذَا الْعِرْقُ مُمْتَدٌّ مِنْ

مَفْصِلِ الْوَرِكِ، وَيَنْتَهِي إِلَى آخِرِ الْقَدَمِ وَرَاءَ الْكَعْبِ، مِنَ الْجَانِبِ الْوَحْشِيِّ فِيمَا بَيْنَ عَظْمِ السَّاقِ وَالْوَتَرِ.

وَأَمَّا الْمَعْنَى الطِّبِّيُّ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا عَامٌّ بِحَسْبِ الْأَزْمَانِ، وَالْأَمَاكِنِ، وَالْأَشْخَاصِ، وَالْأَحْوَالِ.

وَالثَّانِي خَاصٌّ بِحَسْبِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ بَعْضِهَا. وَهَذَا مِنْ هَذَا الْقِسْمِ. فَإِنَّ هَذَا خِطَابٌ لِلْعَرَبِ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، وَمَنْ جَاوَرَهُمْ، وَلَا سِيَّمَا أَعْرَابُ الْبَوَادِي. فَإِنَّ هَذَا الْعِلَاجَ مِنْ أَنْفَعِ الْعِلَاجِ لَهُمْ. فَإِنَّ هَذَا الْمَرَضَ يَحْدُثُ مِنْ يُبْسٍ، وَقَدْ يَحْدُثُ مِنْ مَادَّةٍ غَلِيظَةٍ لَزِجَةٍ. فَعِلَاجُهَا بِالْإِسْهَالِ وَالْأَلْيَةُ فِيهَا الْخَاصِّيَّتَانِ الْإِنْضَاجُ، وَالتَّلْيِينُ. فَفِيهَا الْإِنْضَاجُ، وَالْإِخْرَاجُ. وَهَذَا الْمَرَضُ يَحْتَاجُ عِلَاجُهُ إِلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. وَفِي تَعْيِينِ الشَّاةِ الْأَعْرَابِيَّةِ لِقِلَّةِ فُضُولِهَا، وَصِغَرِ مِقْدَارِهَا، وَلُطْفِ جَوْهَرِهَا، وَخَاصِّيَّةِ مَرْعَاهَا لِأَنَّهَا تَرْعَى أَعْشَابَ الْبَرِّ الْحَارَّةَ، كَالشِّيحِ، وَالْقَيْصُومِ، وَنَحْوِهِمَا. وَهَذِهِ النَّبَاتَاتُ إِذَا تَغَذَّى بِهَا الْحَيَوَانُ، صَارَ فِي لَحْمِهِ مِنْ طَبْعِهَا بَعْدَ أَنْ يُلَطِّفَهَا تغذية بها، ويكسبها مزاجا ألطف

---

(1) أخرجه ابن ماجه في الطب

সায়াটিকা (ইরকুন নাসা) চিকিৎসায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিকা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

ইবনে মাজাহ তাঁর «সুনান» গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের সূত্রে আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: «সায়াটিকার ওষুধ হলো মরুভূমির একটি মেষের চর্বিযুক্ত লেজ, যা গলিয়ে নিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে, অতঃপর প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক ভাগ করে পান করতে হবে।» «১»

সায়াটিকা (ইরকুন নাসা): এটি এমন এক ব্যথা যা নিতম্বের সন্ধি থেকে শুরু হয় এবং উরুর পিছন দিক দিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, কখনো কখনো তা গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছায়। রোগটি যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, ব্যথার বিস্তৃতি তত নিচের দিকে বাড়তে থাকে এবং এর ফলে পা ও উরু কৃশ বা চিকন হয়ে যায়। এই হাদীসটিতে একটি ভাষাগত অর্থ এবং একটি চিকিৎসা-সংক্রান্ত অর্থ

নিহিত রয়েছে। ভাষাগত অর্থের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ করে যে, এই রোগটিকে ‘ইরকুন নাসা’ নামে নামকরণ করা বৈধ; যারা এই নামকরণ নিষেধ করেন এটি তাদের মতের পরিপন্থী। তারা বলেন:

‘নাসা’ শব্দটি নিজেই সেই শিরা বা স্নায়ুকে বোঝায়, তাই একে ‘ইরক’ (শিরা) শব্দের দিকে সম্বন্ধ করা বস্তুকে তার নিজের দিকেই সম্বন্ধ করার নামান্তর, যা ব্যাকরণগতভাবে অসমীচীন।

এই আপত্তির উত্তর দুটি দিক থেকে দেওয়া যায়। প্রথমত, ‘ইরক’ (শিরা) শব্দটি ‘নাসা’ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক; তাই এটি সাধারণ বিশেষ্যকে বিশেষ বিশেষ্যের দিকে সম্বন্ধ করার পর্যায়ভুক্ত, যেমন বলা হয়: ‘সকল দিরহাম’ অথবা ‘তার কিয়দংশ’।

দ্বিতীয়ত, ‘নাসা’ হলো সেই ব্যাধি যা শিরার মধ্যে অবস্থান করে; তাই এখানে সম্বন্ধটি হয়েছে বস্তুকে তার আধারের বা অবস্থানের সাথে যুক্ত করার নিয়মে। বলা হয়ে থাকে যে, এই ব্যথার তীব্রতা অন্য সকল বেদনা ভুলিয়ে (নাসা) দেয় বলে একে ‘নাসা’ বলা হয়। এই শিরাটি নিতম্বের সন্ধি থেকে শুরু হয়ে পায়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গোড়ালির পিছন দিয়ে বহিস্থ পার্শ্বে নলার হাড় ও পেশিবন্ধনীর মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে প্রবাহিত।

চিকিৎসা-সংক্রান্ত অর্থের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীসমূহ দুই প্রকার: প্রথমত, যা সময়, স্থান, ব্যক্তি ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে সর্বজনীন।

দ্বিতীয়ত, যা উক্ত বিষয়াদির কোনো একটির সাথে সুনির্দিষ্ট। এই হাদীসটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটি আরব ও হিজাজবাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী মরুচারীদের প্রতি নির্দেশিত। তাদের জন্য এই চিকিৎসা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এই রোগটি মূলত শুষ্কতা থেকে অথবা কোনো ঘন ও আঠালো পদার্থের কারণে সৃষ্টি হয়। এর প্রতিকার হলো রেচক বা পেট পরিষ্কারক (Laxative) ঔষধের মাধ্যমে। আর মেষের লেজের চর্বিতে দুটি বিশেষ গুণ বিদ্যমান— পরিপক্ক করা (ইনদিজাজ) এবং নরম করা (তালয়িন)। এটি দূষিত পদার্থকে পরিপক্ক করে এবং শরীর থেকে বের করে দেয়। এই রোগের চিকিৎসায় উক্ত দুটি প্রক্রিয়ারই প্রয়োজন। মরুভূমির মেষ নির্ধারণ করার কারণ হলো, এগুলোর শারীরিক বর্জ্য বা আবর্জনা কম থাকে, এগুলোর আকার ছোট হয়, এদের শারীরিক নির্যাস অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় এবং এদের চারণভূমির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেননা তারা মরুভূমির উষ্ণ লতাপাতা যেমন— নাগদানা (শিহ), কাইসুম এবং এই জাতীয় উদ্ভিদ ভক্ষণ করে। যখন কোনো প্রাণী এই উদ্ভিদগুলো আহার করে, তখন সেই উদ্ভিদের গুণাগুণ তার মাংস ও চর্বির মধ্যে সঞ্চারিত হয়,

যা প্রাণীর শরীরের পরিপাক প্রক্রিয়ায় আরও সূক্ষ্ম হয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজ বা প্রকৃতি লাভ করে।

(১) ইবনে মাজাহ এটি 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

مِنْهَا، وَلَا سِيَّمَا الْأَلْبَانُ، وَظُهُورُ فِعْلِ هَذِهِ النباتات فِي اللَّبَنِ «1» ، وَهَذَا كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ أَدْوِيَةَ غَالِبِ الْأُمَمِ وَالْبَوَادِي هِيَ الْأَدْوِيَةُ الْمُفْرَدَةُ، وَعَلَيْهِ أَطِبَّاءُ الْهِنْدِ.

وَأَمَّا الرُّومُ وَالْيُونَانُ، فَيَعْتَنُونَ بِالْمُرَكَّبَةِ وَهُمْ مُتَّفِقُونَ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ مَهَارَةِ الطَّبِيبِ أَنْ يُدَاوِيَ بِالْغِذَاءِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْمُفْرَدِ، فَإِنْ عَجَزَ، فَبِمَا كَانَ أَقَلَّ تَرْكِيبًا.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ غَالِبَ عَادَاتِ الْعَرَبِ وَأَهْلِ الْبَوَادِي الْأَمْرَاضُ الْبَسِيطَةُ، فَالْأَدْوِيَةُ الْبَسِيطَةُ تُنَاسِبُهَا، وَهَذَا لِبَسَاطَةِ أَغْذِيَتِهِمْ فِي الْغَالِبِ وَأَمَّا الْأَمْرَاضُ الْمُرَكَّبَةُ، فَغَالِبًا مَا تَحْدُثُ عَنْ تَرْكِيبِ الْأَغْذِيَةِ وَتَنَوّعِهَا وَاخْتِلَافِهَا، فَاخْتِيرَتْ لَهَا الْأَدْوِيَةُ الْمُرَكَّبَةُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ يُبْسِ الطَّبْعِ، وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى مَا يُمَشِّيهِ وَيُلَيِّنُهُ

رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ أسماء بنت عميس، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ» ؟ قَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ، قَالَ «حَارٌّ جَارٌّ» ، قَالَتْ: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ السَّنَا» «2» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله بن أم حرام، وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَتَيْنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «الموت» «3» .

---

(1) قال الدكتور عادل الأزهري: عرق النسا: هو مرض يصيب الرجال والنساء على السواء، وآلامه مفرطة تبتدىء غالبا في أسفل العمود الفقري، ويمتد الألم أى إلى إحدى الأليتين، ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذ، وأحيانا حتى الكعب. وينتج غالبا من انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري، أو التهاب روماتزمي بالعصب الإنسي، وعلاجه الأساسي الراحة التامة على الظهر لمدة خمسة عشر يوما على الأقل مع إعطاء مهدئات للألم مثل الإسبرين، والحجامات الجافة والكي أحيانا يساعدان على علاجه.

(2) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم

(3) أخرجه ابن ماجه والحاكم في الطب قال الحاكم صحيح، وتعقبه الذهبي بأن عمرو بن بكراتهمه ابن عديّ بأن له مناكير.

তা থেকে, বিশেষ করে ভেড়ার পুচ্ছ (আলয়া), এবং দুধে এই উদ্ভিদগুলোর ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটা [১]। এটি যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ জাতি ও মরুচারী মানুষের ঔষধ হলো একক ঔষধ (মুফরাদ), এবং ভারতের চিকিৎসকরাও এর ওপর আমল করেন। পক্ষান্তরে রোমান ও গ্রীকরা যৌগিক ঔষধের (মুরাক্কাব) প্রতি গুরুত্বারোপ করে। তবে তারা সবাই এই বিষয়ে একমত যে, চিকিৎসকের পারদর্শিতা হলো খাদ্য দ্বারা চিকিৎসা করা; যদি তাতে অক্ষম হয় তবে একক ঔষধ দ্বারা, আর যদি তাতেও অক্ষম হয় তবে যা তুলনামূলক কম যৌগিক তা দ্বারা চিকিৎসা করা।

ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আরব ও মরুচারীদের অধিকাংশ রোগই হলো সরল প্রকৃতির, তাই সরল বা একক ঔষধই তাদের জন্য উপযোগী। এটি সাধারণত তাদের খাদ্যাভ্যাসের

সরলতার কারণে। পক্ষান্তরে জটিল বা যৌগিক রোগসমূহ সাধারণত খাদ্যের সংমিশ্রণ, বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়, তাই এগুলোর জন্য যৌগিক ঔষধ নির্বাচন করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ: স্বভাবগত কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে এবং পেট নরম ও পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা

তিরমিযী তাঁর ‘জামে’ গ্রন্থে এবং ইবনে মাজাহ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে আসমা বিনতে উমাইস (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি পেট পরিষ্কার করার (জুলাপ) জন্য কী ব্যবহার করতে?” তিনি বললেন: শুপরুম (এক প্রকার দুধজাতীয় গাছ) দিয়ে। তিনি বললেন: “এটি অত্যন্ত উষ্ণ ও বিরেচক।” আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: এরপর আমি সানা (সনা পাতা) দিয়ে পেট পরিষ্কার করলাম। তখন তিনি বললেন: “যদি মৃত্যু থেকে মুক্তিদানকারী কোনো কিছু থাকত, তবে তা হতো সানা।” [২]

‘সুনানে ইবনে মাজাহ’-তে ইবরাহিম ইবনে আবি আবলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে হারামকে বলতে শুনেছি—যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দুই কিবলার দিকেই সালাত আদায় করেছিলেন—তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: “তোমরা সানা (সনা পাতা) ও সানুত (মৌরি বা জিরা সদৃশ উপাদান) ব্যবহার করবে; কেননা এই দুটিতে মৃত্যু ছাড়া প্রতিটি রোগের আরোগ্য রয়েছে।” জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! ‘সাম’ (আস-সাম) কী? তিনি বললেন: “মৃত্যু।” [৩]

---

(১) ডক্টর আদিল আল-আযহারী বলেন: সায়াটিকা (ইরকুন নিসা) এমন একটি রোগ যা নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে আক্রান্ত করে। এর প্রচণ্ড ব্যথা সাধারণত মেরুদণ্ডের নিচের দিক থেকে শুরু হয় এবং অধিকাংশ সময় একটি নিতম্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এরপর উরুর পেছনের অংশ হয়ে কখনো কখনো গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছায়। এটি সাধারণত মেরুদণ্ডের নিচের দিকের তরুণাস্থির চ্যুতি (ডিস্ক প্রল্যাপস) অথবা মিডিয়াল নার্ভের বাতজনিত প্রদাহের কারণে ঘটে। এর মৌলিক চিকিৎসা হলো অন্তত পনের দিন পুরোপুরি পিঠের ওপর শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া এবং

ব্যথানাশক ঔষধ যেমন এসপিরিন গ্রহণ করা। শুষ্ক হিজামা এবং কখনো কখনো দহন (কায়্যি) এর চিকিৎসায় সহায়তা করে।

(২) এটি তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন।

(৩) এটি ইবনে মাজাহ ও হাকেম 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাকেম একে সহীহ বলেছেন, তবে যাহাবী এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, আমর ইবনে বকরকে ইবনে আদী মুনকার (অস্বীকৃত) বর্ণনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন।

(ص: 57)الطب النبوي لابن القيم

قَوْلُهُ: «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ» ؟ أَيْ تُلَيِّنِينَ الطَّبْعَ حَتَّى يَمْشِيَ، وَلَا يَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاقِفِ، فَيُؤْذِيَ بِاحْتِبَاسِ النَّجْوِ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الدَّوَاءُ الْمُسَهِّلُ مَشِيًّا عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ.

وَقِيلَ: لِأَنَّ الْمَسْهُولَ يُكْثِرُ الْمَشْيَ وَالِاخْتِلَافَ لِلْحَاجَةِ وَقَدْ رُوِيَ: «بِمَاذَا تَسْتَشْفِينَ» ؟ فَقَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدْوِيَةِ الْيَتُوعِيَّةِ، وَهُوَ قِشْرُ عِرْقِ شَجَرَةٍ، وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ، وَأَجْوَدُهُ الْمَائِلُ إِلَى الْحُمْرَةِ، الْخَفِيفُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُشْبِهُ الْجِلْدَ الْمَلْفُوفَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي أَوْصَى الْأَطِبَّاءُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِهَا لِخَطَرِهَا، وَفَرْطِ إِسْهَالِهَا.

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «حَارٌّ جَارٌّ» وَيُرْوَى: «حَارٌّ يَارٌّ» ، قَالَ أبو عبيد: وَأَكْثَرُ كَلَامِهِمْ بِالْيَاءِ.

قُلْتُ: وَفِيهِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَارَّ الْجَارَّ بِالْجِيمِ الشَّدِيدُ الْإِسْهَالِ، فَوَصَفَهُ بِالْحَرَارَةِ، وَشِدَّةِ الْإِسْهَالِ وَكَذَلِكَ هُوَ، قَالَهُ أبو حنيفة الدِّينَوَرِيُّ.

وَالثَّانِي- وَهُوَ الصَّوَابُ- أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِتْبَاعِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ تَأْكِيدُ الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ بَيْنَ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، وَلِهَذَا يُرَاعُونَ فِيهِ إِتْبَاعَهُ فِي أَكْثَرِ حُرُوفِهِ، كَقَوْلِهِمْ: حَسَنٌ بَسَنٌ، أَيْ: كَامِلُ الْحُسْنِ، وَقَوْلُهُمْ: حَسَنٌ قَسَنٌ بِالْقَافِ، وَمِنْهُ شَيْطَانٌ لَيْطَانٌ، وَحَارٌّ

جَارٌّ، مَعَ أَنَّ فِي الْجَارِّ مَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ الَّذِي يَجُرُّ الشَّيْءَ الَّذِي يُصِيبُهُ مِنْ شِدَّةِ حَرَارَتِهِ وَجَذْبِهِ لَهُ، كَأَنَّهُ يَنْزِعُهُ وَيَسْلُخُهُ. وَيَارَّ: إِمَّا لُغَةٌ فِي جَارٍّ، كَقَوْلِهِمْ: صِهْرِيٌّ وَصِهْرِيجٌّ، وَالصَّهَارِي وَالصَّهَارِيجُ، وَإِمَّا إِتْبَاعٌ مُسْتَقِلٌّ.

وَأَمَّا السَّنَا، فَفِيهِ لُغَتَانِ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ، وَهُوَ نَبْتٌ حِجَازِيٌّ أَفْضَلُهُ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ دَوَاءٌ شَرِيفٌ مَأْمُونُ الْغَائِلَةِ، قَرِيبٌ مِنَ الِاعْتِدَالِ، حَارٌّ يَابِسٌ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، يُسْهِلُ الصَّفْرَاءَ وَالسَّوْدَاءَ، وَيُقَوِّي جِرْمَ الْقَلْبِ، وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ شَرِيفَةٌ فِيهِ، وَخَاصِّيَّتُهُ النَّفْعُ مِنَ الْوَسْوَاسِ السَّوْدَاوِيِّ، وَمِنَ الشِّقَاقِ الْعَارِضِ فِي الْبَدَنِ، وَيَفْتَحُ الْعَضَلَ وَيَنْفَعُ مِنِ انْتِشَارِ الشَّعَرِ، وَمِنَ الْقُمَّلِ وَالصُّدَاعِ الْعَتِيقِ، وَالْجَرَبِ، وَالْبُثُورِ، وَالْحِكَّةِ، وَالصَّرَعِ، وَشُرْبِ مَائِهِ مَطْبُوخًا أَصْلَحُ مِنْ شُرْبِهِ مَدْقُوقًا، وَمِقْدَارُ الشَّرْبَةِ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَمِنْ مَائِهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ طُبِخَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ زَهْرِ الْبَنَفْسَجِ وَالزَّبِيبِ الْأَحْمَرِ الْمَنْزُوعِ الْعَجَمُ، كَانَ أَصْلَحَ.

قَالَ الرَّازِيُّ: السَّنَاءُ وَالشَّاهَتْرَجُ يُسَهِّلَانِ الْأَخْلَاطَ الْمُحْتَرِقَةَ، وَيَنْفَعَانِ مِنَ الْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ، وَالشَّرْبَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ إِلَى سَبْعَةِ دَرَاهِمَ.

وَأَمَّا السَّنُوتُ، فَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْعَسَلُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ ربّ

তাঁর উক্তি: «তুমি কিসের মাধ্যমে পেট পরিষ্কার (তস্তামশীনা) করতে?» অর্থাৎ, তুমি স্বভাবে কোমলতা আনতে যাতে তা সচল হয় এবং স্থবির হয়ে না থাকে, ফলে মল আটকে গিয়ে কষ্ট না দেয়। এই কারণেই বিরোচক বা জোলাপ ঔষধকে 'মাশিইয়ান' (পাকস্থলী সচলকারী) বলা হয় যা 'ফায়ীল' ওজনের সমগোত্রীয়।

বলা হয়ে থাকে যে, জোলাপ গ্রহণকারী ব্যক্তি প্রয়োজন মেটানোর জন্য বারবার হাঁটাচলা ও যাতায়াত করে বলে একে এই নাম দেওয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: «তুমি কিসের মাধ্যমে আরোগ্য অন্বেষণ করো?»

তিনি বললেন: শুবরুম (এক প্রকার ক্ষীরসমৃদ্ধ উদ্ভিদ) এর মাধ্যমে। এটি বিষাক্ত ক্ষীর নিঃসরণকারী ঔষধসমূহের (ইয়াতুয়িয়্যাহ) অন্তর্ভুক্ত, যা একটি গাছের শিকড়ের ছাল। এটি চতুর্থ মাত্রার উষ্ণ ও শুষ্ক। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো লালচে আভার, হালকা ও পাতলা যা ভাজ করা চামড়ার মতো দেখায়। মোটের উপর, এটি এমন ঔষধসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা চিকিৎসকরা

এর বিপদজনক অবস্থা এবং অতিরিক্ত জোলাপ হওয়ার কারণে ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি «উষ্ণ ও তীব্র বিরেচক» (হাররুন জাররুন) এবং অন্য বর্ণনায় «হাররুন ইয়াররুন» এসেছে। আবু উবায়েদ বলেন: তাদের অধিকাংশ কথোপকথনে 'ইয়া' বর্ণ দিয়েই ব্যবহৃত হয়।

আমি বলছি: এতে দুটি মত রয়েছে। প্রথমটি হলো, 'জীম' বর্ণসহ 'হাররুন জাররুন' এর অর্থ হলো যা অত্যন্ত জোরালোভাবে পেট পরিষ্কার করে। তাই তিনি একে এর উষ্ণতা এবং তীব্র বিরোচক গুণের মাধ্যমে বিশেষায়িত করেছেন, আর বাস্তবে এটি তেমনই। আবু হানিফা দিনাওয়ারী একথাই বলেছেন।

দ্বিতীয় মত—যা সঠিক—তা হলো এটি ভাষাগত অনুগমন (ইতবা) যা প্রথম শব্দটিকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এটি শাব্দিক ও অর্থগত গুরুত্বারোপের মাঝামাঝি একটি পর্যায়। এই কারণেই তারা অধিকাংশ বর্ণের মিল রেখে এর অনুগমন করে থাকে; যেমন তারা বলে থাকে: 'হাসানুন বাসানুন' অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সুন্দর। আরও বলা হয় 'হাসানুন কাসানুন' (কাফ বর্ণ দিয়ে)। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো 'শয়তানুন লাইতানুন' এবং 'হাররুন জাররুন'। যদিও 'জাররুন' শব্দের অন্য একটি অর্থও রয়েছে, আর তা হলো সেই বস্তু যা তার তীব্র উষ্ণতা ও আকর্ষণের কারণে কোনো কিছুকে টেনে নিয়ে আসে, যেন সে একে উপড়ে ফেলছে বা ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। আর 'ইয়াররুন' শব্দটি হয় 'জাররুন' এরই একটি উপভাষা; যেমন তারা বলে থাকে 'সিহরিইয়ুন' এবং 'সিহরিজুন', অথবা এটি একটি স্বতন্ত্র অনুগামী শব্দ।

আর 'সানা' (সোনামুখী পাতা) শব্দের উচ্চারণে দীর্ঘস্বর ও হ্রস্বস্বর উভয়ই প্রচলিত। এটি হিজাযি অঞ্চলের একটি উদ্ভিদ যার মধ্যে মক্কারটি সর্বোত্তম। এটি একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ঔষধ যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত, এর প্রকৃতি প্রায় সমভাবাপন্ন, প্রথম মাত্রার উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি পিত্ত (সাফরা) ও কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) নির্গত করে এবং হৃদপিণ্ডের পেশিকে শক্তিশালী করে। এটি এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর বিশেষ গুণের মধ্যে রয়েছে এটি মানসিক দুশ্চিন্তা (সাওদাবি ওয়াসওয়াসা) ও শরীরের ফাটল দূর করতে উপকারী। এটি পেশি উন্মুক্ত করে এবং চুল পড়া রোধে, উকুননাশক হিসেবে, পুরাতন মাথাব্যথা, চুলকানি, ফুসকুড়ি, এলার্জি এবং মৃগী রোগে উপকারী। এটি চূর্ণ করে খাওয়ার চেয়ে সিদ্ধ করে পানি পান করা অধিকতর সংশোধনকারী। এর চূর্ণের মাত্রা হলো তিন দিরহাম এবং এর পানির মাত্রা পাঁচ দিরহাম। যদি এর সাথে কিছু

বনফশা ফুল এবং বীজহীন লাল কিশমিশ দিয়ে রান্না করা হয় তবে তা আরও বেশি কার্যকর হয়।
আল-রাজি বলেন: সানা এবং শাহাতরাজ (পিতপাপড়া) দগ্ধ রসসমূহ (আখলাতিল মুহতারিকা) নির্গত করে এবং চুলকানি ও পাঁচড়ায় উপকার দেয়। এগুলোর প্রত্যেকটির সেবনমাত্রা হলো চার থেকে সাত দিরহাম পর্যন্ত।
আর 'সানুত' (মৌরি বা মধু জাতীয়) শব্দের ব্যাপারে আটটি মত রয়েছে। প্রথমটি হলো: এটি মধু। দ্বিতীয়টি হলো: এটি ফলের ঘন নির্যাস (রুব)।

(ص: 58)الطب النبوي لابن القيم

عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن، حَكَاهُمَا عمرو بن بكر السكسكي.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ حَبٌّ يُشْبِهُ الْكَمُّونَ وَلَيْسَ بِهِ، قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ. الرَّابِعُ: أَنَّهُ الْكَمُّونُ الْكَرْمَانِيُّ. الْخَامِسُ: أَنَّهُ الرَّازْيَانِجُ. حَكَاهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَعْرَابِ.
السَّادِسُ: أَنَّهُ الشِّبِتُّ. السَّابِعُ: أَنَّهُ التَّمْرُ حَكَاهُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ الْحَافِظُ. الثَّامِنُ: أَنَّهُ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ، حَكَاهُ عبد اللطيف البغدادي. قَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: وَهَذَا أَجْدَرُ بِالْمَعْنَى، وَأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، أَيْ: يُخْلَطُ السَّنَاءُ مَدْقُوقًا بِالْعَسَلِ الْمُخَالِطِ لِلسَّمْنِ، ثُمَّ يُلْعَقُ فَيَكُونُ أَصْلَحَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ مُفْرَدًا لِمَا فِي الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ مِنْ إِصْلَاحِ السَّنَا، وَإِعَانَتِهِ لَهُ عَلَى الْإِسْهَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ رَوَى الترمذي وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ: «إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ» »
وَالْمَشِيُّ: هُوَ الَّذِي يُمَشِّي الطَّبْعَ ويليّنه ويسهّل خروج الخارج.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ حِكَّةِ الْجِسْمِ وَمَا يُوَلِّدُ الْقَمْلَ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، شَكَوَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ، وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا « «2» .

هَذَا الْحَدِيثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أمران: أحدهما: فقهي، والآخر طبي.

---

(1) أخرجه الترمذي. وفي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف

(2) أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في اللباس

ঘিয়ের পাত্রে (আক্কাহ) কালো দাগ দেখা যায়; আমর ইবনে বকর আল-সাকসাকি এই উভয় কথা বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় (মত): এটি জিরার ন্যায় এক প্রকার দানা, কিন্তু জিরা নয়; ইবনুল আরাবি এটি বলেছেন। চতুর্থ: এটি কিরমানি জিরা। পঞ্চম: এটি মৌরি (রাজইয়ানাজ)। আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি জনৈক বেদুইনের বরাতে এই দুটি মত উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ: এটি শুলফা শাক (শিবিত)। সপ্তম: এটি খেজুর; হাফেজ আবু বকর ইবনুস সুন্নি এই দুটি কথা উল্লেখ করেছেন। অষ্টম: এটি সেই মধু যা ঘিয়ের পাত্রে থাকে; আব্দুল লতিফ আল-বাগদাদি এটি বর্ণনা করেছেন। জনৈক চিকিৎসক বলেন: এই অর্থটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং সত্যের নিকটবর্তী। অর্থাৎ চূর্ণকৃত সানা মক্কি ঘি মিশ্রিত মধুর সাথে মিশিয়ে চাটতে হবে। সানা মক্কি এককভাবে ব্যবহারের চেয়ে এভাবে ব্যবহার করা অধিক উপকারী; কারণ মধু ও ঘি সানার গুণাগুণ সংশোধন করে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার (ইসহাল) করতে সহায়তা করে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম তিরমিজি ও অন্যান্যরা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করো, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো নস্যি (সাউত), মুখ দিয়ে গড়িয়ে দেওয়া ঔষধ (লাদুদ), সিঙা লাগানো (হিজামা) এবং জোলাপ বা পেট পরিষ্কারকারী ঔষধ (মাশি)।"

আর 'মাশি' (জোলাপ) হলো এমন পদ্ধতি যা প্রকৃতিকে সচল করে, মলকে নরম করে এবং তা নির্গমন সহজতর করে।

শরীরের চুলকানি এবং যা থেকে উকুন সৃষ্টি হয় তার চিকিৎসায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হেদায়েত বিষয়ক পরিচ্ছেদ
সহীহাইন (বুখারি ও মুসলিম)-এ কাতাদাহ হতে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তাদের চুলকানির কারণে রেশমি কাপড় পরিধানের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।
অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এক যুদ্ধে থাকাকালীন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলেন। ফলে তিনি তাদের উভয়কে রেশমি জামা পরিধানের অনুমতি দিলেন এবং আমি তাদের শরীরে তা দেখেছি।
এই হাদিসটি দুটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট: একটি হলো ফিকহশাস্ত্রীয় বিষয় এবং অন্যটি চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বিষয়।

---

(১) এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্বাদ ইবনে মনসুর রয়েছেন, যিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।
(২) এটি বুখারি 'জিহাদ' পর্বে এবং মুসলিম 'পোশাক' পর্বে বর্ণনা করেছেন।

فَأَمَّا الْفِقْهِيُّ: فَالَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ سُنَّتُهُ صلى الله عليه وسلم إِبَاحَةُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا، وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ، فَالْحَاجَةُ إِمَّا مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ،

وَلَا يَجِدُ غَيْرَهُ، أَوْ لَا يَجِدُ سُتْرَةً سِوَاهُ. وَمِنْهَا: لِبَاسُهُ لِلْجَرَبِ، وَالْمَرَضِ، وَالْحِكَّةِ، وَكَثْرَةِ الْقَمْلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أنس هَذَا الصَّحِيحُ.

وَالْجَوَازُ: أَصَحَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أحمد، وَأَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّخْصِيصِ، وَالرُّخْصَةُ إِذَا ثَبَتَتْ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأُمَّةِ لِمَعْنًى تَعَدَّتْ إِلَى كُلِّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، إِذِ الْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومِ سَبَبِهِ.

وَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: أَحَادِيثُ التَّحْرِيمِ عَامَّةٌ، وَأَحَادِيثُ الرُّخْصَةِ يُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ والزبير، وَيُحْتَمَلُ تَعَدِّيهَا إِلَى غَيْرِهِمَا. وَإِذَا احْتُمِلَ الْأَمْرَانِ، كَانَ الْأَخْذُ بِالْعُمُومِ أَوْلَى، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَلَا أَدْرِي أَبْلَغَتِ الرُّخْصَةُ مِنْ بَعْدِهِمَا، أَمْ لَا؟

وَالصَّحِيحُ: عُمُومُ الرُّخْصَةِ، فَإِنَّهُ عُرْفُ خِطَابِ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّخْصِيصِ، وَعَدَمِ إِلْحَاقِ غَيْرِ مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَوَّلًا بِهِ، كَقَوْلِهِ لِأَبِي بُرْدَةَ فِي تَضْحِيَتِهِ بِالْجَذَعَةِ مِنَ الْمَعْزِ: «تَجْزِيكَ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِكَاحِ مَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ: خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ «1»

وَتَحْرِيمُ الْحَرِيرِ: إِنَّمَا كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَلِهَذَا أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ، وَلِلْحَاجَةِ، وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَهَذِهِ قَاعِدَةُ مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرَائِعِ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، كَمَا حَرُمَ النَّظَرُ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْفِعْلِ، وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ، وَكَمَا حَرُمَ التَّنَفُّلُ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْمُشَابَهَةِ الصُّورِيَّةِ بِعُبَّادِ الشَّمْسِ، وَأُبِيحَتْ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَكَمَا حَرُمَ رِبَا الْفَضْلِ سَدًّا لِذَرِيعَةِ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنَ الْعَرَايَا «2» . وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ فِي كِتَابِ «التَّحْبِيرُ لِمَا يَحِلُّ ويحرم من لباس الحرير» .

---

(1) الأحزاب- 50-.

(2) العرايا: جمع عرية بوزن مضيّة، وهي النخلة التي يعطيها صاحبها لفقير لينتفع بثمرتها إلى سنة، فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بثمرتها تمرا قبل أن تحرز ثمرتها فلا يضر الفضل حينئذ.

ফিকহি দিকটি হলো: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ যে বিষয়ের ওপর স্থির হয়েছে তা হলো—নারীদের জন্য রেশম ব্যবহার করা নিঃশর্তভাবে বৈধ এবং পুরুষদের জন্য তা হারাম; তবে বিশেষ প্রয়োজন (হাজাত) ও অগ্রাধিকারযোগ্য কল্যাণ (মাসলাহাত রাজেহাহ) থাকলে ভিন্ন কথা। প্রয়োজন বলতে বোঝায়—যেমন তীব্র শীত অথচ অন্য কোনো পোশাক পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা সতর ঢাকার জন্য রেশম ছাড়া অন্য কিছু নেই। আরও রয়েছে: চর্মরোগ, অসুস্থতা, চুলকানি বা উকুনের আধিক্যের কারণে তা পরিধান করা, যেমনটি আনাস (রা.)-এর এই সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আর এর বৈধতা ইমাম আহমাদের দুটি বর্ণনার মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ এবং ইমাম শাফিয়ি-র দুটি মতের মধ্যে অধিকতর সহিহ। কারণ মূলনীতি হলো হুকুমকে নির্দিষ্ট না করা; আর কোনো বিশেষ অর্থের (কারণের) ভিত্তিতে উম্মতের এক অংশের জন্য যখন কোনো ছাড় বা অবকাশ (রুখসত) সাব্যস্ত হয়, তখন সেই একই অর্থ বা কারণ যার মধ্যেই পাওয়া যাবে, তার জন্যই তা প্রযোজ্য হবে। কেননা কারণের ব্যাপকতার কারণে বিধানও ব্যাপক হয়ে থাকে।

যারা এটি নিষেধ করেন তারা বলেন: হারামের হাদিসগুলো ব্যাপক, আর ছাড়ের হাদিসগুলো আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও যুবায়ের (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, আবার অন্যদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যখন উভয় সম্ভাবনা থাকে, তখন সাধারণ বা ব্যাপক নির্দেশ গ্রহণ করাই শ্রেয়। এ কারণেই এই হাদিসের জনৈক বর্ণনাকারী বলেছেন: "আমি জানি না যে এই ছাড় তাদের দুজনের পর আর কারও জন্য প্রযোজ্য কি না?" সঠিক মত হলো—এই ছাড় বা অবকাশ সবার জন্য ব্যাপক। কেননা শরিয়তের সম্বোধনের রীতিই হলো এমন, যতক্ষণ না কোনো নির্দিষ্টকরণের স্পষ্ট ঘোষণা আসে অথবা যাকে প্রথম ছাড় দেওয়া হয়েছে তার সাথে অন্যকে যুক্ত না করার ঘোষণা আসে। যেমন আবু বুরদাহ (রা.)-কে তাঁর ছাগল ছানা (জাযা'আ) কুরবানি করার ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন: "এটি তোমার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু তোমার পর আর কারও জন্য তা যথেষ্ট হবে না।" অথবা যেমন মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই নারীর বিয়ের ব্যাপারে বলেছিলেন যে নিজেকে দান করেছে: "এটি বিশেষভাবে আপনার জন্য, মুমিনদের জন্য নয়।" (১)

রেশম হারাম করার বিষয়টি ছিল মূলত নিষিদ্ধ বিষয়ের পথ বন্ধ করার (সাদ আল-যারিয়াহ) জন্য। এ কারণেই নারীদের জন্য, বিশেষ প্রয়োজনে এবং অগ্রাধিকারযোগ্য কল্যাণে তা বৈধ করা হয়েছে। আর এটিই হচ্ছে সেই বিষয়ের মূলনীতি যা কেবল পথ বন্ধ করার জন্য হারাম করা হয়েছে; অর্থাৎ প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারযোগ্য কল্যাণের সময় তা বৈধ হয়ে যায়। যেমন ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার জন্য পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম করা হয়েছে, অথচ বিশেষ প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারযোগ্য কল্যাণে তা দেখা বৈধ করা হয়েছে। আবার সূর্যপূজারীদের সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য বর্জনের জন্য নিষিদ্ধ সময়ে নফল নামাজ হারাম করা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ কল্যাণে তা বৈধ করা হয়েছে। তেমনিভাবে বাকিতে সুদের (রিবা আল-নাসিয়াহ) পথ বন্ধ করার জন্য নগদে সুদের (রিবা আল-ফজল) সদৃশ বিনিময় হারাম করা হলেও প্রয়োজনের খাতিরে 'আরাইয়া' (২) তথা কাঁচা ফল শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রয় বৈধ করা হয়েছে। রেশমি পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে যা হালাল ও যা হারাম, সে বিষয়ে আমরা আমাদের ‘আত-তাহবির লিমা ইয়াহিললু ওয়া ইয়াহরুমু মিন লিবাসিল হারির’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

---

(১) আল-আহযাব: ৫০।

(২) আরাইয়া: এটি 'আরিয়্যাহ' শব্দের বহুবচন। এটি এমন খেজুর গাছ যা তার মালিক কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করে যাতে সে এক বছর এর ফল ভোগ করতে পারে। এরপর প্রয়োজনের তাগিদে সে সেই ফল পেড়ে নেওয়ার আগেই অনুমানের ভিত্তিতে সমপরিমাণ শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দেয়; এমতাবস্থায় ফলের এই সামান্য তারতম্য কোনো ক্ষতি করে না।

فَصْلٌ

وَأَمَّا الْأَمْرُ الطِّبِّيُّ: فَهُوَ أَنَّ الْحَرِيرَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلِذَلِكَ يُعَدُّ فِي الْأَدْوِيَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ، لِأَنَّ مَخْرَجَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْمَنَافِعِ، جَلِيلُ الْمَوْقِعِ، وَمِنْ

خَاصِّيَّتِهِ تَقْوِيَةُ الْقَلْبِ، وَتَفْرِيحُهُ، وَالنَّفْعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ الْحَادِثَةِ عَنْهَا؛ وَهُوَ مُقَوٍّ لِلْبَصَرِ إِذَا اكْتُحِلَ بِهِ، وَالْخَامُ مِنْهُ- وَهُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الطِّبِّ- حَارٌّ يَابِسٌ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى. وَقِيلَ: حَارٌّ رَطْبٌ فِيهَا: وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ. وَإِذَا اتُّخِذَ مِنْهُ مَلْبُوسٌ كَانَ مُعْتَدِلَ الْحَرَارَةِ فِي مِزَاجِهِ، مُسَخِّنًا لِلْبَدَنِ، وَرُبَّمَا بَرُدَ الْبَدَنُ بِتَسْمِينِهِ إِيَّاهُ.

قَالَ الرَّازِيُّ: الْإِبْرَيْسَمُ أَسْخَنُ مِنَ الْكَتَّانِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الْقُطْنِ، يُرَبِّي اللَّحْمَ، وَكُلُّ لِبَاسٍ خَشِنٍ، فَإِنَّهُ يُهْزِلُ، وَيُصْلِبُ الْبَشَرَةَ وَبِالْعَكْسِ.

قُلْتُ: وَالْمَلَابِسُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يُسَخِّنُ الْبَدَنَ وَيُدَفِّئُهُ، وَقِسْمٌ يُدَفِّئُهُ وَلَا يُسَخِّنُهُ، وَقِسْمٌ لَا يُسَخِّنُهُ وَلَا يُدَفِّئُهُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يُسَخِّنُهُ وَلَا يُدَفِّئُهُ، إِذْ مَا يُسَخِّنُهُ فَهُوَ أَوْلَى بِتَدْفِئَتِهِ، فَمَلَابِسُ الْأَوْبَارِ والأصواف تسخن وتدفىء، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفىء وَلَا تُسَخِّنُ، فَثِيَابُ الْكَتَّانِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ، وَثِيَابُ الصُّوفِ حَارَّةٌ يَابِسَةٌ، وَثِيَابُ الْقُطْنِ مُعْتَدِلَةُ الْحَرَارَةِ، وَثِيَابُ الْحَرِيرِ أَلْيَنُ مِنَ الْقُطْنِ وَأَقَلُّ حَرَارَةً مِنْهُ.

قَالَ صَاحِبُ «الْمِنْهَاجِ» : وَلُبْسُهُ لَا يُسَخِّنُ كَالْقُطْنِ، بَلْ هُوَ مُعْتَدِلٌ، وَكُلُّ لِبَاسٍ أَمْلَسَ صَقِيلٍ، فَإِنَّهُ أَقَلُّ إِسْخَانًا لِلْبَدَنِ، وَأَقَلُّ عَوْنًا فِي تَحَلُّلِ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ، وَأَحْرَى أَنْ يُلْبَسَ فِي الصَّيْفِ، وَفِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ.

وَلَمَّا كَانَتْ ثِيَابُ الْحَرِيرِ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْيُبْسِ وَالْخُشُونَةِ الْكَائِنَيْنِ فِي غَيْرِهَا، صَارَتْ نَافِعَةً مِنَ الْحِكَّةِ، إِذِ الْحِكَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ حَرَارَةٍ وَيُبْسٍ وَخُشُونَةٍ، فَلِذَلِكَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن فِي لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِمُدَاوَاةِ الْحِكَّةِ، وَثِيَابُ الْحَرِيرِ أَبْعَدُ عَنْ تَوَلُّدِ الْقَمْلِ فِيهَا، إِذْ كَانَ مِزَاجُهَا مُخَالِفًا لِمِزَاجِ مَا يَتَوَلَّدُ منه القمل.

وأما القسم الذي لا يدفىء وَلَا يُسَخِّنُ، فَالْمُتَّخَذُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ، وَالْخَشَبِ وَالتُّرَابِ، وَنَحْوِهَا، فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ أَعْدَلَ اللِّبَاسِ وَأَوْفَقَهُ

পরিচ্ছেদ

আর চিকিৎসাবিদ্যার বিষয়টি হলো: রেশম হলো প্রাণিজাত উৎস থেকে সংগৃহীত ঔষধসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এই কারণেই একে প্রাণিজ ঔষধের মধ্যে গণ্য করা হয়; কারণ এর উৎস হলো প্রাণী। এটি অত্যন্ত উপকারী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এর বিশেষ গুণের মধ্যে রয়েছে হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করা, একে প্রফুল্ল রাখা এবং হৃদযন্ত্রের নানাবিধ রোগ ও কৃষ্ণ পিত্তের (সাওদা) আধিক্য এবং তা থেকে উদ্ভূত ব্যাধিসমূহ নিরাময়ে এটি ফলদায়ক। সুরমা হিসেবে ব্যবহার করলে এটি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। কাঁচা রেশম—যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়—প্রথম স্তরের উষ্ণ ও শুষ্ক। কেউ কেউ একে উষ্ণ ও আর্দ্র বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন এটি ভারসাম্যপূর্ণ বা পরিমিত। যখন এটি পোশাক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন এটি মেজাজ বা প্রকৃতির দিক থেকে নাতিশীতোষ্ণ হয়, যা শরীরকে উষ্ণ রাখে; তবে কখনও কখনও শরীরকে স্থূলকায় করার মাধ্যমে এটি শরীরকে শীতলও করতে পারে।

আল-রাযী বলেছেন: ইবরয়সাম (রেশম) লিনেনের চেয়ে অধিক উষ্ণ এবং তুলার চেয়ে অধিক শীতল। এটি মাংসপেশি বৃদ্ধি করে। প্রতিটি খসখসে পোশাক শরীরকে কৃশ করে এবং চামড়াকে শক্ত করে, আর এর বিপরীতটি (মসৃণ পোশাক) এর উল্টো প্রভাব ফেলে।

আমি বলি: পোশাক তিন প্রকার: এক প্রকার যা শরীরকে উত্তপ্ত ও উষ্ণ করে, দ্বিতীয় প্রকার যা উষ্ণ করে কিন্তু উত্তপ্ত করে না, এবং তৃতীয় প্রকার যা উত্তপ্তও করে না এবং উষ্ণও করে না। এমন কোনো প্রকার নেই যা উত্তপ্ত করে কিন্তু উষ্ণ করে না, কারণ যা উত্তপ্ত করে তা উষ্ণ করার ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী। সুতরাং পশম ও লোমের তৈরি পোশাক শরীরকে উত্তপ্ত ও উষ্ণ উভয়ই করে। লিনেন, রেশম এবং তুলার পোশাক উষ্ণতা দেয় কিন্তু উত্তপ্ত করে না। লিনেনের কাপড় শীতল ও শুষ্ক; পশমি কাপড় উষ্ণ ও শুষ্ক; তুলার কাপড় পরিমিত উষ্ণতাসম্পন্ন; আর রেশমি কাপড় তুলার চেয়ে অধিক কোমল এবং এর চেয়ে কম উষ্ণ।

‘আল-মিনহাজ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন: এটি পরিধান করা তুলার মতো উত্তপ্ত করে না, বরং এটি ভারসাম্যপূর্ণ। প্রতিটি মসৃণ ও উজ্জ্বল পোশাক শরীরকে কম উত্তপ্ত করে এবং শরীরের বর্জ্য নিঃসরণে কম সহায়তা করে। তাই গ্রীষ্মকালে এবং উষ্ণ দেশগুলোতে এ জাতীয় পোশাক পরিধান করাই অধিকতর শ্রেয়।

রেশমি পোশাক যেহেতু এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং এতে অন্য কাপড়ের মতো শুষ্কতা ও কর্কশতা নেই, তাই এটি চুলকানির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। কারণ চুলকানি কেবল উষ্ণতা, শুষ্কতা ও কর্কশতার কারণেই সৃষ্টি হয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) জুবায়ের এবং আবদুর রহমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে চুলকানির চিকিৎসার জন্য রেশমি পোশাক পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন। রেশমি পোশাকে উকুন জন্মানোর সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ, কারণ এর প্রকৃতি বা মেজাজ উকুন সৃষ্টির অনুকূল প্রকৃতির পরিপন্থী। আর যে পোশাক উষ্ণতা বা উত্তাপ কোনোটাই দেয় না, তা হলো লোহা, সিসা, কাঠ, মাটি এবং অনুরূপ বস্তু দ্বারা তৈরি পোশাক। যদি প্রশ্ন করা হয়: রেশমি পোশাক যদি সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী পোশাক হয়—

(ص: 61)الطب النبوي لابن القيم

لِلْبُدْنِ، فَلِمَاذَا حَرَّمَتْهُ الشَّرِيعَةُ الْكَامِلَةُ الْفَاضِلَةُ الَّتِي أَبَاحَتِ الطَّيِّبَاتِ، وَحَرَّمَتِ الْخَبَائِثَ؟

قِيلَ: هَذَا السُّؤَالُ يُجِيبُ عَنْهُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ بِجَوَابٍ، فَمُنْكِرُو الْحُكْمِ وَالتَّعْلِيلِ لِمَا رُفِعَتْ قَاعِدَةُ التَّعْلِيلِ مِنْ أَصْلِهَا لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَى جَوَابٍ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ. وَمُثْبِتُو التَّعْلِيلِ وَالْحُكْمِ- وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ- مِنْهُمْ مَنْ يُجِيبُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ حَرَّمَتْهُ لِتَصْبِرَ النُّفُوسُ عَنْهُ، وَتَتْرُكَهُ لِلَّهِ، فَتُثَابَ عَلَى ذَلِكَ لَا سِيَّمَا وَلَهَا عِوَضٌ عَنْهُ بِغَيْرِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ خُلِقَ فِي الْأَصْلِ لِلنِّسَاءِ، كَالْحِلْيَةِ بِالذَّهَبِ، فَحَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَفْسَدَةِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: حَرُمَ لِمَا يُورِثُهُ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْعُجْبِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: حَرُمَ لِمَا يُورِثُهُ بِمُلَامَسَتِهِ لِلْبَدَنِ مِنَ الْأُنُوثَةِ وَالتَّخَنُّثِ، وَضِدُّ الشَّهَامَةِ وَالرُّجُولَةِ، فَإِنَّ لُبْسَهُ يُكْسِبُ الْقَلْبَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْإِنَاثِ، وَلِهَذَا لَا تَكَادُ تَجِدُ مَنْ يَلْبَسُهُ فِي الْأَكْثَرِ إِلَّا وَعَلَى شَمَائِلِهِ مِنَ التَّخَنُّثِ وَالتَّأَنُّثِ، وَالرَّخَاوَةِ مَا لَا يَخْفَى، حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ أَشْهَمِ النَّاسِ وَأَكْثَرِهِمْ فُحُولِيَّةً وَرُجُولِيَّةً، فَلَا بُدَّ أَنْ يُنْقِصَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يُذْهِبْهَا، وَمَنْ غَلُظَتْ طِبَاعُهُ

وَكَشَفَتْ عَنْ فَهْمِ هَذَا، فَلْيُسَلِّمْ لِلشَّارِعِ الْحَكِيمِ، وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُلْبِسَهُ الصَّبِيَّ لِمَا يَنْشَأُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ التَّأْنِيثِ.

وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:

«إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا» . وَفِي لَفْظٍ:

«حَرُمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» «1» .

وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» عَنْ حذيفة قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ولكم في الآخرة» «2» .

---

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. والنسائي في الزينة والترمذي في اللباس وهو حديث صحيح

(2) أخرجه البخاري في اللباس

(শরীরের জন্য উপকারী), তবে কেন সেই পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ শরীয়ত একে হারাম ঘোষণা করল যা পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করেছে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করেছে?

বলা হয়ে থাকে: এই প্রশ্নের উত্তর মুসলিমদের প্রতিটি দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রদান করে। যারা বিধানের পেছনে কোনো হিকমত বা কারণ (তা'লীল) থাকাকে অস্বীকার করে, যেহেতু তারা মূলগতভাবেই কারণ দর্শানোর নিয়মকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই তাদের এই প্রশ্নের কোনো উত্তরের প্রয়োজন নেই।

আর যারা বিধানের পেছনে কারণ ও হিকমত সাব্যস্ত করে থাকেন—এবং তারাই সংখ্যাগুরু—তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এর উত্তরে বলেন যে, শরীয়ত এটি নিষিদ্ধ করেছে যেন নফস বা প্রবৃত্তি তা থেকে ধৈর্য ধারণ করতে শেখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা ত্যাগ করে। এর ফলে তারা সওয়াব প্রাপ্ত হবে, বিশেষ করে যখন এর পরিবর্তে অন্য বিকল্প ভোগ করার সুযোগ রয়েছে।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তর দেন যে, এটি মূলত নারীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন সোনার অলংকার। সুতরাং পুরুষদের জন্য এটি হারাম করা হয়েছে যেন পুরুষরা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার মতো অনিষ্ট (মফসাদাহ) থেকে মুক্ত থাকে। আবার কেউ বলেছেন: এটি হারাম করা হয়েছে কারণ এটি অহঙ্কার, দম্ভ ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি করে। অন্য কেউ বলেছেন: এটি হারাম করা হয়েছে কারণ শরীরের সাথে এর স্পর্শে নারীসুলভ কোমলতা ও স্বভাব (তাখাননুস) সৃষ্টি হয় যা সাহসিকতা ও পুরুষত্বের পরিপন্থী। কেননা রেশম পরিধান করা হৃদয়ে নারীদের স্বভাবের একটি গুণ সৃষ্টি করে। এজন্য আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন কাউকে পাবেন না যে রেশম পরিধান করে অথচ তার চলন-বলনে নারীসুলভ নমনীয়তা ও শিথিলতা প্রকাশ পায় না, যা অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনকি সে যদি অত্যন্ত সাহসী ও পুরুষত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিও হয়, রেশম পরিধান তাকে নিশ্চিতভাবেই সেই গুণ থেকে কিছুটা বিচ্যুত করবে, যদিও তা পুরোপুরি বিলুপ্ত না করে। যার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ এবং এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে অক্ষম, সে যেন প্রজ্ঞাময় বিধানদাতার (শারী) নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ কারণেই দুটি মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ মতটি হলো: অভিভাবকের জন্য নাবালেগ শিশুকে রেশম পরিধান করানো হারাম, কারণ এর ফলে সে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

ইমাম নাসাঈ আবু মুসা আল-াশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

«নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের নারীদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং পুরুষদের জন্য তা হারাম করেছেন।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

«আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণের পোশাক হারাম করা হয়েছে এবং তাদের নারীদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে» (১)।

সহীহ বুখারীতে হুজাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেশম ও দীবাজ (এক প্রকার রেশমি বস্ত্র) পরিধান করতে এবং তার ওপর বসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: «এগুলো তাদের জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে» (২)।

---

(১) এটি আবদুর রাজ্জাক তার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে, নাসাঈ 'যীনাহ' অধ্যায়ে এবং তিরমিযী 'লিবাস' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি সহীহ হাদীস।

(২) ইমাম বুখারী 'লিবাস' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ ذَاتِ الْجَنْبِ

رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ» «1» .

وَذَاتُ الْجَنْبِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَغَيْرُ حَقِيقِيٍّ. فالحقيقي: وره حَارٌّ يَعْرِضُ فِي نَوَاحِي الْجَنْبِ فِي الْغِشَاءِ الْمُسْتَبْطِنِ لِلْأَضْلَاعِ. وَغَيْرُ الْحَقِيقِيِّ: أَلَمٌ يُشْبِهُهُ يَعْرِضُ فِي نَوَاحِي الْجَنْبِ عَنْ رِيَاحٍ غَلِيظَةٍ مُؤْذِيَةٍ تَحْتَقِنُ بَيْنَ الصَّفَاقَاتِ، فَتُحْدِثُ وَجَعًا قَرِيبًا مِنْ وَجَعِ ذَاتِ الْجَنْبِ الْحَقِيقِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْوَجَعَ فِي هَذَا الْقِسْمِ مَمْدُودٌ، وَفِي الْحَقِيقِيِّ نَاخِسٌ.

قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» : قَدْ يَعْرِضُ فِي الْجَنْبِ، وَالصَّفَاقَاتِ، وَالْعَضَلِ الَّتِي فِي الصَّدْرِ، وَالْأَضْلَاعِ، وَنَوَاحِيهَا أَوْرَامٌ مُؤْذِيَةٌ جِدًّا مُوجِعَةٌ، تُسَمَّى شَوْصَةً وَبِرْسَامًا، وَذَاتَ الْجَنْبِ. وَقَدْ تَكُونُ أَيْضًا أَوْجَاعًا فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَيْسَتْ مِنْ وَرَمٍ، وَلَكِنْ مِنْ رِيَاحٍ غَلِيظَةٍ، فَيُظَنَّ أَنَّهَا مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ، وَلَا تَكُونُ مِنْهَا. قَالَ:

وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ وَجَعٍ فِي الْجَنْبِ قَدْ يُسَمَّى ذَاتَ الْجَنْبِ اشْتِقَاقًا مِنْ مَكَانِ الْأَلَمِ، لِأَنَّ مَعْنَى ذَاتِ الجنب صاحبة الجنب، والغرض به ها هنا وَجَعُ الْجَنْبِ، فَإِذَا عَرَضَ فِي الْجَنْبِ أَلَمٌ عَنْ أَيِّ سَبَبٍ كَانَ نُسِبَ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ كَلَامُ بُقْرَاطَ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ أَصْحَابَ ذَاتِ الْجَنْبِ يَنْتَفِعُونَ بِالْحَمَامِ. قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَنْ بِهِ وَجَعُ جَنْبٍ، أَوْ وَجَعُ رِئَةٍ مِنْ سُوءِ مِزَاجٍ، أَوْ مِنْ أَخْلَاطٍ غَلِيظَةٍ، أَوْ لَذَّاعَةٍ مِنْ غَيْرِ وَرَمٍ وَلَا حُمَّى.

قَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: وَأَمَّا مَعْنَى ذَاتِ الْجَنْبِ فِي لُغَةِ الْيُونَانِ، فَهُوَ وَرَمُ الْجَنْبِ الْحَارُّ، وَكَذَلِكَ وَرَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ذَاتَ الْجَنْبِ وَرَمَ ذَلِكَ الْعُضْوِ إِذَا كَانَ وَرَمًا حَارًّا فَقَطْ.

وَيَلْزَمُ ذَاتَ الْجَنْبِ الْحَقِيقِيِّ خَمْسَةُ أَعْرَاضٍ: وَهِيَ الْحُمَّى وَالسُّعَالُ، وَالْوَجَعُ النَّاخِسُ، وَضِيقُ النَّفَسِ، وَالنَّبْضُ الْمِنْشَارِيُّ.

وَالْعِلَاجُ الْمَوْجُودُ فِي الْحَدِيثِ، لَيْسَ هُوَ لِهَذَا الْقِسْمِ، لَكِنْ لِلْقِسْمِ الثَّانِي الْكَائِنِ عَنِ الرِّيحِ الْغَلِيظَةِ، فَإِنَّ الْقُسْطَ الْبَحْرِيَّ- وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ على ما جاء

---

(1) أخرجه الترمذي والإمام أحمد والحاكم في الطب. قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي

পরিচ্ছেদ: ‘জাতুল জানব’ (পার্শ্বশূল) নিরাময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা

ইমাম তিরমিযী তাঁর ‘জামে’ গ্রন্থে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

“তোমরা সামুদ্রিক কুস্ত (কস্টাস) এবং যয়তুনের তেল দ্বারা ‘জাতুল জানব’-এর চিকিৎসা করো।”

চিকিৎসকদের নিকট ‘জাতুল জানব’ (পার্শ্বশূল) দুই প্রকার: প্রকৃত ও অপ্রকৃত। প্রকৃত প্রকারটি হলো একটি উষ্ণ প্রদাহ, যা পাঁজরের হাড়ের অভ্যন্তরীণ ঝিল্লিতে পার্শ্বদেশীয় অঞ্চলে দেখা দেয়। আর অপ্রকৃত প্রকারটি হলো এর অনুরূপ একটি ব্যথা, যা ক্ষতিকর ও ঘন বায়ুর কারণে পার্শ্বদেশে দেখা দেয় এবং ঝিল্লিগুলোর (পেরিটোনিয়াম) মাঝে আটকে যায়। ফলে এটি প্রকৃত ‘জাতুল জানব’-এর ব্যথার মতোই যন্ত্রণা সৃষ্টি করে; তবে পার্থক্য হলো এই প্রকারের ব্যথা বিস্তৃত হয়, আর প্রকৃতটিতে সূঁচ ফোটানোর মতো তীব্র বিঁধনি অনুভূতি থাকে।

‘আল-কানুন’ (চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ) এর রচয়িতা বলেছেন: পার্শ্বদেশ, ঝিল্লি, বুকের পেশী, পাঁজরের হাড় এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক কিছু প্রদাহ দেখা দিতে পারে, যাকে ‘শাওসাহ’, ‘বিরসাম’ এবং ‘জাতুল জানব’ বলা হয়। আবার কখনো এসব অঙ্গে প্রদাহ ছাড়াই ব্যথা হতে পারে, যা কেবল ঘন বায়ুর কারণে ঘটে; ফলে ধারণা করা হয় যে এটি সেই নির্দিষ্ট রোগের কারণে হয়েছে, অথচ আসলে তা নয়। তিনি আরও বলেন:

জেনে রেখো, পার্শ্বদেশের প্রতিটি ব্যথাকেই ব্যথার স্থানের সাথে সম্বন্ধ করে ‘জাতুল জানব’ বলা হতে পারে। কেননা ‘জাতুল জানব’-এর শাব্দিক অর্থ হলো পার্শ্বের রোগ, আর এখানে

উদ্দেশ্য হলো পার্শ্বদেশের ব্যথা। সুতরাং যেকোনো কারণেই পার্শ্বদেশে ব্যথা হোক না কেন, তাকে এই রোগের দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। হিপোক্রেটিসের (বুকরাত) সেই উক্তিকেও এর ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই জাতুল জানবে আক্রান্ত ব্যক্তিরা উষ্ণ স্নানের মাধ্যমে উপকৃত হয়।" বলা হয়েছে: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার পার্শ্বদেশে ব্যথা রয়েছে অথবা ফুসফুসে কষ্ট রয়েছে, যা মেজাজের ভারসাম্যহীনতা কিংবা ঘন অথবা তীক্ষ্ণ পদার্থের আধিক্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে—যেখানে কোনো প্রদাহ বা জ্বর নেই।
কোনো কোনো চিকিৎসক বলেছেন: গ্রীক ভাষায় 'জাতুল জানব'-এর অর্থ হলো পার্শ্বদেশের উষ্ণ প্রদাহ। অনুরূপভাবে প্রতিটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গের প্রদাহকেও (সারসাম) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়; তবে কোনো অঙ্গের প্রদাহকে 'জাতুল জানব' তখনই বলা হয় যখন সেটি কেবল উষ্ণ প্রদাহ হয়ে থাকে।
প্রকৃত 'জাতুল জানব'-এর ক্ষেত্রে পাঁচটি উপসর্গ অবধারিতভাবে থাকে: জ্বর, কাশি, সূঁচ ফোটানোর মতো বিঁধনি ব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং করাতের দাঁতের মতো নাড়ির স্পন্দন।
হাদিসে যে চিকিৎসার কথা এসেছে, তা এই (প্রকৃত) প্রকারের জন্য নয়, বরং দ্বিতীয় প্রকারের জন্য যা ঘন বায়ুর কারণে সৃষ্টি হয়। কেননা সামুদ্রিক কুস্ত (কস্টাস)—যা হলো হিন্দুস্তানি কাষ্ঠ (উদে হিন্দি)—যেমনটি বর্ণিত হয়েছে...

(১) এটি তিরমিযী, ইমাম আহমাদ এবং হাকেম 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাকেম একে সহিহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

(ص: 63)الطب النبوي لابن القيم

مُفَسَّرًا فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ- صِنْفٌ مِنَ الْقُسْطِ إِذَا دُقَّ دَقًّا نَاعِمًا، وَخُلِطَ بِالزَّيْتِ الْمُسَخَّنِ، وَذُلِكَ بِهِ مَكَانُ الرِّيحِ الْمَذْكُورُ، أَوْ لُعِقَ، كَانَ دَوَاءً مُوَافِقًا لِذَلِكَ، نَافِعًا لَهُ، مُحَلِّلًا لِمَادَّتِهِ، مُذْهِبًا لَهَا، مُقَوِّيًا لِلْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ، مُفَتِّحًا لِلسُّدَدِ، وَالْعُودُ الْمَذْكُورُ فِي مَنَافِعِهِ كَذَلِكَ..

قَالَ المسبحي «1» : الْعُودُ: حَارٌّ يَابِسٌ، قَابِضٌ يَحْبِسُ الْبَطْنَ، وَيُقَوِّي الْأَعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ، وَيَطْرُدُ الرِّيحَ، وَيَفْتَحُ السُّدَدَ، نَافِعٌ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَيُذْهِبُ فَضْلَ الرُّطُوبَةِ، وَالْعُودُ الْمَذْكُورُ جَيِّدٌ لِلدِّمَاغِ. قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَنْفَعَ الْقُسْطُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ الْحَقِيقِيَّةِ أَيْضًا إِذَا كَانَ حُدُوثُهَا عَنْ مَادَّةٍ بَلْغَمِيَّةٍ لَا سِيَّمَا فِي وَقْتِ انْحِطَاطِ الْعِلَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَذَاتُ الْجَنْبِ: مِنَ الْأَمْرَاضِ الْخَطِرَةِ؛ وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: عَنْ أم سلمة، أَنَّهَا قَالَتْ: بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهِ فِي بَيْتِ ميمونة، وَكَانَ كُلَّمَا خَفَّ عَلَيْهِ، خَرَجَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَكَانَ كُلَّمَا وَجَدَ ثِقَلًا قَالَ: «مُرُوا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، وَاشْتَدَّ شَكْوَاهُ حَتَّى غُمِرَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجَعِ، فَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ، وَعَمُّهُ العباس، وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس، فَتَشَاوَرُوا فِي لَدِّهِ، فَلَدُّوهُ وَهُوَ مَغْمُورٌ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «مَنْ فَعَلَ بِي هَذَا، هَذَا مِنْ عَمَلِ نساء جئن من ها هنا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أم سلمة وَأَسْمَاءُ لَدَّتَاهُ، فَقَالُوا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ. قَالَ: «فَبِمَ لَدَدْتُمُونِي» ؟ قَالُوا: بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَشَيْءٍ مِنْ وَرْسٍ، وَقَطَرَاتٍ مِنْ زَيْتٍ. فَقَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفَنِي بِذَلِكَ الدَّاءِ» ، ثُمَّ قَالَ: «عَزَمْتُ عليكم ألايبقى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ إِلَّا عَمِّي العباس» «2» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأشار ألاتلدّوني، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي، لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ عَمِّي العباس، فَإِنَّهُ لم يشهدكم» .

---

(1) أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي وهو ضعيف. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف» من حديث أسماء بنت عميس، وإسناده صحيح

(2) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في اللباس.

অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে— কুস্ত (Qust) এর একটি প্রকার রয়েছে; যখন একে অতি মিহি করে পেষণ করা হয় এবং গরম তেলের সাথে মিশ্রিত করা হয়, অতঃপর তা উল্লিখিত বায়ুজনিত ব্যথার স্থানে মালিশ করা হয় অথবা চেটে খাওয়া হয়, তবে তা উক্ত রোগের জন্য একটি উপযুক্ত ও উপকারী ঔষধ হবে। এটি রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানকে বিগলিত ও দূর করে, অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে শক্তিশালী করে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ রুদ্ধতা (অবরোধ) উন্মুক্ত করে। উল্লিখিত উদ (অগুরু) এর উপকারিতাও তদ্রূপ।

মুসাব্বিহী (১) বলেন: উদ উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির এবং ধারক যা পেট কষে দেয়, অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে শক্তিশালী করে, বায়ু নির্গত করে এবং রুদ্ধতা উন্মুক্ত করে। এটি জাতুল জানব (পার্শ্বশূল) এর জন্য উপকারী এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূর করে। উল্লিখিত উদ মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত উত্তম। তিনি আরও বলেন: যদি প্রকৃত জাতুল জানব শ্লেষ্মাজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও কুস্ত উপকারী হওয়া সম্ভব, বিশেষ করে রোগের উপশমকালে; আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জাতুল জানব (পার্শ্বশূল) একটি বিপজ্জনক রোগ। সহীহ হাদীসে উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অসুস্থতার সূচনা হয়েছিল মায়মুনা (রা.) এর ঘরে। যখনই তাঁর রোগ কিছুটা উপশম হতো, তিনি বের হতেন এবং মানুষকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু যখনই তিনি অসুস্থতার ভার অনুভব করতেন, বলতেন: "আবু বকরকে বলো মানুষকে নিয়ে সালাত আদায় করতে।" তাঁর অসুস্থতা তীব্রতর হয় এমনকি ব্যথার প্রচণ্ডতায় তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তখন তাঁর নিকট তাঁর পত্নীগণ, তাঁর চাচা আব্বাস, উম্মুল ফজল বিনতে হারিস এবং আসমা বিনতে উমাইস সমবেত হলেন। তাঁরা তাঁকে ‘লাদুদ’ (মুখের এক পাশ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ) করার বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তিনি যখন অচৈতন্য ছিলেন তখন তাঁরা তাঁকে ঔষধ প্রয়োগ করলেন। যখন তিনি সচেতন হলেন, বললেন: "আমার সাথে কে এমনটা করল? এটি সেই নারীদের কাজ যারা এখান থেকে এসেছে" —তিনি তাঁর হাত দিয়ে আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) ভূমির দিকে ইশারা করলেন। উম্মে সালামাহ ও আসমা (রা.) তাঁকে ঔষধটি দিয়েছিলেন। তাঁরা বললেন:

হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আশঙ্কা করেছিলাম যে আপনার হয়তো ‘জাতুল জানব’ (পার্শ্বশূল) হয়েছে। তিনি বললেন: "তোমরা আমাকে কী দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করেছ?" তাঁরা বললেন: উদে হিন্দি (ভারতীয় কাষ্ঠ), সামান্য ওয়ারস (এক প্রকার হলুদ ঘাস) এবং কয়েক ফোঁটা তেল দিয়ে। তখন তিনি বললেন: "আল্লাহ আমাকে সেই রোগে আক্রান্ত করবেন না।" অতঃপর তিনি

বললেন: "আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, আমার চাচা আব্বাস ব্যতীত এই ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে ঔষধটি ঢেলে দেওয়া হবে" (২)।
সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ঔষধ (লাদুদ) পান করালাম। তিনি ইশারা করলেন যেন আমরা তাঁকে ঔষধ না খাওয়াই। আমরা মনে করলাম, এটি ঔষধের প্রতি রোগীর চিরাচরিত অনীহা মাত্র। যখন তিনি সচেতন হলেন, বললেন: "আমি কি তোমাদের আমাকে ঔষধ দিতে নিষেধ করিনি? তোমাদের মধ্যে এমন কেউ বাকি থাকবে না যার মুখে ঔষধ দেওয়া হবে না, কেবল আমার চাচা আব্বাস ব্যতীত; কারণ তিনি তোমাদের এই কাজে উপস্থিত ছিলেন না।"

---

(১) ইবনে সাদ এটি ওয়াকিদির সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তা দুর্বল। তবে আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে আসমা বিনতে উমাইস (রা.) এর হাদীস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহীহ।
(২) বুখারী চিকিৎসা অধ্যায়ে এবং মুসলিম পোশাক অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أبو عبيد عن الأصمعي: اللَّدُودُ: مَا يُسْقَى الْإِنْسَانُ فِي أَحَدِ شِقَّيِ الْفَمِ، أُخِذَ مِنْ لَدِيدَيِ الْوَادِي، وَهُمَا جَانِبَاهُ. وَأَمَّا الْوَجُورُ: فَهُوَ فِي وَسَطِ الْفَمِ.
قُلْتُ: وَاللَّدُودُ- بِالْفَتْحِ: - هُوَ الدَّوَاءُ الَّذِي يُلَدُّ بِهِ. وَالسَّعُوطُ: مَا أُدْخِلَ مِنْ أَنْفِهِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ مُعَاقَبَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ سَوَاءٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ لِبِضْعَةَ عَشَرَ دَلِيلًا قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهُوَ مَنْصُوصُ أحمد، وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَتَرْجَمَةُ الْمَسْأَلَةِ بِالْقِصَاصِ فِي اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ، وَفِيهَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ لَا مُعَارِضَ لَهَا الْبَتَّةَ، فَيَتَعَيَّنُ القول بها.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَةِ

رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» حَدِيثًا فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صُدِعَ، غَلَّفَ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ نَافِعٌ بِإِذْنِ مِنَ الصُّدَاعِ» «1» .

وَالصُّدَاعُ: أَلَمٌ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ أَوْ كُلِّهِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي أَحَدِ شِقَّيِ الرَّأْسِ لَازِمًا يُسَمَّى شَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِجَمِيعِهِ لَازِمًا، يُسَمَّى بَيْضَةً وَخُودَةً تَشْبِيهًا بِبَيْضَةِ السِّلَاحِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى الرَّأْسِ كُلِّهِ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ أَوْ فِي مُقَدَّمِهِ.

وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ، وَأَسْبَابُهُ مُخْتَلِفَةٌ. وَحَقِيقَةُ الصّدع سُخُونَةُ الرَّأْسِ، وَاحْتِمَاؤُهُ لِمَا دَارَ فِيهِ مِنَ الْبُخَارِ يَطْلُبُ النُّفُوذَ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يَجِدُ مَنْفَذًا، فَيَصْدَعُهُ كَمَا يَصْدَعُ الْوَعْيُ «2» إِذَا حَمِيَ مَا فِيهِ وَطَلَبَ النُّفُوذَ. فَكُلُّ شَيْءٍ رَطْبٍ إذا حمي، طلب مكانا

---

(1) الحديث الذي في سنن ابن ماجه «كان لا يصيبه قُرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ» وأخرج ابن السني في الطب وأبو نعيم في الطب أيضا عن أبي هريرة «كان إذا نزل عليه الوحي صدع فيلف رأسه بالحناء.

(2) الوعي: القح والمدّة- انظر القاموس المحيط- و «المدّة بالكسر: القيح.

আবু উবাইদ আল-আসমাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন: লুদুদ (اللُّدُودُ) হলো তা, যা মানুষের মুখের এক পাশে পান করানো হয়। এটি উপত্যকার দুই পাশ (লাদীদাই আল-ওয়াদী) থেকে গৃহীত হয়েছে, যা তার দুই প্রান্তকে বোঝায়। আর ওয়াজুর (الْوَجُورُ) হলো যা মুখের মাঝখানে দেওয়া হয়।

আমি বলি: লুদুদ—ফাতহা বর্ণযোগে—হলো সেই ওষুধ যা দিয়ে লুদুদ (মুখের এক পাশে প্রয়োগ) করা হয়। আর সাউত (السَّعُوطُ) হলো যা নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করানো হয়।

এই হাদিসে ফিকহী মাসআলা রয়েছে যে, অপরাধীকে ঠিক তেমনি শাস্তি প্রদান করা হবে যেমনটি সে করেছে, যতক্ষণ না তার সেই কাজটি আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে কোনো হারাম কাজ হয়। এটিই অকাট্য সঠিক মত, যার স্বপক্ষে দশটিরও বেশি দলিল রয়েছে যা আমরা অন্যত্র

উল্লেখ করেছি। এটি ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত এবং খুলাফায়ে রাশিদিন থেকে প্রমাণিত। মাসআলাটি হলো চড় বা আঘাতের ক্ষেত্রে কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করা। এই বিষয়ে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে যার কোনো বিরোধ নেই, সুতরাং এই মতটিই গ্রহণ করা আবশ্যক।

মাথাব্যথা ও আধাকপালি (মাইগ্রেন) নিরাময়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

ইবনে মাজাহ তাঁর ‘সুনান’-এ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার বিশুদ্ধতার বিষয়ে সংশয় রয়েছে: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যখন মাথাব্যথা হতো, তিনি তাঁর মাথা মেহেদি দিয়ে ঢেকে দিতেন এবং বলতেন: "নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর নির্দেশে মাথাব্যথার জন্য উপকারী।"

মাথাব্যথা (সুদা') হলো মাথার কিছু অংশে বা পুরো মাথায় একটি বেদনা। যদি এটি মাথার যেকোনো এক পাশে স্থায়ীভাবে হয়, তবে তাকে আধাকপালি বা মাইগ্রেন (শাকিয়াহ) বলা হয়। আর যদি পুরো মাথা জুড়ে স্থায়ীভাবে হয়, তবে তাকে বায়দাহ বা খুদাহ (হেলমেট) বলা হয়—রণসজ্জার হেলমেটের সাথে সাদৃশ্য রেখে, যা পুরো মাথাকে আবৃত করে ফেলে। কখনো এটি মাথার পেছনের দিকে বা সামনের দিকেও হতে পারে।

এর প্রকারভেদ অনেক এবং কারণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। মাথাব্যথার প্রকৃত স্বরূপ হলো মাথার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মাথার ভেতরে আবর্তিত বাষ্পের চাপের কারণে তা উত্তপ্ত হওয়া, যা বের হওয়ার পথ খোঁজে কিন্তু কোনো পথ পায় না। ফলে এটি মাথাকে ব্যথিত করে যেমন ব্যথিত করে কোনো পুঁজপূর্ণ ক্ষত (আল-ওয়া’য়) যখন তার ভেতরের অংশ উত্তপ্ত হয় এবং বের হওয়ার পথ খোঁজে। কোনো আর্দ্র বস্তু যখন উত্তপ্ত হয়, তখন তা স্থান খোঁজে...

---

(১) ইবনে মাজাহ-এর সুনানে বর্ণিত হাদিসটি হলো: "তাঁর কোনো ক্ষত বা কাঁটা বিঁধলে তিনি সেখানে মেহেদি প্রয়োগ করতেন।" ইবনুস সুন্নি এবং আবু নুয়াইম চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন: "যখন তাঁর ওপর ওহি নাজিল হতো, তখন তাঁর মাথাব্যথা হতো, ফলে তিনি তাঁর মাথা মেহেদি দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতেন।"

(২) আল-ওয়া'য়: পুঁজ এবং বিষাক্ত তরল—আল-কামুসুল মুহিত দেখুন—এবং 'আল-মিদ্দাহ' (জের সহকারে): পুঁজ।

أَوْسَعَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، فَإِذَا عَرَضَ هَذَا الْبُخَارُ فِي الرَّأْسِ كُلِّهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ التَّفَشِّي وَالتَّحَلُّلُ، وَجَالَ فِي الرَّأْسِ، سُمِّيَ السَّدْرُ.

وَالصُّدَاعُ يَكُونُ عَنْ أَسْبَابٍ عَدِيدَةٍ:

أَحَدُهَا: مِنْ غَلَبَةِ وَاحِدٍ مِنَ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ.

وَالْخَامِسُ: يَكُونُ مِنْ قُرُوحٍ تَكُونُ فِي الْمَعِدَةِ، فَيَأْلَمُ الرَّأْسُ لِذَلِكَ الْوَرَمِ لِاتِّصَالِ الْعَصَبِ الْمُنْحَدِرِ مِنَ الرَّأْسِ بِالْمَعِدَةِ.

وَالسَّادِسُ: مِنْ رِيحٍ غَلِيظَةٍ تَكُونُ فِي الْمَعِدَةِ، فَتَصْعَدُ إِلَى الرَّأْسِ فَتَصْدَعُهُ.

وَالسَّابِعُ: يَكُونُ مِنْ وَرَمٍ فِي عُرُوقِ الْمَعِدَةِ، فَيَأْلَمُ الرَّأْسُ بِأَلَمِ الْمَعِدَةِ لِلِاتِّصَالِ الَّذِي بَيْنَهُمَا.

وَالثَّامِنُ: صُدَاعٌ يَحْصُلُ عَنِ امْتِلَاءِ الْمَعِدَةِ مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ وَيَبْقَى بَعْضُهُ نِيئًا، فَيُصَدِّعُ الرَّأْسَ وَيُثْقِلُهُ.

وَالتَّاسِعُ: يَعْرِضُ بَعْدَ الْجِمَاعِ لِتَخَلْخُلِ الْجِسْمِ، فَيَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ حَرِّ الْهَوَاءِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِهِ.

وَالْعَاشِرُ: صُدَاعٌ يَحْصُلُ بَعْدَ الْقَيْءِ وَالِاسْتِفْرَاغِ، إِمَّا لِغَلَبَةِ الْيُبْسِ، وَإِمَّا لِتَصَاعُدِ الْأَبْخِرَةِ مِنَ الْمَعِدَةِ إِلَيْهِ.

وَالْحَادِيَ عَشَرَ: صُدَاعٌ يَعْرِضُ عَنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَسُخُونَةِ الْهَوَاءِ.

وَالثَّانِي عَشَرَ: مَا يَعْرِضُ عَنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَتَكَاثُفِ الْأَبْخِرَةِ فِي الرَّأْسِ وَعَدَمِ تَحَلُّلِهَا.

وَالثَّالِثَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنَ السَّهَرِ وَعَدَمِ النَّوْمِ.

وَالرَّابِعَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ ضَغْطِ الرَّأْسِ وَحَمْلِ الشَّيْءِ الثَّقِيلِ عَلَيْهِ.

وَالْخَامِسَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ كَثْرَةِ الْكَلَامِ، فَتَضْعُفُ قُوَّةُ الدِّمَاغِ لِأَجْلِهِ.

وَالسَّادِسَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَرَكَةِ وَالرِّيَاضَةِ الْمُفْرِطَةِ.

وَالسَّابِعَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنَ الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ، كَالْهُمُومِ، وَالْغُمُومِ، وَالْأَحْزَانِ، وَالْوَسَاوِسِ، وَالْأَفْكَارِ الرَّدِيئَةِ.

وَالثَّامِنَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، فَإِنَّ الْأَبْخِرَةَ لَا تَجِدُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ، فَتَكْثُرُ وَتَتَصَاعَدُ إِلَى الدِّمَاغِ فَتُؤْلِمُهُ.

এটি তার পূর্বের স্থানের তুলনায় অধিক প্রশস্ত হয়ে পড়ে। যখন এই বাষ্প সম্পূর্ণ মাথায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তা বেরিয়ে যেতে বা বিলীন হতে পারে না এবং মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে, তখন তাকে 'সাদর' (মাথা ঘোরা) বলা হয়।

আর শিরঃপীড়া বা মাথাব্যথা (সুদা') বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে:

প্রথমত: চারটি শারীরিক প্রকৃতির (তবিআত) কোনো একটির প্রাবল্যের কারণে।

পঞ্চম: পাকস্থলীতে কোনো ক্ষত বা ঘায়ের কারণে; সেই প্রদাহের ফলে মাথায় যন্ত্রণা হয়, কারণ মাথা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত স্নায়ুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রয়েছে।

ষষ্ঠ: পাকস্থলীতে উৎপন্ন ঘনীভূত বায়ুর কারণে, যা মাথায় আরোহণ করে সেখানে ব্যথার সৃষ্টি করে।

সপ্তম: পাকস্থলীর শিরা-উপশিরায় কোনো প্রদাহ বা ফুলাজনিত কারণে; উভয়ের মধ্যকার সংযোগের ফলে পাকস্থলীর ব্যথার কারণে মাথাতেও ব্যথা অনুভূত হয়।

অষ্টম: পাকস্থলী খাদ্যে পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে সৃষ্ট মাথাব্যথা; এরপর খাদ্য নিচে নেমে গেলেও কিছু অংশ অপাচ্য থেকে যায়, যা মাথায় ব্যথা ও ভারবোধ তৈরি করে।

নবম: সহবাসের পর শরীরের রোমকূপগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথা; ফলে বাতাসের স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক তাপ শরীরে প্রবেশ করে।

দশম: বমি বা পেট পরিষ্কারের জন্য ঔষধ সেবনের পর সৃষ্ট মাথাব্যথা; এটি হয় শুষ্কতার প্রাবল্যের কারণে অথবা পাকস্থলী থেকে মাথায় বাষ্প আরোহণের ফলে।

একাদশ: প্রচণ্ড উত্তাপ ও গরম বাতাসের কারণে উদ্ভূত মাথাব্যথা।

দ্বাদশ: প্রচণ্ড শীতের কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথা; এতে মাথার ভেতর বাষ্প ঘনীভূত হয়ে যায় এবং তা বিলীন হতে পারে না।

ত্রয়োদশ: রাত জাগরণ এবং অনিদ্রাজনিত কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথা।

চতুর্দশ: মাথায় চাপ লাগা কিংবা মাথার ওপর ভারী কোনো বস্তু বহন করার ফলে সৃষ্ট মাথাব্যথা।

পঞ্চদশ: অতিরিক্ত কথা বলার কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথা; এর ফলে মস্তিষ্কের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।
ষোড়শ: অতিমাত্রায় নড়াচড়া এবং অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে সৃষ্ট মাথাব্যথা।
সপ্তদশ: মানসিক অস্থিরতাজনিত কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথা; যেমন— দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিষণ্নতা, কুমন্ত্রণা এবং নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা।
অষ্টাদশ: তীব্র ক্ষুধার কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথা; এক্ষেত্রে পাকস্থলীতে উদগত বাষ্পগুলো হজম করার মতো কিছু না পেয়ে অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং মস্তিষ্কে আরোহণ করে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

وَالتَّاسِعَ عَشَرَ مَا يَحْدُثُ عَنْ وَرَمٍ فِي صِفَاقِ الدِّمَاغِ، وَيَجِدُ صَاحِبُهُ كَأَنَّهُ يُضْرَبُ بِالْمَطَارِقِ عَلَى رَأْسِهِ.
وَالْعِشْرُونَ: مَا يَحْدُثُ بِسَبَبِ الْحُمَّى لِاشْتِعَالِ حَرَارَتِهَا فِيهِ فَيَتَأَلَّمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ [في سبب صداع الشقيقة]
وَسَبَبُ صُدَاعِ الشَّقِيقَةِ مَادَّةٌ فِي شَرَايِينِ الرَّأْسِ وَحُدَهَا حَاصِلَةٌ فِيهَا، أَوْ مُرْتَقِيَةٌ إِلَيْهَا، فَيَقْبَلُهَا الْجَانِبُ الْأَضْعَفُ مِنْ جَانِبَيْهِ، وَتِلْكَ الْمَادَّةُ إِمَّا بُخَارِيَّةٌ، وَإِمَّا أَخْلَاطٌ حَارَّةٌ أَوْ بَارِدَةٌ، وَعَلَامَتُهَا الْخَاصَّةُ بِهَا ضَرَبَانُ الشَّرَايِينِ، وَخَاصَّةً فِي الدَّمَوِيِّ. وَإِذَا ضُبِطَتْ بِالْعَصَائِبِ، وَمُنِعَتْ مِنَ الضَّرَبَانِ، سَكَنَ الْوَجَعُ.
وَقَدْ ذَكَرَ أبو نعيم فِي كِتَابِ «الطِّبُّ النَّبَوِيُّ» لَهُ: أَنَّ هَذَا النَّوْعَ كَانَ يُصِيبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَيَمْكُثُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ، وَلَا يَخْرُجُ.

وَفِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ.

وَفِي «الصَّحِيحِ» ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: «وَارَأْسَاهُ» «1» وَكَانَ يُعَصِّبُ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، وَعَصْبُ الرَّأْسِ يَنْفَعُ فِي وَجَعِ الشَّقِيقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجَاعِ الرأس.

فصل [في علاج صداع الشقيقة]

وَعِلَاجُهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَأَسْبَابِهِ، فَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالِاسْتِفْرَاغِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِتَنَاوُلِ الْغِذَاءِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالسُّكُونِ وَالدَّعَةِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالضِّمَادَاتِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالتَّبْرِيدِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالتَّسْخِينِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِأَنْ يَجْتَنِبَ سَمَاعَ الْأَصْوَاتِ وَالْحَرَكَاتِ.

إِذَا عُرِفَ هَذَا، فَعِلَاجُ الصُّدَاعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالْحِنَّاءِ، هُوَ جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيٌّ، وَهُوَ عِلَاجُ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ، فَإِنَّ الصُّدَاعَ إِذَا كَانَ مِنْ حَرَارَةٍ ملهبة، ولم يكن من

---

(1) أخرجه البخاري في المرض

উনবিংশ প্রকার হলো মস্তিষ্কের ঝিল্লির (সিফাক আদ-দিমাগ) প্রদাহ থেকে যা উৎপন্ন হয়; আক্রান্ত ব্যক্তি অনুভব করেন যেন তার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে।
বিংশ প্রকার: জ্বরের কারণে যা ঘটে, কারণ জ্বরের উত্তাপ মাথায় প্রজ্বলিত হয় ফলে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

পরিচ্ছেদ [আধা-কপাল ব্যথা বা মাইগ্রেনের কারণ প্রসঙ্গে]
আধা-কপাল ব্যথার (শিক্কিকাহ) কারণ হলো মাথার ধমনীসমূহে বিদ্যমান কোনো পদার্থ, অথবা সেখানে আরোহণকারী কোনো উপাদান, যা মাথার দুই পার্শ্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পার্শ্বটি গ্রহণ করে। সেই পদার্থটি হয়তো বাষ্পীয় হতে পারে, অথবা গরম কিংবা ঠান্ডা কোনো দেহতত্ত্বীয় রস (আখলাত) হতে পারে। এর বিশেষ লক্ষণ হলো ধমনীসমূহের দপদপানি,

বিশেষ করে রক্তজনিত আধিক্যের ক্ষেত্রে। যখন মাথা পট্টি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয় এবং ধমনীর দপদপানি রোধ করা হয়, তখন ব্যথা উপশম হয়।
আবু নুয়াইম তার "তিব্বে নববী" (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসা পদ্ধতি) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রকারের ব্যথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আক্রান্ত করত, যার ফলে তিনি এক বা দুই দিন ঘরে অবস্থান করতেন এবং বাইরে বের হতেন না।
উক্ত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দান করেছিলেন এমতাবস্থায় যে তিনি মাথায় একটি পট্টি বেঁধে রেখেছিলেন।
"সহীহ" (বুখারী) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ওফাতের রোগশয্যায় বলেছিলেন: "হায়, আমার মাথা!" এবং তিনি তাঁর অসুস্থতার সময় মাথায় পট্টি বাঁধতেন। মাথায় পট্টি বাঁধা আধা-কপাল ব্যথা এবং মাথার অন্যান্য ব্যথার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী।

পরিচ্ছেদ [আধা-কপাল ব্যথার চিকিৎসা প্রসঙ্গে]
এর চিকিৎসা এর ধরণ এবং কারণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোনোটির চিকিৎসা হলো বর্জ্য নিষ্কাশনের (ইস্তিফরাগ) মাধ্যমে, কোনোটির চিকিৎসা আহার গ্রহণের মাধ্যমে, কোনোটির চিকিৎসা বিশ্রাম ও প্রশান্তির মাধ্যমে, কোনোটির চিকিৎসা প্রলেপ (দেমাদ) ব্যবহারের মাধ্যমে, কোনোটির চিকিৎসা শীতলীকরণের মাধ্যমে, কোনোটির চিকিৎসা উষ্ণায়নের মাধ্যমে, আবার কোনোটির চিকিৎসা হলো শব্দ শোনা এবং নড়াচড়া থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।
এই বিষয়টি অবগত হওয়ার পর বলা যায়, এই হাদীসে মেহেদীর মাধ্যমে মাথা ব্যথার যে চিকিৎসার কথা এসেছে, তা আংশিক (সুনির্দিষ্ট), সামগ্রিক নয়। এটি একটি বিশেষ ধরণের মাথা ব্যথার চিকিৎসা। কেননা মাথা ব্যথা যদি দহনকারী উত্তাপ থেকে হয় এবং তা যদি কোনো উপাদানগত কারণে না হয়...

---

(১) ইমাম বুখারী এটি 'অসুস্থতা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

مداة يَجِبُ اسْتِفْرَاغُهَا، نَفَعَ فِيهِ الْحِنَّاءُ نَفْعًا ظَاهِرًا، وَإِذَا دُقَّ وَضُمِّدَتْ بِهِ الْجَبْهَةُ مَعَ الْخَلِّ، سَكَنَ الصُّدَاعُ، وَفِيهِ قُوَّةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْعَصَبِ إِذَا ضُمِّدَ بِهِ، سَكَنَتْ أَوْجَاعُهُ، وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِوَجَعِ الرَّأْسِ، بَلْ يَعُمُّ الْأَعْضَاءَ، وَفِيهِ قَبْضٌ تُشَدُّ بِهِ الْأَعْضَاءُ، وَإِذَا ضُمِّدَ بِهِ مَوْضِعُ الْوَرَمِ الْحَارِّ وَالْمُلْتَهِبِ، سَكَّنَهُ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ» وأبو داود فِي «السُّنَنِ» أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شَكَى إِلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ لَهُ: «احْتَجِمْ» ، وَلَا شَكَى إِلَيْهِ وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ لَهُ: «اخْتَضِبْ بِالْحِنَّاءِ» «1» .

وَفِي الترمذي: عَنْ سلمى أم رافع خَادِمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ «2» .

فصل [في الحناء]

وَالْحِنَّاءُ بَارِدٌ فِي الْأُولَى، يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَقُوَّةُ شَجَرِ الْحِنَّاءِ وَأَغْصَانُهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ قُوَّةٍ مُحَلِّلَةٍ اكْتَسَبَتْهَا مِنْ جَوْهَرٍ فِيهَا مَائِيٍّ، حَارٍّ بِاعْتِدَالٍ، وَمِنْ قُوَّةٍ قَابِضَةٍ اكْتَسَبَتْهَا مِنْ جَوْهَرٍ فِيهَا أَرْضِيٍّ بَارِدٍ.

وَمِنْ مَنَافِعِهِ إِنَّهُ مُحَلِّلٌ نَافِعٌ مِنْ حَرْقِ النَّارِ، وَفِيهِ قُوَّةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْعَصَبِ إِذَا ضُمِّدَ بِهِ، وَيَنْفَعُ إِذَا مُضِغَ من قروح الفم والسّلاق «3» العارض فيه، ويبرىء الْقُلَاعَ «4» الْحَادِثَ فِي أَفْوَاهِ الصِّبْيَانِ، وَالضِّمَادُ بِهِ يَنْفَعُ مِنَ الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ الْمُلْهِبَةِ، وَيَفْعَلُ فِي الجراحات فعل دَمُ الْأَخَوَيْنِ. وَإِذَا خُلِطَ نَوْرُهُ مَعَ الشَّمْعِ الْمُصَفَّى، وَدُهْنِ الْوَرْدِ، يَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الْجَنْبِ.

وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ إِذَا بَدَأَ الْجُدَرِيُّ يَخْرُجُ بِصَبِيٍّ، فَخُضِبَتْ أَسَافِلُ رِجْلَيْهِ بِحِنَّاءٍ، فَإِنَّهُ يُؤْمَنُ عَلَى عَيْنَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْهُ، وَهَذَا صَحِيحٌ مُجَرَّبٌ لَا شَكَّ فِيهِ. وَإِذَا

جُعِلَ نَوْرُهُ بَيْنَ طَيِّ ثِيَابِ الصُّوفِ طَيَّبَهَا، وَمَنَعَ السُّوسَ عَنْهَا، وَإِذَا نُقِعَ وَرَقُهُ فِي ماء عذب يَغْمُرُهُ، ثُمَّ عُصِرَ وَشُرِبَ مَنْ صَفْوِهِ أَرْبَعِينَ يوما كلّ يوم عشرون

---

(1) أخرجه أبو داود

(2) أخرجه ابن ماجه

(3) السّلاق: كغراب: بثر يخرج على أصل اللسان، أو تعثر في أصول الأسنان انظر القاموس.

(4) القلاع: داء في الفم- المرجع السابق

যখন কোনো দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেওয়া জরুরি হয়, তখন মেহেদি ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যদি এটি পিষে সিরকার সাথে কপালে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। এতে স্নায়ুর জন্য বিশেষ উপকারী শক্তি রয়েছে; যখন এর প্রলেপ দেওয়া হয়, তখন স্নায়বিক ব্যথা দূর হয়। এটি কেবল মাথাব্যথার জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং শরীরের সকল অঙ্গের ব্যথার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে এক প্রকার সঙ্কোচনকারী গুণ রয়েছে যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দৃঢ় করে। যখন এটি কোনো উত্তপ্ত ও প্রদাহযুক্ত ফোলা স্থানে প্রলেপ হিসেবে লাগানো হয়, তখন তা উপশম করে।

ইমাম বুখারী তাঁর 'তারিখ'-এ এবং আবু দাউদ তাঁর 'সুনান'-এ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যখনই কেউ মাথাব্যথার অভিযোগ করত, তিনি তাকে বলতেন: "সিঙা (হিজামা) লাগাও"। আর যখনই কেউ পায়ের ব্যথার অভিযোগ করত, তিনি তাকে বলতেন: "মেহেদি ব্যবহার করো"।

তিরমিযীতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেবিকা সালমা উম্মে রাফে থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীরে কোনো জখম বা কাঁটা বিঁধলে তিনি সেখানে মেহেদি লাগিয়ে নিতেন।

পরিচ্ছেদ: [মেহেদি প্রসঙ্গে]

মেহেদি প্রথম স্তরে শীতল এবং দ্বিতীয় স্তরে শুষ্ক। মেহেদি গাছ ও এর শাখা-প্রশাখার শক্তি দু'টি গুণের সমন্বয়ে গঠিত: প্রথমটি হলো বিশ্লেষক বা পচনরোধক শক্তি (মুহাল্লিল), যা এর মধ্যস্থিত

নাতিশীতোষ্ণ জলীয় উপাদান থেকে প্রাপ্ত; দ্বিতীয়টি হলো সঙ্কোচনকারী শক্তি (কাবিদ), যা এর মধ্যস্থিত শীতল পার্থিব উপাদান থেকে অর্জিত।

এর উপকারিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, এটি আগুনের পোড়া ক্ষতে অত্যন্ত কার্যকর বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করে। এতে স্নায়ুর জন্য উপযোগী শক্তি রয়েছে যখন প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুখ গহ্বরের ক্ষত এবং মুখগহ্বরে সৃষ্ট লালচে প্রদাহের (সুলাক) ক্ষেত্রে এটি চিবিয়ে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এটি শিশুদের মুখে হওয়া ঘা (কুলা') নিরাময় করে। এর প্রলেপ উত্তপ্ত ও জ্বালাপোড়াযুক্ত ফোলা উপশম করে। জখম বা ক্ষতের ক্ষেত্রে এটি 'দামুল আখাওয়াইন' নামক ভেষজ আঠার ন্যায় কাজ করে। যদি এর ফুল পরিশোধিত মোম ও গোলাপ তেলের সাথে মেশানো হয়, তবে তা পাজরের ব্যথায় উপকারে আসে।

এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, যখন কোনো শিশুর বসন্ত (গুটিবসন্ত) দেখা দেয়, তখন যদি তার পায়ের তলায় মেহেদির প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তার চোখ বসন্তের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে; এটি একটি পরীক্ষিত সত্য যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি এর ফুল পশমি কাপড়ের ভাজে রাখা হয়, তবে তা কাপড়কে সুগন্ধিযুক্ত করে এবং পোকা ধরা রোধ করে। যদি এর পাতা মিষ্টি পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়, এরপর তা নিংড়ে নিয়ে সেই স্বচ্ছ পানিটুকু চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন বিশ...

---

(১) আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) সুলাক: জিহ্বার গোড়ায় সৃষ্ট ফুসকুড়ি অথবা দাঁতের গোড়ায় হওয়া এক প্রকার রোগ। দেখুন: আল-কামুস।

(৪) কুলা': মুখে হওয়া এক প্রকার রোগ—পূর্বোক্ত সূত্র।

دِرْهَمًا مَعَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سُكَّرٍ، وَيُغَذَّى عَلَيْهِ بِلَحْمِ الضَّأْنِ الصَّغِيرِ، فَإِنَّهُ يَنْفَعُ مِنِ ابْتِدَاءِ الْجُذَامِ بِخَاصِّيَّةٍ فِيهِ عَجِيبَةٍ.

وَحُكِيَ أَنَّ رَجُلًا تَشَقَّقَتْ أَظَافِيرُ أَصَابِعِ يَدِهِ، وَأَنَّهُ بَذَلَ لِمَنْ يُبْرِئُهُ مَالًا، فَلَمْ يُجْدِ، فَوَصَفَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، أَنْ يَشْرَبَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ حِنَّاءَ، فَلَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَقَعَهُ بِمَاءٍ وَشَرِبَهُ، فَبَرَأَ وَرَجَعَتْ أَظَافِيرُهُ إِلَى حُسْنِهَا.

وَالْحِنَّاءُ إِذَا أُلْزِمَتْ بِهِ الْأَظْفَارُ مَعْجُونًا حَسَّنَهَا وَنَفَعَهَا، وَإِذَا عُجِنَ بِالسَّمْنِ وضمّد به بقايا الأورام الحارة التي تشرح مَاءً أَصْفَرَ، نَفَعَهَا وَنَفَعَ مِنَ الْجَرَبِ الْمُتَقَرِّحِ الْمُزْمِنِ مَنْفَعَةً بَلِيغَةً، وَهُوَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيُقَوِّيهِ، وَيُحَسِّنُهُ، وَيُقَوِّي الرَّأْسَ، وَيَنْفَعُ مِنَ النَّفَّاطَاتِ، وَالْبُثُورِ الْعَارِضَةِ فِي السَّاقَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَسَائِرِ الْبَدَنِ.

فصل فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُعَالَجَةِ الْمَرْضَى بِتَرْكِ إِعْطَائِهِمْ مَا يَكْرَهُونَهُ مِنَ الطعام والشراب، وأنهم لا يكرهون على تناولها

رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ» «1» .

قَالَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ: مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى حِكَمٍ إِلَهِيَّةٍ، لَا سِيَّمَا لِلْأَطِبَّاءِ، وَلِمَنْ يُعَالِجُ الْمَرْضَى، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَافَ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ، فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ الطَّبِيعَةِ بِمُجَاهَدَةِ الْمَرَضِ، أَوْ لِسُقُوطِ شَهْوَتِهِ، أَوْ نُقْصَانِهَا لِضَعْفِ الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِ أَوْ خُمُودِهَا، وَكَيْفَمَا كَانَ، فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ إِعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

(1) أخرجه الترمذي وهو حديث قوي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في الطب- «يطعمهم ويسقيهم» أي يحفظ قواهم ويمدهم بما تقع موقع الطعام والشراب في حفظ الروح وتقويم البدن

...এক দিরহাম দশ দিরহাম চিনির সাথে মিশিয়ে সেবন করতে হবে এবং এরপর কচি ভেড়ার গোশত আহার করতে হবে। কেননা এর মাঝে এক আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কুষ্ঠরোগের (জুযাম) প্রাথমিক অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির হাতের নখ ফেটে যাচ্ছিল। যে তাকে সুস্থ করতে পারবে তাকে সে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু কোনো ফল হলো না। অতঃপর এক মহিলা তাকে দশ দিন মেহেদি (হিনা) ভিজানো পানি পান করার পরামর্শ দিলেন। প্রথমে সে এতে সম্মত হয়নি, পরবর্তীতে সে তা পানিতে ভিজিয়ে পান করল এবং সুস্থ হয়ে গেল; তার নখগুলো পুনরায় স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়ে উঠল।

নখে মেহেদির প্রলেপ দিলে তা নখকে সুন্দর ও উপকৃত করে। আর যখন এটি ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে সেই সব গরম ফোড়ার অবশিষ্টাংশে প্রলেপ দেওয়া হয় যা থেকে হলুদ পানি নির্গত হয়, তখন তা অত্যন্ত উপকারী হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী ঘা-যুক্ত চুলকানির (জারাব) ক্ষেত্রেও বিশেষ ফলদায়ক। এটি চুল গজাতে সাহায্য করে, চুলকে মজবুত ও সুন্দর করে, মাথার শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পায়ের নলি ও পাতায় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে উৎপন্ন ফোসকা ও ফুসকুড়ির চিকিৎসায় উপকারী।

রোগীদের অপছন্দনীয় খাবার ও পানীয় গ্রহণে বাধ্য না করা এবং তাদের যা খেতে ভালো লাগে না তা গ্রহণে বাধ্য না করার বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে' গ্রন্থে এবং ইবনে মাজাহ উকবা ইবনে আমের আল-জুহানি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «তোমরা তোমাদের রোগীদের আহার ও পানীয় গ্রহণে বাধ্য কোরো না, কারণ মহান আল্লাহ তাদের আহার করান এবং পান করান» (১)।

প্রথিতযশা চিকিৎসকদের কেউ কেউ বলেছেন: ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাপূর্ণ এই নববী বাণীর উপকারিতা কতই না গভীর, বিশেষ করে চিকিৎসক এবং রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের

জন্য। কারণ, রোগী যখন আহার বা পানীয় গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তখন তা হয় তার শারীরিক প্রকৃতি (তবিয়ত) রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকার কারণে, অথবা তার ক্ষুধা লোপ পাওয়ার কারণে, কিংবা শারীরিক সহজাত তাপের (হারারাত গারিজিয়্যাহ) দুর্বলতা বা নিস্তেজতার কারণে। যে কারণেই হোক না কেন, এমতাবস্থায় তাকে আহার প্রদানে বাধ্য করা সমীচীন নয়।

---

(১) তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি শক্তিশালী (কউয়ি) হাদীস; ইবনে মাজাহ এবং হাকেমও এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। "তিনি তাদের আহার করান এবং পান করান" অর্থাৎ—তিনি তাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করেন এবং তাদের এমন উপাদান সরবরাহ করেন যা প্রাণ রক্ষা ও দেহকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে আহার ও পানীয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়।

(ص: 69)الطب النبوي لابن القيم

وَاعْلَمْ أَنَّ الْجُوعَ إِنَّمَا هُوَ طَلَبُ الْأَعْضَاءِ لِلْغِذَاءِ لِتَخَلُّفِ الطَّبِيعَةِ بِهِ عَلَيْهَا عِوَضَ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا، فَتَجْذِبُ الْأَعْضَاءَ الْقُصْوَى مِنَ الْأَعْضَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْجَذْبُ إِلَى الْمَعِدَةِ، فَيُحِسَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُوعِ، فَيَطْلُبُ الْغِذَاءَ، وَإِذَا وُجِدَ الْمَرَضُ، اشْتَغَلَتِ الطَّبِيعَةُ بِمَادَّتِهِ وَإِنْضَاجِهَا وَإِخْرَاجِهَا عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ، أَوِ الشَّرَابِ، فَإِذَا أُكْرِهَ الْمَرِيضُ عَلَى اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، تَعَطَّلَتْ بِهِ الطَّبِيعَةُ عَنْ فِعْلِهَا، وَاشْتَغَلَتْ بِهَضْمِهِ وَتَدْبِيرِهِ عَنْ إِنْضَاجِ مَادَّةِ الْمَرَضِ وَدَفْعِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِضَرَرِ الْمَرِيضِ، وَلَا سِيَّمَا فِي أَوْقَاتِ الْبُحْرَانِ «1» ، أَوْ ضَعْفِ الْحَارِّ الْغَرِيزِيِّ أَوْ خُمُودِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي الْبَلِيَّةِ، وَتَعْجِيلِ النَّازِلَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَالْحَالِ إِلَّا مَا يَحْفَظُ عَلَيْهِ قُوَّتَهُ وَيُقَوِّيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالِ مُزْعِجٍ لِلطَّبِيعَةِ الْبَتَّةَ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِمَا لَطُفَ قِوَامُهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَغْذِيَةِ، وَاعْتَدَلَ مِزَاجُهُ كَشَرَابِ اللَّيْنُوفَرِ، وَالتِّفَّاحِ، وَالْوَرْدِ

الطَّرِيِّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَمِنَ الْأَغْذِيَةِ مَرَقُ الْفَرَارِيجِ الْمُعْتَدِلَةِ الطَّيِّبَةِ فَقَطْ، وَإِنْعَاشُ قُوَاهُ بِالْأَرَايِيحِ الْعَطِرَةِ الْمُوَافِقَةِ، وَالْأَخْبَارِ السَّارَّةِ، فَإِنَّ الطَّبِيبَ خَادِمُ الطَّبِيعَةِ، وَمُعِينُهَا لَا مُعِيقُهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ الدَّمَ الْجَيِّدَ هُوَ الْمُغَذِّي لِلْبَدَنِ، وَأَنَّ الْبَلْغَمَ دَمٌ فَجٌّ قَدْ نَضِجَ بَعْضَ النُّضْجِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْمَرْضَى فِي بَدَنِهِ بَلْغَمٌ كَثِيرٌ، وَعَدِمَ الْغِذَاءَ، عَطَفَتِ الطَّبِيعَةُ عَلَيْهِ، وَطَبَخَتْهُ، وَأَنْضَجَتْهُ، وَصَيَّرَتْهُ دَمًا، وَغَذَّتْ بِهِ الْأَعْضَاءَ، وَاكْتَفَتْ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ، وَالطَّبِيعَةُ هِيَ الْقُوَّةُ الَّتِي وَكَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِتَدْبِيرِ الْبَدَنِ وَحِفْظِهِ وَصِحَّتِهِ، وَحِرَاسَتِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ فِي النَّدْرَةِ إِلَى إِجْبَارِ الْمَرِيضِ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَذَلِكَ فِي الْأَمْرَاضِ الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا اخْتِلَاطُ الْعَقْلِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، أَوْ مِنَ الْمُطْلَقِ الَّذِي قَدْ دَلَّ عَلَى تَقْيِيدِهِ دَلِيلٌ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرِيضَ قَدْ يَعِيشُ بِلَا غِذَاءٍ أَيَّامًا لَا يَعِيشُ الصَّحِيحُ فِي مِثْلِهَا.

وَفِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ» مَعْنًى لَطِيفٌ زَائِدٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ لَهُ عِنَايَةٌ بِأَحْكَامِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ، وَتَأْثِيرِهَا فِي طَبِيعَةِ الْبَدَنِ، وَانْفِعَالِ الطَّبِيعَةِ عَنْهَا، كَمَا تَنْفَعِلُ هِيَ كَثِيرًا عَنِ الطَّبِيعَةِ، وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَيْهِ إِشَارَةً، فَنَقُولُ: النَّفْسُ إِذَا حَصَلَ لَهَا مَا يَشْغَلُهَا مِنْ مَحْبُوبٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مَخُوفٍ،

---

(1) البحران: بضم فسكون: وهو التغير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة

জেনে রাখুন, ক্ষুধা মূলত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তৃক খাদ্যের চাহিদা নিবেদন করা; কেননা শরীরে যা ক্ষয় হয়, প্রকৃতি (তবিয়ত) তার বিনিময়ে পর্যাপ্ত উপাদান না পেয়ে পিছিয়ে পড়ে। ফলে দূরবর্তী অঙ্গসমূহ নিকটবর্তী অঙ্গসমূহ থেকে পুষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই আকর্ষণ পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে। তখন মানুষ ক্ষুধা অনুভব করে এবং খাদ্যের অন্বেষণ করে। যখন রোগ দেখা দেয়, প্রকৃতি তখন খাদ্যের চাহিদা বা পানীয়ের অন্বেষণ ছেড়ে রোগের উপাদানকে পরিপক্ক করা ও তা শরীর থেকে বের করে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় যদি রোগীকে কোনো কিছু গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তবে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক কাজ থেকে বিরত হয়ে যায় এবং রোগের উপাদান পরিপক্ব ও দূর করার পরিবর্তে সেই খাদ্য হজম ও ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটি রোগীর ক্ষতির কারণ হয়, বিশেষত সংকটকালে (বুহরান), অথবা সহজাত তাপ দুর্বল বা নিস্তেজ হয়ে পড়লে। এর ফলে রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভাব্য মৃত্যুঝুঁকি ত্বরান্বিত হয়। এ অবস্থায় এবং এই সময়ে এমন কিছু ব্যবহার করা উচিত নয় যা প্রকৃতির স্বাভাবিক কাজে মোটেও ব্যাঘাত না ঘটিয়ে কেবল রোগীর শক্তিকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে। এটি হতে পারে লঘু ও পরিমিত মেজাজের পানীয় ও খাদ্যের মাধ্যমে; যেমন শাপলা, আপেল বা তাজা গোলাপের শরবত এবং এই জাতীয় কিছু। আর খাদ্যের ক্ষেত্রে কেবল পরিমিত ও উত্তম মুরগির বাচ্চার ঝোল দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া মানানসই সুগন্ধি এবং আনন্দদায়ক সংবাদের মাধ্যমে তার প্রাণশক্তিকে সতেজ করা যেতে পারে। কারণ চিকিৎসক হলো প্রকৃতির সেবক ও সাহায্যকারী, তার পথে প্রতিবন্ধক নয়।

জেনে রাখুন যে, বিশুদ্ধ রক্তই শরীরকে পুষ্টি দান করে। আর শ্লেষ্মা (বলগম) হলো মূলত এক প্রকার অপক্ব রক্ত যা আংশিক পরিপক্ব হয়েছে। যখন কোনো রোগীর শরীরে প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে এবং সে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, তখন প্রকৃতি সেই শ্লেষ্মার দিকে মনোযোগ দেয়, তাকে পরিপক্ব করে রক্তে রূপান্তরিত করে এবং তা দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি জোগায়। ফলে অন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দূর হয়। মূলত প্রকৃতি হলো সেই শক্তি যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের জীবনকালে শরীরের সঠিক ব্যবস্থাপনা, সুস্থতা রক্ষা এবং পাহারার জন্য নিয়োজিত করেছেন।

জেনে রাখুন যে, কদাচিৎ রোগীকে আহার ও পানীয় গ্রহণে বাধ্য করার প্রয়োজন হতে পারে; এটি কেবল সেই সব রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে রোগীর মানসিক বিভ্রান্তি ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে হাদিসটি এমন একটি সাধারণ নির্দেশ যা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষায়িত (আম মাখসুস), অথবা এটি এমন এক শর্তহীন বক্তব্য যার সীমাবদ্ধতা অন্য দলিলের মাধ্যমে স্পষ্ট। হাদিসের সারমর্ম হলো: একজন রোগী খাদ্য ছাড়াই এমন অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে, যা একজন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ অবস্থায় সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "কেননা আল্লাহ তাদের আহার করান এবং পান করান"-এর মধ্যে চিকিৎসকদের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। এটি কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারেন যাদের অন্তর ও আত্মার বিধান এবং শরীরের প্রকৃতির ওপর এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে। ঠিক যেমন প্রকৃতিও প্রায়শই

আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমরা সেদিকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে বলছি: মানুষের নফস যখন তার প্রিয়, অপ্রিয় বা ভীতিকর কোনো বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে...

(১) বুহরান: এটি এমন এক আকস্মিক পরিবর্তন যা তীব্র বা কঠিন রোগের সময় হঠাৎ দেখা দেয়।

(ص: 70)الطب النبوي لابن القيم

اشْتَغَلَتْ بِهِ عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، فَلَا تُحِسُّ بِجُوعٍ وَلَا عَطَشٍ، بَلْ وَلَا حَرٍّ وَلَا بَرْدٍ، بَلْ تَشْتَغِلُ بِهِ عَنِ الْإِحْسَاسِ الْمُؤْلِمِ الشَّدِيدِ الْأَلَمِ، فَلَا تُحِسُّ بِهِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ذَلِكَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، وَإِذَا اشْتَغَلَتِ النَّفْسُ بِمَا دَهَمَهَا، وَوَرَدَ عَلَيْهَا، لَمْ تُحِسَّ بِأَلَمِ الْجُوعِ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ مُفْرِحًا قَوِيَّ التَّفْرِيحِ، قَامَ لَهَا مَقَامَ الْغِذَاءِ، فَشَبِعَتْ بِهِ، وَانْتَعَشَتْ قُوَاهَا، وَتَضَاعَفَتْ، وَجَرَتِ الدَّمَوِيَّةُ فِي الْجَسَدِ حَتَّى تَظْهَرَ فِي سَطْحِهِ، فَيُشْرِقُ وَجْهُهُ، وَتَظْهَرُ دَمَوِيَّتُهُ، فَإِنَّ الْفَرَحَ يُوجِبُ انْبِسَاطَ دَمِ الْقَلْبِ، فَيَنْبَعِثُ فِي العروق، فتمتلىء بِهِ، فَلَا تَطْلُبُ الْأَعْضَاءُ حَظَّهَا مِنَ الْغِذَاءِ الْمُعْتَادِ لِاشْتِغَالِهَا بِمَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهَا، وَإِلَى الطَّبِيعَةِ مِنْهُ، وَالطَّبِيعَةُ إِذَا ظَفِرَتْ بِمَا تُحِبُّ، آثَرَتْهُ عَلَى مَا هُوَ دُونَهُ.

وَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ مُؤْلِمًا أَوْ مُحْزِنًا أَوْ مَخُوفًا، اشْتَغَلَتْ بِمُحَارَبَتِهِ وَمُقَاوَمَتِهِ وَمُدَافَعَتِهِ عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ، فَهِيَ فِي حَالِ حَرْبِهَا فِي شُغْلٍ عَنْ طَلَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. فَإِنْ ظَفِرَتْ فِي هَذَا الْحَرْبِ، انْتَعَشَتْ قُوَاهَا، وَأَخْلَفَتْ عَلَيْهَا نَظِيرَ مَا فَاتَهَا مِنْ قُوَّةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَإِنْ كَانَتْ مَغْلُوبَةً مَقْهُورَةً، انْحَطَّتْ قُوَاهَا بِحَسَبِ مَا حَصَلَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَذَا الْعَدُوِّ سِجَالًا، فَالْقُوَّةُ تَظْهَرُ تَارَةً وَتَخْتَفِي أُخْرَى، وَبِالْجُمْلَةِ

فَالْحَرْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مِثَالِ الْحَرْبِ الْخَارِجِ بَيْنَ الْعَدُوَّيْنِ الْمُتَقَاتِلَيْنِ، وَالنَّصْرُ لِلْغَالِبِ، وَالْمَغْلُوبُ إِمَّا قَتِيلٌ، وَإِمَّا جَرِيحٌ، وَإِمَّا أَسِيرٌ.

فَالْمَرِيضُ لَهُ مَدَدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يُغَذِّيهِ بِهِ زَائِدًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ مِنْ تَغْذِيَتِهِ بِالدَّمِ، وَهَذَا الْمَدَدُ بِحَسَبِ ضَعْفِهِ وَانْكِسَارِهِ وَانْطِرَاحِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ عز وجل، فَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوجِبُ لَهُ قُرْبًا مِنْ رَبِّهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا انْكَسَرَ قَلْبُهُ، وَرَحْمَةُ رَبِّهِ عِنْدَئِذٍ قَرِيبَةٌ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا لَهُ، حَصَلَ لَهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْقَلْبِيَّةِ مَا تَقْوَى بِهِ قُوَى طَبِيعَتِهِ، وَتَنْتَعِشُ بِهِ قُوَاهُ أَعْظَمَ مِنْ قُوَّتِهَا، وَانْتِعَاشِهَا بِالْأَغْذِيَةِ الْبَدَنِيَّةِ، وَكُلَّمَا قَوِيَ إِيمَانُهُ وَحُبُّهُ لِرَبِّهِ، وَأُنْسُهُ بِهِ، وَفَرَحُهُ بِهِ، وَقَوِيَ يَقِينُهُ بِرَبِّهِ، وَاشْتَدَّ شَوْقُهُ إِلَيْهِ وَرِضَاهُ بِهِ وَعَنْهُ، وَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ هَذِهِ الْقُوَّةِ مَا لَا يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَلَا يُدْرِكُهُ وَصْفُ طَبِيبٍ، وَلَا يَنَالُهُ عِلْمُهُ.

وَمَنْ غَلُظَ طَبْعُهُ، وَكَثُفَتْ نَفْسُهُ عَنْ فَهْمِ هَذَا وَالتَّصْدِيقِ بِهِ، فَلْيَنْظُرْ حَالَ كَثِيرٍ مِنْ عُشَّاقِ الصُّوَرِ الَّذِينَ قَدِ امْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ بِحُبِّ مَا يَعْشَقُونَهُ مِنْ صُورَةٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ عِلْمٍ، وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ مِنْ هَذَا عَجَائِبَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

আত্মা যখন সেই বিষয়ে এমনভাবে নিমগ্ন হয় যে তা খাদ্য ও পানীয়র চাহিদা থেকে তাকে বিমুখ করে দেয়, তখন সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, এমনকি গরম বা শীতও অনুভব করে না। বরং এটি তাকে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি থেকেও এমনভাবে সরিয়ে রাখে যে সে তা টেরও পায় না। এমন কেউ নেই যে নিজের মধ্যে এর প্রভাব অথবা এর কিয়দাংশ অনুভব করেনি। যখন আত্মা তার ওপর আপতিত কোনো আকস্মিক বিষয়ে ব্যাপৃত হয়, তখন সে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে না। যদি সেই আপতিত বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়, তবে তা তার জন্য খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়; ফলে সে তাতে পরিতৃপ্ত হয় এবং তার শক্তি সতেজ ও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। শরীরে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এমনকি তা শরীরের উপরিভাগে প্রকাশ পায়, ফলে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং লাবণ্য ফুটে ওঠে। কেননা আনন্দ হৃদপিণ্ডের রক্তকে প্রসারিত করে, যা ধমনীগুলোতে প্রবাহিত হয়ে পূর্ণতা দান করে। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাদের জন্য অধিক প্রিয় ও স্বভাবজাত বিষয়ের প্রতি নিমগ্ন থাকার কারণে সাধারণ খাদ্যের অংশ অনুসন্ধান করে না।

আর প্রকৃতি যখন তার প্রিয় বস্তুটি পেয়ে যায়, তখন সে সাধারণ বস্তুর ওপর তাকেই প্রাধান্য দেয়।

আর যদি সেই আপতিত বিষয়টি বেদনাদায়ক, দুঃখজনক কিংবা ভীতিকর হয়, তবে আত্মা খাদ্য অন্বেষণ বাদ দিয়ে তার মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষায় মগ্ন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের এই অবস্থায় সে আহার ও পানীয়র অন্বেষণ থেকে বিরত থাকে। যদি সে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে, তবে তার শক্তি সতেজ হয়ে ওঠে এবং তার হারানো খাদ্য ও পানীয়র শক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়। আর যদি সে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়, তবে সেই অনুপাতে তার শক্তি হ্রাস পায়। আর যদি এই যুদ্ধ তার ও শত্রুর মধ্যে অমীমাংসিত থাকে, তবে শক্তি কখনও প্রকাশ পায় আবার কখনও অন্তর্হিত হয়। মোটকথা, এই অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বাহ্যিক দুই যুদ্ধরত শত্রুর যুদ্ধের মতোই; যেখানে বিজয়ীর জন্যই বিজয় নির্ধারিত, আর বিজিত ব্যক্তি হয় নিহত, নয়তো আহত অথবা বন্দী। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক সাহায্য (মদদ) আসে, যা চিকিৎসকদের বর্ণিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে পুষ্টির চেয়েও অধিক তাকে পুষ্ট করে। এই সাহায্য তার দুর্বলতা, বিনয় এবং তার রবের সমীপে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে অর্জিত হয়। এর ফলে তার মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যা তাকে তার রবের নৈকট্য দান করে। কেননা বান্দা যখন ভগ্নহৃদয় হয়, তখনই সে তার রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় এবং সেই মুহূর্তে তার রবের রহমতও তার সন্নিকটে থাকে। যদি সে আল্লাহর বন্ধু (ওলী) হয়, তবে সে এমন আত্মিক খাদ্য লাভ করে যার মাধ্যমে তার স্বভাবজাত শক্তি আরও শক্তিশালী হয় এবং তার সামর্থ্য শারীরিক খাদ্যের শক্তির চেয়েও বহুগুণ বেশি সতেজ হয়ে ওঠে। তার ঈমান, রবের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর সাথে সখ্যতা ও আনন্দ এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকীন) যত বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও সন্তুষ্টি যত তীব্র হয়, সে নিজের মধ্যে এমন এক শক্তি অনুভব করে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কোনো চিকিৎসকের বর্ণনায় তা ধরা পড়ে না এবং কারও জ্ঞানেও তা পৌঁছাতে পারে না।

যার স্বভাব রুক্ষ এবং যার অন্তর এই বিষয়টি বুঝতে ও বিশ্বাস করতে স্থবির হয়ে পড়েছে, সে যেন রূপ ও সৌন্দর্যের অনেক আশেক বা প্রেমিকের অবস্থার দিকে তাকায়, যাদের হৃদয় তাদের প্রিয় বস্তু তথা রূপ-লাবণ্য, পদমর্যাদা, সম্পদ কিংবা জ্ঞান (ইলম) এর প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ। মানুষ এই বিষয়টির বিস্ময়কর উদাহরণ নিজেদের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে।

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ الْأَيَّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَنْهَى أَصْحَابَهُ عَنِ الْوِصَالِ وَيَقُولُ «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» «1» .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ لَيْسَ هُوَ الطَّعَامَ الَّذِي يَأْكُلُهُ الْإِنْسَانُ بِفَمِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُوَاصِلًا وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْفَرْقُ، بَلْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا، فَإِنَّهُ قَالَ «أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» .

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِي نَفْسِ الْوِصَالِ، وَأَنَّهُ يَقْدِرُ مِنْهُ على ما لا يق يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِفَمِهِ، لَمْ يَقُلْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، وَإِنَّمَا فَهِمَ هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ مَنْ قَلَّ نَصِيبُهُ مِنْ غِذَاءِ الْأَرْوَاحِ وَالْقُلُوبِ، وَتَأْثِيرُهُ فِي الْقُوَّةِ وَإِنْعَاشِهَا، وَاغْتِذَائِهَا بِهِ فَوْقَ تَأْثِيرِ الْغِذَاءِ الْجُسْمَانِيِّ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْعُذْرَةِ، وَفِي الْعِلَاجِ بِالسَّعُوطِ

ثَبَتَ عَنْهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ» «2» .

وَفِي «السُّنَنِ» وَ «الْمُسْنَدِ» عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عائشة، وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يُسِيلُ مَنْخَرَاهُ دَمًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» . فَقَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ، فَقَالَ: «وَيْلَكُنَّ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَ وَلَدَهَا عُذْرَةٌ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ، فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا فَلْتَحُكَّهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ تُسْعِطْهُ إِيَّاهُ» فَأَمَرَتْ عائشة رضي الله عنها فَصُنِعَ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ، فَبَرَأَ «3»

قَالَ أبو عبيد عَنْ أَبِي عبيدة: الْعُذْرَةُ تَهَيُّجٌ فِي الْحَلْقِ مِنَ الدَّمِ، فَإِذَا عُولِجَ مِنْهُ، قِيلَ: قَدْ عُذِرَ بِهِ، فَهُوَ مَعْذُورٌ انْتَهَى. وَقِيلَ الْعُذْرَةُ: قُرْحَةٌ تَخْرُجُ فِيمَا بَيْنَ الْأُذُنِ وَالْحَلْقِ، وَتَعْرِضُ لِلصِّبْيَانِ غَالِبًا.

وَأَمَّا نَفْعُ السَّعُوطِ مِنْهَا بِالْقُسْطِ الْمَحْكُوكِ، فَلِأَنَّ الْعُذْرَةَ مادتها دم يغلب عليه

---

(1) أخرجه البخاري ومسلم في الصيام

(2) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في المساقاة، والإمام أحمد، والنسائي

(3) أخرجه الإمام أحمد، وإسناده صحيح

"সহীহ" গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি একাধিক দিন বিরতিহীন রোজা (উইসাল) রাখতেন এবং তাঁর সাহাবীদের উইসাল করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, "আমি তোমাদের মতো নই; আমি এমনভাবে রাত অতিবাহিত করি যে আমার রব আমাকে আহার করান এবং পান করান।" «১»।

এটি সুপরিজ্ঞাত যে, এই আহার ও পানীয় সাধারণ আহার্য নয় যা মানুষ মুখ দিয়ে গ্রহণ করে। তা যদি হতো, তবে তিনি বিরতিহীন রোজা পালনকারী হতেন না এবং পার্থক্যের কোনো অবকাশ থাকত না, বরং তিনি তখন রোজাদারই থাকতেন না। কেননা তিনি বলেছেন, "আমি এমনভাবে রাত কাটাই যে আমার রব আমাকে আহার করান ও পান করান।"

তদুপরি, তিনি উইসালের প্রকৃতির ক্ষেত্রে নিজের ও তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং তিনি এমন সক্ষমতা রাখতেন যা তারা রাখতেন না। যদি তিনি মুখ দিয়ে আহার ও পান করতেন, তবে তিনি "আমি তোমাদের মতো নই" বলতেন না। হাদীস থেকে এই (ভুল) অর্থ কেবল তারাই বুঝতে পারে যাদের রুহানি খাদ্য এবং অন্তরের খোরাক সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত নগণ্য। অথচ দৈহিক শক্তির বিকাশ ও সজীবতার ক্ষেত্রে রুহানি খোরাকের প্রভাব শারীরিক খাদ্যের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

উধরাহ (গলাব্যথা বা টনসিল প্রদাহ) এবং নস্যি (সাউত) গ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

"সহীহাইন" গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করো তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো হিজামা (রক্তমোক্ষণ) এবং সামুদ্রিক কুস্ত (এক প্রকার কাষ্ঠৌষধি)। আর তোমরা তোমাদের শিশুদের উধরাহ (গলাব্যথা) নিরাময়ের জন্য হাত দিয়ে চেপে কষ্ট দিও না।" «২»।

"সুনান" ও "মুসনাদ" গ্রন্থে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর কাছে একটি শিশু ছিল যার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "এটি কী?" তারা বললেন: শিশুটির উধরাহ হয়েছে অথবা মাথায় ব্যথা। তখন তিনি বললেন: "তোমাদের প্রতি আক্ষেপ! তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। যে নারীর সন্তানের উধরাহ বা মাথায় ব্যথা হয়, সে যেন ইন্ডিয়ান কুস্ত (কুস্ত হিন্দী) গ্রহণ করে এবং তা পানির সাথে ঘষে তার নাকে নস্যি হিসেবে প্রয়োগ করে।" আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নির্দেশ দিলেন এবং সেই শিশুর ক্ষেত্রে তা করা হলে সে আরোগ্য লাভ করল। «৩»

আবু উবাইদ, আবু উবাইদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: উধরাহ হলো রক্তজনিত কারণে গলায় এক ধরণের প্রদাহ। যখন এর চিকিৎসা করা হয়, তখন বলা হয় যে রোগীকে 'উধরা' করা হয়েছে এবং সে 'মা'যুর' (আক্রান্ত)। কেউ কেউ বলেন, উধরাহ হলো একটি ক্ষত যা কান ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে সৃষ্টি হয় এবং এটি সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা দেয়।

আর ঘষা কুস্ত দ্বারা নস্যি গ্রহণ এই রোগের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হওয়ার কারণ হলো, উধরাহ রোগের মূল উপাদান হলো রক্ত, যা প্রবল হয়...

---

(১) বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক রোজা অধ্যায়ে বর্ণিত।

(২) বুখারী কর্তৃক চিকিৎসা অধ্যায়ে, মুসলিম কর্তৃক মুসাকাত অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত।

(৩) ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

الْبَلْغَمُ، لَكِنَّ تَوَلُّدَهُ فِي أَبْدَانِ الصِّبْيَانِ أَكْثَرُ، وَفِي الْقُسْطِ تَجْفِيفٌ يَشُدُّ اللَّهَاةَ وَيَرْفَعُهَا إِلَى مَكَانِهَا، وَقَدْ يَكُونُ نَفْعُهُ فِي هَذَا الدَّاءِ بِالْخَاصِّيَّةِ، وَقَدْ يَنْفَعُ فِي الْأَدْوَاءِ الْحَارَّةِ، وَالْأَدْوِيَةِ الْحَارَّةِ بِالذَّاتِ تَارَةً وَبِالْعَرَضِ أُخْرَى. وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» فِي مُعَالَجَةِ سُقُوطِ اللَّهَاةِ: الْقُسْطَ مَعَ الشَّبِّ الْيَمَانِيِّ، وَبِزْرِ الْمَرْوِ

وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ: هُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ مِنْهُ، وَهُوَ حُلْوٌ، وَفِيهِ مَنَافِعُ عَدِيدَةٌ، وَكَانُوا يُعَالِجُونَ أَوْلَادَهُمْ بِغَمْزِ اللَّهَاةِ وَبِالْعِلَاقِ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعَلِّقُونَهُ عَلَى الصِّبْيَانِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْأَطْفَالِ، وَأَسْهَلُ عَلَيْهِمْ.

وَالسَّعُوطُ: مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْفِ، وَقَدْ يَكُونُ بِأَدْوِيَةٍ مُفْرَدَةٍ وَمُرَكَّبَةٍ تُدَقُّ وَتُنْخَلُ وَتُعْجَنُ وَتُجَفَّفُ، ثُمَّ تُحَلُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُسْعَطُ بِهَا فِي أَنْفِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ ما يرفعهما لينخفض رَأْسُهُ، فَيَتَمَكَّنُ السَّعُوطُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى دِمَاغِهِ، وَيَسْتَخْرِجُ مَا فِيهِ مِنَ الدَّاءِ بِالْعُطَاسِ، وَقَدْ مَدَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم التَّدَاوِي بِالسَّعُوطِ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ.

وَذَكَرَ أبو داود فِي «سُنَنِهِ» أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم استعط «1»

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي علاج المفؤود

رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ مجاهد، عَنْ سعد، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا على فؤادي، وقال لي «إنّك رجل مفؤود فَأْتِ الحارث بن كلدة مِنْ ثَقِيفٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ المدينة، فليجأهنّ بنواهنّ ثم ليلدّك بهنّ» «2» .

المفؤود: الَّذِي أُصِيبَ فُؤَادُهُ، فَهُوَ يَشْتَكِيهِ، كَالْمَبْطُونِ الَّذِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ وَاللَّدُودُ مَا يُسْقَاهُ الْإِنْسَانُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيِ الْفَمِ.

وَفِي التَّمْرِ خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ لِهَذَا الدَّاءِ، وَلَا سِيَّمَا تَمْرَ الْمَدِينَةِ، وَلَا سيما العجوة منه.

---

(1) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس

(2) أخرجه أبو داود في الطب «فليجأهن بنواهن» يريد ليرضعهن، والوجيئة: حساء يتخذ من التمر والدقيق، فيتحساه المريض

শ্লেষ্মা, তবে শিশুদের শরীরে এর উৎপত্তি বেশি হয়। আল-কুস্ত (কুষ্ঠমূল)-এর মধ্যে শুষ্ক করার গুণ রয়েছে যা আল-লাহাতকে (আলিজিহ্বা) সংকুচিত করে এবং একে তার সঠিক স্থানে উঠিয়ে দেয়। এই রোগে এর উপকারিতা এর বিশেষ গুণের কারণে হতে পারে। কখনো এটি উষ্ণ রোগসমূহেও উপকারে আসে; উষ্ণ ওষুধসমূহ কখনো সরাসরি আবার কখনো পরোক্ষভাবে সুফল দেয়। 'আল-কানুন' গ্রন্থের লেখক আল-লাহাতের স্ফীতির চিকিৎসায় ইয়ামেনি ফিটকিরি ও মারউ বীজের সাথে আল-কুস্ত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।

হাদিসে বর্ণিত সমুদ্র-কুস্ত (আল-কুস্ত আল-বাহরি) হলো মূলত আল-উদ আল-হিন্দি (ভারতীয় কাষ্ঠখণ্ড); এটি সাদা বর্ণের এবং স্বাদ মিষ্টি, যার বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। ইতিপূর্বে তারা শিশুদের আল-লাহাতে চাপ দিয়ে অথবা ঝাড়ফুঁক ও কবজ ঝুলিয়ে চিকিৎসা করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তা থেকে নিষেধ করেছেন এবং শিশুদের জন্য যা অধিক উপকারী ও সহজ, তার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আস-সাউত (নস্য): যা নাকের ছিদ্রে ঢালা হয়। এটি একক বা যৌগিক ওষুধ হতে পারে যা চূর্ণ করে, ছেঁকে, মেখে এবং শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী তা তরল করে মানুষের নাকে দেওয়া হয়। নস্য দেওয়ার সময় রোগীকে চিৎ হয়ে শুইয়ে দিতে হয় এবং তার দুই কাঁধের নিচে কিছু দিয়ে উঁচু করা হয় যাতে মাথা নিচু থাকে, ফলে নস্য মস্তিষ্কে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং হাঁচির মাধ্যমে সেখান থেকে রোগের উপাদান বের করে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আস-সাউত ব্যবহারের প্রশংসা করেছেন।

আবু দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নস্য গ্রহণ করেছিলেন (১)

হৃদরোগীর চিকিৎসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

আবু দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে, তিনি সা'দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি তাঁর হাত আমার দুই স্তনের মাঝে রাখলেন, এমনকি আমি তাঁর হাতের শীতলতা আমার হৃদয়ে অনুভব করলাম। তিনি আমাকে বললেন: 'তুমি হৃদরোগে আক্রান্ত (মাফউদ) এক ব্যক্তি। সুতরাং তুমি সাকিফ গোত্রের হারিস ইবনে কালাদাহর কাছে যাও, কারণ সে চিকিৎসা পেশায় পারদর্শী। সে যেন মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর নেয় এবং আঁটিসহ তা চূর্ণ করে। অতঃপর সে যেন তোমাকে এর মাধ্যমে লাদুদ (মুখের এক পাশ দিয়ে ওষুধ সেবন করানো) প্রদান করে।' (২)

আল-মাফউদ: যার হৃদয় (ফুয়াদ) অসুস্থ, ফলে সে হৃদরোগের অভিযোগ করে; যেমন আল-মাবতুন বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে পেটের পীড়ার অভিযোগ করে। আর আল-লাদুদ হলো যা মানুষের মুখের এক পাশ দিয়ে পান করানো হয়।

এই রোগের চিকিৎসায় খেজুরের এক আশ্চর্যজনক গুণ রয়েছে, বিশেষ করে মদিনার খেজুর এবং বিশেষত আজওয়া খেজুর।

---

(১) আবু দাউদ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) আবু দাউদ 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। 'আঁটিসহ তা চূর্ণ করে' এর অর্থ হলো সেগুলোকে পিষে নেওয়া। আল-ওয়াজিআহ: খেজুর ও আটা দিয়ে তৈরি এক প্রকার পানীয় বা সুপ, যা রোগী পান করে থাকে।

وَفِي كَوْنِهَا سَبْعًا خَاصِّيَّةٌ أُخْرَى، تُدْرَكُ بِالْوَحْيِ، وفي «الصحيحين» من حديث عامر ابن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ لم يمرّه ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ» .

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ» «1» .

وَالتَّمْرُ حَارٌّ فِي الثَّانِيَةِ، يَابِسٌ فِي الْأُولَى. وَقِيلَ: رَطْبٌ فِيهَا. وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ، وَهُوَ غِذَاءٌ فَاضِلٌ حَافِظٌ لِلصِّحَّةِ لَا سِيَّمَا لِمَنِ اعْتَادَ الْغِذَاءَ بِهِ، كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَغْذِيَةِ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ وَالْحَارَّةِ الَّتِي حَرَارَتُهَا فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ لَهُمْ أَنْفَعُ مِنْهُ لِأَهْلِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ، لِبُرُودَةِ بَوَاطِنِ سُكَّانِهَا، وَحَرَارَةِ بَوَاطِنِ سُكَّانِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ، وَلِذَلِكَ يُكْثِرُ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَالطَّائِفِ، وَمَا يَلِيهِمْ مِنَ الْبِلَادِ الْمُشَابِهَةِ لَهَا مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْحَارَّةِ مَا لَا يَتَأَتَّى لِغَيْرِهِمْ، كَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ، وَشَاهَدْنَاهُمْ يَضَعُونَ فِي أَطْعِمَتِهِمْ مِنَ الْفُلْفُلِ وَالزَّنْجَبِيلِ فَوْقَ مَا يصنعه غَيْرُهُمْ نَحْوَ عَشَرَةِ أَضْعَافٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَأْكُلُونَ الزَّنْجَبِيلَ كَمَا يَأْكُلُ غَيْرُهُمُ الْحَلْوَى، وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مَنْ يَتَنَقَّلُ بِهِ مِنْهُمْ كَمَا يَتَنَقَّلُ بِالنَّقْلِ، وَيُوَافِقُهُمْ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّهُمْ لِبُرُودَةِ أَجْوَافِهِمْ وَخُرُوجِ الْحَرَارَةِ إِلَى ظَاهِرِ الْجَسَدِ، كَمَا تُشَاهَدُ مِيَاهُ الْآبَارِ تَبْرُدُ فِي الصَّيْفِ، وَتَسْخَنُ فِي الشِّتَاءِ، وَكَذَلِكَ تُنْضِجُ الْمَعِدَةُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْغَلِيظَةِ فِي الشِّتَاءِ مَا لَا تُنْضِجُهُ فِي الصَّيْفِ.

وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَالتَّمْرُ لَهُمْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْحِنْطَةِ لِغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قُوتُهُمْ وَمَادَّتُهُمْ، وَتَمْرُ الْعَالِيَةِ مِنْ أَجْوَدِ أَصْنَافِ تَمْرِهِمْ، فَإِنَّهُ مَتِينُ الْجِسْمِ، لَذِيذُ الطَّعْمِ، صَادِقُ الْحَلَاوَةِ، وَالتَّمْرُ يَدْخُلُ فِي الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْفَاكِهَةِ، وَهُوَ يُوَافِقُ أَكْثَرَ لأبدان، مُقَوٍّ لِلْحَارِّ الْغَرِيزِيِّ، وَلَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ مِنَ الْفَضَلَاتِ الرَّدِيئَةِ مَا يَتَوَلَّدُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَغْذِيَةِ وَالْفَاكِهَةِ، بَلْ يَمْنَعُ لِمَنِ اعْتَادَهُ مِنْ تَعَفُّنِ الْأَخْلَاطِ وَفَسَادِهَا.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْخِطَابِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ، كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ لِلْأَمْكِنَةِ اخْتِصَاصًا بِنَفْعِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ دُونَ غيره، فيكون

الدواء الذي يَنْبُتُ فِي هَذَا الْمَكَانِ نَافِعًا مِنَ الدَّاءِ، وَلَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ النَّفْعُ إِذَا نَبَتَ فِي مَكَانٍ غَيْرِهِ لِتَأْثِيرِ نَفْسِ التُّرْبَةِ أَوِ الهواء، أو هما جميعا فإن للأرض

(1) أخرجه الإمام البخاري في الأطعمة، ومسلم في الأشربة والإمام أحمد وأبو داود.

সাতটি হওয়ার মধ্যে অন্য একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ওহীর মাধ্যমে অনুভূত হয়। 'সহীহাইন'-এ আমির ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ভোরে আলিয়ার (মদীনার উচ্চভূমি) সাতটি খেজুর খাবে, সেদিন তাকে কোনো বিষ বা জাদু ক্ষতি করতে পারবে না।"

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি মদীনার দুই পাথুরে ভূমির (লাবাতাইহা) মধ্যবর্তী এলাকার সাতটি খেজুর সকালে খাবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো বিষ তার ক্ষতি করবে না।"

খেজুর দ্বিতীয় স্তরের উষ্ণ এবং প্রথম স্তরের শুষ্ক। কেউ কেউ বলেছেন এটি প্রথম স্তরে আর্দ্র। আবার কেউ বলেছেন এটি সমভাবাপন্ন। এটি একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য যা স্বাস্থ্য রক্ষা করে, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা এটি গ্রহণে অভ্যস্ত, যেমন মদীনার অধিবাসী এবং অন্যরা। এটি শীতল ও উষ্ণ উভয় অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ খাবারগুলোর অন্যতম, বিশেষ করে সেইসব উষ্ণ অঞ্চলে যার তাপমাত্রা দ্বিতীয় স্তরে থাকে। এটি তাদের জন্য শীতল অঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে বেশি উপকারী, কারণ শীতল অঞ্চলের অধিবাসীদের শরীরের অভ্যন্তরভাগ শীতল থাকে, আর উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের শরীরের অভ্যন্তরভাগ উষ্ণ থাকে। একারণে হিজাজ, ইয়েমেন, তায়েফ এবং তৎসংলগ্ন এলাকার লোকেরা এমন উষ্ণ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেন যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়, যেমন খেজুর ও মধু। আমরা তাদের লক্ষ্য করেছি যে তারা খাবারে গোলমরিচ ও আদা অন্যদের তুলনায় প্রায় দশগুণ বা তারও বেশি ব্যবহার করেন। তারা আদা এমনভাবে খান যেমন অন্যেরা মিষ্টি খায়। আমি অনেককে দেখেছি যারা এটি অনেকটা নাস্তার মতো গ্রহণ করেন এবং এটি তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূলে থাকে ও কোনো ক্ষতি করে না। এর কারণ হলো তাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ শীতলতা এবং শারীরিক উত্তাপ বাইরের দিকে প্রকাশিত হওয়া; যেমনটা গ্রীষ্মকালে কুয়ার পানি শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ অনুভূত হয়। একইভাবে, পাকস্থলী শীতকালে এমন সব গুরুপাক খাবার হজম করতে পারে যা গ্রীষ্মকালে সম্ভব হয় না।

আর মদীনার অধিবাসীদের কাছে খেজুরের গুরুত্ব অন্যদের কাছে গমের গুরুত্বের মতোই। এটিই তাদের প্রধান খাদ্য ও জীবনোপকরণ। আলিয়ার খেজুর তাদের খেজুরের সর্বোত্তম

জাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত; কারণ এটি সুসংহত, সুস্বাদু এবং অত্যন্ত মিষ্টি। খেজুর খাদ্য, ঔষধ এবং ফল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি অধিকাংশ শরীরের জন্য উপযোগী এবং শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রাকে (হাররে গারিজি) শক্তিশালী করে। অন্যান্য খাবার বা ফলের মতো এটি থেকে শরীরে ক্ষতিকারক বর্জ্য তৈরি হয় না, বরং যারা এটি নিয়মিত গ্রহণে অভ্যস্ত, এটি তাদের শরীরের তরল উপাদানের (আখলাত) পচন ও বিকৃতি রোধ করে।
এই হাদীসটি একটি বিশেষ সম্বোধন যা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য উদ্দিষ্ট, যেমন মদীনার অধিবাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্থানভেদে অনেক ঔষধের বিশেষ কার্যকারিতা থাকে যা অন্য স্থানে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন ঔষধ কোনো বিশেষ রোগের জন্য উপকারী হতে পারে, কিন্তু মাটি বা জলবায়ুর প্রভাবের কারণে অন্য কোনো স্থানে জন্মালে সেই একই উপকার পাওয়া না-ও যেতে পারে। কারণ ভূমির বৈশিষ্ট্যে...

---

(১) ইমাম বুখারী এটি ‘খাদ্য’ অধ্যায়ে, মুসলিম ‘পানীয়’ অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 74)الطب النبوي لابن القيم

خواص وَطَبَائِعَ يُقَارِبُ اخْتِلَافُهَا اخْتِلَافَ طَبَائِعِ الْإِنْسَانِ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّبَاتِ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ غِذَاءً مَأْكُولًا، وَفِي بَعْضِهَا سَمًّا قَاتِلًا، وَرُبَّ أَدْوِيَةٍ لقوم أغفية لِآخَرِينَ، وَأَدْوِيَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ أَمْرَاضٍ هِيَ أَدْوِيَةٌ لِآخَرِينَ فِي أَمْرَاضٍ سِوَاهَا، وَأَدْوِيَةٍ لِأَهْلِ بَلَدٍ لَا تُنَاسِبُ غَيْرَهُمْ، وَلَا تَنْفَعُهُمْ.

وَأَمَّا خَاصِّيَّةُ السَّبْعِ، فَإِنَّهَا قَدْ وَقَعَتْ قَدْرًا وَشَرْعًا، فَخَلَقَ اللَّهُ عز وجل السَّمَاوَاتِ سَبْعًا، وَالْأَرَضِينَ سَبْعًا، وَالْأَيَّامَ سَبْعًا، وَالْإِنْسَانُ كَمُلَ خَلْقُهُ فِي سَبْعَةِ أَطْوَارٍ، وَشَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ الطَّوَافَ سَبْعًا، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَرَمْيَ الْجِمَارِ سَبْعًا

سَبْعًا، وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ» «1» : «وَإِذَا صَارَ لِلْغُلَامِ سَبْعُ سِنِينَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ» «2» فِي رِوَايَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أُمِّهِ» وَفِي ثَالِثَةٍ «أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ» وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ «3» ، وَسَخَّرَ اللَّهُ الرِّيحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ سَبْعَ لَيَالٍ، وَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِينَهُ اللَّهُ عَلَى قَوْمِهِ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ «4» ، وَمَثَّلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا يُضَاعِفُ بِهِ صَدَقَةَ الْمُتَصَدِّقِ بِحَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، وَالسَّنَابِلُ الَّتِي رَآهَا صَاحِبُ يُوسُفَ سَبْعًا، وَالسِّنِينَ الَّتِي زَرَعُوهَا دَأَبًا سَبْعًا، وَتُضَاعَفُ الصَّدَقَةُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ سَبْعُونَ أَلْفًا.

فَلَا رَيْبَ أَنَّ لِهَذَا الْعَدَدِ خَاصِّيَّةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ، وَالسَّبْعَةُ جَمَعَتْ مَعَانِيَ الْعَدَدِ كُلِّهِ وَخَوَاصَّهُ، فَإِنَّ الْعَدَدَ شَفْعٌ وَوَتْرٌ وَالشَّفْعُ أَوَّلٌ وَثَانٍ. وَالْوَتْرُ: كَذَلِكَ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ: شَفْعٌ أَوَّلٌ، وَثَانٍ وَوَتْرٌ أَوَّلٌ وَثَانٍ، وَلَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ، وَهِيَ عَدَدٌ كَامِلٌ جَامِعٌ لِمَرَاتِبِ الْعَدَدِ الْأَرْبَعَةِ، أَعْنِي الشَّفْعَ وَالْوَتْرَ، وَالْأَوَائِلَ وَالثَّوَانِيَ، وَنَعْنِي بِالْوَتْرِ الْأَوَّلِ الثَّلَاثَةَ، وَبِالثَّانِي الْخَمْسَةَ، وَبِالشَّفْعِ الْأَوَّلِ الِاثْنَيْنِ، وَبِالثَّانِي الْأَرْبَعَةَ، وَلِلْأَطِبَّاءِ اعْتِنَاءٌ عَظِيمٌ بِالسَّبْعَةِ، وَلَا سِيَّمَا فِي البحارين. وقد قال

---

(1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بلفظ «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وسنده صحيح.

(2) ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أبيه وأمه» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(3) أخرجه البخاري في المغازي

(4) أخرجه البخاري في المغازي

বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি রয়েছে যার ভিন্নতা মানুষের প্রকৃতির ভিন্নতার কাছাকাছি। অনেক উদ্ভিদ কোনো কোনো দেশে ভক্ষ্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার কোনো কোনো দেশে তা প্রাণঘাতী বিষ। আবার কিছু ঔষধ এক সম্প্রদায়ের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য (আগতিয়া), অন্যদের জন্য তা (ভিন্ন প্রভাব ফেলে)। আবার কিছু ঔষধ যা এক সম্প্রদায়ের একটি রোগের জন্য প্রযোজ্য, অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা ভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করে। তেমনিভাবে কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য উপযোগী ঔষধ অন্যদের ক্ষেত্রে অনুপযোগী ও অকেজো হতে পারে।

আর সাত সংখ্যার বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে, এটি মহাজাগতিক ও শরয়ি উভয় দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। মহান আল্লাহ আজযা ওয়া জাল্লা সাতটি আকাশ, সাতটি পৃথিবী এবং সাতটি দিন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সৃষ্টিও সাতটি স্তরে পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দাদের জন্য সাতবার কাবা ঘর প্রদক্ষিণ (তওয়াফ), সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়ানো (সাঈ) এবং সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপের বিধান দিয়েছেন। দুই ঈদের প্রথম রাকাআতে সাতটি তাকবিরের বিধান রাখা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও।" এক বর্ণনায় আছে: "বালকের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাকে তার বাবা-মায়ের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "তার ওপর তার মায়ের চেয়ে বাবার অধিকার বেশি।" তৃতীয় এক বর্ণনায় আছে: "তার মা-ই তার ওপর অধিক হকদার।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অসুস্থতার সময় তাঁর শরীরে সাতটি মশকের পানি ঢালতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা আদ জাতির ওপর সাত রাত ধরে বায়ু প্রবাহিত করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাত বছরের (দুর্ভিক্ষের) ন্যায় সাতটি বছরের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। দানকারীর দান আল্লাহ যে বহুগুণে বৃদ্ধি করেন, আল্লাহ সুবহানাহু তাকে একটি বীজের সাথে তুলনা করেছেন যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় এবং প্রতিটি শীষে থাকে ১০০টি দানা। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গী যে শীষগুলো দেখেছিলেন তা ছিল সাতটি। তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে যে কয় বছর চাষাবাদ করেছিলেন তা ছিল সাত বছর। দান-সদকা সাতশ গুণ থেকে বহু গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আর এই উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সংখ্যার এমন এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোনো সংখ্যার নেই। সাত সংখ্যাটি সংখ্যার যাবতীয় অর্থ ও বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। কেননা সংখ্যা হলো জোড় (শাফ'উ) ও বেজোড় (ওয়াতর)। জোড় সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হয়; বেজোড় সংখ্যাও তদ্রূপ। সুতরাং এখানে চারটি স্তর পাওয়া যায়: প্রথম জোড় ও দ্বিতীয় জোড় এবং প্রথম বেজোড় ও দ্বিতীয় বেজোড়। এই চারটি স্তরের সমাবেশ সাতের কম কোনো সংখ্যায় ঘটে না। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা যা সংখ্যার চারটি স্তরকেই অন্তর্ভুক্ত করে—অর্থাৎ জোড়, বেজোড় এবং এদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়সমূহ। এখানে প্রথম বেজোড় বলতে আমরা তিন-কে বুঝি, আর দ্বিতীয় বেজোড় বলতে পাঁচ-কে। প্রথম জোড় হলো দুই এবং দ্বিতীয় জোড় হলো চার। চিকিৎসাবিদগণও সাত সংখ্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন, বিশেষ করে রোগের সংকটকালীন দিনগুলোর (বুহরান) ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন—

---

(১) ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "শিশুকে সালাতের নির্দেশ দাও যখন সে সাত বছর বয়সে পৌঁছায়, আর যখন দশ বছর বয়সে পৌঁছায় তখন তাকে এ জন্য শাসন করো।" এর সনদ বিশুদ্ধ।
(২) এটি প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বালককে তার বাবা ও মায়ের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি একে হাসান সহিহ বলেছেন।
(৩) বুখারি এটি 'মাগাজি' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(৪) বুখারি এটি 'মাগাজি' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

بقراط: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، فَهُوَ مُقَدَّرٌ عَلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءَ، وَالنُّجُومُ سَبْعَةٌ، وَالْأَيَّامُ سَبْعَةٌ، وَأَسْنَانُ النَّاسِ سَبْعَةٌ، أَوَّلُهَا طِفْلٌ إِلَى سَبْعٍ، ثُمَّ صَبِيٌّ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ،

ثُمَّ مُرَاهِقٌ، ثُمَّ شَابٌّ، ثُمَّ كَهْلٌ، ثُمَّ شَيْخٌ، ثُمَّ هَرَمٌ إِلَى مُنْتَهَى الْعُمُرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِحِكْمَتِهِ وَشَرْعِهِ، وَقَدْرِهِ فِي تَخْصِيصِ هَذَا الْعَدَدِ هَلْ هُوَ لِهَذَا الْمَعْنَى أَوْ لِغَيْرِهِ؟.

وَنَفَعَ هَذَا الْعَدَدُ مِنْ هَذَا التَّمْرِ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ مِنْ هَذِهِ الْبُقْعَةِ بِعَيْنِهَا مِنَ السَّمِّ وَالسِّحْرِ، بِحَيْثُ تَمْنَعُ إِصَابَتُهُ، مِنَ الْخَوَاصِّ الَّتِي لَوْ قَالَهَا بقراط وجالينوس وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَطِبَّاءِ، لَتَلَقَّاهَا عَنْهُمُ الْأَطِبَّاءُ بِالْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ وَالِانْقِيَادِ، مَعَ أَنَّ الْقَائِلَ إِنَّمَا مَعَهُ الْحَدْسُ وَالتَّخْمِينُ وَالظَّنُّ، فَمَنْ كَلَامُهُ كُلُّهُ يَقِينٌ، وَقَطْعٌ وَبُرْهَانٌ، وَوَحْيٌ أَوْلَى أَنْ تُتَلَقَّى أَقْوَالُهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَتَرْكِ الِاعْتِرَاضِ. وَأَدْوِيَةُ السُّمُومِ تَارَةً تَكُونُ بِالْكَيْفِيَّةِ، وتارة تتكون بِالْخَاصِّيَّةِ كَخَوَاصِّ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْجَارِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْيَوَاقِيتِ، والله أعلم.

فَصْلٌ

وَيَجُوزُ نَفْعُ التَّمْرِ الْمَذْكُورِ فِي بَعْضِ السُّمُومِ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، وَيَجُوزُ نَفْعُهُ لِخَاصِّيَّةِ تِلْكَ الْبَلَدِ، وَتِلْكَ التُّرْبَةِ الْخَاصَّةِ من كل سم، ولكن ها هنا أمر لابد مِنْ بَيَانِهِ، وَهُوَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ انْتِفَاعِ الْعَلِيلِ بِالدَّوَاءِ قَبُولَهُ، وَاعْتِقَادَ النَّفْعِ بِهِ، فَتَقْبَلُهُ الطَّبِيعَةُ، فَتَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى دَفْعِ الْعِلَّةِ، حَتَّى إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُعَالَجَاتِ يَنْفَعُ بِالِاعْتِقَادِ، وَحُسْنِ الْقَبُولِ، وَكَمَالِ التَّلَقِّي، وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ عَجَائِبَ، وَهَذَا لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ يَشْتَدُّ قَبُولُهَا لَهُ، وَتَفْرَحُ النَّفْسُ بِهِ، فَتَنْتَعِشُ الْقُوَّةُ، وَيَقْوَى سُلْطَانُ الطَّبِيعَةِ، وَيَنْبَعِثُ الْحَارُّ الْغَرِيزِيُّ، فَيُسَاعِدُ عَلَى دَفْعِ الْمُؤْذِي، وَبِالْعَكْسِ يَكُونُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَدْوِيَةِ نَافِعًا لِتِلْكَ الْعِلَّةِ، فَيَقْطَعُ عَمَلَهُ سُوءُ اعْتِقَادِ الْعَلِيلِ فِيهِ، وَعَدَمُ أَخْذِ الطَّبِيعَةِ لَهُ بِالْقَبُولِ، فَلَا يُجْدِي عَلَيْهَا شَيْئًا. وَاعْتَبِرْ هَذَا بِأَعْظَمِ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَشْفِيَةِ، وَأَنْفَعِهَا لِلْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، وَالْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، كَيْفَ لَا يَنْفَعُ الْقُلُوبَ الَّتِي لَا تَعْتَقِدُ فِيهِ الشِّفَاءَ وَالنَّفْعَ، بَلْ لَا يَزِيدُهَا إِلَّا مَرَضًا إِلَى مَرَضِهَا، وَلَيْسَ لِشِفَاءِ الْقُلُوبِ دَوَاءٌ قَطُّ أَنْفَعُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ

شِفَاؤُهَا التَّامُّ الْكَامِلُ الَّذِي لَا يُغَادِرُ فِيهَا سَقَمًا إِلَّا أَبْرَأَهُ، وَيَحْفَظُ عَلَيْهَا صِحَّتَهَا الْمُطْلَقَةَ، وَيَحْمِيهَا الْحَمِيَّةَ التَّامَّةَ مِنْ كُلِّ مُؤْذٍ ومضر،

হিপোক্রেটিস বলেছেন: এই জগতের প্রতিটি বিষয় সাতটি অংশে নির্ধারিত। নক্ষত্র সাতটি, দিন সাতটি এবং মানুষের বয়সের স্তর সাতটি। প্রথম স্তরে সাত বছর পর্যন্ত শিশু (طفل), এরপর চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কিশোর (صبي), এরপর বয়ঃসন্ধিকালীন (مراهق), তারপর যুবক (شاب), তারপর প্রৌঢ় (كهل), তারপর বৃদ্ধ (شيخ) এবং এরপর অতি বৃদ্ধ (هرم) জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলাই তাঁর হিকমত, বিধান এবং এই সংখ্যা নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে তাঁর নির্ধারণ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত যে, এটি কি এই অর্থের জন্য নাকি অন্য কোনো কারণে। এই জনপদ ও এই বিশেষ ভূখণ্ডের এই নির্দিষ্ট সংখ্যক খেজুর বিষ ও জাদুর ক্ষেত্রে উপকারী হওয়া—যাতে করে তা আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে—এমন একটি বিশেষ গুণ (خاصية), যা যদি হিপোক্রেটিস, গ্যালেন (جالينوس) বা অন্য কোনো চিকিৎসক বলতেন, তবে চিকিৎসকরা তা অত্যন্ত আগ্রহ, আনুগত্য ও বিনয়ের সাথে গ্রহণ করতেন। অথচ ঐ চিকিৎসকদের কথার ভিত্তি হলো কেবল অনুমান, ধারণা ও সংশয়। তবে যাঁর প্রতিটি কথা নিশ্চিত সত্য, অকাট্য প্রমাণ ও ওহী (وحي), তাঁর বাণীসমূহ গ্রহণ, আনুগত্য এবং কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই মেনে নেওয়া কি অধিকতর কাম্য নয়? বিষের প্রতিষেধক কখনও বাহ্যিক গুণাবলির (كيفية) মাধ্যমে হয়, আবার কখনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের (خاصية) মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেমন অনেক পাথর, রত্ন ও ইয়াকুত পাথরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ

এটি সম্ভব যে, উল্লিখিত খেজুর নির্দিষ্ট কিছু বিষের ক্ষেত্রে উপকারী, এমতাবস্থায় হাদিসটি হবে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত সাধারণ বাক্য (العام المخصوص)। আবার এমনও হতে পারে যে, এটি সেই বিশেষ জনপদ এবং সেই বিশেষ মাটির বৈশিষ্ট্যের কারণে সকল বিষের জন্যই উপকারী। তবে এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন, আর তা হলো—রোগীর ঔষধ দ্বারা উপকৃত হওয়ার একটি শর্ত হলো ঔষধটি মনেপ্রাণে গ্রহণ করা এবং এর উপকারের ওপর বিশ্বাস রাখা। এর ফলে মানুষের প্রকৃতি (طبيعة) তা গ্রহণ করে এবং রোগ নিরাময়ে তার সাহায্য নেয়। এমনকি অনেক চিকিৎসা কেবল বিশ্বাস, উত্তম মনোভাব এবং পূর্ণাঙ্গ সম্মতির কারণেই ফলদায়ক হয়। মানুষ এ বিষয়ে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। কারণ যখন

মানুষের প্রকৃতি ঔষধটিকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে, তখন মন আনন্দিত হয় এবং জীবনীশক্তি সজীব হয়ে ওঠে; ফলে শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রভাব শক্তিশালী হয় এবং জন্মগত তাপশক্তি (الحار الغريزي) জাগ্রত হয়ে ক্ষতিকর বিষয়কে প্রতিহত করতে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে, অনেক ঔষধ নির্দিষ্ট রোগের জন্য উপকারী হওয়া সত্ত্বেও রোগীর সংশয় এবং প্রকৃতি তা গ্রহণ না করার কারণে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তা কোনো উপকারে আসে না। আপনি একে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ ও আরোগ্য—যা অন্তর ও শরীর, ইহকাল ও পরকাল এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য সর্বাধিক উপকারী—অর্থাৎ কুরআনের সাথে তুলনা করে দেখুন, যা সকল রোগের মহৌষধ। তবে কেন তা ঐ অন্তরের উপকার করে না যারা এর আরোগ্য ও উপকারের ওপর বিশ্বাস রাখে না? বরং এটি তাদের রোগের ওপর রোগই বাড়িয়ে দেয়। অন্তরের আরোগ্যের জন্য কুরআনের চেয়ে অধিক উপকারী কোনো ঔষধ নেই। কারণ এটি এমন এক পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত আরোগ্য যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না, বরং তাকে নির্মূল করে দেয়। এটি অন্তরের প্রকৃত স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং একে প্রতিটি ক্ষতিকর ও অপকারী বিষয় থেকে পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করে।

(ص: 76)الطب النبوي لابن القيم

وَمَعَ هَذَا فَإِعْرَاضُ أَكْثَرِ الْقُلُوبِ عَنْهُ، وَعَدَمُ اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه نه كَذَلِكَ، وَعَدَمُ اسْتِعْمَالِهِ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى الْأَدْوِيَةِ الَّتِي رَكَّبَهَا بَنُو جِنْسِهَا حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشِّفَاءِ بِهِ، وَغَلَبَتِ الْعَوَائِدُ، وَاشْتَدَّ الْإِعْرَاضُ، وَتَمَكَّنَتِ الْعِلَلُ وَالْأَدْوَاءُ الْمُزْمِنَةُ مِنَ الْقُلُوبِ، وَتَرَبَّى الْمَرَضَى وَالْأَطِبَّاءُ عَلَى عِلَاجِ بَنِي جِنْسِهِمْ وَمَا وَضَعَهُ لَهُمْ شُيُوخُهُمْ، وَمَنْ يُعَظِّمُونَهُ وَيُحْسِنُونَ بِهِ ظُنُونَهُمْ، فعظم المصاب، واستحكم الداء، وتركبت أمراض وعل أَعْيَا عَلَيْهِمْ عِلَاجُهَا، وَكُلَّمَا عَالَجُوهَا بِتِلْكَ الْعِلَاجَاتِ الْحَادِثَةِ تَفَاقَمَ أَمْرُهَا، وَقَوِيَتْ، وَلِسَانُ الْحَالِ يُنَادِي عَلَيْهِمْ:

وَمِنَ الْعَجَائِبِ وَالْعَجَائِبُ جَمَّةٌ ... قُرْبُ الشِّفَاءِ وَمَا إِلَيْهِ وُصُولُ

كَالْعِيسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظما ... والماء فوق ظهورها محمول

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَفْعِ ضَرَرِ الْأَغْذِيَةِ وَالْفَاكِهَةِ وَإِصْلَاحِهَا بِمَا يَدْفَعُ ضَرَرَهَا، وَيُقَوِّي نَفْعَهَا

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جعفر، قَالَ: رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ «1» .

وَالرُّطَبُ: حَارٌّ رَطْبٌ فِي الثَّانِيَةِ، يُقَوِّي الْمَعِدَةَ الْبَارِدَةَ، وَيُوَافِقُهَا، وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَلَكِنَّهُ سَرِيعُ التَّعَفُّنِ، مُعَطِّشٌ مُعَكِّرٌ لِلدَّمِ، مُصَدِّعٌ مُوَلِّدٌ لِلسَّدَدِ، وَوَجَعِ الْمَثَانَةِ، وَمُضِرٌّ بِالْأَسْنَانِ، وَالْقِثَّاءُ بَارِدٌ رَطْبٌ فِي الثَّانِيَةِ، مُسَكِّنٌ لِلْعَطَشِ، مُنْعِشٌ لِلْقُوَى بِشَمِّهِ لما فيه من العطرية، مطفىء لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ، وَإِذَا جُفِّفَ بِزْرُهُ، وَدُقَّ وَاسْتُحْلِبَ بِالْمَاءِ، وَشُرِبَ، سَكَّنَ الْعَطَشَ، وَأَدَرَّ الْبَوْلَ، وَنَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْمَثَانَةِ. وَإِذَا دُقَّ وَنُخِلَ، وَدُلِكَ بِهِ الْأَسْنَانُ، جَلَاهَا، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهُ وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ مَعَ الْمَيْبَخْتَجِ، نَفَعَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ الْكَلِبِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهَذَا حَارٌّ، وَهَذَا بَارِدٌ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا صَلَاحُ الْآخَرِ، وَإِزَالَةُ لأكثر

---

(1) أخرجه البخاري في الأطعمة ومسلم في الأشربة

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ অন্তরের এ থেকে বিমুখতা, এর ওপর অটুট ও সন্দেহাতীত বিশ্বাসের অভাব, এর যথাযথ প্রয়োগ না করা এবং এর পরিবর্তে স্বজাতির আবিষ্কৃত ওষুধের দিকে ফিরে যাওয়া তাদের আরোগ্য লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভ্যাস ও রীতিনীতি জয়ী হয়েছে, বিমুখতা তীব্রতর হয়েছে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগ-ব্যাধি অন্তরে শিকড় গেড়েছে। রোগী ও চিকিৎসকগণ তাদের সমজাতীয় মানুষের তৈরি চিকিৎসা এবং তাদের মহান ব্যক্তি ও যাদের প্রতি তারা সুধারণা পোষণ করে, তাদের প্রবর্তিত নিয়মের ওপর বেড়ে উঠেছেন। ফলে বিপদ প্রকট হয়েছে, রোগ জটিল হয়েছে এবং এমন সব শারীরিক ও আত্মিক ব্যাধি পুঞ্জীভূত হয়েছে যা নিরাময়ে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে। যখনই তারা এই আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে

প্রতিকারের চেষ্টা করেছে, ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শক্তিশালী হয়েছে। আর তাদের বর্তমান অবস্থা যেন চিৎকার করে বলছে:
আশ্চর্যের বিষয়সমূহের মাঝে—আর আশ্চর্য তো বহুবিধ—আরোগ্য অতি নিকটে হওয়া সত্ত্বেও তা অর্জন করতে না পারা।
যেন মরুভূমির সেই উট, তৃষ্ণায় যার প্রাণ ওষ্ঠাগত, অথচ তার পিঠেই বহন করা হচ্ছে পানি।

খাদ্য ও ফলের অপকারিতা দূরীকরণ এবং সেগুলোর সংশোধন বা ভারসাম্য আনয়ন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদ, যা অপকারিতা দূর করে এবং উপকারিতা বৃদ্ধি করে
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম (সহীহাইন) শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কাঁকুড় বা শসা (কিসসা) সহযোগে পাকা খেজুর (রুতাব) খেতে দেখেছি।
পাকা খেজুর (রুতাব) দ্বিতীয় স্তরের উষ্ণ ও আর্দ্র। এটি শীতল পাকস্থলীকে সবল ও অনুকূল করে এবং কামশক্তি বৃদ্ধি করে। তবে এটি দ্রুত পচনশীল, তৃষ্ণা উদ্রেককারী, রক্তে দূষণ সৃষ্টিকারী, মাথাব্যথা কারক এবং মূত্রথলিতে প্রতিবন্ধকতা ও ব্যথার সৃষ্টি করে; এছাড়া এটি দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। আর কাঁকুড় বা শসা (কিসসা) দ্বিতীয় স্তরের শীতল ও আর্দ্র। এটি তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং এর সুগন্ধির কারণে তা শরীরের শক্তিকে সতেজ করে। এটি পাকস্থলীর দহন বা জ্বালাপোড়া প্রশমিত করে। এর বীজ শুকিয়ে পিষে পানির সাথে মিশিয়ে পান করলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়, প্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং মূত্রথলির ব্যথায় উপকারে আসে। এটি পিষে ও ছেঁকে নিয়ে দাঁতে মাজন হিসেবে ব্যবহার করলে দাঁত উজ্জ্বল হয়। আর এর পাতা পিষে 'মাইবাখতাজ' (এক প্রকার আঙ্গুরের ঘন রস)-এর সাথে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করলে তা পাগলা কুকুরের কামড়ে ফলদায়ক হয়।
সংক্ষেপে, একটি উষ্ণ এবং অন্যটি শীতল; ফলে একটি অন্যটির সংশোধন করে এবং অধিকাংশ অপকারিতা দূর করে।

(১) ইমাম বুখারী এটি খাদ্য অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম পানীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

ضَرَرِهِ، وَمُقَاوَمَةُ كُلِّ كَيْفِيَّةٍ بِضِدِّهَا، وَدَفْعِ سُورَتِهَا بِالْأُخْرَى، وَهَذَا أَصْلُ الْعِلَاجِ كُلِّهِ، وَهُوَ أَصْلٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، بَلْ عِلْمُ الطِّبِّ كُلُّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا. وَفِي اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ فِي الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ إِصْلَاحٌ لَهَا وَتَعْدِيلٌ، وَدَفْعٌ لِمَا فِيهَا مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الْمُضِرَّةِ لِمَا يُقَابِلُهَا، وَفِي ذَلِكَ عَوْنٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَدَنِ، وَقُوَّتِهِ وَخَصْبِهِ، قَالَتْ عائشة رضي الله عنها: سَمَّنُونِي بِكُلِّ شَيْءٍ، فَلَمْ أَسْمَنْ، فَسَمَّنُونِي بِالْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَدَفْعُ ضَرَرِ الْبَارِدِ بِالْحَارِّ، وَالْحَارِّ بِالْبَارِدِ، وَالرُّطَبِ بِالْيَابِسِ، وَالْيَابِسِ بِالرُّطَبِ، وَتَعْدِيلُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْعِلَاجَاتِ، وَحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَنَظِيرُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِالسَّنَا والسنوات، وَهُوَ الْعَسَلُ الَّذِي فِيهِ شَيْءٌ مِنَ السَّمْنِ يَصْلُحُ بِهِ السَّنَا، وَيُعْدِلُهُ، فَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بُعِثَ بِعِمَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، وَبِمَصَالِحِ الدنيا والآخرة.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِمْيَةِ

الدَّوَاءُ كُلُّهُ شَيْئَانِ: حِمْيَةٌ وَحِفْظُ صِحَّةٍ. فَإِذَا وَقَعَ التَّخْلِيطُ، احْتِيجَ إِلَى الِاسْتِفْرَاغِ الْمُوَافِقِ، وَكَذَلِكَ مَدَارُ الطِّبِّ كُلِّهِ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الثَّلَاثَةِ. وَالْحِمْيَةُ:

حِمْيَتَانِ: حِمْيَةٌ عَمَّا يَجْلِبُ الْمَرَضَ، وَحِمْيَةٌ عَمَّا يَزِيدُهُ، فَيَقِفُ عَلَى حَالِهِ، فَالْأَوَّلُ: حِمْيَةُ الْأَصِحَّاءِ وَالثَّانِيَةُ: حِمْيَةُ الْمَرْضَى، فَإِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا احْتَمَى، وَقَفَ مَرَضُهُ عَنِ التَّزَايُدِ، وَأَخَذَتِ الْقُوَى فِي دَفْعِهِ. وَالْأَصْلُ فِي الْحِمْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «1» ، فَحَمَى الْمَرِيضَ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِأَنَّهُ يَضُرُّهُ.

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» وَغَيْرِهِ عَنْ أم المنذر بنت قيس الأنصارية، قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهَا، وَقَامَ علي يَأْكُلُ مِنْهَا، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول لعلي

---

(1) النساء- 43- المائدة- 6

তার ক্ষতি প্রতিরোধ করা এবং প্রতিটি অবস্থার (কাইফিয়্যাত) বিপরীতে তার বিপরীতটি দ্বারা মোকাবিলা করা এবং একটির তীব্রতাকে অন্যটি দ্বারা প্রতিহত করা। এটাই হলো চিকিৎসার মূল ভিত্তি এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষার মূল নীতি। বস্তুত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমগ্র জ্ঞান এই নীতি থেকেই আহরিত। খাদ্য ও ওষুধের ক্ষেত্রে এই নীতি ও এর সদৃশ বিষয়গুলোর প্রয়োগ সেগুলোকে সংশোধন ও ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং সেগুলোর মধ্যস্থিত ক্ষতিকারক গুণগুলোকে তাদের বিপরীত গুণ দ্বারা প্রতিহত করে। এতে শরীরের সুস্থতা, শক্তি ও সজীবতা বৃদ্ধি পায়। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "আমাকে মোটা করার জন্য তারা সব ধরনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি মোটা হচ্ছিলাম না। অতঃপর তারা আমাকে শসা ও তাজা খেজুর (রুতাব) খেতে দিলেন, তখন আমি মোটা হলাম।"
মোটের ওপর, ঠান্ডার ক্ষতি গরম দিয়ে, গরমের ক্ষতি ঠান্ডা দিয়ে, আর্দ্রতার ক্ষতি শুষ্কতা দিয়ে এবং শুষ্কতার ক্ষতি আর্দ্রতা দিয়ে দূর করা এবং একটির মাধ্যমে অপরটির ভারসাম্য রক্ষা করা চিকিৎসার সর্বোত্তম পদ্ধতি ও স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম উপায়। এর উদাহরণ হলো পূর্বে বর্ণিত সানা (সোনাপাতা) ও সানুত ব্যবহারের নির্দেশ; সানুত হলো এমন মধু যাতে কিছুটা মাখন মিশ্রিত থাকে, যার মাধ্যমে সানার গুণাগুণ সংশোধিত ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। অতএব, আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, যাঁকে হৃদয় ও দেহের সংস্কার এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পথ্য গ্রহণ বা সংযম (হিময়াহ) সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ
চিকিৎসা মূলত দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত: পরিমিতিবোধ বা সংযম (হিময়াহ) এবং স্বাস্থ্য রক্ষা। আর যখনই বিপাকীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখনই উপযুক্ত নিষ্কাশনের (ইস্তিফরাগ)

প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পূর্ণ আবর্তন এই তিনটি মূলনীতির ওপরই নির্ভরশীল। আর সংযম (হিময়াহ) দুই প্রকার:
এমন বস্তু থেকে বিরত থাকা যা রোগ ডেকে আনে এবং এমন বস্তু থেকে বিরত থাকা যা রোগ বাড়িয়ে দেয়, ফলে রোগটি বিদ্যমান অবস্থায় স্থির থাকে। প্রথমটি হলো:
সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সংযম এবং দ্বিতীয়টি হলো অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য পথ্য নিয়ন্ত্রণ। কেননা অসুস্থ ব্যক্তি যখন সংযম পালন করে, তখন তার রোগের বৃদ্ধি থেমে যায় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রোগকে পরাভূত করতে শুরু করে। এই সংযম বা পথ্য নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী: "আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ মলত্যাগ করে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করো এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।" (১), এখানে অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি ব্যবহার থেকে বিরত রাখা হয়েছে, কারণ তা তার ক্ষতি করতে পারে।
‘সুনানে ইবনে মাজাহ’ ও অন্যান্য কিতাবে উম্মুল মুনজির বিনতে কায়স আল-আনসারিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন, তাঁর সাথে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন। আলী তখন রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ হচ্ছিলেন। আমাদের ঝুলন্ত কিছু খেজুরের ছড়া ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো থেকে খেতে শুরু করলেন এবং আলীও তা থেকে খেতে দাঁড়ালেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বলতে লাগলেন

(১) নিসা- ৪৩, মায়িদাহ- ৬

«إِنَّكَ نَاقِهٌ» حَتَّى كَفَّ. قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا، فَجِئْتُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لعلي: «مِنْ هَذَا أَصِبْ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ» وَفِي لَفْظٍ فَقَالَ: «مِنْ هَذَا فَأَصِبْ، فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ» «1» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» أَيْضًا عَنْ صهيب قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ» ، فَأَخَذْتُ تَمْرًا فَأَكَلْتُ، فَقَالَ: «أَتَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ» ؟ فَقُلْتُ: يا رسول الله! أمضغ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، فَتَبَسَّمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «2» .

وَفِي حَدِيثٍ مَحْفُوظٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا، حَمَاهُ مِنَ الدُّنْيَا، كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ» . وَفِي لَفْظٍ: «إِنَّ اللَّهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا» » .

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الدَّائِرُ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ: «الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ، وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَعَوِّدُوا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ» فَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الحارث بن كلدة طَبِيبِ الْعَرَبِ، وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. «أَنَّ الْمَعِدَةَ حَوْضُ الْبَدَنِ، وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، وَإِذَا سَقِمَتِ الْمَعِدَةُ، صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسُّقَمِ» «4» .

وَقَالَ الحارث: رَأْسُ الطِّبِّ الْحِمْيَةُ، وَالْحِمْيَةُ عِنْدَهُمْ لِلصَّحِيحِ فِي الْمَضَرَّةِ بِمَنْزِلَةِ التَّخْلِيطِ لِلْمَرِيضِ وَالنَّاقِهِ، وَأَنْفَعُ مَا تَكُونُ الْحِمْيَةُ لِلنَّاقِهِ مِنَ الْمَرَضِ، فَإِنَّ طَبِيعَتَهُ لَمْ تَرْجِعْ بَعْدُ إِلَى قُوَّتِهَا، وَالْقُوَّةُ الْهَاضِمَةُ ضَعِيفَةٌ، وَالطَّبِيعَةُ قَابِلَةٌ، وَالْأَعْضَاءُ مُسْتَعِدَّةٌ، فَتَخْلِيطُهُ يُوجِبُ انْتِكَاسَهَا، وَهُوَ أَصْعَبُ مِنِ ابْتِدَاءِ مَرَضِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي مَنْعِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لعلي مِنَ الْأَكْلِ مِنَ الدَّوَالِي، وَهُوَ نَاقِهٌ أَحْسَنُ التَّدْبِيرِ، فَإِنَّ الدَّوَالِيَ أَقْنَاءٌ مِنَ الرُّطَبِ تُعَلَّقُ فِي الْبَيْتِ لِلْأَكْلِ بِمَنْزِلَةِ عَنَاقِيدِ

الْعِنَبِ، وَالْفَاكِهَةِ تَضُرُّ بِالنَّاقِهِ مِنَ الْمَرَضِ لِسُرْعَةِ اسْتِحَالَتِهَا، وَضَعْفِ الطَّبِيعَةِ عَنْ دفعها.

---

(1) أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي

(2) أخرجه ابن ماجه

(3) أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي

(4) ورد في كتاب مجمع الزوائد إلا أن في سنده يحيى البابلتي وهو ضعيف

«তুমি সবেমাত্র রোগমুক্ত হয়েছ (নাক্বিহ)», অবশেষে তিনি বিরত হলেন। তিনি (উম্মুল মুনযির) বললেন: তারপর আমি যব ও বিট দিয়ে একটি খাবার তৈরি করে নিয়ে এলাম। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীকে বললেন: «এটি থেকে আহার করো, কারণ এটি তোমার জন্য অধিক উপকারী»। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন: «এটি থেকে আহার করো, কারণ এটি তোমার জন্য অধিক উপযোগী» (১)।

‘সুনানে ইবনে মাজাহ’-তেও সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলাম, তখন তাঁর সামনে রুটি ও খেজুর ছিল। তিনি বললেন: «কাছে আসো এবং খাও», তখন আমি খেজুর নিয়ে খেতে লাগলাম। তিনি বললেন: «তোমার চোখে প্রদাহ (রামাদ) থাকা অবস্থায়ও তুমি খেজুর খাচ্ছ?» আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি অন্য পাশ দিয়ে চিবোচ্ছি। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হাসলেন (২)।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত একটি সংরক্ষিত হাদিসে আছে: «নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে দুনিয়া (এর মোহ) থেকে রক্ষা করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার অসুস্থ রোগীকে খাবার ও পানীয় থেকে রক্ষা করে থাকে»। অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে: «নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে দুনিয়া থেকে রক্ষা করেন» (৩)।

আর অনেক মানুষের মুখে প্রচলিত যে হাদিসটি রয়েছে: «সংযম বা খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ (হিময়াহ) হলো চিকিৎসার মূল, আর পাকস্থলী হলো রোগের ঘর, আর প্রত্যেক শরীরকে তার অভ্যস্ত বিষয়ের ওপর পরিচালিত করো» —এই কথাটি মূলত আরবদের চিকিৎসক হারিস বিন কালদাহর উক্তি। এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী হিসেবে সাব্যস্ত করা

(মারফু হিসেবে) সঠিক নয়; হাদিস শাস্ত্রের একাধিক ইমাম একথাই বলেছেন। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে যে: «নিশ্চয়ই পাকস্থলী হলো দেহের জলাধার স্বরূপ, আর শিরাসমূহ এর দিকেই আগত হয়। যখন পাকস্থলী সুস্থ থাকে, তখন শিরাসমূহ সুস্থতা নিয়ে ফিরে আসে; আর যখন পাকস্থলী অসুস্থ হয়, তখন শিরাসমূহ অসুস্থতা নিয়ে ফিরে আসে» (৪)।

হারিস বলেন: চিকিৎসার মূল হলো সংযম বা খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ (হিময়াহ)। তাঁদের মতে, সুস্থ ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় সংযম ক্ষতিকর দিক থেকে অসুস্থ বা নব-রোগমুক্ত ব্যক্তির জন্য বিশৃঙ্খল খাদ্যাভ্যাস গ্রহণের মতোই। আর রোগমুক্ত (নাক্বিহ) ব্যক্তির জন্য এই সংযম সর্বাধিক উপকারী; কারণ তার শারীরিক প্রকৃতি তখনো পূর্ণ শক্তিতে ফিরে আসেনি, হজম শক্তি দুর্বল থাকে, প্রকৃতি গ্রহণক্ষম থাকে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুত থাকে। এমতাবস্থায় খাদ্যাভ্যাসে বিশৃঙ্খলা রোগের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, যা প্রাথমিক অসুস্থতার চেয়েও অধিক কঠিন হয়ে থাকে। জেনে রাখুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রা.)-কে রোগমুক্ত অবস্থায় ঝুলন্ত খেজুরের ছড়া থেকে খেতে নিষেধ করার মধ্যে ছিল সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা। কেননা ‘দাওয়ালি’ হলো কাঁচা-পাকা খেজুরের এমন ছড়া যা খাওয়ার জন্য ঘরে আঙুরের থোকার মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর রোগমুক্ত ব্যক্তির জন্য ফলমূল ক্ষতিসাধন করে, কারণ এটি দ্রুত পরিপাক ও রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং শারীরিক প্রকৃতি দুর্বল হওয়ার কারণে তা প্রতিহত করতে অক্ষম থাকে।

---

(১) ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) আহমাদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন, হাকেম এটিকে সহিহ বলেছেন এবং যাহাবি তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

(৪) এটি ‘মাজমাউয যাওয়াইদ’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তবে এর বর্ণনাসূত্রে ইয়াহইয়া আল-বাবিলতি রয়েছেন, যিনি দুর্বল।

فَإِنَّهَا لَمْ تَتَمَكَّنْ بَعْدُ مِنْ قُوَّتِهَا، وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِدَفْعِ آثَارِ الْعِلَّةِ، وَإِزَالَتِهَا مِنَ الْبَدَنِ. وَفِي الرُّطَبِ خَاصَّةً نَوْعُ ثِقَلٍ عَلَى الْمَعِدَةِ، فَتَشْتَغِلُ بِمُعَالَجَتِهِ وَإِصْلَاحِهِ عَمَّا هِيَ بِصَدَدِهِ مِنْ إِزَالَةِ بَقِيَّةِ الْمَرَضِ وَآثَارِهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقِفَ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ، وَإِمَّا أَنْ تَتَزَايَدَ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ السِّلْقُ وَالشَّعِيرُ، أَمَرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَغْذِيَةِ لِلنَّاقِهِ، فَإِنَّ فِي مَاءِ الشَّعِيرِ مِنَ التَّبْرِيدِ وَالتَّغْذِيَةِ، وَالتَّلْطِيفِ وَالتَّلْيِينِ، وَتَقْوِيَةِ الطَّبِيعَةِ مَا هُوَ أَصْلَحُ لِلنَّاقِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا طُبِخَ بِأُصُولِ السِّلْقِ، فَهَذَا مِنْ أَوْفَقِ الْغِذَاءِ لِمَنْ فِي مَعِدَتِهِ ضَعْفٌ، وَلَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ مِنَ الْأَخْلَاطِ مَا يُخَافُ مِنْهُ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: حَمَى عمر رضي الله عنه مَرِيضًا لَهُ، حَتَّى إِنَّهُ مِنْ شِدَّةِ مَا حَمَاهُ كَانَ يَمُصُّ النَّوَى.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْحِمْيَةُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ قَبْلَ الدَّاءِ، فَتَمْنَعُ حُصُولَهُ، وَإِذَا حَصَلَ، فَتَمْنَعُ تَزَايُدَهُ وَانْتِشَارَهُ.

فَصْلٌ

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يُحْمَى عَنْهُ الْعَلِيلُ وَالنَّاقِهُ وَالصَّحِيحُ، إِذَا اشْتَدَّتِ الشَّهْوَةُ إِلَيْهِ، وَمَالَتْ إِلَيْهِ الطَّبِيعَةُ، فَتَنَاوَلَ مِنْهُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ الَّذِي لَا تَعْجِزُ الطَّبِيعَةُ عَنْ هَضْمِهِ، لَمْ يَضُرَّهُ تَنَاوُلُهُ، بَلْ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ، فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ وَالْمَعِدَةَ تَتَلَقَّيَانِهِ بِالْقَبُولِ وَالْمَحَبَّةِ، فَيُصْلِحَانِ مَا يُخْشَى مِنْ ضَرَرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْفَعَ مِنْ تَنَاوُلِ مَا تَكْرَهُهُ الطَّبِيعَةُ، وَتَدْفَعُهُ مِنَ الدَّوَاءِ، وَلِهَذَا أَقَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صهيبا وَهُوَ أَرْمَدُ عَلَى تَنَاوُلِ التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وَمِنْ هَذَا مَا يُرْوَى عَنْ علي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَرْمَدُ، وَبَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَمْرٌ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ: يَا علي! تَشْتَهِيهِ؟ وَرَمَى إِلَيْهِ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ بِأُخْرَى حَتَّى رَمَى إِلَيْهِ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَ: «حَسْبُكَ يَا علي» .

وَمِنْ هَذَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: «مَا تَشْتَهِي» ؟ فَقَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ. وَفِي لَفْظٍ: أَشْتَهِي كَعْكًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شيئا، فليطعمه» «1» .

---

(1) أخرجه ابن ماجه في الجنائز.

কারণ তা (শারীরিক প্রকৃতি) তখনও তার পূর্ণ শক্তি ফিরে পায়নি এবং শরীরের রোগের প্রভাবগুলো প্রতিহত ও দূর করতে ব্যস্ত থাকে।

বিশেষ করে পাকা খেজুর পাকস্থলীর জন্য কিছুটা ভারী। ফলে প্রকৃতি অবশিষ্ট রোগ ও তার প্রভাব দূর করার কাজে ব্যাপৃত থাকার পরিবর্তে একে হজম ও সংস্কারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে হয় সেই অবশিষ্টাংশ থেকে যায়, অথবা তা আরও বৃদ্ধি পায়। যখন তাঁর (সুহাইব রা.-এর) সামনে বিটপালং (সিল্ক) ও যব (বার্লি) রাখা হলো, তখন তিনি তাকে তা থেকে খেতে আদেশ করলেন। কেননা এটি রোগমুক্ত হওয়া ব্যক্তির (নাক্বিহ) জন্য সবচেয়ে উপকারী খাবার। কারণ যবের পানির মধ্যে এমন শীতলতা, পুষ্টি, লঘুকরণ, কোমলতা এবং প্রকৃতিকে শক্তিশালী করার গুণ রয়েছে যা রোগমুক্ত ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বিশেষ করে যখন এটি বিটপালং-এর মূল দিয়ে রান্না করা হয়। এটি সেই ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উপযোগী খাবার যার পাকস্থলী দুর্বল এবং এর থেকে ক্ষতিকর কোনো শারীরিক তরল (আখলাত) তৈরি হওয়ার ভয় থাকে না।

যাইদ ইবনে আসলাম (রহ.) বলেন: উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর এক রোগীকে পথ্য নিয়ন্ত্রণের (পরহেজ) নির্দেশ দিয়েছিলেন, এমনকি তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের কারণে খেজুরের আঁটি চুষতেন।

মোটের ওপর: রোগ হওয়ার আগে পথ্য নিয়ন্ত্রণ বা পরহেজ (হিমইয়াহ) হলো অত্যন্ত উপকারী ওষুধ, যা রোগ হতে বাধা দেয়। আর রোগ হয়ে গেলে তা বৃদ্ধি ও বিস্তার রোধ করে।

পরিচ্ছেদ

আর এটিও জেনে রাখা উচিত যে, অসুস্থ ব্যক্তি, রোগমুক্ত হওয়া ব্যক্তি এবং সুস্থ ব্যক্তি—যাদেরকে সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু খাবার থেকে বিরত রাখা হয়, যদি তাদের মধ্যে সেই জিনিসের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় এবং প্রকৃতি সেদিকে ঝুঁকে পড়ে, আর সে তা থেকে সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করে যা হজম করতে প্রকৃতি অক্ষম হয় না, তবে তা গ্রহণে তার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং কখনো কখনো তা তার জন্য উপকারী হয়। কারণ প্রকৃতি ও পাকস্থলী তা সানন্দে গ্রহণ করে, ফলে তারা এর ক্ষতিকর দিকগুলো সংশোধন করে নেয়। এমনকি এটি এমন কোনো ওষুধ সেবনের চেয়েও বেশি উপকারী হতে পারে যা প্রকৃতি অপছন্দ করে এবং প্রত্যাখ্যান করে। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহাইব (রা.)-কে চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় সামান্য কিছু খেজুর খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং জানতেন যে তা তার ক্ষতি করবে না। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো আলী (রা.) থেকে বর্ণিত ঘটনা যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে আসলেন যখন আমি চক্ষু রোগে আক্রান্ত ছিলাম। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে খেজুর ছিল যা তিনি খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন: "হে আলী! তুমি কি এটি খেতে চাও?" অতঃপর তিনি তাঁর দিকে একটি খেজুর ছুঁড়ে দিলেন, তারপর আরেকটি, এভাবে তিনি সাতটি খেজুর দিলেন। এরপর বললেন: "হে আলী! তোমার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট।"

আর এরই অন্তর্ভুক্ত হলো ইবনে মাজাহ তাঁর 'সুনান'-এ ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার কী খেতে ইচ্ছে করছে?" সে বলল: "আমার গমের রুটি খেতে ইচ্ছে করছে।" অন্য বর্ণনায় আছে: "পিঠা (কাক) খেতে ইচ্ছে করছে।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যাঁর কাছে গমের রুটি আছে, তিনি যেন তাঁর ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দেন।" এরপর তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যখন কিছু খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাকে তা খেতে দাও।"

---

(১) ইবনে মাজাহ এটি জানাজা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ سِرٌّ طِبِّيٌّ لَطِيفٌ، فَإِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَنَاوَلَ مَا يَشْتَهِيهِ عَنْ جُوعٍ صَادِقٍ طَبِيعِيٍّ، وَكَانَ فِيهِ ضَرَرٌ مَا، كَانَ أَنْفَعَ وَأَقَلَّ ضَرَرًا مِمَّا لَا يَشْتَهِيهِ، وَإِنْ كَانَ نَافِعًا فِي نَفْسِهِ، فَإِنَّ صِدْقَ شَهْوَتِهِ، وَمَحَبَّةَ الطَّبِيعَةِ يَدْفَعُ ضَرَرَهُ، وَبُغْضَ الطَّبِيعَةِ وَكَرَاهَتَهَا لِلنَّافِعِ، قَدْ يَجْلِبُ لَهَا مِنْهُ ضَرَرًا. وَبِالْجُمْلَةِ: فَاللَّذِيذُ الْمُشْتَهَى تُقْبِلُ الطَّبِيعَةُ عَلَيْهِ بِعِنَايَةٍ، فَتَهْضِمُهُ عَلَى أَحْمَدِ الْوُجُوهِ، سِيَّمَا عِنْدَ انْبِعَاثِ النَّفْسِ إِلَيْهِ بِصِدْقِ الشَّهْوَةِ، وَصِحَّةِ الْقُوَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الرَّمَدِ بِالسُّكُونِ، وَالدَّعَةِ، وَتَرْكِ الْحَرَكَةِ، وَالْحِمْيَةِ مِمَّا يَهِيجُ الرَّمَدَ

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى صهيبا مِنَ التَّمْرِ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَكْلَهُ، وَهُوَ أَرْمَدُ، وَحَمَى عليا مِنَ الرُّطَبِ لَمَّا أَصَابَهُ الرَّمَدُ.

وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنُ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ لَمْ يَأْتِهَا حَتَّى تَبْرَأَ عَيْنُهَا.

الرَّمَدُ: وَرَمٌ حَارٌّ يَعْرِضُ فِي الطَّبَقَةِ الْمُلْتَحِمَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَهُوَ بَيَاضُهَا الظَّاهِرُ، وَسَبَبُهُ انْصِبَابُ أَحَدِ الْأَخْلَاطِ الْأَرْبَعَةِ، أَوْ رِيحٌ حَارَّةٌ تَكْثُرُ كَمِّيَّتُهَا فِي الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ، فَيَنْبَعِثُ مِنْهَا قِسْطٌ إِلَى جَوْهَرِ الْعَيْنِ، أَوْ ضَرْبَةٌ تُصِيبُ الْعَيْنَ، فَتُرْسِلُ الطَّبِيعَةُ إِلَيْهَا مِنَ الدَّمِ وَالرُّوحِ مِقْدَارًا كَثِيرًا، تَرُومُ بِذَلِكَ شِفَاءَهَا مِمَّا عَرَضَ لَهَا، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَرِمُ الْعُضْوُ الْمَضْرُوبُ، وَالْقِيَاسُ يُوجِبُ ضِدَّهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى الْجَوِّ بُخَارَانِ، أَحَدُهُمَا: حَارٌّ يَابِسٌ، وَالْآخَرُ: حَارٌّ رَطْبٌ، فَيَنْعَقِدَانِ سَحَابًا مُتَرَاكِمًا، وَيَمْنَعَانِ أَبْصَارَنَا مِنْ إِدْرَاكِ السَّمَاءِ، فَكَذَلِكَ يَرْتَفِعُ مِنْ قَعْرِ الْمَعِدَةِ إِلَى مُنْتَهَاهَا مِثْلُ ذَلِكَ، فَيَمْنَعَانِ النَّظَرَ، وَيَتَوَلَّدُ عَنْهُمَا عِلَلٌ شَتَّى، فَإِنْ قَوِيَتِ الطَّبِيعَةُ عَلَى ذَلِكَ وَدَفَعَتْهُ إِلَى الْخَيَاشِيمِ، أَحْدَثَ الزُّكَامَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى اللَّهَاةِ

وَالْمَنْخِرَيْنِ أَحْدَثَ الْخُنَاقَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى الْجَنْبِ، أَحْدَثَ الشَّوْصَةَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى الصَّدْرِ، أَحْدَثَ النَّزْلَةَ، وَإِنِ انْحَدَرَ إِلَى الْقَلْبِ، أَحْدَثَ الْخَبْطَةَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى الْعَيْنِ أَحْدَثَ رَمَدًا، وَإِنِ انْحَدَرَ إِلَى الْجَوْفِ،

এই হাদিসের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম চিকিৎসাবিজ্ঞানের রহস্য নিহিত রয়েছে। কেননা, কোনো রোগী যখন স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম ক্ষুধার কারণে তার আকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু গ্রহণ করে, তাতে কিছুটা ক্ষতি থাকলেও তা সেই খাবারের তুলনায় অধিক উপকারী ও কম ক্ষতিকারক হয় যা সে পছন্দ করে না—যদিও ওই খাবারটি স্বয়ং উপকারী হয়ে থাকে। কারণ তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রকৃতির ভালোবাসা সেই খাবারের অনিষ্টকে প্রতিহত করে। পক্ষান্তরে প্রকৃতির ঘৃণা এবং উপকারী বস্তুর প্রতি অনীহা অনেক সময় তা থেকে ক্ষতির উদ্রেক করতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রুচিকর ও আকাঙ্ক্ষিত খাবারের প্রতি প্রকৃতি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করে, ফলে তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে পরিপাক হয়; বিশেষত যখন অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতা অকৃত্রিমভাবে সেদিকে ধাবিত হয়। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

চক্ষুপ্রদাহ (রামাদ) নিরাময়ে বিশ্রাম, প্রশান্তি, চলাফেরা বর্জন এবং যা প্রদাহ বৃদ্ধি করে তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইব (রা.)-কে খেজুর খেতে বাধা দিয়েছিলেন এবং তিনি চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত থাকাবস্থায় তা খেতে নিষেধ করেছিলেন। অনুরূপভাবে আলী (রা.) যখন চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হলেন, তখন তাকেও তিনি তাজা খেজুর থেকে বিরত রেখেছিলেন।

আবু নুআয়ম তার ‘আত-তিববুন নববী’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো স্ত্রীর চোখে প্রদাহ দেখা দিলে তিনি তার সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে যেতেন না।

চক্ষুপ্রদাহ (রামাদ) হলো চোখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (কনজাংটিভা) সৃষ্ট একটি উষ্ণ ফোলা বা প্রদাহ, যা চোখের দৃশ্যমান সাদা অংশে দেখা দেয়। এর কারণ হলো শরীরের চারটি শারীরিক রসের (আখলাত) কোনো একটির নিঃসরণ, অথবা শরীরের ভেতরকার উত্তপ্ত বায়ু যা মাথা ও দেহে বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি অংশ চোখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিংবা চোখের কোনো

আঘাতের কারণেও এটি হতে পারে; এমতাবস্থায় শরীর সেই আঘাতপ্রাপ্ত স্থান নিরাময়ের উদ্দেশ্যে সেখানে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ও প্রাণশক্তি (রুহ) প্রেরণ করে, ফলে আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গটি ফুলে ওঠে, যদিও বাহ্যিক যুক্তি এর বিপরীতটিই দাবি করে।

জেনে রাখুন যে, যেভাবে পৃথিবী থেকে বায়ুমণ্ডলে দুই প্রকার বাষ্প উত্থিত হয়—একটি শুষ্ক উষ্ণ এবং অপরটি আর্দ্র উষ্ণ—যা ঘন মেঘমালা তৈরি করে আকাশ দর্শনে বাধা সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনিভাবে পাকস্থলীর নিম্নদেশ থেকে এর উপরিভাগ পর্যন্ত অনুরূপ বাষ্পের উদয় ঘটে যা দৃষ্টিশক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তা থেকে নানাবিধ রোগব্যাধি জন্ম নেয়। যদি শরীরের প্রকৃতি শক্তিশালী হয় এবং সেই বাষ্পকে নাসারন্ধ্রে পাঠিয়ে দেয়, তবে সর্দি (জুকাম) সৃষ্টি হয়; যদি তা আলজিহ্বা বা নাকের ছিদ্রের দিকে ঠেলে দেয়, তবে শ্বাসকষ্টের উপদ্রব হয়; যদি পাঁজরের দিকে যায়, তবে পার্শ্বশূল (শাওসাহ) সৃষ্টি করে; যদি বুকের দিকে ধাবিত হয়, তবে সর্দি-কাশি (নাজলাহ) তৈরি করে; যদি হৃদপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয়, তবে হৃদকম্পন (খাবতাহ) সৃষ্টি করে; আর যদি চোখের দিকে ধাবিত হয়, তবে চক্ষুপ্রদাহের সৃষ্টি করে। আর যদি তা উদর গহ্বরে প্রবেশ করে...

(ص: 81)الطب النبوي لابن القيم

أَحْدَثَ السَّيَلَانَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى مَنَازِلِ الدِّمَاغِ أَحْدَثَ النِّسْيَانَ، وَإِنْ تَرَطَّبَتْ أَوْعِيَةُ الدِّمَاغِ مِنْهُ، وَامْتَلَأَتْ بِهِ عُرُوقُهُ أَحْدَثَ النَّوْمَ الشَّدِيدَ، وَلِذَلِكَ كَانَ النَّوْمُ رَطْبًا، وَالسَّهَرُ يَابِسًا. وَإِنْ طَلَبَ الْبُخَارُ النُّفُوذَ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، أَعْقَبَهُ الصُّدَاعُ وَالسَّهَرُ، وَإِنْ مَالَ الْبُخَارُ إِلَى أَحَدِ شِقَّيِ الرَّأْسِ، أَعْقَبَهُ الشَّقِيقَةُ، وَإِنْ مَلَكَ قِمَّةَ الرَّأْسِ وَوَسَطَ الْهَامَةِ، أَعْقَبَهُ دَاءُ الْبَيْضَةِ، وَإِنْ بَرَدَ مِنْهُ حِجَابُ الدِّمَاغِ، أَوْ سَخُنَ، أَوْ تَرَطَّبَ وَهَاجَتْ مِنْهُ أَرْيَاحٌ، أَحْدَثَ الْعُطَاسَ، وَإِنْ أَهَاجَ الرُّطُوبَةَ الْبَلْغَمِيَّةَ فِيهِ حَتَّى غَلَبَ الْحَارُّ الْغَرِيزِيُّ، أَحْدَثَ الْإِغْمَاءَ وَالسُّكَاتَ، وَإِنْ أَهَاجَ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ حَتَّى أَظْلَمَ هَوَاءُ الدِّمَاغِ، أَحْدَثَ الْوَسْوَاسَ، وَإِنْ فَاضَ ذَلِكَ إِلَى مَجَارِي الْعَصَبِ، أَحْدَثَ الصَّرَعَ الطَّبِيعِيَّ، وَإِنْ

تَرَطَّبَتْ مَجَامِعُ عَصَبِ الرَّأْسِ وَفَاضَ ذَلِكَ فِي مَجَارِيهِ، أَعْقَبَهُ الْفَالِجُ، وَإِنْ كَانَ الْبُخَارُ مِنْ مِرَّةٍ صَفْرَاءَ مُلْتَهِبَةٍ مَحْمِيَّةٍ لِلدِّمَاغِ، أَحْدَثَ الْبِرْسَامَ، فَإِنْ شَرِكَهُ الصَّدْرُ فِي ذَلِكَ، كَانَ سِرْسَامًا، فَافْهَمْ هَذَا الْفَصْلَ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَخْلَاطَ الْبَدَنِ وَالرَّأْسِ تَكُونُ مُتَحَرِّكَةً هَائِجَةً فِي حَالِ الرَّمَدِ، وَالْجِمَاعُ مِمَّا يَزِيدُ حَرَكَتَهَا وَثَوَرَانَهَا، فَإِنَّهُ حَرَكَةٌ كُلِّيَّةٌ لِلْبَدَنِ وَالرُّوحِ وَالطَّبِيعَةِ. فَأَمَّا الْبَدَنُ، فَيَسْخُنُ بِالْحَرَكَةِ لَا مَحَالَةَ، وَالنَّفْسُ تَشْتَدُّ حَرَكَتُهَا طَلَبًا لِلَّذَّةِ وَاسْتِكْمَالِهَا، وَالرُّوحُ تَتَحَرَّكُ تَبَعًا لِحَرَكَةِ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ، فَإِنَّ أَوَّلَ تَعَلُّقِ الرُّوحِ مِنَ الْبَدَنِ بِالْقَلْبِ، وَمِنْهُ يَنْشَأُ الرُّوحُ، وَتَنْبَثُّ فِي الْأَعْضَاءِ. وَأَمَّا حَرَكَةُ الطَّبِيعَةِ، فَلِأَجْلِ أَنْ تُرْسِلَ مَا يَجِبُ إِرْسَالُهُ مِنَ الْمَنِيِّ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يَجِبُ إِرْسَالُهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فها الْبَدَنُ وَقُوَاهُ، وَطَبِيعَتُهُ وَأَخْلَاطُهُ، وَالرُّوحُ وَالنَّفْسُ، فَكُلُّ حَرَكَةٍ فَهِيَ مُثِيرَةٌ لِلْأَخْلَاطِ مُرَقِّقَةٌ لَهَا تُوجِبُ دَفْعَهَا وَسَيَلَانَهَا إِلَى الْأَعْضَاءِ الضَّعِيفَةِ، وَالْعَيْنُ فِي حَالِ رَمَدِهَا أَضْعَفُ مَا تَكُونُ، فَأَضَرَّ مَا عَلَيْهَا حَرَكَةُ الْجِمَاعِ.

قَالَ بقراط فِي كِتَابِ «الْفُصُولِ» : وَقَدْ يَدُلُّ رُكُوبُ السُّفُنِ أَنَّ الْحَرَكَةَ تُثَوِّرُ الْأَبْدَانَ. هَذَا مَعَ أَنَّ فِي الرَّمَدِ مَنَافِعَ كَثِيرَةً، مِنْهَا مَا يَسْتَدْعِيهِ مِنَ الْحِمْيَةِ وَالِاسْتِفْرَاغِ، وَتَنْقِيَةِ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ مِنْ فَضَلَاتِهِمَا وَعُفُونَاتِهِمَا، وَالْكَفُّ عَمَّا يُؤْذِي النَّفْسَ وَالْبَدَنَ مِنَ الْغَضَبِ، وَالْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْحَرَكَاتِ الْعَنِيفَةِ، وَالْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ. وَفِي أَثَرٍ سَلَفِيٍّ: لَا تَكْرَهُوا الرَّمَدَ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عروق العمى.

وَمِنْ أَسْبَابِ عِلَاجِهِ مُلَازَمَةُ السُّكُونِ وَالرَّاحَةِ، وَتَرْكُ مَسِّ الْعَيْنِ وَالِاشْتِغَالُ

(তা) নির্গমন বা সর্দি (সায়ালান) সৃষ্টি করে; আর যদি তা মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠসমূহের দিকে ধাবিত হয় তবে তা বিস্মৃতি (নিসইয়ান) ঘটায়। আর যদি এর কারণে মস্তিষ্কের আধারসমূহ সিক্ত হয়ে যায় এবং এর শিরাগুলো তাতে পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তা গভীর নিদ্রার উদ্রেক করে; এই কারণেই নিদ্রা আর্দ্র এবং অনিদ্রা শুষ্ক প্রকৃতির হয়ে থাকে। যদি বাষ্প মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ

খোঁজে কিন্তু তা না পায়, তবে মাথাব্যথা ও অনিদ্রার সৃষ্টি হয়। যদি বাষ্প মাথার এক পার্শ্বে হেলে পড়ে, তবে তা আধকপালি বা মাইগ্রেন (শাকিকাহ) তৈরি করে। আর যদি তা মাথার উপরিভাগ ও তালুর মধ্যভাগ দখল করে নেয়, তবে তা শিরোবেষ্টনী ব্যথা (বাইযাহ) সৃষ্টি করে। যদি এর ফলে মস্তিষ্কের আবরণী ঠাণ্ডা বা গরম হয়ে যায় অথবা আর্দ্র হয়ে যায় এবং তা থেকে বায়ুর আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তবে তা হাঁচি (উতাস) উদ্রেক করে। আর যদি তা এতে শ্লেষ্মাজাত আর্দ্রতাকে এমনভাবে উত্তেজিত করে যে শরীরের সহজাত উত্তাপ তার ওপর পরাভূত হয়, তবে তা মূর্ছা (ইগমা) ও নিথরতা (সুকাত) সৃষ্টি করে। যদি তা কৃষ্ণপিত্তকে (সাওদা) উত্তেজিত করে এমনকি মস্তিষ্কের পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে তা সংশয় বা মানসিক বিভ্রম (ওয়াসওয়াস) সৃষ্টি করে। যদি তা স্নায়ুর গতিপথে উপচে পড়ে, তবে তা প্রাকৃতিক মৃগীরোগ (সার') সৃষ্টি করে। আর যদি মাথার স্নায়ুসমূহের মিলনস্থল সিক্ত হয় এবং তা স্নায়ুর গতিপথে প্রবাহিত হয়, তবে তা পক্ষাঘাত (ফালিজ) ঘটায়। যদি বাষ্প প্রজ্বলিত ও উত্তপ্ত পিত্ত (সাফরা) থেকে উদ্ভূত হয় যা মস্তিষ্ককে গরম করে তোলে, তবে তা বিশেষ এক প্রকার মস্তিষ্কপ্রদাহ (বিরসাম) সৃষ্টি করে; আর যদি এতে বুকও অংশীদার হয়, তবে তা পূর্ণাঙ্গ মস্তিষ্কপ্রদাহ (সিরসাম) হিসেবে গণ্য হয়। অতএব এই অনুচ্ছেদটি অনুধাবন করুন।

মূল উদ্দেশ্য হলো: চক্ষুপ্রদাহ (রামাদ) অবস্থায় শরীর ও মাথার ধাতুসমূহ বা রসসমূহ (আখলাত) অস্থির ও উত্তেজিত থাকে। আর সহবাস (জিমআ) এমন একটি বিষয় যা এগুলোর অস্থিরতা ও উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়; কেননা এটি শরীর, আত্মা ও স্বভাবের এক সামগ্রিক সঞ্চালন। শরীরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সঞ্চালনের ফলে তা অনিবার্যভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আত্মার গতি তীব্র হয় আনন্দ অন্বেষণ ও তা পূর্ণতা দানের প্রচেষ্টায়। আর প্রাণশক্তি (রূহ) আত্মা ও শরীরের সঞ্চালনের অনুগামী হয়ে বিচলিত হয়। কেননা শরীর থেকে প্রাণশক্তির প্রথম সংশ্লিষ্টতা হৃদপিণ্ডের সাথে, সেখান থেকেই তার উদ্ভব ঘটে এবং তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। আর স্বভাবজাত সঞ্চালনের কারণ হলো, বীর্যের যে পরিমাণ নির্গত হওয়া আবশ্যক তা সঠিক মাত্রায় নির্গত করা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে: সহবাস হলো একটি সামগ্রিক ও সাধারণ সঞ্চালন যাতে শরীর ও তার শক্তিসমূহ, স্বভাব ও ধাতুসমূহ এবং প্রাণ ও আত্মা আন্দোলিত হয়। প্রতিটি সঞ্চালনই ধাতুসমূহকে (আখলাত) উত্তেজিত ও সূক্ষ্ম করে তোলে, যা সেগুলোকে দুর্বল অঙ্গসমূহের দিকে ধাবিত ও প্রবাহিত হতে বাধ্য করে। চক্ষুপ্রদাহের সময় চোখ সবচাইতে দুর্বল অবস্থায় থাকে, তাই সহবাসের নড়াচড়া চোখের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

হিপোক্রেটিস (বুকরাত) তার 'আল-ফুসুল' গ্রন্থে বলেছেন: সমুদ্রযাত্রা প্রমাণ করে যে নড়াচড়া বা সঞ্চালন শরীরকে উত্তেজিত করে। তবে চক্ষুপ্রদাহের অনেক উপকারিতাও রয়েছে; যার মধ্যে অন্যতম হলো এটি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (হিমইয়াহ) ও শরীর থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন (ইস্তিফরাগ) দাবি করে এবং মস্তিষ্ক ও শরীরকে তাদের বর্জ্য ও পচনশীল উপাদান থেকে মুক্ত করে। এছাড়া ক্রোধ, দুশ্চিন্তা, শোক, তীব্র শারীরিক নড়াচড়া এবং কঠোর পরিশ্রমের মতো শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখে। পূর্বসূরিদের একটি বর্ণনায় এসেছে: তোমরা চক্ষুপ্রদাহকে অপছন্দ করো না, কেননা তা অন্ধত্বের মূল উৎপাটন করে।
এর চিকিৎসার অন্যতম উপায় হলো নিরবচ্ছিন্ন স্থিরতা ও বিশ্রাম গ্রহণ করা এবং চোখ স্পর্শ করা ও কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া বর্জন করা।

(ص: 82)الطب النبوي لابن القيم

بِهَا، فَإِنَّ أَضْدَادَ ذَلِكَ يُوجِبُ انْصِبَابَ الْمَوَادِّ إِلَيْهَا. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَثَلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَثَلُ الْعَيْنِ، وَدَوَاءُ الْعَيْنِ تَرْكُ مَسِّهَا. وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ: «عِلَاجُ الرَّمَدِ تَقْطِيرُ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الْعَيْنِ» وَهُوَ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ لِلرَّمَدِ الْحَارِّ، فَإِنَّ الْمَاءَ دَوَاءٌ بَارِدٌ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى إِطْفَاءِ حَرَارَةِ الرَّمَدِ إِذَا كَانَ حَارًّا، وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لِامْرَأَتِهِ زينب وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا: لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفِي، تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَقُولِينَ: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» «1» . وَهَذَا مِمَّا تَقَدَّمَ مِرَارًا أَنَّهُ خَاصٌّ بِبَعْضِ الْبِلَادِ، وَبَعْضِ أَوْجَاعِ الْعَيْنِ، فَلَا يُجْعَلُ كَلَامُ النُّبُوَّةِ الْجُزْئِيُّ الْخَاصُّ كُلِّيًّا عَامًّا، وَلَا الْكُلِّيُّ الْعَامُّ جُزْئِيًّا خَاصًّا، فَيَقَعُ مِنَ الْخَطَأِ، وَخِلَافُ الصَّوَابِ مَا يَقَعُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فصل فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْخَدَرَانِ الْكُلِّيِّ الَّذِي يَجْمُدُ مَعَهُ الْبَدَنُ

ذَكَرَ أبو عبيد فِي «غَرِيبِ الْحَدِيثِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: أَنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِشَجَرَةٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَكَأَنَّمَا مَرَّتْ بِهِمْ رِيحٌ، فَأَجْمَدَتْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

«قَرِّسُوا الْمَاءَ فِي الشِّنَانِ، وَصُبُّوا عَلَيْهِمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ أبو عبيد: قَرِّسُوا: يَعْنِي بَرِّدُوا. وَقَوْلُ النَّاسِ: قَدْ قَرَسَ الْبَرْدُ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ هَذَا بِالسِّينِ لَيْسَ بِالصَّادِ. وَالشِّنَانُ: الْأَسْقِيَةُ وَالْقِرَبُ الْخُلْقَانِ، يُقَالُ لِلسِّقَاءِ: شَنٌّ، وَلِلْقِرْبَةِ: شَنَّةٌ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشِّنَانَ دُونَ الْجُدُدِ لِأَنَّهَا أَشَدُّ تَبْرِيدًا لِلْمَاءِ. وَقَوْلُهُ: «بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ» ، يَعْنِي أَذَانَ الْفَجْرِ وَالْإِقَامَةَ، فَسَمَّى الْإِقَامَةَ أَذَانًا، انْتَهَى كَلَامُهُ.

قَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: وَهَذَا الْعِلَاجُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَفْضَلِ عِلَاجِ هَذَا الدَّاءِ إِذَا كَانَ وُقُوعُهُ بِالْحِجَازِ، وَهِيَ بِلَادٌ حَارَّةٌ يَابِسَةٌ، وَالْحَارُّ الْغَرِيزِيُّ ضعيف في بواطن

---

(1) أخرجه ابن ماجه وأبو داود

তাতে (চোখের জন্য), কেননা এর বিপরীত বিষয়গুলো সেখানে ক্ষতিকর পদার্থের প্রবাহ ঘটায়। পূর্বসূরীদের (সালাফ) কেউ কেউ বলেছেন: মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের উদাহরণ চোখের মতো, আর চোখের চিকিৎসা হলো তাকে স্পর্শ করা ছেড়ে দেওয়া। একটি মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—আল্লাহই সে সম্পর্কে ভালো জানেন—: “চোখের প্রদাহের (রামাদ) চিকিৎসা হলো তাতে ঠান্ডা পানির ফোঁটা দেওয়া।” আর এটি উষ্ণ বা গরমজনিত চোখের প্রদাহের জন্য সবচেয়ে উপকারী ঔষধগুলোর অন্যতম। কারণ পানি একটি শীতল ঔষধ যার মাধ্যমে উষ্ণ চোখের প্রদাহের উত্তাপ নিভিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হয়। এই কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর স্ত্রী যয়নাবকে—যখন তিনি চোখের ব্যথায় ভুগছিলেন—বলেছিলেন: “তুমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো করতে, তবে তা তোমার জন্য উত্তম এবং আরোগ্য লাভের অধিক উপযোগী হতো। তুমি তোমার চোখে পানি ছিটাবে, তারপর বলবে: ‘হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি কষ্ট দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন, আপনিই

আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য যা কোনো রোগকেই অবশিষ্ট রাখে না'।'' (১) এটি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা পূর্বে বারবার অতিবাহিত হয়েছে যে, এটি বিশেষ কিছু দেশ বা ভূখণ্ড এবং চোখের কিছু নির্দিষ্ট ব্যথার সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং নবুওয়াতের আংশিক ও বিশেষ বক্তব্যকে সামগ্রিক ও সাধারণ সাব্যস্ত করা যাবে না, আবার সামগ্রিক ও সাধারণ বক্তব্যকে আংশিক ও বিশেষ করা যাবে না। অন্যথায় বড় ধরনের ভুল এবং সত্যের পরিপন্থী বিষয় ঘটে যেতে পারে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

পরিচ্ছেদ: শরীরের সেই সর্বাঙ্গীণ অবশতা বা অসাড়তার চিকিৎসায় নবী (সা.)-এর নির্দেশনা, যাতে শরীর জমে যায়

আবু উবায়দ 'গারীবুল হাদীস' গ্রন্থে আবু উসমান আন-নাহদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন: একদল লোক একটি গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা থেকে কিছু খেয়েছিল। ফলে তাদের ওপর দিয়ে যেন এমন এক বাতাস বয়ে গেল যা তাদের শরীরকে জমিয়ে (অসাড় করে) দিল। তখন নবী (সা.) বললেন:

''তোমরা পুরনো চামড়ার পাত্রে পানি ঠান্ডা করো এবং দুই আযানের (ফজর ও ইকামত) মধ্যবর্তী সময়ে তা তাদের ওপর ঢেলে দাও।'' এরপর আবু উবায়দ বলেন:

'কাররিসু' (পানির শীতলতা রক্ষা করো): অর্থাৎ ঠান্ডা করো। মানুষের কথা: 'শীতলতা জমে গেছে' (কারাসা), তা মূলত এই শব্দ থেকেই এসেছে যা 'সীন' (س) বর্ণ দিয়ে গঠিত, 'সোয়াদ' (ص) দিয়ে নয়। আর 'শিনান' (الشنان) হলো জরাজীর্ণ ও পুরনো মশক বা চামড়ার পানির পাত্র। একটি পুরনো মশককে 'শান' এবং 'শান্নাহ' বলা হয়।

নতুন পাত্রের পরিবর্তে এখানে পুরনো পাত্রের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, পুরনো মশক পানিকে বেশি ঠান্ডা করে। আর তাঁর কথা ''দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে'', অর্থাৎ ফজরের আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে। তিনি ইকামতকেও আযান নামে অভিহিত করেছেন। এখানেই তাঁর বক্তব্য শেষ হলো।

জনৈক চিকিৎসক বলেছেন: নবী (সা.)-এর নির্দেশিত এই চিকিৎসা এই রোগের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা যখন তা হিজাজ অঞ্চলে ঘটে। হিজাজ একটি উষ্ণ ও শুষ্ক ভূখণ্ড, যেখানে মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপ দেহের অভ্যন্তরীণ অংশে দুর্বল থাকে...

---

(১) ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

سُكَّانِهَا، وَصَبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ، - وَهُوَ أَبْرَدُ أَوْقَاتِ الْيَوْمِ- يُوجِبُ جَمْعَ الْحَارِّ الْغَرِيزِيِّ الْمُنْتَشِرِ فِي الْبَدَنِ الْحَامِلِ لِجَمِيعِ قُوَاهُ، فَيُقَوِّي الْقُوَّةَ الدَّافِعَةَ، وَيَجْتَمِعُ مِنْ أَقْطَارِ الْبَدَنِ إِلَى بَاطِنِهِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ ذَاكَ الدَّاءِ، وَيَسْتَظْهِرُ بِبَاقِي الْقُوَى عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ، فَيَدْفَعُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل، وَلَوْ أَنَّ بقراط، أَوْ جالينوس، أَوْ غَيْرَهُمَا، وَصَفَ هذا الدواء لهذا الداء، لخضعت لَهُ الْأَطِبَّاءُ، وَعَجِبُوا مِنْ كَمَالِ مَعْرِفَتِهِ.

فصل فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِصْلَاحِ الطَّعَامِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ، وَإِرْشَادِهِ إِلَى دَفْعِ مَضَرَّاتِ السُّمُومِ بِأَضْدَادِهَا

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» «1» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«أَحَدُ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَالْآخَرُ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ، فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ» «2» .

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَمْرَانِ: أَمْرٌ فِقْهِيٌّ، وَأَمْرٌ طِبِّيٌّ، فَأَمَّا الْفِقْهِيُّ، فَهُوَ دَلِيلٌ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ جِدًّا عَلَى أَنَّ الذُّبَابَ إِذَا مَاتَ فِي مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ، فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يُعْرَفُ فِي السَّلَفِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِمَقْلِهِ، وَهُوَ غَمْسُهُ فِي الطَّعَامِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ حَارًّا. فَلَوْ كَانَ يُنَجِّسُهُ لَكَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ، وَهُوَ صلى الله عليه

وسلم إِنَّمَا أَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ، ثُمَّ عُدِّيَ هَذَا الْحُكْمُ إِلَى كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالنَّحْلَةِ وَالزُّنْبُورِ، وَالْعَنْكَبُوتِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، إِذِ الْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومِ عِلَّتِهِ، وَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سببه. فلما

---

(1) أخرجه البخاري وأبو داود في الطب

(2) أخرجه ابن ماجه

এর অধিবাসীদের উপর উল্লিখিত সময়ে—যা দিনের শীতলতম সময়—শীতল পানি ঢালা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা 'স্বাভাবিক উষ্ণতা'কে (হাররে গারিজি) একত্রিত করে, যা শরীরের যাবতীয় শক্তির আধার। ফলে এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এবং শরীরের চারপাশ থেকে দেহের অভ্যন্তরে—যা মূলত সেই রোগের উৎপত্তিস্থল—একত্রিত হয়। অতঃপর অন্যান্য শক্তির সহায়তায় উক্ত রোগকে নির্মূল করতে সচেষ্ট হয় এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তা দূরীভূত হয়। যদি হিপোক্রেটিস, গ্যালেন কিংবা অন্য কেউ এই রোগের জন্য এই ওষুধের বর্ণনা দিতেন, তবে চিকিৎসকরা তাদের সামনে মস্তক অবনত করতেন এবং তাদের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের গভীরতায় বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

খাবারে মাছি পড়লে তা সংশোধন করা এবং বিষের ক্ষতিকে তার বিপরীত প্রতিষেধক দ্বারা প্রতিহত করা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

‘সহীহাইন’-এ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কারো পাত্রে যদি মাছি পড়ে, তবে সে যেন তাকে ডুবিয়ে দেয়; কেননা তার একটি ডানায় রয়েছে রোগ আর অন্যটিতে রয়েছে নিরাময়।” (১)।

‘সুনানে ইবনে মাজাহ’-তে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“মাছির একটি ডানায় বিষ এবং অন্যটিতে নিরাময় রয়েছে। সুতরাং যখন তা খাবারে পড়বে, তখন তোমরা তাকে ডুবিয়ে দাও। কারণ সে প্রথমে বিষযুক্ত ডানাটি ফেলে এবং নিরাময়যুক্ত ডানাটি বাঁচিয়ে রাখে।” (২)।

এই হাদিসটিতে দুটি বিষয় নিহিত রয়েছে: একটি ফিকহি (আইনগত) বিষয় এবং অপরটি চিকিৎসা বিষয়ক। ফিকহি বিষয়টি হলো, এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলিল যে, মাছি যদি পানি বা কোনো তরল পদার্থে মারা যায়, তবে তা অপবিত্র হয় না। এটি জমহুর (অধিকাংশ) ওলামায়ে কেরামের অভিমত এবং সালাফদের (পূর্বসূরী) মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত জানা নেই। এর থেকে দলিল গ্রহণের পদ্ধতি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাছিটিকে ডুবিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, আর এটি জানা কথা যে এতে মাছিটি মারা যাবে, বিশেষ করে খাবার যদি গরম হয়। যদি এটি খাবারকে অপবিত্র করত, তবে তা হতো খাবার নষ্ট করার নির্দেশ; অথচ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে এই বিধানকে প্রবাহিত রক্ত নেই এমন সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন: মৌমাছি, ভিমরুল, মাকড়সা এবং এই জাতীয় অন্যান্য পতঙ্গ। কেননা বিধানটি তার কারণের (ইল্লত) ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে ব্যাপক হয় এবং কারণ না থাকলে বিধানও রহিত হয়। যখন...

---

(১) বুখারী ও আবু দাউদ এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 84)الطب النبوي لابن القيم

كَانَ سَبَبُ التَّنْجِيسِ هُوَ الدَّمُ الْمُحْتَقِنُ فِي الْحَيَوَانِ بِمَوْتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مَفْقُودًا فِيمَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ انْتَفَى الْحُكْمُ بِالتَّنْجِيسِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ.

ثُمَّ قَالَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ عَظْمِ الْمَيْتَةِ: إِذَا كَانَ هَذَا ثَابِتًا فِي الْحَيَوَانِ الْكَامِلِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الرُّطُوبَاتِ، وَالْفَضَلَاتِ، وَعَدَمِ الصَّلَابَةِ، فَثُبُوتُهُ فِي الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ عَنِ الرُّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ، وَاحْتِقَانِ الدَّمِ أَوْلَى، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ، فَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَوْلَى.

وَأَوَّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ، فَقَالَ: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَنْهُ تَلَقَّاهَا الْفُقَهَاءُ- وَالنَّفْسُ فِي اللُّغَةِ: يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الدَّمِ، وَمِنْهُ نَفَسَتِ الْمَرْأَةُ- بِفَتْحِ النُّونِ- إِذَا حَاضَتْ، وَنُفِسَتْ- بِضَمِّهَا- إِذَا وَلَدَتْ.

وَأَمَّا الْمَعْنَى الطِّبِّيُّ، فَقَالَ أبو عبيد: مَعْنَى امْقُلُوهُ: اغْمِسُوهُ ليخرج الشفاء بضمها مِنْهُ، كَمَا خَرَجَ الدَّاءُ، يُقَالُ لِلرَّجُلَيْنِ: هُمَا يَتَمَاقَلَانِ، إِذَا تَغَاطَّا فِي الْمَاءِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الذُّبَابِ عِنْدَهُمْ قُوَّةً سُمِّيَّةً يَدُلُّ عَلَيْهَا الْوَرَمُ، وَالْحِكَّةُ الْعَارِضَةُ عَنْ لَسْعِهِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السِّلَاحِ، فَإِذَا سَقَطَ فِيمَا يُؤْذِيهِ، اتَّقَاهُ بِسِلَاحِهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقَابِلَ تِلْكَ السُّمِّيَّةَ بِمَا أَوْدَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي جَنَاحِهِ الْآخَرِ مِنَ الشِّفَاءِ، فَيُغْمَسُ كُلُّهُ فِي الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، فَيُقَابِلُ الْمَادَّةَ السُّمِّيَّةَ الْمَادَّةُ النَّافِعَةُ، فَيَزُولُ ضَرَرُهَا، وَهَذَا طِبٌّ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ كِبَارُ الْأَطِبَّاءِ وَأَئِمَّتُهُمْ، بَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، وَمَعَ هَذَا فَالطَّبِيبُ الْعَالِمُ الْعَارِفُ الْمُوَفَّقُ يَخْضَعُ لِهَذَا الْعِلَاجِ، وَيُقِرُّ لِمَنْ جَاءَ بِهِ بِأَنَّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَأَنَّهُ مُؤَيَّدٌ بِوَحْيٍ إِلَهِيٍّ خَارِجٍ عَنِ الْقُوَى الْبَشَرِيَّةِ.

وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَطِبَّاءِ أَنَّ لَسْعَ الزُّنْبُورِ وَالْعَقْرَبِ إِذَا دُلِكَ مَوْضِعُهُ بِالذُّبَابِ نَفَعَ مِنْهُ نَفْعًا بَيِّنًا، وَسَكَّنَهُ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِلْمَادَّةِ الَّتِي فِيهِ مِنَ الشِّفَاءِ، وَإِذَا دُلِكَ بِهِ الْوَرَمُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب، أبرأه.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْبَثْرَةِ

ذَكَرَ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ خَرَجَ فِي أُصْبُعِي بَثْرَةٌ، فَقَالَ: «عِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال:

প্রাণীর মৃত্যুর ফলে তার শরীরের ভেতরে আটকে পড়া রক্তই হলো অপবিত্রতার মূল কারণ। আর যেহেতু প্রবহমান রক্ত নেই এমন প্রাণীর ক্ষেত্রে এই কারণটি অনুপস্থিত, তাই কারণ (ইল্লত) না থাকার ফলে অপবিত্র হওয়ার হুকুমটিও রহিত হয়ে যায়।

অতঃপর যারা মৃত প্রাণীর হাড় অপবিত্র হওয়ার হুকুম দেন না তারা বলেন: আদ্রতা, বর্জ্য পদার্থ এবং কাঠিন্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও যদি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বিধান (পবিত্রতা) কার্যকর হয়, তবে হাড়ের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হওয়া আরও বেশি সমীচীন। কারণ হাড় আদ্রতা ও বর্জ্য থেকে অনেক দূরে এবং এতে রক্ত আটকে থাকার সম্ভাবনাও নেই। এই যুক্তিটি অত্যন্ত শক্তিশালী, তাই এটি অনুসরণ করাই উত্তম।

ইসলামে সর্বপ্রথম যাঁর থেকে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করার কথা সংরক্ষিত আছে, তিনি হলেন ইব্রাহিম আন-নাখায়ী। তিনি বলেছিলেন: "যার প্রবহমান প্রাণ (রক্ত) নেই।" তাঁর থেকেই ফকিহগণ এটি গ্রহণ করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানে 'নাফস' (نفس) শব্দ দ্বারা রক্তকেও বোঝানো হয়। এখান থেকেই 'নাফাসাত' (নুন বর্ণে জবরসহ) শব্দটি এসেছে যার অর্থ নারীর ঋতুবতী হওয়া, আর 'নুফিসাত' (নুন বর্ণে পেশসহ) ব্যবহৃত হয় সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে।

চিকিৎসাশাস্ত্রীয় অর্থের ব্যাপারে আবু উবায়দ বলেছেন: 'উমকুলুহু' (امقلوه) শব্দের অর্থ হলো একে ডুবিয়ে দাও, যাতে এর মধ্য থেকে রোগ যেভাবে বেরিয়ে এসেছিল তেমনি তার আরোগ্যও বেরিয়ে আসে। দু'জন ব্যক্তির ডুবোডুবি করার ক্ষেত্রে বলা হয় 'ইয়াতামাকালানি' (يتماقلان)।

জেনে রাখুন, অভিজ্ঞদের মতে মাছির মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত শক্তি রয়েছে, যার প্রমাণ হলো মাছির দংশনে সৃষ্ট ফোলা ভাব ও চুলকানি। এটি মাছির জন্য অস্ত্রের মতো। যখন মাছি এমন কোনো বস্তুতে পড়ে যা তার জন্য ক্ষতিকর, তখন সে তার এই অস্ত্র দিয়ে আত্মরক্ষা করে। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন সেই বিষাক্ততাকে প্রতিহত করতে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাছির অপর ডানায় আরোগ্য হিসেবে গচ্ছিত রেখেছেন। সুতরাং মাছিকে সম্পূর্ণভাবে খাবার বা পানিতে ডুবিয়ে দিলে সেই বিষাক্ত উপাদানের বিপরীতে উপকারী উপাদানটি কাজ করে এবং বিষের ক্ষতি দূর হয়ে যায়। এটি এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি যা বড় বড় চিকিৎসক ও পণ্ডিতদের বুদ্ধিতেও আসেনি; বরং এটি নবুয়তের প্রদীপ থেকে বিচ্ছুরিত জ্ঞান। তা সত্ত্বেও, একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই চিকিৎসার সামনে মস্তক অবনত করেন এবং যিনি এই শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তাঁকে নির্দ্বিধায় সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে স্বীকার করেন। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক ঐশী ওহি দ্বারা সমর্থিত যা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে।

একাধিক চিকিৎসক উল্লেখ করেছেন যে, ভিমরুল বা বিচ্ছুর দংশনকৃত স্থানে মাছি ঘষলে তা বেশ উপকার দেয় এবং যন্ত্রণা উপশম করে। এটি কেবল মাছির ভেতরে থাকা আরোগ্যকারী

উপাদানের কারণেই সম্ভব হয়। এছাড়া চোখের পাতায় যে ফোড়া (অঞ্জনী) হয়, মাছির মাথা কেটে ফেলার পর সেই স্থানটিতে মাছি ঘষলে তা আরোগ্য লাভ করে।

ব্রণের চিকিৎসায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পদ্ধতি বিষয়ক পরিচ্ছেদ
ইবনুস সুন্নী তাঁর কিতাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জনৈকা সহধর্মিণী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে এলেন, তখন আমার আঙুলে একটি ব্রণ হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কাছে কি যারিরাহ (এক প্রকার সুগন্ধি ভেষজ চূর্ণ) আছে?" আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন:

(ص: 85)الطب النبوي لابن القيم

«ضَعِيهَا عَلَيْهَا» وَقُولِي: اللَّهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيرِ، وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ، صَغِّرْ مَا بِي» «1»
الذَّرِيرَةُ: دَوَاءٌ هِنْدِيٌّ يُتَّخَذُ مِنْ قَصَبِ الذَّرِيرَةِ، وَهِيَ حَارَّةٌ يَابِسَةٌ تَنْفَعُ مِنْ أَوْرَامِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَتُقَوِّي الْقَلْبَ لِطِيبِهَا، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ «2» .
وَالْبَثْرَةُ: خُرَّاجٌ صَغِيرٌ يَكُونُ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ تَدْفَعُهَا الطَّبِيعَةُ، فَتَسْتَرِقُ مَكَانًا مِنَ الْجَسَدِ تَخْرُجُ مِنْهُ، فَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى مَا يُنْضِجُهَا وَيُخْرِجُهَا، وَالذَّرِيرَةُ أَحَدُ مَا يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، فَإِنَّ فِيهَا إِنْضَاجًا وَإِخْرَاجًا مَعَ طِيبِ رَائِحَتِهَا، مَعَ أَنَّ فِيهَا تَبْرِيدًا لِلنَّارِيَّةِ الَّتِي فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» : إِنَّهُ لَا أَفْضَلَ لِحَرْقِ النَّارِ مِنَ الذَّرِيرَةِ بِدُهْنِ الورد والخل.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم في علاج الأورام، والخراجات الَّتِي تَبْرَأُ بِالْبَطِّ وَالْبَزْلِ

يُذْكَرُ عَنْ علي أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ بِظَهْرِهِ وَرَمٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِهَذِهِ مِدَّةٌ. قَالَ: «بُطُّوا عَنْهُ» . قَالَ علي: فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى بُطَّتْ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاهِدٌ «3» .

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَبُطَّ بَطْنَ رَجُلٍ أَجْوَى الْبَطْنِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ يَنْفَعُ الطِّبُّ؟ قَالَ: «الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ، أَنْزَلَ الشِّفَاءَ، فِيمَا شَاءَ» .

الْوَرَمُ: مَادَّةٌ فِي حَجْمِ الْعُضْوِ لِفَضْلِ مَادَّةٍ غَيْرِ طبيعية تنصب اليه، ويوجد في

---

(1) أخرجه ابن السني وأحمد

(2) أخرجه البخاري في اللباس، ومسلم في الحج، والإمام أحمد

(3) أخرجه أبو يعلى: وفي سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف

«এটি এর ওপর লাগিয়ে দাও» এবং বলো: হে আল্লাহ! বড়কে ছোটকারী এবং ছোটকে বড়কারী, আমার এই কষ্টকে ছোট করে দিন।«১»

যারীরা (এক প্রকার সুগন্ধি চূর্ণ): এটি একটি ভারতীয় ওষুধি যা যারীরা নামক নলের কাষ্ঠ থেকে তৈরি করা হয়। এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির, যা পাকস্থলী ও যকৃতের প্রদাহ এবং জলোদরের (উদররোগ) চিকিৎসায় উপকারী। এর চমৎকার সুঘ্রাণের কারণে এটি হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে। ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: আমি বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহরাম বাঁধার সময় এবং তা থেকে হালাল হওয়ার সময় নিজ হাতে যারীরা মাখিয়ে সুগন্ধিযুক্ত করেছিলাম।«২»

আর ‘বাছরাহ’ (ব্রণ বা ফোঁড়া) হলো এমন একটি ছোট ক্ষতিকর পুঁজপূর্ণ দানা যা কোনো উষ্ণ পদার্থের কারণে সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতি (শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা) সেটিকে বাইরে ঠেলে দেয়। এরপর সেটি শরীরের কোনো একটি স্থান খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা

করে। এমতাবস্থায় সেটির পরিপক্কতা এবং নির্গমনের জন্য কোনো সহায়ক বস্তুর প্রয়োজন পড়ে। যারীরা হলো এমন একটি বস্তু যা এই কাজে ব্যবহৃত হয়; কারণ এতে সুঘ্রাণের পাশাপাশি ফোঁড়াকে পরিপক্ব করার এবং তা বের করে দেওয়ার গুণ রয়েছে। উপরন্তু, এটি সেই ফোঁড়ার ভেতরের প্রদাহ বা আগুনের উত্তাপকে শীতল করে। একইভাবে 'কানুন' (আল-কানুন ফিত তিব্ব) গ্রন্থের লেখক বলেছেন: আগুনের পোড়া ক্ষতের জন্য গোলাপ তেল ও সিরকার সাথে মিশ্রিত যারীরার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।

পরিচ্ছেদ: প্রদাহ এবং সেই সব ফোঁড়া বা ক্ষতের চিকিৎসায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশনা যা অস্ত্রোপচার ও চিরে ফেলার মাধ্যমে নিরাময় হয়
আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক ব্যক্তিকে দেখতে গেলাম যার পিঠে একটি প্রদাহ (ফোলা) ছিল। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এতে পুঁজ জমেছে। তিনি বললেন: «এটি চিরে দাও»। আলী (রা.) বলেন: আমি সেখান থেকে সরলাম না যতক্ষণ না সেটি চেরা হলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা প্রত্যক্ষ করছিলেন।«৩»
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন চিকিৎসককে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি এক উদররোগাক্রান্ত ব্যক্তির পেট চিরে দেন (অস্ত্রোপচার করেন)। জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! চিকিৎসা কি কোনো কাজে আসে? তিনি বললেন: «যিনি রোগ পাঠিয়েছেন, তিনিই আরোগ্য পাঠিয়েছেন যার মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন»। ওয়রাম (প্রদাহ বা ফোলা) হলো শরীরের কোনো অঙ্গের স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়া, যা সেখানে কোনো অস্বাভাবিক অতিরিক্ত পদার্থ জমা হওয়ার কারণে ঘটে এবং এটি দেখা যায়...

---

(১) ইবনে সুন্নি ও আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) বুখারী 'পোশাক' অধ্যায়ে, মুসলিম 'হজ' অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) আবু ইয়ালা এটি বর্ণনা করেছেন; এর সনদে আবু রাবী আল-সাম্মান রয়েছেন যিনি দুর্বল।

أَجْنَاسِ الْأَمْرَاضِ كُلِّهَا، وَالْمَوَادُّ الَّتِي تَكَوَّنَ عَنْهَا مِنَ الْأَخْلَاطِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْمَائِيَّةِ، وَالرِّيحِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْوَرَمُ سُمِّيَ خُرَّاجًا، وَكُلُّ وَرَمٍ حَارٍّ يَؤُولُ أَمْرُهُ إِلَى أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إِمَّا تَحَلُّلٍ، وَإِمَّا جَمْعِ مِدَّةٍ، وَإِمَّا اسْتِحَالَةٍ إِلَى الصَّلَابَةِ. فَإِنْ كَانَتِ الْقُوَّةُ قَوِيَّةً، اسْتَوْلَتْ عَلَى مَادَّةِ الْوَرَمِ وَحَلَّلَتْهُ، وَهِيَ أَصْلَحُ الْحَالَاتِ الَّتِي يَؤُولُ حَالُ الْوَرَمِ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذَلِكَ، أَنْضَجَتِ الْمَادَّةَ، وَأَحَالَتْهَا مِدَّةً بَيْضَاءَ، وَفَتَحَتْ لَهَا مَكَانًا أَسَالَتْهَا مِنْهُ. وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ ذَلِكَ أَحَالَتِ الْمَادَّةَ مِدَّةً غَيْرَ مُسْتَحْكِمَةِ النُّضْجِ، وَعَجَزَتْ عَنْ فَتْحِ مَكَانٍ فِي الْعُضْوِ تَدْفَعُهَا مِنْهُ، فَيُخَافُ عَلَى الْعُضْوِ الْفَسَادَ بِطُولِ لُبْثِهَا فِيهِ، فَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى إِعَانَةِ الطَّبِيبِ بِالْبَطِّ، أَوْ غَيْرِهِ لِإِخْرَاجِ تِلْكَ الْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ الْمُفْسِدَةِ لِلْعُضْوِ. وَفِي الْبَطِّ فَائِدَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: إِخْرَاجُ الْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ الْمُفْسِدَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: مَنْعُ اجْتِمَاعِ مَادَّةٍ أُخْرَى إِلَيْهَا تُقَوِّيهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي: «إِنَّهُ أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَبُطَّ بَطْنَ رَجُلٍ أَجْوَى الْبَطْنِ» ، فَالْجَوَى يُقَالُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا: الْمَاءُ الْمُنْتِنُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَطْنِ يَحْدُثُ عَنْهُ الِاسْتِسْقَاءُ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ فِي بَزْلِهِ لِخُرُوجِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، فَمَنَعَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لِخَطَرِهِ، وَبُعْدِ السَّلَامَةِ مَعَهُ، وَجَوَّزَتْهُ طَائِفَةٌ أُخْرَى، وَقَالَتْ: لَا عِلَاجَ لَهُ سِوَاهُ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ الزِّقِّيِّ، فَإِنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: طَبْلِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي يَنْتَفِخُ مَعَهُ الْبَطْنُ بِمَادَّةٍ رِيحِيَّةٍ إِذَا ضَرَبْتَ عَلَيْهِ سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ كَصَوْتِ الطَّبْلِ، وَلَحْمِيٌّ: وَهُوَ الَّذِي يَرْبُو مَعَهُ لَحْمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِمَادَّةٍ بَلْغَمِيَّةٍ تَفْشُو مَعَ الدَّمِ فِي الْأَعْضَاءِ، وَهُوَ أَصْعَبُ مِنَ الْأَوَّلِ، وَزِقِّيٌّ: وَهُوَ الَّذِي يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي الْبَطْنِ الْأَسْفَلِ مَادَّةٌ رَدِيئَةٌ يُسْمَعُ لَهَا عِنْدَ الْحَرَكَةِ خَضْخَضَةٌ كَخَضْخَضَةِ الْمَاءِ فِي الزِّقِّ، وَهُوَ أَرْدَأُ أَنْوَاعِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَرْدَأُ أَنْوَاعِهِ اللَّحْمِيُّ لِعُمُومِ الْآفَةِ بِهِ. وَمِنْ جُمْلَةِ عِلَاجِ الزِّقِّيِّ

إِخْرَاجُ ذَلِكَ بِالْبَزْلِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ فَصْدِ الْعُرُوقِ لِإِخْرَاجِ الدَّمِ الْفَاسِدِ، لَكِنَّهُ خَطَرٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَزْلِهِ، والله أعلم.

সকল প্রকার রোগের শ্রেণী এবং যে উপাদানসমূহ থেকে এগুলো তৈরি হয়—যেমন চারটি শারীরিক রস (আখলাত আরবাআ), জলীয় উপাদান এবং বায়ু। যখন প্রদাহ বা ফোলা অংশ ঘনীভূত হয়, তখন তাকে ফোঁড়া (খুরাজ) বলা হয়। প্রতিটি উষ্ণ প্রদাহের পরিণতি তিনটি অবস্থার যেকোনো একটির দিকে ধাবিত হয়: হয় তা বিলীন হয়ে যায়, অথবা তাতে পুঁজ জমে, অথবা তা শক্ত হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে। যদি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়, তবে তা প্রদাহের উপাদানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং একে দ্রবীভূত করে ফেলে; প্রদাহের পরিণতির ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অবস্থা। আর যদি শক্তি এর চেয়ে কিছুটা কম হয়, তবে তা উপাদানটিকে পরিপক্ক করে সাদা পুঁজে রূপান্তরিত করে এবং তা নির্গত হওয়ার জন্য একটি পথ তৈরি করে দেয়। আর শক্তি যদি আরও কম হয়, তবে তা উপাদানটিকে অপরিপক্ক পুঁজে পরিণত করে এবং অঙ্গের ভেতরে কোনো পথ তৈরি করে তা বের করে দিতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় পুঁজের দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তখন সেই ক্ষতিকর ও দূষিত উপাদানটি বের করে ফেলার জন্য অস্ত্রোপচার বা চিরে ফেলার (আল-বাত) মাধ্যমে চিকিৎসকের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে।

চিরে ফেলার মধ্যে দুটি উপকারিতা রয়েছে: প্রথমটি হলো, ক্ষতিকর ও দূষিত উপাদানটি বের করে দেওয়া।

দ্বিতীয়টি হলো, অন্য কোনো উপাদান এর সাথে যুক্ত হয়ে একে শক্তিশালী হওয়া থেকে প্রতিরোধ করা।

আর দ্বিতীয় হাদিসে বর্ণিত উক্তি: "তিনি এক চিকিৎসককে উদররোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তির পেট চিরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন"—এখানে 'জাওয়া' (আল-জাওয়া) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার একটি হলো পেটে জমে থাকা দুর্গন্ধযুক্ত পানি, যার ফলে শোথ বা উদরী রোগ (আল-ইস্তিসকা) সৃষ্টি হয়।

এই দূষিত উপাদানটি বের করার জন্য পেট ছিদ্র করার (আল-বজল) বিষয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের একটি দল এর ঝুঁকি এবং সুস্থতার অনিশ্চয়তার কারণে এটি নিষেধ করেছেন। অন্য একটি দল একে বৈধ বলেছেন এবং তারা বলেছেন: এটি ছাড়া আর কোনো প্রতিকার নেই। এটি তাদের মতে কেবল মশক-সদৃশ উদরী রোগের (আল-ইস্তিসকা

আল-জিক্কি) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা শোথ বা উদরী রোগ যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তিন প্রকার: প্রথমত, ঢোল-সদৃশ (তাবলি), যাতে বায়ুর কারণে পেট ফুলে যায় এবং পেটে আঘাত করলে ঢোলের মতো শব্দ শোনা যায়। দ্বিতীয়ত, মাংসল (লাহমি), যাতে রক্তের সাথে ছড়িয়ে পড়া শ্লেষ্মার প্রভাবে সারা শরীরের মাংস ফুলে যায়; এটি প্রথম প্রকারের চেয়েও কঠিন। এবং তৃতীয়ত, মশক-সদৃশ (জিক্কি), যাতে পেটের নিচের অংশে দূষিত তরল জমা হয় এবং নড়াচড়া করলে মশক বা চামড়ার থলের ভেতর পানির মতো শব্দ হয়। চিকিৎসকদের অধিকাংশের মতে এটিই এই রোগের সবচেয়ে মন্দ প্রকার। তবে একদল চিকিৎসক বলেছেন, মাংসল প্রকারটিই সবচেয়ে মন্দ, কারণ এর ব্যাপ্তি পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। মশক-সদৃশ উদরী রোগের চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হলো ছিদ্র করার মাধ্যমে সেই তরল বের করে আনা, যা মূলত দূষিত রক্ত বের করার জন্য রক্তমোক্ষণের (ফাসদ) সমতুল্য। তবে পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এটি ঝুঁকিপূর্ণ। আর যদি এই হাদিসটি প্রমাণিত হয়, তবে এটি পেট ছিদ্র করার বৈধতার দলিল হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْمَرْضَى بِتَطْيِيبِ نُفُوسِهِمْ وَتَقْوِيَةِ قُلُوبِهِمْ
رَوَى ابْنُ مَاجَهْ «فِي سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ، فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ» «1» .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَوْعٌ شَرِيفٌ جِدًّا مِنْ أَشْرَفِ أَنْوَاعِ الْعِلَاجِ، وَهُوَ الْإِرْشَادُ إِلَى مَا يُطَيِّبُ نَفْسَ الْعَلِيلِ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي تَقْوَى بِهِ الطَّبِيعَةُ، وَتَنْتَعِشُ بِهِ الْقُوَّةُ، وَيَنْبَعِثُ بِهِ الْحَارُّ الْغَرِيزِيُّ، فَيَتَسَاعَدُ عَلَى دَفْعِ الْعِلَّةِ أَوْ تَخْفِيفِهَا الَّذِي هُوَ غَايَةُ تَأْثِيرِ الطَّبِيبِ.
وَتَفْرِيحُ نَفْسِ الْمَرِيضِ، وَتَطْيِيبُ قَلْبِهِ، وَإِدْخَالُ مَا يَسُرُّهُ عَلَيْهِ، لَهُ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي شِفَاءِ عِلَّتِهِ وَخِفَّتِهَا، فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ وَالْقُوَى تَقْوَى بِذَلِكَ، فَتُسَاعِدُ الطَّبِيعَةَ عَلَى دَفْعِ

الْمُؤْذِي، وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ كَثِيرًا مِنَ الْمَرْضَى تَنْتَعِشُ قُوَاهُ بِعِيَادَةِ مَنْ يُحِبُّونَهُ، وَيُعَظِّمُونَهُ، وَرُؤْيَتِهِمْ لَهُمْ، وَلُطْفِهِمْ بِهِمْ، وَمُكَالَمَتِهِمْ إِيَّاهُمْ، وَهَذَا أَحَدُ فَوَائِدِ عِيَادَةِ الْمَرْضَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهِمْ، فَإِنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ: نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْمَرِيضِ، وَنَوْعٌ يَعُودُ عَلَى الْعَائِدِ، وَنَوْعٌ يَعُودُ عَلَى أَهْلِ الْمَرِيضِ، وَنَوْعٌ يَعُودُ عَلَى الْعَامَّةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ الْمَرِيضَ عَنْ شَكْوَاهُ، وَكَيْفَ يَجِدُهُ وَيَسْأَلُهُ عَمَّا يَشْتَهِيهِ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَرُبَّمَا وَضَعَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، وَيَدْعُو لَهُ، وَيَصِفُ لَهُ مَا يَنْفَعُهُ فِي عِلَّتِهِ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَضُوئِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» «2» . وَهَذَا مِنْ كَمَالِ اللُّطْفِ، وَحُسْنِ الْعِلَاجِ وَالتَّدْبِيرِ.

---

(1) أخرجه الترمذي في الطب، وابن ماجه في الجنائز. ومعنى «فنفسوا له في الأجل» أي وسعوا له وأطمعوه في طول الحياة، وأذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله، بأن تقولوا: لا بأس، طهور، فإن في ذلك تنفيسا لما هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه.

(2) أخرجه البخاري

রোগীদের মানসিক প্রশান্তি প্রদান এবং তাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনাবলী সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

ইবনে মাজাহ তাঁর ‘সুনান’-এ আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তির নিকট প্রবেশ করবে, তখন তার আয়ুষ্কাল নিয়ে তাকে আশ্বস্ত করো (তাকে দীর্ঘ জীবনের আশা দাও)। নিশ্চয়ই এটি (তকদীরের) কোনো কিছুকে প্রতিহত করতে পারে না, তবে তা রোগীর মনকে প্রশান্ত করে।" «১»

এই হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত উন্নত মানের এক মহৎ চিকিৎসা পদ্ধতি বিদ্যমান। আর তা হলো, রোগীর মনকে এমন কথার মাধ্যমে আশ্বস্ত করার দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যার মাধ্যমে তার শারীরিক প্রকৃতি শক্তিশালী হয়, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দেহের সহজাত উষ্ণতা (হাররে

গারিযী) জাগ্রত হয়। ফলে এটি রোগ দূর করতে বা তা লাঘব করতে সহায়তা করে, যা মূলত একজন চিকিৎসকের প্রভাবের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অসুস্থ ব্যক্তির মনে আনন্দ দান, তার হৃদয়ে প্রশান্তি সৃষ্টি এবং তাকে প্রফুল্ল করে এমন বিষয়ের অবতারণা করার ক্ষেত্রে রোগের উপশম ও তা লাঘব করার এক বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে রুহ ও শারীরিক শক্তিসমূহ বৃদ্ধি পায়, যা ক্ষতিকারক উপাদানগুলো দূর করতে শরীরের প্রকৃতিকে সাহায্য করে। মানুষ প্রায়ই প্রত্যক্ষ করেছে যে, অনেক রোগীর জীবনীশক্তি তাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের আগমনে, তাদের দর্শনে, তাদের সদয় আচরণে এবং আলাপচারিতায় উজ্জীবিত হয়। অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট রোগীর সেবা বা সাক্ষাতের এটি অন্যতম সুফল। এতে চার ধরনের উপকারিতা রয়েছে: এক প্রকার যা রোগীর কল্যাণে আসে, এক প্রকার যা সাক্ষাৎকারীর প্রাপ্তি হয়, এক প্রকার যা রোগীর পরিবারের জন্য এবং এক প্রকার যা সর্বসাধারণের কল্যাণে আসে।

ইতিপূর্বে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রোগীকে তার কষ্ট বা অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, সে কেমন অনুভব করছে তা জানতে চাইতেন এবং সে কী খেতে পছন্দ করছে তা জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি নিজের হাত রোগীর কপালে রাখতেন, কখনো বা তাঁর হাত তার বুকের ওপর রাখতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন। তার অসুস্থতায় যা উপকারী হবে তার ব্যবস্থাপত্র দিতেন। কখনো তিনি উযূ করতেন এবং সেই উযূর পানি রোগীর ওপর ঢেলে দিতেন। আবার কখনো তিনি রোগীকে বলতেন: "কোনো ভয় নেই, এটি ইনশাআল্লাহ (গুনাহ হতে) পবিত্রকারী।" «২» এটি হলো দয়ার পূর্ণতা এবং চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম পন্থা।

---

(১) ইমাম তিরমিযী এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে এবং ইবনে মাজাহ জানাযা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। "তার আয়ুষ্কাল নিয়ে তাকে আশ্বস্ত করো" এর অর্থ হলো তাকে দীর্ঘ হায়াতের ব্যাপারে আশান্বিত করা এবং তার মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে যে দুশ্চিন্তা রয়েছে তা দূর করা। যেমন এই কথা বলা: 'কোনো ভয় নেই, এটি পবিত্রকারী'। কেননা এর মধ্যে তার বর্তমান সংকট থেকে মুক্তি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি রয়েছে।

(২) ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ بِمَا اعْتَادَتْهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ دُونَ مَا لَمْ تَعْتَدْهُ

هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلَاجِ، وَأَنْفَعُ شَيْءٍ فِيهِ، وَإِذَا أَخْطَأَهُ الطَّبِيبُ، أَضَرَّ الْمَرِيضَ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَى مَا يَجِدُهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ فِي كُتُبِ الطِّبِّ إِلَّا طَبِيبٌ جَاهِلٌ، فَإِنَّ مُلَاءَمَةَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ لِلْأَبْدَانِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهَا وَقَبُولِهَا، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبَوَادِي وَالْأَكَّارُونَ وَغَيْرُهُمْ لَا يَنْجَعُ فِيهِمْ شَرَابُ اللِّينُوفَرِ وَالْوَرْدِ الطَّرِيِّ وَلَا الْمَغْلِيِّ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي طِبَاعِهِمْ شَيْئًا، بَلْ عَامَّةُ أَدْوِيَةِ أَهْلِ الْحَضَرِ وأهل الرفاهية لا تجدي عليهم، وَالتَّجْرِبَةُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعِلَاجِ النَّبَوِيِّ، رَآهُ كُلَّهُ مُوَافِقًا لِعَادَةِ الْعَلِيلِ وَأَرْضِهِ، وَمَا نَشَأَ عَلَيْهِ. فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلَاجِ يَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَفَاضِلُ أَهْلِ الطِّبِّ حَتَّى قَالَ طَبِيبُ الْعَرَبِ بَلْ أَطَبُّهُمُ الحارث بن كلدة، وَكَانَ فِيهِمْ كَأبقراط فِي قَوْمِهِ: الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ، وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا اعْتَادَ. وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ: الْأَزْمُ دَوَاءٌ، وَالْأَزْمُ: الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ يَعْنِي بِهِ الْجُوعَ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ فِي شِفَاءِ الْأَمْرَاضِ الِامْتِلَائِيَّةِ كُلِّهَا بِحَيْثُ إِنَّهُ أَفْضَلُ فِي عِلَاجِهَا مِنَ الْمُسْتَفْرِغَاتِ إِذَا لَمْ يَخِفَّ مِنْ كَثْرَةِ الِامْتِلَاءِ، وَهَيَجَانِ الْأَخْلَاطِ، وَحِدَّتِهَا أَوْ غَلَيَانِهَا.

وَقَوْلُهُ: الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ. الْمَعِدَةُ: عُضْوٌ عَصَبِيٌّ مُجَوَّفٌ كَالْقَرْعَةِ فِي شَكْلِهَا، مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ، مُؤَلَّفَةٍ مِنْ شَظَايَا دَقِيقَةٍ عَصَبِيَّةٍ تُسَمَّى اللِّيفَ، وَيُحِيطُ بِهَا لَحْمٌ، وَلِيفُ إِحْدَى الطَّبَقَاتِ بِالطُّولِ، وَالْأُخْرَى بِالْعَرْضِ، وَالثَّالِثَةُ بِالْوَرَبِ، وَفَمُ الْمَعِدَةِ أَكْثَرُ عَصَبًا، وَقَعْرُهَا أَكْثَرُ لَحْمًا، وَفِي بَاطِنِهَا خَمْلٌ، وَهِيَ مَحْصُورَةٌ فِي وَسَطِ الْبَطْنِ، وَأَمْيَلُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا، خُلِقَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لِحِكْمَةٍ لَطِيفَةٍ مِنَ الْخَالِقِ الْحَكِيمِ سُبْحَانَهُ، وَهِيَ بَيْتُ الدَّاءِ، وَكَانَتْ مَحَلًّا لِلْهَضْمِ الْأَوَّلِ، وَفِيهَا يَنْضَجُ الْغِذَاءُ وَيَنْحَدِرُ

مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْكَبِدِ وَالْأَمْعَاءِ، وَيَتَخَلَّفُ مِنْهُ فِيهَا فَضَلَاتٌ قَدْ عَجَزَتِ الْقُوَّةُ الْهَاضِمَةُ عَنْ تَمَامِ هَضْمِهَا، إِمَّا لِكَثْرَةِ الْغِذَاءِ، أَوْ لِرَدَاءَتِهِ، أَوْ لِسُوءِ تَرْتِيبٍ فِي اسْتِعْمَالِهِ، أَوْ لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ بَعْضُهَا مِمَّا لَا يَتَخَلَّصُ الْإِنْسَانُ

পরিচ্ছেদ: অভ্যাসগত ঔষধ ও খাদ্যের মাধ্যমে দেহের চিকিৎসায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিদায়াত এবং অপরিচিত ঔষধ বর্জন

এটি চিকিৎসার মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি সুমহান মূলনীতি এবং এর সবচেয়ে উপকারী দিক। চিকিৎসক যদি এ ক্ষেত্রে ভুল করেন, তবে তিনি রোগীর উপকার করতে গিয়ে অজান্তেই তার ক্ষতি করে ফেলবেন। একজন মূর্খ চিকিৎসক ছাড়া অন্য কেউ এ নীতি উপেক্ষা করে কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রের বইপত্রে পাওয়া ঔষধের দিকে ধাবিত হয় না। কারণ দেহের জন্য ঔষধ ও খাদ্যের উপযোগিতা নির্ভর করে দেহের নিজস্ব প্রস্তুতি ও গ্রহণক্ষমতার ওপর। এই যে মরুচারী বেদুঈন, কৃষক এবং এ ধরনের লোক—তাদের ক্ষেত্রে নীলপদ্মের (নিনুফার) শরবত কিংবা তাজা বা সিদ্ধ গোলাপের নির্যাস কোনো কাজে আসে না এবং তাদের প্রকৃতিতে কোনো প্রভাব ফেলে না; বরং শহরবাসী ও বিলাসপ্রিয় লোকদের সাধারণ ঔষধসমূহ তাদের জন্য কার্যকর হয় না, আর অভিজ্ঞতাও এর প্রমাণ দেয়। আমরা নববী চিকিৎসার যে বিবরণ দিয়েছি, কেউ যদি তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে সে দেখতে পাবে যে তা পুরোপুরি রোগীর অভ্যাস, তার পরিবেশ এবং সে যে অবস্থায় বেড়ে উঠেছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এটি চিকিৎসার এক সুমহান মূলনীতি যার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক। প্রথিতযশা চিকিৎসাবিদগণ এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন; এমনকি আরবদের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হারিস ইবনে কালদাহ—যিনি আরবদের মাঝে হিপোক্রেটিসের মতো ছিলেন—তিনি বলেছেন: "সংযম বা পরহেজই হলো প্রধান ঔষধ, পাকস্থলী হলো রোগের আধার, আর প্রতিটি দেহকে তার অভ্যাস অনুযায়ী অভ্যস্ত রাখো।" তার থেকে বর্ণিত অন্য একটি পাঠে রয়েছে: "ক্ষুধাই হলো ঔষধ।" অর্থাৎ আহার থেকে বিরত থাকা, আর এটি সকল প্রকার অতিভোজনজনিত রোগের নিরাময়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এমনকি এটি জোলাপ বা বমনকারী (মুস্তাফরিগাত) ঔষধের চেয়েও উত্তম, যতক্ষণ না অতি-আধিক্য বা শারীরিক উপাদানের (আখলাত) তীব্রতা ও উত্তেজনার আশঙ্কা থাকে।

আর তাঁর কথা—"পাকস্থলী রোগের আধার"—এর ব্যাখ্যা হলো: পাকস্থলী (মা'ইদাহ) একটি স্নায়বিক ও শূন্যগর্ভ অঙ্গ, যা দেখতে অনেকটা লাউয়ের মতো এবং এটি তিনটি স্তরে গঠিত।

এটি তন্তু (লিফ) নামক সূক্ষ্ম স্নায়বিক অংশ দ্বারা তৈরি এবং মাংসপেশি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর একটি স্তরের তন্তু লম্বালম্বিভাবে, দ্বিতীয়টি আড়াআড়িভাবে এবং তৃতীয়টি কোণাকুণিভাবে বিন্যস্ত। পাকস্থলীর উপরিভাগ অধিক স্নায়ুসমৃদ্ধ এবং এর তলদেশ অধিক মাংসল, আর এর অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম রোমশ আবরণ রয়েছে। এটি পেটের মাঝখানে অবস্থিত এবং কিছুটা ডান দিকে হেলে থাকে। মহান প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার সুনিপুণ কৌশলে এটি এভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এটিই হলো রোগের আধার এবং পরিপাকের প্রথম স্তর হিসেবে কাজ করে। এখানেই খাদ্য পরিপক্ক হয় এবং এরপর তা যকৃৎ ও অন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়। তবে এখানে কিছু বর্জ্য অবশিষ্ট থেকে যায় যা পরিপাকতন্ত্র সম্পূর্ণ হজম করতে সক্ষম হয় না; হয় খাদ্যের আধিক্য কিংবা মন্দ গুণাগুণ অথবা আহারের বিশৃঙ্খলার কারণে, কিংবা এ সবগুলোর সমন্বিত প্রভাবে। আর এগুলো এমন কিছু বিষয় যা থেকে মানুষ সহজে নিষ্কৃতি পায় না।

(ص: 89)الطب النبوي لابن القيم

مِنْهُ غَالِبًا. فَتَكُونُ الْمَعِدَةُ بَيْتَ الدَّاءِ لِذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى الْحَثِّ عَلَى تَقْلِيلِ الْغِذَاءِ، وَمَنْعِ النَّفْسِ مِنِ اتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ، وَالتَّحَرُّزِ عَنِ الْفَضَلَاتِ.

وَأَمَّا الْعَادَةُ فَلِأَنَّهَا كَالطَّبِيعَةِ لِلْإِنْسَانِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: الْعَادَةُ طَبْعٌ ثَانٍ، وَهِيَ قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي الْبَدَنِ، حَتَّى إِنَّ أَمْرًا وَاحِدًا إِذَا قِيسَ إِلَى أَبْدَانٍ مُخْتَلِفَةِ الْعَادَاتِ، كَانَ مُخْتَلِفَ النِّسْبَةِ إِلَيْهَا. وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَبْدَانُ مُتَّفِقَةً فِي الْوُجُوهِ الْأُخْرَى مِثَالُ ذَلِكَ أَبْدَانٌ ثَلَاثَةٌ حَارَّةُ الْمِزَاجِ فِي سِنِّ الشَّبَابِ، أَحَدُهَا: عُوِّدَ تَنَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الْحَارَّةِ؛ وَالثَّانِي: عُوِّدَ تَنَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الْبَارِدَةِ، وَالثَّالِثُ: عُوِّدَ تَنَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَوَسِّطَةِ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ مَتَى تَنَاوَلَ عَسَلًا لَمْ يَضُرَّ بِهِ، وَالثَّانِي: مَتَى تَنَاوَلَهُ، أَضَرَّ بِهِ، وَالثَّالِثُ:

يَضُرُّ بِهِ قَلِيلًا. فَالْعَادَةُ رُكْنٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَمُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ، وَلِذَلِكَ جَاءَ الْعِلَاجُ النَّبَوِيُّ بِإِجْرَاءِ كُلِّ بَدَنٍ عَلَى عَادَتِهِ فِي استعمال الأغذية والأدوية وغير ذَلِكَ.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَغْذِيَةِ الْمَرِيضِ بِأَلْطَفِ مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عروة عَنْ عائشة. أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، وَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، وَصَنَعَتْ ثَرِيدًا، ثُمَّ صَبَّتِ التَّلْبِينَةَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَتْ: كُلُوا مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ» «1»

وَفِي «السُّنَنِ» مِنْ حَدِيثِ عائشة أَيْضًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينِ» ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِيَ أحد طرفيه. يعني يبرأ أو يموت. «2»

---

(1) أخرجه البخاري في الأطعمة ومسلم في اللباس

(2) أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم

সাধারণত তা থেকেই (অসুস্থতা) উৎপন্ন হয়, ফলে পাকস্থলী রোগের আবাসস্থলে পরিণত হয়। এতে যেন আহার কমানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং নফসকে প্রবৃত্তি অনুসরণ থেকে বিরত রাখা এবং অতিরিক্ত বর্জ্য বা বাড়তি খাবার গ্রহণ থেকে সতর্ক থাকার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

আর অভ্যাসের বিষয়টি হলো এই যে, এটি মানুষের জন্য প্রকৃতির মতো। এই কারণেই বলা হয়: অভ্যাস হলো দ্বিতীয় প্রকৃতি (ত্বাবউন সানি)। শরীরের ওপর এর এক বিশাল প্রভাব রয়েছে। এমনকি অভ্যাসের ভিন্নতা অনুযায়ী একই বিষয় বিভিন্ন শরীরের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, যদিও সেই শরীরগুলো অন্যান্য দিক থেকে একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। উদাহরণস্বরূপ, এমন তিনজন যুবক ব্যক্তি যাদের শরীরের প্রকৃতি উষ্ণ (হাররুল মিজাজ); তাদের মধ্যে একজন উষ্ণ খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত, দ্বিতীয়জন শীতল খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত এবং তৃতীয়জন পরিমিত বা মধ্যম পর্যায়ের খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত। প্রথম ব্যক্তি যখন মধু

পান করে তখন তার কোনো ক্ষতি হয় না, দ্বিতীয় ব্যক্তি তা গ্রহণ করলে তার ক্ষতি হয় এবং তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে:
সামান্য ক্ষতি হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ নিরাময়ে অভ্যাস এক বিশাল ভিত্তি বা স্তম্ভ। এই কারণেই নববী চিকিৎসা পদ্ধতিতে আহার, ঔষধ এবং অন্যান্য বিষয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীরকে তার নিজস্ব অভ্যাসের ওপর বহাল রাখার নির্দেশনা এসেছে।

রোগীর অভ্যস্ত খাবারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে লঘুপাক ও কোমল খাবারের মাধ্যমে তার পুষ্টিবিধান করার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ
'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এ উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, যখন তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য মারা যেত এবং মহিলারা সমবেত হওয়ার পর নিজ নিজ ঘরে চলে যেত, তখন তিনি এক পাত্র তালবিনা (যব বা বার্লির তৈরি পথ্য) রান্না করার নির্দেশ দিতেন। এরপর 'সারীদ' (মাংসের ঝোলে ভেজানো রুটি) তৈরি করা হতো এবং তার ওপর তালবিনা ঢেলে দেওয়া হতো। অতঃপর তিনি বলতেন: তোমরা এটি খাও, কারণ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তালবিনা অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং শোক-দুঃখ কিছুটা দূর করে।"
এবং 'সুনান' গ্রন্থসমূহে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"তোমরা এই অপ্রীতিকর অথচ উপকারী তালবিনা গ্রহণ করো।" তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সুস্থ হওয়া কিংবা মৃত্যু—এই দুই অবস্থার কোনো একটি না হওয়া পর্যন্ত চুলার ওপর থেকে হাঁড়ি নামানো হতো না।

---

(১) বুখারী আহার অধ্যায়ে এবং মুসলিম পোশাক অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) ইবনে মাজাহ, আহমাদ ও হাকীম এটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا وَجِعٌ لَا يَطْعَمُ الطَّعَامَ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالتَّلْبِينَةِ فَحَسُّوهُ إِيَّاهَا» ، وَيَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا تَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا تَغْسِلُ إِحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنَ الْوَسَخِ» «1»

التَّلْبِينُ: هُوَ الْحِسَاءُ الرَّقِيقُ الَّذِي هُوَ فِي قِوَامِ اللَّبَنِ، وَمِنْهُ اشْتُقَّ اسْمُهُ، قَالَ الهروي: سُمِّيَتْ تَلْبِينَةً لِشَبَهِهَا بِاللَّبَنِ لِبَيَاضِهَا وَرِقَّتِهَا، وَهَذَا الْغِذَاءُ هُوَ النَّافِعُ لِلْعَلِيلِ، وَهُوَ الرَّقِيقُ النضيج لَا الْغَلِيظُ النِّيءُ، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ فَضْلَ التَّلْبِينَةِ، فَاعْرِفْ فَضْلَ مَاءِ الشَّعِيرِ، بَلْ هِيَ مَاءُ الشَّعِيرِ لَهُمْ، فَإِنَّهَا حِسَاءٌ مُتَّخَذٌ مِنْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ بِنُخَالَتِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَاءِ الشَّعِيرِ أَنَّهُ يُطْبَخُ صِحَاحًا، وَالتَّلْبِينَةُ تُطْبَخُ من مَطْحُونًا، وَهِيَ أَنْفَعُ مِنْهُ لِخُرُوجِ خَاصِّيَّةِ الشَّعِيرِ بِالطَّحْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْعَادَاتِ تَأْثِيرًا فِي الِانْتِفَاعِ بِالْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ، وَكَانَتْ عَادَةُ الْقَوْمِ أَنْ يتخدوا مَاءَ الشَّعِيرِ مِنْهُ مَطْحُونًا لَا صِحَاحًا، وَهُوَ أَكْثَرُ تَغْذِيَةً، وَأَقْوَى فِعْلًا، وَأَعْظَمُ جَلَاءً، وَإِنَّمَا اتَّخَذَهُ أَطِبَّاءُ الْمُدُنِ مِنْهُ صِحَاحًا لِيَكُونَ أَرَقَّ وَأَلْطَفَ، فَلَا يَثْقُلُ عَلَى طَبِيعَةِ الْمَرِيضِ، وَهَذَا بِحَسَبِ طَبَائِعِ أَهْلِ الْمُدُنِ وَرَخَاوَتِهَا، وَثِقَلِ مَاءِ الشَّعِيرِ الْمَطْحُونِ عَلَيْهَا. وَالْمَقْصُودُ:

أَنَّ مَاءَ الشَّعِيرِ مَطْبُوخًا صِحَاحًا يَنْفُذُ سَرِيعًا، وَيَجْلُو جَلَاءً ظَاهِرًا، وَيُغَذِّي غِذَاءً لَطِيفًا. وَإِذَا شُرِبَ حَارًّا كَانَ جَلَاؤُهُ أَقْوَى، وَنُفُوذُهُ أَسْرَعَ، وَإِنْمَاؤُهُ لِلْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِ أَكْثَرَ، وَتَلْيِينُهُ لِسُطُوحِ الْمَعِدَةِ أَوْفَقَ.

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِيهَا: «مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ» يُرْوَى بِوَجْهَيْنِ. بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ، وَبِضَمِّ الْمِيمِ، وَكَسْرِ الْجِيمِ، وَالْأَوَّلُ: أَشْهَرُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهَا مُرِيحَةٌ لَهُ، أَيْ: تُرِيحُهُ وَتُسَكِّنُهُ مِنَ الْإِجْمَامِ، وَهُوَ الرَّاحَةُ. وَقَوْلُهُ: «تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ» ، هَذَا- وَاللَّهُ أَعْلَمُ- لِأَنَّ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ يُبَرِّدَانِ الْمِزَاجَ، وَيُضْعِفَانِ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ لِمَيْلِ الرُّوحِ الْحَامِلِ لَهَا إِلَى جِهَةِ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ مَنْشَؤُهَا، وَهَذَا الْحِسَاءُ يُقَوِّي الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ بِزِيَادَتِهِ فِي مَادَّتِهَا، فَتُزِيلُ أَكْثَرَ مَا عَرَضَ لَهُ مِنَ الْغَمِّ وَالْحُزْنِ.

وَقَدْ يُقَالُ- وَهُوَ أَقْرَبُ-: إِنَّهَا تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ بِخَاصِّيَّةٍ فِيهَا مِنْ جِنْسِ خَوَاصِّ الْأَغْذِيَةِ الْمُفْرِحَةِ، فَإِنَّ مِنَ الْأَغْذِيَةِ مَا يُفْرِحُ بِالْخَاصِّيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ قُوَى الْحَزِينِ تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه، وعلى

---

(1) أخرجه الإمام أحمد

তদীয় (আয়েশা রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন বলা হতো যে, অমুক ব্যক্তি ব্যথায় কাতর এবং খাবার গ্রহণ করতে পারছে না, তখন তিনি বলতেন: "তোমরা অবশ্যই তালবিনা (যব ও দুধের তৈরি এক প্রকার বিশেষ খাবার) ব্যবহার করবে এবং তাকে তা পান করাবে।" তিনি আরও বলতেন: "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই এটি তোমাদের কারো পেটকে এমনভাবে ধৌত করে, যেভাবে তোমাদের কোনো নারী তার মুখমণ্ডল হতে ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে।" (১)

তালবিন: এটি মূলত একটি পাতলা সুরুয়া বা পানীয় যা ঘনত্বের দিক থেকে দুধের মতো হয়ে থাকে, আর এ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। হারাবী (রহ.) বলেন: এর শুভ্রতা ও পাতলা হওয়ার কারণে দুধের (লাবান) সাথে সাদৃশ্য থাকায় একে তালবিনা বলা হয়। এই খাদ্যটিই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য উপকারী; এটি হলো উত্তমরূপে সিদ্ধ পাতলা খাবার, অপরিপক্ক বা ঘন নয়। আপনি যদি তালবিনার শ্রেষ্ঠত্ব জানতে চান, তবে যবের পানির শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করুন; বরং এটি তাদের জন্য যবের পানিরই স্থলাভিষিক্ত। এটি যবের আটা থেকে ভুসিসহ প্রস্তুতকৃত একটি পানীয়। তালবিনা ও যবের পানির মধ্যে পার্থক্য হলো যবের পানি আস্ত যব দিয়ে রান্না করা হয়, আর তালবিনা চূর্ণ করা যব থেকে রান্না করা হয়। যব পেষার ফলে এর বিশেষ গুণাবলি নিঃসৃত হয় বিধায় এটি যবের পানির চেয়ে অধিক উপকারী। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঔষধ ও খাদ্যের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রচলিত অভ্যাসের প্রভাব রয়েছে। তৎকালীন জনগোষ্ঠীর অভ্যাস ছিল যব চূর্ণ করে তা দিয়ে পানীয় তৈরি করা, আস্ত যব দিয়ে নয়। এটি অধিক পুষ্টিদায়ক, অধিক শক্তিশালী এবং পরিচ্ছন্নকারী হিসেবেও অত্যন্ত কার্যকর। তবে শহরের চিকিৎসকরা আস্ত যব দিয়ে এটি প্রস্তুত করতেন যাতে তা অধিক পাতলা ও লঘু হয় এবং রোগীর শারীরিক মেজাজের ওপর ভারী না হয়। এটি মূলত শহরের মানুষের শারীরিক গঠন ও কোমলতার ওপর

ভিত্তি করে করা হতো, কারণ পেষা যবের পানি তাদের জন্য ভারী মনে হতে পারত। মূল উদ্দেশ্য হলো:

আস্ত যব থেকে রান্না করা পানি দ্রুত শরীরে প্রবেশ করে, বাহ্যিকভাবে পরিচ্ছন্নতা বয়ে আনে এবং লঘু পুষ্টি যোগায়। এটি যদি গরম অবস্থায় পান করা হয়, তবে এর পরিচ্ছন্নকারী ক্ষমতা আরও বাড়ে, দ্রুততর হয়, জন্মগত শারীরিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এবং পাকস্থলীর উপরিভাগকে আর্দ্র ও উপযোগী করে তোলে।

তালবিনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই উক্তি: "এটি অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি দানকারী"—এটি মিম ও জীম বর্ণে যবর দিয়ে (মাজাম্মাহ) এবং মিম বর্ণে পেশ ও জীম বর্ণে যের দিয়ে (মুজিম্মাহ)—উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথমটিই অধিক সমাদৃত। এর অর্থ হলো: এটি রোগীকে আরাম দেয়, অর্থাৎ এটি তাকে প্রশান্তি দান করে এবং স্থিরতা দেয়। আর তাঁর বাণী: "এটি দুশ্চিন্তার কিছুটা অংশ দূর করে"—এ সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন—এর কারণ সম্ভবত এই যে, শোক ও দুশ্চিন্তা মেজাজকে শীতল করে দেয় এবং প্রাকৃতিক উত্তাপকে দুর্বল করে দেয়। কারণ জীবনীশক্তি তখন তার উৎস হৃদয়ের দিকে সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই পানীয়টি তার উপাদানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উত্তাপকে শক্তিশালী করে এবং শোক ও দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ভূত অধিকাংশ প্রতিকূলতা দূর করে দেয়। আবার বলা হয়ে থাকে—এবং এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত—এটি তার নিজস্ব কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে দুশ্চিন্তা দূর করে, যা আনন্দদায়ক খাদ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কিছু খাদ্যবস্তু এমন আছে যা তার আপন বৈশিষ্ট্যের কারণেই মনে প্রফুল্লতা আনে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আবার এটিও বলা হয় যে, শোকাতুর ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শুষ্কতা ছেয়ে যাওয়ার ফলে তার শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে...

---

(১) ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

مَعِدَتِهِ خَاصَّةً لِتَقْلِيلِ الْغِذَاءِ، وَهَذَا الْحِسَاءُ يُرَطِّبُهَا، وَيُقَوِّيهَا، وَيُغَذِّيهَا، وَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، لَكِنَّ الْمَرِيضَ كَثِيرًا مَا يَجْتَمِعُ فِي مَعِدَتِهِ خَلْطٌ مَرَارِيٌّ، أَوْ بَلْغَمِيٌّ، أَوْ صَدِيدِيٌّ، وَهَذَا الْحِسَاءُ يَجْلُو ذَلِكَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَيَسْرُوهُ، وَيَحْدُرُهُ، وَيُمَيِّعُهُ، وَيُعَدِّلُ كَيْفِيَّتَهُ، وَيَكْسِرُ سَوْرَتَهُ، فَيُرِيحُهَا وَلَا سِيَّمَا لِمَنْ عَادَتُهُ الِاغْتِذَاءُ بِخُبْزِ الشَّعِيرِ، وَهِيَ عَادَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذْ ذَاكَ، وَكَانَ هُوَ غَالِبَ قُوتِهِمْ، وَكَانَتِ الْحِنْطَةُ عَزِيزَةً عِنْدَهُمْ. وَاللَّهُ أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ السُّمِّ الَّذِي أَصَابَهُ بِخَيْبَرَ مِنَ الْيَهُودِ

ذَكَرَ عبد الرزاق، عَنْ معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَصْلِيَّةً بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ» ؟

قَالَتْ: هَدِيَّةٌ، وَحَذِرَتْ أَنْ تَقُولَ: مِنَ الصَّدَقَةِ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَكَلَ الصَّحَابَةُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمْسِكُوا» ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ: «هَلْ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ» ؟ قَالَتْ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «هَذَا الْعَظْمُ لِسَاقِهَا» ، وَهُوَ فِي يَدِهِ؟

قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «لِمَ» ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنْكَ النَّاسُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا، لَمْ يَضُرَّكَ، قَالَ: فَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةً عَلَى الْكَاهِلِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْتَجِمُوا، فَاحْتَجَمُوا، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ «1» .

وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ، حَجَمَهُ أبو هند بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ، وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَبَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى كَانَ وَجَعُهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: «مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأُكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مِنَ الشَّاةِ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى كَانَ هَذَا أَوَانَ انْقِطَاعِ الْأَبْهَرِ مِنِّي» فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهِيدًا، قَالَهُ مُوسَى بْنُ عقبة» «2» .

(1) ذكره عبد الرزاق في المصنف ورجاله ثقات

(2) ذكره عبد الرزاق في المصنف ورجاله ثقات

বিশেষ করে তাঁর পাকস্থলীর জন্য খাদ্যের পরিমাণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে; আর এই ঝোল (তালবিনা) পাকস্থলীকে আর্দ্র করে, শক্তিশালী করে এবং পুষ্টি জোগায়। রোগীর হৃদযন্ত্রের ক্ষেত্রেও এটি অনুরূপ কাজ করে। তবে রোগীর পাকস্থলীতে প্রায়শই পিত্তীয়, শ্লেষ্মাঘটিত বা পুঁজজাতীয় দূষিত পদার্থ জমা থাকে। এই ঝোল পাকস্থলী থেকে সেসব পরিষ্কার করে, ধুয়ে ফেলে, নির্গত করে, তরল করে এবং এর অবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে ও এর তীব্রতা প্রশমিত করে। ফলে এটি পাকস্থলীকে আরাম দেয়, বিশেষ করে তাদের জন্য যাদের যবের রুটি খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। তৎকালীন মদিনাবাসীদের অভ্যাস এমনই ছিল এবং এটিই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য; কেননা তাদের কাছে গম ছিল দুষ্প্রাপ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

খয়বরে ইহুদিদের পক্ষ থেকে প্রয়োগকৃত বিষের চিকিৎসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াত বা নির্দেশনা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

আবদুর রাজ্জাক, মা'মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে এবং তিনি আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে: এক ইহুদি নারী খয়বরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি ভাজা বকরি উপহার দিয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "এটি কী?" সে বলল: "উপহার।" সে "সদকা" বলতে সতর্কতা অবলম্বন করল যাতে তিনি তা থেকে ভক্ষণ করা বাদ না দেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ তা থেকে ভক্ষণ করলেন। এরপর তিনি বললেন: "তোমরা হাত গুটিয়ে নাও (খাওয়া বন্ধ করো)।" তারপর তিনি মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কি এই বকরিতে বিষ মিশিয়েছ?" সে বলল: "আপনাকে এ সংবাদ কে দিল?" তিনি বললেন: "এই যে পায়ের হাড়টি," তখন তা তাঁর হাতে ছিল।

সে বলল: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "কেন এমন করলে?" সে বলল: "আমি ভেবেছিলাম যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তবে মানুষ আপনার হাত থেকে মুক্তি পাবে, আর যদি আপনি নবী হন তবে এটি আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।" বর্ণনাকারী বলেন: তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে (কাহিল) তিনটি স্থানে সিঙা (হিজামা) লাগালেন এবং

তাঁর সাহাবীদেরও সিঙা লাগাতে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা সিঙা লাগালেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেলেন।
অন্য এক সূত্রে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বকরির গোশত খাওয়ার কারণে তাঁর কাঁধের মধ্যস্থলে সিঙা লাগিয়েছিলেন। আনসারদের বনু বায়াদাহ গোত্রের মুক্তদাস আবু হিন্দ একটি শিং ও ক্ষুর দিয়ে তাঁর সিঙা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তিন বছর বেঁচে ছিলেন, পরিশেষে যে অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করেন সেই সময় তিনি বলেছিলেন: "খয়বরের দিন বকরির যে লোকমা আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা আমি বরাবরই অনুভব করছি, এমনকি এখন আমার মহাধমনী (আবহার) ছিঁড়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে।" এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। মুসা ইবনে উকবা এটি বর্ণনা করেছেন।

---

(১) আবদুর রাজ্জাক এটি 'আল-মুসান্নাফ'-এ উল্লেখ করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।
(২) আবদুর রাজ্জাক এটি 'আল-মুসান্নাফ'-এ উল্লেখ করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

(ص: 92)الطب النبوي لابن القيم

مُعَالَجَةُ السُّمِّ تَكُونُ بِالِاسْتِفْرَاغَاتِ، وَبِالْأَدْوِيَةِ الَّتِي تُعَارِضُ فِعْلَ السُّمِّ وَتُبْطِلُهُ، إِمَّا بِكَيْفِيَّاتِهَا، وَإِمَّا بِخَوَاصِّهَا، فَمَنْ عَدِمَ الدَّوَاءَ، فَلْيُبَادِرْ إِلَى الِاسْتِفْرَاغِ الْكُلِّيِّ وَأَنْفَعُهُ الْحِجَامَةُ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْبَلَدُ حَارًّا، وَالزَّمَانُ حَارًّا، فَإِنَّ الْقُوَّةَ السُّمِّيَّةَ تَسْرِي إِلَى الدَّمِ، فَتَنْبَعِثُ فِي الْعُرُوقِ وَالْمَجَارِي حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْقَلْبِ، فَيَكُونُ الْهَلَاكُ، فَالدَّمُ هُوَ الْمُنَفِّذُ الْمُوَصِّلُ لِلسُّمِّ إِلَى الْقَلْبِ وَالْأَعْضَاءِ، فَإِذَا بَادَرَ الْمَسْمُومُ، وَأَخْرَجَ الدَّمَ، خَرَجَتْ

مَعَهُ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ السُّمِّيَّةُ الَّتِي خَالَطَتْهُ، فَإِنْ كَانَ اسْتِفْرَاغًا تَامًّا لَمْ يَضُرَّهُ السُّمُّ، بَلْ إِمَّا أَنْ يَذْهَبَ، وَإِمَّا أَنْ يَضْعُفَ فَتَقْوَى عَلَيْهِ الطَّبِيعَةُ، فَتُبْطِلُ فِعْلَهُ أَوْ تُضْعِفُهُ.

وَلَمَّا احْتَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، احْتَجَمَ فِي الْكَاهِلِ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا الْحِجَامَةُ إِلَى الْقَلْبِ، فَخَرَجَتِ الْمَادَّةُ السُّمِّيَّةُ مَعَ الدَّمِ لَا خُرُوجًا كُلِّيًّا، بَلْ بَقِيَ أَثَرُهَا مَعَ ضَعْفِهِ لِمَا يُرِيدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تَكْمِيلِ مَرَاتِبِ الْفَضْلِ كُلِّهَا لَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ إِكْرَامَهُ بِالشَّهَادَةِ، ظَهَرَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْأَثَرِ الْكَامِنِ مِنَ السُّمِّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، وَظَهَرَ سِرُّ قَوْلِهِ تَعَالَى لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْيَهُودِ: أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ [الْبَقَرَةِ: 87] ، فَجَاءَ بِلَفْظِ كَذَّبْتُمْ بِالْمَاضِي الَّذِي قَدْ وَقَعَ مِنْهُ، وَتَحَقَّقَ، وَجَاءَ بِلَفْظِ: «تَقْتُلُونَ» بِالْمُسْتَقْبَلِ الذي يتوقعونه وينتظرونه، والله أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ السِّحْرِ الَّذِي سَحَرَتْهُ الْيَهُودُ بِهِ

قَدْ أَنْكَرَ هَذَا طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ هَذَا عَلَيْهِ، وَظَنُّوهُ نَقْصًا وَعَيْبًا، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا، بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا كَانَ يَعْتَرِيهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ، وَهُوَ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَإِصَابَتُهُ بِهِ كَإِصَابَتِهِ بِالسُّمِّ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عائشة رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ

বিষের চিকিৎসা হলো শরীর থেকে দূষিত উপাদান নির্গমন এবং এমন ওষুধের প্রয়োগ যা বিষের কার্যকারিতাকে প্রতিরোধ ও বাতিল করে দেয়; তা ওষুধের গুণাগুণ অথবা এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে হতে পারে। যার কাছে কোনো ওষুধ নেই, তার উচিত দ্রুত শরীর থেকে দূষিত উপাদান পুরোপুরি নির্গমনের ব্যবস্থা করা, যার মধ্যে সিঙা লাগানো (হিজামা) সবচেয়ে বেশি উপকারী। বিশেষ করে যদি আবহাওয়া এবং স্থান উষ্ণ হয়, কারণ বিষের শক্তি রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে হৃদপিণ্ডে পৌঁছে যায় এবং এর ফলে মৃত্যু ঘটে। রক্তই হলো হৃদপিণ্ড ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বিষ পৌঁছে দেওয়ার বাহন। সুতরাং বিষাক্রান্ত ব্যক্তি যদি দ্রুত রক্ত বের করে দেয়, তবে রক্তের সাথে মিশে থাকা বিষাক্ত

উপাদানটিও বেরিয়ে যায়। যদি এই নির্গমন পূর্ণাঙ্গ হয় তবে বিষ কোনো ক্ষতি করতে পারে না; বরং এটি পুরোপুরি দূরীভূত হয় অথবা দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে শারীরিক প্রকৃতি এর ওপর জয়ী হয় এবং এর ক্রিয়াকে নষ্ট বা দুর্বল করে দেয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সিঙা লাগিয়েছিলেন, তখন তিনি ঘাড়ের ওপরের অংশে (কাহিল) লাগিয়েছিলেন। সিঙা লাগানোর স্থানগুলোর মধ্যে এটিই হৃদপিণ্ডের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান। ফলে রক্তের সাথে বিষাক্ত উপাদানটি বেরিয়ে এসেছিল, তবে তা সম্পূর্ণরূপে বের হয়নি বরং এর সামান্য অবশিষ্টাংশ দুর্বল অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মর্যাদার স্তরগুলোকে পূর্ণতা দেওয়ার একটি মাধ্যম। অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করার ইচ্ছা করলেন, তখন সেই বিষের সুপ্ত প্রভাবটি প্রকাশ পেল যেন আল্লাহ তাঁর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেন। আর এভাবেই তাঁর শত্রুদের অর্থাৎ ইহুদিদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণীর রহস্য ফুটে উঠল: "তবে কি যখনই তোমাদের নিকট কোনো রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত ছিল না, তখনই তোমরা অহংকার করেছ? অতঃপর একদলকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ এবং একদলকে তোমরা হত্যা করছ।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৭]। এখানে 'মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ' শব্দটি অতীতকালে এসেছে যা ইতিপূর্বেই ঘটে গেছে এবং প্রমাণিত হয়েছে, আর 'হত্যা করছ' শব্দটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে যা তারা প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা করছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইহুদিদের করা জাদুর চিকিৎসায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পথনির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

একদল লোক বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছে যে, এটি তাঁর ক্ষেত্রে ঘটা সম্ভব নয় এবং তারা একে ত্রুটি ও মানহানি মনে করেছে। অথচ বিষয়টি তাদের ধারণার মতো নয়; বরং এটি সাধারণ রোগ ও ব্যথার মতোই একটি বিষয় যা তাঁকে আক্রান্ত করেছিল। এটি অন্যান্য অসুস্থতার মতোই একটি অসুস্থতা এবং এতে আক্রান্ত হওয়া বিষাক্রান্ত হওয়ার মতোই, যার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 'সহীহাইন'-এ (বুখারি ও মুসলিম) আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাদুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন...

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي نِسَاءَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِنَّ، وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ «1» .

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَالسِّحْرُ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَعَارِضٌ مِنَ الْعِلَلِ يَجُوزُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم، كَأَنْوَاعِ الْأَمْرَاضِ مِمَّا لَا يُنْكَرُ، وَلَا يَقْدَحُ فِي نُبُوَّتِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ، فَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُدْخِلُ عَلَيْهِ دَاخِلَةً فِي شَيْءٍ مِنْ صِدْقِهِ، لِقِيَامِ الدَّلِيلِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى عِصْمَتِهِ مِنْ هَذَا، وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَا يَجُوزُ طُرُوُّهُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ لِسَبَبِهَا، وَلَا فُضِّلَ مِنْ أَجْلِهَا، وَهُوَ فِيهَا عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ كَسَائِرِ الْبَشَرِ، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنَّهُ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِهَا مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ، ثُمَّ يَنْجَلِي عَنْهُ كَمَا كَانَ.

وَالْمَقْصُودُ: ذِكْرُ هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ هَذَا الْمَرَضِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا- وَهُوَ أَبْلَغُهُمَا-: اسْتِخْرَاجُهُ وَإِبْطَالُهُ، كَمَا صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ فِي ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَيْهِ، فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ بِئْرٍ، فَكَانَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، فَلَمَّا اسْتَخْرَجَهُ، ذَهَبَ مَا بِهِ، حَتَّى كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ مَا يُعَالَجُ بِهِ الْمَطْبُوبُ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ إِزَالَةِ الْمَادَّةِ الْخَبِيثَةِ وَقَلْعِهَا مِنَ الْجَسَدِ بِالِاسْتِفْرَاغِ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: الِاسْتِفْرَاغُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ أَذَى السِّحْرِ، فَإِنَّ لِلسِّحْرِ تَأْثِيرًا فِي الطَّبِيعَةِ، وَهَيَجَانَ أَخْلَاطِهَا، وَتَشْوِيشَ مِزَاجِهَا، فَإِذَا ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي عُضْوٍ، وَأَمْكَنَ اسْتِفْرَاغُ الْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ مِنْ ذَلِكَ الْعُضْوِ، نَفَعَ جِدًّا.

وَقَدْ ذَكَرَ أبو عبيد فِي كِتَابِ «غَرِيبِ الْحَدِيثِ» لَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ بِقَرْنٍ حِينَ طُبَّ «2» . قَالَ أبو عبيد: مَعْنَى طُبَّ: أَيْ سُحِرَ.

وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ، وَقَالَ: مَا لِلْحِجَامَةِ وَالسِّحْرِ، وَمَا الرَّابِطَةُ بَيْنَ هَذَا الدَّاءِ وَهَذَا الدَّوَاءِ، وَلَوْ وَجَدَ هَذَا الْقَائِلُ أبقراط، أَوِ ابْنَ سِينَا، أَوْ غَيْرَهُمَا قَدْ نَصَّ عَلَى هَذَا الْعِلَاجِ، لَتَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَقَالَ: قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ مَنْ لَا يُشَكُّ فِي مَعْرِفَتِهِ وَفَضْلِهِ.

---

(1) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في باب السحر.

(2) هذا الحديث لا يصح

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাঁর মনে হতো তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করেছেন, অথচ তিনি তাঁদের নিকট যাননি। এটি ছিল জাদুর চরমতম প্রভাব (১)।

কাজি ইয়াদ (রহ.) বলেন: জাদু হলো রোগসমূহের মধ্য থেকে একটি রোগ এবং অসুস্থতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি উপসর্গ, যা অন্যান্য রোগব্যাধির ন্যায় তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্ষেত্রে ঘটা সম্ভবপর; যা অনস্বীকার্য এবং তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদাহানি করে না। আর তাঁর মনে যে ধারণা হতো যে, তিনি কোনো কাজ করেছেন অথচ তা করেননি, এতে তাঁর সত্যবাদিতার ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ে না। কেননা তাঁর এই বিষয়টি থেকে নিষ্পাপ থাকার (ইসমাত) ব্যাপারে অকাট্য দলিল ও ইজমা বিদ্যমান। এটি কেবল তাঁর পার্থিব জীবনের এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ছিল, যার জন্য তিনি প্রেরিত হননি এবং যার কারণে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়নি। তিনি জাগতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষের ন্যায় আপদ-বিপদের সম্মুখীন হতেন। সুতরাং এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, দুনিয়াবি বিষয়ে তাঁর কাছে কোনো কিছুর অবাস্তব কল্পনা হতে পারে, অতঃপর পরবর্তীতে তা সত্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে যেতো।

উদ্দেশ্য হলো: এই রোগের চিকিৎসায় তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতির বর্ণনা করা। এ বিষয়ে তাঁর থেকে দুই ধরনের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে:

প্রথমটি—এবং এটিই অধিক কার্যকর—তা বের করে আনা এবং অকেজো করে দেওয়া। যেমনটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এ বিষয়ে তাঁর সুমহান রবের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে পথনির্দেশ করেন এবং তিনি তা একটি কূপ থেকে উদ্ধার করেন। তা ছিল চিরুনি, পড়ে যাওয়া চুল এবং পুরুষ

খেজুর গাছের পুষ্পমঞ্জুরীর আবরণের ভেতরে। যখন তিনি তা বের করে আনলেন, তাঁর কষ্ট দূর হয়ে গেল, যেন তিনি বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য এটি হলো সর্বোত্তম চিকিৎসা। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেওয়ার মাধ্যমে দূষিত উপাদান (মাদদাহ) নির্মূল করার ন্যায়।

দ্বিতীয় প্রকার: জাদুর প্রভাব যেখানে পৌঁছেছে, সেই স্থান থেকে দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন (ইসতিফরাগ) করা। কেননা জাদুর প্রভাব প্রকৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে, শারীরবৃত্তীয় উপাদানের (আখলাত) ভারসাম্য নষ্ট করে এবং মেজাজকে বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং যদি কোনো অঙ্গে এর প্রভাব প্রকাশ পায় এবং সেখান থেকে ক্ষতিকর পদার্থ নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়, তবে তা অত্যন্ত উপকারী হয়।

আবু উবাইদ তাঁর 'গারিবুল হাদিস' গ্রন্থে সনদসহ আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জাদুগ্রস্ত (তুব্বা) হয়েছিলেন, তখন তিনি মাথায় শিঙা লাগিয়ে রক্তমোক্ষণ (হিজামা) করিয়েছিলেন (২)। আবু উবাইদ বলেন: 'তুব্বা' শব্দের অর্থ হলো তিনি জাদুগ্রস্ত হয়েছিলেন।

যাদের জ্ঞান সীমিত, তাদের কাছে বিষয়টি জটিল মনে হয়েছে। তারা বলে: হিজামার সাথে জাদুর সম্পর্ক কী? এই রোগ আর এই ওষুধের মধ্যে যোগসূত্রই বা কী? অথচ এই মন্তব্যকারী যদি দেখতেন যে হিপোক্রেটিস কিংবা ইবনে সিনা অথবা অন্য কেউ এই চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তারা তা অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নিত এবং বলত: এমন কেউ এটি বর্ণনা করেছেন যার জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

---

(১) বুখারি 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'জাদু' অনুচ্ছেদে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) এই হাদিসটি সহিহ নয়।

فَاعْلَمْ أَنَّ مَادَّةَ السِّحْرِ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَتْ إِلَى رَأْسِهِ إِلَى إِحْدَى قُوَاهُ الَّتِي فِيهِ بِحَيْثُ كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ مِنَ السَّاحِرِ فِي الطَّبِيعَةِ وَالْمَادَّةِ الدَّمَوِيَّةِ بِحَيْثُ غَلَبَتْ تِلْكَ الْمَادَّةُ عَلَى الْبَطْنِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ، فَغَيَّرَتْ مِزَاجَهُ عَنْ طَبِيعَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ.

وَالسِّحْرُ: هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ تَأْثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ، وَانْفِعَالِ الْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ عَنْهَا، وَهُوَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى السِّحْرُ إِلَيْهِ.

وَاسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي تَضَرَّرَتْ أَفْعَالُهُ بِالسِّحْرِ مِنْ أَنْفَعِ الْمُعَالَجَةِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ عَلَى الْقَانُونِ الَّذِي يَنْبَغِي. قَالَ أبقراط: الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُسْتَفْرَغَ يَجِبُ أَنْ تُسْتَفْرَغَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي هِيَ إِلَيْهَا أَمْيَلُ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تَصْلُحُ لِاسْتِفْرَاغِهَا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّاءِ، وَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ، ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ عَنْ مَادَّةٍ دَمَوِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا مَالَتْ إِلَى جِهَةِ الدِّمَاغِ، وَغَلَبَتْ عَلَى الْبَطْنِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ، فَأَزَالَتْ مِزَاجَهُ عَنِ الْحَالَةِ الطَّبِيعِيَّةِ لَهُ، وَكَانَ اسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ إِذْ ذَاكَ مِنْ أَبْلَغِ الْأَدْوِيَةِ، وَأَنْفَعِ الْمُعَالَجَةِ، فَاحْتَجَمَ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ السِّحْرِ، فَلَمَّا جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ سُحِرَ، عَدَلَ إِلَى الْعِلَاجِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ السِّحْرِ وَإِبْطَالُهُ، فَسَأَلَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، فَدَلَّهُ عَلَى مَكَانِهِ، فَاسْتَخْرَجَهُ، فَقَامَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، وَكَانَ غَايَةُ هَذَا السِّحْرِ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ فِي جَسَدِهِ، وَظَاهِرِ جَوَارِحِهِ، لَا عَلَى عَقْلِهِ وَقَلْبِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ مَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ، بَلْ يَعْلَمُ أَنَّهُ خَيَالٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَمِثْلُ هَذَا قَدْ يَحْدُثُ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فصل

وَمِنْ أَنْفَعِ عِلَاجَاتِ السِّحْرِ الْأَدْوِيَةُ الْإِلَهِيَّةُ، بَلْ هِيَ أَدْوِيَتُهُ النَّافِعَةُ بِالذَّاتِ، فَإِنَّهُ مِنْ تَأْثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ السُّفْلِيَّةِ، وَدَفْعُ تَأْثِيرِهَا يَكُونُ بِمَا يُعَارِضُهَا وَيُقَاوِمُهَا مِنَ الْأَذْكَارِ، وَالْآيَاتِ، وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي تُبْطِلُ فِعْلَهَا وَتَأْثِيرَهَا، وَكُلَّمَا كَانَتْ أَقْوَى

জেনে রাখুন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে জাদুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তার প্রভাব তাঁর মস্তক মোবারক এবং এর কোনো একটি অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর পড়েছিল। এর ফলে তাঁর নিকট এমন মনে হতো যে তিনি কোনো কাজ করেছেন, অথচ বাস্তবে তিনি তা করেননি। এটি ছিল রক্ত ও শারীরিক উপাদানের ওপর জাদুকরের একপ্রকার প্রভাব, যার ফলে সেই উপাদানটি তাঁর মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে প্রবল হয়ে ওঠে এবং তার স্বাভাবিক মেজাজকে আদি প্রকৃতি থেকে পরিবর্তন করে দেয়।

আর জাদু হলো অপবিত্র আত্মাগুলোর (আরওয়াহুল খাবিসাহ) প্রভাব এবং তাদের দ্বারা শারীরিক শক্তিসমূহের প্রতিক্রিয়ার একটি সংমিশ্রণ। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী জাদুর অন্তর্ভুক্ত, বিশেষ করে যে স্থানে জাদুর প্রভাব নিপতিত হয়। জাদুর কারণে শরীরের যে অংশের কার্যাবলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে সঠিক নিয়ম মেনে রক্তমোক্ষণ বা হিজামা (হিজামাহ) গ্রহণ করা অত্যন্ত উপকারী চিকিৎসা। হিপোক্রেটিস (আকরাত) বলেছেন: যেসব বিষাক্ত উপাদান শরীর থেকে বের করে দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলো সেই স্থান থেকেই বের করা উচিত যেখানে সেগুলো বেশি জমা হয়েছে এবং বের করার উপযোগী মাধ্যম ব্যবহার করেই তা করতে হবে।

একদল লোক বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট মনে হতো যে তিনি কোনো কাজ করেছেন অথচ তা করেননি, তখন তিনি ধারণা করেছিলেন যে এটি কোনো রক্তঘটিত উপাদান বা অন্য কিছুর কারণে হয়েছে যা মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে তাঁর স্বাভাবিক মেজাজ বা শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। সেই সময় হিজামা গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত কার্যকর ও উপকারী চিকিৎসা, তাই তিনি হিজামা করিয়েছিলেন। এটি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা যে এটি জাদুর কারণে হয়েছে। অতঃপর যখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী এল এবং তাঁকে জানানো হলো যে তিনি জাদুগ্রস্ত হয়েছেন, তখন তিনি প্রকৃত চিকিৎসার দিকে মনোনিবেশ করলেন, আর তা হলো জাদুকে বের করে আনা ও তা নষ্ট করে দেওয়া। তিনি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তাঁকে জাদুর স্থানটি দেখিয়ে দিলেন। তিনি তা উদ্ধার করলেন এবং তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যেন

তাঁর বন্ধন খুলে দেওয়া হয়েছে। এই জাদুর প্রভাব কেবল তাঁর শরীরের বহির্ভাগ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁর বুদ্ধি বা হৃদয়ের ওপর নয়। এই কারণেই তাঁর স্ত্রীদের নিকট যাওয়ার যে কাল্পনিক ধারণা হতো, তিনি সেটিকে সত্য মনে করতেন না, বরং তিনি জানতেন যে এটি কেবল একটি কল্পনা, যার কোনো বাস্তবতা নেই। এই ধরণের অবস্থা কিছু রোগের কারণেও হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

পরিচ্ছেদ

জাদুর অন্যতম উপকারী চিকিৎসা হলো খোদায়ী বা ঐশী প্রতিকার (আদবিয়াতুল ইলাহিয়্যাহ); বরং এটিই এর মূল ও কার্যকর ওষুধ। কেননা জাদু হলো নিম্নস্তরের অপবিত্র আত্মাগুলোর প্রভাবের ফল। এর প্রভাব দূর করার উপায় হলো সেগুলোর বিপরীতে শক্তিশালী জিকির, কোরআনের আয়াত এবং দোয়া পাঠ করা, যা জাদুর কার্যকারিতা ও প্রভাবকে নস্যাৎ করে দেয়। এই প্রতিকার যত শক্তিশালী হবে ততই কার্যকর হবে।

(ص: 95)الطب النبوي لابن القيم

وَأَشَدَّ. كَانَتْ أَبْلَغَ فِي النُّشْرَةِ «1» . وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْتِقَاءِ جَيْشَيْنِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُدَّتُهُ وَسِلَاحُهُ. فَأَيُّهُمَا غَلَبَ الْآخَرَ. قَهَرَهُ. وَكَانَ الْحُكْمُ لَهُ. فَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِئًا مِنَ اللَّهِ مَغْمُورًا بِذِكْرِهِ. وَلَهُ مِنَ التَّوَجُّهَاتِ وَالدَّعَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وِرْدٌ لَا يُخِلُّ بِهِ يُطَابِقُ فِيهِ قَلْبُهُ لِسَانَهُ. كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَمْنَعُ إِصَابَةَ السِّحْرِ لَهُ. وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِلَاجَاتِ لَهُ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ.

وَعِنْدَ السَّحَرَةِ: أَنَّ سِحْرَهُمْ إِنَّمَا يَتِمُّ تَأْثِيرُهُ فِي الْقُلُوبِ الضَّعِيفَةِ الْمُنْفَعِلَةِ. وَالنُّفُوسِ الشَّهْوَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ مُعَلَّقَةٌ بِالسُّفْلِيَّاتِ. وَلِهَذَا فَإِنَّ غَالِبَ مَا يُؤَثِّرُ فِي النِّسَاءِ. وَالصِّبْيَانِ. وَالْجُهَّالِ. وَأَهْلِ الْبَوَادِي. وَمَنْ ضَعُفَ حَظُّهُ مِنَ الدِّينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالتَّوْحِيدِ. وَمَنْ لَا نَصِيبَ لَهُ مِنَ الْأَوْرَادِ الْإِلَهِيَّةِ وَالدَّعَوَاتِ وَالتَّعَوُّذَاتِ النَّبَوِيَّةِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَسُلْطَانُ تَأْثِيرِهِ فِي الْقُلُوبِ الضَّعِيفَةِ الْمُنْفَعِلَةِ الَّتِي يَكُونُ مَيْلُهَا إِلَى السُّفْلِيَّاتِ، قَالُوا: وَالْمَسْحُورُ هُوَ الَّذِي يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّا نَجِدُ قَلْبَهُ مُتَعَلِّقًا بِشَيْءٍ كَثِيرُ الِالْتِفَاتِ إِلَيْهِ، فَيَتَسَلَّطُ عَلَى قَلْبِهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَيْلِ وَالِالْتِفَاتِ، وَالْأَرْوَاحُ الْخَبِيثَةُ إِنَّمَا تَتَسَلَّطُ عَلَى أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَّةً لِتَسَلُّطِهَا عَلَيْهَا بِمَيْلِهَا إِلَى مَا يُنَاسِبُ تِلْكَ الْأَرْوَاحَ الْخَبِيثَةَ، وَبِفَرَاغِهَا مِنَ الْقُوَّةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَعَدَمِ أَخْذِهَا لِلْعُدَّةِ الَّتِي تُحَارِبُهَا بِهَا، فَتَجِدُهَا فَارِغَةً لَا عُدَّةَ مَعَهَا، وَفِيهَا مَيْلٌ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا، فَتَتَسَلَّطُ عَلَيْهَا، وَيَتَمَكَّنُ تَأْثِيرُهَا فيها بالسحر وغيره، والله أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاسْتِفْرَاغِ بِالْقَيْءِ

رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» عَنْ معدان بن أبي طلحة، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاءَ، فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. قَالَ الترمذي: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الباب «2» .

---

(1) النشرة بالضم: رقية يعالج بها المجنون والمريض- القاموس المحيط

(2) أخرجه الإمام أحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي والطحاوي

এবং তা আরও প্রবল হলে ঝাড়ফুঁকের (নুশরাহ) মাধ্যমে রোগমুক্তিতে অধিক কার্যকর হয়। এটি দুটি বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার মতো, যাদের প্রত্যেকের কাছেই সমরাস্ত্র ও সরঞ্জাম রয়েছে। ফলে যে পক্ষ অন্যটির ওপর বিজয়ী হয়, সে তাকে পরাস্ত করে এবং আধিপত্য লাভ করে। সুতরাং অন্তর যখন আল্লাহর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ও তাঁর স্মরণে নিমগ্ন থাকে এবং যখন তার এমন কিছু নিয়মিত জিকির, দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থনার আমল (অজিফা) থাকে যা সে কখনোই ত্যাগ করে না এবং যেখানে তার মুখ ও অন্তরের মিল থাকে, তখন এটিই জাদুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় এবং জাদুর কবলে পড়ার পর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার মহান চিকিৎসা হিসেবে গণ্য হয়।

জাদুকরদের মতে: তাদের জাদুর প্রভাব কেবল সেই দুর্বল ও প্রভাবান্বিত অন্তরের ওপর কার্যকর হয় এবং সেই প্রবৃত্তিপরায়ণ নফসগুলোর ওপর যা নিম্নস্তরের তুচ্ছ বিষয়ের সাথে জড়িত থাকে। এই কারণেই জাদুর প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী, শিশু, মূর্খ ও গ্রাম্য লোকদের ওপর এবং তাদের ওপরই বেশি দেখা যায় যাদের দ্বীন, তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) ও তাওহিদের অংশ দুর্বল এবং যাদের কাছে ঐশী জিকির ও নববি দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থনার কোনো অংশ নেই।
সংক্ষেপে: জাদুর আধিপত্য ও প্রভাব সেই দুর্বল ও সংবেদনশীল হৃদয়ের ওপরই পড়ে যার ঝোঁক থাকে পার্থিব ও নিকৃষ্ট বিষয়ের দিকে। তারা বলেন: জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে জাদুকে সাহায্য করে; কেননা আমরা দেখতে পাই যে তার অন্তর কোনো কিছুর প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত এবং সেদিকেই বেশি ঝুঁকে থাকে। ফলে তার হৃদয়ে এই আসক্তি ও ঝোঁকের কারণে জাদুর প্রভাব জেঁকে বসে। মূলত দুষ্ট আত্মারা সেইসব আত্মার ওপরই আধিপত্য বিস্তার করতে পারে যেগুলোকে তারা নিজেদের শাসনের জন্য প্রস্তুত পায়। কারণ সেইসব আত্মা এই দুষ্ট আত্মাদের স্বভাবজাত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং সেগুলো খোদায়ী শক্তি ও সুরক্ষামুক্ত থাকে। ফলে তারা যখন এসব আত্মাকে সম্বলহীন ও অরক্ষিত অবস্থায় পায় এবং তাতে নিজেদের অনুকূল প্রবণতা দেখতে পায়, তখন তারা তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং জাদু ও অন্যান্য উপায়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

বমির মাধ্যমে পেট পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেদায়েত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ
তিরমিজি তাঁর ‘জামি’ গ্রন্থে মা‘দান ইবনে আবি তালহা থেকে এবং তিনি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করলেন এবং অতঃপর অজু করলেন। এরপর দামেস্কের মসজিদে সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমার দেখা হলে আমি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন:
তিনি সত্য বলেছেন, আমিই তাঁর অজুর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম। ইমাম তিরমিজি বলেন: এই অধ্যায়ে এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধতম বর্ণনা।

(১) নুশরাহ (পেশ বর্ণযোগে): এমন ঝাড়ফুঁক যার মাধ্যমে উন্মাদ ও অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করা হয়—আল-কামুস আল-মুহিত

(২) ইমাম আহমদ, হাকেম, দারাকুতনি, বায়হাকি ও তাহাবি এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 96)الطب النبوي لابن القيم

الْقَيْءُ: أَحَدُ الِاسْتِفْرَاغَاتِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ الِاسْتِفْرَاغِ، وَهِيَ الْإِسْهَالُ، وَالْقَيْءُ، وَإِخْرَاجُ الدَّمِ، وَخُرُوجُ الْأَبْخِرَةِ وَالْعَرَقِ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهَا السُّنَّةُ.

فَأَمَّا الْإِسْهَالُ: فَقَدْ مَرَّ فِي حَدِيثِ «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْمَشِيُّ» وَفِي حَدِيثِ «السَّنَا.

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الدَّمِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْحِجَامَةِ.

وَأَمَّا اسْتِفْرَاغُ الْأَبْخِرَةِ، فَنَذْكُرُهُ عَقِيبَ هَذَا الْفَصْلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَأَمَّا الِاسْتِفْرَاغُ بِالْعَرَقِ، فَلَا يَكُونُ غَالِبًا بِالْقَصْدِ، بَلْ بِدَفْعِ الطَّبِيعَةِ لَهُ إِلَى ظَاهِرِ الْجَسَدِ، فَيُصَادِفُ الْمَسَامَّ مُفَتَّحَةً، فَيَخْرُجُ منها.

والقيء استفراغ من أعلا الْمَعِدَةِ، وَالْحُقْنَةُ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَالدَّوَاءُ مِنْ أَعْلَاهَا وَأَسْفَلِهَا.

وَالْقَيْءُ: نَوْعَانِ: نَوْعٌ بِالْغَلَبَةِ وَالْهَيَجَانِ، وَنَوْعٌ بِالِاسْتِدْعَاءِ وَالطَّلَبِ.

فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَلَا يَسُوغُ حَبْسُهُ وَدَفْعُهُ إِلَّا إِذَا أَفْرَطَ وَخِيفَ مِنْهُ التَّلَفُ، فَيُقْطَعُ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تُمْسِكُهُ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَأَنْفَعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِذَا رُوعِيَ زَمَانُهُ وَشُرُوطُهُ الَّتِي تُذْكَرُ.

وَأَسْبَابُ الْقَيْءِ عَشَرَةٌ.

أَحَدُهَا: غَلَبَةُ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، وَطَفْوُهَا عَلَى رَأْسِ الْمَعِدَةِ، فَتَطْلُبُ الصُّعُودَ.

الثَّانِي: مِنْ غَلَبَةِ بَلْغَمٍ لَزِجٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِي الْمَعِدَةِ، وَاحْتَاجَ إِلَى الْخُرُوجِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَعْفِ الْمَعِدَةِ فِي ذَاتِهَا، فَلَا تَهْضِمُ الطَّعَامَ، فَتَقْذِفُهُ إِلَى جِهَةِ فَوْقَ.

الرَّابِعُ: أَنْ يُخَالِطَهَا خَلْطٌ رَدِيءٌ يَنْصَبُّ إِلَيْهَا، فَيُسِيءُ هَضْمَهَا، وَيُضْعِفُ فِعْلَهَا.

الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ زِيَادَةِ الْمَأْكُولِ أَوِ الْمَشْرُوبِ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي تَحْتَمِلُهُ الْمَعِدَةُ، فَتَعْجِزُ عَنْ إِمْسَاكِهِ، فَتَطْلُبُ دَفْعَهُ وَقَذْفَهُ.

السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ لَهَا، وَكَرَاهَتِهَا لَهُ، فَتَطْلُبُ دَفْعَهُ وَقَذْفَهُ.

السَّابِعُ: أَنْ يَحْصُلَ فِيهَا مَا يُثَوِّرُ الطَّعَامَ بِكَيْفِيَّتِهِ وَطَبِيعَتِهِ، فَتَقْذِفُ بِهِ.

الثَّامِنُ: الْقَرَفُ، وَهُوَ مُوجِبُ غَثَيَانِ النَّفْسِ وَتَهَوّعِهَا.

বমন: এটি পাঁচটি রেচন বা নিষ্কাশন পদ্ধতির (استفراغات) অন্যতম, যা শরীর থেকে বর্জ্য নিষ্কাশনের মূল ভিত্তি। সেগুলো হলো: বিরেচন বা পেট পরিষ্কার করা (الإسهال), বমন (القيء), রক্তমোক্ষণ (إخراج الدم), বাষ্প নিঃসরণ (خروج الأبخرة) এবং ঘাম (العرق); সুন্নাহর বর্ণনায় এগুলোর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিরেচন বা পেট পরিষ্কার করার বিষয়টি সেই হাদিসে অতিবাহিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে: "তোমরা যা দিয়ে চিকিৎসা করো তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো মাশি (পেট পরিষ্কারক রেচক ওষুধ)" এবং "সানা" সম্পর্কিত হাদিসে।

রক্তমোক্ষণের বিষয়টি সিঙা বা হিজামা সংক্রান্ত হাদিসগুলোতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

বাষ্প বা দূষিত বায়ু নিষ্কাশনের বিষয়টি ইনশাআল্লাহ এই পরিচ্ছেদের পরেই আমরা উল্লেখ করব।

ঘামের মাধ্যমে নিষ্কাশন সাধারণত ইচ্ছাকৃতভাবে হয় না, বরং শরীরের প্রকৃতিই (طبيعة) একে দেহের বহিরাংশে ঠেলে দেয়। ফলে যখন লোমকূপগুলো খোলা থাকে, তখন তা দিয়ে ঘাম বের হয়ে আসে।

বমন হলো পাকস্থলীর উপরিভাগ থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন, আর ডুশ বা এনিমা (حقنة) হলো পাকস্থলীর নিম্নভাগ থেকে নিষ্কাশন; অন্যদিকে সাধারণ ওষুধ কখনো উপরিভাগ আবার কখনো নিম্নভাগ দিয়ে কাজ করে। বমন দুই প্রকার: একটি হলো প্রবল বেগ ও অস্থিরতার কারণে স্বাভাবিকভাবে হওয়া, আর অন্যটি হলো কোনো উপায়ে কৃত্রিমভাবে ঘটানো বা তলব করা।

প্রথমটির ক্ষেত্রে: একে বন্ধ করা বা আটকে রাখা বৈধ নয়, যদি না তা সীমার বাইরে চলে যায় এবং প্রাণের নাশের আশঙ্কা থাকে। তখন যেসব বস্তু বমন বন্ধ করে তা দিয়ে তা রোধ করা হয়।
দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে: প্রয়োজনের সময় এটি অত্যন্ত উপকারী, যদি এর সময় এবং শর্তাবলি (যা পরে উল্লেখ করা হবে) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।
বমনের কারণ দশটি।
প্রথমটি: পিত্তের (مرة صفراء) আধিক্য এবং তা পাকস্থলীর উপরিভাগে জমা হওয়া, যার ফলে তা উপরের দিকে ওঠার পথ খুঁজে।
দ্বিতীয়টি: আঠালো শ্লেষ্মার (بلغم لزج) আধিক্য যা পাকস্থলীতে বিচলিত হয় এবং বের হওয়ার প্রয়োজন তৈরি করে।
তৃতীয়টি: পাকস্থলীর নিজস্ব দুর্বলতা, যার ফলে তা খাদ্য হজম করতে পারে না এবং উপরের দিকে ঠেলে দেয়।
চতুর্থটি: পাকস্থলীতে কোনো মন্দ রস বা মিশ্রণ (خلط رديء) প্রবেশ করা যা সেখানে পতিত হয়, ফলে তা হজমে ব্যাঘাত ঘটায় এবং পাকস্থলীর কার্যক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।
পঞ্চমটি: খাদ্য বা পানীয়র পরিমাণ পাকস্থলীর ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি হওয়া, ফলে পাকস্থলী তা ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তা বের করে দিতে বা উগড়ে দিতে চায়।
ষষ্ঠটি: ভক্ষিত খাবার বা পানীয় পাকস্থলীর সাথে মানানসই না হওয়া এবং পাকস্থলী তা অপছন্দ করা, ফলে তা বের করে দিতে চায়।
সপ্তমটি: পাকস্থলীতে এমন কিছু ঘটা যা খাদ্যের গুণাগুণ ও প্রকৃতিতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, ফলে পাকস্থলী তা উগড়ে দেয়।
অষ্টমটি: ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা, যা মনের মধ্যে বমি বমি ভাব এবং অস্বস্তি তৈরি করে।

التَّاسِعُ: مِنَ الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ، كَالْهَمِّ الشَّدِيدِ، وَالْغَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَغَلَبَةِ اشْتِغَالِ الطَّبِيعَةِ وَالْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ بِهِ، وَاهْتِمَامِهَا بِوُرُودِهِ عَنْ تَدْبِيرِ الْبَدَنِ، وَإِصْلَاحِ الْغِذَاءِ،

وَإِنْضَاجِهِ، وَهَضْمِهِ، فَتَقْذِفُهُ الْمَعِدَةُ، وَقَدْ يَكُونُ لِأَجْلِ تَحَرُّكِ الْأَخْلَاطِ عِنْدَ تَخَبُّطِ النَّفْسِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ يَنْفَعِلُ عَنْ صَاحِبِهِ، وَيُؤَثِّرُ فِي كَيْفِيَّتِهِ.

الْعَاشِرُ: نَقْلُ الطَّبِيعَةِ بِأَنْ يَرَى مَنْ يَتَقَيَّأُ، فَيَغْلِبُهُ هُوَ الْقَيْءُ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ، فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ نَقَّالَةٌ.

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ حُذَّاقِ الْأَطِبَّاءِ، قَالَ: كَانَ لِي ابْنُ أُخْتٍ حَذَقَ فِي الْكُحْلِ، فَجَلَسَ كَحَّالًا، فَكَانَ إِذَا فَتَحَ عَيْنَ الرَّجُلِ، وَرَأَى الرَّمَدَ وَكَحَّلَهُ، رَمِدَ هُوَ، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَتَرَكَ الْجُلُوسَ. قُلْتُ لَهُ: فَمَا سَبَبُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَقْلُ الطَّبِيعَةِ، فَإِنَّهَا نَقَّالَةٌ. قَالَ: وَأَعْرِفُ آخَرَ، كَانَ رَأَى خُرَّاجًا فِي مَوْضِعٍ مِنْ جِسْمِ رَجُلٍ يَحُكُّهُ، فَحَكَّ هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، فَخَرَجَتْ فِيهِ خُرَّاجَةٌ. قلت: وكل هذا لابد فِيهِ مِنِ اسْتِعْدَادِ الطَّبِيعَةِ، وَتَكُونُ الْمَادَّةُ سَاكِنَةً فِيهَا غَيْرَ مُتَحَرِّكَةٍ، فَتَتَحَرَّكُ لِسَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، فَهَذِهِ أَسْبَابٌ لِتَحَرُّكِ الْمَادَّةِ لَا أَنَّهَا هي الموجبة لهذا العارض.

فَصْلٌ

وَلَمَّا كَانَتِ الْأَخْلَاطُ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، وَالْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ تَرِقُّ وَتَنْجَذِبُ إِلَى فَوْقَ، كَانَ الْقَيْءُ فِيهَا أَنْفَعَ. وَلَمَّا كَانَتْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْبَارِدَةِ وَالْبِلَادِ الْبَارِدَةِ تَغْلُظُ، وَيَصْعُبُ جَذْبُهَا إِلَى فَوْقَ، كَانَ اسْتِفْرَاغُهَا بِالْإِسْهَالِ أَنْفَعَ.

وَإِزَالَةُ الْأَخْلَاطِ وَدَفْعُهَا تَكُونُ بِالْجَذْبِ وَالِاسْتِفْرَاغِ، وَالْجَذْبُ يَكُونُ مِنْ أَبْعَدِ الطُّرُقِ، وَالِاسْتِفْرَاغُ مِنْ أَقْرَبِهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَادَّةَ إِذَا كَانَتْ عَامِلَةً فِي الِانْصِبَابِ أَوِ التَّرَقِّي لَمْ تَسْتَقِرَّ بَعْدُ، فَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْجَذْبِ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَصَاعِدَةً جُذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْصَبَّةً جُذِبَتْ مِنْ فَوْقَ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي مَوْضِعِهَا، اسْتُفْرِغَتْ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ إِلَيْهَا، فَمَتَى أَضَرَّتِ الْمَادَّةُ بِالْأَعْضَاءِ الْعُلْيَا، اجْتُذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ، وَمَتَى أَضَرَّتْ بِالْأَعْضَاءِ السُّفْلَى، اجْتُذِبَتْ مِنْ فَوْقَ، وَمَتَى اسْتَقَرَّتِ، اسْتُفْرِغَتْ مِنْ أَقْرَبِ مَكَانٍ إِلَيْهَا، وَلِهَذَا احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ

নবম কারণ হলো মানসিক অবস্থাসমূহ, যেমন প্রবল দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা। এর ফলে শারীরিক স্বভাবজাত প্রবৃত্তি ও শক্তিগুলো তাতে অতিমাত্রায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং দেহের ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের পরিপাক ও তা সুপাচ্য করার কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলে পাকস্থলী তা উগড়ে দেয়। কখনো কখনো মনের অস্থিরতার কারণে দৈহিক তরলগুলোর (অখলাত) আলোড়নের ফলেও এমনটি হয়ে থাকে। কারণ মন ও শরীর একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং একে অপরের অবস্থার ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

দশম কারণ হলো স্বভাবজাত প্রবৃত্তির অনুকরণ। যেমন কোনো ব্যক্তিকে বমি করতে দেখে নিজেরও অনিচ্ছাকৃতভাবে বমির উদ্রেক হওয়া। কেননা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুকরণপ্রিয়।

জনৈক সুদক্ষ চিকিৎসক আমাকে অবহিত করেছেন যে, তাঁর এক ভাগ্নে চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে যখন চিকিৎসক হিসেবে বসেন, তখন তিনি যখনই কোনো রোগীর চোখ খুলে তাঁর চোখের প্রদাহ (রামাদ) দেখতেন এবং তাতে সুরমা লাগাতেন, তিনিও নিজে সেই রোগে আক্রান্ত হতেন। বারবার এমনটি হওয়ায় তিনি চিকিৎসা পেশা ত্যাগ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কী? তিনি বললেন: এটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তির অনুকরণ (নাকলুত তবিআহ), কারণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত অনুকরণধর্মী। তিনি আরও বলেন: আমি অন্য এক ব্যক্তিকে জানি, যে একজনের শরীরে একটি ফোঁড়া (খুররাজাহ) চুলকাতে দেখে নিজেও সে স্থানে চুলকাতে শুরু করল, ফলে তার শরীরেও একটি ফোঁড়া দেখা দিল। আমি (লেখক) বলি: এসব ক্ষেত্রে শরীরের একটি পূর্ব-প্রস্তুতি (ইস্তি'দাদ) থাকা আবশ্যক। সেখানে রোগের উপাদান (মাদ্দাহ) সুপ্ত অবস্থায় থাকে, যা এসব কারণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। মূলত এগুলো রোগ সক্রিয় হওয়ার কারণ মাত্র, কিন্তু এগুলোই রোগের মূল কারণ নয়।

পরিচ্ছেদ

যখন উষ্ণ অঞ্চলে এবং গ্রীষ্মকালে দেহের তরলসমূহ (অখলাত) পাতলা হয়ে যায় এবং উপরের দিকে ধাবিত হয়, তখন বমি করানো অধিক উপকারী। আর যখন শীতকালে এবং শীতল অঞ্চলে তরলসমূহ ঘন হয়ে যায় এবং তা উপরের দিকে টেনে আনা কঠিন হয়, তখন জোলাপ বা মলের মাধ্যমে সেগুলোর নিঃসরণ (ইস্তিফরাগ) ঘটানো অধিক ফলদায়ক।

দৈহিক তরল অপসারণ ও দূরীকরণ 'আকর্ষণ' (জাযব) এবং 'নিষ্কাশন' (ইস্তিফরাগ)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আকর্ষণ করা হয় দূরবর্তী পথ দিয়ে এবং নিষ্কাশন করা হয় নিকটতম পথ

দিয়ে। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো, যখন কোনো উপাদান প্রবাহিত হতে থাকে কিংবা উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং তখনো স্থির না হয়, তখন তা আকর্ষণের মুখাপেক্ষী হয়। যদি তা উপরের দিকে ধাবিত হয়, তবে তাকে নিচ থেকে আকর্ষণ করতে হবে; আর যদি নিচের দিকে প্রবাহিত হয়, তবে তাকে ওপরের দিক থেকে আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু যখন তা নির্দিষ্ট স্থানে স্থিতিশীল হয়, তখন নিকটতম পথ দিয়ে তা নিষ্কাশন করতে হবে। সুতরাং যখন কোনো ক্ষতিকর উপাদান দেহের উপরিভাগের অঙ্গসমূহের ক্ষতি করে, তখন তাকে নিচের দিক থেকে আকর্ষণ করতে হয়; আর যখন তা নিম্নাংশের অঙ্গের ক্ষতি করে, তখন তাকে ওপরের দিক থেকে আকর্ষণ করতে হয়। আর যখন তা স্থির হয়ে যায়, তখন নিকটতম স্থান দিয়ে তা নিষ্কাশন করতে হয়। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘাড়ের উপরিভাগে (কাহিল) হিজামা বা রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

تَارَةً، وَفِي رَأْسِهِ أُخْرَى، وَعَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ تَارَةً، فَكَانَ يَسْتَفْرِغُ مَادَّةَ الدَّمِ الْمُؤْذِي مِنْ أقرب مكان إليه. والله أعلم.

فَصْلٌ

وَالْقَيْءُ يُنَقِّي الْمَعِدَةَ وَيُقَوِّيهَا، وَيُحِدُّ الْبَصَرَ، وَيُزِيلُ ثِقَلَ الرَّأْسِ، وَيَنْفَعُ قُرُوحَ الْكُلَى، وَالْمَثَانَةِ، وَالْأَمْرَاضَ الْمُزْمِنَةَ كَالْجُذَامِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَالْفَالِجِ وَالرَّعْشَةِ، وَيَنْفَعُ الْيَرَقَانَ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ الصَّحِيحُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ حِفْظِ دَوْرٍ، لِيَتَدَارَكَ الثَّانِي مَا قَصَّرَ عَنْهُ الْأَوَّلُ، وَيُنَقِّي الْفَضَلَاتِ الَّتِي انْصَبَّتْ بِسَبَبِهِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يَضُرُّ الْمَعِدَةَ، وَيَجْعَلُهَا قَابِلَةً لِلْفُضُولِ، وَيَضُرُّ بِالْأَسْنَانِ وَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ، وَرُبَّمَا

صَدَعَ عِرْقًا، وَيَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَهُ مَنْ بِهِ وَرَمٌ فِي الْحَلْقِ، أَوْ ضَعْفٌ فِي الصَّدْرِ، أَوْ دَقِيقُ الرَّقَبَةِ، أَوْ مُسْتَعِدٌّ لِنَفْثِ الدَّمِ، أَوْ عُسْرِ الْإِجَابَةِ لَهُ.

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِمَّنْ يُسِيءُ التَّدْبِيرَ، وَهُوَ أَنْ يمتلىء مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ يَقْذِفُهُ، فَفِيهِ آفَاتٌ عَدِيدَةٌ، مِنْهَا: أَنَّهُ يُعَجِّلُ الْهَرَمَ، وَيُوقِعُ فِي أَمْرَاضٍ رَدِيئَةٍ، وَيَجْعَلُ الْقَيْءَ لَهُ عَادَةً. وَالْقَيْءُ مَعَ الْيُبُوسَةِ، وَضَعْفِ الْأَحْشَاءِ، وَهُزَالِ الْمَرَاقِّ «1» . أَوْ ضَعْفِ الْمُسْتَقِيءِ خَطَرٌ.

وَأَحْمَدُ أَوْقَاتِهِ الصَّيْفُ وَالرَّبِيعُ دُونَ الشِّتَاءِ وَالْخَرِيفِ، وَيَنْبَغِي عِنْدَ الْقَيْءِ أَنْ يَعْصِبَ الْعَيْنَيْنِ، وَيَقْمِطَ الْبَطْنَ، وَيَغْسِلَ الْوَجْهَ بِمَاءٍ بَارِدٍ عِنْدَ الْفَرَاغِ، وَأَنْ يَشْرَبَ عَقِيبَهُ شَرَابَ التِّفَّاحِ مَعَ يَسِيرٍ مِنْ مُصْطَكَى، وَمَاءُ الْوَرْدِ يَنْفَعُهُ نفعا بينا.

وَالْقَيْءُ يُسْتَفْرَغُ مِنْ أَعْلَى الْمَعِدَةِ، وَيُجْذَبُ مِنْ أَسْفَلَ، وَالْإِسْهَالُ بِالْعَكْسِ، قَالَ أبقراط: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاسْتِفْرَاغُ فِي الصَّيْفِ مِنْ فَوْقَ أَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِفْرَاغِ بِالدَّوَاءِ، وَفِي الشِّتَاءِ مِنْ أَسْفَلَ.

---

(1) مراق البطن البطن: بفتح الميم وتشديد القاف: مارق منه ولان، ولا واحد له

কখনও (শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে), আবার কখনও মাথায় এবং কখনও তাঁর পায়ের উপরিভাগে; তিনি নিকটতম স্থান থেকে ক্ষতিকারক রক্ত নির্গত করতেন। আর আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ

বমি পাকস্থলীকে পরিচ্ছন্ন ও শক্তিশালী করে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং মাথার ভারমুক্ত করে। এটি বৃক্ক (কিডনি) ও মূত্রাশয়ের ক্ষত এবং কুষ্ঠ, উদরী (শোথ), পক্ষাঘাত ও কম্পনের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে উপকার দেয়। এছাড়া এটি জন্ডিস নিরাময়েও কার্যকর।

একজন সুস্থ ব্যক্তির জন্য উচিত মাসে পর পর দু'দিন এটি করা, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান রক্ষা না করে; যাতে প্রথম বারের অসম্পূর্ণতা দ্বিতীয় বার পূর্ণ হয় এবং এর ফলে সঞ্চিত বর্জ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে এর আধিক্য পাকস্থলীর ক্ষতি করে, একে অপদ্রব্য গ্রহণের উপযোগী করে তোলে এবং দাঁত, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির ক্ষতি করে। কখনও এটি শিরা ফেটে যাওয়ার

কারণ হতে পারে। যাদের গলায় ফোলা বা প্রদাহ, বক্ষে দুর্বলতা, ঘাড় সরু, রক্তবমির প্রবণতা রয়েছে অথবা যাদের জন্য বমি করা কষ্টসাধ্য, তাদের এটি পরিহার করা আবশ্যক।
আর যারা অব্যবস্থাপনার পরিচয় দিয়ে উদরপূর্তি করে আহার করে এবং পরে তা বমি করে ফেলে দেয়, এতে অনেক অপকারিতা রয়েছে। যেমন: এটি অকাল বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে, মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত করে এবং বমি করাকে অভ্যাসে পরিণত করে। শরীরের শুষ্কতা, নাড়িভুঁড়ির দুর্বলতা, তলপেটের পাতলা হওয়া (১) অথবা বমিকারীর শারীরিক দুর্বলতা থাকা অবস্থায় বমি করা বিপদজনক।
এর জন্য সর্বোত্তম সময় হলো গ্রীষ্ম ও বসন্তকাল, শীত ও শরৎকাল নয়। বমি করার সময় চোখ দুটি বেঁধে নেওয়া এবং পেট চেপে ধরা উচিত। বমি শেষ হলে মুখমণ্ডল ঠান্ডা পানি দিয়ে ধোয়া উচিত এবং এরপর সামান্য মাসতাকি (এক প্রকার সুগন্ধি আঠা) মিশ্রিত আপেলের শরবত পান করা উচিত। গোলাপ জলও এক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী।
বমি পাকস্থলীর উপরিভাগ থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন করে এবং নিচের দিক থেকে টেনে আনে, আর বিরেচন (জোলাপ) এর বিপরীত কাজ করে। হিপোক্রেটিস বলেছেন: গ্রীষ্মকালে ওষুধের মাধ্যমে পেট পরিষ্কার করার চেয়ে বমি করানো অধিকতর শ্রেয়, আর শীতকালে নিচ দিয়ে (বিরেচনের মাধ্যমে) পেট পরিষ্কার করা উত্তম।

(১) মারাাকুল বাতন: পেটের কোমল ও পাতলা অংশ, এর কোনো একবচন নেই।

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِرْشَادِ إِلَى مُعَالَجَةِ أَحْذَقِ الطَّبِيبَيْنِ
ذَكَرَ مالك فِي «مُوَطَّئِهِ» : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابَهُ جُرْحٌ، فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ، وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارَ،

فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: «أَيُّكُمَا أَطَبُّ» ؟ فَقَالَ: أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ» «1» .

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَنْبَغِي الِاسْتِعَانَةُ فِي كُلِّ عِلْمٍ وَصِنَاعَةٍ بِأَحْذَقِ مَنْ فِيهَا فَالْأَحْذَقِ، فَإِنَّهُ إِلَى الْإِصَابَةِ أَقْرَبُ.

وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَفْتِي أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ بِالْأَعْلَمِ فَالْأَعْلَمِ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِصَابَةً مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ.

وَكَذَلِكَ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ أَعْلَمَ مَنْ يَجِدُهُ، وَعَلَى هَذَا فَطَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِنَّمَا سُكُونُ نَفْسِهِ، وَطُمَأْنِينَتُهُ إِلَى أَحْذَقِ الدَّلِيلَيْنِ وَأَخْبَرِهِمَا، وَلَهُ يَقْصِدُ، وَعَلَيْهِ يَعْتَمِدُ، فَقَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى هَذَا الشَّرِيعَةُ وَالْفِطْرَةُ وَالْعَقْلُ.

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ» ، قَدْ جَاءَ مِثْلُهُ عَنْهُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هلال بن يساف، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: «أَرْسِلُوا إِلَى طَبِيبٍ» ، فَقَالَ قَائِلٌ: وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ وَغَيْرُهُ.

وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى «أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ» ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْزَالُهُ إِعْلَامُ الْعِبَادِ بِهِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِعُمُومِ الْإِنْزَالِ لِكُلِّ دَاءٍ وَدَوَائِهِ، وَأَكْثَرُ الْخَلْقِ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ: «عَلِمَهُ مَنْ علمه، وجهله من جهله» .

---

(1) أخرجه مالك في الموطأ

ইমাম মালিক তাঁর ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থে জায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এক ব্যক্তি জখমপ্রাপ্ত হন এবং সেই জখমে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ওই ব্যক্তি বনু আনমার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে ডাকলেন। তাঁরা তাকে পরীক্ষা করলেন। বর্ণনাকারী ধারণা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের দুইজনকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমাদের মধ্যে কে অধিক দক্ষ চিকিৎসক?” তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, “হে আল্লাহর রাসুল! চিকিৎসায় কি কোনো কল্যাণ আছে?” তিনি বললেন: “যিনি রোগ পাঠিয়েছেন, তিনিই ওষুধ পাঠিয়েছেন।”

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি জ্ঞান ও শিল্পকলায় সেই ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া উচিত যে তাতে সবচেয়ে বেশি দক্ষ; তারপর যে তার পরবর্তী স্তরের দক্ষ। কারণ দক্ষ ব্যক্তি নির্ভুল সিদ্ধান্তের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকেন।

অনুরূপভাবে, কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসাকারীর (মুস্তাফতি) উচিত তার ওপর আপতিত সমস্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য নেওয়া, তারপর যিনি তার পরবর্তী স্তরের। কারণ তিনি তুলনামূলক কম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী।

ঠিক তেমনিভাবে যার কাছে কিবলার দিক অস্পষ্ট হয়ে যায়, সে তার কাছে পাওয়া অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তিকে অনুসরণ করবে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এই স্বভাবজাত প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপরই সৃষ্টি করেছেন। যেমন স্থলপথ ও জলপথের যাত্রী কেবল তখনই মনে প্রশান্তি ও নির্ভরতা পায় যখন সে দুইজন পথপ্রদর্শকের মধ্যে অধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করে। শরিয়ত, মানুষের প্রকৃতি এবং বিবেক এই বিষয়ে একমত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: “যিনি রোগ পাঠিয়েছেন, তিনিই ওষুধ পাঠিয়েছেন”, এই মর্মে তাঁর থেকে আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো আমর ইবনে দিনার হিলাল ইবনে ইয়াসাফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন: “একজন চিকিৎসক ডেকে পাঠাও।” তখন কেউ একজন জিজ্ঞেস করল: “হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও কি এমনটি বলছেন?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার জন্য তিনি ওষুধ অবতীর্ণ করেননি।”

বুখারি ও মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত মারফু হাদিসে এসেছে: “আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার আরোগ্য (শিফা) তিনি প্রদান করেননি।” এই হাদিসটি ও এর অনুরূপ অন্যান্য হাদিস ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

‘রোগ ও ওষুধ অবতীর্ণ করা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। একদল আলেম বলেন, এর অর্থ হলো বান্দাদের এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা। তবে এই ব্যাখ্যা জোরালো নয়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি রোগ ও ওষুধের সাধারণ অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, অথচ অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। এই কারণেই তিনি বলেছেন: “যে জানার সে তা জেনেছে, আর যে না জানার সে তা জানে না।”

(১) ইমাম মালিক এটি মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 100)الطب النبوي لابن القيم

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْزَالُهُمَا: خَلْقُهُمَا وَوَضْعُهُمَا فِي الْأَرْضِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً» ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَلَفْظَةُ الْإِنْزَالِ أَخَصُّ مِنْ لَفْظَةِ الْخَلْقِ وَالْوَضْعِ، فَلَا يَنْبَغِي إِسْقَاطُ خُصُوصِيَّةِ اللَّفْظَةِ بِلَا مُوجِبٍ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْزَالُهُمَا بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِمُبَاشَرَةِ الْخَلْقِ مِنْ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مُوَكَّلَةٌ بِأَمْرِ هَذَا الْعَالَمِ، وَأَمْرِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ مِنْ حِينِ سُقُوطِهِ فِي رَحِمِ أُمِّهِ إِلَى حِينِ مَوْتِهِ، فَإِنْزَالُ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، وَهَذَا أَقْرَبُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ قَبْلَهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّ عَامَّةَ الْأَدْوَاءِ وَالْأَدْوِيَةِ هِيَ بِوَاسِطَةِ إِنْزَالِ الْغَيْثِ مِنَ السَّمَاءِ الَّذِي تَتَوَلَّدُ بِهِ الْأَغْذِيَةُ، وَالْأَقْوَاتُ، وَالْأَدْوِيَةُ، وَالْأَدْوَاءُ، وَآلَاتُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَسْبَابُهُ وَمُكَمِّلَاتُهُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْمَعَادِنِ الْعُلْوِيَّةِ، فَهِيَ تَنْزِلُ مِنَ الْجِبَالِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْأَوْدِيَةِ

وَالْأَنْهَارِ وَالثِّمَارِ، فَدَاخِلٌ فِي اللَّفْظِ عَلَى طَرِيقِ التَّغْلِيبِ وَالِاكْتِفَاءِ عَنِ الْفِعْلَيْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ يَتَضَمَّنُهُمَا، وَهُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، بَلْ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا ... حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا

[1] وَقَوْلِ الْآخَرِ:

وَرَأَيْتُ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا ... مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا

[2] وَقَوْلِ الْآخَرِ:

إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا ... وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا

[3] وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قَبْلَهُ مِنَ الْوُجُوهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذَا من تمام حكمة الرب عزوجل، وَتَمَامِ رُبُوبِيَّتِهِ، فَإِنَّهُ كَمَا ابْتَلَى عِبَادَهُ بِالْأَدْوَاءِ، أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بِمَا يَسَّرَهُ لَهُمْ مِنَ الْأَدْوِيَةِ، وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ بِالذُّنُوبِ أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بِالتَّوْبَةِ، وَالْحَسَنَاتِ الماحية والمصائب المفكرة، وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ بِالْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بِجُنْدٍ مِنَ الْأَرْوَاحِ الطَّيِّبَةِ، وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ. وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ بِالشَّهَوَاتِ أَعَانَهُمْ عَلَى قَضَائِهَا بِمَا يَسَّرَهُ لَهُمْ شَرْعًا وَقَدَرًا مِنَ الْمُشْتَهَيَاتِ اللَّذِيذَةِ النَّافِعَةِ، فَمَا ابْتَلَاهُمْ سُبْحَانَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُمْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ

একদল আলিম বলেছেন: এই দুটির (রোগ ও ঔষধের) অবতীর্ণ করা মানে হলো সেগুলোকে সৃষ্টি করা এবং পৃথিবীতে স্থাপন করা; যেমনটি অপর একটি হাদীসে এসেছে: «নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার জন্য তিনি ঔষধ নির্ধারণ করেননি (স্থাপন করেননি)»। আর এই ব্যাখ্যাটি যদিও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর নিকটবর্তী, তথাপি 'অবতরণ' (ইনজাল) শব্দটি 'সৃষ্টি' ও 'স্থাপন' শব্দ দুটির চেয়েও বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। সুতরাং কোনো সংগত কারণ ছাড়াই শব্দের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

অন্য একদল বলেছেন: রোগ, ঔষধ ও অন্যান্য বিষয় সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের মাধ্যমেই এই অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি সম্পন্ন হয়। কেননা ফেরেশতাগণ এই জগতের ব্যবস্থাপনা এবং মানবজাতি মাতৃগর্ভে আসার মুহূর্ত থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের যাবতীয় বিষয়ের তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। সুতরাং রোগ ও ঔষধের অবতরণ

ফেরেশতাদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে; আর এই অভিমতটি পূর্ববর্তী দুই ব্যাখ্যার চেয়েও অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

আরেকটি দল বলেছে: অধিকাংশ রোগ ও ঔষধ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমেই কার্যকর হয়, যার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য, জীবনোপকরণ, ঔষধ, রোগব্যাধি এবং এ সবকিছুর সরঞ্জাম, উপকরণ ও পরিপূরকসমূহ উৎপন্ন হয়। আর এর মধ্যে যে সকল খনিজ উপাদান রয়েছে সেগুলো পাহাড় থেকে নেমে আসে; এবং যা কিছু উপত্যকা, নদী ও ফলমূলের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো মূলত 'তাগলীব' (শব্দগত প্রাধান্যদান) পদ্ধতিতে এবং একটি ক্রিয়া দ্বারা দুটি কাজকে বুঝানোর নিয়ম অনুযায়ী 'অবতরণ' শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা আরবি ভাষা এবং অন্যান্য জাতির ভাষাতেও একটি সুপরিচিত রীতি। যেমন জনৈক কবির উক্তি:

আমি তাকে খড় এবং শীতল পানি খাইয়েছিলাম (অর্থাৎ পানি পান করিয়েছিলাম) … যার ফলে তার চোখ দুটি থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল

[১] অন্য এক কবির উক্তি:

আমি তোমার স্বামীকে দেখলাম যে সে প্রাতঃকালে বের হয়েছে … একটি তলোয়ার ও একটি বল্লম ধারণ করে (তলোয়ার ঝুলিয়ে এবং বল্লম হাতে নিয়ে)

[২] জনৈক কবির উক্তি:

যখন সুন্দরী রমণীরা কোনো একদিন আত্মপ্রকাশ করে … এবং তারা তাদের ভ্রু ও চোখদ্বয়কে সুসজ্জিত করে (ভ্রু পরিপাটি করে এবং চোখে সুরমা লাগায়)

[৩] আর এই ব্যাখ্যাটি পূর্ববর্তী সকল ব্যাখ্যার চেয়েও চমৎকার; আল্লাহ-ই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আর এটি মহান রবের প্রজ্ঞার পূর্ণতা এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব)-এর পূর্ণতার অংশ। কেননা তিনি যেভাবে তাঁর বান্দাদের রোগব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন, তেমনিভাবে তাদের জন্য সহজলভ্য ঔষধের মাধ্যমে তাদের সাহায্যও করেন। তিনি যেভাবে তাদের পাপের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, তেমনিভাবে তওবা, পাপমোচনকারী নেক আমল এবং গুনাহ মোচনকারী বিপদ-আপদ দিয়ে তাদের সাহায্য করেন। তিনি যেভাবে তাদের শয়তানদের ন্যায় মন্দ আত্মা দিয়ে পরীক্ষা করেন, তেমনিভাবে তাদের ফেরেশতাদের ন্যায় পবিত্র আত্মার বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। আর তিনি যেভাবে তাদের কুপ্রবৃত্তি দিয়ে পরীক্ষা করেন, তেমনিভাবে শরিয়ত ও তাকদিরগতভাবে তাদের জন্য নির্ধারিত সুস্বাদু ও উপকারী বৈধ কাম্য বস্তুসমূহের মাধ্যমে সেই চাহিদা পূরণে তাদের সাহায্য করেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তাদের যে বিষয়েই পরীক্ষা

করেন, তার বিপরীতে এমন কিছু দান করেন যা দিয়ে তারা সেই পরীক্ষায় সাহায্য লাভ করতে পারে।

الْبَلَاءِ، وَيَدْفَعُونَهُ بِهِ، وَيَبْقَى التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ بِذَلِكَ، وَالْعِلْمِ بِطَرِيقِ حُصُولِهِ وَالتَّوَصُّلِ إِلَيْهِ، وبالله المستعان.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَضْمِينِ مَنْ طَبَّ النَّاسَ، وَهُوَ جَاهِلٌ بِالطِّبِّ
رَوَى أبو داود، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ الطِّبُّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ» «1»
هَذَا الْحَدِيثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ: أَمْرٌ لُغَوِيٌّ، وَأَمْرٌ فِقْهِيٌّ، وَأَمْرٌ طِبِّيٌّ.
فَأَمَّا اللُّغَوِيُّ: فَالطِّبُّ بِكَسْرِ الطَّاءِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، يُقَالُ: عَلَى مَعَانٍ. مِنْهَا الْإِصْلَاحُ، يُقَالُ: طَبَّبْتُهُ: إِذَا أَصْلَحْتَهُ. وَيُقَالُ: لَهُ طِبٌّ بِالْأُمُورِ. أَيْ: لُطْفٌ وَسِيَاسَةٌ. قَالَ الشَّاعِرُ:
وَإِذَا تَغَيَّرَ مِنْ تَمِيمٍ أَمْرُهَا ... كُنْتَ الطَّبِيبَ لَهَا بِرَأْيِ ثَاقِبِ.
وَمِنْهَا: الْحِذْقُ. قَالَ الجوهري: كُلُّ حَاذِقٍ طَبِيبٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، قَالَ أبو عبيد: أَصْلُ الطِّبِّ: الْحِذْقُ بِالْأَشْيَاءِ وَالْمَهَارَةُ بِهَا. يُقَالُ لِلرَّجُلِ: طِبٌّ وَطَبِيبٌ:
إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عِلَاجِ الْمَرِيضِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: رَجُلٌ طَبِيبٌ: أَيْ حَاذِقٌ، سُمِّيَ طَبِيبًا لِحِذْقِهِ وَفِطْنَتِهِ. قَالَ علقمة:
فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي ... خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ
إِذَا شَابَ رَأْسُ الْمَرْءِ أَوْ قَلَّ مَالُهُ ... فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وُدِّهِنَّ نَصِيبُ

وَقَالَ عنترة:

إِنْ تُغْدِ فِي دُونِي الْقِنَاعَ فَإِنَّنِي ... طِبٌّ بِأَخذ الفارس المستلئم

---

(1) أخرجه أبو داود والنسائي متصلا ومنقطعا، وابن ماجه في الديات، والحاكم في الطب

বিপদের (বা ব্যাধির), এবং তারা এর মাধ্যমে তা প্রতিহত করে। এ বিষয়ে জ্ঞান এবং তা অর্জনের ও সেখানে পৌঁছানোর পন্থার ব্যাপারে তাদের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

অনুচ্ছেদ: চিকিৎসাশাস্ত্রে অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক মানুষের চিকিৎসা করা এবং তার দায়বদ্ধতা (ক্ষয়ক্ষতি পূরণ) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশনা
আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ আমর ইবনে শুআইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি চিকিৎসা প্রদান করে অথচ ইতিপূর্বে তার চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা থাকার বিষয়টি জানা ছিল না, তবে সে (ক্ষয়ক্ষতির জন্য) দায়ী থাকবে।" (১)
এই হাদিসটি তিনটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট: ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়, ফিকহি (আইনগত) বিষয় এবং চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বিষয়।
ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রে: আরবি ভাষায় 'ত্বিব' (ত্বা বর্ণে কাসরা সহ) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে একটি হলো সংস্কার বা সংশোধন (ইসলাহ)। বলা হয়ে থাকে: 'আমি একে সংস্কার করেছি' (ত্বাব্বাবতুহু), যখন আপনি একে ত্রুটিমুক্ত করেন। আরও বলা হয়: 'বিষয়ের প্রতি তার নিপুণতা (ত্বিব) রয়েছে', অর্থাৎ তার বিশেষ দক্ষতা ও বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা রয়েছে। কবি বলেছেন:
আর যখন তামীম গোত্রের বিষয়াদি বিপর্যস্ত হয় ... তখন আপনি আপনার সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা তাদের জন্য সুদক্ষ পথপ্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত হন।
এর অন্য একটি অর্থ হলো: দক্ষতা বা পারদর্শিতা (হিযক)। জাওহারী বলেছেন: আরবদের নিকট প্রত্যেক দক্ষ ব্যক্তিই 'তাবীব' (চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ)। আবু উবাইদ বলেন: 'ত্বিব'-এর

মূল ভিত্তি হলো কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা ও নিপুণতা। কোনো ব্যক্তিকে 'ত্বিব' বা 'তাবীব' বলা হয়:
যখন সে এরূপ দক্ষ হয়, যদিও তা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্র ছাড়াও অন্য কোনো বিষয়ে হয়ে থাকে। অন্য একজন বলেছেন: 'তাবীব' ব্যক্তি অর্থাৎ অতি দক্ষ ব্যক্তি। তার দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণেই তাকে 'তাবীব' নামকরণ করা হয়েছে। আলকামা বলেছেন:
যদি তোমরা আমাকে নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো, তবে নিশ্চয়ই আমি তাদের ব্যাধি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ ...
যখন কোনো ব্যক্তির চুল পেকে যায় কিংবা তার ধন-সম্পদ কমে যায় ... তখন তাদের হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসার আর কোনো অংশ থাকে না।
আনতারা বলেছেন:
যদি তুমি আমার সম্মুখে পর্দা ঝুলিয়ে দাও, তবে নিশ্চয়ই আমি ... বর্ম পরিহিত যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করতে অত্যন্ত পারদর্শী।

---

(১) এটি আবু দাউদ ও নাসাঈ মুত্তাসিল (নিরবচ্ছিন্ন) ও মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) উভয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাজাহ এটি 'দিয়াত' (রক্তপণ) অধ্যায়ে এবং হাকেম এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

أَيْ: إِنْ تُرْخِي عَنِّي قِنَاعَكِ، وَتَسْتُرِي وَجْهَكِ رَغْبَةً عَنِّي، فَإِنِّي خَبِيرٌ حَاذِقٌ بِأَخْذِ الْفَارِسِ الَّذِي قَدْ لَبِسَ لَأْمَةَ حَرْبِهِ.
وَمِنْهَا: الْعَادَةُ، يُقَالُ: لَيْسَ ذَاكَ بِطِبِّي، أَيْ: عَادَتِي، قَالَ فروة بن مسيك [3]
فَمَا إِنْ طِبُّنَا جُبْنٌ وَلَكِنْ ... مَنَايَانَا وَدَوْلَةُ آخَرِينَا
وَقَالَ أحمد بن الحسين المتنبي:

وَمَا التِّيهُ طِبِّي فِيهِمُ غَيْرَ أَنَّنِي ... بَغِيضٌ إِلَيَّ الْجَاهِلُ الْمُتَعَاقِلُ

وَمِنْهَا: السِّحْرُ، يُقَالُ: رَجُلٌ مَطْبُوبٌ، أَيْ: مَسْحُورٌ، وَفِي «الصَّحِيحِ» فِي حَدِيثِ عائشة لَمَّا سَحَرَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَلَسَ الْمَلَكَانِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ الْآخَرُ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟

قَالَ: فُلَانٌ الْيَهُودِيُّ.

قَالَ أبو عبيد: إِنَّمَا قَالُوا لِلْمَسْحُورِ: مَطْبُوبٌ، لِأَنَّهُمْ كَنَّوْا بِالطِّبِّ عَنِ السِّحْرِ، كَمَا كَنَّوْا عَنِ اللَّدِيغِ، فَقَالُوا: سَلِيمٌ تَفَاؤُلًا بِالسَّلَامَةِ، وَكَمَا كَنَّوْا بِالْمَفَازَةِ عَنِ الْفَلَاةِ الْمُهْلِكَةِ الَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا، فَقَالُوا: مَفَازَةٌ تَفَاؤُلًا بِالْفَوْزِ مِنَ الْهَلَاكِ.

وَيُقَالُ: الطِّبُّ لِنَفْسِ الدَّاءِ. قَالَ ابْنُ أَبِي الْأَسْلَتِ:

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ حَسَّانَ عَنِّي ... أَسِحْرٌ كَانَ طِبُّكَ أَمْ جُنُونُ

وَأَمَّا قَوْلُ الحماسي:

فَإِنْ كُنْتُ مَطْبُوبًا فَلَا زِلْتُ هَكَذَا ... وَإِنْ كُنْتُ مَسْحُورًا فلا برىء السِّحْرُ

فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالْمَطْبُوبِ الَّذِي قَدْ سُحِرَ، وَأَرَادَ بِالْمَسْحُورِ: الْعَلِيلُ بِالْمَرَضِ.

قَالَ الجوهري: وَيُقَالُ لِلْعَلِيلِ: مَسْحُورٌ. وَأَنْشَدَ الْبَيْتَ. وَمَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي قَدْ عَرَانِي مِنْكِ وَمِنْ حُبِّكِ أَسْأَلُ اللَّهَ دَوَامَهُ، وَلَا أُرِيدُ زَوَالَهُ، سَوَاءٌ كَانَ سِحْرًا أَوْ مَرَضًا.

وَالطِّبُّ: مُثَلَّثُ الطَّاءِ، فَالْمَفْتُوحُ الطَّاءِ: هُوَ الْعَالِمُ بِالْأُمُورِ، وَكَذَلِكَ

অর্থাৎ: তুমি যদি আমার থেকে তোমার নেকাব সরিয়ে নাও এবং বিরাগবশত তোমার মুখমণ্ডল আবৃত করো, তবে আমি সেই দক্ষ যোদ্ধা যে বর্ম পরিহিত অশ্বারোহীকে পাকড়াও করতে পারদর্শী।

এর (তিব্ব শব্দের) আরেকটি অর্থ হলো: অভ্যাস। বলা হয়: "এটি আমার তিব্ব (Tabbi) নয়", অর্থাৎ আমার অভ্যাস নয়। ফারওয়া ইবনে মুসাইক [৩] বলেছেন:

আমাদের অভ্যাস (তিব্বুনা) ভীরুতা নয়, বরং তা হলো আমাদের মৃত্যু এবং অন্যদের ক্ষমতার পালাবদল।

এবং আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-মুতানাব্বি বলেছেন:

তাদের প্রতি অহংকার করা আমার স্বভাব (তিব্বি) নয়, তবে আত্মম্ভরী মূর্খ আমার কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়।

এর আরেকটি অর্থ হলো: জাদু। বলা হয়: "মাকতুব" (Matbub) অর্থাৎ জাদুগ্রস্ত। 'সহীহ' গ্রন্থে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জাদু করেছিল এবং দুইজন ফেরেশতা তাঁর মাথার কাছে ও পায়ের কাছে বসেছিলেন। তখন তাদের একজন বললেন: এই লোকটির কী হয়েছে?

অন্যজন বললেন: তিনি 'মাতবুব' (জাদুগ্রস্ত)। তিনি বললেন: কে তাকে জাদু করেছে?

তিনি বললেন: অমুক ইয়াহুদী।

আবু উবাইদ বলেন: তারা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে 'মাতবুব' (চিকিৎসাপ্রাপ্ত) বলেছে কারণ তারা জাদুর পরিবর্তে রূপক হিসেবে 'তিব্ব' (চিকিৎসা) শব্দটি ব্যবহার করেছে। যেমনটি তারা দংশিত ব্যক্তিকে 'সালিম' (সুস্থ) বলে থাকে আরোগ্যের শুভকামনা হিসেবে। আবার যেমন জনমানবহীন ধ্বংসাত্মক মরুভূমিকে তারা 'মাফাযাহ' (সাফল্যের স্থান) বলে থাকে ধ্বংস থেকে বেঁচে ফেরার শুভাশিস স্বরূপ।

তিব্ব শব্দটি স্বয়ং রোগের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবনু আবিল আসলাত বলেছেন:

কে হাসসানের কাছে আমার এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে—তোমার রোগটি (তিব্বুকা) কি জাদু ছিল নাকি উন্মাদনা?

আর হামাসার কবির উক্তি:

আমি যদি জাদুগ্রস্ত (মাতবুব) হয়ে থাকি তবে যেন এমনই থাকি, আর যদি রুগ্ন (মাসহুর) হয়ে থাকি তবে যেন সেই জাদু বা ব্যাধি থেকে মুক্তি না পাই।

এখানে তিনি 'মাতবুব' দ্বারা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন এবং 'মাসহুর' দ্বারা রোগে আক্রান্ত রুগ্ন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন।

জাওহারী বলেন: রুগ্ন ব্যক্তিকে 'মাসহুর' বলা হয়। অতঃপর তিনি এই কাব্য পংক্তিটি পাঠ করেন। এর অর্থ হলো: তোমার পক্ষ থেকে এবং তোমার ভালোবাসার কারণে আমার যা কিছু ঘটেছে, আমি আল্লাহর কাছে তার স্থায়িত্ব কামনা করি এবং আমি তা দূর হোক তা চাই না, তা জাদু হোক কিংবা রোগ।

'তিব্ব' (Tibb) শব্দটি 'ত' (Ta) অক্ষরের তিনটি স্বরচিহ্ন দিয়েই পড়া যায়। 'ত' অক্ষরে জবর দিয়ে (তাব্ব) অর্থ হলো বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি, এবং অনুরূপভাবে...

الطَّبِيبُ يُقَالُ لَهُ: طَبٌّ أَيْضًا. وَالطِّبُّ: بِكَسْرِ الطَّاءِ: فِعْلُ الطَّبِيبِ، وَالطُّبُّ بِضَمِّ الطَّاءِ: اسْمُ مَوْضِعٍ، قَالَهُ ابن السيد، وَأَنْشَدَ:

فَقُلْتُ هَلِ انْهَلْتُمُ بِطُبِّ رِكَابِكُمُ ... بِجَائِزَةِ الْمَاءِ الَّتِي طَابَ طِينُهَا

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَبَّبَ» ، وَلَمْ يَقُلْ: مَنْ طَبَّ، لِأَنَّ لَفْظَ التَّفَعُّلِ يَدُلُّ عَلَى تَكَلُّفِ الشَّيْءِ وَالدُّخُولِ فِيهِ بِعُسْرٍ وَكُلْفَةٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، كَتَحَلَّمَ وَتَشَجَّعَ وَتَصَبَّرَ وَنَظَائِرِهَا، وَكَذَلِكَ بَنَوْا تَكَلَّفَ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَقَيْسُ عَيْلَانَ وَمَنْ تَقَيَّسَا

وَأَمَّا الْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ، فَإِيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ، فَإِذَا تَعَاطَى عِلْمَ الطِّبِّ وَعَمَلَهُ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ بِهِ مَعْرِفَةٌ، فَقَدْ هَجَمَ بِجَهْلِهِ عَلَى إِتْلَافِ الْأَنْفُسِ، وَأَقْدَمَ بِالتَّهَوُّرِ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْهُ، فَيَكُونُ قَدْ غَرَّرَ بِالْعَلِيلِ، فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لِذَلِكَ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ العلم.

وقال الخطابي: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُعَالِجَ إِذَا تَعَدَّى، فَتَلِفَ الْمَرِيضُ كَانَ ضَامِنًا، وَالْمُتَعَاطِي عِلْمًا أَوْ عَمَلًا لَا يَعْرِفُهُ مُتَعَدٍّ، فَإِذَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ التَّلَفُ ضَمِنَ الدِّيَةَ، وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَبِدُّ بِذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِ الْمَرِيضِ وَجِنَايَةُ الْمُتَطَبِّبِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الفقهاء على عاقلته.

قُلْتُ: الْأَقْسَامُ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ، فَتَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَمِنْ جِهَةِ مَنْ يَطِبُّهُ تَلَفُ الْعُضْوِ أَوِ النَّفْسِ، أَوْ ذَهَابُ صِفَةٍ، فَهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، فَإِنَّهَا سِرَايَةُ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَهَذَا كَمَا إِذَا خَتَنَ الصَّبِيَّ فِي وَقْتٍ، وَسِنُّهُ قَابِلٌ لِلْخِتَانِ، وَأَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، فَتَلِفَ الْعُضْوُ أَوِ الصَّبِيُّ، لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَلِكَ إِذَا بَطَّ مِنْ عَاقِلٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا يَنْبَغِي بَطُّهُ فِي وَقْتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي فَتَلِفَ بِهِ، لَمْ يَضْمَنْ، وَهَكَذَا سِرَايَةُ كُلِّ مَأْذُونٍ فِيهِ لَمْ يَتَعَدَّ الْفَاعِلُ فِي سَبَبِهَا،

كَسِرَايَةِ الْحَدِّ بِالِاتِّفَاقِ. وَسِرَايَةُ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها، وسراية التعزيز، وَضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَالْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ، وَالْمُسْتَأْجِرِ الدَّابَّةَ، خِلَافًا لأبي حنيفة وَالشَّافِعِيِّ فِي إِيجَابِهِمَا الضَّمَانَ فِي ذَلِكَ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ ضَرْبَ الدَّابَّةِ.

চিকিৎসককে (তাবীব) ‘তব্ব’ও বলা হয়। আর ‘তিব্ব’ (ত-এর নিচে কাসরা বা জের দিয়ে) হলো চিকিৎসকের কাজ বা চিকিৎসা পদ্ধতি। অন্যদিকে ‘তুব্ব’ (ত-এর ওপর দম্মা বা পেশ দিয়ে) হলো একটি স্থানের নাম; ইবনুস সাইয়িদ এটি উল্লেখ করেছেন এবং একটি কাব্য উদ্ধৃত করেছেন:

আমি বললাম, তোমরা কি তোমাদের উটগুলোকে ‘তুব্ব’ নামক স্থানে পানি পান করিয়েছো...
পানির সেই স্রোতধারা দিয়ে যার কাদা ছিল মনোরম।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি চিকিৎসার ভান করল (মান তাতব্বাবা)"; তিনি "যে চিকিৎসা করল (মান তব্বা)" বলেননি। কারণ ‘তাফাউল’ (ততব্বাবা) শব্দটি কোনো কাজ কষ্ট করে করার এবং কোনো বিষয়ে জোরপূর্বক প্রবেশের অর্থ প্রকাশ করে যখন ব্যক্তি আসলে সেই বিষয়ের যোগ্য নয়। যেমন: ধৈর্য ধারণের ভান করা (তাহাল্লামা), সাহসিকতা দেখানো (তাশাজ্জা’আ), ধৈর্যের ভান করা (তাসব্বারা) এবং এই জাতীয় শব্দসমূহ। একইভাবে তারা ‘তাকাল্লাফা’ (কষ্টসাধ্য কাজ করা) শব্দটিকেও এই ওজনে গঠন করেছেন। কবি বলেছেন:

এবং কায়স আয়লান এবং যারা কায়স গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করে।

আর শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে কথা হলো, মূর্খ চিকিৎসকের ওপর ক্ষতিপূরণ (জামান) আবশ্যক করা। যখন সে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান ও তার প্রয়োগের দাবি করে অথচ এর পূর্বে তার কোনো অর্জিত জ্ঞান ছিল না, তখন সে তার মূর্খতার কারণে মানুষের জীবন বিনাশের ঝুঁকিতে লিপ্ত হলো এবং হঠকারিতার সাথে এমন কাজে হাত দিল যা সে জানত না। ফলে সে রোগীকে প্রতারিত করল এবং এর কারণে তার ওপর ক্ষতিপূরণ প্রদান আবশ্যক হবে। এ বিষয়ে আলেমগণের ঐকমত্য (ইজমা) রয়েছে।

খাত্তাবি বলেন: আমি এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত জানি না যে, চিকিৎসক যদি সীমা লঙ্ঘন করে এবং তার ফলে রোগী মারা যায়, তবে সে দায়ী (জামিন) হবে। আর যে ব্যক্তি এমন কোনো জ্ঞান বা কাজের চর্চা করে যা সে জানে না, সে হলো সীমা লঙ্ঘনকারী। সুতরাং তার কাজের

ফলে যদি কারো মৃত্যু ঘটে, তবে তাকে রক্তপণ (দিয়ত) দিতে হবে; কিন্তু তার ওপর থেকে মৃত্যুদণ্ড বা প্রতিশোধমূলক সাজা (কাওয়াদ) রহিত হবে। কারণ সে রোগীর অনুমতি ব্যতীত এই কাজ করেনি। অধিকাংশ ফকিহগণের মতে, হাতুড়ে চিকিৎসকের কৃত অপরাধের দায়ভার তার নিকটাত্মীয়দের (আকিলাহ) ওপর বর্তাবে।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এক্ষেত্রে ৫টি ভাগ রয়েছে: প্রথমত: একজন দক্ষ চিকিৎসক যিনি চিকিৎসার সঠিক নিয়ম অনুসরণ করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি হয়নি; এমতাবস্থায় শরিয়ত এবং রোগীর পক্ষ থেকে অনুমোদিত তার সুচিকিৎসার ফলে যদি কোনো অঙ্গহানি বা মৃত্যু ঘটে, অথবা কোনো সক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতভাবে তার ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা এটি অনুমোদিত কাজের অবধারিত ফলাফল (সিরায়াত)। এটি ঠিক তেমনই যেমন কোনো শিশুকে উপযুক্ত বয়সে ও সঠিক সময়ে খতনা করানো হলো এবং চিকিৎসক তার পেশাদারিত্বের পূর্ণ পরিচয় দিলেন, কিন্তু এরপরও তার কোনো অঙ্গহানি হলো বা শিশুটি মারা গেল, তবে চিকিৎসক দায়ী হবেন না। তেমনিভাবে যখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বা অন্য কারো কোনো ফোঁড়া বা জখম যথাসময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে অপারেশন করা হলো এবং তাতে তার মৃত্যু হলো, তবে চিকিৎসক দায়ী হবেন না। একইভাবে প্রতিটি অনুমোদিত কাজের পরিণতির ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য যেখানে কাজ সম্পাদনকারী কোনো সীমা লঙ্ঘন করেননি। যেমন সর্বসম্মতিক্রমে হদ (নির্ধারিত সাজা) কার্যকর করার পরিণতি। অধিকাংশ আলেমের মতে কিসাস (প্রতিশোধমূলক সাজা) কার্যকর করার ফলাফলও অনুরূপ; যদিও ইমাম আবু হানিফা এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক মনে করে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তেমনিভাবে সতর্কতামূলক সাজা (তাজির), স্বামীর স্ত্রীকে শাসনমূলক প্রহার করা, শিক্ষকের ছাত্রকে প্রহার করা এবং ভাড়াটিয়ার পশুকে প্রহার করার ফলাফলও এর অন্তর্ভুক্ত; তবে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফিয়ী এই ক্ষেত্রগুলোতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তবে ইমাম শাফিয়ী পশুকে প্রহার করার বিষয়টিকে ব্যতিক্রম হিসেবে রেখেছেন।

وَقَاعِدَةُ الْبَابِ إِجْمَاعًا وَنِزَاعًا: أَنَّ سِرَايَةَ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَسِرَايَةُ الْوَاجِبِ مُهْدَرَةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَمَا بَيْنَهُمَا فَفِيهِ النِّزَاعُ. فأبو حنيفة أَوْجَبَ ضَمَانَهُ مُطْلَقًا، وأحمد ومالك أَهْدَرَا ضَمَانَهُ، وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمُقَدَّرِ، فَأَهْدَرَ ضَمَانَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ فَأَوْجَبَ ضَمَانَهُ. فأبو حنيفة نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْفِعْلِ إِنَّمَا وَقَعَ مَشْرُوطًا بِالسَّلَامَةِ، وأحمد ومالك نَظَرَا إِلَى أَنَّ الْإِذْنَ أَسْقَطَ الضَّمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْمُقَدَّرَ لَا يُمْكِنُ النُّقْصَانُ مِنْهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُقَدَّرِ كَالتَّعْزِيرَاتِ، وَالتَّأْدِيبَاتِ، فَاجْتِهَادِيَّةٌ، فَإِذَا تَلِفَ بها، ضمن، لأنه في مظنّة العدوان.

فصل

القسم الثاني: متطبّب جَاهِلٌ بَاشَرَتْ يَدُهُ مَنْ يَطِبُّهُ، فَتَلِفَ بِهِ، فَهَذَا إِنْ عَلِمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَاهِلٌ لَا عِلْمَ لَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي طِبِّهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا تُخَالِفُ هَذِهِ الصُّورَةُ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ السِّيَاقَ وَقُوَّةَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَرَّ الْعَلِيلَ، وَأَوْهَمَهُ أَنَّهُ طَبِيبٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ ظَنَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ طَبِيبٌ، وَأَذِنَ لَهُ فِي طِبِّهِ لِأَجْلِ مَعْرِفَتِهِ، ضَمِنَ الطَّبِيبُ مَا جَنَتْ يَدُهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ وَصَفَ لَهُ دَوَاءً يَسْتَعْمِلُهُ، وَالْعَلِيلُ يَظُنُّ أَنَّهُ وَصَفَهُ لِمَعْرِفَتِهِ وَحِذْقِهِ فَتَلِفَ بِهِ، ضَمِنَهُ، وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِيهِ أو صريح.

فَصْلٌ

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: طَبِيبٌ حَاذِقٌ، أَذِنَ لَهُ، وَأَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، لَكِنَّهُ أَخْطَأَتْ يَدُهُ، وَتَعَدَّتْ إِلَى عُضْوٍ صَحِيحٍ فَأَتْلَفَهُ، مِثْلَ: أَنْ سَبَقَتْ يَدُ الْخَاتِنِ إِلَى الْكَمَرَةِ، فَهَذَا يَضْمَنُ، لِأَنَّهَا جِنَايَةُ خَطَأٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الثُّلُثَ فَمَا زَادَ، فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ، فَهَلْ تَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أحمد.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الطَّبِيبُ ذِمِّيًّا، فَفِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ، أَوْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهُ، فَهَلْ تَسْقُطُ الدِّيَةُ، أَوْ تَجِبُ فِي مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها.

এই অধ্যায়ের সর্বসম্মত এবং মতপার্থক্যমূলক মূলনীতি হলো: অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিণাম বা ব্যাপ্তি (সিরায়া) সর্বসম্মতভাবে দায়বদ্ধতার (জামানত) অন্তর্ভুক্ত, আর শরয়িভাবে আবশ্যক কার্যের পরিণাম সর্বসম্মতভাবে দায়মুক্ত (মুহদার), এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এর ক্ষতিপূরণ প্রদানকে সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইমাম মালিক এর ক্ষতিপূরণ রহিত করেছেন। ইমাম শাফিয়ি নির্ধারিত (মুকাদ্দার) দণ্ড এবং অনির্ধারিত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন; নির্ধারিত বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি ক্ষতিপূরণ রহিত করেছেন এবং অনির্ধারিত বিষয়ের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক করেছেন। ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, কোনো কাজে অনুমতি প্রদান করার বিষয়টি মূলত নিরাপত্তার শর্তের সাথে যুক্ত। ইমাম আহমাদ এবং ইমাম মালিক মনে করেন যে, অনুমতি প্রদান করার মাধ্যমেই ক্ষতিপূরণের দায় রহিত হয়ে যায়। অন্যদিকে ইমাম শাফিয়ি মনে করেন যে, নির্ধারিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়, তাই এটি অকাট্য বিধানের (নাস) স্থলাভিষিক্ত। আর অনির্ধারিত বিষয়সমূহ যেমন—তাজির (বিবেচনামূলক শাস্তি) ও শিক্ষামূলক শাসন, এগুলো গবেষণামূলক (ইজতিহাদি); তাই যদি এর মাধ্যমে কোনো প্রাণহানি বা অঙ্গহানি ঘটে, তবে তা দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ এখানে সীমালঙ্ঘনের প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় প্রকার: এমন একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যে চিকিৎসার দাবি করে এবং তার হাত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা শুরু করে, ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। এমতাবস্থায় যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অবগত থাকে যে সে অজ্ঞ এবং তার কোনো চিকিৎসাবিদ্যা জানা নেই, তবুও তাকে চিকিৎসায় অনুমতি প্রদান করে, তবে সে (তথাকথিত চিকিৎসক) দায়বদ্ধ হবে না। এই বিষয়টি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের বিরোধী নয়; কারণ প্রসঙ্গের ধারা এবং বাক্যের বাচনভঙ্গি নির্দেশ করে যে, সে রোগীকে প্রতারিত করেছে এবং নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে জাহির করেছে অথচ সে তা ছিল না। কিন্তু রোগী যদি মনে করে যে সে একজন চিকিৎসক এবং তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ওপর আস্থা রেখে চিকিৎসায় অনুমতি প্রদান করে, তবে তার হাতের মাধ্যমে কৃত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি দায়ী হবে। একইভাবে যদি সে রোগীর জন্য কোনো ওষুধের ব্যবস্থা দেয় যা রোগী ব্যবহার করে, এবং রোগী মনে করে যে সে তার জ্ঞান ও নিপুণতার কারণে এটি লিখেছে,

অতঃপর রোগী এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে সে তার জন্য দায়ী হবে। এ বিষয়টি হাদীসে স্পষ্টভাবে বা সরাসরি নির্দেশিত।

পরিচ্ছেদ

তৃতীয় প্রকার: একজন দক্ষ চিকিৎসক, যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং সে তার চিকিৎসার যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করেছে, কিন্তু অসাবধানতাবশত তার হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটি সুস্থ অঙ্গের ক্ষতি করে তা বিনাশ করে ফেলে। যেমন: খতনা প্রদানকারীর হাত লিঙ্গাগ্র (কামারা) পর্যন্ত চলে যাওয়া; এমতাবস্থায় সে দায়ী হবে, কারণ এটি ভুলবশত সংঘটিত অপরাধ (জিনায়াতুল খাতা)। অতঃপর ক্ষতির পরিমাণ যদি এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশি হয়, তবে তা তার আকিলা (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় যারা রক্তপণ পরিশোধে অংশ নেয়) এর ওপর বর্তাবে। যদি কোনো আকিলা না থাকে, তবে সেই রক্তপণ (দিয়ত) কি তার নিজস্ব সম্পদ থেকে হবে নাকি রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে? এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদের দুটি বর্ণনা বা অভিমত রয়েছে। বলা হয়েছে: যদি চিকিৎসক জিম্মি (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক) হয় তবে তা তার নিজস্ব সম্পদ থেকে দিতে হবে, আর যদি মুসলিম হয় তবে সে ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে। যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার না থাকে অথবা তার ওপর এই দায়ভার চাপানো অসম্ভব হয়, তবে কি রক্তপণ রহিত হয়ে যাবে নাকি অপরাধীর সম্পদেই তা ওয়াজিব হবে? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে যার মধ্যে প্রসিদ্ধতমটি হলো তা রহিত হয়ে যাওয়া।

(ص: 105)الطب النبوي لابن القيم

فَصْلٌ

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الطَّبِيبُ الْحَاذِقُ الْمَاهِرُ بِصَنَاعَتِهِ، اجْتَهَدَ فَوَصَفَ لِلْمَرِيضِ دَوَاءً، فَأَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ، فَقَتَلَهُ، فَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ دِيَةَ الْمَرِيضِ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا عَلَى عَاقِلَةِ الطَّبِيبِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِمَا الْإِمَامُ أحمد في خطأ الإمام والحاكم.

فَصْلٌ

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: طَبِيبٌ حَاذِقٌ، أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، فَقَطَعَ سِلْعَةً «1» مِنْ رَجُلٍ أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَجْنُونٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ إِذْنِ وَلِيِّهِ، أَوْ خَتَنَ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ فَتَلِفَ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَضْمَنُ، لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَالِغُ، أَوْ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، لَمْ يَضْمَنْ، وَيَحْتَمِلُ ألايضمن مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ، وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، فَلَا أَثَرَ لِإِذْنِ الْوَلِيِّ فِي إِسْقَاطِ الضَّمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا، فَلَا وَجْهَ لِضَمَانِهِ. فَإِنْ قُلْتَ: هُوَ مُتَعَدٍّ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ، غَيْرُ مُتَعَدٍّ عِنْدَ الْإِذْنِ، قُلْتُ: الْعُدْوَانُ وَعَدَمُهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى فِعْلِهِ هُوَ، فَلَا أَثَرَ لِلْإِذْنِ وعدمه فيه، وهذا موضع نظر.

فصل

وَالطَّبِيبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَتَنَاوَلُ مَنْ يَطِبُّ بِوَصْفِهِ وَقَوْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُخَصُّ بِاسْمِ الطَّبَائِعِيِّ، ويمروده، وَهُوَ الْكَحَّالُ، وَبِمِبْضَعِهِ وَمَرَاهِمِهِ وَهُوَ الْجَرَائِحِيُّ، وَبِمُوسَاهُ وَهُوَ الْخَاتِنُ، وَبِرِيشَتِهِ وَهُوَ الْفَاصِدُ، وَبِمَحَاجِمِهِ وَمِشْرَطِهِ وَهُوَ الْحَجَّامُ، وَبِخَلْعِهِ وَوَصْلِهِ وَرِبَاطِهِ وَهُوَ الْمُجَبِّرُ، وَبِمِكْوَاتِهِ وَنَارِهِ وَهُوَ الْكَوَّاءُ، وَبِقِرْبَتِهِ وَهُوَ الْحَاقِنُ، وَسَوَاءٌ كَانَ طِبُّهُ لِحَيَوَانٍ بَهِيمٍ، أَوْ إِنْسَانٍ، فاسم الطبيب يطلق لغة على

---

(1) السّلعة: زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت

পরিচ্ছেদ

চতুর্থ প্রকার: স্বীয় পেশায় দক্ষ ও পারদর্শী চিকিৎসক, যিনি ইজতিহাদ (গবেষণা) করে রোগীর জন্য ঔষধ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করলেন, কিন্তু স্বীয় ইজতিহাদে ভুল করার কারণে রোগীর মৃত্যু হলো। এই বিষয়টি দুটি বর্ণনার (রেওয়ায়েত) ওপর ভিত্তি করে সমাধান করা হয়: প্রথমটি হলো, রোগীর রক্তপণ (দিয়াত) বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করা হবে। দ্বিতীয়টি হলো, এটি চিকিৎসকের নিকটাত্মীয়দের (আকিলাহ) ওপর বর্তাবে। ইমাম আহমদ (র.) ইমাম ও বিচারকের ভুলের মাসআলায় এই দুটি অভিমত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

পরিচ্ছেদ

পঞ্চম প্রকার: দক্ষ চিকিৎসক, যিনি চিকিৎসার হক আদায় করেছেন, কিন্তু কোনো ব্যক্তি, শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির অনুমতি কিংবা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকেই তার কোনো মাংসপিণ্ড «১» কেটে ফেললেন, অথবা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই কোনো শিশুর খতনা করলেন এবং এর ফলে ক্ষতি সাধিত হলো। এমতাবস্থায় আমাদের সাথীরা (হাম্বলী ফকিহগণ) বলেছেন: তিনি দায়বদ্ধ (যামিন) হবেন, কারণ এটি এমন একটি অননুমোদিত কাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অনুমতি ছিল না। আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নিজে অথবা শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির অভিভাবক অনুমতি প্রদান করেন, তবে তিনি দায়বদ্ধ হবেন না। তবে একটি সম্ভাবনা এমনও রয়েছে যে, তিনি কোনোভাবেই দায়বদ্ধ হবেন না, কারণ তিনি একজন কল্যাণকামী (মুহসিন), আর সজ্জনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের পথ নেই। তদুপরি, তিনি যদি সীমালঙ্ঘনকারী হন, তবে দায়মুক্তির ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতির কোনো প্রভাব নেই; আর যদি তিনি সীমালঙ্ঘনকারী না হন, তবে তাকে দায়বদ্ধ করার কোনো যুক্তি নেই। আপনি যদি বলেন: অনুমতি না থাকার কারণে তিনি সীমালঙ্ঘনকারী এবং অনুমতি থাকলে তিনি সীমালঙ্ঘনকারী নন, তবে আমি বলব: সীমালঙ্ঘন হওয়া বা না হওয়া সরাসরি তার কাজের ওপর নির্ভর করে, এতে অনুমতির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের কোনো প্রভাব নেই। আর এটি একটি গভীর পর্যালোচনার ক্ষেত্র।

পরিচ্ছেদ

এই হাদিসে 'চিকিৎসক' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি তার বর্ণনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন, যাকে বিশেষভাবে সাধারণ চিকিৎসক (তবিয়্যি) বলা হয়; এবং যিনি চক্ষুরোগের চিকিৎসা করেন (কাহহাল); এবং যিনি তার অস্ত্রোপচারের ছুরি ও মলমের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন (জারায়েহি); এবং যিনি ক্ষুর দিয়ে খতনা করেন (খাতেন); এবং যিনি রক্তমোক্ষণ করেন (ফাসিদ); এবং যিনি সিঙা ও ব্লেড দিয়ে চিকিৎসা করেন (হাজ্জাম); এবং যিনি হাড় জোড়া দেওয়া ও ব্যান্ডেজ করার কাজ করেন (মুজাব্বির); এবং যিনি আগুনের ছেঁকা দিয়ে চিকিৎসা করেন (কাউয়া); এবং যিনি এনেমা প্রদান করেন (হাকিন)। এই চিকিৎসা চতুষ্পদ প্রাণীর হোক বা মানুষের—উভয় ক্ষেত্রেই 'চিকিৎসক' শব্দটি ভাষাগতভাবে প্রযোজ্য হয়...

(১) সিলআহ (অর্বুদ): শরীরে অতিরিক্ত সৃষ্টি হওয়া মাংসপিণ্ড যা গ্রন্থির মতো এবং নাড়া দিলে নড়ে।

(ص: 106)الطب النبوي لابن القيم

هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَخْصِيصُ النَّاسِ لَهُ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْأَطِبَّاءِ عُرْفٌ حَادِثٌ، كَتَخْصِيصِ لَفْظِ الدَّابَّةِ بِمَا يَخُصُّهَا بِهِ كُلُّ قَوْمٍ.

فصل

وَالطَّبِيبُ الْحَاذِقُ: هُوَ الَّذِي يُرَاعِي فِي عِلَاجِهِ عِشْرِينَ أَمْرًا:

أَحَدُهَا: النَّظَرُ فِي نَوْعِ الْمَرَضِ مِنْ أَيِّ الْأَمْرَاضِ هُوَ؟

الثَّانِي: النَّظَرُ فِي سَبَبِهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ حَدَثَ، وَالْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ الَّتِي كَانَتْ سَبَبَ حُدُوثِهِ مَا هِيَ؟

الثَّالِثُ: قُوَّةُ الْمَرِيضِ، وَهَلْ هِيَ مُقَاوِمَةٌ لِلْمَرَضِ، أَوْ أضعف منه؟ فإذا كَانَتْ مُقَاوِمَةً لِلْمَرَضِ، مُسْتَظْهِرَةً عَلَيْهِ، تَرَكَهَا وَالْمَرَضَ، وَلَمْ يُحَرِّكْ بِالدَّوَاءِ سَاكِنًا.

الرَّابِعُ: مِزَاجُ الْبَدَنِ الطَّبِيعِيُّ مَا هُوَ؟

الْخَامِسُ: الْمِزَاجُ الْحَادِثُ عَلَى غَيْرِ الْمُجْرَى الطَّبِيعِيِّ.

السَّادِسُ: سِنُّ الْمَرِيضِ.

السَّابِعُ: عَادَتُهُ.

الثَّامِنُ: الْوَقْتُ الْحَاضِرُ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ.

التَّاسِعُ: بَلَدُ الْمَرِيضِ وَتُرْبَتُهُ.

الْعَاشِرُ: حَالُ الْهَوَاءِ فِي وَقْتِ الْمَرَضِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: النَّظَرُ فِي الدَّوَاءِ الْمُضَادِّ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: النَّظَرُ فِي قُوَّةِ الدَّوَاءِ وَدَرَجَتِهِ، وَالْمُوَازَنَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُوَّةِ الْمَرِيضِ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: أَلَّا يَكُونَ كُلُّ قَصْدِهِ إِزَالَةَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فَقَطْ، بَلْ إِزَالَتُهَا عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ مَعَهُ حُدُوثَ أَصْعَبَ مِنْهَا، فَمَتَى كَانَ إِزَالَتُهَا لَا يَأْمَنُ مَعَهَا حُدُوثَ عِلَّةٍ أُخْرَى أَصْعَبَ مِنْهَا، أَبْقَاهَا عَلَى حَالِهَا، وَتَلْطِيفُهَا هُوَ الْوَاجِبُ، وَهَذَا كَمَرَضِ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ، فَإِنَّهُ مَتَى عُولِجَ بِقَطْعِهِ وَحَبْسِهِ خِيفَ حُدُوثُ مَا هُوَ أَصْعَبُ مِنْهُ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يُعَالِجَ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، فَلَا يَنْتَقِلُ مِنَ الْعِلَاجِ بِالْغِذَاءِ إِلَى الدَّوَاءِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الدَّوَاءِ الْمُرَكَّبِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الدَّوَاءِ الْبَسِيطِ فَمِنْ حِذْقِ الطَّبِيبِ عِلَاجُهُ بِالْأَغْذِيَةِ بَدَلَ الْأَدْوِيَةِ، وَبِالْأَدْوِيَةِ الْبَسِيطَةِ بدل المركبة

তারা সকলেই (এর অন্তর্ভুক্ত), যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিকট এই শব্দটিকে (চিকিৎসক বা তাবীব) কেবল বিশেষ এক শ্রেণির চিকিৎসকদের জন্য নির্দিষ্ট করা একটি আধুনিক পরিভাষা মাত্র; যেমনটি কোনো বিশেষ জনপদ 'দাব্বাহ' (চতুষ্পদ জন্তু) শব্দটিকে নির্দিষ্ট কোনো প্রাণীর জন্য ব্যবহার করে থাকে।

পরিচ্ছেদ

একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হলেন তিনি, যিনি তার চিকিৎসাকার্যে বিশটি বিষয় বিবেচনা করেন:

প্রথমত: রোগের ধরণ পর্যবেক্ষণ করা যে, এটি কোন ধরনের রোগ?

দ্বিতীয়ত: রোগের কারণ অনুসন্ধান করা যে, এটি কী থেকে উৎপন্ন হয়েছে? এবং এই রোগ সৃষ্টির পেছনে কার্যকর কারণটি (ইল্লাতে ফা'ইলাহ) আসলে কী?

তৃতীয়ত: রোগীর শারীরিক শক্তি পর্যালোচনা করা যে, তা রোগের মোকাবিলা করার মতো সক্ষম নাকি তার চেয়ে দুর্বল? যদি তা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তবে তিনি রোগীর জীবনীশক্তির ওপরই ভরসা করবেন এবং ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না।

চতুর্থত: শরীরের স্বভাবজাত মেজাজ (তবিয়ত) বা শারীরিক গঠন প্রকৃতি কেমন, তা নির্ধারণ করা।

পঞ্চমত: অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত অবস্থায় পরিবর্তিত মেজাজ পর্যবেক্ষণ করা।

ষষ্ঠত: রোগীর বয়স।
সপ্তমত: তার অভ্যাসসমূহ।
অষ্টমত: বছরের বর্তমান ঋতু এবং সেই ঋতুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা।
নবমত: রোগীর দেশ এবং তথাকার মাটি ও জলবায়ু।
দশমত: রোগ চলাকালীন আবহাওয়ার অবস্থা।
একাদশ: উক্ত রোগের প্রতিষেধক বা বিপরীত ঔষধটি নিয়ে চিন্তা করা।
দ্বাদশ: ঔষধের শক্তি ও তার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা এবং ঔষধের শক্তির সাথে রোগীর শারীরিক সক্ষমতার ভারসাম্য নিরূপণ করা।
ত্রয়োদশ: চিকিৎসকের একমাত্র লক্ষ্য যেন কেবল রোগের উপশম করাই না হয়; বরং এমনভাবে নিরাময় করা যাতে এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো রোগ সৃষ্টি না হয়। যখন দেখা যাবে যে, কোনো রোগ দূর করলে এর চেয়ে কঠিনতর অন্য কোনো রোগ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে, তখন রোগটিকে তার বর্তমান অবস্থাতেই রাখা এবং তাকে সহনীয় করার চেষ্টা করাই কর্তব্য। যেমনটি দেখা যায় রক্তনালীর মুখের রোগের ক্ষেত্রে; কেননা তা যদি অস্ত্রোপচার বা রুদ্ধ করে চিকিৎসা করা হয়, তবে তার চেয়েও জটিল ব্যাধি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।
চতুর্থদশ: অধিকতর সহজ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা। তাই সুষম খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব হলে ঔষধের দিকে ধাবিত না হওয়া। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত একক ঔষধের (সরল উপাদান) মাধ্যমে সম্ভব হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মিশ্র ঔষধের দিকে না যাওয়া। সুতরাং ঔষধের পরিবর্তে খাদ্য দ্বারা এবং জটিল মিশ্রণের পরিবর্তে সরল একক উপাদান দ্বারা চিকিৎসা করাই একজন চিকিৎসকের বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

(ص: 107)الطب النبوي لابن القيم

الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنْ يَنْظُرَ فِي الْعِلَّةِ، هَلْ هي مما يمكن علاجها أولا؟ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عِلَاجُهَا، حَفِظَ صِنَاعَتَهُ وَحُرْمَتَهُ، وَلَا يَحْمِلُهُ الطَّمَعُ عَلَى عِلَاجٍ لَا يُفِيدُ شَيْئًا.

وَإِنْ أَمْكَنَ عِلَاجُهَا، نَظَرَ هَلْ يُمْكِنُ زَوَالُهَا أَمْ لَا؟ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهَا، نَظَرَ هَلْ يُمْكِنُ تَخْفِيفُهَا وَتَقْلِيلُهَا أم لا؟ فإن لم يمكن تَقْلِيلُهَا، وَرَأَى أَنَّ غَايَةَ الْإِمْكَانِ إِيقَافُهَا وَقَطْعُ زِيَادَتِهَا، قَصَدَ بِالْعِلَاجِ ذَلِكَ، وَأَعَانَ الْقُوَّةَ، وَأَضْعَفَ الْمَادَّةَ.

السَّادِسَ عَشَرَ: أَلَّا يَتَعَرَّضَ لِلْخَلْطِ قَبْلَ نُضْجِهِ بِاسْتِفْرَاغٍ، بَلْ يَقْصِدُ إِنْضَاجَهُ، فَإِذَا تَمَّ نُضْجُهُ، بَادَرَ إِلَى اسْتِفْرَاغِهِ.

السَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْرَةٌ بِاعْتِلَالِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ وَأَدْوِيَتِهَا، وَذَلِكَ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ، فَإِنَّ انْفِعَالَ الْبَدَنِ وَطَبِيعَتَهُ عَنِ النَّفْسِ وَالْقَلْبِ أَمْرٌ مَشْهُودٌ، وَالطَّبِيبُ إِذَا كَانَ عَارِفًا بِأَمْرَاضِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَعِلَاجِهِمَا، كَانَ هُوَ الطَّبِيبَ الْكَامِلَ، وَالَّذِي لَا خِبْرَةَ لَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حَاذِقًا فِي عِلَاجِ الطَّبِيعَةِ وَأَحْوَالِ الْبَدَنِ نِصْفُ طَبِيبٍ. وَكُلُّ طَبِيبٍ لَا يُدَاوِي الْعَلِيلَ، بِتَفَقُّدِ قَلْبِهِ وَصَلَاحِهِ، وَتَقْوِيَةِ رُوحِهِ وَقُوَاهُ بِالصَّدَقَةِ، وَفِعْلِ الْخَيْرِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، فَلَيْسَ بِطَبِيبٍ، بَلْ مُتَطَبِّبٌ قَاصِرٌ. وَمِنْ أَعْظَمِ عِلَاجَاتِ الْمَرَضِ فِعْلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانُ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ، وَالتَّضَرُّعُ وَالِابْتِهَالُ إِلَى اللَّهِ، وَالتَّوْبَةُ، وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيرٌ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ، وَحُصُولِ الشِّفَاءِ أَعْظَمُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَلَكِنْ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِ النَّفْسِ وَقَبُولِهَا وَعَقِيدَتِهَا فِي ذَلِكَ وَنَفْعِهِ.

الثَّامِنَ عَشَرَ: التَّلَطُّفُ بِالْمَرِيضِ، وَالرِّفْقُ بِهِ، كَالتَّلَطُّفِ بِالصَّبِيِّ.

التَّاسِعَ عَشَرَ: أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَنْوَاعَ الْعِلَاجَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ، وَالْعِلَاجَ بِالتَّخْيِيلِ، فَإِنَّ لِحُذَّاقِ الْأَطِبَّاءِ فِي التَّخْيِيلِ أُمُورًا عَجِيبَةً لَا يَصِلُ إِلَيْهَا الدَّوَاءُ، فَالطَّبِيبُ الْحَاذِقُ يَسْتَعِينُ عَلَى الْمَرَضِ بِكُلِّ مُعِينٍ.

الْعِشْرُونَ: - وَهُوَ مِلَاكُ أَمْرِ الطَّبِيبِ-، أَنْ يَجْعَلَ عِلَاجَهُ وَتَدْبِيرَهُ دَائِرًا عَلَى سِتَّةِ أَرْكَانٍ: حِفْظُ الصِّحَّةِ الْمَوْجُودَةِ، وَرَدُّ الصِّحَّةِ الْمَفْقُودَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَإِزَالَةُ الْعِلَّةِ أَوْ تَقْلِيلُهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَاحْتِمَالُ أَدْنَى الْمَفْسَدَتَيْنِ لِإِزَالَةِ أَعْظَمِهِمَا، وَتَفْوِيتُ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَيْنِ لِتَحْصِيلِ أَعْظَمِهِمَا، فَعَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ السِّتَّةِ مَدَارُ

পঞ্চদশ: চিকিৎসকের উচিত রোগের প্রতি লক্ষ্য করা যে, এটি নিরাময়যোগ্য কি না। যদি এর চিকিৎসা সম্ভব না হয়, তবে তিনি যেন তার পেশার মর্যাদা ও নিজের সম্মান রক্ষা করেন; কোনো প্রকার লোভ যেন তাকে এমন চিকিৎসায় প্রলুব্ধ না করে যা কোনো উপকারে আসবে না।

আর যদি এর চিকিৎসা সম্ভব হয়, তবে লক্ষ্য করবেন যে এটি কি সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব নাকি সম্ভব নয়? যদি তিনি জানেন যে রোগ নির্মূল করা সম্ভব নয়, তবে দেখবেন যে এটি কি লাঘব বা হ্রাস করা সম্ভব কি না? আর যদি হ্রাস করাও সম্ভব না হয় এবং তিনি দেখেন যে সামর্থ্যের শেষ সীমা কেবল রোগটি থামিয়ে দেওয়া এবং এর বৃদ্ধি রোধ করা, তবে চিকিৎসার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যই স্থির করবেন; আর জীবনশক্তিকে সাহায্য করবেন এবং রোগের উপাদানকে দুর্বল করবেন।

ষোড়শ: শরীরের দূষিত রস (খলত) পরিপক্ব হওয়ার আগে তা শরীর থেকে বের করার (ইস্তিফরাগ) চেষ্টা না করা। বরং তার লক্ষ্য হওয়া উচিত তা পরিপক্ব করা; অতঃপর যখন পরিপক্বতা সম্পন্ন হবে, তখন দ্রুত তা শরীর থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

সপ্তদশ: চিকিৎসকের অন্তর ও আত্মার রোগ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। শারীরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি একটি সুমহান মূলভিত্তি। কারণ মন ও অন্তরের প্রভাবে দেহের প্রতিক্রিয়া এবং তার স্বভাব পরিবর্তন হওয়া এক প্রত্যক্ষ বিষয়। চিকিৎসক যদি অন্তর ও আত্মার রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হন, তবেই তিনি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসক। আর যার এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তিনি দেহের প্রকৃতি ও শারীরিক অবস্থার চিকিৎসায় যতই পারদর্শী হোন না কেন, তিনি অর্ধেক চিকিৎসক মাত্র। যে চিকিৎসক রোগীর অন্তর ও তার সংশোধনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং দান-সদকা, নেক আমল, পরোপকার, মহান আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও পরকালের স্মরণ দ্বারা রোগীর আত্মা ও প্রাণশক্তিকে সুদৃঢ় না করে চিকিৎসা করেন, তিনি প্রকৃত চিকিৎসক নন; বরং তিনি একজন অযোগ্য হাতুড়ে মাত্র। রোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিকার হলো নেক আমল, পরোপকার, জিকির, দোয়া, কান্নাকাটি, আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা এবং তওবা করা। এসব বিষয়ের রোগ দূর করার এবং আরোগ্য দান করার ক্ষমতা প্রাকৃতিক ওষুধের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। তবে এটি নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি, তা গ্রহণ করার যোগ্যতা এবং এই বিষয়ের উপকারিতার প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর।

অষ্টাদশ: রোগীর সাথে সদয় আচরণ ও নম্র ব্যবহার করা, যেমনটি শিশুর সাথে করা হয়।

উনবিংশ: সকল প্রকার প্রাকৃতিক ও ঐশী চিকিৎসা এবং মনস্তাত্ত্বিক (তাকয়িল) চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা। কারণ বিজ্ঞ চিকিৎসকদের নিকট মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার এমন বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে যা ওষুধ দিয়ে অর্জন সম্ভব নয়। অতএব দক্ষ চিকিৎসক রোগ মোকাবিলায় প্রতিটি সহায়ক উপাদানের সাহায্য নিবেন।

বিংশ: আর এটিই চিকিৎসকের কাজের মূল ভিত্তি—তা হলো তিনি তার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাকে ছয়টি স্তম্ভের ওপর পরিচালিত করবেন: বিদ্যমান স্বাস্থ্য রক্ষা করা, হারানো স্বাস্থ্য যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার করা, রোগ নির্মূল করা বা যথাসম্ভব তা হ্রাস করা, বৃহত্তর অনিষ্ট দূর করার জন্য ক্ষুদ্রতর অনিষ্ট সহ্য করা এবং মহত্তর কল্যাণ লাভের জন্য ক্ষুদ্রতর কল্যাণ বিসর্জন দেওয়া। এই ছয়টি মূলনীতির ওপরই সমস্ত চিকিৎসার ভিত্তি।

(ص: 108)الطب النبوي لابن القيم

الْعِلَاجِ، وَكُلُّ طَبِيبٍ لَا تَكُونُ هَذِهِ أَخِيَّتَهُ «1» الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا، فَلَيْسَ بِطَبِيبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ

وَلَمَّا كَانَ لِلْمَرَضِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: ابْتِدَاءٌ، وَصُعُودٌ، وَانْتِهَاءٌ، وَانْحِطَاطٌ، تَعَيَّنَ عَلَى الطَّبِيبِ مُرَاعَاةُ كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الْمَرَضِ بِمَا يُنَاسِبُهَا وَيَلِيقُ بِهَا، وَيَسْتَعْمِلُ فِي كُلِّ حَالٍ مَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا. فَإِذَا رَأَى فِي ابْتِدَاءِ الْمَرَضِ أَنَّ الطَّبِيعَةَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى مَا يُحَرِّكُ الْفَضَلَاتِ وَيَسْتَفْرِغُهَا لِنُضْجِهَا، بَادَرَ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَاتَهُ تَحْرِيكُ الطَّبِيعَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَرَضِ لِعَائِقٍ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لِضَعْفِ الْقُوَّةِ وَعَدَمِ احْتِمَالِهَا للاستفراغ، أو لبرودة الفصل، أو لتفريط رقع، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي صُعُودِ الْمَرَضِ، لِأَنَّهُ إِنْ فَعَلَهُ، تَحَيَّرَتِ الطَّبِيعَةُ لِاشْتِغَالِهَا بِالدَّوَاءِ، وَتَخَلَّتْ عَنْ تَدْبِيرِ الْمَرَضِ

وَمُقَاوَمَتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَمِثَالُهُ: أَنْ يَجِيءَ إِلَى فارس مشغول بموافقة عَدُوِّهِ، فَيَشْغَلَهُ عَنْهُ بِأَمْرٍ آخَرَ. وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُعِينَ الطَّبِيعَةَ عَلَى حِفْظِ الْقُوَّةِ مَا أَمْكَنَهُ. فَإِذَا انْتَهَى الْمَرَضُ وَوَقَفَ وَسَكَنَ، أَخَذَ فِي اسْتِفْرَاغِهِ، وَاسْتِئْصَالِ أَسْبَابِهِ، فَإِذَا أَخَذَ فِي الِانْحِطَاطِ، كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ. وَمِثَالُ هَذَا مِثَالُ الْعَدُوِّ إِذَا انْتَهَتْ قُوَّتُهُ، وَفَرَغَ سِلَاحُهُ، كَانَ أَخْذُهُ سَهْلًا، فَإِذَا وَلَّى وَأَخَذَ فِي الْهَرَبِ، كَانَ أَسْهَلَ أَخْذًا، وَحِدَّتُهُ وَشَوْكَتُهُ إِنَّمَا هِيَ فِي ابْتِدَائِهِ، وَحَالِ اسْتِفْرَاغِهِ، وَسَعَةِ قُوَّتِهِ، فَهَكَذَا الدَّاءُ وَالدَّوَاءُ سَوَاءٌ.

فصل

وَمِنْ حِذْقِ الطَّبِيبِ أَنَّهُ حَيْثُ أَمْكَنَ التَّدْبِيرُ بِالْأَسْهَلِ، فَلَا يَعْدِلُ إِلَى الْأَصْعَبِ، وَيَتَدَرَّجُ مِنَ الْأَضْعَفِ إِلَى الْأَقْوَى إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ القوة حينئذ، فيجب أن يبتدىء بِالْأَقْوَى، وَلَا يُقِيمَ فِي الْمُعَالَجَةِ عَلَى حَالٍ واحدة فتألفها الطبيعة، ويقل

---

(1) الأخية بزنة أبية: الحرمة والذمة

চিকিৎসা; এবং প্রত্যেক চিকিৎসক, যার জন্য এই মূলনীতিটি তার নির্ভরযোগ্য ভিত্তি (আখিয়্যাহ) না হয় যার দিকে সে প্রত্যাবর্তন করবে, সে আসলে প্রকৃত চিকিৎসক নয়। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ

যেহেতু রোগের চারটি অবস্থা রয়েছে: সূচনা (ইবতিদা), বৃদ্ধি (সুউদ), চরম সীমা (ইনতিহা) এবং হ্রাস (ইনহিতাত), তাই চিকিৎসকের জন্য আবশ্যক হলো রোগের প্রতিটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ ও মানানসই ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এবং প্রতিটি পর্যায়ে যা প্রয়োগ করা কর্তব্য তা-ই প্রয়োগ করা। রোগের শুরুতে তিনি যদি দেখেন যে শরীরের প্রকৃতি (তবিয়ত) বর্জ্য পদার্থগুলোকে সঞ্চালিত ও নিষ্কাশন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে যাতে সেগুলো পরিপক্ব হয়, তবে তিনি দ্রুত সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু কোনো বাধার কারণে অথবা শারীরিক শক্তির দুর্বলতা ও নিষ্কাশন সহ্য করার অক্ষমতার কারণে, কিংবা ঋতুর শীতলতা অথবা চিকিৎসকের অবহেলার কারণে যদি রোগের শুরুতে শরীরের প্রকৃতিকে

সঞ্চালিত করতে না পারেন, তবে রোগের বৃদ্ধির (সুউদ) সময়ে এমনটি করা থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কারণ তিনি যদি তখন এটি করেন, তবে শরীরের প্রকৃতি ওষুধের সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে এবং রোগের প্রতিকার ও তা প্রতিরোধের কাজ পুরোপুরি ছেড়ে দেবে। এর উদাহরণ হলো এমন এক অশ্বারোহী যোদ্ধার কাছে যাওয়া যে তার শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, কিন্তু কেউ এসে তাকে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত করে দিয়ে মূল শত্রু থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে দিল। বরং এই অবস্থায় কর্তব্য হলো সাধ্যমতো শারীরিক শক্তি সংরক্ষণে শরীরের প্রকৃতিকে সাহায্য করা।

রোগটি যখন তার চরম সীমায় (ইনতিহা) পৌঁছে স্থির হবে এবং শান্ত হবে, তখন তিনি বর্জ্য নিষ্কাশন ও রোগের মূল কারণগুলো উৎপাটন করার কাজ শুরু করবেন। আর রোগটি যখন কমতে (ইনহিতাত) শুরু করবে, তখন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে। এর উদাহরণ হলো এমন এক শত্রুর মতো যার শক্তি শেষ হয়ে গেছে এবং অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে গেছে; তাকে বন্দি করা তখন সহজ হয়। আর যখন সে পিছু হটে পালাতে থাকে, তখন তাকে ধরা আরও সহজ। শত্রুর তেজ ও শক্তিমত্তা কেবল তার আক্রমণের শুরুতে এবং তার পূর্ণ শক্তির বিকাশকালেই থাকে। রোগ ও ওষুধের বিষয়টিও ঠিক তেমনই।

পরিচ্ছেদ

চিকিৎসকের নিপুণতা হলো—যেখানে সহজ উপায়ে প্রতিকার সম্ভব সেখানে কঠিন পন্থার দিকে না যাওয়া। তিনি দুর্বল থেকে শক্তিশালী ওষুধের দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হবেন, তবে যদি ঐ মুহূর্তে শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে, তবে শক্তিশালী ওষুধ দিয়েই শুরু করা আবশ্যক। আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট পন্থায় স্থির থাকবেন না যাতে শরীরের প্রকৃতি তার সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এর কার্যকারিতা কমে যায়।

---

(১) আখিয়্যাহ: এটি ‘আবিয়্যাহ’ এর ওজনে; এর অর্থ হলো প্রতিশ্রুতি, নিরাপত্তা বা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।

انْفِعَالُهَا عَنْهُ، وَلَا تَجْسُرُ عَلَى الْأَدْوِيَةِ الْقَوِيَّةِ فِي الْفُصُولِ الْقَوِيَّةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَهُ الْعِلَاجُ بِالْغِذَاءِ، فَلَا يُعَالِجُ بِالدَّوَاءِ، وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْمَرَضُ أَحَارٌّ هُوَ أَمْ بَارِدٌ؟ فَلَا يُقْدِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ، وَلَا يُجَرِّبُهُ بِمَا يَخَافُ عَاقِبَتَهُ، وَلَا بَأْسَ بِتَجْرِبَتِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ أَثَرُهُ.

وَإِذَا اجْتَمَعَتْ أَمْرَاضٌ، بَدَأَ بِمَا تَخُصُّهُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ:

إِحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ بُرْءُ الْآخَرِ مَوْقُوفًا عَلَى بُرْئِهِ كَالْوَرَمِ وَالْقُرْحَةِ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْوَرَمِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا سَبَبًا لِلْآخَرِ، كَالسُّدَّةِ وَالْحُمَّى الْعَفِنَةِ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ السَّبَبِ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَهَمَّ مِنَ الْآخَرِ، كَالْحَادِّ وَالْمُزْمِنِ، فَيَبْدَأُ بالحاد، ومع هذا فلا يغافل عَنِ الْآخَرِ. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمَرَضُ وَالْعَرَضُ، بَدَأَ بِالْمَرَضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَرَضُ أَقْوَى كَالْقُولَنْجِ «1» ، فَيُسَكِّنَ الْوَجَعَ أَوَّلًا، ثُمَّ يُعَالِجَ السُّدَّةَ، وَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْتَاضَ عَنِ الْمُعَالَجَةِ بِالِاسْتِفْرَاغِ بِالْجُوعِ أَوِ الصَّوْمِ أَوِ النَّوْمِ، لَمْ يَسْتَفْرِغْهُ، وَكُلُّ صِحَّةٍ أَرَادَ حِفْظَهَا، حَفِظَهَا بِالْمِثْلِ أَوِ الشَّبَهِ، وَإِنْ أَرَادَ نَقْلَهَا إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ منها، نقلها بالضد.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّحَرُّزِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُعْدِيَةِ بِطَبْعِهَا وَإِرْشَادِهِ الْأَصِحَّاءَ إِلَى مُجَانَبَةِ أَهْلِهَا

ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مسلم» مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ارجع فقد بايعناك» «2» .

---

(1) القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج التفل والريح

(2) أخرجه مسلم في السلام، وأخرجه ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن جرير عن عمرو بن الشريد عن أبيه

দেহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া। তীব্র ঋতুগুলোতে শক্তিশালী ওষুধের ব্যবহার করতে সাহসী হওয়া উচিত নয়। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে যেন ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা না হয়। যদি রোগটি অস্পষ্ট হয় যে তা উষ্ণ প্রকৃতির নাকি শীতল প্রকৃতির, তবে বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যেন চিকিৎসা শুরু করা না হয়। যার পরিণাম আশঙ্কাজনক হতে পারে এমন কিছু দিয়ে যেন পরীক্ষা করা না হয়, তবে যার প্রভাব ক্ষতিকর নয় এমন কিছু দিয়ে পরীক্ষা করাতে কোনো দোষ নেই।

যখন একাধিক রোগ একত্রে দেখা দেয়, তখন এমন রোগ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে যার মধ্যে নিচের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনো একটি বিদ্যমান:

এক: একটি রোগের আরোগ্য অন্যটির আরোগ্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া, যেমন কোনো স্থানে ফুলা বা প্রদাহ (ওয়ারাম) এবং ক্ষত (কুরহা); এক্ষেত্রে প্রথমে প্রদাহের চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

দুই: একটি রোগ অন্যটির কারণ হওয়া, যেমন নাড়িতে প্রতিবন্ধকতা বা ব্লকেজ (সুদ্দাহ) এবং পচনশীল জ্বর (হুম্মা আফিনাহ); এক্ষেত্রে প্রথমে রোগের কারণ দূর করার মাধ্যমে শুরু করতে হবে।

তিন: একটি রোগ অন্যটির তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া, যেমন তীব্র বা স্বল্পমেয়াদী রোগ (হাদ্দ) এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগ (মুজমিন); এক্ষেত্রে তীব্র রোগটি দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে, তবে দীর্ঘস্থায়ী রোগটির ব্যাপারেও গাফেল হওয়া যাবে না। যখন রোগ এবং রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ একত্রে প্রকাশ পায়, তখন মূল রোগ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে; তবে উপসর্গটি যদি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়—যেমন শূলবেদনা বা কোলাইটিস (কোলঞ্জ)—তবে প্রথমে ব্যথা উপশম করতে হবে, তারপর ব্লকেজের চিকিৎসা করতে হবে। যদি বমন বা রেচনের (ইস্তিফরাগ) পরিবর্তে ক্ষুধা, রোজা বা ঘুমের মাধ্যমে উপশম করা সম্ভব হয়, তবে যেন কৃত্রিমভাবে রেচন ঘটানো না হয়। যে সুস্বাস্থ্য তিনি রক্ষা করতে চান, তা তিনি সদৃশ বস্তুর মাধ্যমে রক্ষা করবেন; আর যদি তিনি স্বাস্থ্যের অবস্থাকে আরও উন্নত স্তরে নিতে চান, তবে তা বিপরীতধর্মী বস্তুর মাধ্যমে পরিবর্তন করবেন।

পরিচ্ছেদ: প্রাকৃতিকভাবে সংক্রামক ব্যাধি থেকে সতর্কতা অবলম্বন এবং সুস্থ ব্যক্তিদের আক্রান্তদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশনার বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ

‘সহীহ মুসলিম’-এ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদলে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে: “তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার আনুগত্যের শপথ (বায়াত) গ্রহণ করেছি।”

---

(১) কোলঞ্জ: এটি অন্ত্রের একটি যন্ত্রণাদায়ক রোগ যার ফলে মল ও বায়ু নির্গত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
(২) মুসলিম ‘আস-সালাম’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন; এছাড়াও ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে জারীর এটি আমর ইবনে আশ-শারীদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 110)الطب النبوي لابن القيم

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» تَعْلِيقًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» «1» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ» «2» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» «3» .

وَيُذْكَرُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «كَلِّمِ الْمَجْذُومَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ» «4» .

الْجُذَامُ: عِلَّةٌ رَدِيئَةٌ تَحْدُثُ مِنَ انْتِشَارِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ، فَيَفْسُدُ مِزَاجُ الْأَعْضَاءِ وَهَيْئَتُهَا وَشَكْلُهَا، وَرُبَّمَا فَسَدَ فِي آخِرِهِ اتِّصَالُهَا حَتَّى تَتَآكَّلَ الْأَعْضَاءُ وَتَسْقُطَ وَيُسَمَّى دَاءَ الْأَسَدِ.

وَفِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْأَطِبَّاءِ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا لِكَثْرَةِ مَا تَعْتَرِي الْأَسَدَ.

وَالثَّانِي: لِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تُجَهِّمُ وَجْهَ صَاحِبِهَا وَتَجْعَلُهُ فِي سَحْنَةِ الْأَسَدِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَفْتَرِسُ مَنْ يَقْرَبُهُ، أَوْ يَدْنُو مِنْهُ بِدَائِهِ افْتِرَاسَ الْأَسَدِ.

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ مِنَ الْعِلَلِ الْمُعْدِيَةِ الْمُتَوَارَثَةِ، وَمُقَارِبُ الْمَجْذُومِ، وَصَاحِبِ السُّلِّ يَسْقَمُ بِرَائِحَتِهِ، فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَنُصْحِهِ لَهُمْ نَهَاهُمْ عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُعَرِّضُهُمْ لِوُصُولِ الْعَيْبِ وَالْفَسَادِ إِلَى أَجْسَامِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْبَدَنِ تَهَيُّؤٌ وَاسْتِعْدَادٌ كَامِنٌ لِقَبُولِ هَذَا الدَّاءِ، وَقَدْ تَكُونُ الطَّبِيعَةُ سَرِيعَةَ الِانْفِعَالِ قَابِلَةً لِلِاكْتِسَابِ مِنْ أَبْدَانِ مَنْ تُجَاوِرُهُ وَتُخَالِطُهُ، فَإِنَّهَا نَقَّالَةٌ، وَقَدْ يَكُونُ خَوْفُهَا مِنْ ذَلِكَ وَوَهْمُهَا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ إِصَابَةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ لَهَا، فَإِنَّ الْوَهْمَ فَعَّالٌ مُسْتَوْلٍ عَلَى الْقُوَى وَالطَّبَائِعِ، وَقَدْ تَصِلُ رَائِحَةُ الْعَلِيلِ إِلَى الصَّحِيحِ فَتُسْقِمُهُ، وَهَذَا مُعَايَنٌ فِي بَعْضِ الْأَمْرَاضِ، وَالرَّائِحَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْعَدْوَى، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ اسْتِعْدَادِ الْبَدَنِ وَقَبُولِهِ لِذَلِكَ الدَّاءِ، وَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً، فَلَمَّا أَرَادَ الدُّخُولَ بِهَا، وَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: «الحقي بأهلك» «5» .

---

(1) أخرجه البخاري في الطب، وأخرجه موصولا أبو نعيم في مستخرجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما

(2) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عباس

(3) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في السلام. وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن جرير

(4) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد، وأخرجه ابن السني وأبو نعيم في الطب وصنّفه.

(5) أخرجه الإمام أحمد

ইমাম বুখারী তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস ‘তালিক’ (সূত্রবিহীন বর্ণনা) হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন করো, যেমন তুমি সিংহ থেকে পলায়ন করো।” (১)।

আর ‘সুনানে ইবনে মাজাহ’-তে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা কুষ্ঠরোগীদের দিকে একদৃষ্টে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থেকো না।” (২)।

আর ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম)-এ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “অসুস্থ প্রাণীর মালিক যেন তার পশুকে সুস্থ পশুর কাছে না নিয়ে যায়।” (৩)।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে: “তুমি কুষ্ঠরোগীর সাথে কথা বলো এমনভাবে যে, তোমার ও তার মাঝখানে এক বা দুই বল্লম পরিমাণ দূরত্ব থাকে।” (৪)।

কুষ্ঠ (জুযাম): এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি যা সমগ্র শরীরে কৃষ্ণ পিত্তের (Mirrah as-sawda) বিস্তারের ফলে ঘটে। এর ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মেজাজ (স্বভাব), আকৃতি ও অবয়ব বিকৃত হয়ে যায়। এমনকি রোগের শেষ পর্যায়ে অঙ্গগুলোর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেগুলো খসে পড়তে থাকে। একে ‘সিংহের রোগ’ (দাউল আসাদ) বলা হয়।

এই নামকরণের বিষয়ে চিকিৎসকদের তিনটি অভিমত রয়েছে: প্রথমত, সিংহ এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয় বলে একে এমন নাম দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যাধি আক্রান্ত ব্যক্তির চেহারাকে কর্কশ ও উগ্র করে তোলে এবং তার চেহারার গড়ন সিংহের মতো হয়ে যায়। তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি এই রোগীর কাছে যায় বা তার সংস্পর্শে আসে, এই ব্যাধি তাকে সিংহের শিকার করার মতো আক্রমণ করে থাকে।

চিকিৎসকদের মতে, এই ব্যাধি সংক্রামক ও বংশগত রোগগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কুষ্ঠরোগী বা যক্ষ্মা রোগীর নিকটবর্তী ব্যক্তি তাদের শরীরের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়ে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের প্রতি তাঁর অগাধ মমতা ও হিতাকাঙ্ক্ষার কারণে তাদেরকে এমন সব

কারণ থেকে নিষেধ করেছেন যা তাদের দেহ ও অন্তরে ত্রুটি ও বিপর্যয় ডেকে আনে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শরীরে এই রোগ গ্রহণ করার এক প্রকার সুপ্ত প্রবণতা ও প্রস্তুতি থাকতে পারে। আবার মানুষের প্রকৃতি অতি দ্রুত প্রভাবিত হয় এবং অন্যের শরীর থেকে রোগ গ্রহণ করতে পারে। কারণ রোগ সংক্রমণশীল। এমনকি এই রোগ হওয়ার ভয় ও আতঙ্ক অনেক সময় রোগাক্রান্ত হওয়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা কল্পনা বা আতঙ্ক মানুষের শক্তি ও স্বভাবের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। কখনো কখনো অসুস্থ ব্যক্তির শরীরের গন্ধ সুস্থ ব্যক্তির নিকট পৌঁছালে তাকেও অসুস্থ করে ফেলে; কিছু রোগের ক্ষেত্রে এটি প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘ্রাণ বা গন্ধ সংক্রমণের অন্যতম কারণ। তবে এসব কিছুর সাথে শরীরে সেই ব্যাধি গ্রহণের মতো শারীরিক দুর্বলতা ও উপযোগিতা থাকাও জরুরি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, অতঃপর যখন তিনি বাসর করতে চাইলেন, তখন তার কোমরের একপাশে শ্বেতী বা সাদা দাগ দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন: “তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও।” (৫)।

---

(১) ইমাম বুখারী ‘চিকিৎসা’ (তিব) অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। আবু নুয়াইম তাঁর ‘মুস্তাখরাজ’ গ্রন্থে এবং ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান তাঁদের ‘সহীহ’ গ্রন্থে একে ‘মাওসুল’ (সূত্রযুক্ত) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজাহ এটি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

(৩) ইমাম বুখারী ‘চিকিৎসা’ অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম ‘সালাম’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, বাইহাকী এবং ইবনে জারীর এটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) ইমাম আহমাদের পুত্র আব্দুল্লাহ এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে সুন্নী ও আবু নুয়াইম এটি ‘তিব’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং একে দুর্বল (যয়ীফ) বলেছেন।

(৫) ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مُعَارَضَةٌ بِأَحَادِيثَ أُخَرَ تُبْطِلُهَا وَتُنَاقِضُهَا، فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الترمذي، مِنْ حَدِيثِ جابر»

، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخذ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ، فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: «كُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ» ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَبِمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ»

وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا تَعَارُضَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَيْنَ أَحَادِيثِهِ الصَّحِيحَةِ. فَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَعَ كَوْنِهِ ثِقَةً ثَبْتًا، فَالثِّقَةُ يَغْلَطُ، أَوْ يَكُونُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ نَاسِخًا لِلْآخَرِ إِذَا كَانَ مِمَّا يَقْبَلُ النَّسْخَ، أَوْ يَكُونُ التَّعَارُضُ فِي فَهْمِ السَّامِعِ، لَا فِي نَفْسِ كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا بُدَّ مِنْ وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ.

وَأَمَّا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ صَرِيحَانِ مُتَنَاقِضَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ، فَهَذَا لَا يُوجَدُ أَصْلًا، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُوجَدَ فِي كَلَامِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ شَفَتَيْهِ إِلَّا الْحَقُّ، وَالْآفَةُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَنْقُولِ، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهِ وَمَعْلُولِهِ، أَوْ مِنَ الْقُصُورِ فِي فَهْمِ مُرَادِهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ مَا عَنَاهُ بِهِ، أَوْ مِنْهُمَا مَعًا، وَمِنْ ها هنا وَقَعَ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْفَسَادِ مَا وَقَعَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

قَالَ ابن قتيبة فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ» لَهُ حِكَايَةً عَنْ أَعْدَاءِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ رَوَيْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» . وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النُّقْبَةَ تَقَعُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، فَيَجْرَبُ لِذَلِكَ الْإِبِلُ. قَالَ: «فَمَا أَعْدَى الْأَوَّلَ» «2» ، ثُمَّ رَوَيْتُمْ «لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ مَجْذُومٌ لِيُبَايِعَهُ بَيْعَةَ الإسلام، فأرسل إليه البيعة، وأمره

(1) أخرجه الترمذي في الأطعمة، وأبو داود في الطب، وابن ماجه في الطب وَقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ المفضل بن فضالة، والمفضل قال فيه ابن معين: ليس بذاك. أي ضعيف.

(2) أخرجه الإمام أحمد

একদল লোক ধারণা করেছেন যে, এই হাদিসগুলো অন্য কিছু হাদিস দ্বারা বিরোধপূর্ণ, যা এগুলোকে বাতিল ও অকার্যকর করে দেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: তিরমিজি জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন»

নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন কুষ্ঠরোগীর হাত ধরলেন, অতঃপর তা নিজের সাথে খাবারের পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং বললেন: "আল্লাহর নামে খাও, আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে এবং তাঁর ওপর ভরসা করে।" এটি ইবনে মাজাহ-ও বর্ণনা করেছেন।

আরও যা 'সহিহ' (বুখারি ও মুসলিম) গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে প্রমাণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই এবং কোনো অশুভ লক্ষণও নেই।"

আমরা বলি: আল্লাহর প্রশংসায়, তাঁর সহিহ হাদিসগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। যখনই কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্য দেখা দেয়, তখন এর কারণ হতে পারে যে, হাদিস দুটির একটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী নয়, বরং কোনো নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তাতে ভুল করেছেন; কেননা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও ভুল করতে পারেন। অথবা হাদিস দুটির একটি অন্যটির রহিতকারী (নাসিখ) হতে পারে—যদি বিষয়টি রহিতকরণের উপযোগী হয়। অথবা এই বিরোধ কেবল শ্রোতার বোঝার মধ্যে থাকতে পারে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর মধ্যে নয়। সুতরাং এই তিনটি বিষয়ের কোনো একটি অবশ্যই কার্যকর হবে।

পক্ষান্তরে দুটি সহিহ ও স্পষ্ট হাদিস, যা সর্বতোভাবে পরস্পরবিরোধী এবং একটি অন্যটির রহিতকারীও নয়—এমন কোনো বিষয় আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যে, সেই সত্যবাদী ও সত্যপ্রত্যায়িত (সাদিকুল মাসদুক) ব্যক্তির বাণীতে এমন কিছু

থাকবে, যাঁর দুই ঠোঁটের মাঝখান থেকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না। প্রকৃত আপদ বা ত্রুটি হলো বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান লাভে সীমাবদ্ধতা, সহিহ ও ত্রুটিযুক্ত (মা'লুল) হাদিসের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা, অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হওয়া এবং তাঁর কথাকে অন্য অর্থে গ্রহণ করা যা তিনি বোঝাতে চাননি। অথবা এই উভয় কারণেই এমন হতে পারে। আর এখান থেকেই মূলত মতভেদ ও বিভ্রান্তির উৎপত্তি হয়েছে। আল্লাহর কাছেই তাওফিক প্রার্থনা করছি।

ইবনে কুতায়বাহ তাঁর 'ইখতিলাফুল হাদিস' (হাদিসের পারস্পরিক বৈপরীত্য) নামক গ্রন্থে হাদিসের শত্রু ও অনুসারীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: তারা বলে থাকে, আপনারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দুটি পরস্পরবিরোধী হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই এবং কোনো অশুভ লক্ষণও নেই।" আবার তাঁকে যখন বলা হলো: উটের নাকের অগ্রভাগে যখন কোনো ক্ষত দেখা দেয়, তখন তো অন্য উটগুলোও চর্মরোগাক্রান্ত হয়। তিনি বললেন: "তাহলে প্রথম উটটিকে কে সংক্রমিত করল?" «২», এরপর আবার আপনারা বর্ণনা করেন: "অসুস্থ বা রুগ্ন প্রাণীকে যেন সুস্থ প্রাণীর কাছে আনা না হয়" এবং "কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন করো যেভাবে তুমি সিংহ থেকে পলায়ন করো।" আর তাঁর কাছে একজন কুষ্ঠরোগী ইসলামের বায়আত দিতে এলে তিনি তার কাছে বায়আতের বার্তা পাঠিয়ে দিলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন...

---

(১) অত্র হাদিসটি তিরমিজি 'খাদ্য' অধ্যায়ে, আবু দাউদ 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং ইবনে মাজাহ 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি বলেন: এটি 'গরিব' (একক সূত্রীয়), মুফাদদাল ইবনে ফাদালাহ-এর সূত্র ছাড়া এটি আমাদের জানা নেই। আর মুফাদদাল সম্পর্কে ইবনে মাঈন বলেছেন: তিনি ততটা নির্ভরযোগ্য নন, অর্থাৎ তিনি দুর্বল।

(২) ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

بِالِانْصِرَافِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَقَالَ: «الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ. قَالُوا: وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَلِفٌ لا يشبه بعضه بعا.

قَالَ أبو محمد: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ، وَلِكُلِّ مَعْنًى مِنْهَا وَقْتٌ وَمَوْضِعٌ، فَإِذَا وُضِعَ مَوْضِعَهُ زَالَ الِاخْتِلَافُ.

وَالْعَدْوَى جِنْسَانِ: أَحَدُهُمَا: عَدْوَى الْجُذَامِ، فَإِنَّ الْمَجْذُومَ تَشْتَدُّ رَائِحَتُهُ حَتَّى يُسْقِمَ مَنْ أَطَالَ مُجَالَسَتَهُ وَمُحَادَثَتَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَجْذُومِ، فَتُضَاجِعُهُ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ، فَيُوصِلُ إِلَيْهَا الْأَذَى، وَرُبَّمَا جُذِمَتْ، وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ يَنْزِعُونَ فِي الْكِبَرِ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بِهِ سِلٌّ وَدِقٌّ وَنُقْبٌ. وَالْأَطِبَّاءُ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُجَالَسَ الْمَسْلُولُ وَلَا الْمَجْذُومُ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مَعْنَى الْعَدْوَى، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ مَعْنَى تَغَيُّرِ الرَّائِحَةِ، وَأَنَّهَا قَدْ تُسْقِمُ مَنْ أَطَالَ اشْتِمَامَهَا، وَالْأَطِبَّاءُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الْإِيمَانِ بِيُمْنٍ وَشُؤْمٍ، وَكَذَلِكَ النُّقْبَةُ تَكُونُ بِالْبَعِيرِ- وَهُوَ جَرَبٌ رَطْبٌ- فَإِذَا خَالَطَ الْإِبِلَ أَوْ حَاكَّهَا، وَأَوَى فِي مَبَارِكِهَا، وَصَلَ إِلَيْهَا بِالْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ، وَبِالنَّطَفِ نَحْوَ مَا بِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ» ، كَرِهَ أَنْ يُخَالِطَ الْمَعْيُوهُ الصَّحِيحَ، لِئَلَّا يَنَالَهُ مِنْ نَطَفِهِ وَحِكَّتِهِ نَحْوٌ مِمَّا بِهِ.

قَالَ: وَأَمَّا الْجِنْسُ الْآخَرُ مِنَ الْعَدْوَى، فَهُوَ الطَّاعُونُ يَنْزِلُ بِبَلَدٍ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ خَوْفَ الْعَدْوَى، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ بِبَلَدٍ، وَأَنْتُمْ بِهِ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِبَلَدٍ، فَلَا تَدْخُلُوهُ» . يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: لَا تَخْرُجُوا مِنَ الْبَلَدِ إِذَا كَانَ فِيهِ كَأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ الْفِرَارَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ يُنْجِيكُمْ مِنَ اللَّهِ، وَيُرِيدُ إِذَا كَانَ بِبَلَدٍ، فَلَا تَدْخُلُوهُ، أَيْ: مَقَامُكُمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا طَاعُونَ فِيهِ أَسْكَنُ لِقُلُوبِكُمْ، وَأَطْيَبُ لِعَيْشِكُمْ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُعْرَفُ بِالشُّؤْمِ أَوِ الدَّارُ، فَيَنَالُ الرَّجُلَ مَكْرُوهٌ أَوْ جَائِحَةٌ، فَيَقُولُ: أَعْدَتْنِي بِشُؤْمِهَا، فَهَذَا هُوَ الْعَدْوَى الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا عَدْوَى» «1»

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلِ الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَالْفِرَارِ مِنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَالِاخْتِيَارِ، وَالْإِرْشَادِ. وَأَمَّا الْأَكْلُ مَعَهُ، فَفَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلِ الْخِطَابُ بِهَذَيْنِ الْخِطَابَيْنِ جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيٌّ، فَكُلُّ وَاحِدٍ خَاطَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، فَبَعْضُ النَّاسِ يكون قويّ الإيمان، قويّ التوكل

(1) أخرجه الإمام مالك، والبخاري في النكاح، ومسلم في السلام والترمذي

প্রস্থান করার মাধ্যমে, কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না এবং বললেন: "অশুভ লক্ষণ (তথা কুলক্ষণ) হতে পারে স্ত্রীলোক, ঘর এবং পশুর মাঝে।" তারা বলল:
আর এ সবই পরস্পর ভিন্ন এবং একটির সাথে অন্যটির মিল নেই।
আবু মুহাম্মদ (রহ.) বলেন: আমরা বলি যে, এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলোর প্রত্যেকটি অর্থের একটি নির্দিষ্ট সময় ও ক্ষেত্র রয়েছে; যখন সেটিকে তার সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, তখন আর কোনো বিরোধ থাকবে না।
সংক্রমণ (আদওয়া) দুই প্রকার: প্রথমটি হলো কুষ্ঠরোগের সংক্রমণ; কেননা কুষ্ঠরোগীর শরীরের গন্ধ এত তীব্র হয় যে, যে ব্যক্তি তার সাথে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে বা কথা বলে, তাকে সে অসুস্থ করে দেয়। অনুরূপভাবে, যে স্ত্রী কুষ্ঠরোগীর অধীনে থাকে এবং তার সাথে একই বিছানায় শয়ন করে, সে কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং সম্ভবত সেও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। তদ্রূপ তার সন্তানরাও বড় হয়ে সেই রোগের দিকেই ধাবিত হয়। তেমনিভাবে যক্ষ্মা (সিল), ক্ষয়কাশ (দিক্ক) এবং চর্মরোগে (নুকব) আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। চিকিৎসকরা যক্ষ্মা রোগী ও কুষ্ঠরোগীর সাথে না বসার পরামর্শ দেন; এর দ্বারা তারা অলৌকিক সংক্রমণের ধারণা পোষণ করেন না, বরং তারা এর দ্বারা দুর্গন্ধের পরিবর্তনের দিকটি বুঝাতে চান, যা দীর্ঘক্ষণ আঘ্রাণ করলে মানুষকে অসুস্থ করে ফেলতে পারে। আর চিকিৎসকরা তো শুভ বা অশুভ লক্ষণের বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করেন। তেমনিভাবে উটের শরীরে যখন নুকবাহ (এক প্রকার চর্মরোগ) হয়—যা মূলত এক প্রকার আর্দ্র খোস-পাঁচড়া—তখন যদি সে অন্য উটের সাথে মেলামেশা করে বা ঘষাঘষি করে এবং তাদের আস্তাবলে অবস্থান করে, তবে সেই উট থেকে নিঃসৃত রস বা লালার মাধ্যমে অন্য উটগুলোও

আক্রান্ত হয়। এটিই সেই অর্থ যা সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "অসুস্থ পশুকে যেন সুস্থ পশুর কাছে আনা না হয়।" তিনি অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশুর সাথে মেলামেশা করাতে অপছন্দ করেছেন, যাতে অসুস্থ পশুর লালা বা চুলকানি থেকে সুস্থ পশুর মাঝে অনুরূপ কিছু না ঘটে।

তিনি বলেন: সংক্রমণের অন্য প্রকারটি হলো মহামারি (তাউন), যা কোনো জনপদে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সংক্রমণের ভয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যদি কোনো জনপদে এটি ছড়িয়ে পড়ে আর তোমরা সেখানে অবস্থান করো, তবে সেখান থেকে বের হয়ো না; আর যদি কোনো জনপদে এটি ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেখানে প্রবেশ করো না।" তিনি তাঁর বাণীর মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে: তোমরা শহর থেকে বের হয়ো না যদি সেখানে মহামারি থাকে—যেন তোমরা মনে না করো যে আল্লাহর তকদির থেকে পলায়ন তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে মুক্তি দেবে। আর তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যখন কোনো শহরে মহামারি থাকে তখন সেখানে প্রবেশ করো না—অর্থাৎ: মহামারি নেই এমন স্থানে তোমাদের অবস্থান তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অধিকতর উপযোগী। এ জাতীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো এমন নারী যাকে অশুভ হিসেবে জানা যায় অথবা এমন ঘর; ফলে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কষ্টের বা বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন সে বলে:

সে তার অশুভ প্রভাব দ্বারা আমাকে সংক্রমিত করেছে। এটিই সেই সংক্রমণ যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সংক্রমণ বলতে কিছু নেই।" (১)

অন্য এক দল বলেছেন: বরং কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকা বা পলায়ন করার নির্দেশটি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়), ঐচ্ছিক এবং সঠিক পথনির্দেশনার অংশ মাত্র। আর তার সাথে আহার করার বিষয়টি তিনি করেছেন এর বৈধতা বর্ণনা করার জন্য, এবং এটি বুঝাতে যে এটি হারাম নয়।

আবার অন্য এক দল বলেছেন: বরং এই দুই প্রকারের সম্বোধন আংশিক বা বিশেষ, সামগ্রিক নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী সম্বোধন করেছেন। কেননা কিছু মানুষের ঈমান ও তাওয়াক্কুল অত্যন্ত শক্তিশালী হয়...

---

(১) ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী 'বিবাহ' অধ্যায়ে, ইমাম মুসলিম 'সালাম' অধ্যায়ে এবং ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন।

تَدْفَعُ قُوَّةُ تَوَكُّلِهِ قُوَّةَ الْعَدْوَى، كَمَا تَدْفَعُ الطَّبِيعَةِ قُوَّةَ الْعِلَّةِ فَتُبْطِلُهَا. وَبَعْضُ النَّاسِ لَا يَقْوَى عَلَى ذَلِكَ، فَخَاطَبَهُ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْأَخْذِ بِالتَّحَفُّظِ، وَكَذَلِكَ هُوَ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ الْحَالَتَيْنِ مَعًا، لِتَقْتَدِيَ بِهِ الْأُمَّةُ فِيهِمَا، فَيَأْخُذَ مَنْ قَوِيَ مِنْ أُمَّتِهِ بِطَرِيقَةِ التَّوَكُّلِ وَالْقُوَّةِ وَالثِّقَةِ بِاللَّهِ، وَيَأْخُذَ مَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ بِطَرِيقَةِ التَّحَفُّظِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَهُمَا طَرِيقَانِ صَحِيحَانِ. أَحَدُهُمَا: لِلْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ، وَالْآخَرُ لِلْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، فَتَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ حُجَّةٌ وَقُدْوَةٌ بِحَسَبِ حَالِهِمْ وَمَا يُنَاسِبُهُمْ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَوَى، وَأَثْنَى عَلَى تَارِكِ الْكَيِّ، وَقَرَنَ تَرْكَهُ بِالتَّوَكُّلِ، وَتَرَكَ الطِّيَرَةَ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ لَطِيفَةٌ حَسَنَةٌ جِدًّا مَنْ أَعْطَاهَا حَقَّهَا، وَرُزِقَ فِقْهَ نَفْسِهِ فِيهَا، أَزَالَتْ عَنْهُ تَعَارُضًا كَثِيرًا يَظُنُّهُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.

وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِرَارِ مِنْهُ، وَمُجَانَبَتِهِ لِأَمْرٍ طَبِيعِيٍّ، وَهُوَ انْتِقَالُ الدَّاءِ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُخَالَطَةِ وَالرَّائِحَةِ إِلَى الصَّحِيحِ، وَهَذَا يَكُونُ مَعَ تَكْرِيرِ الْمُخَالَطَةِ وَالْمُلَامَسَةِ لَهُ، وَأَمَّا أَكْلُهُ مَعَهُ مِقْدَارًا يَسِيرًا مِنَ الزَّمَانِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا تَحْصُلُ الْعَدْوَى مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، فَنَهَى سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَحِمَايَةً لِلصِّحَّةِ، وَخَالَطَهُ مُخَالَطَةً مَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَجْذُومُ الَّذِي أَكَلَ مَعَهُ بِهِ مِنَ الْجُذَامِ أَمْرٌ يَسِيرٌ لَا يُعْدِي مِثْلُهُ، وَلَيْسَ الْجَذْمَى كُلُّهُمْ سَوَاءً، وَلَا الْعَدْوَى حَاصِلَةٌ مِنْ جَمِيعِهِمْ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ لَا تَضُرُّ مُخَالَطَتُهُ، وَلَا تُعْدِي، وَهُوَ مَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ وَقَفَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يُعْدِ بَقِيَّةَ جِسْمِهِ، فهو أن يُعْدِيَ غَيْرَهُ أَوْلَى وَأَحْرَى.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: إِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَمْرَاضَ الْمُعْدِيَةَ تُعْدِي بِطَبْعِهَا مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اعْتِقَادَهُمْ ذَلِكَ، وَأَكَلَ مَعَ الْمَجْذُومِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُمْرِضُ وَيَشْفِي، وَنَهَى عَنِ

الْقُرْبِ مِنْهُ لِيَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ مُفْضِيَةً إِلَى مُسَبَّبَاتِهَا، فَفِي نَهْيِهِ إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ، وَفِي فِعْلِهِ بَيَانُ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِشَيْءٍ، بَلِ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ إِنْ شَاءَ سَلَبَهَا قُوَاهَا، فَلَا تُؤَثِّرُ شَيْئًا، وَإِنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَيْهَا قُوَاهَا فَأَثَّرَتْ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ، فَيُنْظَرُ فِي تَارِيخِهَا، فَإِنْ عُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا، حُكِمَ بِأَنَّهُ النَّاسِخُ، وَإِلَّا توقفنا فيها.

তার তাওয়াক্কুলের (আল্লাহর ওপর ভরসা) শক্তি সংক্রমণের শক্তিকে প্রতিহত করে, যেমন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রোগের শক্তিকে প্রতিহত করে তা বাতিল করে দেয়। কিন্তু কিছু মানুষের এই শক্তি থাকে না, তাই তাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় অবস্থাই পালন করেছেন যাতে উম্মত উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অনুসরণ করতে পারে। ফলে উম্মতের মধ্য থেকে যার ঈমানি শক্তি প্রবল, সে তাওয়াক্কুল, শক্তি ও আল্লাহর ওপর আস্থার পথ অবলম্বন করবে; আর যারা দুর্বল, তারা সতর্কতা ও সাবধানতার পথ গ্রহণ করবে। এই উভয়টিই সঠিক পথ। এর একটি শক্তিশালী মুমিনের জন্য এবং অন্যটি দুর্বল মুমিনের জন্য। এর ফলে উভয় দলের জন্যই তাদের অবস্থা ও উপযোগিতা অনুযায়ী দলিল ও অনুসরণের আদর্শ বিদ্যমান থাকে। যেমনটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে দাগ দিয়ে চিকিৎসা (কায়) করেছেন, আবার যারা এটি বর্জন করে তাদের প্রশংসাও করেছেন এবং বর্জন করাকে তাওয়াক্কুলের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তদ্রূপ তিনি কুলক্ষণ গ্রহণ করাও বর্জন করেছেন। এর আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চমৎকার একটি পদ্ধতি; যে ব্যক্তি একে যথাযথ মর্যাদা দেবে এবং এ বিষয়ে আত্মিক প্রজ্ঞা লাভ করবে, তার থেকে সহীহ সুন্নাহর মাঝে বিদ্যমান অনেক আপাত বিরোধ দূর হয়ে যাবে।

অন্য একটি দল মনে করে যে, কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন এবং তাকে এড়িয়ে চলার নির্দেশ একটি স্বাভাবিক বিষয়। আর তা হলো—স্পর্শ, মেলামেশা ও ঘ্রাণের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে রোগ সংক্রমিত হওয়া। এটি মূলত বারবার মেলামেশা ও স্পর্শের মাধ্যমে ঘটে থাকে। তবে কোনো বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে সামান্য সময়ের জন্য কুষ্ঠরোগীর সাথে আহার করাতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ একবারের আহারে বা মুহূর্তের মেলামেশায় সংক্রমণ ঘটে না। সুতরাং তিনি অশুভ পরিণতির পথ বন্ধ করার (সাদ্দুদ যারাই) জন্য এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিমিত্তে

নিষেধ করেছেন, আবার প্রয়োজন ও জনস্বার্থ রক্ষার্থে তার সাথে মেলামেশাও করেছেন। ফলে এই দুই নির্দেশের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

অন্য একটি দল বলেছে: হতে পারে যে কুষ্ঠরোগীর সাথে তিনি আহার করেছিলেন, তার রোগটি ছিল অতি সামান্য যা অন্যদের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার মতো ছিল না। কেননা সকল কুষ্ঠরোগী এক সমান নয় এবং সবার থেকেই সংক্রমণ ঘটে না। বরং তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যার সাথে মেলামেশা করলে ক্ষতি হয় না এবং সংক্রমণও ঘটে না। এটি ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার দেহে এই রোগের সামান্য প্রকাশ ঘটেছিল, এরপর তা থেমে যায় এবং দীর্ঘকাল একই অবস্থায় থাকে, এমনকি তার নিজের শরীরের বাকি অংশেও তা ছড়ায় না। এমতাবস্থায় অন্যের দেহে তা সংক্রমিত না হওয়াটাই অধিক স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত।

অন্য আরেকটি দল বলেছে: জাহেলী যুগের লোকেরা বিশ্বাস করত যে, সংক্রামক ব্যাধিগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজস্ব প্রকৃতিগত প্রভাবেই সংক্রমিত হয়। তাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের এই বিশ্বাস বাতিল করে দেন এবং কুষ্ঠরোগীর সাথে আহার করে তাদের বুঝিয়ে দেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই রোগ দেন এবং তিনিই আরোগ্য দান করেন। আবার কুষ্ঠরোগীর নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন যাতে এটি স্পষ্ট হয় যে, এগুলো এমন কিছু কারণ (আসবাব) যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফলাফলের অনুকূলে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তাঁর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কারণ বা উসিলার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, আর তাঁর কর্মের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, কারণসমূহ নিজে থেকে কোনো কিছুর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং মহান রব চাইলে এগুলোর কার্যকারিতা ছিনিয়ে নেন, তখন এগুলো আর কোনো প্রভাব ফেলে না; আবার তিনি চাইলে এগুলোর শক্তি বজায় রাখেন এবং তখন এগুলো প্রভাব বিস্তার করে।

অন্য একটি দল বলেছে: বরং এই হাদিসগুলোর মধ্যে রহিতকারী ও রহিত (নাসেখ ও মানসুখ) হওয়ার বিষয় রয়েছে। তাই এগুলোর কালানুক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে। যদি পরবর্তী সময়ের হাদিসটি শনাক্ত করা যায়, তবে সেটিকে রহিতকারী হিসেবে গণ্য করা হবে, অন্যথায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকতে হবে।

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلْ بَعْضُهَا مَحْفُوظٌ، وَبَعْضُهَا غير محفوظ، وتكلمات فِي حَدِيثِ «لَا عَدْوَى» ، وَقَالَتْ: قَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ أَوَّلًا، ثُمَّ شَكَّ فِيهِ فَتَرَكَهُ، وَرَاجَعُوهُ فِيهِ، وَقَالُوا: سَمِعْنَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ، فَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ.

قَالَ أبو سلمة: فَلَا أَدْرِي، أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَمْ نَسَخَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرَ؟

وَأَمَّا حَدِيثُ جابر: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ، فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، فَحَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ وَلَا يَصِحُّ، وَغَايَةُ مَا قَالَ فِيهِ الترمذي: إِنَّهُ غَرِيبٌ، لَمْ يُصَحِّحْهُ وَلَمْ يُحَسِّنْهُ. وَقَدْ قَالَ شعبة وَغَيْرُهُ: اتَّقُوا هَذِهِ الْغَرَائِبَ. قَالَ الترمذي: وَيُرْوَى هَذَا مِنْ فِعْلِ عمر، وَهُوَ أَثْبَتُ، فَهَذَا شَأْنُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ عُورِضَ بِهِمَا أَحَادِيثُ النَّهْيِ، أَحَدُهُمَا: رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ التَّحْدِيثِ بِهِ وَأَنْكَرَهُ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ «الْمِفْتَاحِ» بِأَطْوَلَ مِنْ هذا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ

رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أن اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِالْمُحَرَّمِ» «1» .

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ «2» .

وَفِي «السُّنَنِ» : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّوَاءِ الخبيث «3» .

---

(1) أخرجه أبو داود في الطب

(2) أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه البخاري تعليقا في الطب. ووصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبزار وأبو يعلى ورجال أبي يعلى ثقات.

(3) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وسنده قوي

অন্য একটি দল বলেছে: বরং এর কিছু অংশ সংরক্ষিত (মাহফুজ), আর কিছু অংশ সংরক্ষিত নয়। তারা 'সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই' (লা আদওয়া) সংক্রান্ত হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন: আবু হুরায়রা (রা.) প্রথমে এটি বর্ণনা করতেন, এরপর তিনি এটি নিয়ে সন্দেহে পতিত হন এবং তা পরিত্যাগ করেন। লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে তারা বলল: আমরা আপনাকে এটি বর্ণনা করতে শুনেছি। কিন্তু তিনি তা বর্ণনা করতে অস্বীকৃতি জানান।

আবু সালামাহ্ (রহ.) বলেন: আমি জানি না আবু হুরায়রা (রা.) কি এটি ভুলে গেছেন, নাকি হাদিস দুটির একটি অন্যটিকে রহিত (মানসুখ) করেছে?

আর জাবির (রা.) বর্ণিত হাদিসটি সম্পর্কে—যেখানে বলা হয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরলেন এবং নিজের সাথে খাবার পাত্রে তা প্রবেশ করালেন—তা একটি অপ্রতিষ্ঠিত ও সহিহ (বিশুদ্ধ) নয় এমন হাদিস। ইমাম তিরমিজি এ সম্পর্কে সর্বোচ্চ যা বলেছেন তা হলো এটি 'গরিব' (একক সূত্রীয়); তিনি এটিকে সহিহ কিংবা হাসান বলেননি। শু'বাহ (রহ.) এবং অন্যান্যরা বলেছেন: তোমরা এই 'গরিব' (অপরিচিত) হাদিসগুলো থেকে বেঁচে থাকো। তিরমিজি বলেছেন: এটি উমর (রা.)-এর আমল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যা অধিক নির্ভরযোগ্য। সুতরাং এই হলো সেই দুটি হাদিসের অবস্থা, যেগুলোকে নিষেধসূচক হাদিসসমূহের বিপরীতে পেশ করা হয়েছে। একটি হলো: আবু হুরায়রা (রা.) এটি বর্ণনা করা থেকে বিরত হয়েছেন এবং তা অস্বীকার করেছেন; আর দ্বিতীয়টি: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহিহ প্রমাণিত নয়। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ। আর আমরা 'আল-মিফতাহ' গ্রন্থে এ বিষয়ে এর চেয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকেই তৌফিক (সামর্থ্য) আসে।

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ ও নির্দেশনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

আবু দাউদ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে আবু দারদা (রা.) বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ ও ওষুধ অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো না।” (১)
ইমাম বুখারি তাঁর ‘সহিহ’ গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে: “নিশ্চয়ই আল্লাহ যা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের জন্য কোনো আরোগ্য রাখেননি।” (২)
এবং ‘সুনান’ গ্রন্থসমূহে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপবিত্র বা মন্দ ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (৩)

---

(১) আবু দাউদ এটি চিকিৎসা (তিব্ব) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) তাবারানি এটি ‘আল-মুজামুল কাবীর’-এ বর্ণনা করেছেন এবং বুখারি এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে ‘মুআল্লাক’ (সূত্রহীন বা ঝুলন্ত) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাবারানি এটি এমন এক সনদে সংযুক্ত করেছেন যার বর্ণনাকারীগণ সহিহ বুখারির বর্ণনাকারী। আহমাদ, ইবনে হিব্বান তাঁর ‘সহিহ’ গ্রন্থে, বাজ্জার ও আবু ইয়ালা এটি বর্ণনা করেছেন এবং আবু ইয়ালার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।
(৩) আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ এবং আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ শক্তিশালী।

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» عَنْ طارق بن سويد الجعفي، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» «1» .

وَفِي «السُّنَنِ» أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِالدَّوَاءِ» ، رَوَاهُ أبو داود، وَالتِّرْمِذِيُّ «2» .

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» عَنْ طارق بن سويد الحضرمي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ: «لَا» فَرَاجَعْتُهُ، قُلْتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي لِلْمَرِيضِ، قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» «3» .

وَفِي «سُنَنِ النَّسَائِيِّ» أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا «4» .

وَيُذْكَرُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَدَاوَى بِالْخَمْرِ، فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ» «5» .

الْمُعَالَجَةُ بِالْمُحَرَّمَاتِ قَبِيحَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، أَمَّا الشَّرْعُ فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا، وَأَمَّا الْعَقْلُ، فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا حَرَّمَهُ لِخُبْثِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ طَيِّبًا عُقُوبَةً لَهَا، كَمَا حَرَّمَهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِقَوْلِهِ: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ «6» . وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا حَرَّمَ لِخُبْثِهِ، وَتَحْرِيمُهُ لَهُ حِمْيَةٌ لَهُمْ، وَصِيَانَةٌ عَنْ تَنَاوُلِهِ، فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْعِلَلِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ أَثَّرَ فِي إِزَالَتِهَا، لَكِنَّهُ يُعْقِبُ سَقَمًا أَعْظَمَ مِنْهُ فِي الْقَلْبِ بِقُوَّةِ الْخُبْثِ الَّذِي فِيهِ، فَيَكُونُ الْمُدَاوَى بِهِ قَدْ سَعَى فِي إِزَالَةِ سُقْمِ الْبَدَنِ بسقم القلب.

---

(1) أخرجه مسلم في الأشربة

(2) أخرجه أبو داود في الطب، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه ابن حبان

(3) أخرجه أحمد في مسنده. ولم يخرجه الإمام مسلم

(4) أخرجه النسائي في الصيد، وأحمد، وأخرجه أبو داود والحاكم. وإسناده قوي

(5) أخرجه أبو نعيم في الطب بلفظ: «من تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاء» .

(6) النساء- 160

‘সহীহ মুসলিম’-এ তারিক ইবন সুওয়াইদ আল-জু'ফী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেছিলেন অথবা তা তৈরি করা অপছন্দ করেছিলেন। তখন তিনি (তারিক) বললেন: আমি তো এটি কেবল ঔষধ হিসেবে তৈরি করি। তিনি (রাসূল) বললেন: “নিশ্চয়ই এটি কোনো ঔষধ নয়, বরং এটি একটি ব্যাধি” (১)।

‘সুনান’-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঔষধের মধ্যে মিশ্রিত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই তা একটি ব্যাধি, কোনো ঔষধ নয়।” এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও তিরমিযী (২)।

‘সহীহ মুসলিম’-এ তারিক ইবন সুওয়াইদ আল-হাদরামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এলাকায় আঙুর হয়, যা আমরা নিংড়াই এবং তা থেকে পানীয় (মদ) তৈরি করি। তিনি বললেন: “না।” আমি পুনরায় তাঁর কাছে আরজ করলাম এবং বললাম: আমরা এর মাধ্যমে অসুস্থদের আরোগ্য কামনা করি। তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই তা কোনো আরোগ্য নয়, বরং তা একটি ব্যাধি” (৩)।

‘সুনানুন নাসায়ী’-তে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঔষধের উপকরণ হিসেবে ব্যাঙের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলে তিনি তাকে সেটি হত্যা করতে নিষেধ করেন (৪)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি মদ দিয়ে চিকিৎসা করবে, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করবেন না” (৫)।

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা বুদ্ধি (আকল) ও শরীয়ত উভয় দিক থেকেই জঘন্য। শরীয়তের বিষয়টি হলো আমরা ইতিপূর্বে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি এবং অন্যান্য প্রমাণাদি। আর বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো বস্তুকে তার অপবিত্রতা ও অনিষ্টকারিতার (খুবস) কারণেই হারাম করেছেন। তিনি এই উম্মতের ওপর কোনো পবিত্র (তৈয়িব) বস্তুকে শাস্তি হিসেবে হারাম করেননি, যেমনটি তিনি বনী ইসরাঈলের ওপর করেছিলেন। তাঁর বাণী: “অতএব ইহুদীদের অন্যায়ের কারণে আমি তাদের জন্য এমন অনেক পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছিলাম যা ইতিপূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল” (৬)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এই উম্মতের জন্য যা হারাম করেছেন তা এর অপবিত্রতার কারণেই করেছেন। আর তাদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে তাদের হিফাযত ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে। অতএব, রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য এসব হারাম বস্তুর দ্বারস্থ হওয়া সমীচীন নয়। কারণ, এটি যদি

দৃশ্যত রোগ দূর করতে কার্যকরও হয়, তবুও এর মধ্যকার প্রবল অপবিত্রতার কারণে তা অন্তরে আরও বড় ধরনের ব্যাধি তৈরি করে। ফলে যে ব্যক্তি এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করল, সে মূলত দেহের অসুস্থতা দূর করতে গিয়ে হৃদয়ের অসুস্থতাকেই ডেকে আনল।

---

(১) এটি মুসলিম তাঁর 'আশরিবা' (পানীয়) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) এটি আবু দাউদ 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন; তিরমিযী বলেছেন: এটি হাসান সহীহ। ইবন হিব্বানও একে সহীহ বলেছেন।
(৩) এটি আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ'-এ বর্ণনা করেছেন; তবে ইমাম মুসলিম এটি (এই শব্দে) বর্ণনা করেননি।
(৪) এটি নাসায়ী 'শিকার' অধ্যায়ে এবং আহমাদ বর্ণনা করেছেন; এছাড়া আবু দাউদ ও হাকিমও এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ শক্তিশালী।
(৫) এটি আবু নুআইম 'চিকিৎসা' গ্রন্থে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি হারাম দিয়ে চিকিৎসা করবে, আল্লাহ তাতে কোনো আরোগ্য রাখেননি।"
(৬) সূরা আন-নিসা: ১৬০।

(ص: 116)الطب النبوي لابن القيم

وَأَيْضًا فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ يَقْتَضِي تَجَنُّبَهُ وَالْبُعْدَ عَنْهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ، وَفِي اتِّخَاذِهِ دَوَاءً حَضٌّ عَلَى التَّرْغِيبِ فِيهِ وَمُلَابَسَتِهِ، وَهَذَا ضِدُّ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ دَاءٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ دَوَاءً.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُكْسِبُ الطَّبِيعَةَ وَالرُّوحَ صِفَةَ الْخُبْثِ، لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ تَنْفَعِلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ الدَّوَاءِ انْفِعَالًا بَيِّنًا، فَإِذَا كَانَتْ كَيْفِيَّتُهُ خَبِيثَةً، اكْتَسَبَتِ الطَّبِيعَةُ مِنْهُ خُبْثًا فَكَيْفَ إِذَا كَانَ خَبِيثًا فِي ذَاتِهِ، وَلِهَذَا حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ الْأَغْذِيَةَ وَالْأَشْرِبَةَ وَالْمَلَابِسَ الْخَبِيثَةَ، لِمَا تُكْسِبُ النَّفْسَ مِنْ هَيْئَةِ الْخُبْثِ وَصِفَتِهِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ فِي إِبَاحَةِ التَّدَاوِي بِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ تَمِيلُ إِلَيْهِ ذَرِيعَةً إِلَى تَنَاوُلِهِ لِلشَّهْوَةِ وَاللَّذَّةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا عَرَفَتِ النُّفُوسُ أَنَّهُ نَافِعٌ لَهَا مُزِيلٌ لِأَسْقَامِهَا جَالِبٌ لِشِفَائِهَا، فَهَذَا أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَيْهَا، وَالشَّارِعُ سَدَّ الذَّرِيعَةَ إِلَى تَنَاوُلِهِ بِكُلِّ مُمْكِنٍ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ بَيْنَ سَدِّ الذَّرِيعَةِ إِلَى تَنَاوُلِهِ، وَفَتْحِ الذَّرِيعَةِ إِلَى تَنَاوُلِهِ تَنَاقُضًا وَتَعَارُضًا.

وَأَيْضًا فَإِنَّ فِي هَذَا الدَّوَاءِ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْأَدْوَاءِ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُظَنُّ فِيهِ مِنَ الشِّفَاءِ، وَلْنَفْرِضِ الْكَلَامَ فِي أُمِّ الْخَبَائِثِ الَّتِي مَا جَعَلَ اللَّهُ لَنَا فِيهَا شِفَاءً قَطُّ، فَإِنَّهَا شَدِيدَةُ الْمَضَرَّةِ بِالدِّمَاغِ الَّذِي هُوَ مَرْكَزُ الْعَقْلِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.

قَالَ أبقراط فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ فِي الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ: ضَرَرُ الْخَمْرَةِ بِالرَّأْسِ شَدِيدٌ. لِأَنَّهُ يُسَرِّعُ الِارْتِفَاعَ إِلَيْهِ. وَيَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِهِ الْأَخْلَاطُ الَّتِي تَعْلُو فِي الْبَدَنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ يَضُرُّ بِالذِّهْنِ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْكَامِلِ» : إِنَّ خَاصِّيَّةَ الشَّرَابِ الْإِضْرَارُ بِالدِّمَاغِ وَالْعَصَبِ.

وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُحَرَّمَةِ فَنَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: تَعَافُهُ النَّفْسُ وَلَا تَنْبَعِثُ لِمُسَاعَدَتِهِ الطَّبِيعَةُ عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ بِهِ كَالسُّمُومِ، وَلُحُومِ الْأَفَاعِي وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُسْتَقْذَرَاتِ، فَيَبْقَى كَلًّا عَلَى الطَّبِيعَةِ مُثْقِلًا لَهَا، فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ دَاءً لَا دَوَاءً.

অধিকন্তু, কোনো বস্তু নিষিদ্ধ হওয়ার দাবিই হলো সর্বতোভাবে তা পরিহার করা এবং তা থেকে দূরে থাকা। আর একে ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে এটির প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং এতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি নিহিত রয়েছে, যা শরীয়ত প্রণেতার (শারী') উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তা ছাড়া, এটি নিজেই একটি ব্যাধি, যেমনটি শরীয়তের প্রবর্তক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন; অতএব একে ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়।

আরও একটি বিষয় হলো, এটি মানুষের প্রকৃতি (তাবিয়াত) ও আত্মাকে কলুষতার বৈশিষ্ট্য দান করে। কারণ মানুষের প্রকৃতি ঔষধের গুণাগুণ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং ঔষধের গুণাগুণ যদি কলুষিত হয়, তবে প্রকৃতিও তা থেকে কলুষতা লাভ করে। আর যদি বস্তুটি সত্তাগতভাবেই অপবিত্র বা নিকৃষ্ট (খাবীস) হয়, তবে তো কথাই নেই। এই কারণেই আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য অপবিত্র খাদ্য, পানীয় ও পোশাক নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ এগুলো আত্মাকে অপবিত্র অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যে রঞ্জিত করে।

তদুপরি, এটি দিয়ে চিকিৎসার বৈধতা দেওয়ার মধ্যে—বিশেষত যখন মানুষের মন স্বভাবতই এর প্রতি ঝুঁকে থাকে—একে প্রবৃত্তি ও লালসা চরিতার্থ করার মাধ্যম (যারিআহ) হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হয়। বিশেষ করে যখন মানুষ জানতে পারে যে এটি তাদের জন্য উপকারী, রোগ নিরাময়কারী এবং আরোগ্য আনয়নকারী, তখন এটি তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়। অথচ শরীয়ত প্রণেতা সম্ভাব্য সকল উপায়ে এটি গ্রহণের পথ রুদ্ধ (সাদ্দুয যারাই) করেছেন। আর এটি গ্রহণের পথ রুদ্ধ করা এবং এর পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার মধ্যে যে এক স্পষ্ট বৈপরীত্য ও সংঘর্ষ রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এছাড়াও, এই নিষিদ্ধ ঔষধের মধ্যে নিরাময়ের যে কাল্পনিক ধারণা করা হয়, তার চেয়ে এতে বিদ্যমান ব্যাধির পরিমাণ অনেক বেশি। ধরা যাক, সকল পাপাচারের মূল (উম্মুল খাবায়িস অর্থাৎ মদ) সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে আল্লাহ আমাদের জন্য কখনোই কোনো আরোগ্য রাখেননি। এটি মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, যা চিকিৎসকগণ এবং অনেক ফকিহ ও কালামশাস্ত্রবিদদের মতে আকল বা বুদ্ধির কেন্দ্রস্থল। হিপোক্রেটিস (আবুক্রাত) তীব্র রোগসমূহ সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেছেন: "মস্তিষ্কের জন্য মদের ক্ষতি অত্যন্ত প্রবল, কারণ এটি খুব দ্রুত মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়। আর এর সাথে সাথে শরীরের ওপরের দিকে থাকা দূষিত রসগুলোও (আখলাত) উপরে উঠে আসে, যা একইভাবে চিন্তাশক্তি বা মেধার ক্ষতি সাধন করে।"

‘আল-কামিল’ গ্রন্থের রচয়িতা বলেছেন: "মদ বা পানীয়র বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করা।"

আর অন্যান্য নিষিদ্ধ ঔষধ দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যা মানুষের মন বা প্রবৃত্তি ঘৃণা করে এবং রোগ প্রতিরোধে শরীরের প্রকৃতি একে গ্রহণ করতে উৎসাহী হয় না, যেমন বিষ, সাপের মাংস এবং অন্যান্য অপবিত্র বস্তু। ফলে এটি মানুষের প্রকৃতির ওপর এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এমতাবস্থায় এটি ঔষধ হওয়ার পরিবর্তে ব্যাধিতে পরিণত হয়।

وَالثَّانِي: مَا لَا تَعَافُهُ النَّفْسُ كَالشَّرَابِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ الْحَوَامِلُ مَثَلًا، فَهَذَا ضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ، وَالْعَقْلُ يَقْضِي بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ مطابق للشرع في ذلك.

وها هنا سِرٌّ لَطِيفٌ فِي كَوْنِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يُسْتَشْفَى بِهَا، فَإِنَّ شَرْطَ الشِّفَاءِ بِالدَّوَاءِ تَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ، وَاعْتِقَادُ مَنْفَعَتِهِ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ بَرَكَةِ الشِّفَاءِ، فَإِنَّ النَّافِعَ هُوَ الْمُبَارَكُ، وَأَنْفَعُ الْأَشْيَاءِ أَبْرَكُهَا، وَالْمُبَارَكُ مِنَ النَّاسِ أَيْنَمَا كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ حَيْثُ حَلَّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ اعْتِقَادَ الْمُسْلِمِ تَحْرِيمَ هَذِهِ الْعَيْنِ مِمَّا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِقَادِ بَرَكَتِهَا وَمَنْفَعَتِهَا، وَبَيْنَ حُسْنِ ظَنِّهِ بِهَا، وَتَلَقِّي طَبْعِهِ لَهَا بِالْقَبُولِ، بَلْ كُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ إِيمَانًا، كَانَ أَكْرَهَ لَهَا وَأَسْوَأَ اعْتِقَادًا فِيهَا، وَطَبْعُهُ أَكْرَهَ شَيْءٍ لَهَا، فَإِذَا تَنَاوَلَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ، كَانَتْ دَاءً لَهُ لَا دَوَاءً إِلَّا أَنْ يَزُولَ اعْتِقَادُ الْخُبْثِ فِيهَا، وَسُوءُ الظَّنِّ وَالْكَرَاهَةُ لَهَا بِالْمَحَبَّةِ، وَهَذَا يُنَافِي الْإِيمَانَ فَلَا يَتَنَاوَلُهَا الْمُؤْمِنُ قَطُّ إِلَّا عَلَى وَجْهِ دَاءٍ، وَاللَّهُ أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْقَمْلِ الَّذِي فِي الرَّأْسِ وَإِزَالَتِهِ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى» ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَأَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ «1» .

الْقَمْلُ يَتَوَلَّدُ فِي الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ مِنْ شَيْئَيْنِ: خَارِجٍ عَنِ الْبَدَنِ وَدَاخِلٍ فِيهِ، فَالْخَارِجُ: الْوَسَخُ وَالدَّنَسُ الْمُتَرَاكِمُ فِي سَطْحِ الْجَسَدِ، وَالثَّانِي مِنْ خَلْطٍ رَدِيءٍ عَفِنٍ تَدْفَعُهُ الطَّبِيعَةُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَيَتَعَفَّنُ بِالرُّطُوبَةِ الدَّمَوِيَّةِ فِي الْبَشَرَةِ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الْمَسَامِّ، فَيَكُونُ مِنْهُ الْقَمْلُ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ العلل والأسقام، وبسبب

(1) أخرجه البخاري ومسلم في الحج وأخرجه الإمام أحمد أيضا

দ্বিতীয়ত: এমন বস্তু যা মানুষের প্রবৃত্তি ঘৃণা করে না, যেমন উদাহরণস্বরূপ গর্ভবতী মহিলারা যে পানীয় ব্যবহার করে থাকে; এর উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি। বিবেক একে নিষিদ্ধ (হারাম) করার ফয়সালা দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে বিবেক এবং স্বভাবজাত প্রকৃতি শরীয়তের বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ।

নিষিদ্ধ বস্তু দ্বারা কেন রোগমুক্তি অন্বেষণ করা যাবে না, সে বিষয়ে এখানে একটি সূক্ষ্ম রহস্য রয়েছে। কেননা ঔষধের মাধ্যমে রোগমুক্তির শর্ত হলো তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা, এর উপকারিতার প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং আল্লাহ এতে যে আরোগ্যের বরকত নিহিত রেখেছেন তা মেনে নেওয়া। কারণ যা উপকারী তাই বরকতময়, আর সবচেয়ে উপকারী বস্তুগুলোই সবচেয়ে বেশি বরকতময়। বরকতময় মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, যেখানেই সে অবস্থান করে সেখানেই তার দ্বারা উপকার সাধিত হয়। এটি সুবিদিত যে, কোনো বস্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে একজন মুসলিমের বিশ্বাস তাকে উক্ত বস্তুর বরকত ও উপকারের প্রতি আস্থা রাখা এবং তার প্রতি সুধারণা পোষণ ও তা সানন্দে গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বরং বান্দার ঈমান যত গভীর হয়, এই নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি তার ঘৃণা তত বাড়ে এবং এর প্রতি তার ধারণা তত মন্দ হয়। তখন তার স্বভাব একে চরমভাবে ঘৃণা করে। এমতাবস্থায় যদি সে তা গ্রহণ করে, তবে তা তার জন্য ঔষধ না হয়ে ব্যাধি হয়ে দাঁড়াবে; যদি না সেই বস্তুর অপবিত্রতা ও মন্দ ধারণা অপসারিত হয়ে মহব্বতে রূপান্তরিত হয়। আর এই পরিবর্তন ঈমানের পরিপন্থী। তাই একজন মুমিন কখনোই হারাম বস্তুকে ব্যাধি হিসেবে ছাড়া অন্যভাবে গ্রহণ করে না। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ: মাথার উকুন নিরাময় এবং তা দূরীকরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথনির্দেশ

'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এ কাব বিন উজরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার মাথায় কষ্টের কারণ (উকুন) দেখা দিয়েছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন অবস্থায় বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো যখন উকুনগুলো আমার মুখের ওপর ঝরে পড়ছিল। তিনি বললেন: "আমি ধারণা করতে পারিনি যে তোমার কষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে

যা আমি দেখছি।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: অতঃপর তিনি তাকে মাথা ন্যাড়া করার নির্দেশ দিলেন এবং ছয়জন অভাবী মানুষের মাঝে এক ফারাক (খাদ্যশস্যের পরিমাপবিশেষ) খাদ্য দান করতে অথবা একটি বকরি কুরবানী দিতে অথবা তিন দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। মাথা ও শরীরে উকুন দুটি কারণে উৎপন্ন হয়: শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ কারণ। বাহ্যিক কারণ হলো: শরীরের উপরিভাগে জমে থাকা ময়লা ও আবর্জনা। দ্বিতীয় কারণটি হলো এক প্রকার পচা ও দূষিত মিশ্রণ যা শরীরের প্রকৃতি চামড়া ও মাংসের মাঝখানে ঠেলে দেয়। ফলে তা লোমকূপ দিয়ে বের হওয়ার পর চামড়ার আর্দ্রতায় রক্তজনিত কারণে পচে যায় এবং তা থেকে উকুনের জন্ম হয়। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা ও রোগের কারণে হয়ে থাকে এবং...

---

(১) ইমাম বুখারী ও মুসলিম 'হজ্জ' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমাদও এটি বর্ণনা করেছেন।

الأوساخ، وإنما كان في رؤوس الصِّبْيَانِ أَكْثَرَ لِكَثْرَةِ رُطُوبَاتِهِمْ وَتَعَاطِيهِمُ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُوَلِّدُ الْقَمْلَ، وَلِذَلِكَ حَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رؤوس بَنِي جَعْفَرٍ.

وَمِنْ أَكْبَرِ عِلَاجِهِ حَلْقُ الرَّأْسِ لِتَنْفَتِحَ مَسَامُّ الْأَبْخِرَةِ، فَتَتَصَاعَدَ الْأَبْخِرَةُ الرَّدِيئَةُ، فَتَضْعُفَ مَادَّةَ الْخَلْطِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُطْلَى الرَّأْسُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَقْتُلُ الْقَمْلَ، وَتَمْنَعُ تَوَلُّدَهُ.

وَحَلْقُ الرَّأْسِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا نُسُكٌ وَقُرْبَةٌ وَالثَّانِي بِدْعَةٌ وَشِرْكٌ، وَالثَّالِثُ حَاجَةٌ وَدَوَاءٌ فَالْأَوَّلُ: الحلق في أحد النسكين، الحج أو العمرة وَالثَّانِي: حَلْقُ الرَّأْسِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، كَمَا يَحْلِقُهَا الْمُرِيدُونَ لِشُيُوخِهِمْ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَنَا حَلَقْتُ رَأْسِي لِفُلَانٍ، وَأَنْتَ حَلَقْتَهُ لِفُلَانٍ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ سَجَدْتُ لِفُلَانٍ فَإِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ خُضُوعٌ

وَعُبُودِيَّةٌ وَذُلٌّ، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ، حَتَّى إِنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، فَإِنَّهُ وَضْعُ النَّوَاصِي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا خُضُوعًا لِعَظَمَتِهِ، وَتَذَلُّلًا لِعِزَّتِهِ، وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ، وَلِهَذَا كَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ إِذْلَالَ الْأَسِيرِ مِنْهُمْ وَعِتْقَهُ، حَلَقُوا رَأْسَهُ وَأَطْلَقُوهُ، فَجَاءَ شُيُوخُ الضَّلَالِ وَالْمُزَاحِمُونَ لِلرُّبُوبِيَّةِ الَّذِينَ أَسَاسُ مَشْيَخَتِهِمْ عَلَى الشِّرْكِ وَالْبِدْعَةِ، فَأَرَادُوا مِنْ مُرِيدِيهِمْ أَنْ يَتَعَبَّدُوا لَهُمْ، فزيّنوا لهم حلق رؤوسهم لَهُمْ كَمَا زَيَّنُوا لَهُمُ السُّجُودَ لَهُمْ، وَسَمَّوْهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ، وَقَالُوا: هُوَ وَضْعُ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الشَّيْخِ، وَلَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّ السُّجُودَ لِلَّهِ هُوَ وَضْعُ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَزَيَّنُوا لَهُمْ أَنْ يَنْذُرُوا لَهُمْ، وَيَتُوبُوا لَهُمْ، وَيَحْلِفُوا بِأَسْمَائِهِمْ، وَهَذَا هُوَ اتِّخَاذُهُمْ أَرْبَابًا وَآلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَالَ تَعَالَى مَا كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ، وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ «1» .

وَأَشْرَفُ الْعُبُودِيَّةِ عُبُودِيَّةُ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَقَاسَمَهَا الشُّيُوخُ وَالْمُتَشَبِّهُونَ بِالْعُلَمَاءِ وَالْجَبَابِرَةُ، فَأَخَذَ الشُّيُوخُ مِنْهَا أَشْرَفَ مَا فِيهَا، وَهُوَ السُّجُودُ، وَأَخَذَ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالْعُلَمَاءِ مِنْهَا الرُّكُوعَ، فَإِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا رَكَعَ له كما يركع المصلي لربه سواء

(1) آل عمران- 79، 80

ময়লা-আবর্জনা; বরং শিশুদের মাথায় এটি (উকুন) অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে তাদের দেহের আর্দ্রতার আধিক্য এবং উকুন জন্ম দেয় এমন কারণসমূহে লিপ্ত থাকার কারণে। আর এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাফরের সন্তানদের মাথা মুণ্ডন করে দিয়েছিলেন।

এর অন্যতম প্রধান চিকিৎসা হলো মাথা মুণ্ডন করা, যাতে বাষ্প নির্গমনের পথগুলো (লোমকূপ) উন্মুক্ত হয় এবং দূষিত বাষ্পগুলো উবে যেতে পারে, ফলে দোষযুক্ত দেহরসের

উপাদান দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর মাথায় এমন ঔষধ ব্যবহার করা উচিত যা উকুন ধ্বংস করে এবং পুনরায় জন্মানো রোধ করে।

মাথা মুণ্ডন তিন প্রকার: প্রথমটি ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম; দ্বিতীয়টি বিদআত ও শিরক; এবং তৃতীয়টি প্রয়োজন ও চিকিৎসা হিসেবে। প্রথম প্রকার হলো— হজ বা উমরার মতো ইবাদতের সময় মাথা মুণ্ডন করা। দ্বিতীয়টি হলো— মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে মাথা মুণ্ডন করা, যেমন মুরিদরা তাদের শায়খদের জন্য করে থাকে। তাদের কেউ বলে: "আমি অমুকের জন্য মাথা মুণ্ডন করেছি" এবং "তুমি অমুকের জন্য তা করেছ।" এটি এমন যেন কেউ বলল, "আমি অমুককে সিজদাহ করেছি।" কারণ মাথা মুণ্ডন করা হলো আনুগত্য, দাসত্ব ও বিনয় প্রকাশের একটি বহিঃপ্রকাশ। এই কারণেই এটি হজের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ইমাম শাফিঈর মতে, এটি হজের অন্যতম রুকন (অপরিহার্য অংশ), যা ব্যতীত হজ পূর্ণ হয় না। মূলত এটি হলো আপন রবের সামনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আনুগত্য ও তাঁর মর্যাদার কাছে হীনতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ললাট (নওয়াসি) সমর্পণ করা। এটি ইবাদতের অন্যতম গভীরতম প্রকার। একারণেই আরবদের রীতি ছিল— যখন তারা কোনো বন্দিকে লাঞ্ছিত করতে বা মুক্তি দিতে চাইত, তখন তার মাথা মুণ্ডন করে ছেড়ে দিত। এরপর পথভ্রষ্ট শায়খ এবং রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বের ভাগীদার হতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিদের আগমন ঘটল, যাদের পীরতন্ত্রের ভিত্তি শিরক ও বিদআতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা চাইল তাদের মুরিদরা যেন তাদের ইবাদত করে। তাই তারা মুরিদদের কাছে তাদের জন্য মাথা মুণ্ডন করাকে সুশোভিত করল, যেমনভাবে তাদের সামনে সিজদাহ করাকে সুশোভিত করেছে। তারা একে ভিন্ন নাম দিয়ে অভিহিত করল এবং বলল: "এটি হলো শায়খের সামনে মস্তক অবনত করা।" আল্লাহর শপথ! আল্লাহর জন্য সিজদাহ করা হলো কেবল তাঁরই সামনে মস্তক অবনত করা। তারা মুরিদদের জন্য তাদের নামে মানত করা, তাদের কাছে তওবা করা এবং তাদের নামে শপথ করাকেও সুশোভিত করল। মূলত এটি হলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব ও উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ বলেন: "কোনো মানুষের জন্য এটা সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে— 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও'; বরং সে বলবে— 'তোমরা রব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হও যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে।' আর তিনি তোমাদেরকে ফেরেশতাদের ও নবীদের রব হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন না। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদের কুফরির আদেশ দেবেন?" (সূরা আলে ইমরান: ৭৯-৮০)।

ইবাদতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হলো সালাতের ইবাদত। শায়খগণ, আলিমদের বেশধারী ব্যক্তিবর্গ এবং অত্যাচারী শাসকরা একে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। শায়খরা এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ তথা 'সিজদাহ' গ্রহণ করেছে। আর আলিমদের বেশধারীরা এর 'রুকু' গ্রহণ করেছে; তাই তাদের একে অপরের সাথে দেখা হলে তারা এমনভাবে রুকু করে যেন একজন মুসল্লি তার রবের জন্য রুকু করছে।

(১) আলে ইমরান- ৭৯, ৮০

(ص: 119)الطب النبوي لابن القيم

وَأَخَذَ الْجَبَابِرَةُ مِنْهُمُ الْقِيَامَ، فَيَقُومُ الْأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ على رؤوسهم عُبُودِيَّةً لَهُمْ، وَهُمْ جُلُوسٌ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ، فَتَعَاطِيهَا مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ لَهُ، فَنَهَى عَنِ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ» . وَأَنْكَرَ عَلَى معاذ لَمَّا سَجَدَ لَهُ وَقَالَ: «مَهْ» «1» . وَتَحْرِيمُ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ دِينِهِ بِالضَّرُورَةِ، وَتَجْوِيزُ مَنْ جَوَّزَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ مُرَاغَمَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِذَا جَوَّزَ هَذَا الْمُشْرِكُ هَذَا النَّوْعَ لِلْبَشَرِ، فَقَدْ جَوَّزَ الْعُبُودِيَّةَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَلْقَى أَخَاهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لا» . قيل أيلتزمه ويقلّه قَالَ:

«لَا» . قِيلَ أَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ «نَعَمْ» «2» .

وَأَيْضًا: فَالِانْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ سُجُودٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً «3» أَيْ مُنْحَنِينَ، وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ الدُّخُولُ عَلَى الْجِبَاهِ، وَصَحَّ عَنْهُ النَّهْيُ عَنِ الْقِيَامِ، وَهُوَ جَالِسٌ، كَمَا تُعَظِّمُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حَتَّى مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَرَهُمْ إِذَا

صَلَّى جَالِسًا أَنْ يُصَلُّوا جُلُوسًا، وَهُمْ أَصِحَّاءُ لَا عُذْرَ لَهُمْ، لِئَلَّا يَقُومُوا عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، مَعَ أَنَّ قِيَامَهُمْ لِلَّهِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْقِيَامُ تَعْظِيمًا وَعُبُودِيَّةً لِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ النُّفُوسَ الْجَاهِلَةَ الضَّالَّةَ أَسْقَطَتْ عُبُودِيَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَأَشْرَكَتْ فِيهَا مَنْ تُعَظِّمُهُ مِنَ الْخَلْقِ، فَسَجَدَتْ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَرَكَعَتْ لَهُ، وَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَامَ الصَّلَاةِ، وَحَلَفَتْ بِغَيْرِهِ، وَنَذَرَتْ لغيره، وحلقت لغيره، وذبحت لغيره، وطافت بغير بَيْتِهِ وَعَظَّمَتْهُ بِالْحُبِّ، وَالْخَوْفِ، وَالرَّجَاءِ، وَالطَّاعَةِ، كَمَا يُعَظَّمُ الْخَالِقُ، بَلْ أَشَدُّ، وَسَوَّتْ مَنْ تَعْبُدُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُضَادُّونَ لِدَعْوَةِ الرُّسُلِ، وَهُمُ الَّذِينَ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ- وَهُمْ فِي النَّارِ مَعَ آلِهَتِهِمْ يخصمون-

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ. «4» وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ

---

(1) أخرجه الإمام أحمد.

(2) أخرجه الترمذي في الاستئذان، وابن ماجه في الأدب، وأحمد

(3) البقرة- 58

(4) الشعراء- 98

অত্যাচারী শাসকরা তাদের থেকে (সম্মানে) দণ্ডায়মান হওয়ার প্রথা গ্রহণ করেছে; ফলে স্বাধীন ও দাসেরা তাদের সামনে দাসত্ব প্রদর্শনের নিমিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ তারা আসীন থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিস্তারিতভাবে এই তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং এগুলো চর্চা করা তাঁর আদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদাহ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "কারও জন্য অন্য কাউকে সিজদাহ করা সমীচীন নয়।" মুআজ (রা.) যখন তাঁকে সিজদাহ করেছিলেন, তখন তিনি তাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন: "থামো!" দ্বীনের অপরিহার্য বিধান হিসেবে এটি নিষিদ্ধ হওয়া সর্বজনবিদিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য একে বৈধ মনে করে, সে মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে। এটি দাসত্বের অন্যতম চূড়ান্ত ধরণ। যখন এই মুশরিক ব্যক্তি মানুষের জন্য

এ জাতীয় কাজ বৈধ করে নিল, তখন সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকেই বৈধ করে দিল। এটি সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: একজন লোক যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে কি তার সামনে মাথা নত (রুকু) করবে? তিনি বললেন: "না।" জিজ্ঞাসা করা হলো: তবে কি সে তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং চুম্বন করবে? তিনি বললেন:

"না।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো: তবে কি সে তার সাথে করমর্দন (মুসাফাহা) করবে? তিনি বললেন: "হ্যাঁ" (২)।

তদুপরি, অভিবাদনের সময় মাথা নত করাও এক প্রকার সিজদাহ; মহান আল্লাহর এই বাণীটি সেই অর্থেই: "আর তোমরা সিজদাবনত অবস্থায় দরজায় প্রবেশ করো" (৩), অর্থাৎ মাথা নত করে; অন্যথায় কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে প্রবেশ করা অসম্ভব। একইভাবে, তিনি নিজে আসীন থাকা অবস্থায় অন্যদের দাঁড়িয়ে থাকাকে নিষেধ করেছেন, যেভাবে অনারবরা একে অপরের প্রতি অতি-সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এমনকি সালাতের মধ্যেও তিনি তা থেকে বারণ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইমাম যখন বসে সালাত আদায় করবেন, তখন মুক্তাদিরাও যেন বসে সালাত আদায় করে—যদিও তারা সুস্থ এবং তাদের কোনো ওজর নেই। এটি এজন্য যাতে তিনি বসে থাকা অবস্থায় তারা তাঁর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে না থাকে, যদিও তাদের সেই দাঁড়ানো ছিল আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। তাহলে যে ক্ষেত্রে দাঁড়ানো হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি অতি-সম্মান ও দাসত্ব প্রদর্শনের জন্য, তার ভয়াবহতা কত বেশি হতে পারে!

মূল কথা হলো: অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট আত্মাসমূহ মহান আল্লাহর দাসত্বকে বর্জন করেছে এবং তারা সৃষ্টির মধ্য থেকে যাদের সম্মান করে, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সিজদাহ করেছে, রুকু করেছে, সালাতের ন্যায় অন্যের সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়েছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করেছে, অন্যের জন্য মানত করেছে, অন্যের সন্তুষ্টির জন্য মস্তক মুণ্ডন করেছে, অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করেছে, আল্লাহর ঘর ব্যতীত অন্য কিছুর তাওয়াফ করেছে এবং ভালোবাসা, ভয়, আশা ও আনুগত্যের মাধ্যমে সেগুলোকে এমনভাবে মহিমান্বিত করেছে যেমনটি খালিককে (স্রষ্টাকে) করা হয়, বরং তার চেয়েও বেশি। তারা তাদের উপাস্য সৃষ্টিকে বিশ্বজগতের রবের সমতুল্য করেছে। এরাই মূলত রাসূলগণের দাওয়াতের চরম বিরোধী এবং এরাই তাদের রবের সমকক্ষ স্থির করে। তারা যখন জাহান্নামের আগুনে তাদের উপাস্যদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে, তখন বলবে— "আল্লাহর কসম! আমরা

অবশ্যই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের রবের সমতুল্য মনে করতাম" (৪)। এরাই তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদের আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসে এবং যারা..."

---

(১) ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) তিরমিজি 'ইস্তিযান' পর্বে, ইবনে মাজাহ 'আদব' পর্বে এবং আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) আল-বাকারাহ: ৫৮
(৪) আশ-শুয়ারা: ৯৮

آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ «1» هذا كُلُّهُ مِنَ الشِّرْكِ، وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. فَهَذَا فَصْلٌ مُعْتَرَضٌ فِي هَدْيِهِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ، وَلَعَلَّهُ أَهَمُّ مِمَّا قُصِدَ الكلام فيه، والله الموفق.

[القسم الثاني وهو] فُصُولٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِلَاجِ بِالْأَدْوِيَةِ الرُّوحَانِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُفْرَدَةِ، وَالْمُرَكَّبَةِ مِنْهَا، وَمِنَ الْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْمُصَابِ بِالْعَيْنِ
رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ» «2» .
وَفِي «صَحِيحِهِ» أَيْضًا عَنْ أنس، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخّص فِي الرّقية من الحمّ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ «3» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَيْنُ حَقٌّ» «4» .

وَفِي «سُنَنِ أبي داود» عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ» «5» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عائشة قَالَتْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ «6» .

وَذَكَرَ الترمذي، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن عروة

---

(1) البقرة- 165

(2) أخرجه مسلم في السلام، وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني

(3) أخرجه مسلم في السلام

(4) أخرجه البخاري في الطب ومسلم في السلام

(5) أخرجه أبو داود في الطب. ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه والنسائي

(6) أخرجه البخاري في الطب ومسلم في السلام

যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অত্যন্ত দৃঢ় «১» এ সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করেন না। এটি মস্তক মুণ্ডন সম্পর্কিত তাঁর নির্দেশনার একটি প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ, এবং সম্ভবত এটি মূল আলোচনার বিষয়ের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহই তাওফীকদাতা (সাফল্য দানকারী)।

[দ্বিতীয় অংশ: এটি হলো] একক ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক ঔষধসমূহ এবং এগুলোর সংমিশ্রণে তৈরি ঔষধ ও প্রাকৃতিক ঔষধের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসার নির্দেশনাবলি সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ

বদনজরে (আল-আইন) আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বদনজর সত্য। যদি কোনো কিছু তাকদীরকে (ভাগ্যকে) অতিক্রম করত, তবে বদনজরই তাকে অতিক্রম করত।" «২» ।

তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আনাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বর, বদনজর এবং নামলাহ (চর্মরোগ বা বিষাক্ত পোকার দংশন) থেকে ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) করার অনুমতি দিয়েছেন। «৩» ।

'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"বদনজর সত্য।" «৪» ।

'সুনানে আবু দাউদ'-এ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যার নজর লেগেছে তাকে ওযু করার নির্দেশ দেওয়া হতো, এরপর যার নজর লেগেছে (আক্রান্ত ব্যক্তি) সেই পানি দিয়ে গোসল করত।" «৫» ।

'সহীহাইন'-এ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন অথবা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা বদনজর থেকে বাঁচার জন্য ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করি। «৬» ।

তিরমিযী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন...

---

(১) সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৫

(২) মুসলিম 'আস-সালাম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন; এছাড়াও আহমাদ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ও তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) মুসলিম 'আস-সালাম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'আস-সালাম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৫) আবু দাউদ 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং এর সনদ সহীহ। ইবনে মাজাহ এবং নাসাঈও এটি বর্ণনা করেছেন।

(৬) বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'আস-সালাম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

ابن عامر، عَنْ عبيد بن رفاعة الزرقي، أَنَّ أسماء بنت عميس، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَضَاءَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ» قَالَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «1» .

وَرَوَى مالك رحمه الله: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ قَالَ: فَلُبِطَ سهل، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامرا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَا بَرَّكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ» . فَغَسَلَ لَهُ عامر وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ، فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ «2» .

وَرَوَى مالك رحمه الله أَيْضًا عَنْ محمد بن أبي أمامة بن سهل، عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، تَوَضَّأْ لَهُ فَتَوَضَّأَ لَهُ «3»

وَذَكَرَ عبد الرزاق، عَنْ معمر عَنِ ابن طاووس، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أحكم، فَلْيَغْتَسِلْ» «4» وَوَصْلُهُ صَحِيحٌ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: يُؤْمَرُ الرَّجُلُ الْعَائِنُ بِقَدَحٍ، فَيُدْخِلُ كَفَّهُ فِيهِ، فَيَتَمَضْمَضُ، ثُمَّ يَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى، فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ اليمنى في القدح، ثم يدل يَدَهُ الْيُمْنَى، فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَغْسِلُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَلَا يُوضَعُ الْقَدَحُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ الَّذِي نصيبه الْعَيْنُ مِنْ خَلْفِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً «5» .

وَالْعَيْنُ: عَيْنَانِ: عَيْنٌ إِنْسِيَّةٌ، وَعَيْنٌ جِنِّيَّةٌ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ أم سلمة، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ،، فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ» «6» .

---

(1) أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والنسائي

(2) أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم في صحيحهما

(3) أخرجه مالك في الموطأ وابن ماجه وأحمد.

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف

(5) ذكره البيهقي في السنن

(6) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في السلام. والحاكم وأبو نعيم

ইবনে আমির বর্ণনা করেন উবাইদ ইবনে রিফাআ আল-জুরকি থেকে যে, আসমা বিনতে উমাইস (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! জাফরের সন্তানদের ওপর প্রায়ই নজর (বদ-নজর) লাগে, আমি কি তাদের জন্য ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, যদি কোনো কিছু তাকদিরকে অতিক্রম করতে পারত, তবে নজরই তা আগে অতিক্রম করত। ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি হাসান সহীহ হাদিস (১)।

ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেন ইবনে শিহাব থেকে, তিনি আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমির ইবনে রাবিআ সাহল ইবনে হুনাইফকে গোসল করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর কসম, আজকের মতো সুন্দর গায়ের চামড়া আমি আর কখনো দেখিনি, এমনকি পর্দানশীন কুমারী কন্যার চামড়াও এত সুন্দর হয় না। বর্ণনাকারী বলেন: সঙ্গে সঙ্গে সাহল মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমির-এর কাছে আসলেন এবং তার ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কেন তার ভাইকে হত্যা করতে উদ্যত হও? কেন তুমি বরকতের দোয়া করলে না? তার জন্য গোসল করো। এরপর আমির একটি পাত্রে তার মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই কনুই, দুই হাঁটু, দুই পায়ের কিনারা এবং লুঙ্গির ভেতরের অংশ (ইজার)

ধৌত করলেন। এরপর সেই পানি সাহল-এর ওপর ঢেলে দেওয়া হলো, অমনি তিনি সুস্থ হয়ে মানুষের সাথে রওনা হলেন (২)।

ইমাম মালেক (রহ.) মুহাম্মাদ ইবনে আবি উমামা ইবনে সাহল থেকেও তার পিতার সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে উল্লেখ করেছেন যে, নজর লাগা সত্য; তুমি তার জন্য অজু করো। ফলে তিনি তার জন্য অজু করলেন (৩)।

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন মা'মার থেকে, তিনি ইবনে তাউস থেকে এবং তিনি তার পিতার সূত্রে মারফু হিসেবে উল্লেখ করেছেন: "নজর লাগা সত্য। যদি কোনো কিছু তাকদিরের আগে চলে যেত, তবে নজরই আগে যেত। আর যখন তোমাদের কাউকে (চিকিৎসার জন্য) ধৌত করার অনুরোধ করা হয়, তখন সে যেন ধৌত করে (৪)।" এর সনদ সংযুক্ত হওয়া সহীহ।

ইমাম যুহরী বলেন: যার নজর লেগেছে তাকে একটি পাত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হবে। সে তাতে তার হাতের তালু প্রবেশ করাবে এবং কুলি করবে, তারপর তা পাত্রে ফেলবে। এরপর সে পাত্রের ভেতরে মুখমণ্ডল ধৌত করবে। এরপর বাম হাত ডুবিয়ে তা দিয়ে ডান হাঁটুতে পানি ঢালবে। এরপর ডান হাত ডুবিয়ে তা দিয়ে বাম হাঁটুতে পানি ঢালবে। এরপর তার লুঙ্গির ভেতরের অংশ ধৌত করবে। পাত্রটি মাটিতে রাখা যাবে না। এরপর যার ওপর নজর লেগেছে তার মাথার পেছন দিক থেকে একবারে সবটুকু পানি ঢেলে দেওয়া হবে (৫)।

নজর দুই প্রকার: মানুষের নজর এবং জিনের নজর। উম্মে সালামা (রা.) থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যার চেহারায় কালচে দাগ (সাফ'আহ) ছিল। তখন তিনি বললেন: তার জন্য ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করো, কেননা তাকে নজরের দৃষ্টি লেগেছে (৬)।

---

(১) তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম মালেক মুআত্তায় বর্ণনা করেছেন এবং নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম তাদের সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) ইমাম মালেক মুআত্তায় এবং ইবনে মাজাহ ও আহমাদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) আবদুর রাজ্জাক আল-মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন।

(৫) বায়হাকী আস-সুনান গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

(৬) বুখারি কিতাবুত তিব্ব-এ এবং মুসলিম সালাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাকেম ও আবু নুয়াইমও এটি বর্ণনা করেছেন।

قَالَ الحسين بن مسعود الفراء: وَقَوْلُهُ «سَفْعَةٌ» أَيْ نَظْرَةٌ يَعْنِي: مِنَ الْجِنّ.
يَقُولُ: بِهَا عَيْنٌ أَصَابَتْهَا مِنْ نَظَرِ الْجِنّ أَنْفَذُ مِنْ أَسِنَّةِ الرِّمَاحِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ جابر يَرْفَعُهُ: «إِنَّ العين لتخل الرّجل القبظر، وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ» «1» .
وَعَنْ أَبِي سعيد، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانّ، وَمِنْ عَيْنِ الْإِنْسَانِ «2» .
فَأَبْطَلَتْ طَائِفَةٌ مِمَّنْ قَلَّ نَصِيبُهُمْ مِنَ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ أَمْرَ الْعَيْنِ، وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِالسَّمْعِ وَالْعَقْلِ، وَمِنْ أَغْلَظِهِمْ حِجَابًا، وَأَكْثَفِهِمْ طِبَاعًا، وَأَبْعَدِهِمْ مَعْرِفَةً عَنِ الْأَرْوَاحِ وَالنُّفُوسِ وَصِفَاتِهَا وَأَفْعَالِهَا وَتَأْثِيرَاتِهَا، وَعُقَلَاءُ الْأُمَمِ عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ لَا تَدْفَعُ أَمْرَ العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه وَجِهَةِ تَأْثِيرِ الْعَيْنِ.
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّ الْعَائِنَ إِذَا تَكَيَّفَتْ نَفْسُهُ بِالْكَيْفِيَّةِ الرَّدِيئَةِ، انْبَعَثَ مِنْ عَيْنِهِ قُوَّةٌ سُمِّيَّةٌ تَتَّصِلُ بِالْمَعِينِ، فَيَتَضَرَّرُ. قَالُوا وَلَا يُسْتَنْكَرُ هَذَا، كَمَا لَا يُسْتَنْكَرُ انْبِعَاثُ قُوَّةٍ سُمِّيَّةٍ مِنَ الْأَفْعَى تَتَّصِلُ بِالْإِنْسَانِ، فَيَهْلَكُ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدِ اشْتُهِرَ عَنْ نَوْعٍ مِنَ الْأَفَاعِي أَنَّهَا إِذَا وَقَعَ بَصَرُهَا عَلَى الْإِنْسَانِ هَلَكَ فَكَذَلِكَ الْعَائِنُ.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: لَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَنْبَعِثَ مِنْ عَيْنِ بَعْضِ النَّاسِ جَوَاهِرُ لَطِيفَةٌ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ، فَتَتَّصِلُ بِالْمَعِينِ، وَتَتَخَلَّلُ مَسَامَّ جِسْمِهِ، فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: قَدْ أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ بِخَلْقِ مَا يَشَاءُ مِنَ الضَّرَرِ عِنْدَ مُقَابَلَةِ عَيْنِ الْعَائِنِ لِمَنْ يَعِينُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قُوَّةٌ وَلَا سَبَبٌ وَلَا تَأْثِيرٌ أَصْلًا، وَهَذَا مَذْهَبُ مُنْكِرِي الْأَسْبَابِ وَالْقُوَى وَالتَّأْثِيرَاتِ فِي الْعَالَمِ، وَهَؤُلَاءِ قَدْ سَدُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَابَ الْعِلَلِ وَالتَّأْثِيرَاتِ وَالْأَسْبَابِ، وَخَالَفُوا الْعُقَلَاءَ أَجْمَعِينَ.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ فِي الْأَجْسَامِ وَالْأَرْوَاحِ قُوًى وَطَبَائِعَ مُخْتَلِفَةً، وَجَعَلَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا خَوَاصَّ وَكَيْفِيَّاتٍ مُؤَثِّرَةً، وَلَا يُمْكِنُ لِعَاقِلٍ إِنْكَارُ تأثير الأرواح في

---

(1) أخرجه البزار بسند حسن بمعناه

(2) أخرجه النسائي وابن ماجه، والترمذي وحسنه

হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-ফাররা বলেছেন: তাঁর বাণী "সাফআহ" (سفعة) অর্থ হলো নজর লাগা, অর্থাৎ: জিনের পক্ষ থেকে।

তিনি বলেন: তার মধ্যে বদনজর রয়েছে যা জিনের দৃষ্টি থেকে তাকে আক্রান্ত করেছে, যা বর্শার ফলার চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ।

জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে: "বদনজর মানুষকে কবরে এবং উটকে ডেকচিতে (রান্নার পাত্রে) প্রবেশ করায়।" «১» ।

আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিনের অনিষ্ট এবং মানুষের বদনজর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন «২» ।

একদল লোক, যাদের শ্রুতি (শরয়ী জ্ঞান) এবং বিবেক-বুদ্ধিতে অংশ খুবই সামান্য, তারা বদনজরের বিষয়টি বাতিল করে দিয়েছে। তারা বলেছে: এটি কেবল কল্পনা মাত্র, এর কোনো বাস্তবতা নেই। এই লোকগুলো শ্রুতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মূর্খ, তাদের অন্তর অত্যন্ত স্থূল আবরণে আবৃত, তাদের প্রকৃতি অত্যন্ত কঠিন এবং রুহ, নফস, তাদের গুণাবলি, কার্যাবলি ও প্রভাব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সবচেয়ে নগণ্য। অথচ বিশ্বের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাদের ধর্ম ও মতাদর্শের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বদনজরের বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করেন না, যদিও তারা এর কারণ এবং বদনজরের প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

একদল বলেছেন: বদনজরদাতার নফস (মন) যখন কোনো মন্দ অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন তার চোখ থেকে একটি বিষাক্ত শক্তি নির্গত হয় যা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা বলেন, বিষয়টি অস্বীকার করার মতো নয়, যেমন বিষধর সাপের শরীর থেকে বিষাক্ত শক্তি নির্গত হওয়াকে অস্বীকার করা যায় না যা মানুষের সংস্পর্শে আসলে সে

ধ্বংস হয়ে যায়। এটি এক প্রকার সাপের ক্ষেত্রে সুপরিচিত যে, তাদের দৃষ্টি যখন মানুষের ওপর পড়ে তখন সে ধ্বংস হয়ে যায়। বদনজরদাতার বিষয়টিও তদ্রূপ।

অন্য একদল বলেছেন: কিছু মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু (জাওয়াহির) নির্গত হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা এবং তার শরীরের লোমকূপ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা অসম্ভব নয়, যার ফলে সে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

অপর একটি দল বলেছেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিয়ম করে দিয়েছেন যে, যখন বদনজরদাতার দৃষ্টি আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর পড়ে, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ক্ষতি সৃষ্টি করেন, যদিও এতে দৃশ্যত কোনো শক্তি, কারণ বা প্রভাবের সরাসরি কোনো ভূমিকা নেই। এটি মূলত মহাবিশ্বে কার্যকারণ, শক্তি এবং প্রভাব অস্বীকারকারীদের মতবাদ। এই লোকগুলো নিজেদের জন্য কার্যকারণ ও প্রভাবের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন এবং সমস্ত বুদ্ধিমানদের বিরোধিতা করেছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দেহ ও আত্মার মধ্যে বিভিন্ন শক্তি ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অনেকের মধ্যে প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি নিহিত রেখেছেন। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে আত্মার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব নয়...

---

(১) বাজ্জার এটি একটি হাসান সনদে সমার্থকভাবে বর্ণনা করেছেন।

(২) নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান বলেছেন।

(ص: 123)الطب النبوي لابن القيم

الْأَجْسَامِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ، وَأَنْتَ تَرَى الْوَجْهَ كَيْفَ يَحْمَرُّ حُمْرَةً شَدِيدَةً إِذَا نَظَرَ إليه من يحتشمه ويستحي منهج وَيَصْفَرُّ صُفْرَةً شَدِيدَةً عِنْدَ نَظَرِ مَنْ يَخَافُهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ مَنْ يَسْقَمُ مِنَ النَّظَرِ وَتَضْعُفُ قُوَاهُ، وَهَذَا كُلُّهُ بِوَاسِطَةِ تَأْثِيرِ الْأَرْوَاحِ، وَلِشِدَّةِ ارْتِبَاطِهَا بِالْعَيْنِ يُنْسَبُ الْفِعْلُ إِلَيْهَا، وَلَيْسَتْ هِيَ الْفَاعِلَةَ، وَإِنَّمَا

التَّأْثِيرُ لِلرُّوحِ، وَالْأَرْوَاحُ مُخْتَلِفَةٌ فِي طَبَائِعِهَا وَقُوَاهَا وَكَيْفِيَّاتِهَا وَخَوَاصِّهَا، فَرُوحُ الْحَاسِدِ مُؤْذِيَةٌ لِلْمَحْسُودِ أَذًى بَيِّنًا، وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ- سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، وَتَأْثِيرُ الْحَاسِدِ فِي أَذَى الْمَحْسُودِ أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَهُوَ أَصْلُ الْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ، فَإِنَّ النَّفْسَ الْخَبِيثَةَ الْحَاسِدَةَ تَتَكَيَّفُ بِكَيْفِيَّةٍ خَبِيثَةٍ، وَتُقَابِلُ الْمَحْسُودَ، فَتُؤَثِّرُ فِيهِ بِتِلْكَ الْخَاصِّيَّةِ، وَأَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِهَذَا الْأَفْعَى فَإِنَّ السُّمَّ كَامِنٌ فِيهَا بِالْقُوَّةِ، فَإِذَا قَابَلَتْ عَدُوَّهَا انْبَعَثَتْ مِنْهَا قُوَّةٌ غَضَبِيَّةٌ، وَتَكَيَّفَتْ بِكَيْفِيَّةٍ خَبِيثَةٍ مُؤْذِيَةٍ، فَمِنْهَا مَا تَشْتَدُّ كَيْفِيَّتُهَا وَتَقْوَى حَتَّى تُؤَثِّرَ فِي إِسْقَاطِ الْجَنِينِ، وَمِنْهَا مَا تُؤَثِّرُ فِي طَمْسِ الْبَصَرِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَبْتَرِ، وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ مِنَ الْحَيَّاتِ «إِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» » .

وَمِنْهَا، مَا تُؤَثِّرُ فِي الْإِنْسَانِ كَيْفِيَّتُهَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ مِنْ غَيْرِ اتِّصَالٍ بِهِ لِشِدَّةِ خُبْثِ تِلْكَ النَّفْسِ، وَكَيْفِيَّتِهَا الْخَبِيثَةِ الْمُؤَثِّرَةِ وَالتَّأْثِيرُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى الِاتِّصَالَاتِ الْجِسْمِيَّةِ، كَمَا يَظُنُّهُ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَمَعْرِفَتُهُ بِالطَّبِيعَةِ وَالشَّرِيعَةِ، بَلِ التَّأْثِيرُ يَكُونُ تَارَةً بِالِاتِّصَالِ، وَتَارَةً بِالْمُقَابَلَةِ، وَتَارَةً بِالرُّؤْيَةِ، وَتَارَةً بِتَوَجُّهِ الرُّوحِ نَحْوَ مَنْ يُؤَثِّرُ فِيهِ وَتَارَةً بِالْأَدْعِيَةِ وَالرُّقَى وَالتَّعَوُّذَاتِ، وَتَارَةً بِالْوَهْمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَفْسُ الْعَائِنِ لَا يَتَوَقَّفُ تَأْثِيرُهَا عَلَى الرُّؤْيَةِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ أَعْمَى، فَيُوصَفُ لَهُ الشَّيْءُ، فَتُؤَثِّرُ نَفْسُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْعَائِنِينَ يُؤَثِّرُ فِي الْمَعِينِ بِالْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ «2» وَقَالَ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ

---

(1) أخرجه البخاري في بدأ الخلق، ومسلم في السلام. وقد سمي بذلك لأن على ظهره خطين يشبهان الطّفيتين، اي الخوصتين. والأبتر: قصير الذنب

(2) القلم- 51

দেহসমূহের ওপর এর প্রভাব বিস্তার করা একটি প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। আপনি লক্ষ্য করেন যে, কোনো ব্যক্তি যখন এমন কারো মুখোমুখি হয় যাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও লজ্জা বোধ করে, তখন তার চেহারা কীভাবে তীব্র লাল বর্ণ ধারণ করে; আবার যাকে সে ভয় পায়, তাকে দেখলে তার চেহারা কীভাবে ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে যায়। মানুষ এমন অনেককে দেখেছে যারা কারো দৃষ্টির কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের শারীরিক শক্তি হ্রাস পায়। এই সব কিছুই রূহের (আত্মার) প্রভাবের মাধ্যমে ঘটে। চোখের সাথে এর গভীর সম্পর্কের কারণে এই কাজটিকে চোখের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় (অর্থাৎ কুনজর বলা হয়), অথচ চোখ স্বয়ং মূল কারক নয়; বরং মূল প্রভাব বিস্তারকারী হলো রূহ। রূহসমূহ তাদের প্রকৃতি, শক্তি, ধরণ এবং বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই হিংসুকের রূহ হিংসাকৃত ব্যক্তির জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রাসূলকে হিংসুকের অনিষ্ট হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। হিংসুক ব্যক্তির হিংসাকৃত ব্যক্তির ক্ষতি করার বিষয়টি এমন এক ধ্রুব সত্য যা কেবল মানবিক বাস্তবতার জ্ঞানহীন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে। আর এটিই হলো কুনজর লাগার মূল ভিত্তি। কেননা, কলুষিত ও হিংসুক আত্মা এক অশুভ অবস্থায় রূপান্তর লাভ করে এবং যখন সে হিংসাকৃত ব্যক্তির মুখোমুখি হয়, তখন তার সেই বিশেষ অশুভ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বিষয়ের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হলো সাপ; কারণ সাপের ভেতর বিষ সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যখন সে তার শত্রুর মুখোমুখি হয়, তখন তার মধ্যে এক প্রকার ক্রোধের শক্তির উদয় ঘটে এবং সে এক ক্ষতিকারক ও কলুষিত রূপ ধারণ করে। এদের মধ্যে কোনোটির প্রভাব এত তীব্র হয় যে, তার ফলে গর্ভপাত ঘটে যায়, আবার কোনোটির প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেজকাটা সাপ এবং পিঠে দুই রেখাবিশিষ্ট সাপ সম্পর্কে বলেছেন: "নিশ্চয়ই এরা দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়।"

আবার কোনো কোনো রূহ এমন আছে যার অশুভ প্রভাব স্রেফ দেখার মাধ্যমেই মানুষের ওপর পড়ে, কোনো প্রকার শারীরিক সংস্পর্শ ছাড়াই। এটি সেই আত্মার চরম কলুষতা এবং তার প্রভাব বিস্তারকারী অশুভ বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ে থাকে। প্রভাব বিস্তার করা কেবল শারীরিক সংস্পর্শের ওপর নির্ভরশীল নয়, যেমনটি প্রকৃতি ও শরীয়ত সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা মনে করে থাকে। বরং এই প্রভাব কখনো সংস্পর্শের মাধ্যমে হয়, কখনো মুখোমুখি হওয়ার দ্বারা, কখনো দেখার মাধ্যমে, কখনো প্রভাব বিস্তারকারীর রূহকে সেই ব্যক্তির দিকে

নিবিষ্ট করার মাধ্যমে, কখনো দুআ, ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) ও আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে, আবার কখনো কল্পনা ও ধারণার মাধ্যমে ঘটে থাকে। কুনজর দানকারীর প্রভাব কেবল দেখার ওপর সীমাবদ্ধ নয়; এমনকি সে অন্ধ হলেও যখন তার সামনে কোনো কিছুর বর্ণনা দেওয়া হয়, তখন তার রূহ তার ওপর প্রভাব ফেলে যদিও সে তা সরাসরি দেখছে না। অনেক কুনজর দানকারীই দেখা ছাড়াই স্রেফ বর্ণনার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলে থাকে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "কাফেররা যখন কুরআন শুনে, তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে" (সূরা আল-কলম: ৫১)। আর তিনি আরও বলেছেন: "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের নিকট, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে যখন তা সমাগত হয়, আর গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দানকারী নারীদের অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।"

---

(১) ইমাম বুখারী এটি 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'সালাম' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। একে 'যুত-তুফয়াতাইন' বলা হয়েছে কারণ এর পিঠে দুটি রেখা রয়েছে যা দুটি চিকন পাতার মতো। আর 'আবতার' অর্থ হলো ছোট বা কাটা লেজবিশিষ্ট।
(২) সূরা আল-কলম- ৫১

(ص: 124)الطب النبوي لابن القيم

حاسِدٍ إذا حَسَدَ، فَكُلُّ عَائِنٍ حَاسِدٌ، وَلَيْسَ كُلُّ حَاسِدٍ عَائِنًا، فَلَمَّا كَانَ الْحَاسِدُ أَعَمَّ مِنَ الْعَائِنِ كَانَتِ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْهُ اسْتِعَاذَةً مِنَ الْعَائِنِ، وَهِيَ سِهَامٌ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ وَالْعَائِنِ نَحْوَ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ تُصِيبُهُ تَارَةً وَتُخْطِئُهُ تَارَةً، فَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وِقَايَةَ عَلَيْهِ، أَثَّرَتْ فِيهِ، وَلَا بُدَّ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ حَذِرًا شَاكِيَ السِّلَاحِ لَا مَنْفَذَ فِيهِ لِلسِّهَامِ، لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ، وَرُبَّمَا رُدَّتِ السِّهَامُ عَلَى صَاحِبِهَا، وَهَذَا بِمَثَابَةِ الرَّمْيِ الْحِسِّيِّ سَوَاءً فَهَذَا مِنَ النُّفُوسِ وَالْأَرْوَاحِ، وَذَاكَ مِنَ الْأَجْسَامِ وَالْأَشْبَاحِ. وَأَصْلُهُ مِنْ إِعْجَابِ

الْعَائِنِ بِالشَّيْءِ، ثُمَّ تَتْبَعُهُ كَيْفِيَّةُ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ، ثُمَّ تَسْتَعِينُ عَلَى تَنْفِيذِ سُمِّهَا بِنَظْرَةٍ إِلَى الْمَعِينِ، وَقَدْ يَعِينُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَقَدْ يَعِينُ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ بَلْ بِطَبْعِهِ، وَهَذَا أَرْدَأُ مَا يَكُونُ مِنَ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ حَبَسَهُ الْإِمَامُ، وَأَجْرَى لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ إِلَى الموت، وهذا هو الصواب قطعا.

فَصْلٌ

وَالْمَقْصُودُ: الْعِلَاجُ النَّبَوِيُّ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ، وَقَدْ رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: مَرَرْنَا بِسَيْلٍ، فَدَخَلْتُ، فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مُرُوا أبا ثابت يَتَعَوَّذُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي! وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ «لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ، أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ» «1» .

وَالنَّفْسُ: الْعَيْنُ، يُقَالُ: أَصَابَتْ فُلَانًا نَفْسٌ، أَيْ عَيْنٌ. وَالنَّافِسُ الْعَائِنُ.

وَاللَّدْغَةُ- بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ- وَهِيَ ضَرْبَةُ الْعَقْرَبِ وَنَحْوَهَا.

فَمِنَ التَّعَوُّذَاتِ وَالرُّقَى الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَمِنْهَا التَّعَوُّذَاتُ النَّبَوِيَّةُ.

نَحْوَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

---

(1) أخرجه أبو داود في الطب، وأخرجه الحاكم

হিংসুক যখন হিংসা করে। প্রত্যেক বদনজরদানকারী (আইন) একজন হিংসুক, কিন্তু প্রত্যেক হিংসুকই বদনজরদানকারী নয়। যেহেতু 'হিংসুক' শব্দটি 'বদনজরদানকারী'র তুলনায় অধিক ব্যাপক, তাই হিংসুক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার মধ্যে বদনজরদানকারী থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি মূলত হিংসুক এবং বদনজরদানকারীর আত্মা থেকে নির্গত হওয়া তীরের মতো যা হিংসাকৃত বা আক্রান্ত ব্যক্তির দিকে ধাবিত হয়; কখনো তা লক্ষ্যে আঘাত করে, আবার কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। যদি এটি আক্রান্ত ব্যক্তিকে অরক্ষিত অবস্থায় পায় এবং তার কোনো

সুরক্ষা কবচ না থাকে, তবে তা অবশ্যই তাকে প্রভাবিত করে। আর যদি আক্রান্ত ব্যক্তি সতর্ক ও সুসজ্জিত থাকে এবং তীরের প্রবেশের কোনো পথ না থাকে, তবে তা কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। এমনকি অনেক সময় এই তীর নিক্ষেপকারীর দিকেই ফিরে আসে। এটি সরাসরি বস্তুগতভাবে কোনো কিছু নিক্ষেপ করার মতোই; পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এটি রূহ বা আত্মার কাজ, আর সেটি শরীর ও অবয়বের কাজ। এর মূল উৎস হলো কোনো বিষয়ের প্রতি বদনজরদানকারীর মুগ্ধতা, এরপর তার কলুষিত আত্মার প্রভাবে বিষ ছড়ানোর জন্য সে নিজের দৃষ্টির সাহায্য নেয়। কখনো মানুষ নিজের প্রতিও বদনজর দিতে পারে, আবার কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে কেবল স্বভাবজাত কারণে এটি ঘটে থাকে। মানবজাতির মধ্যে এটি নিকৃষ্টতম স্তর। আমাদের সাথীগণ (হাম্বলী ফকীহগণ) এবং অন্যান্য ফকীহগণ বলেছেন: যদি কারো সম্পর্কে এমনটা (বদনজর দেওয়া) জানা যায়, তবে ইমাম বা শাসক তাকে বন্দি করবেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন। আর এটাই অকাট্যভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত।

পরিচ্ছেদ

উদ্দেশ্য হলো: এই রোগের নববী চিকিৎসা। এটি বিভিন্ন প্রকারের। ইমাম আবু দাউদ তাঁর 'সুনান'-এ সাহল বিন হুনাইফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরা একটি ঝরনার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি তাতে নামলাম এবং গোসল করলাম। এরপর যখন বের হলাম, তখন আমি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি বললেন: "তোমরা আবু সাবিতকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দাও।" সাহল বলেন, আমি বললাম: হে আমার নেতা! ঝাড়ফুঁক কি কোনো উপকার করে? তিনি বললেন: "বদনজর, বিষক্রিয়া অথবা দংশন ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কোনো ঝাড়ফুঁক নেই।"
'নাফস' অর্থ হলো বদনজর (আইন)। বলা হয়ে থাকে: অমুক ব্যক্তিকে 'নাফস' লেগেছে, অর্থাৎ বদনজর লেগেছে। আর 'নাফিস' হলো সেই ব্যক্তি যে বদনজর দেয়।
'লাদগাহ' এর অর্থ হলো বিচ্ছু বা অনুরূপ বিষধর প্রাণীর দংশন।
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ও ঝাড়ফুঁকের অন্তর্ভুক্ত হলো মুআউবিযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস), সূরা ফাতিহা এবং আয়াতুল কুরসি অধিক পরিমাণে পাঠ করা। এছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত হলো নববী দোতাসমূহ (তাআউযাত)।

যেমন: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের উসিলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(১) আবু দাউদ এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং হাকেমও এটি উদ্ধৃত করেছেন।

وَنَحْوَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.
وَنَحْوَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ ما يخرج منها، ومن شرّفتن اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.
وَمِنْهَا: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.
وَمِنْهَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.
وَمِنْهَا: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ لَا أُطِيقُ شَرَّهُ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَمِنْهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَإِنْ شَاءَ قَالَ تَحَصَّنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهِي وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّي وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَاسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ، حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِ حَسْبِيَ الَّذِي هُوَ حَسْبِي، حَسْبِيَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمَى، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظيم.

এবং অনুরূপ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের (কালেমা) মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত কিট-পতঙ্গ এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর কুনজর থেকে।

এবং অনুরূপ: আমি আল্লাহর সেই পরিপূর্ণ বাণীসমূহের (কালেমা) মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কোনো নেককার বা বদকার লোক অতিক্রম করতে পারে না—তাঁর সৃষ্টি করা, অস্তিত্ব দান করা ও উদ্ভাবন করা সবকিছুর অনিষ্ট থেকে; আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা আরোহণ করে তার অনিষ্ট থেকে; জমিনে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে যা নির্গত হয় তার অনিষ্ট থেকে; রাত ও দিনের ফিতনা (বিপরীত্য) থেকে এবং রাতের বেলা হঠাৎ আগতদের অনিষ্ট থেকে, তবে ওই আগন্তুক ছাড়া যে কল্যাণ নিয়ে আসে, হে পরম দয়াময় (রহমান)।

এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের (কালেমা) অছিলায় তাঁর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট এবং শয়তানদের কুমন্ত্রণা ও আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো: হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্মানিত সত্তার (ওয়াজহ) এবং আপনার পরিপূর্ণ বাণীসমূহের (কালেমা) অছিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই অনিষ্ট থেকে যার ললাট

আপনি ধারণ করে আছেন (অর্থাৎ যার ওপর আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে)। হে আল্লাহ! আপনিই অপরাধ ও ঋণ দূর করেন। হে আল্লাহ! আপনার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় না এবং আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় না। আপনি পবিত্র এবং আপনারই সকল প্রশংসা।

এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো: আমি আল্লাহর মহান সত্তার (ওয়াজহ) অছিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার চেয়ে মহান আর কিছু নেই; এবং তাঁর সেই পরিপূর্ণ বাণীসমূহের (কালেমা) অছিলায় যা কোনো নেককার বা বদকার লোক অতিক্রম করতে পারে না; এবং আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের অছিলায়—যা আমি জানি এবং যা জানি না—তাঁর সৃষ্টি করা, অস্তিত্ব দান করা ও উদ্ভাবন করা সবকিছুর অনিষ্ট থেকে; এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে যার অনিষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই; এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে যার ললাট আপনি ধারণ করে আছেন। নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথে আছেন।

এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো: হে আল্লাহ! আপনিই আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আপনার ওপরই আমি ভরসা করেছি এবং আপনিই মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, আর যা তিনি চান না তা হয় না। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার) কোনো উপায় নেই এবং (ইবাদত করার) কোনো শক্তি নেই। আমি জানি যে, আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং তিনি সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ গণনা করে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমার নিজের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক (বা ফাঁদ) থেকে এবং প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীর অনিষ্ট থেকে যার ললাট আপনি ধারণ করে আছেন। নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথে আছেন।

আর কেউ চাইলে বলতে পারেন: আমি সেই আল্লাহর মাধ্যমে দুর্গ গড়েছি (সুরক্ষা নিয়েছি) যিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—যিনি আমার উপাস্য এবং সবকিছুর উপাস্য; আমি আমার রব ও সবকিছুর রবের কাছে আশ্রয় নিয়েছি; আমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর ভরসা করেছি যাঁর মৃত্যু নেই; এবং 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই'—এই বাক্যের মাধ্যমে আমি সকল অনিষ্ট দূর করছি। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। বান্দাদের বিপরীতে রবই আমার জন্য যথেষ্ট, সৃষ্টির বিপরীতে স্রষ্টাই আমার জন্য যথেষ্ট, রিজিকপ্রাপ্তদের বিপরীতে রিজিকদাতাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট যিনি আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তিনি আশ্রয় দান করেন কিন্তু তাঁর ওপর কেউ আশ্রয় দিতে পারে না। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট

এবং তিনিই যথেষ্ট; যে তাঁকে ডাকে আল্লাহ তার ডাক শোনেন। আল্লাহর ঊর্ধ্বে আর কোনো লক্ষ্যস্থল নেই। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের রব।

(ص: 126)الطب النبوي لابن القيم

وَمَنْ جَرَّبَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ وَالْعُوَذَ، عَرَفَ مِقْدَارَ مَنْفَعَتِهَا، وَشِدَّةَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَهِيَ تَمْنَعُ وُصُولَ أَثَرِ الْعَائِنِ، وَتَدْفَعُهُ بَعْدَ وُصُولِهِ بِحَسَبِ قُوَّةِ إِيمَانِ قَائِلِهَا، وَقُوَّةِ نَفْسِهِ، وَاسْتِعْدَادِهِ، وَقُوَّةِ تَوَكُّلِهِ وَثَبَاتِ قَلْبِهِ، فَإِنَّهَا سِلَاحٌ وَالسِّلَاحُ بِضَارِبِهِ

فَصْلٌ

وَإِذَا كَانَ الْعَائِنُ يَخْشَى ضَرَرَ عَيْنِهِ وَإِصَابَتَهَا لِلْمَعِينِ، فَلْيَدْفَعْ شَرَّهَا بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ لَمَّا عَانَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ: «أَلَا بَرَّكْتَ» أَيْ: قُلْتَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ.

وَمِمَّا يُدْفَعُ بِهِ إِصَابَةُ الْعَيْنِ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ، أَوْ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهِ، قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَمِنْهَا رُقْيَةُ جِبْرِيلَ عليه السلام لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي رَوَاهَا مسلم فِي «صَحِيحِهِ» «بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ» «1» .

وَرَأَى جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ أَنْ تُكْتَبَ لَهُ الْآيَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَشْرَبَهَا. قَالَ مجاهد لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ، وَيَغْسِلَهُ، وَيَسْقِيَهُ الْمَرِيضَ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي قلابة.

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ لِامْرَأَةٍ تَعَسَّرَ عَلَيْهَا وِلَادُهَا أَثَرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُغْسَلُ وَتُسْقَى. وَقَالَ أيوب رَأَيْتُ أبا قلابة كَتَبَ كِتَابًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ، وَسَقَاهُ رَجُلًا كَانَ بِهِ وجع.

---

(1) أخرجه مسلم في السلام

যে ব্যক্তি এই দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থনার বাক্যগুলো (আউয়ায) পরীক্ষা করে দেখেছে, সে এগুলোর উপকারের পরিমাণ এবং এগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা অনুধাবন করতে পেরেছে। এগুলো কুদৃষ্টি প্রদানকারীর (আইন) কুপ্রভাব পৌঁছাতে বাধা দেয় এবং প্রভাব পড়ার পর তা দূর করে; আর তা নির্ভর করে পাঠকারীর ঈমানের শক্তি, আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা, প্রস্তুতি, তাওয়াক্কুলের গভীরতা এবং হৃদয়ের স্থিরতার ওপর। কেননা এগুলো হলো অস্ত্রস্বরূপ, আর অস্ত্রের কার্যকারিতা নির্ভর করে তা ব্যবহারকারীর (যোদ্ধার) শক্তির ওপর।

পরিচ্ছেদ

যখন কোনো কুদৃষ্টি প্রদানকারী নিজের কুদৃষ্টির ক্ষতি বা কোনো ব্যক্তির ওপর তা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা করে, তখন তার উচিত সেই অনিষ্টকে এই বলে প্রতিহত করা: "হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর বরকত দান করুন" (আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি)। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমের ইবনে রাবিয়াকে বলেছিলেন, যখন তিনি সাহল ইবনে হুনাইফকে কুদৃষ্টি দিয়েছিলেন:

“তুমি কেন বরকতের দোয়া করলে না?” অর্থাৎ: তুমি কেন বললে না যে, ‘হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর বরকত দান করুন’।

কুদৃষ্টির প্রভাব দূর করার উপায়গুলোর মধ্যে এটিও অন্যতম যে, বলা: "আল্লাহ যা চেয়েছেন (তা-ই হয়েছে), আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই" (মা-শাআল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)। হিশাম ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন এমন কিছু দেখতেন যা তাকে মুগ্ধ করত, অথবা যখন তিনি তার কোনো বাগানে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন: "আল্লাহ যা চেয়েছেন (তা-ই হয়েছে), আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই" (মা-শাআল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।

এগুলোর মধ্যে জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে করা সেই ঝাড়ফুঁকও (রুকইয়াহ) অন্তর্ভুক্ত, যা ইমাম মুসলিম তার ‘সহিহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: “আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রতিটি বিষয় থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়; প্রতিটি প্রাণের অনিষ্ট থেকে অথবা হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন; আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।” (১)
সালাফদের (পূর্বসূরি পণ্ডিতগণ) একদল অভিমত দিয়েছেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য কুরআনের আয়াত লিখে দেওয়া হবে এবং অতঃপর সে তা পান করবে। মুজাহিদ (রহ.) বলেন: কুরআন লিখে তা ধুয়ে রোগীকে পান করানোতে কোনো দোষ নেই। আবু কিলাবাহ (রহ.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।
ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এমন একজন মহিলার জন্য কুরআনের কিছু অংশ লিখে তা ধুয়ে পান করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার প্রসব বেদনা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আইয়ুব (রহ.) বলেন: আমি আবু কিলাবাহকে দেখেছি যে, তিনি কুরআনের আয়াত লিখলেন, অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে এক ব্যক্তিকে পান করালেন যার ব্যথা ছিল।

(১) মুসলিম এটি ‘আস-সালাম’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ

وَمِنْهَا أَنْ يُؤْمَرَ الْعَائِنُ بِغَسْلِ مَغَابِنِهِ وَأَطْرَافِهِ وَدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ فَرْجُهُ. وَالثَّانِي أَنَّهُ طَرَفُ إِزَارِهِ الدَّاخِلِ الَّذِي يَلِي جَسَدَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَعِينِ مِنْ خَلْفِهِ بَغْتَةً، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنَالُهُ عِلَاجُ الْأَطِبَّاءِ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ أَنْكَرَهُ، أَوْ سَخِرَ مِنْهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ، أَوْ فَعَلَهُ مُجَرِّبًا لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ

وَإِذَا كَانَ فِي الطَّبِيعَةِ خَوَاصُّ لَا تَعْرِفُ الْأَطِبَّاءُ عِلَلَهَا الْبَتَّةَ، بَلْ هِيَ عِنْدَهُمْ خَارِجَةٌ عَنْ قِيَاسِ الطَّبِيعَةِ تَفْعَلُ بِالْخَاصِّيَّةِ، فَمَا الَّذِي يُنْكِرُهُ زَنَادِقَتُهُمْ وَجَهَلَتُهُمْ مِنَ الْخَوَاصِّ الشَّرْعِيَّةِ، هَذَا مَعَ أَنَّ فِي الْمُعَالَجَةِ بِهَذَا الِاسْتِغْسَالِ مَا تَشْهَدُ لَهُ الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ، وَتُقِرُّ لِمُنَاسَبَتِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّ تِرْيَاقَ سُمِّ الْحَيَّةِ فِي لَحْمِهَا، وَأَنَّ عِلَاجَ تَأْثِيرِ النَّفْسِ الْغَضَبِيَّةِ فِي تَسْكِينِ غَضَبِهَا، وَإِطْفَاءِ نَارِهِ بِوَضْعِ يَدِكَ عَلَيْهِ وَالْمَسْحِ عَلَيْهِ، وَتَسْكِينِ غَضَبِهِ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مَعَهُ شُعْلَةٌ مِنْ نَارٍ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَقْذِفَكَ بِهَا، فَصَبَبْتَ عَلَيْهَا الْمَاءَ، وَهِيَ فِي يَدِهِ حَتَّى طُفِئَتْ، وَلِذَلِكَ أُمِرَ الْعَائِنُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ لِيَدْفَعَ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةَ الْخَبِيثَةَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ إِحْسَانٌ إِلَى الْمَعِينِ، فَإِنَّ دَوَاءَ الشَّيْءِ بِضِدِّهِ، وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ الْخَبِيثَةُ تَظْهَرُ فِي الْمَوَاضِعِ الرَّقِيقَةِ مِنَ الْجَسَدِ، لِأَنَّهَا تَطْلُبُ النُّفُوذَ، فَلَا تَجِدُ أَرَقَّ مِنَ الْمَغَابِنِ، وَدَاخِلَةِ الْإِزَارِ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ كِنَايَةً عَنِ الْفَرَجِ، فَإِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ، بَطَلَ تَأْثِيرُهَا وَعَمَلُهَا، وَأَيْضًا فَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ لِلْأَرْوَاحِ الشَّيْطَانِيَّةِ بِهَا اخْتِصَاصٌ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ غَسْلَهَا بالماء يطفىء تِلْكَ النَّارِيَّةِ، وَيَذْهَبُ بِتِلْكَ السُّمِّيَّةِ.

وَفِيهِ أَمْرٌ آخَرُ، وَهُوَ وُصُولُ أَثَرِ الْغَسْلِ إِلَى الْقَلْبِ من أرقّ المواضع وأسرعها تنفيذا، فيطفىء تِلْكَ النَّارِيَّةَ وَالسُّمِّيَّةَ بِالْمَاءِ، فَيُشْفَى الْمَعِينُ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ ذَوَاتِ السُّمُومِ إِذَا قُتِلَتْ بَعْدَ لَسْعِهَا، خَفَّ أَثَرُ اللَّسْعَةِ عَنِ الْمَلْسُوعِ، وَوَجَدَ رَاحَةً، فَإِنَّ أَنْفُسَهَا تَمُدُّ أَذَاهَا بَعْدَ لَسْعِهَا، وَتُوَصِّلُهُ إِلَى الْمَلْسُوعِ. فَإِذَا قُتِلَتْ، خَفَّ الْأَلَمُ، وهذا مشاهده وَإِنْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِهِ فَرَحُ الْمَلْسُوعِ، وَاشْتِفَاءُ نَفْسِهِ بِقَتْلِ عَدُوِّهِ، فَتَقْوَى الطَّبِيعَةُ عَلَى الْأَلَمِ، فَتَدْفَعُهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: غَسْلُ الْعَائِنِ يُذْهِبُ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي ظَهَرَتْ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ غَسْلُهُ عِنْدَ تَكَيُّفِ نَفْسِهِ بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ.

পরিচ্ছেদ

এর (প্রতিকারের) মধ্য হতে একটি হলো, কুনজরদানকারীকে (আল-আইন) তার শরীরের ভাঁজযুক্ত অংশসমূহ (মগাবিন), অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পরিধেয় বস্ত্রের ভেতরের দিক ধৌত করতে আদেশ করা হবে। এর (বস্ত্রের ভেতরের দিকের) অর্থ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে; একটি হলো তার যৌনাঙ্গ। দ্বিতীয়টি হলো তার চাদর বা লুঙ্গির ভেতরের সেই অংশ যা তার শরীরের ডান দিকের সংলগ্ন থাকে। এরপর সেই পানি নজরগ্রস্ত ব্যক্তির (আল-মাঈন) মাথার পেছন দিক থেকে হঠাৎ ঢেলে দিতে হবে। এটি এমন একটি চিকিৎসা যা চিকিৎসকদের আয়ত্তের বাইরে এবং যারা একে অস্বীকার করে, উপহাস করে, সন্দেহ পোষণ করে কিংবা বিশ্বাসের পরিবর্তে কেবল পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে করে, তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

প্রকৃতির মধ্যে যদি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে যার কারণসমূহ চিকিৎসকরা একেবারেই জানেন না, বরং তাদের নিকট সেগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে ক্রিয়াশীল; তবে তাদের মধ্য থেকে যারা ধর্মহীন এবং মূর্খ, তারা শরিয়ত নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যের কার্যকারিতাকে কেন অস্বীকার করে? অথচ এই ধৌতকরণের মাধ্যমে চিকিৎসার মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা সুস্থ বিবেক প্রত্যক্ষ করে এবং এর যৌক্তিকতা স্বীকার করে। জেনে রাখুন যে, সাপের বিষের প্রতিষেধক (তিরইয়াক) তার নিজের মাংসের মধ্যেই থাকে। আর ক্রোধাক্রান্ত আত্মার প্রভাব প্রশমিত করার চিকিৎসা হলো তার ক্রোধ শান্ত করা এবং আপনার হাত তার ওপর রেখে ও হাত বুলিয়ে তার ক্রোধের আগুন নির্বাপিত করা। এর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো যার হাতে আগুনের শিখা রয়েছে এবং সে তা আপনার দিকে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছে, এমতাবস্থায় আপনি আগুনের ওপর পানি ঢেলে দিলেন যখন তা তার হাতেই ছিল, ফলে তা নিভে গেল। এই কারণেই কুনজরদানকারীকে বলতে আদেশ করা হয়েছে: "হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর বরকত দান করুন" (আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি), যাতে সে দোয়ার মাধ্যমে সেই অনিষ্টকর অবস্থাকে প্রতিহত করতে পারে, যা মূলত নজরগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি একটি সদাচার। কারণ কোনো বিষয়ের চিকিৎসা তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই করতে হয়। যখন এই অনিষ্টকর অবস্থা শরীরের সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল স্থানগুলোতে প্রকাশ পায় কারণ তা প্রবেশের পথ অনুসন্ধান করে, আর শরীরের ভাঁজসমূহ (মগাবিন) এবং বস্ত্রের ভেতরের অংশ অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম জায়গা সে পায় না—বিশেষ করে যদি এর দ্বারা যৌনাঙ্গকে রূপকভাবে বোঝানো হয়। সুতরাং যখন সেই স্থানগুলো পানি দিয়ে ধৌত করা হয়, তখন এর প্রভাব ও কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া এই স্থানগুলোর সাথে শয়তানি আত্মার এক বিশেষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

মূল উদ্দেশ্য হলো: পানি দিয়ে সেই স্থানগুলো ধৌত করা উক্ত অগ্নিদাহকে নির্বাপিত করে এবং সেই বিষক্রিয়া দূর করে দেয়।
এতে আরও একটি নিগূঢ় রহস্য রয়েছে, আর তা হলো ধৌত করার প্রভাব সূক্ষ্মতম স্থানগুলোর মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত হৃদপিণ্ডে পৌঁছে যায় এবং পানির মাধ্যমে সেই অগ্নিময়তা ও বিষক্রিয়া প্রশমিত করে, ফলে নজরগ্রস্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে। এটি ঠিক বিষধর প্রাণীদের মতো, যারা দংশন করার পর যদি তাদের মেরে ফেলা হয়, তবে দংশিত ব্যক্তির কষ্টের তীব্রতা কমে যায় এবং সে স্বস্তি পায়। কারণ দংশন করার পর সেই বিষধর প্রাণীর আত্মা দংশিত ব্যক্তির মধ্যে যাতনা বর্ধন করতে থাকে এবং তা পৌঁছে দিতে থাকে। যখন তাকে হত্যা করা হয়, তখন সেই যাতনা লাঘব হয়। এটি প্রত্যক্ষ বাস্তব বিষয়; যদিও এর অন্যতম কারণ হতে পারে দংশিত ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তি এবং শত্রুকে হত্যার মাধ্যমে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়া, যার ফলে তার জীবনীশক্তি ব্যথার ওপর প্রবল হয়ে ওঠে এবং তা প্রতিহত করে।
মোদ্দাকথা: কুনজরদানকারীর ধৌত করা পানি সেই বিশেষ অবস্থাকে দূর করে দেয় যা তার থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। আর তার এই ধৌতকরণ কেবল তখনই ফলদায়ক হয় যখন তার আত্মা সেই বিশেষ অবস্থার (কুনজর দেওয়ার অবস্থা) দ্বারা প্রভাবিত থাকে।

(ص: 128)الطب النبوي لابن القيم

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ ظَهَرَتْ مُنَاسَبَةُ الْغَسْلِ، فَمَا مُنَاسَبَةُ صَبِّ ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى الْمَعِينِ؟
قِيلَ: هُوَ فِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ ماء طفىء بِهِ تِلْكَ النَّارِيَّةُ، وَأَبْطَلَ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةَ الرَّدِيئَةَ مِنَ الْفَاعِلِ، فَكَمَا طُفِئَتْ بِهِ النَّارِيَّةُ الْقَائِمَةُ بِالْفَاعِلِ طُفِئَتْ بِهِ، وَأُبْطِلَتْ عَنِ الْمَحَلِّ الْمُتَأَثِّرِ بَعْدَ مُلَابَسَتِهِ لِلْمُؤَثِّرِ الْعَائِنِ، وَالْمَاءُ الَّذِي يُطْفَأُ بِهِ الْحَدِيدُ يَدْخُلُ فِي أَدْوِيَةٍ عِدَّةٍ طَبِيعِيَّةٍ ذكرها الأطباء، فهذا الذي؟ طفىء بِهِ نَارِيَّةُ الْعَائِنِ لَا يُسْتَنْكَرُ أَنْ يَدْخُلَ فِي دَوَاءٍ يُنَاسِبُ هَذَا الدَّاءَ وَبِالْجُمْلَةِ فَطِبُّ الطَّبَائِعِيَّةِ وَعِلَاجُهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلَاجِ النَّبَوِيِّ، كَطِبِّ الطُّرُقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى طِبِّهِمْ، بَلْ أَقَلُّ،

فَإِنَّ التَّفَاوُتَ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ أَعْظَمُ، وَأَعْظَمُ مِنَ التَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطُّرُقِيَّةِ بِمَا لَا يُدْرِكُ الْإِنْسَانُ مِقْدَارَهُ، فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ عَقْدُ الْإِخَاءِ الَّذِي بَيْنَ الْحِكْمَةِ وَالشَّرْعِ وَعَدَمُ مُنَاقَضَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى الصَّوَابِ، وَيَفْتَحُ لِمَنْ أَدَامَ قَرْعَ بَابِ التَّوْفِيقِ مِنْهُ كُلَّ بَابٍ، وَلَهُ النِّعْمَةُ السَّابِغَةُ، والحجة البالغة.

فصل

من عِلَاجِ ذَلِكَ أَيْضًا وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُ سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ بِمَا يَرُدُّهَا عَنْهُ، كَمَا ذَكَرَ البغوي فِي كِتَابِ «شَرْحِ السُّنَّةِ» : أَنَّ عثمان رضي الله عنه رَأَى صَبِيًّا مليحاج فَقَالَ: دَسِّمُوا نُونَتَهُ لِئَلَّا تُصِيبَهُ الْعَيْنُ، ثُمَّ قَالَ فِي تَفْسِيرِهِ وَمَعْنَى: دَسِّمُوا نُونَتَهُ أَيْ سَوِّدُوا نُونَتَهُ، وَالنُّونَةُ النُّقْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي ذَقَنِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ.

وَقَالَ الخطابي فِي «غَرِيبِ الْحَدِيثِ» لَهُ عَنْ عثمان: إِنَّهُ رَأَى صَبِيًّا تأخذه العين، فقال: دسّموا نونته؟؟؟ فَقَالَ أبو عمرو سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى عَنْهُ، فَقَالَ أَرَادَ بِالنُّونَةِ النُّقْرَةَ الَّتِي فِي ذقنه. والتدسيم التسويده أَرَادَ: سَوِّدُوا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ ذَقَنِهِ، لِيَرُدَّ الْعَيْنَ قَالَ: وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ، وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ دَسْمَاءُ أَيْ سَوْدَاءُ. أَرَادَ الِاسْتِشْهَادَ عَلَى اللَّفْظَةِ، وَمِنْ هَذَا أَخَذَ الشَّاعِرُ قَوْلَهُ

مَا كَانَ أَحْوَجَ ذَا الْكَمَالِ إِلَى ... عَيْبٍ يُوَقِّيهِ مِنَ الْعَيْنِ

যদি প্রশ্ন করা হয়: (কুদৃষ্টির প্রতিকারে) ধোয়ার উপযোগিতা তো স্পষ্ট হলো, কিন্তু সেই পানি আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর ঢেলে দেওয়ার যৌক্তিকতা কী?

উত্তরে বলা হবে: এটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এই পানি এমন এক পানি যা দিয়ে সেই উত্তাপ বা অগ্নিগুণ (নারিইয়াহ) নির্বাপিত করা হয়েছে এবং নজর প্রদানকারীর মধ্যকার সেই মন্দ প্রতিক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। সুতরাং নজর প্রদানকারীর মধ্যে বিরাজমান সেই উত্তাপ যেভাবে এর মাধ্যমে নির্বাপিত হয়েছে, কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারীর প্রভাবের সংস্পর্শে আসার

পর আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকেও তা একইভাবে নির্বাপিত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, লোহা ঠাণ্ডা করতে যে পানি ব্যবহৃত হয়, তা অনেক প্রাকৃতিক ওষুধের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব, কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারীর যে উত্তাপ এর মাধ্যমে নেভানো হয়েছে, তা এই রোগের উপযোগী ওষুধের অন্তর্ভুক্ত হওয়া মোটেই বিস্ময়কর নয়। মোটের ওপর কথা হলো, নবুওয়াতী চিকিৎসার তুলনায় সাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবাদীদের চিকিৎসার স্তর ঠিক তেমন, যেমনটি তাদের চিকিৎসার তুলনায় হাতুড়ে ডাক্তারদের চিকিৎসার স্তর। বরং তার চেয়েও কম। কেননা তাদের এবং নবীদের মাঝে ব্যবধান তাদের এবং সাধারণ হাতুড়ে ডাক্তারদের মধ্যকার ব্যবধানের চেয়েও অনেক গুণ বেশি, যার পরিমাণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। সুতরাং হিকমত (প্রজ্ঞা) ও শরয়ি বিধানের মাঝে যে এক নিবিড় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে এবং একটি অন্যটির পরিপন্থী নয়, তা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর তাওফীকের দ্বারে অবিরত করাঘাত করে, তিনি তার জন্য সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। সমস্ত পরিপূর্ণ নেয়ামত ও অকাট্য প্রমাণ কেবল তাঁরই জন্য।

পরিচ্ছেদ

কুদৃষ্টির প্রতিকার ও তা থেকে আত্মরক্ষার আরেকটি উপায় হলো, যার ওপর কুদৃষ্টি লাগার আশঙ্কা থাকে তার সৌন্দর্যকে এমন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা যা কুদৃষ্টিকে প্রতিহত করে। যেমন ইমাম বাগভী ‘শারহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি অত্যন্ত সুন্দর বালককে দেখে বলেছিলেন: ‘‘তার চিবুকের গর্তটি কালো করে দাও, যাতে তাকে কুদৃষ্টি স্পর্শ না করে।’’ অতঃপর তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন: ‘দাসসিমু নুনাতাহু’ অর্থ হলো তার চিবুকের গর্তটি কালো করে দাও। আর ‘নুনাহ’ হলো ছোট শিশুর চিবুকে যে ছোট গর্ত থাকে। খাত্তাবী তার ‘গারীবুল হাদীস’ গ্রন্থে উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি শিশুকে দেখলেন যাকে কুদৃষ্টি গ্রাস করছে, তখন তিনি বললেন: তার চিবুকের গর্তটি কালো করে দাও। আবু আমর বলেন, আমি আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়াকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ‘নুনাহ’ বলতে তিনি চিবুকের গর্তটি বুঝিয়েছেন। আর ‘তাদসীম’ অর্থ হলো কালো করা। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন: কুদৃষ্টি ফেরানোর জন্য চিবুকের সেই জায়গাটি কালো করে দাও। তিনি বলেন: আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত একটি হাদীসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন খুতবা প্রদান

করছিলেন যখন তাঁর মাথায় ছিল একটি কালো (দাসমাউ) পাগড়ি। তিনি শব্দটির ভাষাগত প্রমাণের জন্য এটি উল্লেখ করেছেন। আর কবির এই পঙক্তিটি এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে: পূর্ণতার অধিকারীর কতই না প্রয়োজন একটি … খুঁত বা দোষের, যা তাকে কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে।

فَصْلٌ

وَمِنَ الرُّقَى الَّتِي تَرُدُّ الْعَيْنَ مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي عبد الله الساجي، أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ لِلْحَجِّ أَوِ الْغَزْوِ عَلَى نَاقَةٍ فَارِهَةٍ، وَكَانَ فِي الرُّفْقَةِ رَجُلٌ عَائِنٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ إِلَّا أَتْلَفَهُ، فَقِيلَ لأبي عبد الله: احْفَظْ نَاقَتَكَ مِنَ الْعَائِنِ، فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَى نَاقَتِي سَبِيلٌ، فَأُخْبِرَ الْعَائِنُ بِقَوْلِهِ، فَتَحَيَّنَ غَيْبَةَ أَبِي عبد الله، فَجَاءَ إِلَى رَحْلِهِ، فَنَظَرَ إِلَى النَّاقَةِ، فَاضْطَرَبَتْ وَسَقَطَتْ، فَجَاءَ أبو عبد الله، فَأُخْبِرَ أَنَّ الْعَائِنَ قَدْ عَانَهَا، وَهِيَ كَمَا تَرَى، فَقَالَ دِلُّونِي عَلَيْهِ، فَدُلَّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ بسم الله، حبس طبس، وحجر ياس، وَشِهَابٌ قَابِسٌ، رَدَدْتُ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ «1» فَخَرَجَتْ حَدَقَتَا الْعَائِنِ، وَقَامَتِ النَّاقَةُ لَا بَأْسَ بها.

فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي العلاج لكل شكوى بالرقية الإلية

رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا، أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللَّهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ

رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رحمتك، وشفاء من شفائيك عَلَى هَذَا الْوَجَعِ، فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ» «2»

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ جِبْرِيلَ- عليه السلام أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» . فَقَالَ جِبْرِيلُ- عليه السلام:

«بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ باسم الله أرقيك» «3» .

---

(1) الملك- 3- 4.

(2) أخرجه أبو داود في الطب. ورواه أحمد

(3) أخرجه مسلم في السلام

পরিচ্ছেদ

বদনজর প্রতিরোধকারী ঝাড়ফুঁকসমূহের (রুকইয়াহ) মধ্যে একটি হলো যা আবু আব্দুল্লাহ আল-সাজি থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হজ অথবা যুদ্ধের কোনো এক সফরে একটি শক্তিশালী ও দ্রুতগামী উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সেই কাফেলায় এমন এক ব্যক্তি ছিল যার কুদৃষ্টি বা বদনজর ছিল অত্যন্ত প্রবল; সে কোনো জিনিসের দিকে তাকালে তা ধ্বংস না করে ছাড়ত না। আবু আব্দুল্লাহকে বলা হলো, "আপনার উষ্ট্রীটিকে এই বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তি থেকে রক্ষা করুন।" তিনি বললেন, "আমার উষ্ট্রীর ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ বা পথ নেই।" এই কথাটি সেই বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তির কানে পৌঁছাল। সে আবু আব্দুল্লাহর অনুপস্থিতির সুযোগ খুঁজছিল। একদিন সুযোগ পেয়ে সে তাঁর শিবিরের কাছে এল এবং উষ্ট্রীটির দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাল। সাথে সাথে উষ্ট্রীটি ছটফট করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। আবু আব্দুল্লাহ ফিরে এলে তাঁকে জানানো হলো যে, ওই ব্যক্তি আপনার উষ্ট্রীকে নজর লাগিয়েছে এবং এটি এখন এই অবস্থায় আছে। তিনি বললেন, "আমাকে তার সন্ধান দাও।" তাকে খুঁজে বের করার পর তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন: "আল্লাহর নামে, (আমি একে) আবদ্ধ ও অবরুদ্ধ করলাম, এবং কঠিন পাথর ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মাধ্যমে (প্রতিহত করলাম)। আমি এই বদনজর

প্রদানকারীর নজরকে তার নিজের দিকে এবং তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির দিকে ফিরিয়ে দিলাম। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টিপাত করো, তুমি কি কোনো ত্রুটি দেখতে পাও? তারপর তুমি পুনরায় বারবার দৃষ্টিপাত করো, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।" (এই পাঠ করার পর) বদনজর প্রদানকারী ব্যক্তির দুই চোখের মণি বেরিয়ে এল এবং উষ্ট্রীটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ঐশ্বরিক ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে প্রতিটি অসুস্থতার চিকিৎসায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াত

আবু দাউদ তাঁর "সুনান" গ্রন্থে আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো রোগে আক্রান্ত হয় অথবা তার কোনো ভাই অসুস্থ হয়, তবে সে যেন বলে: হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমানে রয়েছেন, আপনার নাম পবিত্র। আসমান ও যমীনে আপনারই কর্তৃত্ব বিদ্যমান, যেমন আসমানে আপনার রহমত রয়েছে, তেমনি যমীনেও আপনার রহমত বর্ষণ করুন। আমাদের মহাপাপ ও ভুলসমূহ ক্ষমা করে দিন। আপনি পবিত্র ও সৎকর্মশীলদের প্রতিপালক। আপনার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত এবং আপনার আরোগ্যসমূহ থেকে আরোগ্য এই ব্যথার ওপর অবতীর্ণ করুন, যেন সে আল্লাহর অনুমতিতে সুস্থ হয়ে যায়।"
সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জিবরীল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, "হে মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তখন জিবরীল (আ.) বললেন:
"আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রতিটি বিষয় থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, এবং প্রতিটি প্রাণ বা হিংসুকের কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামেই আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।"

---

(১) সূরা আল-মুলক: ৩-৪।
(২) আবু দাউদ এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদও এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) মুসলিম এটি সালাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أبو داود «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ، وَالْحُمَةُ: ذَوَاتُ السُّمُومِ كُلُّهَا.

فَالْجَوَابُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيَ جَوَازِ الرُّقْيَةِ فِي غَيْرِهَا، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ لَا رُقْيَةَ أَوْلَى وَأَنْفَعُ مِنْهَا فِي الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ لَهُ لما أصابته العين أَو فِي الرُّقَى خَيْرٌ؟ فَقَالَ «لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ سَائِرُ أَحَادِيثِ الرُّقَى الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَقَدْ رَوَى أبو داود مِنْ حَدِيثِ أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا رُقْيَةَ إِلَّا من عين أو حمة أو دم يفرقأ «1» .

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» عَنْهُ أَيْضًا: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ من العين والحمة والنملة.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ اللَّدِيغِ بِالْفَاتِحَةِ

أَخْرَجَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ، فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ

بَعْضُهُمْ: اقْتَسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فنذكر له

---

(1) أخرجه أبو داود والترمذي بلفظ «ولا رقية إلا من عين أو حمة» وإسناده صحيح.

যদি বলা হয়, আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত সেই হাদিস সম্পর্কে আপনারা কী বলবেন যাতে বলা হয়েছে: "নজর লাগা (আইন) অথবা বিষাক্ত দংশন (হুমা) ব্যতীত কোনো ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) নেই; আর হুমা হলো সব ধরণের বিষাক্ত প্রাণীর দংশন।"
এর উত্তর হলো, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে অন্য ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের বৈধতাকে অস্বীকার করতে চাননি; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—নজর লাগা ও বিষাক্ত দংশনের ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের মতো অধিকতর উত্তম ও উপকারী আর কোনো কিছু নেই। হাদিসের প্রেক্ষাপটও এর প্রমাণ দেয়। কেননা সাহল ইবনে হুনাইফ যখন নজর লাগার শিকার হয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঝাড়ফুঁকের মধ্যে কি কোনো কল্যাণ আছে? তিনি বললেন: "নজর লাগা অথবা বিষাক্ত দংশন ব্যতীত কোনো ঝাড়ফুঁক নেই (অর্থাৎ এগুলোর ক্ষেত্রেই এটি সর্বাধিক কার্যকর)।" এ বিষয়টি ঝাড়ফুঁক সম্পর্কিত সাধারণ ও বিশেষ অন্যান্য হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। আবু দাউদ আনাস (রা.)-এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নজর লাগা, বিষাক্ত দংশন অথবা অবিরাম রক্তপাত ব্যতীত কোনো ঝাড়ফুঁক নেই।"
এবং 'সহিহ মুসলিম'-এ তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নজর লাগা, বিষাক্ত দংশন এবং চর্মরোগের (নামলাহ) ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে দংশিত ব্যক্তির ঝাড়ফুঁক করার ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ বিষয়ক পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের 'সহিহ' গ্রন্থদ্বয়ে আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একদল সাহাবী এক সফরে বের হলেন। সফরকালে তাঁরা আরবের একটি গোত্রের নিকট অবতরণ করলেন। তাঁরা সেই গোত্রের নিকট মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেই গোত্রের সর্দার বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হলো। তারা তার সুস্থতার জন্য সব ধরণের চেষ্টা করল কিন্তু কোনো কিছুতেই উপকার হলো না। তখন তাদের কেউ বলল, তোমরা যদি এই যাত্রীদলের কাছে যেতে যারা এখানে অবতরণ করেছে, তবে হয়তো তাদের কারো কাছে কোনো প্রতিকার পাওয়া যেত। তারা তাঁদের কাছে এসে বলল: হে যাত্রীদল! আমাদের সর্দার দংশিত হয়েছে এবং আমরা তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো ফল হয়নি। আপনাদের কারো কাছে কি কোনো কিছু (চিকিৎসা) আছে? তাঁদের একজন বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমি ঝাড়ফুঁক করতে জানি। কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে মেহমানদারি চেয়েছিলাম আর তোমরা আমাদের মেহমানদারি করোনি। অতএব, আমি তোমাদের জন্য ঝাড়ফুঁক করব না যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো। অতঃপর তারা এক পাল বকরির বিনিময়ে তাঁদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। তারপর তিনি গিয়ে তার ওপর হালকা থুতু ছিটিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' (সূরা ফাতিহা) পাঠ করতে লাগলেন। ফলে সে যেন হঠাৎ বন্ধনমুক্ত হলো এবং সুস্থ হয়ে হাঁটতে শুরু করল; তার মধ্যে আর কোনো রোগ অবশিষ্ট রইল না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা তাঁদের সেই নির্ধারিত পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, এগুলো ভাগ করে নাও। কিন্তু যিনি ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন: তা করো না যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যাই এবং তাঁকে বিষয়টি জানাই।

---

(১) আবু দাউদ ও তিরমিজি "নজর লাগা অথবা বিষাক্ত দংশন ব্যতীত কোনো ঝাড়ফুঁক নেই" শব্দে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহিহ।

الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟» ، ثُمَّ قَالَ «قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» «1»

وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ» «2» .

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ بَعْضَ الْكَلَامِ لَهُ خَوَاصُّ وَمَنَافِعُ مُجَرَّبَةٌ، فَمَا الظَّنُّ بِكَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي فَضْلُهُ عَلَى كُلِّ كَلَامٍ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ الَّذِي هُوَ الشِّفَاءُ التَّامُّ، وَالْعِصْمَةُ النَّافِعَةُ، وَالنُّورُ الْهَادِي، وَالرَّحْمَةُ الْعَامَّةُ، الَّذِي لو أنزل ظل عَلَى جَبَلٍ لَتَصَدَّعَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالَتِهِ. قَالَ تَعَالَى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ «3» و «من» ها هنا لِبَيَانِ الْجِنْسِ لَا لِلتَّبْعِيضِ هَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً «4» . وَكُلُّهُمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَمَا الظَّنُّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ الَّتِي لَمْ يُنْزَلْ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ مِثْلُهَا، الْمُتَضَمِّنَةِ لِجَمِيعِ مَعَانِي كُتُبِ اللَّهِ، الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذِكْرِ أُصُولِ أَسْمَاءِ الرب- تعالى- ومجامعها، وهي الله، والرب، وو الرحمن، وَإِثْبَاتِ الْمَعَادِ، وَذِكْرِ التَّوْحِيدَيْنِ: تَوْحِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ، وَذِكْرِ الِافْتِقَارِ إِلَى الرَّبِّ سُبْحَانَهُ فِي طَلَبِ الْإِعَانَةِ وَطَلَبِ الْهِدَايَةِ، وَتَخْصِيصِهِ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ، وَذِكْرِ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَنْفَعِهِ وَأَفْرَضِهِ، وَمَا الْعِبَادُ أَحْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْهِدَايَةُ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، الْمُتَضَمِّنِ كَمَالَ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ بِفِعْلِ مَا أَمَرَ بِهِ، وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ، وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَمَاتِ، وَيَتَضَمَّنُ ذِكْرَ أَصْنَافِ الْخَلَائِقِ وَانْقِسَامَهُمْ إِلَى مُنْعَمٍ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ، وَالْعَمَلِ بِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَإِيثَارِهِ، وَمَغْضُوبٍ عَلَيْهِ بِعُدُولِهِ عَنِ الْحَقِّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ لَهُ، وَضَالٍّ بِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ. وَهَؤُلَاءِ أَقْسَامُ الْخَلِيقَةِ مَعَ تَضَمُّنِهَا لِإِثْبَاتِ الْقَدَرِ، وَالشَّرْعِ، وَالْأَسْمَاءِ، وَالصِّفَاتِ، والمعاد، والنبوات، وتزكية النفوس، وإصلاح

(1) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في السلام، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد

(2) أخرجه ابن ماجه في الطب

(3) الإسراء- 82

(4) الفتح- 29

যা ঘটেছিল, যাতে আমরা দেখতে পারি তিনি আমাদের কী আদেশ দেন। অতঃপর তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "তুমি কীভাবে জানলে যে এটি একটি রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক)?" এরপর তিনি বললেন, "তোমরা সঠিক কাজ করেছ। এটি বণ্টন করো এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রেখো।" [১]

ইবনে মাজাহ তাঁর 'সুনান'-এ আলীর (রা.) বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সর্বোত্তম ঔষধ হলো কুরআন।" [২]

এটি সুবিদিত যে, কিছু কথার বিশেষ গুণাগুণ ও পরীক্ষিত উপকারিতা রয়েছে। তাহলে জগতসমূহের প্রতিপালকের কালাম (কথা) সম্পর্কে কী ধারণা হতে পারে? যার শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত কথার ওপর তেমন, যেমন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির ওপর। এটি হলো পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য, উপকারী সুরক্ষা, পথপ্রদর্শক নূর এবং ব্যাপক রহমত; যা যদি পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করা হতো, তবে পাহাড় তাঁর মহানুভবতা ও মহত্ত্বের কারণে বিদীর্ণ হয়ে যেত। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি কুরআন থেকে এমন কিছু অবতীর্ণ করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।" [৩]

এখানে 'মিন' (থেকে) শব্দটি প্রকার বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আংশিক বোঝাতে নয়—এটিই দুটি মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ। যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে এসেছে: "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" [৪] আর তারা সকলেই ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। তাহলে ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা আল-ফাতিহা) সম্পর্কে কী ধারণা হতে পারে, যার মতো কিছু কুরআনে, তাওরাতে, ইঞ্জিলে বা জবুরে অবতীর্ণ হয়নি? এটি আল্লাহর কিতাবসমূহের সমস্ত অর্থকে ধারণ করে; যাতে প্রতিপালকের—যিনি অতি উচ্চ—মৌলিক

নামসমূহ ও তাদের সমষ্টির উল্লেখ রয়েছে, যথা: আল্লাহ, রব এবং রহমান। এটি পরকালের বাস্তবতা সাব্যস্ত করে এবং দুই প্রকার তাওহীদের উল্লেখ করে: রুবুবিয়্যাহর তাওহীদ (প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ) এবং উলুহিয়্যাহর তাওহীদ (উপাসনার একত্ববাদ)। সেইসাথে সাহায্য প্রার্থনা ও হেদায়েত কামনায় মহান প্রতিপালকের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার কথা এবং এই কাজগুলোকে শুধুমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করার কথা এতে রয়েছে। আরও রয়েছে সামগ্রিকভাবে সর্বোত্তম, সবচেয়ে উপকারী এবং সবচেয়ে অপরিহার্য দোয়ার বর্ণনা, যার প্রতি বান্দার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি—আর তা হলো তাঁর সরল পথ (সিরাতুম মুস্তাকীম)-এর দিকে হেদায়েত। যা তাঁর পূর্ণ পরিচয়, তাওহীদ এবং তাঁর আদিষ্ট বিষয় পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় বর্জনের মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর ওপর অবিচল থাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আরও অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টির প্রকারভেদসমূহ এবং তাদের বিভাজন: যারা সত্যের পরিচয় লাভ করে, তদনুযায়ী আমল করে, তাকে ভালোবাসে ও অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে; যারা সত্য জানার পর তা থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে আল্লাহর রাগের শিকার হয়েছে; এবং যারা সত্য না জানার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এগুলো হলো সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগ। এর পাশাপাশি এতে তাকদীর, শরীয়ত, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী, পরকাল, নবুওয়াত, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সংশোধন করার প্রমাণাদি নিহিত রয়েছে।

---

(১) বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'সালাম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন; তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং আহমাদও এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইবনে মাজাহ 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) আল-ইসরা: ৮২

(৪) আল-ফাতহ: ২৯

الْقُلُوبِ، وَذِكْرِ عَدْلِ اللَّهِ وَإِحْسَانِهِ، وَالرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْبَاطِلِ، كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ «مَدَارِجِ السَّالِكِينَ» فِي شَرْحِهَا. وَحَقِيقٌ بِسُورَةٍ هَذَا بَعْضُ شَأْنِهَا، أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا مِنَ الْأَدْوَاءِ، وَيُرْقَى بِهَا اللَّدِيغُ.

وَبِالْجُمْلَةِ فما تمنته الفاتحة ن إخلاص العبودية والثناء على الله، وتقويض الْأَمْرِ كُلِّهِ إِلَيْهِ، وَالِاسْتِعَانَةِ بِهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَسُؤَالِهِ مَجَامِعَ النِّعَمِ كُلِّهَا، وَهِيَ الْهِدَايَةُ الَّتِي تَجْلِبُ النِّعَمَ، وَتَدْفَعُ النِّقَمَ، مِنْ أَعْظَمِ الْأَدْوِيَةِ الشَّافِيَةِ الْكَافِيَةِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَوْضِعَ الرُّقْيَةِ منها: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ مِنْ أَقْوَى أَجْزَاءِ هَذَا الدَّوَاءِ، فَإِنَّ فِيهِمَا مِنْ عُمُومِ التَّفْوِيضِ وَالتَّوَكُّلِ، وَالِالْتِجَاءِ وَالِاسْتِعَانَةِ، وَالِافْتِقَارِ وَالطَّلَبِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ أَعْلَى الْغَايَاتِ، وَهِيَ عِبَادَةُ الرَّبِّ وَحْدَهُ، وَأَشْرَفِ الْوَسَائِلِ وَهِيَ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَى عِبَادَتِهِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا، وَلَقَدْ مَرَّ بِي وَقْتٌ بِمَكَّةَ سَقِمْتُ فِيهِ وَفَقَدْتُ الطَّبِيبَ وَالدَّوَاءَ، فَكُنْتُ أَتَعَالَجُ بِهَا، آخُذُ شَرْبَةً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَأَقْرَؤُهَا عَلَيْهَا مِرَارًا، ثُمَّ أَشْرَبُهُ، فَوَجَدْتُ بِذَلِكَ الْبُرْءَ التَّامَّ، ثُمَّ صِرْتُ أَعْتَمِدُ ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْجَاعِ، فَأَنْتَفِعُ بِهَا غَايَةَ الانتفاع.

فصل

وفي تأثير الرّقى بالفاتحة وغيرها عِلَاجِ ذَوَاتِ السُّمُومِ سِرٌّ بَدِيعٌ، فَإِنَّ ذَوَاتِ السُّمُومِ أَثَّرَتْ بِكَيْفِيَّاتِ نُفُوسِهَا الْخَبِيثَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَسِلَاحُهَا حُمَاتُهَا الَّتِي تَلْدَغُ بِهَا، وَهِيَ لَا تَلْدَغُ حَتَّى تَغْضَبَ، فَإِذَا غَضِبَتْ، ثَارَ فِيهَا السُّمُّ، فَتَقْذِفُهُ بِآلَتِهَا، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، وَلِكُلِّ شَيْءٍ ضِدًّا وَنَفْسُ الرَّاقِي تَفْعَلُ فِي نَفْسِ الْمَرْقِيِّ، فَيَقَعُ بَيْنَ نَفْسَيْهِمَا فِعْلٌ وَانْفِعَالٌ، كَمَا يَقَعُ بَيْنَ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ، فَتَقْوَى نَفْسُ الرَّاقِي وَقُوَّتُهُ بِالرُّقْيَةِ عَلَى ذَلِكَ الدَّاءِ، فَيَدْفَعُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَدَارُ تَأْثِيرِ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَدْوَاءِ عَلَى الْفِعْلِ وَالِانْفِعَالِ وَهُوَ كَمَا يَقَعُ بَيْنَ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ الطَّبِيعِيَّيْنِ، يَقَعُ بَيْنَ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ الرُّوحَانِيَّيْنِ، وَالرُّوحَانِيُّ، وَالطَّبِيعِيُّ، وَفِي النَّفْثِ وَالتَّفْلِ اسْتِعَانَةٌ بِتِلْكَ الرُّطُوبَةِ

وَالْهَوَاءِ، وَالنَّفَسِ الْمُبَاشِرِ لِلرُّقْيَةِ، وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، فَإِنَّ الرُّقْيَةَ تَخْرُجُ مِنْ قَلْبِ الرَّاقِي وَفَمِهِ، فَإِذَا صَاحَبَهَا شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ بَاطِنِهِ مِنَ الرِّيقِ وَالْهَوَاءِ وَالنَّفَسِ، كَانَتْ أَتَمّ

অন্তরের চিকিৎসাসমূহ, আল্লাহর ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের আলোচনা এবং সকল বিদআতি ও ভ্রান্তপন্থীদের খণ্ডন করা; যেমনটি আমরা আমাদের বৃহৎ কিতাব 'মাদারিজুস সালিকীন' (Madarij al-Salikin)-এ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি। আর এমন সূরার ক্ষেত্রে এটাই সঙ্গত—যার মাহাত্ম্য হচ্ছে এই যে—এর মাধ্যমে ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করা হবে এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) করা হবে।

মোটকথা, সূরা ফাতিহা যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে—যেমন ইবাদতে একনিষ্ঠতা, আল্লাহর প্রশংসা, সমস্ত বিষয় তাঁর প্রতি সোপর্দ করা, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁর ওপর ভরসা করা এবং সকল নিয়ামতের মূল প্রার্থনা করা (যা হচ্ছে হিদায়াত, যা নিয়ামতকে টেনে আনে এবং বিপদ-আপদকে দূর করে)—তা হচ্ছে অত্যন্ত মহান, আরোগ্যদানকারী ও পর্যাপ্ত ঔষধগুলোর অন্যতম।

আর বলা হয়েছে যে: এই সূরায় ঝাড়ফুঁকের (রুকইয়াহ) মূল স্থান হলো: 'আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' নিঃসন্দেহে এই বাক্য দুটি এই মহৌষধের সবচাইতে শক্তিশালী অংশ। কেননা এতে রয়েছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), আশ্রয় গ্রহণ ও সাহায্য প্রার্থনা, নিজের মুখাপেক্ষিতা ও বিনয় প্রকাশ। এতে সবচাইতে উচ্চতর উদ্দেশ্য—অর্থাৎ কেবল রবের ইবাদত করা—এবং সবচাইতে মহৎ মাধ্যম—অর্থাৎ তাঁর ইবাদত সম্পন্ন করতে তাঁরই সাহায্য নেওয়া—এমনভাবে একত্রিত হয়েছে যা অন্য কোথাও নেই। আমার জীবনে মক্কায় অবস্থানকালে এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এবং কোনো চিকিৎসক বা ঔষধ পাচ্ছিলাম না। তখন আমি এই সূরার মাধ্যমেই নিজের চিকিৎসা করতাম; আমি যমযম পানির একটি চুমুক নিতাম এবং তাতে বারবার এই সূরা পাঠ করতাম, এরপর তা পান করতাম। ফলে আমি এর মাধ্যমে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতাম। এরপর থেকে আমি বহু ব্যথার ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করতে শুরু করি এবং এর মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে উপকৃত হই।

পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য রুকইয়ার (ঝাড়ফুঁক) মাধ্যমে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের চিকিৎসায় এক বিস্ময়কর রহস্য নিহিত আছে। কেননা বিষাক্ত প্রাণীরা তাদের অপবিত্র স্বভাবের (নুফুসে খাবীসাহ) প্রভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাদের হাতিয়ার হলো তাদের বিষদাঁত বা হুল যা দিয়ে তারা দংশন করে। এরা রাগান্বিত না হওয়া পর্যন্ত দংশন করে না। যখন তারা ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাদের মাঝে বিষের উদ্রেক ঘটে এবং তারা তাদের অঙ্গের মাধ্যমে তা নিক্ষেপ করে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রতিটি রোগের জন্য ঔষধ এবং প্রতিটি জিনিসের জন্য বিপরীত বস্তু সৃষ্টি করেছেন। ঝাড়ফুঁককারীর (রাকী) আত্মা যখন আক্রান্ত ব্যক্তির (মারকী) আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন উভয়ের মধ্যে একটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, ঠিক যেমনটি রোগ ও ঔষধের মধ্যে ঘটে থাকে। তখন ঝাড়ফুঁককারীর আত্মা ও শক্তি রুকইয়ার মাধ্যমে সেই রোগের ওপর প্রবল হয় এবং আল্লাহর অনুমতিতে তাকে প্রতিহত করে। ঔষধ ও রোগের প্রভাবের মূল ভিত্তি হলো এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। প্রাকৃতিক রোগ ও ঔষধের মাঝে যেমনটি ঘটে, তেমনি আধ্যাত্মিক রোগ ও ঔষধের ক্ষেত্রেও তা ঘটে থাকে। আর আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক উভয় প্রক্রিয়ায় ফুঁ দেওয়া (নাফছ) ও থুথু নিক্ষেপের (তাফল) মধ্যে সেই আর্দ্রতা, বায়ু ও নিঃশ্বাসের সাহায্য নেওয়া হয় যা সরাসরি রুকইয়াহ, যিকির ও দোয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা রুকইয়াহ নির্গত হয় ঝাড়ফুঁককারীর অন্তর ও মুখ থেকে; যখন তার সাথে তার শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশ যেমন লালা, বাতাস ও নিঃশ্বাসের কিছু অংশ যুক্ত হয়, তখন তা অধিকতর পূর্ণতা লাভ করে।

(ص: 133)الطب النبوي لابن القيم

تَأْثِيرًا، وَأَقْوَى فِعْلًا وَنُفُوذًا، وَيَحْصُلُ بِالِازْدِوَاجِ بَيْنَهُمَا كَيْفِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ شَبِيهَةٌ بِالْكَيْفِيَّةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ تَرْكِيبِ الْأَدْوِيَةِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَنَفْسُ الرَّاقِي تُقَابِلُ تِلْكَ النُّفُوسَ الْخَبِيثَةَ، وَتَزِيدُ بِكَيْفِيَّةِ نَفْسِهِ، وَتَسْتَعِينُ بِالرُّقْيَةِ وَبِالنَّفْثِ عَلَى إِزَالَةِ ذَلِكَ الْأَثَرِ، وَكُلَّمَا كَانَتْ كَيْفِيَّةُ نَفْسِ الرَّاقِي أَقْوَى، كَانَتِ الرُّقْيَةُ أَتَمَّ، وَاسْتِعَانَتُهُ بِنَفْثِهِ كَاسْتِعَانَةِ تِلْكَ النُّفُوسِ الرَّدِيئَةِ بِلَسْعِهَا.

وَفِي النَّفْثِ سِرٌّ آخَرُ، فَإِنَّهُ مِمَّا تَسْتَعِينُ بِهِ الْأَرْوَاحُ الطَّيِّبَةُ وَالْخَبِيثَةُ، وَلِهَذَا تَفْعَلُهُ السَّحَرَةُ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ قَالَ تَعَالَى وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفْسَ تَتَكَيَّفُ بِكَيْفِيَّةِ الْغَضَبِ وَالْمُحَارَبَةِ، وَتُرْسِلُ أَنْفَاسَهَا سِهَامًا لَهَا، وَتَمُدُّهَا بِالنَّفْثِ وَالتَّفْلِ الَّذِي مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ مُصَاحِبٌ لِكَيْفِيَّةٍ مُؤَثِّرَةٍ، وَالسَّوَاحِرُ تَسْتَعِينُ بِالنَّفْثِ اسْتِعَانَةً بَيِّنَةً، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِجِسْمِ الْمَسْحُورِ، بَلْ تَنْفُثُ عَلَى الْعُقْدَةِ وَتَعْقِدُهَا، وَتَتَكَلَّمُ بِالسِّحْرِ، فَيَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْمَسْحُورِ بِتَوَسُّطِ الْأَرْوَاحِ السُّفْلِيَّةِ الْخَبِيثَةِ، فَتُقَابِلُهَا الرُّوحُ الزَّكِيَّةُ الطَّيِّبَةُ بِكَيْفِيَّةِ الدَّفْعِ وَالتَّكَلُّمِ بِالرُّقْيَةِ، وَتَسْتَعِينُ بِالنَّفْثِ، فَأَيُّهُمَا قَوِيَ كَانَ الْحُكْمُ لَهُ، وَمُقَابَلَةُ الْأَرْوَاحِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ، وَمُحَارَبَتُهَا وَآلَتُهَا مِنْ جِنْسِ مُقَابَلَةِ الْأَجْسَامِ، وَمُحَارَبَتُهَا وَآلَتُهَا سَوَاءٌ، بَلِ الْأَصْلُ فِي الْمُحَارَبَةِ وَالتَّقَابُلِ لِلْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ آلَتُهَا وَجُنْدُهَا وَلَكِنْ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحِسُّ لَا يَشْعُرُ بِتَأْثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ وَأَفْعَالِهَا وَانْفِعَالَاتِهَا لِاسْتِيلَاءِ سُلْطَانِ الْحِسِّ عَلَيْهِ، وَبُعْدِهِ مِنْ عَالَمِ الْأَرْوَاحِ، وَأَحْكَامِهَا، وَأَفْعَالِهَا.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الرُّوحَ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةً وَتَكَيَّفَتْ بِمَعَانِي الْفَاتِحَةِ، وَاسْتَعَانَتْ بِالنَّفْثِ وَالتَّفْلِ، قَابَلَتْ ذَلِكَ الْأَثَرَ الَّذِي حَصَلَ مِنَ النُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ، فَأَزَالَتْهُ والله أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ بِالرُّقْيَةِ

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِهِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، إِذْ سَجَدَ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فِي أُصْبُعِهِ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অধিক প্রভাবশালী এবং ক্রিয়া ও অনুপ্রবেশে অধিক শক্তিশালী; আর এই উভয়ের সমন্বয়ের ফলে একটি কার্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা ঔষধ তৈরির সময় বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে সৃষ্ট অবস্থার সদৃশ।

সারসংক্ষেপ হলো: ঝাড়ফুঁককারীর (রাকি) আত্মা সেই অশুভ আত্মাসমূহের মোকাবিলা করে এবং নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করে। সে ওই ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার জন্য রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) ও ফুঁকের (নাফ্‌্‌স) সাহায্য গ্রহণ করে। ঝাড়ফুঁককারীর আত্মার অবস্থা যত বেশি শক্তিশালী হবে, রুকইয়া তত বেশি পূর্ণাঙ্গ হবে। তার ফুঁকের সাহায্য নেওয়া ঠিক তেমনি, যেমন সেই মন্দ আত্মাসমূহ তাদের দংশনের মাধ্যমে সাহায্য নিয়ে থাকে।

ফুঁ প্রদানের মধ্যে আরেকটি রহস্য রয়েছে; আর তা হলো, পবিত্র ও অপবিত্র উভয় প্রকার আত্মাই এর মাধ্যমে সাহায্য লাভ করে। একারণেই জাদুকরেরাও এটি করে থাকে, যেমনটি ইমানদারগণ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং গ্রন্থিতে ফুঁ দানকারিনীদের অনিষ্ট হতে।" এর কারণ হলো, আত্মা তখন ক্রোধ ও যুদ্ধের রূপ ধারণ করে এবং নিজের নিঃশ্বাসকে তীরের মতো নিক্ষেপ করে। সে একে ফুঁ এবং হালকা লালামিশ্রিত ফুঁয়ের (তাফল) মাধ্যমে শক্তিশালী করে, যার সাথে প্রভাব বিস্তারকারী অবস্থার লালা মিশে থাকে। জাদুকরীরা ফুঁ প্রদানের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে সাহায্য গ্রহণ করে, যদিও তা জাদুকবলিত ব্যক্তির শরীরের সংস্পর্শে না লাগে; বরং সে গ্রন্থিতে ফুঁ দেয় এবং গিঁট দেয় ও জাদুমন্ত্র পাঠ করে। ফলে নিম্নস্তরের অশুভ আত্মাসমূহের মধ্যস্থতায় তা জাদুকবলিত ব্যক্তির ওপর ক্রিয়া করে। অতঃপর পবিত্র ও নেককার আত্মা রুকইয়া পাঠ এবং তা প্রতিরোধের অবস্থার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করে এবং ফুঁয়ের সাহায্য নেয়। এমতাবস্থায় এই দুটির মধ্যে যেটি শক্তিশালী হয়, জয় তারই হয়। আত্মাসমূহের একে অপরের মুখোমুখি হওয়া, যুদ্ধ করা এবং তাদের সরঞ্জামাদি ঠিক দেহসমূহের পারস্পরিক মোকাবিলা, যুদ্ধ ও সরঞ্জামের মতোই। বরং যুদ্ধ ও মোকাবিলার মূল ভিত্তি হলো আত্মা, আর দেহ হলো তার সরঞ্জাম ও সৈন্যবাহিনী। কিন্তু যার ওপর ইন্দ্রিয় অনুভূতি প্রবল হয়ে থাকে, সে ইন্দ্রিয়শক্তির প্রাবল্য এবং রূহানি জগত ও তার বিধান ও কার্যাবলি থেকে দূরে থাকার কারণে আত্মাসমূহের প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারে না।

উদ্দেশ্য হলো: আত্মা যখন শক্তিশালী হয় এবং সূরা ফাতিহার অর্থের সাথে একাত্ম হয়, আর ফুঁ ও হালকা লালামিশ্রিত ফুঁয়ের সাহায্য গ্রহণ করে, তখন তা অশুভ আত্মাসমূহ থেকে সৃষ্ট প্রভাবের মোকাবিলা করে এবং তাকে দূর করে দেয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে বিচ্ছু দংশনের চিকিৎসায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

ইবনে আবি শায়বা তাঁর 'মুসনাদ'-এ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত আদায় করছিলেন। যখন তিনি সিজদাহ করলেন, তখন একটি বিচ্ছু তাঁর আঙুলে দংশন করল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষ করলেন।

وَقَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ» . قَالَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَمِلْحٌ، فَجَعَلَ يَضَعُ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ، وَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حَتَّى سَكَنَتْ «1» .

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْعِلَاجُ بِالدَّوَاءِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْأَمْرَيْنِ: الطَّبِيعِيِّ وَالْإِلَهِيِّ، فَإِنَّ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ مِنْ كَمَالِ التَّوْحِيدِ الْعِلْمِيِّ الِاعْتِقَادِيِّ، وَإِثْبَاتِ الْأَحَدِيَّةِ لِلَّهِ، الْمُسْتَلْزِمَةِ نَفْيَ كُلِّ شَرِكَةٍ عَنْهُ، وَإِثْبَاتِ الصَّمَدِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِإِثْبَاتِ كُلِّ كَمَالٍ لَهُ مَعَ كَوْنِ الْخَلَائِقِ تَصْمُدُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهَا، أَيْ: تَقْصِدُهُ الْخَلِيقَةُ، وَتَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، عُلْوِيُّهَا وَسُفْلِيُّهَا، وَنَفْيِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَالْكُفْءِ عَنْهُ الْمُتَضَمِّنِ لِنَفْيِ الْأَصْلِ، وَالْفَرْعِ وَالنَّظِيرِ، وَالْمُمَاثِلِ مِمَّا اخْتَصَّتْ بِهِ وَصَارَتْ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، فَفِي اسْمِهِ الصَّمَدِ إِثْبَاتُ كُلِّ الْكَمَالِ، وَفِي نَفْيِ الْكُفْءِ التَّنْزِيهُ عَنِ الشَّبِيهِ وَالْمِثَالِ. وَفِي الْأَحَدِ نفي كلّ شريك الذي الْجَلَالِ، وَهَذِهِ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ هِيَ مَجَامِعُ التَّوْحِيدِ.

وَفِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، فَإِنَّ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تَعُمُّ كُلَّ شَرٍّ يُسْتَعَاذُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَجْسَامِ أَوِ الْأَرْوَاحِ وَالِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ

الْغَاسِقِ وَهُوَ اللَّيْلُ، وَآيَتِهِ وَهُوَ الْقَمَرُ إِذَا غَابَ. تَتَضَمَّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ مَا يَنْتَشِرُ فِيهِ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي كَانَ نُورُ النَّهَارِ يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِانْتِشَارِ، فَلَمَّا أَظْلَمَ اللَّيْلُ عَلَيْهَا وَغَابَ الْقَمَرُ، انْتَشَرَتْ وَعَاثَتْ.

وَالِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ تَتَضَمَّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ السَّوَاحِرِ وَسِحْرِهِنَّ.

وَالِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ الْحَاسِدِ تَتَضَمَّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنَ النُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ الْمُؤْذِيَةِ بِحَسَدِهَا وَنَظَرِهَا.

وَالسُّورَةُ الثَّانِيَةُ: تَتَضَمَّنُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، فَقَدْ جَمَعَتِ السُّورَتَانِ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ، وَلَهُمَا شَأْنٌ عَظِيمٌ فِي الاحتراس والتحصن

---

(1) أخرجه الترمذي، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الطب.

এবং তিনি বললেন, "আল্লাহ বিচ্ছুকে অভিসম্পাত করুন, সে নবী কিংবা অন্য কাউকেই ছেড়ে দেয় না।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি একটি পাত্র চাইলেন যাতে পানি ও লবণ ছিল। তিনি দংশিত স্থানটি পানি ও লবণের মধ্যে রাখতে লাগলেন এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সুরা আল-ইখলাস) ও 'মুআউবিজাতাইন' (সুরা আল-ফালাক ও আন-নাস) পাঠ করতে থাকলেন যতক্ষণ না যন্ত্রণা প্রশমিত হলো।

এই হাদিসে দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসার বর্ণনা রয়েছে: প্রাকৃতিক এবং ঐশী। কেননা সুরা আল-ইখলাসে রয়েছে তাত্ত্বিক ও বিশ্বাসগত তাওহিদের পূর্ণতা এবং আল্লাহর একত্ববাদের (আহাদিয়্যাত) প্রমাণ, যা তাঁর থেকে সকল প্রকার অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করে। এতে আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার (সামাদিয়্যাত) প্রমাণ রয়েছে, যা তাঁর যাবতীয় পূর্ণতা সাব্যস্ত করার দাবি রাখে; পাশাপাশি সকল সৃষ্টি তাদের প্রয়োজনের জন্য তাঁরই অভিমুখী হয়—অর্থাৎ আসমান ও জমিনের সকল সৃষ্টি তাঁরই সংকল্প করে এবং তাঁর দিকেই ধাবিত হয়। এতে তাঁর পিতা, সন্তান এবং সমকক্ষ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে, যা তাঁর মূল, শাখা, সদৃশ এবং সমতুল্য হওয়ার বিষয়টিকে নাকচ করে দেয়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই সুরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য হয়েছে। সুতরাং তাঁর 'আস-

সামাদ' নামের মধ্যে সকল পূর্ণতার স্বীকৃতি রয়েছে এবং সমকক্ষতার অস্বীকৃতির মাধ্যমে কোনো প্রকার সাদৃশ্য ও উপমা থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। আর 'আল-আহাদ' (একক) শব্দের মাধ্যমে মহামহিম আল্লাহর সকল প্রকার অংশীদারিত্বকে নাকচ করা হয়েছে। এই তিনটি মূলনীতিই হলো তাওহিদের সারসংক্ষেপ।

আর 'মুআউবিজাতাইন'-এর মধ্যে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। কেননা 'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয়' প্রার্থনার বিষয়টি এমন সকল অনিষ্টকে অন্তর্ভুক্ত করে যা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়, চাই তা দেহগত হোক বা আধ্যাত্মিক। আর 'ঘুটঘুটে অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়'—যা হলো রাত এবং এর নিদর্শন চাঁদ যখন ডুবে যায়—এর মাধ্যমে সেই সমস্ত মন্দ আত্মার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে যারা রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে, অথচ দিনের আলো যাদের বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করত। যখন তাদের ওপর রাত অন্ধকার হয়ে আসে এবং চাঁদ অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং অনিষ্ট সাধন করে।

আর 'গিটসমূহে ফুঁ দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়' প্রার্থনার বিষয়টি জাদুকর নারী এবং তাদের জাদুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর 'হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়' প্রার্থনার বিষয়টি সেই সব মন্দ আত্মার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের হিংসা এবং কুদৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করে।

এবং দ্বিতীয় সুরাটি মানুষ ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং এই সুরাদ্বয় যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকে একত্রিত করেছে। আত্মরক্ষা এবং সুরক্ষা লাভের ক্ষেত্রে এই সুরা দুটির গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম।

---

(১) এটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তাবারানি তার 'আল-কাবির' ও 'আল-আওসাত' গ্রন্থে, বায়হাকি 'আশ-শুআব' গ্রন্থে এবং আবু নুআইম 'আত-তিব্ব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

مِنَ الشُّرُورِ قَبْلَ وُقُوعِهَا، وَلِهَذَا أَوْصَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ بِقِرَاءَتِهِمَا عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ، ذَكَرَهُ الترمذي فِي «جَامِعِهِ» «1» وَفِي هَذَا سِرٌّ عَظِيمٌ فِي اسْتِدْفَاعِ الشُّرُورِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ. وَقَالَ: مَا تَعَوَّذَ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَا. وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً، وَأَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِ بِهِمَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا قَرَأَ آيَةً مِنْهُمَا انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، حَتَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا، وَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ.

وَأَمَّا الْعِلَاجُ الطَّبِيعِيُّ فِيهِ، فَإِنَّ فِي الْمِلْحِ نَفْعًا لِكَثِيرٍ مِنَ السُّمُومِ، وَلَا سِيَّمَا لَدْغَةُ الْعَقْرَبِ، قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» : يُضَمَّدُ بِهِ مَعَ بَزْرِ الْكَتَّانِ لِلَسْعِ الْعَقْرَبِ، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا. وَفِي الْمِلْحِ مِنَ الْقُوَّةِ الْجَاذِبَةِ الْمُحَلِّلَةِ مَا يَجْذِبُ السُّمُومَ وَيُحَلِّلُهَا، وَلَمَّا كَانَ فِي لَسْعِهَا قُوَّةٌ نَارِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى تَبْرِيدٍ وَجَذْبٍ وَإِخْرَاجٍ جَمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ الْمُبَرَّدِ لِنَارِ اللَّسْعَةِ، وَالْمِلْحِ الَّذِي فِيهِ جَذْبٌ وَإِخْرَاجٌ، وَهَذَا أَتَمُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِلَاجِ وَأَيْسَرُهُ وَأَسْهَلُهُ، وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ عِلَاجَ هَذَا الدَّاءِ بِالتَّبْرِيدِ وَالْجَذْبِ وَالْإِخْرَاجِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ فَقَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ» «2»

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَدْوِيَةَ الطَّبِيعِيَّةَ الْإِلَهِيَّةَ تَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ بَعْدَ حُصُولِهِ، وَتَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِهِ، وَإِنْ وَقَعَ لَمْ يَقَعْ وُقُوعًا مُضِرًّا، وَإِنْ كَانَ مُؤْذِيًا، وَالْأَدْوِيَةُ الطَّبِيعِيَّةُ إِنَّمَا تَنْفَعُ، بَعْدَ حُصُولِ الدَّاءِ، فَالتَّعَوُّذَاتُ وَالْأَذْكَارُ، إِمَّا أَنْ تَمْنَعَ وُقُوعَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، وَإِمَّا أَنْ تَحُولَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَمَالِ تَأْثِيرِهَا بِحَسَبِ كَمَالِ التَّعَوُّذِ وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ، فَالرُّقَى وَالْعُوذُ تُسْتَعْمَلُ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلِإِزَالَةِ الْمَرَضِ، أَمَّا الْأَوَّلُ: فَكَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عائشة كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يده من جسده «3»

(1) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي

(2) أخرجه مسلم في السلام، وأخرجه أحمد

(3) أخرجه البخاري في الدعوات، ومسلم في السلام

অকল্যাণ ঘটার পূর্বেই তা থেকে রক্ষা পেতে এগুলো অত্যন্ত কার্যকর। একারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উকবাহ ইবনে আমির (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রত্যেক সালাতের পর এই দু'টি সূরা (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। এক সালাত থেকে অন্য সালাত পর্যন্ত যাবতীয় অকল্যাণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে এর মধ্যে এক মহান রহস্য নিহিত রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন: 'আশ্রয়প্রার্থনাকারীরা এই দু'টির মতো অন্য কিছু দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না।' বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এগারোটি গিঁটের মাধ্যমে জাদু করা হয়েছিল। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এই সূরা দু'টি নিয়ে অবতরণ করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই এগুলোর একটি করে আয়াত পাঠ করতেন, তখনই একটি করে গিঁট খুলে যেত। এভাবে সকল গিঁট খুলে গেল এবং তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যেন তাঁকে বাঁধন থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

আর এ বিষয়ের প্রাকৃতিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে লবণের মধ্যে বহুবিধ বিষের উপকারিতা রয়েছে, বিশেষ করে বিচ্ছুর দংশনের ক্ষেত্রে। 'আল-কানুন' (চিকিৎসাবিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ) এর রচয়িতা বলেছেন: বিচ্ছুর দংশনে তিসির বীজের সাথে লবণ মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। অন্যান্যেরাও এটি উল্লেখ করেছেন। লবণের মধ্যে এমন এক আকর্ষণ ও বিশ্লিষ্ট করার ক্ষমতা রয়েছে যা বিষকে টেনে বের করে আনে এবং তা গলিয়ে ফেলে। যেহেতু দংশনের জ্বালায় অগ্নিসম তেজ থাকে যা শীতলীকরণ, আকর্ষণ এবং নিষ্কাশনের মুখাপেক্ষী, তাই তিনি শীতল পানি (দংশনের জ্বালা শীতল করার জন্য) এবং লবণের (যাতে আকর্ষণ ও নিষ্কাশন শক্তি রয়েছে) সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এটি অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ, সহজলভ্য এবং সহজতর চিকিৎসা। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই ব্যাধির চিকিৎসা শীতলীকরণ, আকর্ষণ এবং বিষ নিষ্কাশনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে আমাকে একটি বিচ্ছু দংশন করেছে, যার কারণে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি।'

তিনি বললেন: ‘তুমি যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এই কথাগুলো বলতে: ‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাগুলোর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ (আউযু বিকালিমাাতিল্লা-হিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব), তবে তা তোমার কোনো ক্ষতি করত না।’
জেনে রাখুন যে, খোদায়ী বা রূহানী ঔষধসমূহ রোগ হওয়ার পর তা নিরাময় করে এবং রোগ হওয়ার পূর্বে তা প্রতিরোধ করে। আর যদি রোগাক্রান্ত হয়ও, তবে তা কষ্টদায়ক হলেও ক্ষতিকর হয় না। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বা জাগতিক ঔষধ কেবল রোগ হওয়ার পরেই কার্যকর হয়। সুতরাং আশ্রয় প্রার্থনা (তাআউউয) এবং যিকিরসমূহ হয় এই সব আপদ ঘটার পথে অন্তরায় হয়, অথবা এগুলোর পূর্ণ প্রভাবের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—যা নির্ভর করে আশ্রয় প্রার্থনার পূর্ণতা, দৃঢ়তা ও দুর্বলতার ওপর। ঝাড়ফুঁক (রুকইয়া) এবং আশ্রয়মূলক দু’আসমূহ স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ নিরাময়—উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে (অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষায়): যেমন ‘সহীহাইন’-এ আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাতের তালুতে ‘ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ (সূরা ইখলাস) এবং ‘মুআউউযাতাইন’ (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করে ফুঁ দিতেন। অতঃপর তাঁর দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল এবং শরীরের যতদূর পর্যন্ত হাত পৌঁছাত তা মাসাহ করতেন।

(১) ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ এবং নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) ইমাম মুসলিম ‘সালাম’ অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) ইমাম বুখারী ‘দাওয়া’ অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম ‘সালাম’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَكَمَا فِي حَدِيثِ عُوذَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ الْمَرْفُوعِ «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِيهِ: مَنْ قَالَهَا أَوَّلَ نَهَارِهِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ نَهَارِهِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُصْبِحَ «1» .

وَكَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» «2» .

وَكَمَا فِي «صحيح مسلم» عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» «3» .

وَكَمَا فِي «سُنَنِ أَبِي داود» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي السَّفَرِ يَقُولُ بِاللَّيْلِ: «يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» «4» .

وَأَمَّا الثَّانِي: فَكَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّقْيَةِ بِالْفَاتِحَةِ، وَالرُّقْيَةِ للعقرب وغيرها مما يأتي.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ

قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أنس الَّذِي فِي «صَحِيحِ مسلم» أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ.

وَفِي «سُنَنِ أَبِي داود» عن الشّفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ رسول الله

---

(1) أخرجه ابن السني

(2) أخرجه البخاري في فضائل القرآن، ومسلم في المسافرين.

(3) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء.

(4) أخرجه أبو داود وأحمد.

যেমন আবু দারদা (রা.)-এর বর্ণিত মারফু (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন) হাদিসে এসেছে: "হে আল্লাহ, আপনিই আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি আপনার ওপরই ভরসা করেছি এবং আপনি সুমহান আরশের অধিপতি।" এই দোয়াটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে আছে: "যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে এটি পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হবে না; আর যে ব্যক্তি দিনের শেষে এটি পাঠ করবে, সকাল পর্যন্ত তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হবে না।"
তেমনিভাবে 'সহীহাইন' (বুখারি ও মুসলিম)-এ বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য (সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষায়) যথেষ্ট হবে।"
তেমনিভাবে 'সহীহ মুসলিম'-এ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করে এই দোয়া পাঠ করবে: 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'—তবে সেই স্থান থেকে প্রস্থান না করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।"
এবং যেমন 'সুনানে আবু দাউদ'-এ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে থাকাকালীন রাতে বলতেন: "হে পৃথিবী! আমার প্রতিপালক এবং তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। আমি তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার ভেতরে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং তোমার ওপর যা বিচরণ করে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি সিংহ ও কালো সাপ, সাধারণ সাপ ও বিচ্ছু, লোকালয়ের বাসিন্দা (জিন) এবং জন্মদাতা (শয়তান) ও তার সন্তানদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"
আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: যেমন ইতিপূর্বে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) এবং বিচ্ছুর দংশনসহ অন্যান্য বিষয়ের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং সামনেও এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা আসবে।

চর্মরোগ (নামলাহ) নিরাময়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত ঝাড়ফুঁক সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ
'সহীহ মুসলিম'-এ বর্ণিত আনাস (রা.)-এর হাদিস থেকে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, কুদৃষ্টি এবং চর্মরোগের (নামলাহ) জন্য ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

এবং 'সুনানে আবু দাউদ'-এ শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করলেন...

---

(১) ইবনে সুন্নি এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) বুখারি 'কুরআনের ফজিলত' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'মুসাফিরদের নামাজ' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) মুসলিম 'জিকির ও দোয়া' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) আবু দাউদ ও আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حفصة، فَقَالَ: «أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ» «1» .

النَّمْلَةُ: قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجَنْبَيْنِ، وَهُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ، وَسُمِّيَ نَمْلَةً، لِأَنَّ صَاحِبَهُ يُحِسُّ فِي مَكَانِهِ كَأَنَّ نَمْلَةً تَدِبُّ عَلَيْهِ وَتَعَضُّهُ، وَأَصْنَافُهَا ثَلَاثَةٌ، قَالَ ابن قتيبة وَغَيْرُهُ: كَانَ الْمَجُوسُ يَزْعُمُونَ أَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ أُخْتِهِ إِذَا خُطَّ عَلَى النَّمْلَةِ، شَفَى صَاحِبَهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَلَا عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عُرْفٍ لِمَعْشَرٍ ... كِرَامٍ وَأَنَّا لَا نَخُطُّ عَلَى النَّمْلِ

وَرَوَى الخلال: أَنَّ الشفاء بنت عبد الله كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ، فَلَمَّا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتْهُ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ، فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ ضَلَّتْ حَتَّى تَعُودَ مِنْ أَفْوَاهِهَا، وَلَا تَضُرُّ أَحَدًا، اللَّهُمَّ اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، قَالَ: تَرْقِي بِهَا عَلَى عُودٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَتَقْصِدُ مَكَانًا نَظِيفًا، وَتَدْلُكُهُ عَلَى

حَجَرٍ بِخَلِّ خَمْرٍ حَاذِقٍ، وَتَطْلِيهِ عَلَى النَّمْلَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تعليم النساء الكتابة.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ

قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ» «2» . الْحُمَةُ: بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِهَا. وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» مِنْ حَدِيثِ عائشة: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ «3» . وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَدَغَ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مِنْ رَاقٍ؟» فقالوا: يا رسول

---

(1) أخرجه أبو داود وأحمد

(2) الحمة: بضم الحاء وتخفيف الميم هم السم، والمراد بها ذوات السموم.

(3) أخرجه ابن ماجه في الطب.

আল্লাহ তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন, তিনি বললেন—যখন আমি হাফসার (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নিকটে ছিলাম—"তুমি কি একে নমলার (এক প্রকার চর্মরোগ) ঝাড়ফুঁক শিখিয়ে দেবে না, যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছ?"

নমলা (নামলাহ): এটি শরীরের দুই পাশে উদগত এক প্রকারের ক্ষত। এটি একটি পরিচিত ব্যাধি। একে 'নমলা' (পিঁপড়া) নামকরণ করা হয়েছে কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি সেই স্থানে এমন অনুভূতি অনুভব করেন যেন একটি পিঁপড়া তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এবং তাকে দংশন করছে। এর প্রকারভেদ তিনটি। ইবনে কুতায়বাহ ও অন্যান্যরা বলেছেন: মাজুসীরা (অগ্নিউপাসক) ধারণা করত যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজের সহোদরা বোনের গর্ভজাত সন্তান হয় এবং সে নমলার ক্ষতের ওপর রেখা টানে, তবে আক্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে। এ বিষয়ে কবির উক্তি:

আমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব ছাড়া আর কোনো দোষ নেই ... এবং আমরা নমলার ওপর (অজ্ঞতা ও শিরকপূর্ণ) রেখা টানি না।

আল-খলাল বর্ণনা করেছেন: শিফা বিনতে আবদুল্লাহ জাহেলি যুগে নমলা রোগের ঝাড়ফুঁক করতেন। যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরত করলেন এবং মক্কায় তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! আমি জাহেলি যুগে নমলার ঝাড়ফুঁক করতাম এবং আমি তা আপনার সামনে পেশ করতে চাই। অতঃপর তা তাঁর সামনে পেশ করা হলো। তিনি (শিফা) বললেন: "আল্লাহর নামে, তা বিভ্রান্ত হয়েছে যেন তা তাদের মুখ গহ্বর থেকে ফিরে আসে এবং কারও ক্ষতি না করে। হে আল্লাহ! আপনি কষ্ট দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক।" তিনি (নবীজি) বললেন: "তুমি একটি কাঠের টুকরোর ওপর সাতবার এই দোয়া পড়ে ফুঁ দাও এবং একটি পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে তা পাথর ও কড়া সিরকা দিয়ে ঘষে নমলার ওপর প্রলেপ দাও।" এই হাদিসে নারীদের লেখা শেখানোর বৈধতার দলিল রয়েছে।

সর্প দংশনের ঝাড়ফুঁক বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার পরিচ্ছেদ ইতিপূর্বে তাঁর এই বাণী অতিক্রান্ত হয়েছে: "নজর লাগা বা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে (পূর্ণাঙ্গ) ঝাড়ফুঁক নেই।" 'হুমাহ্' (বিষ) শব্দটি 'হা' বর্ণের পেশ এবং 'মিম' বর্ণের জবর ও হালকা উচ্চারণে গঠিত। সুনানে ইবনে মাজাহ-তে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাপ ও বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে শিহাব আল-জুহরি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক সাহাবীকে সাপে দংশন করেছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "কোনো ঝাড়ফুঁককারী আছে কি?" তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসুল...

---

(১) আবু দাউদ ও আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) হুমাহ্ (الحمة): 'হা' বর্ণের পেশ এবং 'মিম' বর্ণের হালকা উচ্চারণে এটি দ্বারা বিষ বোঝায়; আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিষধর প্রাণীসমূহ।
(৩) ইবনে মাজাহ এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

الله! إن آل حزم كانوا يرون رُقْيَةَ الْحَيَّةِ، فَلَمَّا نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى تَرَكُوهَا، فقال: «ادعو عمارة بن حزم» ، فَدَعَوْهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رُقَاهُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا» فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا فرقاه «1» .

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُقْيَةِ الْقَرْحَةِ وَالْجُرْحِ

أَخْرَجَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ بِأُصْبُعِهِ: هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا» «1» .

هَذَا مِنَ الْعِلَاجِ الْمُيَسَّرِ النَّافِعِ الْمُرَكَّبِ، وَهِيَ مُعَالَجَةٌ لَطِيفَةٌ يُعَالَجُ بِهَا الْقُرُوحُ وَالْجِرَاحَاتُ الطَّرِيَّةُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ إِذْ كَانَتْ مَوْجُودَةً بِكُلِّ أَرْضٍ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ طَبِيعَةَ التُّرَابِ الْخَالِصِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ مُجَفَّفَةٌ لِرُطُوبَاتِ الْقُرُوحِ وَالْجِرَاحَاتِ الَّتِي تَمْنَعُ الطَّبِيعَةُ مِنْ جَوْدَةِ فِعْلِهَا، وَسُرْعَةِ انْدِمَالِهَا، لَا سِيَّمَا فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، وَأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ، فَإِنَّ الْقُرُوحَ وَالْجِرَاحَاتِ يَتْبَعُهَا فِي أَكْثَرِ الْأَمْرِ سُوءُ مِزَاجٍ حَارٍّ، فَيَجْتَمِعُ حَرَارَةُ الْبَلَدِ وَالْمِزَاجُ وَالْجِرَاحُ، وَطَبِيعَةُ التُّرَابِ الْخَالِصِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ أَشَدُّ مِنْ بُرُودَةِ جَمِيعِ الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرَدَةِ الْبَارِدَةِ، فَتُقَابِلُ بُرُودَةُ التُّرَابِ حَرَارَةَ الْمَرَضِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ التُّرَابُ قَدْ غُسِلَ وَجُفِّفَ، وَيَتْبَعُهَا أَيْضًا كَثْرَةُ الرُّطُوبَاتِ الرَّدِيئَةِ، وَالسَّيَلَانُ، وَالتُّرَابُ مُجَفِّفٌ لَهَا، مُزِيلٌ لِشِدَّةِ يُبْسِهِ وَتَجْفِيفِهِ لِلرُّطُوبَةِ الرَّدِيئَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ بَرْئِهَا، وَيَحْصُلُ بِهِ- مَعَ ذَلِكَ- تَعْدِيلُ مِزَاجِ الْعُضْوِ الْعَلِيلِ، وَمَتَى اعْتَدَلَ مِزَاجُ الْعُضْوِ قَوِيَتْ قُوَاهُ الْمُدَبِّرَةُ، وَدَفَعَتْ عَنْهُ الألم بإذن الله.

(1) ذكره الحافظ في الإصابة، ورواه البخاري في «التاريخ الصغير» بإسناد جيد، وأخرجه مسلم في صحيحه. أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في السلام، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال بأصبعه: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال.

হে আল্লাহর রাসুল! হাজম বংশের লোকেরা সাপের দংশনের ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) করত। কিন্তু যখন আপনি ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করলেন, তখন তারা তা ছেড়ে দিল। তখন তিনি বললেন: «আম্মারা বিন হাজমকে ডাকো», অতঃপর তাকে ডাকা হলো এবং সে তার ঝাড়ফুঁক রাসুলুল্লাহর সামনে উপস্থাপন করল। তখন তিনি (রাসুলুল্লাহ) বললেন: «এতে কোনো সমস্যা নেই» এবং তিনি তাকে এর অনুমতি দিলেন, ফলে সে ঝাড়ফুঁক করল «১»।

ফোড়া ও ক্ষতের ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

সহিহায়ন (বুখারি ও মুসলিম)-এ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: কোনো মানুষের কোনো অসুস্থতা হলে অথবা শরীরে কোনো ফোড়া কিংবা ক্ষত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আঙুল দিয়ে এভাবে করতেন— বর্ণনাকারী সুফিয়ান তাঁর তর্জনী মাটিতে রাখলেন এবং এরপর তা উঠালেন এবং বললেন: «আল্লাহর নামে, আমাদের ভূমির মাটি, আমাদের কারো লালার মাধ্যমে; আমাদের রবের অনুমতিক্রমে আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে» «১»।

এটি একটি সহজসাধ্য, উপকারী ও যৌগিক চিকিৎসা পদ্ধতি। এটি একটি সূক্ষ্ম প্রতিকার যা দ্বারা ফোড়া ও সতেজ ক্ষত নিরাময় করা হয়, বিশেষ করে যখন অন্য কোনো ঔষধ পাওয়া যায় না; কারণ এটি (মাটি) সব স্থানেই বিদ্যমান। এটি স্বীকৃত যে, খাঁটি মাটির প্রকৃতি শীতল ও শুষ্ক, যা ফোড়া ও ক্ষতের সেই আর্দ্রতাকে শুকিয়ে ফেলে যা শরীরের স্বাভাবিক আরোগ্য প্রক্রিয়া ও দ্রুত শুকাতে বাধা দেয়। বিশেষ করে উষ্ণ দেশগুলোতে এবং উষ্ণ মেজাজের অধিকারীদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর। কারণ ফোড়া ও ক্ষতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় উষ্ণ মেজাজের বৈকল্য দেখা দেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানের আবহাওয়া, মেজাজ এবং ক্ষতের উত্তাপ একত্রে মিলিত হয়। অন্যদিকে খাঁটি মাটির প্রকৃতি সকল একক শীতল ঔষধের চেয়েও বেশি শীতল ও শুষ্ক। ফলে মাটির শীতলতা রোগের উত্তাপের মোকাবিলা করে, বিশেষ করে মাটি যদি ধুয়ে

শুকিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া এর সাথে ক্ষতিকর আর্দ্রতা ও রস নিঃসরণ যুক্ত হয়, আর মাটি তার তীব্র শুষ্কতা ও আর্দ্রতা শোষণের গুণের মাধ্যমে তা দূর করে আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। এর পাশাপাশি আক্রান্ত অঙ্গের মেজাজের ভারসাম্য অর্জিত হয়। আর যখনই কোনো অঙ্গের মেজাজ সুষম হয়, তখন তার পরিচালনা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর নির্দেশে তা রোগ ও যন্ত্রণা দূর করে দেয়।

---

(১) হাফেজ (ইবনে হাজার) আল-ইসাবাহ গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন এবং বুখারি উত্তম সনদে 'আত-তারিখুস সাগির' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন, আর মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে এটি সংকলন করেছেন। বুখারি চিকিৎসা (তিব্ব) অধ্যায়ে এবং মুসলিম সালাম অধ্যায়ে এটি সংকলন করেছেন; এছাড়াও আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন। 'তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে বললেন'— আরবরা 'বলা' (কাওল) শব্দটিকে সকল কাজের ক্ষেত্রেও রূপক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ رِيقِ نَفْسِهِ عَلَى أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى التُّرَابِ، فَيَعْلَقُ بِهَا مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَمْسَحُ بِهِ عَلَى الْجُرْحِ، وَيَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَكَةِ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ، وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، فَيَنْضَمُّ أَحَدُ الْعِلَاجَيْنِ إِلَى الْآخَرِ، فَيَقْوَى التَّأْثِيرُ.

وَهَلِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «تُرْبَةُ أَرْضِنَا» جَمِيعُ الْأَرْضِ أَوْ أَرْضُ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً؟ فِيهِ قَوْلَانِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ مِنَ التُّرْبَةِ مَا تَكُونُ فِيهِ خَاصِّيَّةٌ يَنْفَعُ بِخَاصِّيَّتِهِ مِنْ أَدْوَاءٍ كثرة، ويشفي بها أَسْقَامًا رَدِيئَةً. قَالَ جالينوس: رَأَيْتُ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مَطْحُولِينَ، وَمُسْتَسْقِينَ، كَثِيرًا يَسْتَعْمِلُونَ طِينَ مِصْرَ، وَيَطْلُونَ بِهِ عَلَى سُوقِهِمْ، وَأَفْخَاذِهِمْ، وَسَوَاعِدِهِمْ، وَظُهُورِهِمْ، وَأَضْلَاعِهِمْ، فَيَنْتَفِعُونَ بِهِ مَنْفَعَةً بَيِّنَةً. قَالَ: وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ فَقَدْ يَنْفَعُ هَذَا الطِّلَاءُ

لِلْأَوْرَامِ الْعَفِنَةِ وَالْمُتَرَهِّلَةِ الرَّخْوَةِ، قَالَ: وَإِنِّي لَأَعْرِفُ قَوْمًا تَرَهَّلَتْ أَبْدَانُهُمْ كُلُّهَا مِنْ كَثْرَةِ اسْتِفْرَاغِ الدَّمِ مِنْ أَسْفَلَ، انْتَفَعُوا بِهَذَا الطِّينِ نَفْعًا بَيِّنًا، وَقَوْمًا آخَرِينَ شَفَوْا بِهِ أَوْجَاعًا مُزْمِنَةً كَانَتْ مُتَمَكِّنَةً فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ تَمَكُّنًا شَدِيدًا، فَبَرَأَتْ وَذَهَبَتْ أَصْلًا.

وَقَالَ صَاحِبُ الْكِتَابِ الْمَسِيحِيّ: قُوَّةُ الطِّينِ الْمَجْلُوبِ مِنْ كُنُوسَ- وَهِيَ جَزِيرَةُ الْمَصْطَكَى- قُوَّةٌ تَجْلُو وَتَغْسِلُ، وَتُنْبِتُ اللَّحْمَ فِي الْقُرُوحِ، وَتَخْتِمُ الْقُرُوحَ. انْتَهَى.

وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي هَذِهِ التُّرْبَاتِ، فَمَا الظَّنُّ بِأَطْيَبِ تُرْبَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَأَبْرَكِهَا، وَقَدْ خَالَطَتْ رِيقَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَارَنَتْ رُقْيَتَهُ بِاسْمِ رَبِّهِ، وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ قُوَى الرُّقْيَةِ وَتَأْثِيرَهَا بِحَسَبِ الرَّاقِي، وَانْفِعَالِ الْمَرْقِيِّ عَنْ رُقْيَتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ طَبِيبٌ فَاضِلٌ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ، فَإِنِ انْتَفَى أَحَدُ الْأَوْصَافِ، فَلْيَقُلْ ما شاء.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْوَجَعِ بِالرُّقْيَةِ

رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ

হাদিসটির অর্থ হলো: তিনি তাঁর তর্জনী আঙুলে নিজের লালা নিতেন, তারপর তা মাটির ওপর রাখতেন, ফলে তাতে কিছু মাটি লেগে যেত। এরপর তিনি তা ক্ষতস্থানের ওপর বুলিয়ে দিতেন এবং এই দোয়াটি পড়তেন; কারণ এতে আল্লাহর নামের স্মরণের বরকত, তাঁর ওপর বিষয়াদি সোপর্দ করা এবং তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) নিহিত ছিল। ফলে দুই প্রকার চিকিৎসার সমন্বয় ঘটত এবং এর প্রভাব ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেত।

আর তাঁর উক্তি: "আমাদের জমিনের মাটি" দ্বারা কি পৃথিবীর সমস্ত মাটি উদ্দেশ্য নাকি বিশেষভাবে মদিনার মাটি? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো কোনো মাটিতে এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যা অনেক রোগের ক্ষেত্রে উপকারী হয় এবং তার

বিশেষ গুণাগুণের মাধ্যমে মন্দ রোগসমূহ নিরাময় করে। গ্যালেন (Jalinos) বলেছেন: আমি আলেকজান্ট্রিয়ায় অনেক প্লীহা ও উদরী (Dropsy) রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখেছি যারা মিশরের মাটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করত। তারা এটি তাদের পায়ের নলা, উরু, বাহু, পিঠ এবং পাজরে লেপন করত, ফলে তারা সুস্পষ্ট উপকার লাভ করত। তিনি আরও বলেন: এই পদ্ধতি অনুযায়ী পচনশীল ও শিথিল ফোলা রোগের ক্ষেত্রেও এই প্রলেপ উপকারী হতে পারে। তিনি বলেন: আমি এমন একদল লোককে চিনি যাদের শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে শরীর শিথিল হয়ে গিয়েছিল, তারা এই মাটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে উপকৃত হয়েছে। আবার অন্য একদল লোক তাদের শরীরের কোনো কোনো অঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ও জাঁকিয়ে বসা ব্যথা থেকে এই মাটির মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করেছে, ফলে তাদের রোগ পুরোপুরি দূর হয়ে গিয়েছে। মাসিহি (Al-Masihi) গ্রন্থের লেখক বলেছেন: কোনুস (যা মাস্টিক বা মুস্তাকি গাছের একটি দ্বীপ) থেকে আমদানিকৃত মাটির শক্তি এমন যে, তা পরিষ্কার ও ধৌত করে, ক্ষতে মাংস গজাতে সাহায্য করে এবং ক্ষত শুকিয়ে দেয়। সমাপ্ত।

যদি সাধারণ মাটির অবস্থা এমন হয়, তবে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও বরকতময় মাটি সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করা উচিত, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালা মোবারকের সাথে মিশ্রিত হয়েছে এবং তাঁর রবের নামে ঝাড়ফুঁক (রুকা) ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ সোপর্দ করার সাথে যুক্ত হয়েছে? ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঝাড়ফুঁকের শক্তি ও এর প্রভাব নির্ভর করে ঝাড়ফুঁক প্রদানকারীর অবস্থা এবং যার ওপর ঝাড়ফুঁক করা হচ্ছে তার গ্রহণের মানসিকতার ওপর। এটি এমন এক বিষয় যা কোনো বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও মুসলিম চিকিৎসক অস্বীকার করেন না। তবে যদি এই গুণাবলির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে, তবে সে যা ইচ্ছা বলতে পারে।

ঝাড়ফুঁকের (রুকা) মাধ্যমে ব্যথা নিরাময়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশিত পদ্ধতি বিষয়ক পরিচ্ছেদ

ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে উসমান ইবনে আবিল আস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন ব্যথার অভিযোগ করলেন যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নিজের শরীরে অনুভব করছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভব করছো সেখানে তোমার হাত রাখো এবং তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলো। আর সাতবার বলো: আমি আল্লাহর সম্মান ও তাঁর

কুদরতের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই অনিষ্ট থেকে যা আমি অনুভব করছি এবং যার আশঙ্কা করছি।"

مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» «1» فَفِي هَذَا الْعِلَاجِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَالتَّفْوِيضِ إِلَيْهِ، وَالِاسْتِعَاذَةِ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ الْأَلَمِ مَا يَذْهَبُ بِهِ، وَتَكْرَارُهُ لِيَكُونَ أَنْجَعَ وَأَبْلَغَ، كَتَكْرَارِ الدَّوَاءِ لِأَخْرَاجِ الْمَادَّةِ، وَفِي السَّبْعِ خَاصِّيَّةٌ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهَا، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» «2» . فَفِي هَذِهِ الرُّقْيَةِ تَوَسُّلٌ إِلَى اللَّهِ بِكَمَالِ رُبُوبِيَّتِهِ، وَكَمَالِ رَحْمَتِهِ بِالشِّفَاءِ، وَأَنَّهُ وَحْدَهُ الشَّافِي، وَأَنَّهُ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُهُ، فَتَضَمَّنَتِ التَّوَسُّلَ إِلَيْهِ بِتَوْحِيدِهِ وَإِحْسَانِهِ وربوبيته.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ حَرِّ الْمُصِيبَةِ وَحُزْنِهَا

قَالَ تَعَالَى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ «3» . وَفِي «الْمُسْنَدِ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَارَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» «4»

وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ أَبْلَغِ عِلَاجِ الْمُصَابِ، وَأَنْفَعِهِ لَهُ فِي عَاجِلَتِهِ وَآجِلَتِهِ، فَإِنَّهَا تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تَسَلَّى عَنْ مُصِيبَتِهِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَبْدَ وَأَهْلَهُ ومالَه ملك لله عزوجلّ حَقِيقَةً، وَقَدْ جَعَلَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ عَارِيَةً، فَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ، فَهُوَ كَالْمُعِيرِ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَحْفُوفٌ بِعَدَمَيْنِ: عَدَمٍ قَبْلَهُ، وَعَدَمٍ بَعْدَهُ، وَمِلْكُ الْعَبْدِ لَهُ مُتْعَةٌ مُعَارَةٌ فِي زمن

---

(1) أخرجه مسلم في السلام. وأخرجه ابن ماجه وأحمد والطبراني.

(2) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في السلام

(3) البقرة. آية 155.

(4) أخرجه أحمد ومسلم في الجنائز

যা আমি অনুভব করছি এবং যে বিষয়ে আমি আশঙ্কা করছি।” (১) এই চিকিৎসার মধ্যে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর প্রতি সবকিছু সোপর্দ করা এবং তাঁর মর্যাদা ও কুদরতের মাধ্যমে ব্যথার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার বিষয়টি রয়েছে, যা সেই ব্যথাকে দূর করে দেয়। এর পুনরাবৃত্তি করা অধিক ফলপ্রসূ ও প্রভাবশালী হওয়ার জন্য, যেমন শরীরের ক্ষতিকারক উপাদান বের করার জন্য ওষুধের বারবার সেবন করা হয়। আর সাতবার পাঠ করার মধ্যে এমন এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। এবং ‘সহীহাইন’ (বুখারি ও মুসলিম)-এ বর্ণিত হয়েছে:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবারের কোনো কোনো সদস্যের জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন; তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে মুছে দিতেন এবং বলতেন: “হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, আপনি কষ্ট দূর করে দিন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দান করুন যা কোনো রোগই অবশিষ্ট রাখে না।” (২)। এই ঝাড়ফুঁকের মধ্যে আল্লাহর পূর্ণ রুবুবিয়্যাত (প্রতিপালন) এবং আরোগ্যের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ রহমতের মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে এবং এটিই স্বীকৃত হয়েছে যে তিনিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী, আর তাঁর আরোগ্য ছাড়া অন্য কোনো আরোগ্য নেই। এতে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ), তাঁর ইহসান (অনুগ্রহ) এবং তাঁর রুবুবিয়্যাতের মাধ্যমে তাঁর নিকট অসীলা বা প্রার্থনা করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিপদ-আপদ ও শোকের উত্তাপ নিরাময়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তারা বলে—নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ ও দয়া বর্ষিত হয় এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (৩)। এবং 'মুসনাদ'-এ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি বিপদে আক্রান্ত হওয়ার পর যদি বলে—নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী; হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে সওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন—তবে আল্লাহ তাকে সেই বিপদে সওয়াব দান করেন এবং তাকে এর চেয়েও উত্তম বস্তু দান করেন।" (৪)

এই বাক্যটি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী ও উপকারী চিকিৎসা, যা তার ইহকাল ও পরকালে কাজে আসে। কারণ এটি দুটি মহান মূলনীতিকে ধারণ করে, বান্দা যদি তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে তবে সে তার বিপদে সান্ত্বনা লাভ করবে।

তার একটি হলো: বান্দা নিজে এবং তার পরিবার ও সম্পদ প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি এগুলো বান্দার কাছে ক্ষণস্থায়ী আমানত হিসেবে রেখেছেন। সুতরাং যখন তিনি তা নিয়ে নেন, তখন বিষয়টি এমন এক দাতার মতো যিনি গ্রহীতার কাছ থেকে নিজের আসবাবপত্র ফেরত নেন। অধিকন্তু, এটি দুটি অনস্তিত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত: এর আগের অনস্তিত্ব এবং এর পরের অনস্তিত্ব। আর বান্দার এই মালিকানা হলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার করা ভোগ মাত্র...

---

(১) মুসলিম এটি 'সালাম' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ, আহমাদ এবং তাবারানিও এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) বুখারি এটি 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'সালাম' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৫-১৫৭ (প্রদত্ত পাঠে ১৫৫ উল্লিখিত)।

(৪) আহমাদ এবং মুসলিম এটি 'জানাজা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

يَسِيرٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي أَوْجَدَهُ عَنْ عَدَمِهِ، حَتَّى يَكُونَ مِلْكُهُ حَقِيقَةً، وَلَا هُوَ الَّذِي يَحْفَظُهُ مِنَ الْآفَاتِ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَلَا يُبْقِي عَلَيْهِ وُجُودَهُ، فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ تَأْثِيرٌ، وَلَا مِلْكٌ حَقِيقِيٌّ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِالْأَمْرِ تَصَرُّفَ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ الْمَنْهِيّ، لَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ، وَلِهَذَا لَا يُبَاحُ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ إِلَّا مَا وَافَقَ أَمْرَ مَالِكِهِ الْحَقِيقِيّ.

وَالثَّانِي: أَنَّ مَصِيرَ الْعَبْدِ وَمَرْجِعَهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقّ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُخَلِّفَ الدُّنْيَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَيَجِيءَ رَبَّهُ فَرْدًا كَمَا خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِلَا أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا عَشِيرَةٍ، وَلَكِنْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ بِدَايَةَ الْعَبْدِ وَمَا خُوِّلَهُ وَنِهَايَتَهُ، فَكَيْفَ يَفْرَحُ بِمَوْجُودٍ، أَوْ يَأْسَى عَلَى مَفْقُودٍ، فَفِكْرُهُ فِي مَبْدَئِهِ وَمَعَادِهِ مِنْ أَعْظَمِ عِلَاجِ هَذَا الدَّاءِ، وَمِنْ عِلَاجِهِ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. قَالَ تَعَالَى: مَا أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى مَا فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ «1»

وَمِنْ عِلَاجِهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا أُصِيبَ بِهِ، فَيَجِدُ رَبَّهُ قَدْ أَبْقَى عَلَيْهِ مِثْلَهُ، أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَادَّخَرَ لَهُ- إِنْ صَبَرَ وَرَضِيَ- مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ فَوَاتِ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهَا أعظم مما هي.

ومن علاجه أن يطفىء نَارَ مُصِيبَتِهِ بِبَرْدِ التَّأَسِّي بِأَهْلِ الْمَصَائِبِ، وَلِيَعْلَمَ أَنَّهُ فِي كُلِّ وَادٍ بَنُو سَعْدٍ [1] ، وَلْيَنْظُرْ يَمْنَةً، فَهَلْ يَرَى إِلَّا مِحْنَةً؟ ثُمَّ لِيَعْطِفْ يَسْرَةً، فَهَلْ يَرَى إِلَّا حَسْرَةً؟ [2] ، وَأَنَّهُ لَوْ فتش العالم لم يرفيهم إِلَّا مُبْتَلًى، إِمَّا بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ، وَأَنَّ شُرُورَ الدُّنْيَا أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلٍ، إِنْ أَضْحَكَتْ قَلِيلًا، أَبْكَتْ كَثِيرًا، وَإِنْ سَرَّتْ يَوْمًا، سَاءَتْ دَهْرًا، وَإِنْ مَتَّعَتْ قَلِيلًا، مَنَعَتْ طَوِيلًا، وَمَا مَلَأَتْ دَارًا خِيرَةً إِلَّا مَلَأَتْهَا عَبْرَةً، وَلَا سَرَّتْهُ بِيَوْمِ سُرُورٍ إِلَّا خَبَّأَتْ لَهُ يَوْمَ شُرُورٍ، قَالَ ابْنُ

مَسْعُودٍ- رضي الله عنه: لِكُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ، وما ملىء بيت فرحا إلا ملىء تَرَحًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا كَانَ ضَحِكٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ مِنْ بَعْدِهِ بُكَاءٌ.
وَقَالَتْ هند بنت النعمان: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ مُلْكًا، ثُمَّ لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ حَتَّى رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ أَقَلُّ النَّاسِ، وَأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يَمْلَأَ دَارًا خِيرَةً إلا ملأها عبرة.

---

(1) الحديد- 22-

এটি অত্যন্ত সহজ বিষয়। তদুপরি, মানুষ তো সেই সত্তা নয় যে একে (তার সম্পদ বা প্রিয়বস্তু) অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছে, যাতে তার মালিকানা বাস্তব হতে পারে। সে এমন সত্তাও নয় যে অস্তিত্ব লাভের পর একে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে, কিংবা এর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। সুতরাং এতে তার কোনো প্রভাব নেই এবং নেই কোনো প্রকৃত মালিকানা। অধিকন্তু, সে এতে কেবল আদেশ পালনের মাধ্যমেই হস্তক্ষেপ করতে পারে, যেমন একজন আদেশ ও নিষেধের অনুগত দাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; মালিকদের মতো তার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নয়। একারণেই তার জন্য এতে এমন কোনো হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়, যা এর প্রকৃত মালিকের নির্দেশের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত: বান্দার শেষ গন্তব্য এবং প্রত্যাবর্তন হলো তার প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর দিকে। তাকে অবশ্যই এই দুনিয়াকে পেছনে ফেলে যেতে হবে এবং তার রবের কাছে একাকী উপস্থিত হতে হবে, ঠিক যেমন তিনি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন—পরিবার, ধন-সম্পদ বা আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায়; সাথে থাকবে কেবল তার সৎকর্ম ও মন্দকর্মসমূহ। যদি এটিই বান্দার সূচনা, তার প্রাপ্তি এবং তার শেষ পরিণতি হয়, তবে সে বিদ্যমান বস্তুর প্রাপ্তিতে কেনই বা আহ্লাদিত হবে, আর হারানো বস্তুর জন্য কেনই বা শোকাতুর হবে? সুতরাং নিজের আদি ও অন্ত সম্পর্কে চিন্তা করা এই রোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। এর চিকিৎসার আরেকটি উপায় হলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, যা তাকে স্পর্শ করেছে তা তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ছিল না, আর যা তাকে স্পর্শ করেনি তা তাকে পাওয়ার ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন: "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদই আসে, তা আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য সহজ। এটি এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তার

জন্য যেন তোমরা আক্ষেপ না করো এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য যেন তোমরা উল্লাসিত না হও। আর আল্লাহ কোনো দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (১)

এই রোগের আরও একটি চিকিৎসা হলো—সে যে বিপদে আক্রান্ত হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা; সে দেখতে পাবে যে তার রব তার জন্য অনুরূপ কিছু বা তার চেয়েও উত্তম কিছু অবশিষ্ট রেখেছেন। আর যদি সে ধৈর্য ধারণ করে ও সন্তুষ্ট থাকে, তবে তিনি তার জন্য এই বিপদে যা হারিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ প্রতিদান সঞ্চিত রেখেছেন। আর তিনি চাইলে এই বিপদকে এর চেয়েও ভয়াবহ করতে পারতেন।

এর চিকিৎসার আরেকটি দিক হলো—বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের ধৈর্য ও আদর্শের শীতলতা দ্বারা নিজের বিপদের আগুন নির্বাপিত করা। সে যেন জেনে রাখে যে, প্রতিটি জনপদেই দুঃখী মানুষ রয়েছে [১]। সে ডানে তাকিয়ে দেখুক, পরীক্ষা ও বিপদ ছাড়া কি কিছু দেখা যায়? এরপর সে বামে ফিরে দেখুক, আক্ষেপ ও হাহাকার ছাড়া কি কিছু নজরে পড়ে? [২]। সে যদি সারা বিশ্ব অনুসন্ধান করে, তবে কেবল বিপদগ্রস্ত মানুষই দেখতে পাবে—কেউ তার প্রিয়জনকে হারিয়েছে, আবার কেউ অপছন্দনীয় কিছুর শিকার হয়েছে। দুনিয়ার যাবতীয় কষ্ট যেন এক ঘুমের স্বপ্ন অথবা বিলীয়মান ছায়া। এটি যদি সামান্য হাসায়, তবে কাঁদায় অনেক বেশি; যদি একদিন আনন্দ দেয়, তবে সারাজীবন কষ্ট দেয়; যদি সামান্য ভোগ করার সুযোগ দেয়, তবে দীর্ঘকাল বঞ্চিত রাখে। এটি কোনো গৃহকে প্রাচুর্য দিয়ে পূর্ণ করলে পরক্ষণেই তা অশ্রু দিয়ে ভরিয়ে দেয়; এটি একদিনের আনন্দ দিলে তার আড়ালে লুকিয়ে রাখে একদিনের অনিষ্ট। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "প্রত্যেক আনন্দের পরেই রয়েছে নিরানন্দ। কোনো ঘর যখন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তখন তা বিষাদেও ভরে যায়।" ইবনে সিরিন বলেন: "এমন কোনো হাসি নেই যার পর কান্না আসেনি।"

হিন্দ বিনতে নুমান বলেন: "আমি আমাদের দেখেছি যখন আমরা ছিলাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সূর্য ডোবার আগেই দেখলাম আমরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে তুচ্ছ অবস্থায় উপনীত হয়েছি। এটি আল্লাহর বিধান যে, তিনি কোনো গৃহকে প্রাচুর্য দিয়ে পূর্ণ করলে তা অবশ্যই অশ্রু দিয়েও পূর্ণ করেন।"

---

(১) আল-হাদিদ: ২২।

وَسَأَلَهَا رَجُلٌ أَنْ تُحَدِّثَهُ عَنْ أَمْرِهَا، فَقَالَتْ: أَصْبَحْنَا ذَا صَبَاحٍ، وَمَا فِي الْعَرَبِ أَحَدٌ إِلَّا يَرْجُونَا، ثُمَّ أَمْسَيْنَا وَمَا فِي الْعَرَبِ أَحَدٌ إِلَّا يَرْحَمُنَا.

وَبَكَتْ أُخْتُهَا حرقة بنت النعمان يوما، وهي في غزها، فَقِيلَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ، لَعَلَّ أَحَدًا آذَاكِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ غَضَارَةً [1] فِي أَهْلِي، وَقَلَّمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ سُرُورًا إِلَّا امْتَلَأَتْ حُزْنًا.

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ: دَخَلْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهَا: كَيْفَ رَأَيْتِ عَبَرَاتِ الْمُلُوكِ؟

فَقَالَتْ: مَا نَحْنُ فِيهِ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِمَّا كُنَّا فِيهِ الْأَمْسَ، إِنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَعِيشُونَ فِي خِيرَةٍ إِلَّا سَيُعْقَبُونَ بَعْدَهَا عَبْرَةً، وَأَنَّ الدَّهْرَ لَمْ يَظْهَرْ لِقَوْمٍ بِيَوْمٍ يُحِبُّونَهُ إِلَّا بَطَنَ لَهُمْ بِيَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ، ثُمَّ قَالَتْ:

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالْأَمْرُ أَمْرُنَا ... إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ

فَأُفٍّ لِدُنْيَا لَا يَدُومُ نَعِيمُهَا ... تَقَلَّبُ تَارَاتٍ بِنَا وَتَصَرَّفُ

[2] وَمِنْ عِلَاجِهَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّهَا، بَلْ يُضَاعِفُهَا، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ تَزَايُدِ الْمَرَضِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فَوْتَ ثَوَابِ الصَّبْرِ وَالتَّسْلِيمِ، وَهُوَ الصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهِدَايَةُ الَّتِي ضَمِنَهَا اللَّهُ عَلَى الصَّبْرِ، وَالِاسْتِرْجَاعِ أَعْظَمُ مِنَ الْمُصِيبَةِ فِي الْحَقِيقَةِ.

ومن علاجها أن يعلم أن الجزع بشمت عَدُوَّهُ، وَيَسُوءُ صَدِيقَهُ، وَيُغْضِبُ رَبَّهُ، وَيَسُرُّ شَيْطَانَهُ، وَيُحْبِطُ أَجْرَهُ، وَيُضْعِفُ نَفْسَهُ، وَإِذَا صَبَرَ وَاحْتَسَبَ أَنْضَى شَيْطَانَهُ، وَرَدَّهُ خَاسِئًا، وَأَرْضَى رَبَّهُ، وَسَرَّ صَدِيقَهُ، وَسَاءَ عَدُوَّهُ، وَحَمَلَ عَنْ إِخْوَانِهِ، وَعَزَّاهُمْ هُوَ قَبْلَ أَنْ يُعَزُّوهُ، فَهَذَا هُوَ الثَّبَاتُ وَالْكَمَالُ الْأَعْظَمُ، لَا لَطْمُ الْخُدُودِ، وَشَقُّ الْجُيُوبِ، وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، وَالسُّخْطُ عَلَى الْمَقْدُورِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا يُعْقِبُهُ الصَّبْرُ وَالِاحْتِسَابُ مِنَ اللَّذَّةِ وَالْمَسَرَّةِ أَضْعَافُ مَا كَانَ يَحْصُلُ لَهُ بِبَقَاءِ مَا أُصِيبَ بِهِ لَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ، وَيَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ بَيْتُ الْحَمْدِ الذي يا بنى لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَلَى حَمْدِهِ لِرَبِّهِ وَاسْتِرْجَاعِهِ، فَلْيَنْظُرْ: أَيُّ الْمُصِيبَتَيْنِ أَعْظَمُ؟: مُصِيبَةُ الْعَاجِلَةِ، أَوْ مُصِيبَةُ فَوَاتِ بَيْتِ الْحَمْدِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ. وفي

এক ব্যক্তি তাকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে বললে তিনি বললেন; "আমরা এমন এক প্রভাতে উপনীত হয়েছিলাম যখন আরবে এমন কেউ ছিল না যে আমাদের কাছে প্রত্যাশা রাখত না, অতঃপর আমরা এমন এক সন্ধ্যায় উপনীত হলাম যখন আরবে এমন কেউ নেই যে আমাদের প্রতি করুণা করছে না।"

তাঁর বোন হুরকাহ বিনতে নুমান একদিন তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির মধ্যাকালে কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: "আপনি কেন কাঁদছেন? সম্ভবত কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে?" তিনি বললেন: "না, বরং আমি আমার পরিবারে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য (গজারা [১]) প্রত্যক্ষ করলাম। আর কোনো ঘর যখনই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে, তখনই তা বিষাদেও ভরে উঠেছে।"

ইসহাক ইবনে তালহা বলেন: আমি একদিন তাঁর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "রাজকীয় অশ্রু বিসর্জনকে আপনি কেমন দেখলেন?" তিনি বললেন: "আমরা আজ যে অবস্থায় আছি, তা গতকালের অবস্থার চেয়ে উত্তম। আমরা কিতাবসমূহে পাই যে, এমন কোনো পরিবার নেই যারা প্রাচুর্যের মাঝে বাস করে অথচ এরপর তাদের অশ্রুপাত করতে হয় না। আর সময় কোনো জাতির সামনে এমন কোনো দিন প্রকাশ করেনি যা তারা পছন্দ করে, কিন্তু তার আড়ালে এমন দিন লুকিয়ে রাখেনি যা তারা অপছন্দ করে।" অতঃপর তিনি বললেন:

যখন আমরা মানুষের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম এবং নির্দেশ ছিল আমাদেরই নির্দেশ ... হঠাৎ আমরা তাদের মধ্যে সাধারণ প্রজায় পরিণত হলাম যাদের খেদমত করতে হয়

ধিক্কার সেই দুনিয়াকে যার নেয়ামত স্থায়ী হয় না ... তা আমাদের নিয়ে বারবার আবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়

[২] বিপদের প্রতিকারের একটি উপায় হলো এটি জানা যে, অস্থিরতা ও হা-হুতাশ (জাযাউ) বিপদকে ফিরিয়ে দেয় না, বরং তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়; আর এটি প্রকৃতপক্ষে অসুস্থতা বৃদ্ধিরই নামান্তর।

এর আরেকটি প্রতিকার হলো এটি জানা যে, ধৈর্য ও আত্মসমর্পণের সওয়াব হারানো—যা হলো সেই সালাত (রহমত), করুণা ও হেদায়েত যার নিশ্চয়তা আল্লাহ ধৈর্য ও ইস্তিরজা (ইন্না লিল্লাহ পাঠ) করার ওপর দিয়েছেন—তা প্রকৃতপক্ষে মূল বিপদের চেয়েও বড় ক্ষতি।
এর প্রতিকারের আরেকটি দিক হলো এটি জানা যে, অস্থিরতা প্রকাশ শত্রুকে আনন্দিত করে, বন্ধুকে ব্যথিত করে, প্রতিপালককে রাগান্বিত করে, শয়তানকে খুশি করে, পুণ্য নষ্ট করে এবং নিজের মনোবল দুর্বল করে দেয়। আর যদি সে ধৈর্য ধারণ করে ও সওয়াবের আশা করে, তবে সে শয়তানকে পরাস্ত ও লাঞ্ছিত করে, তার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে, বন্ধুকে আনন্দিত করে এবং শত্রুকে ব্যথিত করে। সে তার ভাইদের দুঃখ লাঘব করে এবং তারা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আগেই সে তাদের সান্ত্বনা দেয়। আর এটিই হলো অবিচলতা ও সর্বোত্তম পূর্ণতা; গাল চাপড়ানো, জামার কলার ছিঁড়ে ফেলা, ধ্বংস ও বিনাশের ডাক দেওয়া এবং তকদীরের ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা নয়।
এর প্রতিকারের আরেকটি উপায় হলো: এটি জানা যে, ধৈর্য ধারণ ও সওয়াবের প্রত্যাশার ফলে যে স্বাদ ও আনন্দ অর্জিত হয়, তা সেই অপহৃত বস্তুর স্থায়িত্বের মাধ্যমে প্রাপ্ত আনন্দের চেয়ে বহুগুণ বেশি। তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার প্রতিপালকের প্রশংসা এবং ইস্তিরজা পাঠের কারণে জান্নাতে তার জন্য 'প্রশংসার ঘর' (বাইতুল হামদ) নির্মাণ করা হবে। অতএব সে যেন লক্ষ্য করে: কোন বিপদটি অধিকতর বড়? পার্থিব উপস্থিত বিপদ, নাকি চিরস্থায়ী জান্নাতে 'প্রশংসার ঘর' হারানোর বিপদ? এবং...

(ص: 143)الطب النبوي لابن القيم

الترمذي مَرْفُوعًا: «يَوَدُّ نَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في التدنيا لِمَا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ» «1» .
وَقَالَ بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مَفَالِيسَ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يُرَوِّحَ قَلْبَهُ بِرُوحِ رَجَاءِ الْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عِوَضٌ إِلَّا اللَّهَ، فَمَا مِنْهُ عِوَضٌ كَمَا قِيلَ:

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا ضَيَّعْتَهُ عِوَضٌ ... وَمَا مِنَ اللَّهِ إِنْ ضَيَّعْتَهُ عِوَضُ

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حَظَّهُ مِنَ الْمُصِيبَةِ مَا تُحْدِثُهُ لَهُ، فَمَنْ رَضِيَ، فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ، فَلَهُ السُّخْطُ، فَحَظُّكَ مِنْهَا مَا أَحْدَثَتْهُ لَكَ، فَاخْتَرْ خَيْرَ الْحُظُوظِ أَوْ شَرَّهَا، فَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ سُخْطًا وَكُفْرًا، كُتِبَ فِي دِيوَانِ الْهَالِكِينَ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ جَزَعًا وَتَفْرِيطًا فِي تَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ، كُتِبَ فِي دِيوَانِ الْمُفَرِّطِينَ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ شِكَايَةً، وَعَدَمَ صَبْرٍ، كُتِبَ فِي دِيوَانِ الْمَغْبُونِينَ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ اعْتِرَاضًا عَلَى اللَّهِ، وَقَدْحًا فِي حِكْمَتِهِ، فَقَدْ قَرَعَ بَابَ الزَّنْدَقَةِ أَوْ وَلَجَهُ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ صَبْرًا وَثَبَاتًا لِلَّهِ، كُتِبَ فِي دِيوَانِ الصَّابِرِينَ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ الرِّضَى عَنِ اللَّهِ، كُتِبَ فِي دِيوَانِ الرَّاضِينَ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ الْحَمْدَ وَالشُّكْرَ، كُتِبَ فِي دِيوَانِ الشَّاكِرِينَ، وَكَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ مَعَ الْحَمَّادِينَ، وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ مَحَبَّةً وَاشْتِيَاقًا إِلَى لِقَاءِ رَبِّهِ، كُتِبَ فِي دِيوَانِ الْمُحِبِّينَ الْمُخْلِصِينَ.

وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» وَالتِّرْمِذِيِّ، مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، ومن سخط فله السّخط» . زاد «وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ» «2» .

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ وَإِنْ بَلَغَ فِي الْجَزَعِ غَايَتَهُ، فَآخِرُ أَمْرِهِ إِلَى صَبْرِ الِاضْطِرَارِ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَلَا مُثَابٍ، قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْعَاقِلُ يفعل في أوّل

---

(1) أخرجه الترمذي في باب الزهد.

(2) أخرجه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح.

ইমাম তিরমিযী কর্তৃক মারফু সূত্রে বর্ণিত: «কিয়ামতের দিন মানুষেরা যখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিদান দেখতে পাবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! যদি দুনিয়াতে তাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো!» «১»।

জনৈক সালাফ (পূর্বসূরি) বলেছেন: যদি দুনিয়ার বিপদাপদ না থাকত, তবে আমরা কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় উপস্থিত হতাম।

বিপদের অন্যতম প্রতিকার হলো: আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আশার মাধ্যমে অন্তরকে প্রশান্ত করা। কেননা আল্লাহ ছাড়া প্রতিটি হারানো জিনিসেরই বিকল্প রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর কোনো বিকল্প নেই। যেমনটি বলা হয়েছে:

প্রতিটি হারানো জিনিসেরই বিকল্প রয়েছে … কিন্তু আল্লাহকে হারিয়ে ফেললে তার কোনো বিকল্প নেই।

বিপদের অন্যতম প্রতিকার হলো: এটি অনুধাবন করা যে, বিপদ থেকে তার প্রাপ্তি ততটুকুই যতটুকু সে তার নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে। সুতরাং যে সন্তুষ্ট থাকবে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি; আর যে অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি। অতএব বিপদের ফল হিসেবে তুমি যা লাভ করবে, তা তোমার নিজের কর্মেরই ফল; সুতরাং তুমি সর্বোত্তম অথবা নিকৃষ্টতম ভাগ্য বেছে নাও। যদি বিপদের ফলে তার মধ্যে অসন্তুষ্টি ও কুফরি (অকৃতজ্ঞতা) সৃষ্টি হয়, তবে তার নাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের দপ্তরে লিপিবদ্ধ হবে। আর যদি তা তার মধ্যে অস্থিরতা এবং কোনো ওয়াজিব বর্জন বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার মতো অবহেলা সৃষ্টি করে, তবে সে অবহেলাকারীদের দপ্তরে লিপিবদ্ধ হবে। যদি তা তার মধ্যে অনুযোগ এবং ধৈর্যের অভাব সৃষ্টি করে, তবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের দপ্তরে স্থান পাবে। আর যদি বিপদের কারণে সে আল্লাহর প্রতি আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাঁর প্রজ্ঞার সমালোচনা করে, তবে সে নাস্তিকতার দরজায় করাঘাত করল অথবা তাতে প্রবেশ করল। কিন্তু যদি বিপদ তার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্য ও অবিচলতা সৃষ্টি করে, তবে সে ধৈর্যশীলদের দপ্তরে লিপিবদ্ধ হবে। যদি তা তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি (রিযা) সৃষ্টি করে, তবে সে সন্তুষ্টদের দপ্তরে লিপিবদ্ধ হবে। যদি তা তার মধ্যে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি করে, তবে সে কৃতজ্ঞদের দপ্তরে লিপিবদ্ধ হবে এবং প্রশংসাকারীদের সাথে প্রশংসার পতাকাতলে অবস্থান করবে। আর যদি বিপদ তার মধ্যে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ভালোবাসা ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে, তবে সে একনিষ্ঠ প্রেমিকদের দপ্তরে স্থান পাবে। ‘মুসনাদে ইমাম আহমাদ’ এবং তিরমিযীতে মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রা.) কর্তৃক মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: «নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায়

ফেলেন। সুতরাং যে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি; আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি নির্ধারিত হয়।» এতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, «আর যে অস্থিরতা প্রকাশ করে, তার জন্য অস্থিরতাই নির্ধারিত হয়।» «২»।

বিপদের অন্যতম প্রতিকার হলো: এটি জেনে রাখা যে, সে অস্থিরতা প্রকাশে চরম সীমায় পৌঁছালেও তার শেষ পরিণতি হবে বাধ্যতামূলক ধৈর্য (সবরে ইজতিরার), যার জন্য কোনো প্রশংসা বা সওয়াব নেই। জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছেন: বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিপদের শুরুতে তা-ই করে যা

---

(১) ইমাম তিরমিযী এটি ‘যুহদ’ (সংসারবিরাগ) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম আহমাদ এটি মুসনাদে বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি সহিহ হাদিস।

يَوْمٍ مِنَ الْمُصِيبَةِ مَا يَفْعَلُهُ الْجَاهِلُ بَعْدَ أَيَّامٍ، وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ صَبْرَ الْكِرَامِ، سَلَا سُلُوَّ الْبَهَائِمِ. وَفِي «الصَّحِيحِ» مَرْفُوعًا: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» «1» . وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَإِلَّا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِمِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَنْفَعَ الْأَدْوِيَةِ لَهُ مُوَافَقَةُ رَبِّهِ وَإِلَهِهِ فِيمَا أَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ لَهُ، وَأَنَّ خَاصِّيَّةَ الْمَحَبَّةِ وَسِرَّهَا مُوَافَقَةُ الْمَحْبُوبِ، فَمَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ مَحْبُوبٍ، ثُمَّ سَخِطَ مَا يُحِبُّهُ، وَأَحَبَّ مَا يَسْخَطُهُ، فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِكَذِبِهِ، وَتَمَقَّتَ إِلَى مَحْبُوبِهِ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا قَضَى قَضَاءً، أحب أن يرضى به، وكان عمران ابن حُصَيْنٍ يَقُولُ فِي عِلَّتِهِ: أَحَبُّهُ إِلَيَّ أَحَبُّهُ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أبو العالية.

وَهَذَا دَوَاءٌ وَعِلَاجٌ لَا يَعْمَلُ إِلَّا مَعَ الْمُحِبِّينَ، وَلَا يُمْكِنُ كُلَّ أَحَدٍ أَنْ يَتَعَالَجَ بِهِ.

وَمِنْ علاجها: أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين، وَأَدْوَمِهِمَا: لَذَّةِ تَمَتُّعِهِ بِمَا أُصِيبَ بِهِ، وَلَذَّةِ تَمَتُّعِهِ بِثَوَابِ اللَّهِ لَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ الرُّجْحَانُ، فَآثَرَ الرَّاجِحَ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى تَوْفِيقِهِ، وَإِنْ آثَرَ الْمَرْجُوحَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مُصِيبَتَهُ فِي عَقْلِهِ وَقَلْبِهِ وَدِينِهِ أَعْظَمُ مِنْ مُصِيبَتِهِ الَّتِي أُصِيبَ بِهَا فِي دُنْيَاهُ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الَّذِي ابْتَلَاهُ بِهَا أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهِ الْبَلَاءَ لِيُهْلِكَهُ بِهِ، وَلَا لِيُعَذِّبَهُ بِهِ، وَلَا لِيَجْتَاحَهُ، وَإِنَّمَا افْتَقَدَهُ بِهِ لِيَمْتَحِنَ صَبْرَهُ وَرِضَاهُ عَنْهُ وَإِيمَانَهُ، وَلِيَسْمَعَ تَضَرُّعَهُ وَابْتِهَالَهُ، وَلِيَرَاهُ طَرِيحًا بِبَابِهِ، لَائِذًا بِجَنَابِهِ، مَكْسُورَ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، رَافِعًا قَصَصَ الشَّكْوَى إِلَيْهِ.

قَالَ الشيخ عبد القادر: يَا بُنَيَّ! إِنَّ المصيبة ما جاءت لتهلك، وَإِنَّمَا جَاءَتْ لِتَمْتَحِنَ صَبْرَكَ وَإِيمَانَكَ، يَا بُنَيَّ! الْقَدَرُ سَبُعٌ، وَالسَّبُعُ لَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الْمُصِيبَةَ كَبِيرُ الْعَبْدِ الَّذِي يُسْبَكُ بِهِ حَاصِلُهُ، فَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ ذَهَبًا أَحْمَرَ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ خَبَثًا كُلُّهُ، كَمَا قِيلَ:

سَبَكْنَاهُ وَنَحْسِبُهُ لُجَيْنًا ... فَأَبْدَى الْكِيرُ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيدِ

---

(1) أخرجه البخاري في الجنائز، ومسلم في الجنائز.

বিপদের দিনে অজ্ঞ ব্যক্তি যা করে, জ্ঞানী ব্যক্তি তা কয়েক দিন পর করে থাকে। আর যে ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তিদের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করে না, সে চতুষ্পদ জন্তুর মতো বিস্মৃত হয়ে যায়। "সহীহ" গ্রন্থে মারফু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "প্রকৃত ধৈর্য হলো বিপদের প্রথম আঘাতে।" আশ'আস ইবনে কায়স বলেন: তুমি যদি ঈমান ও সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করো তবে ভালো, অন্যথায় তুমি চতুষ্পদ জন্তুর মতোই বিস্মৃত হবে।

বিপদের অন্যতম প্রতিকার হলো এটি জানা যে, তার জন্য সবচেয়ে উপকারী ওষুধ হলো তার প্রতিপালক ও ইলাহ যা পছন্দ করেছেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাতে তাঁর অনুগত হওয়া। ভালোবাসার বিশেষত্ব ও গূঢ় রহস্য হলো প্রিয়তমের ইচ্ছার সাথে একাত্ম হওয়া। সুতরাং যে

ব্যক্তি কারো প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, অতঃপর তার প্রিয়তম যা পছন্দ করে তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং প্রিয়তম যা অপছন্দ করে তা ভালোবাসে, সে নিজের দাবির মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে নিজেই সাক্ষ্য দিল এবং প্রিয়তমের কাছে ঘৃণিত হলো।

আবু দারদা বলেন: আল্লাহ যখন কোনো ফয়সালা করেন, তখন তিনি পছন্দ করেন যেন বান্দা তাতে সন্তুষ্ট থাকে। ইমরান ইবনে হুসাইন তাঁর অসুস্থতার সময় বলতেন: যা আল্লাহর নিকট প্রিয়, তা-ই আমার নিকট প্রিয়। আবু আলিয়াও অনুরূপ কথা বলতেন।

এটি এমন এক ঔষধ ও প্রতিকার যা কেবল প্রকৃত প্রেমাসক্তদের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়, এবং প্রত্যেকের পক্ষে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না।

বিপদের প্রতিকারের আরেকটি দিক হলো: দুটি বড় ও উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে তুলনা করা এবং দেখা কোনটি অধিক স্থায়ী—বিপদের বস্তুটি নিয়ে মজে থাকা নাকি এর বিনিময়ে আল্লাহর দেওয়া সওয়াব বা প্রতিদান ভোগ করা। যদি তার কাছে প্রতিদানের বিষয়টি অধিক গুরুত্ববহ মনে হয় এবং সে সেটিকে প্রাধান্য দেয়, তবে আল্লাহর দেওয়া এই তাওফীকের (সফলতা) জন্য তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। আর যদি সে সব দিক থেকে তুচ্ছ বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে—তার বুদ্ধি, হৃদয় ও দ্বীনের বিপদ তার পার্থিব বিপদের চেয়েও অনেক বড়।

বিপদের অন্যতম প্রতিকার হলো এটি জানা যে, যিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন তিনি সর্বোত্তম বিচারক এবং পরম দয়ালু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ধ্বংস করার জন্য, শাস্তি দেওয়ার জন্য বা সমূলে বিনাশ করার জন্য এই বিপদ পাঠাননি। বরং তাকে পরীক্ষা করার জন্য এটি দিয়েছেন—যাতে তার ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি তার সন্তুষ্টি ও ঈমান যাচাই করা যায়; যাতে আল্লাহ তার আকুতি ও বিনীত প্রার্থনা শোনেন; এবং তাকে তাঁর দুয়ারে পড়ে থাকতে, তাঁর আশ্রয়ে আশ্রয় নিতে, তাঁর সম্মুখে ভগ্নহৃদয়ে দণ্ডায়মান হতে এবং তাঁর কাছেই অভিযোগ পেশ করতে দেখতে পান।

শাইখ আব্দুল কাদির বলেন: হে বৎস! বিপদ তোমাকে ধ্বংস করতে আসেনি, বরং তোমার ধৈর্য ও ঈমান পরীক্ষা করতে এসেছে। হে বৎস! নিয়তি বা তাকদির হলো একটি সিংহ, আর সিংহ মৃতদেহ ভক্ষণ করে না।

মূল কথা হলো: বিপদ হলো বান্দার জন্য কামারের হাপরের মতো, যার মাধ্যমে তার স্বরূপকে গলানো হয়; ফলে সে হয় খাঁটি লাল সোনা হয়ে বের হবে, অথবা পুরোপুরি খাদ হিসেবে বের হবে। যেমনটি বলা হয়েছে:

আমরা তাকে গলিয়েছিলাম এই ভেবে যে সে রূপা ... কিন্তু হাপর বা চুল্লি তার লোহার খাদ বা মলিনতা প্রকাশ করে দিল।

(১) বুখারি ও মুসলিম জানাজা অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

فَإِنْ لَمْ يَنْفَعْهُ هَذَا الْكِيرُ فِي الدُّنْيَا، فَبَيْنَ يَدَيْهِ الْكِيرُ الْأَعْظَمُ، فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ إِدْخَالَهُ كِيرَ الدُّنْيَا وَمَسْبَكَهَا خَيْرٌ لَهُ من ذلك الكير والمسبك، وأنه لابد مِنْ أَحَدِ الْكِيرَيْنِ، فَلْيَعْلَمْ قَدْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْكِيرِ الْعَاجِلِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْلَا مِحَنُ الدُّنْيَا وَمَصَائِبُهَا، لَأَصَابَ الْعَبْدَ مِنْ أَدْوَاءِ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَالْفَرْعَنَةِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ مَا هُوَ سَبَبُ هَلَاكِهِ عَاجِلًا وَآجِلًا، فَمِنْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ أَنْ يَتَفَقَّدَهُ فِي الْأَحْيَانِ بِأَنْوَاعٍ مِنْ أَدْوِيَةِ الْمَصَائِبِ، تَكُونُ حَمِيَّةً لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ، وَحِفْظًا لِصِحَّةِ عُبُودِيَّتِهِ، وَاسْتِفْرَاغًا لِلْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ الرَّدِيئَةِ الْمُهْلِكَةِ مِنْهُ.

فَسُبْحَانَ مَنْ يَرْحَمُ بِبَلَائِهِ، وَيَبْتَلِي بِنَعْمَائِهِ كَمَا قِيلَ:

قد ينعم الله بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ ... وَيَبْتَلِي اللَّهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنِّعَمِ

فَلَوْلَا أَنَّهُ- سُبْحَانَهُ- يُدَاوِي عِبَادَهُ بِأَدْوِيَةِ الْمِحَنِ وَالِابْتِلَاءِ، لَطَغَوْا، وَبَغَوْا، وَعَتَوْا، وَاللَّهُ- سُبْحَانَهُ- إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا سَقَاهُ دَوَاءً مِنَ الِابْتِلَاءِ وَالِامْتِحَانِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ يَسْتَفْرِغُ بِهِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُهْلِكَةِ، حَتَّى إِذَا هَذَّبَهُ وَنَقَّاهُ وَصَفَّاهُ، أَهَّلَهُ لِأَشْرَفِ مَرَاتِبِ الدُّنْيَا، وَهِيَ عُبُودِيَّتُهُ، وَأَرْفَعِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ رُؤْيَتُهُ وَقُرْبُهُ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَرَارَةَ الدُّنْيَا هِيَ بِعَيْنِهَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ، يَقْلِبُهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ كَذَلِكَ، وَحَلَاوَةَ الدُّنْيَا بِعَيْنِهَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ، وَلَأَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ مَرَارَةٍ مُنْقَطِعَةٍ إِلَى حَلَاوَةٍ

دَائِمَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَكْسِ ذَلِكَ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ هَذَا، فَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» (1).

وَفِي هَذَا الْمَقَامِ تَفَاوَتَتْ عُقُولُ الْخَلَائِقِ، وَظَهَرَتْ حَقَائِقُ الرِّجَالِ، فَأَكْثَرُهُمْ آثَرَ الْحَلَاوَةَ الْمُنْقَطِعَةَ عَلَى الْحَلَاوَةِ الدَّائِمَةِ الَّتِي لَا تَزُولُ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ مَرَارَةَ سَاعَةٍ لِحَلَاوَةِ الْأَبَدِ، وَلَا ذُلَّ سَاعَةٍ لِعِزِّ الْأَبَدِ، وَلَا مِحْنَةَ سَاعَةٍ لِعَافِيَةِ الْأَبَدِ، فَإِنَّ الْحَاضِرَ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ، وَالْمُنْتَظَرَ غَيْبٌ، وَالْإِيمَانَ ضَعِيفٌ، وَسُلْطَانُ الشَّهْوَةِ حَاكِمٌ، فَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ إِيثَارُ الْعَاجِلَةِ، وَرَفْضُ الْآخِرَةِ، وَهَذَا حَالُ النَّظَرِ الْوَاقِعِ عَلَى ظواهر الأمور،

---

(1) أخرجه مسلم في الجنة.

দুনিয়ার এই হাপর (কঠিন পরীক্ষা) যদি তার উপকারে না আসে, তবে তার সামনে রয়েছে সর্ববৃহৎ হাপর (পরকালের অগ্নি)। বান্দা যখন জানতে পারে যে, দুনিয়ার হাপর ও গলনপাত্রে তার প্রবেশ করা পরকালের সেই হাপর ও গলনপাত্রের চেয়ে তার জন্য উত্তম, এবং এই দুটির যেকোনো একটিতে প্রবেশ করা অবধারিত, তখন সে দুনিয়ার এই উপস্থিত হাপরের মাঝে তার প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে।

এর অন্যতম প্রতিকার হলো: এটি জানা যে, দুনিয়ার বিপদ-আপদ ও মুসিবত যদি না থাকত, তবে বান্দা অহংকার, আত্মমুগ্ধতা, দাম্ভিকতা এবং হৃদয়ের কঠোরতার মতো এমন সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হতো যা ইহকাল ও পরকালে তার ধ্বংসের কারণ হতো। পরম দয়ালু আল্লাহর রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ হলো এই যে, তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রকার মুসিবতরূপী ওষুধের মাধ্যমে তার তত্ত্বাবধান করেন, যা তাকে এসব ব্যাধি থেকে সুরক্ষা প্রদান করে, তার দাসত্বের সুস্থতা রক্ষা করে এবং তার ভেতর থেকে ধ্বংসাত্মক ও মন্দ উপাদানগুলো বের করে দেয়। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর পরীক্ষার মাধ্যমে দয়া করেন এবং নিয়ামতের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, যেমনটি বলা হয়েছে:

আল্লাহ কখনও বড় বিপদের মাধ্যমেও নিয়ামত দান করেন … আবার কখনও কোনো জাতিকে নিয়ামতের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি তাঁর বান্দাদের মুসিবত ও পরীক্ষারূপী ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা না করতেন, তবে তারা সীমালঙ্ঘন, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হতো। মহান আল্লাহ

যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে তার অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষা ও ক্লেশের ওষুধ পান করান, যার মাধ্যমে তিনি তাকে ধ্বংসাত্মক ব্যাধিগুলো থেকে মুক্ত করেন; এমনকি যখন তাকে মার্জিত, নির্মল ও পরিশুদ্ধ করে তোলেন, তখন তাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা অর্থাৎ তাঁর দাসত্ব এবং আখেরাতের সর্বোচ্চ প্রতিদান অর্থাৎ তাঁর দর্শন ও নৈকট্যের যোগ্য করে তোলেন।

এর আরেকটি প্রতিকার হলো: এটি জানা যে, দুনিয়ার তিক্ততাই মূলত আখেরাতের মিষ্টতা; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একে এভাবেই পরিবর্তিত করেন। আর দুনিয়ার মিষ্টতাই মূলত আখেরাতের তিক্ততা। ক্ষণস্থায়ী তিক্ততা থেকে চিরস্থায়ী মিষ্টতার দিকে ধাবিত হওয়া এর বিপরীত অবস্থার চেয়ে তার জন্য অনেক উত্তম। যদি বিষয়টি তোমার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তবে সত্যবাদী ও সত্যপ্রত্যাদিষ্ট রাসূলের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করো: "জান্নাতকে কষ্টদায়ক বিষয়াদি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং জাহান্নামকে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।" এই পর্যায়ে এসেই সৃষ্টিজীবের বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্য প্রকাশ পায় এবং মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়। তাদের অধিকাংশ লোকই চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর মিষ্টতার পরিবর্তে ক্ষণস্থায়ী মিষ্টতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা চিরন্তন মিষ্টতার জন্য এক মুহূর্তের তিক্ততা সহ্য করতে পারেনি, চিরন্তন সম্মানের জন্য এক মুহূর্তের লাঞ্ছনা এবং চিরন্তন সুস্থতার জন্য এক মুহূর্তের কষ্ট সহ্য করতে পারেনি। কারণ তার কাছে বর্তমান হলো দৃশ্যমান আর প্রতীক্ষিত বিষয়টি অদৃশ্য, তার ঈমান দুর্বল এবং প্রবৃত্তির প্রতাপ প্রবল। ফলে এর থেকেই জন্ম নিয়েছে পার্থিব জীবনের মোহ এবং আখেরাতকে বর্জন করার প্রবণতা। আর এটি হলো বিষয়ের কেবল বাহ্যিক দিকের ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টির পরিণাম।

---

(১) ইমাম মুসলিম এটি জান্নাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَأَوَائِلِهَا وَمَبَادِئِهَا، وَأَمَّا النَّظَرُ الثَّاقِبُ الَّذِي يَخْرِقُ حُجُبَ الْعَاجِلَةِ، وَيُجَاوِزُهُ إِلَى الْعَوَاقِبِ وَالْغَايَاتِ، فَلَهُ شَأْنٌ آخَرُ.

فَادْعُ نَفْسَكَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَالسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَالْفَوْزِ الْأَكْبَرِ، وَمَا أَعَدَّ لِأَهْلِ الْبِطَالَةِ وَالْإِضَاعَةِ مِنَ الْخِزْيِ وَالْعِقَابِ وَالْحَسَرَاتِ الدَّائِمَةِ، ثُمَّ اخْتَرْ أَيَّ الْقِسْمَيْنِ أَلْيَقُ بِكَ، وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، وَكُلُّ أَحَدٍ يَصْبُو إِلَى مَا يُنَاسِبُهُ، وَمَا هُوَ الْأَوْلَى بِهِ، وَلَا تَسْتَطِلْ هَذَا الْعِلَاجَ، فَشِدَّةُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مِنَ الطَّبِيبِ وَالْعَلِيلِ دَعَتْ إِلَى بَسْطِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْكَرْبِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ

أَخْرَجَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ» «1» .

وَفِي «جَامِعِ الترمذي» عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» «2»

وَفِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ، رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ» «3» .

وَفِي «سُنَنِ أَبِي داود» عَنْ أَبِي بكرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لا إله إلا أنت» «4» -

---

(1) أخرجه البخاري في الدعوات، ومسلم في الذكر والدعاء.

(2) أخرجه الترمذي في الدعوات.

(3) أخرجه الترمذي في الدعوات.

(4) أخرجه أبو داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد.

এবং এর প্রারম্ভিক অবস্থা ও সূচনাসমূহ। পক্ষান্তরে সেই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি যা পার্থিব জগতের ক্ষণস্থায়ী আবরণ ভেদ করে পরিণাম ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়, তার বিষয় ও গুরুত্ব ভিন্ন।

অতএব, আপনার নফসকে সেই চিরস্থায়ী নিয়ামত, অনন্ত সুখ এবং মহাফলপ্রদ সাফল্যের দিকে আহ্বান করুন যা আল্লাহ তাঁর ওলী (বন্ধু) ও আনুগত্যশীলদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। আর অলস ও অপচয়কারীদের জন্য তিনি যে লাঞ্ছনা, শাস্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী অনুশোচনা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাও মনে করিয়ে দিন। অতঃপর বেছে নিন এই দুই দলের মধ্যে কোনটি আপনার জন্য অধিক উপযোগী। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে এবং প্রতিটি ব্যক্তি তার অনুকূল ও উপযুক্ত বিষয়ের প্রতি অনুরাগী হয়। এই চিকিৎসার বিবরণকে দীর্ঘ মনে করবেন না, কেননা চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই এর প্রতি তীব্র প্রয়োজনীয়তা একে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর আল্লাহর মাধ্যমেই তাওফিক (সফলতা) অর্জিত হয়।

উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, মনস্তাপ ও দুঃখ নিরাময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় বলতেন: "মহান ও পরম ধৈর্যশীল আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। মহান আরশের রব আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। সাত আসমান, যমীন এবং সম্মানিত আরশের রব আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।" (১)

এবং 'জামে তিরমিযী'তে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন বলতেন: "হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক (কাইয়ূম)! আপনার রহমতের উসিলায় আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।" (২)

তাতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতেন, তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বলতেন: "মহান আল্লাহ অতি পবিত্র।" আর যখন ঐকান্তিকভাবে দুআ করতেন, তখন বলতেন: "হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক!" (৩)

এবং 'সুনানে আবু দাউদ'-এ আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দুআ হলো— হে আল্লাহ! আমি কেবল আপনার রহমতই কামনা করছি, সুতরাং আপনি আমাকে চোখের পলক সমপরিমাণ সময়ের জন্যও আমার নিজের ওপর ছেড়ে দেবেন না এবং আমার যাবতীয় বিষয় সংশোধন করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।" (৪)

---

(১) বুখারী এটি দুআ অধ্যায়ে এবং মুসলিম যিকর ও দুআ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) তিরমিযী এটি দুআ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) তিরমিযী এটি দুআ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৪) এটি আবু দাউদ, আহমাদ এবং বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এ বর্ণনা করেছেন।

وَفِيهَا أَيْضًا عَنْ أسماء بنت عميس قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيهِنَّ عَنْدَ الْكَرْبِ، أَوْ فِي الْكَرْبِ: اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» «1» .

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا تُقَالُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ

تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ حُزْنَهُ وَهَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا» «2» .

وَفِي الترمذي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ» «3»

وَفِي رِوَايَةٍ «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ: كَلِمَةَ أَخِي يُونُسَ» .

وَفِي «سُنَنِ أبي داود» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أبو أمامة، فَقَالَ: «يَا أبا أمامة مَالِي أَرَاكَ فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي، وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عز وجل هَمَّكَ وَقَضَى دَيْنَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ» ، قال:

---

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، وابن ماجه.

(2) أخرجه أحمد في «المسند» وسنده صحيح وصححه ابن حبان.

(3) أخرجه الترمذي في الدعوات، وأحمد، وصححه الحاكم.

এবং এতে আসমা বিনতে উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন: «আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না যা তুমি বিপদের সময় অথবা সংকটের মুহূর্তে বলবে: আল্লাহই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করি না»। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এটি সাতবার পাঠ করতে হয়।

এবং «মুসনাদে ইমাম আহমাদ»-এ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «কোনো বান্দা যখনই কোনো দুশ্চিন্তা বা

দুঃখকষ্টে পতিত হয় এবং বলে: হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার এক দাসের পুত্র, আপনার এক দাসীর পুত্র। আমার ললাট আপনার হাতে, আমার ওপর আপনার বিধান কার্যকর, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়সংগত। আমি আপনার নিকট আপনার সেই প্রতিটি নামের উসিলায় প্রার্থনা করছি, যে নামে আপনি নিজেকে অভিহিত করেছেন, অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, অথবা আপনার সৃষ্টিজীবের মধ্যে কাউকে শিখিয়েছেন, অথবা আপনার নিকট ইলমে গায়েবে (অদৃশ্য জ্ঞানে) নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন: আপনি সুমহান কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার দুঃখের অপসারক এবং আমার দুশ্চিন্তার বিদূরণকারী বানিয়ে দিন—তবে আল্লাহ অবশ্যই তার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন এবং তার স্থলে আনন্দ দান করবেন»।

এবং তিরমিযীতে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «যুন-নূন (ইউনুস আ.)-এর দুআ, যা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় তাঁর প্রতিপালকের নিকট করেছিলেন: আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, আপনি অতি পবিত্র; নিশ্চয়ই আমি পাপিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখনই কোনো বিষয়ে এই দুআ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার দুআ কবুল করেন»।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: «নিশ্চয়ই আমি এমন একটি বাক্য জানি, কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তা পাঠ করলে আল্লাহ অবশ্যই তার বিপদ দূর করে দেবেন; আর তা হলো আমার ভাই ইউনুস-এর বাক্য»।

এবং «সুনানে আবু দাউদ»-এ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি আবু উমামা নামক এক আনসারী ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন: «হে আবু উমামা! কী ব্যাপার, নামাজের সময় ছাড়াও তোমাকে মসজিদে বসে থাকতে দেখছি কেন?» তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! বিভিন্ন দুশ্চিন্তা ও ঋণের বোঝা আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। তিনি বললেন: «আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না, যা বললে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন?» তিনি বলেন: আমি বললাম: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: «সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি বলো: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুশ্চিন্তা ও শোক থেকে আশ্রয় চাই, আমি আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই, আপনার নিকট ভীরুতা ও

কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই এবং আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য ও মানুষের দমন-পীড়ন থেকে আশ্রয় চাই», তিনি বললেন:

(১) আবু দাউদ এটি সালাত অধ্যায়ে এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।
(২) আহমাদ এটি «মুসনাদ»-এ বর্ণনা করেছেন, এর সনদ বিশুদ্ধ এবং ইবনে হিব্বান এটি সহিহ বলেছেন।
(৩) তিরমিযী এটি দুআ অধ্যায়ে এবং আহমাদ বর্ণনা করেছেন; হাকিম এটি সহিহ বলেছেন।

فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عز وجل هَمِّي، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي «1» .

وَفِي «سُنَنِ أَبِي داود» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» «2» .

وَفِي «الْمُسْنَدِ» أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: «وَاسْتَعِينُوا بالصبر والصلاة» «3» .

وَفِي «السُّنَنِ» : «عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنِ النُّفُوسِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ» «4» .

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَثُرَتْ هُمُومُهُ وَغُمُومُهُ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» .

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ «5» .

وَفِي الترمذي: «أَنَّهَا بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ» «6» .

هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ تَتَضَمَّنُ خَمْسَةَ عَشَرَ نَوْعًا مِنَ الدَّوَاءِ، فَإِنْ لَمْ تَقْوَ عَلَى إِذْهَابِ دَاءِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحُزْنِ، فَهُوَ دَاءٌ قَدِ اسْتَحْكَمَ، وَتَمَكَّنَتْ أَسْبَابُهُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى اسْتِفْرَاغٍ كُلِّيٍّ.

الْأَوَّلُ: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ.

الثَّانِي: تَوْحِيدُ الْإِلَهِيَّةِ.

الثَّالِثُ: التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الِاعْتِقَادِيُّ.

---

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة.

(2) أخرجه أبو داود في الصلاة، وأحمد، وابن ماجه.

(3) البقرة- 45.

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط، وأحمد في «المسند» وصححه الحاكم.

(5) أخرجه البخاري في الدعوات، ومسلم في الذكر والدعاء.

(6) أخرجه الترمذي في الدعوات.

সুতরাং আমি তা-ই করলাম, ফলে মহান আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন «১»।

‘সুনানে আবু দাউদ’-এ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি নিয়মিত ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেবেন, প্রতিটি সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের পথ করে দেবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করেনি” «২»।

‘আল-মুসনাদ’-এ বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি সালাতের (নামাজ) দিকে ধাবিত হতেন। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো” «৩»।

‘সুনান’-এ বর্ণিত আছে: “তোমরা জিহাদকে আঁকড়ে ধরো, কেননা তা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হতে একটি দরজা; এর মাধ্যমে আল্লাহ অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা দূর করে দেন” «৪»।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূত্রে বর্ণিত আছে: “যার দুশ্চিন্তা ও শোক বৃদ্ধি পাবে, সে যেন অধিক পরিমাণে পাঠ করে: ‘আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (অনিষ্ট প্রতিরোধের) কোনো উপায় নেই এবং (কল্যাণ লাভের) কোনো শক্তি নেই’ (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।”

‘সহীহাইন’-এ (বুখারি ও মুসলিম) সাব্যস্ত হয়েছে যে, এটি জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ভাণ্ডার «৫»।

তিরমিযীতে রয়েছে: “নিশ্চয়ই এটি জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হতে একটি দরজা” «৬»।

এই প্রতিকারগুলো পনেরো প্রকারের ঔষধকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি এগুলো উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও শোকের ব্যাধি দূর করতে সক্ষম না হয়, তবে বুঝতে হবে এটি এমন এক রোগ যা বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং এর কারণগুলো সুদৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছে; ফলে এর জন্য প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ পরিশোধন (ইস্তিফরাগ)।

প্রথম: প্রভুত্বের একত্ববাদ (তওহীদুল রুবুবিয়্যাহ)।

দ্বিতীয়: উপাসনার একত্ববাদ (তওহীদুল উলুহিয়্যাহ)।

তৃতীয়: জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত একত্ববাদ (তওহীদুল ইলমি আল-ইতিকাদি)।

---

(১) আবু দাউদ এটি সালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) আবু দাউদ সালাত অধ্যায়ে, আহমাদ এবং ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) সূরা আল-বাকারাহ: ৪৫।

(৪) তাবারানি এটি ‘আল-আওসাত’-এ এবং আহমাদ ‘আল-মুসনাদ’-এ বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম একে সহীহ বলেছেন।

(৫) বুখারি ‘আদ-দাওয়াআত’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘আয-যিকর ওয়াদ-দুআ’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৬) তিরমিযী ‘আদ-দাওয়াআত’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

الرَّابِعُ: تَنْزِيهُ الرَّبِّ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَظْلِمَ عَبْدَهُ، أَوْ يَأْخُذَهُ بِلَا سَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِ يُوجِبُ ذَلِكَ.

الْخَامِسُ: اعْتِرَافُ الْعَبْدِ بِأَنَّهُ هُوَ الظَّالِمُ.

السَّادِسُ: التَّوَسُّلُ إِلَى الرَّبِّ تَعَالَى بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ، وَمِنْ أَجْمَعِهَا لِمَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

السَّابِعُ: الِاسْتِعَانَةُ بِهِ وَحْدَهُ.

الثَّامِنُ: إِقْرَارُ الْعَبْدِ لَهُ بِالرَّجَاءِ.

التَّاسِعُ: تَحْقِيقُ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالتَّفْوِيضِ إِلَيْهِ، وَالِاعْتِرَافِ لَهُ بِأَنَّ نَاصِيَتَهُ فِي يَدِهِ، يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَأَنَّهُ مَاضٍ فِيهِ حُكْمُهُ، عَدْلٌ فِيهِ قَضَاؤُهُ.

الْعَاشِرُ: أَنْ يَرْتَعَ قَلْبُهُ فِي رِيَاضِ الْقُرْآنِ، وَيَجْعَلَهُ لِقَلْبِهِ كَالرَّبِيعِ لِلْحَيَوَانِ، وَأَنْ يَسْتَضِيءَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، وَأَنْ يَتَسَلَّى بِهِ عَنْ كُلِّ فَائِتٍ، وَيَتَعَزَّى بِهِ عَنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَيَسْتَشْفِيَ بِهِ مِنْ أَدْوَاءِ صَدْرِهِ، فَيَكُونَ جَلَاءَ حُزْنِهِ، وَشِفَاءَ هَمِّهِ وَغَمِّهِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: الِاسْتِغْفَارُ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: التَّوْبَةُ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: الْجِهَادُ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: الصَّلَاةُ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَتَفْوِيضُهُمَا إِلَى مَنْ هُمَا بِيَدِهِ.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ جِهَةِ تَأْثِيرِ هَذِهِ الْأَدْوِيَةِ فِي هَذِهِ الْأَمْرَاضِ

خَلَقَ اللَّهُ- سُبْحَانَهُ- ابْنَ آدَمَ وَأَعْضَاءَهُ، وَجَعَلَ لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَالًا إِذَا فَقَدَهُ أَحَسَّ بِالْأَلَمِ، وَجَعَلَ لِمَلِكِهَا وَهُوَ الْقَلْبُ كَمَالًا، إِذَا فَقَدَهُ، حَضَرَتْهُ أَسْقَامُهُ وَآلَامُهُ مِنَ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ.

فَإِذَا فَقَدَتِ الْعَيْنُ مَا خُلِقَتْ لَهُ مِنْ قُوَّةِ الْإِبْصَارِ، وَفَقَدَتِ الْأُذُنُ مَا خُلِقَتْ لَهُ مِنْ قُوَّةِ السَّمْعِ، وَاللِّسَانُ مَا خُلِقَ لَهُ مِنْ قُوَّةِ الْكَلَامِ، فقدت كمالها.

চতুর্থত: মহান প্রতিপালককে তাঁর বান্দার প্রতি জুলুম করা অথবা বান্দার পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই তাকে পাকড়াও করা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা।

পঞ্চমত: বান্দার এই স্বীকারোক্তি যে, সে নিজেই জালিম (অন্যায়কারী)।

ষষ্ঠত: মহান প্রতিপালকের নিকট তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিষয়ের মাধ্যমে অসীলা (সুপারিশ) পেশ করা, আর তা হলো তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলি। আর নাম ও গুণাবলির যাবতীয় অর্থকে যা সবচেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো: চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক (আল-হাইয়্যু আল-কাইয়্যূম)।

সপ্তমত: একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

অষ্টমত: বান্দার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আশার (রজা) স্বীকৃতি প্রদান করা।

নবমত: তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) সুদৃঢ় করা, তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং এই স্বীকারোক্তি প্রদান করা যে, বান্দার ললাট (নিয়ন্ত্রণ) তাঁরই হাতে; তিনি তাকে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। তাঁর নির্দেশ বান্দার ওপর কার্যকর এবং তাঁর ফয়সালা ন্যায়সংগত।

দশমত: স্বীয় অন্তরকে কুরআনের বাগানে বিচরণ করানো এবং প্রাণিকুলের জন্য বসন্তকাল যেমন, অন্তরকে কুরআনের জন্য তেমনি করে তোলা। সংশয় ও প্রবৃত্তির অন্ধকারসমূহে এর মাধ্যমে আলো গ্রহণ করা, হারিয়ে যাওয়া সবকিছুর শোক ভুলতে এর মাধ্যমে সান্ত্বনা পাওয়া, প্রতিটি বিপদে এর মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা এবং বক্ষের রোগসমূহ থেকে এর মাধ্যমে আরোগ্য কামনা করা; যাতে তা হয় তার দুঃখের নিরসন এবং দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার প্রতিকার।

একাদশত: ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করা।

দ্বাদশত: তওবা করা।

ত্রয়োদশত: জিহাদ করা।

চতুর্দশত: সালাত (নামাজ) আদায় করা।

পঞ্চদশমত: নিজের ক্ষমতা ও শক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা এবং এই উভয়কে তাঁর নিকট সমর্পণ করা যাঁর হাতে এগুলো নিহিত রয়েছে।

এই সকল ব্যাধিতে এই সকল ওষুধের প্রভাবের ধরন বর্ণনায় একটি পরিচ্ছেদ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম সন্তান ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি অঙ্গের জন্য একটি পূর্ণতা নির্ধারণ করেছেন। যখন কোনো অঙ্গ সেই পূর্ণতা হারায়, তখন সে ব্যথা অনুভব করে। আর তিনি অঙ্গসমূহের অধিপতি তথা অন্তরের জন্যও একটি পূর্ণতা রেখেছেন; যখন অন্তর তা হারায়, তখন দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও বিষাদজনিত বিভিন্ন ব্যাধি ও বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সুতরাং চোখ যদি তার জন্য সৃষ্ট দর্শনশক্তি হারায়, কান যদি তার জন্য সৃষ্ট শ্রবণশক্তি হারায় এবং জিহ্বা যদি তার জন্য সৃষ্ট বাকশক্তি হারায়, তবে সেই অঙ্গ তার পূর্ণতা হারাল।

(ص: 150)الطب النبوي لابن القيم

والقلب: خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده بِهِ، وَالِابْتِهَاجِ بِحُبِّهِ، وَالرِّضَى عَنْهُ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالْحُبِّ فِيهِ، وَالْبُغْضِ فِيهِ، وَالْمُوَالَاةِ فِيهِ، وَالْمُعَادَاةِ فِيهِ، وَدَوَامِ ذِكْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَأَرْجَى عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَأَجَلَّ فِي قَلْبِهِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَلَا نَعِيمَ لَهُ وَلَا سُرُورَ وَلَا لَذَّةَ، بَلْ وَلَا حَيَاةَ إِلَّا بِذَلِكَ، وَهَذَا لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغِذَاءِ وَالصِّحَّةِ وَالْحَيَاةِ، فَإِذَا فَقَدَ غِذَاءَهُ وَصِحَّتَهُ، وَحَيَاتَهُ، فَالْهُمُومُ وَالْغُمُومُ وَالْأَحْزَانُ مُسَارِعَةٌ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ إِلَيْهِ، وَرَهْنٌ مُقِيمٌ عَلَيْهِ.

وَمِنْ أَعْظَمِ أَدْوَائِهِ: الشِّرْكُ وَالذُّنُوبُ والغافلة وَالِاسْتِهَانَةُ بِمَحَابِّهِ وَمَرَاضِيهِ، وَتَرْكُ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ، وَقِلَّةُ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَالرُّكُونُ إِلَى مَا سِوَاهُ، وَالسُّخْطُ بِمَقْدُورِهِ، وَالشَّكُّ فِي وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ.

وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَمْرَاضَ الْقَلْبِ، وَجَدْتَ هَذِهِ الْأُمُورَ وَأَمْثَالَهَا هِيَ أَسْبَابُهَا لَا سَبَبَ لَهَا سِوَاهَا، فَدَوَاؤُهُ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ سِوَاهُ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْعِلَاجَاتُ النَّبَوِيَّةُ مِنَ الْأُمُورِ الْمُضَادَّةِ لِهَذِهِ الْأَدْوَاءِ، فَإِنَّ الْمَرَضَ يُزَالُ بِالضِّدِّ، وَالصِّحَّةُ تُحْفَظُ بِالْمِثْلِ، فَصِحَّتُهُ تُحْفَظُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَمْرَاضُهُ بِأَضْدَادِهَا.

فَالتَّوْحِيدُ: يَفْتَحُ لِلْعَبْدِ بَابَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ وَاللَّذَّةِ وَالْفَرَحِ وَالِابْتِهَاجِ، وَالتَّوْبَةُ اسْتِفْرَاغٌ لِلْأَخْلَاطِ وَالْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ أَسْقَامِهِ، وَحِمْيَةٌ لَهُ مِنَ التَّخْلِيطِ، فَهِيَ تُغْلِقُ عَنْهُ بَابَ الشُّرُورِ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ بِالتَّوْحِيدِ، وَيُغْلَقُ بَابُ الشُّرُورِ بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ.

قَالَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الطِّبِّ: مَنْ أَرَادَ عَافِيَةَ الْجِسْمِ، فَلْيُقَلِّلْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَمَنْ أَرَادَ عَافِيَةَ الْقَلْبِ، فَلْيَتْرُكِ الْآثَامَ. وَقَالَ ثَابِتُ بْنُ قُرَّةَ:

رَاحَةُ الْجِسْمِ فِي قِلَّةِ الطَّعَامِ، وَرَاحَةُ الرُّوحِ فِي قِلَّةِ الْآثَامِ، وَرَاحَةُ اللِّسَانِ فِي قِلَّةِ الْكَلَامِ.

وَالذُّنُوبُ لِلْقَلْبِ، بِمَنْزِلَةِ السُّمُومِ، إِنْ لَمْ تُهْلِكْهُ أَضْعَفَتْهُ، وَلَا بُدَّ، وَإِذَا ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُقَاوَمَةِ الْأَمْرَاضِ، قَالَ طَبِيبُ الْقُلُوبِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:

অন্তর: একে সৃষ্টি করা হয়েছে তার স্রষ্টাকে চেনার জন্য, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর একত্ববাদ (তাওহীদ) প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁর মহব্বতে আনন্দিত হওয়ার জন্য, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে, তাঁর ওপর ভরসা করতে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসতে ও তাঁর জন্যই ঘৃণা পোষণ করতে, তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরেই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা রাখতে এবং নিরন্তর তাঁর স্মরণে রত থাকতে। আর যেন আল্লাহ তার কাছে অন্য সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হন, তাঁর নিকট অন্যের চেয়ে বেশি প্রত্যাশা রাখা হয় এবং অন্তরে তিনি অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক মহিমান্বিত হন। এ ছাড়া অন্তরের কোনো সুখ নেই, নেই কোনো আনন্দ বা তৃপ্তি; এমনকি এ ব্যতীত তার কোনো জীবনই নেই। এটি তার জন্য খাদ্য, সুস্থতা ও প্রাণের সমতুল্য। যখন সে তার খাদ্য, সুস্থতা ও জীবন হারায়, তখন দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও বিষণ্নতা চারদিক থেকে তার ওপর ধাবিত হয় এবং সেখানে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসে।

আর অন্তরের গুরুতর ব্যাধিগুলোর অন্যতম হলো: শিরক (অংশীদারিত্ব), পাপরাশি, গাফলত (উদাসীনতা), আল্লাহর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক বিষয়গুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, তাঁর ওপর নিজেকে সমর্পণ (তাফবীজ) করা বর্জন করা, তাঁর ওপর অল্প ভরসা করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি ঝুঁকে পড়া, তাঁর নির্ধারিত তাকদিরে অসন্তুষ্ট হওয়া এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবার্তায় সন্দেহ পোষণ করা।

আপনি যদি হৃদরোগসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে দেখবেন যে এই বিষয়গুলো এবং এর সদৃশ বিষয়গুলোই তার মূল কারণ, এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। সুতরাং এর একমাত্র ঔষধ হলো—যা ছাড়া অন্য কোনো নিরাময় নেই—এই নববী চিকিৎসা পদ্ধতি যা এই ব্যাধিগুলোর বিপরীত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সংকলিত হয়েছে। কারণ অসুস্থতা দূর করা হয় তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে, আর সুস্থতা রক্ষা করা হয় সমজাতীয় বিষয়ের মাধ্যমে। অতএব, অন্তরের সুস্থতা বজায় থাকে এই নববী বিষয়গুলোর অনুসরণে এবং অসুস্থতা সৃষ্টি হয় এর বিপরীত কাজগুলোর দ্বারা।

তাওহীদ (একত্ববাদ) বান্দার জন্য কল্যাণ, আনন্দ, স্বাদ, হর্ষ ও উল্লাসের দ্বার উন্মোচন করে। আর তওবা (অনুতাপ) হলো সেই দূষিত পদার্থ ও উপাদানের নিঃসরণ যা অন্তরের অসুস্থতার কারণ এবং তা কলুষতা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। এটি অমঙ্গলের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করে দেয়। ফলে তাওহীদের মাধ্যমে তার জন্য সৌভাগ্য ও কল্যাণের দরজা খুলে যায় এবং তওবা ও ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা) মাধ্যমে অমঙ্গলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী চিকিৎসাশাস্ত্রের ইমামগণের কেউ কেউ বলেছেন: "যে ব্যক্তি শরীরের সুস্থতা চায়, সে যেন পানাহার কমিয়ে দেয়; আর যে ব্যক্তি অন্তরের সুস্থতা চায়, সে যেন পাপ বর্জন করে।"

সাবিত বিন কুররাহ বলেছেন:

শরীরের আরাম হচ্ছে পরিমিত আহারে, আত্মার শান্তি হচ্ছে অল্প পাপে এবং জিহ্বার আরাম হচ্ছে পরিমিত কথা বলায়।

আর পাপসমূহ অন্তরের জন্য বিষের সমতুল্য; তা যদি অন্তরকে ধ্বংস করে নাও দেয়, তবে অবশ্যই তাকে দুর্বল করে দেয়। আর যখন তার শক্তি হ্রাস পায়, তখন সে রোগ প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পড়ে। অন্তরের চিকিৎসক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন:

(ص: 151)الطب النبوي لابن القيم

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ ... وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا

وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ ... وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

فَالْهَوَى أَكْبَرُ أَدْوَائِهَا، وَمُخَالَفَتُهُ أَعْظَمُ أَدْوِيَتِهَا، وَالنَّفْسُ فِي الْأَصْلِ خُلِقَتْ جَاهِلَةً ظَالِمَةً، فَهِيَ لِجَهْلِهَا تَظُنُّ شِفَاءَهَا فِي اتِّبَاعِ هَوَاهَا، وَإِنَّمَا فِيهِ تَلَفُهَا وَعَطَبُهَا، وَلِظُلْمِهَا لَا تَقْبَلُ مِنَ الطَّبِيبِ النَّاصِحِ، بَلْ تَضَعُ الدَّاءَ مَوْضِعَ الدَّوَاءِ فَتَعْتَمِدُهُ، وَتَضَعُ الدَّوَاءَ مَوْضِعَ الدَّاءِ فَتَجْتَنِبُهُ، فَيَتَوَلَّدُ مِنْ بَيْنِ إِيثَارِهَا لِلدَّاءِ، وَاجْتِنَابِهَا لِلدَّوَاءِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُعْيِي الْأَطِبَّاءَ، وَيَتَعَذَّرُ مَعَهَا الشِّفَاءُ. وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى، أَنَّهَا تُرَكِّبُ ذَلِكَ على القدر، فتبرىء نَفْسَهَا، وَتَلُومُ رَبَّهَا بِلِسَانِ الْحَالِ دَائِمًا، وَيَقْوَى اللَّوْمُ حَتَّى يُصَرِّحَ بِهِ اللِّسَانُ.

وَإِذَا وَصَلَ الْعَلِيلُ إِلَى هَذِهِ الْحَالِ، فَلَا يَطْمَعُ فِي بُرْئِهِ إِلَّا أَنْ تَتَدَارَكَهُ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَيُحْيِيهِ حَيَاةً جَدِيدَةً، وَيَرْزُقُهُ طَرِيقَةً حَمِيدَةً، فَلِهَذَا كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دُعَاءِ الْكَرْبِ مُشْتَمِلًا عَلَى تَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَوَصْفِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِالْعَظَمَةِ وَالْحِلْمِ، وَهَاتَانِ الصِّفَتَانِ مُسْتَلْزِمَتَانِ لِكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْإِحْسَانِ وَالتَّجَاوُزِ، وَوَصْفِهِ بِكَمَالِ رُبُوبِيَّتِهِ للعالم العلوي والسفلي، والعرش هُوَ سَقْفُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَعْظَمُهَا.

وَالرُّبُوبِيَّةُ التَّامَّةُ تَسْتَلْزِمُ تَوْحِيدَهُ، وَأَنَّهُ الَّذِي لَا تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ وَالْحُبُّ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالْإِجْلَالُ وَالطَّاعَةُ إِلَّا لَهُ. وَعَظَمَتُهُ الْمُطْلَقَةُ تَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ لَهُ، وَسَلْبَ كُلِّ نَقْصٍ وَتَمْثِيلٍ عَنْهُ. وَحِلْمُهُ يَسْتَلْزِمُ كَمَالَ رَحْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَى خَلْقِهِ.

فَعِلْمُ الْقَلْبِ وَمَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ تُوجِبُ مَحَبَّتَهُ وَإِجْلَالَهُ وَتَوْحِيدَهُ، فَيَحْصُلُ لَهُ مِنَ الِابْتِهَاجِ وَاللَّذَّةِ وَالسُّرُورِ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ أَلَمَ الْكَرْبِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ، وَأَنْتَ تَجِدُ الْمَرِيضَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا يَسُرُّهُ وَيُفْرِحُهُ، وَيُقَوِّي نَفْسَهُ، كَيْفَ تَقْوَى الطَّبِيعَةُ عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ الْحِسِّيِّ، فَحُصُولُ هَذَا الشِّفَاءِ لِلْقَلْبِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

ثُمَّ إِذَا قَابَلْتَ بَيْنَ ضِيقِ الْكَرْبِ وَسَعَةِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا دُعَاءُ الْكَرْبِ، وَجَدْتَهُ فِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِتَفْرِيجِ هَذَا الضِّيقِ، وَخُرُوجِ الْقَلْبِ مِنْهُ إِلَى سَعَةِ الْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ إِنَّمَا يُصَدِّقُ بِهَا مَنْ أَشْرَقَتْ فِيهِ أَنْوَارُهَا، وَبَاشَرَ قَلْبُهُ حَقَائِقَهَا.

আমি দেখেছি যে পাপসমূহ অন্তরকে মৃত করে দেয় ... আর পাপে আসক্তি লাঞ্ছনা বয়ে আনে।

পাপ বর্জন করাই অন্তরের জীবন ... আর আপন প্রবৃত্তির অবাধ্য হওয়া তোমার আত্মার জন্য কল্যাণকর।

প্রবৃত্তি (হাওয়া) হলো তার প্রধান ব্যাধি, আর তার বিরোধিতা করাই হলো শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। মূলগতভাবে আত্মা (নফস) অজ্ঞ ও জালেম হিসেবে সৃজিত হয়েছে। ফলে নিজ অজ্ঞতাবশত সে মনে করে প্রবৃত্তির অনুসরণের মধ্যেই তার আরোগ্য নিহিত রয়েছে, অথচ মূলত এর মধ্যেই রয়েছে তার বিনাশ ও ধ্বংস। আর নিজ অবিচারের কারণে সে হিতাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে না, বরং ব্যাধিকে ওষুধের স্থানে রেখে তা আঁকড়ে ধরে এবং ওষুধকে ব্যাধির স্থানে রেখে তা বর্জন করে। ব্যাধিকে গ্রহণ করা এবং ওষুধ বর্জন করার ফলে এমন সব রোগ ও জরা জন্ম নেয় যা চিকিৎসকদের ক্লান্ত করে দেয় এবং সে অবস্থায় আরোগ্য লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো এই যে, সে তার এই অবস্থাকে ভাগ্যের (তাকদীরের) ওপর চাপিয়ে দেয়; ফলে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করে এবং সর্বদা নিজ অবস্থার মাধ্যমে আপন রবকে দোষারোপ করতে থাকে। এই তিরস্কারের মাত্রা যখন বেড়ে যায়, তখন তার জিহ্বা তা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করে ফেলে।

রুগ্ণ ব্যক্তি যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তার আরোগ্যের আর কোনো আশা থাকে না; কেবল তার রবের পক্ষ থেকে রহমত যদি তাকে ঘিরে ফেলে, তবেই তিনি তাকে এক নতুন জীবন দান করেন এবং প্রশংসিত পথে চলার তাওফিক দান করেন। এ কারণেই বিপদ মুক্তির দোয়ায় (দুয়াউল কারব) ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদিসটি উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের তাওহীদ এবং মহান প্রতিপালককে মহত্ত্ব (আজমত) ও সহনশীলতার (হিলম) গুণাবলিতে ভূষিত করার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই দুটি গুণ পরিপূর্ণ ক্ষমতা, রহমত, অনুগ্রহ (ইহসান) ও ক্ষমাশীলতাকে অপরিহার্য করে। এছাড়া এটি উচ্চতর ও নিম্নতর জগতের ওপর তাঁর পরিপূর্ণ রুবুবিয়াতের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। আর আরশ হলো সমস্ত মাখলুকাতের ছাদ এবং তাদের মধ্যে সর্ববৃহৎ। পূর্ণাঙ্গ রুবুবিয়াত একথাই দাবি করে যে, ইবাদত, ভালোবাসা, ভয়, আশা, সম্মান এবং আনুগত্য কেবলমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর নিরঙ্কুশ মহত্ত্ব তাঁর জন্য সকল পূর্ণতাকে সাব্যস্ত করে এবং তাঁর থেকে সকল ত্রুটি ও সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যকে নাকচ করে। আর তাঁর সহনশীলতা তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর পূর্ণ রহমত ও অনুগ্রহকে আবশ্যম্ভাবী করে।

সুতরাং অন্তরের এই জ্ঞান ও মারিফাত (পরিচয়) তাঁর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও তাওহীদকে আবশ্যক করে দেয়। এর ফলে হৃদয়ে এমন প্রফুল্লতা, স্বাদ ও আনন্দের সঞ্চার হয় যা বিপদ, দুশ্চিন্তা ও বিষাদের বেদনাকে দূরীভূত করে। আপনি লক্ষ্য করবেন, একজন অসুস্থ ব্যক্তি যখন

এমন কোনো সংবাদ পায় যা তাকে আনন্দিত ও উল্লসিত করে এবং তার মানসিক শক্তি বাড়িয়ে দেয়, তখন তার শারীরিক প্রকৃতি কীভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রোগ দমনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং অন্তরের এই আরোগ্য লাভ করা তো আরও বেশি অগ্রগণ্য ও যুক্তিযুক্ত। অতঃপর আপনি যদি বিপদের সংকীর্ণতা এবং বিপদ মুক্তির দোয়ায় বর্ণিত এই গুণাবলির প্রশস্ততার মধ্যে তুলনা করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, এই সংকীর্ণতা দূর করতে এবং অন্তরকে সেই অবস্থা থেকে প্রফুল্লতা ও আনন্দের প্রশস্ততায় নিয়ে আসতে এটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এই বিষয়গুলো কেবল সেই ব্যক্তিই বিশ্বাস করতে পারে যার মধ্যে এর নূর উদ্ভাসিত হয়েছে এবং যার অন্তর এর হাকিকত স্পর্শ করেছে।

(ص: 152)الطب النبوي لابن القيم

وَفِي تَأْثِيرِ قَوْلِهِ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» فِي دَفْعِ هَذَا الدَّاءِ مُنَاسَبَةٌ بَدِيعَةٌ، فَإِنَّ صِفَةَ الْحَيَاةِ مُتَضَمِّنَةٌ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ، وَلِهَذَا كَانَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى: هُوَ اسْمُ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَالْحَيَاةُ التَّامَّةُ تُضَادُّ جَمِيعَ الْأَسْقَامِ وَالْآلَامِ، وَلِهَذَا لَمَّا كَمُلَتْ حَيَاةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَمْ يَلْحَقْهُمْ هَمٌّ وَلَا غَمٌّ وَلَا حَزَنٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْآفَاتِ. وَنُقْصَانُ الْحَيَاةِ تَضُرُّ بِالْأَفْعَالِ، وَتُنَافِي الْقَيُّومِيَّةَ، فَكَمَالُ الْقَيُّومِيَّةِ لِكَمَالِ الْحَيَاةِ، فَالْحَيُّ الْمُطْلَقُ التَّامُّ الْحَيَاةِ لَا تَفُوتُهُ صِفَةُ الْكَمَالِ الْبَتَّةَ، وَالْقَيُّومُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فِعْلٌ مُمْكِنٌ الْبَتَّةَ، فَالتَّوَسُّلُ بِصِفَةِ الحياة والقيومية لَهُ تَأْثِيرٌ فِي إِزَالَةِ مَا يُضَادُّ الْحَيَاةَ، وَيَضُرُّ بِالْأَفْعَالِ.

وَنَظِيرُ هَذَا تَوَسُّلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَبِّهِ بِرُبُوبِيَّتِهِ لِجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَنْ يَهْدِيَهُ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ حَيَاةَ الْقَلْبِ بِالْهِدَايَةِ، وَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَؤُلَاءِ الْأَمْلَاكَ الثَّلَاثَةَ بِالْحَيَاةِ، فَجِبْرِيلُ مُوَكَّلٌ بِالْوَحْيِ الَّذِي هُوَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَمِيكَائِيلُ بِالْقَطْرِ الَّذِي هُوَ حَيَاةُ الْأَبْدَانِ وَالْحَيَوَانِ، وَإِسْرَافِيلُ بِالنَّفْخِ

فِي الصُّورِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الْعَالَمِ وَعَوْدِ الْأَرْوَاحِ إِلَى أَجْسَادِهَا. فَالتَّوَسُّلُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِرُبُوبِيَّةِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْعَظِيمَةِ الْمُوَكَّلَةِ بِالْحَيَاةِ، لَهُ تَأْثِيرٌ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ لِاسْمِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ تَأْثِيرًا خَاصًّا فِي إِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، وَكَشْفِ الْكُرُبَاتِ، وَفِي «السُّنَنِ» وَ «صَحِيحِ أَبِي حاتم» مَرْفُوعًا: «اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ «1» وَفَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ الم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. قَالَ الترمذي. حَدِيثٌ صَحِيحٌ «2» .

وَفِي «السُّنَنِ» وَ «صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» أَيْضًا: مِنْ حَدِيثِ أنس أَنَّ رَجُلًا دَعَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وإذا سئل به أعطى» «3» .

---

(1) البقرة- 163.

(2) أخرجه الترمذي في الدعوات، وابن ماجة في الدعاء، وأبو داود في الصلاة، والدارمي.

(3) أخرجه النسائي في السهو، وأبو داود في الصلاة.

এবং তাঁর এই বাণীর প্রভাবে: ‘হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসত্তার ধারক, আপনার রহমতের মাধ্যমে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি’—এই রোগ দূর করার ক্ষেত্রে এক চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে। নিশ্চয়ই জীবনের গুণটি (সিফাতে হায়াত) আল্লাহর সকল কর্মগত গুণের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই এটি আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আজম), যার মাধ্যমে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যা দ্বারা প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন; আর তা হলো ‘আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুম’ (চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক) নাম। পূর্ণাঙ্গ জীবন সর্বপ্রকার ব্যাধি ও যন্ত্রণার পরিপন্থী। এজন্যই জান্নাতবাসীদের জীবন যখন পূর্ণতা লাভ করবে, তখন তাদের কোনো দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, শোক বা কোনো আপদ স্পর্শ করবে না। জীবনের অপূর্ণতা কার্যাবলীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তা মহান প্রতিপালকের রক্ষণাবেক্ষণ গুণের (কাইয়্যুমিয়্যাহ) পরিপন্থী। সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণ গুণের পূর্ণতা

জীবনের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। অতএব, যিনি পরম চিরঞ্জীব এবং যাঁর জীবন পূর্ণাঙ্গ, কোনো পূর্ণতা গুণই তাঁর থেকে বিচ্যুত হয় না। আর যিনি 'কাইয়্যুম' (সবার ধারক ও রক্ষক), তাঁর পক্ষে কোনো সম্ভাব্য কাজই অসম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর জীবন ও রক্ষণাবেক্ষণ গুণের অসীলা গ্রহণ জীবনের পরিপন্থী বিষয়সমূহ দূর করতে এবং কার্যাবলীর ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিশেষ প্রভাব রাখে।

এর একটি অনুরূপ উদাহরণ হলো জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতি আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের (প্রভুত্বের) মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করা, যাতে আল্লাহ তাঁকে সত্যের বিষয়ে মতবিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। কেননা হৃদয়ের জীবন হিদায়াতের মাধ্যমে লাভ হয়। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তিনজন ফেরেশতাকে জীবনের কার্যে নিযুক্ত করেছেন। জিবরাঈল ওহীর দায়িত্বে নিয়োজিত, যা হলো হৃদয়ের জীবন। মিকাঈল বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত, যা হলো দেহ ও প্রাণীকুলের জীবন। আর ইসরাফীল শিঙায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত, যা হলো কিয়ামতের দিন জগতের পুনর্জীবন এবং দেহে আত্মার প্রত্যাবর্তনের কারণ। সুতরাং জীবনের দায়িত্বে নিয়োজিত এই মহান রুহসমূহের ওপর আল্লাহর প্রভুত্বের অসীলা প্রদান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ প্রভাব রাখে।

মূল উদ্দেশ্য হলো: 'আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুম' নামের দুআ কবুল এবং বিপদ-আপদ দূরীকরণে এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে। 'সুনান' গ্রন্থসমূহ এবং 'সহীহ আবু হাতিম'-এ মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: 'আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আজম) এই দুটি আয়াতের মধ্যে রয়েছে: ''আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু'' (১) এবং সূরা আলে-ইমরানের শুরু: ''আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক''।' ইমাম তিরমিজি বলেন, এটি একটি সহীহ হাদিস (২)।

এছাড়াও 'সুনান' ও 'সহীহ ইবনে হিব্বান'-এ আনাস (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, এক ব্যক্তি দুআ করল: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, আপনি পরম দাতা, আসমান ও যমীনের অনন্য স্রষ্টা, হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসত্তার ধারক।' তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: 'সে আল্লাহকে তাঁর সেই মহান নামে ডেকেছে, যার মাধ্যমে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যা দ্বারা চাইলে তিনি দান করেন' (৩)।

(১) আল-বাকারা- ১৬৩।

(২) তিরমিজি ‘আদ-দাওয়াত’ অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহ ‘আদ-দুআ’ অধ্যায়ে, আবু দাউদ ‘আস-সালাত’ অধ্যায়ে এবং দারেমি এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) নাসায়ি ‘আস-সাহ্উ’ অধ্যায়ে এবং আবু দাউদ ‘আস-সালাত’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ وَفِي قَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» مِنْ تَحْقِيقِ الرَّجَاءِ لِمَنِ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْهِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ، وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْهِ، أَنْ يَتَوَلَّى إِصْلَاحَ شَأْنِهِ، وَلَا يَكِلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَالتَّوَسُّلُ إِلَيْهِ بِتَوْحِيدِهِ مِمَّا لَهُ تَأْثِيرٌ قَوِيٌّ فِي دَفْعِ هَذَا الدَّاءِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ» . فَفِيهِ مِنَ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ، وَأَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ مَا لَا يَتَّسِعُ لَهُ كِتَابٌ، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ الِاعْتِرَافَ بِعُبُودِيَّتِهِ وَعُبُودِيَّةِ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ، وَأَنَّ نَاصِيَتَهُ بِيَدِهِ يُصَرِّفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، فَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ دُونَهُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، وَلَا نُشُورًا، لِأَنَّ مَنْ نَاصِيَتُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ، بَلْ هُوَ عَانٍ فِي قَبْضَتِهِ، ذَلِيلٌ تَحْتَ سُلْطَانِ قَهْرِهِ.

وَقَوْلُهُ: «مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ «مُتَضَمِّنٌ لِأَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ عَلَيْهِمَا مَدَارُ التَّوْحِيدِ.

أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ الْقَدَرِ، وَأَنَّ أَحْكَامَ الرَّبِّ تَعَالَى نَافِذَةٌ فِي عَبْدِهِ مَاضِيَةٌ فِيهِ، لَا انْفِكَاكَ لَهُ عَنْهَا، وَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ- سُبْحَانَهُ- عَدْلٌ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ، غَيْرُ ظَالِمٍ لِعَبْدِهِ، بَلْ لَا يَخْرُجُ فِيهَا عَنْ مُوجَبِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، فَإِنَّ الظُّلْمَ سَبَبُهُ حَاجَةُ الظَّالِمِ، أَوْ جَهْلُهُ أَوْ سَفَهُهُ، فَيَسْتَحِيلُ صُدُورُهُ مِمَّنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَمَنْ هُوَ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ، وَمَنْ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، فَلَا تَخْرُجُ ذَرَّةٌ مِنْ مَقْدُورَاتِهِ عَنْ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ، كَمَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ قُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، فَحِكْمَتُهُ نَافِذَةٌ حَيْثُ نَفَذَتْ مَشِيئَتُهُ وَقُدْرَتُهُ، وَلِهَذَا قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ هُودٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ خَوَّفَهُ قَوْمُهُ بِآلِهَتِهِمْ: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ «1» ، أَيْ: مَعَ كَوْنِهِ سُبْحَانَهُ آخِذًا بِنَوَاصِي خَلْقِهِ

---

(1) هود- 54- 57

এজন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দোয়ায় অত্যন্ত সচেষ্ট হতেন, তখন বলতেন: হে চিরঞ্জীব, হে মহাবিশ্বের ধারক (কাইয়ূম)।

আর তাঁর এই বাণীতে: "হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমতই কামনা করি, তাই এক মুহূর্তের জন্যও আপনি আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দেবেন না এবং আমার যাবতীয় বিষয় সংশোধন করে দিন, আপনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই"—এর মধ্যে রয়েছে সেই সত্তার প্রতি আশার পূর্ণ বাস্তবায়ন যাঁর হাতে সমস্ত কল্যাণ নিহিত, তাঁর ওপরই কেবল নির্ভর করা, তাঁর কাছেই যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করা এবং তাঁর কাছেই কাকুতি-মিনতি করা, যেন তিনি তাঁর যাবতীয় অবস্থা সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তাঁর নিজের ওপর সোপর্দ না করেন। আর তাঁর একত্ববাদের (তাওহীদ) মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা করা এমন একটি বিষয় যা এই ব্যাধি দূরীকরণে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব রাখে। অনুরূপভাবে তাঁর এই বাণীও: আল্লাহ আমার রব, আমি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করি না।

আর ইবনে মাসউদের বর্ণিত হাদীস: "হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দার পুত্র...", এতে এমন সব ঐশী জ্ঞান ও দাসত্বের গূঢ় রহস্য রয়েছে যা কোনো কিতাবে সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এতে তাঁর দাসত্বের এবং তাঁর পিতৃপুরুষ ও মাতৃকুলের দাসত্বের স্বীকৃতি রয়েছে, এবং এই স্বীকৃতি রয়েছে যে তাঁর ললাট (নাসিয়াহ) তাঁরই হাতে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিচালনা করেন। বান্দা তাঁর সাহায্য ছাড়া নিজের জন্য কোনো উপকার বা অপকার, মৃত্যু বা জীবন কিংবা পুনরুত্থানের মালিক নয়। কারণ যাঁর ললাট অন্যের হাতে থাকে, তাঁর নিজের কোনো বিষয়ের ওপর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না; বরং তিনি তাঁর কবজায় একজন বন্দীর মতো, তাঁর পরাক্রমশালী আধিপত্যের নিচে অতিশয় বিনীত।

আর তাঁর বাণী: "আমার ওপর আপনার হুকুম কার্যকর এবং আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ"—এটি এমন দুটি মহান মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত যার ওপর তাওহীদের আবর্তন।

প্রথমটি হলো: তাকদীরের সাব্যস্তকরণ; অর্থাৎ মহান রবের বিধানসমূহ তাঁর বান্দার ওপর কার্যকর ও বলবৎ হয়, যা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই এবং তা প্রতিরোধ করারও কোনো কৌশল নেই।

দ্বিতীয়টি হলো: তিনি—পবিত্র ও মহান—এই বিধানসমূহে ন্যায়পরায়ণ, তিনি তাঁর বান্দার প্রতি কোনো জুলুমকারী নন; বরং তিনি ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের অপরিহার্যতা থেকে বিচ্যুত হন না। কেননা জুলুমের কারণ হলো জালিমের অভাব, অজ্ঞতা কিংবা মূর্খতা; আর যিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞ, যিনি সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী এবং সকল কিছু যাঁর মুখাপেক্ষী, আর যিনি সর্বোত্তম বিচারক—তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু ঘটা অসম্ভব। সুতরাং তাঁর নির্ধারিত বিষয়সমূহের একটি অণু পরিমাণও তাঁর হিকমত (প্রজ্ঞা) ও প্রশংসার বাইরে নয়, যেমনটি তা তাঁর কুদরত (ক্ষমতা) ও ইচ্ছার বাইরে নয়। অতএব, যেখানেই তাঁর ইচ্ছা ও কুদরত কার্যকর হয়েছে, সেখানেই তাঁর হিকমতও কার্যকর হয়েছে। একারণেই আল্লাহর নবী হুদ (আমাদের নবী ও তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) বলেছিলেন, যখন তাঁর কওম তাঁদের দেবতাদের মাধ্যমে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল: "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদের শরিক করো আমি তাদের থেকে মুক্ত। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে কোনো অবকাশ দিও না। নিশ্চয়ই আমি আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি। এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই যার ললাট তিনি ধারণ করে নেই; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন।" অর্থাৎ, তিনি—পবিত্র ও মহান—তাঁর সৃষ্টির ললাট ধারণকারী হওয়া সত্ত্বেও...

(১) হুদ- ৫৪- ৫৭

وَتَصْرِيفِهِمْ كَمَا يَشَاءُ، فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ إِلَّا بِالْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ، وَالْإِحْسَانِ وَالرَّحْمَةِ. فَقَوْلُهُ: مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ:
مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِها. وَقَوْلُهُ: عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ: إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، ثُمَّ تَوَسَّلَ إِلَى رَبِّهِ بِأَسْمَائِهِ الَّتِي سَمَّى بِهَا نَفْسَهُ مَا عَلِمَ الْعِبَادُ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَعْلَمُوا. وَمِنْهَا: مَا اسْتَأْثَرَهُ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ مَلَكًا مُقَرَّبًا، وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا، وَهَذِهِ الْوَسِيلَةُ أَعْظَمُ الْوَسَائِلِ، وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ، وَأَقْرَبُهَا تَحْصِيلًا لِلْمَطْلُوبِ.
ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ لِقَلْبِهِ كَالرَّبِيعِ الَّذِي يَرْتَعُ فِيهِ الْحَيَوَانُ، وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ شِفَاءَ هَمِّهِ وَغَمِّهِ، فَيَكُونَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّوَاءِ الَّذِي يَسْتَأْصِلُ الدَّاءَ، وَيُعِيدُ الْبَدَنَ إِلَى صِحَّتِهِ وَاعْتِدَالِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لِحُزْنِهِ كَالْجَلَاءِ الذي يحلو الطُّبُوعَ وَالْأَصْدِيَةَ وَغَيْرَهَا فَأَحْرَى بِهَذَا الْعِلَاجِ إِذَا صَدَقَ الْعَلِيلُ فِي اسْتِعْمَالِهِ أَنْ يُزِيلَ عَنْهُ دَاءَهُ، وَيُعْقِبَهُ شِفَاءً تَامًّا، وَصِحَّةً وَعَافِيَةً، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
وَأَمَّا دَعْوَةُ ذِي النُّونِ: فَإِنَّ فِيهَا مِنْ كَمَالِ التَّوْحِيدِ وَالتَّنْزِيهِ لِلرَّبِّ تَعَالَى وَاعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِظُلْمِهِ وَذَنْبِهِ مَا هُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَدْوِيَةِ الْكَرْبِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ، وَأَبْلَغِ الْوَسَائِلِ إِلَى اللَّهِ- سُبْحَانَهُ- فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، فَإِنَّ التَّوْحِيدَ والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله، وَسَلْبَ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ وَتَمْثِيلٍ عَنْهُ. وَالِاعْتِرَافُ بِالظُّلْمِ يَتَضَمَّنُ إِيمَانَ الْعَبْدِ بِالشَّرْعِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَيُوجِبُ انْكِسَارَهُ وَرُجُوعَهُ إِلَى اللَّهِ، وَاسْتِقَالَتَهُ عَثْرَتَهُ، والاعتراف

بعبوديته، وافتقاره إلى ربه، فها هنا أَرْبَعَةُ أُمُورٍ قَدْ وَقَعَ التَّوَسُّلُ بِهَا: التَّوْحِيدُ، وَالتَّنْزِيهُ، وَالْعُبُودِيَّةُ وَالِاعْتِرَافُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أمامة: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، فَقَدْ تَضَمَّنَ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَشْيَاءَ، كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهَا قَرِينَانِ مُزْدَوَجَانِ، فَالْهَمُّ وَالْحَزَنُ أَخَوَانِ، وَالْعَجْزُ وَالْكَسَلُ أَخَوَانِ، وَالْجُبْنُ وَالْبُخْلُ أَخَوَانِ، وَضَلَعُ الدَّيْنِ وَغَلَبَةُ الرِّجَالِ أَخَوَانِ، فَإِنَّ الْمَكْرُوهَ الْمُؤْلِمَ إِذَا وَرَدَ عَلَى الْقَلْبِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ أَمْرًا مَاضِيًا، فَيُوجِبُ لَهُ الْحُزْنَ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا مُتَوَقَّعًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، أَوْجَبَ الْهَمَّ، وَتَخَلُّفُ الْعَبْدِ عَنْ مَصَالِحِهِ وَتَفْوِيتُهَا عَلَيْهِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ وَهُوَ الْعَجْزُ، أَوْ مِنْ عَدَمِ الْإِرَادَةِ وَهُوَ الْكَسَلُ، وَحَبْسُ خَيْرِهِ وَنَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ بَنِي جِنْسِهِ، إما

এবং তাঁর পরিচালনা তাদের ওপর যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন, কেননা তিনি এক সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচার, প্রজ্ঞা, ইহসান (সদাচরণ) এবং রহমত (দয়া) ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁর এই কথা: "আমার ওপর আপনার ফয়সালা কার্যকর," তাঁর এই বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:
"এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই যার ললাটদেশ (নাসিয়াহ) তিনি ধারণ করে নেই।" আর তাঁর এই কথা: "আমার প্রতি আপনার বিধান ন্যায়নিষ্ঠ," তাঁর এই বাণীর সাথে সংগতিপূর্ণ:
"নিশ্চয়ই আমার রব এক সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" এরপর তিনি তাঁর রবের নিকট তাঁর ঐ সকল নামের মাধ্যমে অসীলা (মাধ্যম) গ্রহণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি নিজেকে অভিহিত করেছেন—চাই বান্দারা তা জানুক বা না জানুক। আর এর মধ্যে এমন কিছু নামও রয়েছে যা তিনি নিজের গায়িব (অদৃশ্য) সম্পর্কিত জ্ঞানে সংরক্ষিত রেখেছেন; ফলে কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা কিংবা কোনো প্রেরিত নবীকেও তা অবহিত করেননি। আর এই অসীলা হলো শ্রেষ্ঠতম অসীলা, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হাসিলে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।
অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট আরজি জানিয়েছেন যেন তিনি কুরআনকে তাঁর হৃদয়ের জন্য বসন্তকাল (রাবি) স্বরূপ করে দেন যেখানে চতুষ্পদ প্রাণীরা বিচরণ করে; আর কুরআনও তেমনি হৃদয়ের বসন্ত। আরও চেয়েছেন যেন একে তাঁর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের নিরাময়কারী বানিয়ে দেন; ফলে এটি তাঁর জন্য এমন ওষুধের স্থলাভিষিক্ত হবে যা রোগকে সমূলে উৎপাটন করে এবং

শরীরকে পুনরায় সুস্থতা ও ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনে। আর যেন কুরআনকে তাঁর বিষণ্নতা দূর করার জন্য এমন উজ্জ্বলকারক করেন যা স্বভাবের কালিমা ও মরিচা ইত্যাদি দূর করে। সুতরাং রোগী যদি এই চিকিৎসা গ্রহণে একনিষ্ঠ হয়, তবে এই নিরাময় ব্যবস্থার মাধ্যমে তার রোগ দূর হওয়া এবং তার পশ্চাতে পূর্ণ আরোগ্য, সুস্থতা ও প্রশান্তি অর্জিত হওয়া অত্যন্ত সঙ্গত। আর আল্লাহই সামর্থ্য প্রদানকারী।

আর যুন-নূনের (ইউনুস আলাইহিস সালাম) দুআর প্রসঙ্গে বলা যায়: এতে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) ও তানযীহ (পবিত্রতা বর্ণনা)-এর এমন পূর্ণতা এবং বান্দার পক্ষ থেকে নিজের যুলুম ও পাপের এমন স্বীকৃতি রয়েছে যা বিপদ, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সর্বোত্তম ওষুধ এবং মহান আল্লাহর নিকট অভাব মোচনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ অসীলা। কেননা তাওহীদ ও তানযীহ আল্লাহর জন্য সকল প্রকার পূর্ণতা সাব্যস্ত করা এবং তাঁর থেকে সকল প্রকার ত্রুটি, দোষ ও সদৃশ হওয়াকে নাকচ করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর নিজের যুলুমের স্বীকৃতি বান্দার শারীয়াহ (বিধান), সওয়াব ও শাস্তির প্রতি ঈমানকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটি তার মধ্যে বিনয় ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, নিজের পদস্খলনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, নিজের দাসত্বের স্বীকৃতি এবং রবের প্রতি তার চূড়ান্ত মুখাপেক্ষিতার অনুভূতি তৈরি করে। সুতরাং এখানে চারটি বিষয়ের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করা হয়েছে: তাওহীদ, তানযীহ, দাসত্ব (উবুদিয়্যাহ) এবং স্বীকৃতি (ইতিরাফ)।

আর আবু উমামার বর্ণিত হাদীস: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা থেকে আশ্রয় চাই"—এটি আটটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার প্রতি দুটি বিষয় পরস্পরের সাথে জোড়ায় জোড়ায় সম্পর্কিত। দুশ্চিন্তা (হাম্ম) ও বিষণ্নতা (হাযান) হলো সহোদর, অক্ষমতা (আযজ) ও অলসতা (কাসাল) হলো সহোদর, ভীরুতা (জুবন) ও কৃপণতা (বুখল) হলো সহোদর এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি হলো সহোদর। কেননা কোনো বেদনাদায়ক অপছন্দনীয় বিষয় যখন হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন তার কারণ যদি অতীত কোনো বিষয় হয় তবে তা বিষণ্নতা (হাযান) তৈরি করে; আর যদি তা ভবিষ্যতে ঘটার আশঙ্কাজনক কোনো বিষয় হয় তবে তা দুশ্চিন্তা (হাম্ম) সৃষ্টি করে। আর বান্দার নিজের কল্যাণ অর্জনে পিছিয়ে থাকা ও তা হারিয়ে ফেলা হয় সক্ষমতার অভাবে হবে যাকে অক্ষমতা (আযজ) বলা হয়, অথবা সংকল্পের অভাবে হবে যাকে অলসতা (কাসাল) বলা হয়। আর নিজের ও স্বজাতির নিকট থেকে নিজের কল্যাণ ও উপকার রুদ্ধ করে রাখা হয়...

أَنْ يَكُونَ مَنَعَ نَفْعَهُ بِبَدَنِهِ، فَهُوَ الْجُبْنُ، أَوْ بِمَالِهِ، فَهُوَ الْبُخْلُ، وَقَهْرُ النَّاسِ لَهُ إِمَّا بِحَقٍّ، فَهُوَ ضَلَعُ الدَّيْنِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَهُوَ غَلَبَةُ الرِّجَالِ، فَقَدْ تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ، وَأَمَّا تَأْثِيرُ الِاسْتِغْفَارِ فِي دَفْعِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالضِّيقِ، فَلِمَا اشْتَرَكَ فِي الْعِلْمِ بِهِ أَهْلُ الْمِلَلِ وَعُقَلَاءُ كُلِّ أُمَّةٍ أَنَّ الْمَعَاصِيَ وَالْفَسَادَ تُوجِبُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، وَالْخَوْفَ وَالْحُزْنَ، وَضِيقَ الصَّدْرِ، وَأَمْرَاضَ الْقَلْبِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَهَا إِذَا قَضَوْا مِنْهَا أَوْطَارَهُمْ، وَسَئِمَتْهَا نُفُوسُهُمْ، ارْتَكَبُوهَا دَفْعًا لِمَا يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الضِّيقِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الْفُسُوقِ:

وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ ... وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا

وَإِذَا كَانَ هَذَا تَأْثِيرَ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ فِي الْقُلُوبِ، فَلَا دَوَاءَ لَهَا إِلَّا التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ، فَشَأْنُهَا فِي تَفْرِيحِ الْقَلْبِ وَتَقْوِيَتِهِ، وَشَرْحِهِ وَابْتِهَاجِهِ وَلَذَّتِهِ أَكْبَرُ شَأْنٍ وَفِيهَا مِنَ اتِّصَالِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ بِاللَّهِ، وَقُرْبِهِ وَالتَّنَعُّمِ بِذِكْرِهِ، وَالِابْتِهَاجِ بِمُنَاجَاتِهِ، وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتِعْمَالِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَقُوَاهُ وَآلَاتِهِ فِي عُبُودِيَّتِهِ، وَإِعْطَاءِ كُلِّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْهَا، وَاشْتِغَالِهِ عَنِ التَّعَلُّقِ بِالْخَلْقِ وَمُلَابَسَتِهِمْ وَمُحَاوَرَاتِهِمْ، وَانْجِذَابِ قُوَى قَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ إِلَى رَبِّهِ وَفَاطِرِهِ، وَرَاحَتِهِ مِنْ عَدُوِّهِ حَالَةَ الصَّلَاةِ مَا صَارَتْ بِهِ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ وَالْمُفَرِّحَاتِ وَالْأَغْذِيَةِ الَّتِي لَا تُلَائِمُ إِلَّا الْقُلُوبَ الصَّحِيحَةَ.

وَأَمَّا الْقُلُوبُ الْعَلِيلَةُ، فَهِيَ كَالْأَبْدَانِ لَا تُنَاسِبُهَا إِلَّا الْأَغْذِيَةُ الْفَاضِلَةُ.

فَالصَّلَاةُ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى تَحْصِيلِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَدَفْعِ مَفَاسِدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهِيَ مَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَدَافِعَةٌ لِأَدْوَاءِ الْقُلُوبِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، وَمُنَوِّرَةٌ لِلْقَلْبِ، وَمُبَيِّضَةٌ لِلْوَجْهِ، وَمُنَشِّطَةٌ لِلْجَوَارِحِ وَالنَّفْسِ، وجالية لِلرِّزْقِ، وَدَافِعَةٌ لِلظُّلْمِ، وَنَاصِرَةٌ لِلْمَظْلُومِ، وَقَامِعَةٌ لِأَخْلَاطِ الشَّهَوَاتِ، وَحَافِظَةٌ لِلنِّعْمَةِ، وَدَافِعَةٌ لِلنِّقْمَةِ، وَمُنْزِلَةٌ لِلرَّحْمَةِ، وَكَاشِفَةٌ لِلْغُمَّةِ، وَنَافِعَةٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَوْجَاعِ الْبَطْنِ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ

مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ مجاهد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا نَائِمٌ أَشْكُو مِنْ وَجَعِ بَطْنِي، فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَكِمَتْ دَرْدُ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّ فِي

যদি কেউ তার শরীরের মাধ্যমে উপকার করা থেকে বিরত থাকে, তবে তা ভীরুতা (জুবন); আর যদি সম্পদের মাধ্যমে বিরত থাকে, তবে তা কার্পণ্য (বুখল)। মানুষের পক্ষ থেকে কারো ওপর আধিপত্য বিস্তার করা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে তা হলো ঋণের বোঝা (দালাউদ দাইন), আর যদি তা অন্যায়ের ভিত্তিতে হয়, তবে তা হলো মানুষের প্রবল প্রতাপ (গালাবাতুর রিজাল)। সুতরাং এই হাদিসটি সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা ও সংকীর্ণতা দূরীকরণে ক্ষমা প্রার্থনার (ইস্তিগফার) যে প্রভাব রয়েছে, তা সকল ধর্মের অনুসারী এবং প্রতিটি জাতির বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গই একমত যে, পাপাচার ও পঙ্কিলতা দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, ভয়, শোক, অন্তরের সংকীর্ণতা এবং হৃদরোগের উদ্রেক করে। এমনকি পাপাচারীরা যখন তাদের লালসা পূরণ করে এবং তাদের মন তা নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা তাদের অন্তরে যে সংকীর্ণতা, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা অনুভব করে তা দূর করার জন্যই পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়। যেমন পাপাচারীদের শিরোমণি বলেছিল:

এক পেয়ালা তো আমি আনন্দের জন্য পান করেছি ... আর অন্যটি পান করেছি পূর্বেরটির জ্বালা নিরাময়ের জন্য

হৃদয়ে পাপ ও গুণাহের প্রভাব যদি এমন হয়, তবে তওবা ও ইস্তিগফার ব্যতীত এর আর কোনো ঔষধ নেই।

আর সালাতের (নামাজ) ব্যাপারটি হলো—অন্তরকে প্রফুল্ল রাখা, শক্তিশালী করা, প্রশস্ত করা এবং একে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম। এতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্তর ও আত্মার সংযোগ, তাঁর নৈকট্য লাভ, তাঁর জিকিরে প্রশান্তি লাভ, তাঁর সাথে নিভৃত আলাপে (মুনাজাত) আনন্দ লাভ এবং তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। এতে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শক্তি ও সক্ষমতাকে তাঁর দাসত্বে নিয়োজিত করা হয় এবং প্রতিটি অঙ্গকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করা হয়। এটি সৃষ্টিজগতের সাথে সম্পর্ক, তাদের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা থেকে অন্তরকে বিমুখ করে এবং হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্ত শক্তিকে তার প্রতিপালক ও স্রষ্টার দিকে ধাবিত করে। সালাত আদায়ের সময় শত্রুর কবল থেকে যে

স্বস্তি অর্জিত হয়, তা একে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহৌষধ, আনন্দদায়ক ও পুষ্টিকর উপাদানে পরিণত করেছে, যা কেবল সুস্থ হৃদয়ের সাথেই সংগতিপূর্ণ।
আর রুগ্ণ হৃদয়ের অবস্থা তো রুগ্ণ শরীরের মতোই, যা কেবল উৎকৃষ্ট মানের পুষ্টির সঙ্গেই খাপ খায়।
সালাত হলো দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন এবং উভয় জগতের অকল্যাণ দূর করার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। এটি পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, অন্তরের ব্যাধি দূর করে, শরীর থেকে রোগ বিতাড়িত করে, অন্তরকে আলোকিত করে, চেহারা উজ্জ্বল করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মনকে সজীব রাখে, রিজিককে আকৃষ্ট করে (জালিয়া), জুলুম প্রতিহত করে, মজলুমকে সাহায্য করে, কুপ্রবৃত্তির তাড়না দমন করে, নেয়ামত রক্ষা করে, বিপদ-আপদ দূর করে, রহমত নাজিল করে, দুশ্চিন্তা লাঘব করে এবং পেটের অনেক রোগের ক্ষেত্রে উপকারী। ইবনে মাজাহ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এমন অবস্থায় দেখলেন যে আমি শুয়ে পেটের ব্যথার অভিযোগ করছিলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: ‘হে আবু হুরায়রা, তোমার কি পেটে ব্যথা হয়েছে?’ তিনি বলেন, আমি বললাম: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন: ‘ওঠো এবং সালাত আদায় করো, কারণ সালাতের মধ্যে...’

(ص: 156)الطب النبوي لابن القيم

الصَّلَاةِ شِفَاءً» «1» . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ لمجاهد، وَهُوَ أَشْبَهُ. وَمَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ بِالْفَارِسِيّ: أَيُوجِعُكَ بَطْنُكَ؟.
فَإِنْ لَمْ يَنْشَرِحْ صَدْرُ زِنْدِيقِ الْأَطِبَّاءِ بِهَذَا الْعِلَاجِ، فَيُخَاطَبَ بِصِنَاعَةِ الطِّبِّ، وَيُقَالَ لَهُ: الصَّلَاةُ رِيَاضَةُ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا، إِذَا كَانَتْ تَشْتَمِلُ عَلَى حَرَكَاتٍ وَأَوْضَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الِانْتِصَابِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالتَّوَرُّكِ، وَالِانْتِقَالَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَوْضَاعِ الَّتِي يَتَحَرَّكُ مَعَهَا أَكْثَرُ الْمَفَاصِلِ، وَيَنْغَمِزُ مَعَهَا أَكْثَرُ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ،

كَالْمَعِدَةِ، وَالْأَمْعَاءِ، وَسَائِرِ آلَاتِ النَّفْسِ، وَالْغِذَاءِ، فَمَا يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الْحَرَكَاتِ تَقْوِيَةٌ وَتَحْلِيلٌ لِلْمَوَادِّ، وَلَا سِيَّمَا بِوَاسِطَةِ قُوَّةِ النَّفْسِ وَانْشِرَاحِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَتَقْوَى الطَّبِيعَةُ، فَيَنْدَفِعُ الْأَلَمُ، وَلَكِنْ دَاءُ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَالتَّعَوُّضِ عَنْهُ بِالْإِلْحَادِ دَاءٌ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا نَارٌ تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.

وَأَمَّا تَأْثِيرُ الْجِهَادِ فِي دَفْعِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، فَأَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْوِجْدَانِ، فَإِنَّ النَّفْسَ مَتَى تَرَكَتْ صَائِلَ الْبَاطِلِ وَصَوْلَتَهُ وَاسْتِيلَاءَهُ، اشْتَدَّ هَمُّهَا وَغَمُّهَا، وَكَرْبُهَا وَخَوْفُهَا، فَإِذَا جَاهَدَتْهُ لِلَّهِ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فَرَحًا وَنَشَاطًا وَقُوَّةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ «2» . فَلَا شَيْءَ أَذْهَبُ لِجَوَى الْقَلْبِ وَغَمِّهِ وَهَمِّهِ وَحُزْنِهِ مِنَ الْجِهَادِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَأَمَّا تَأْثِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي دَفْعِ هَذَا الدَّاءِ، فَلِمَا فِيهَا مِنْ كَمَالِ التَّفْوِيضِ وَالتَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِهِ، وَتَسْلِيمِ الْأَمْرِ كُلِّهِ لَهُ، وَعَدَمِ مُنَازَعَتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَعُمُومُ ذَلِكَ لِكُلِّ تَحَوُّلٍ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ، وَالْقُوَّةِ عَلَى ذَلِكَ التَّحَوُّلِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، فَلَا يَقُومُ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ شَيْءٌ.

وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ: إِنَّهُ مَا يَنْزِلُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا إِلَّا بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَهَا تَأْثِيرٌ عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان.

---

(1) رواه ابن ماجه في الطب، والإمام أحمد.

(2) التوبة- 14- 15

সালাত হলো আরোগ্য (শেফা)। [১] এই হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.)-এর ওপর মওকুফ (যাঁর নিজের বক্তব্য) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মুজাহিদকে এটি বলেছিলেন এবং এটিই

অধিক সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। এই শব্দটির অর্থ ফারসি ভাষায় হলো: তোমার কি পেটে ব্যথা করছে?

যদি নাস্তিক চিকিৎসকদের অন্তর এই চিকিৎসায় আশ্বস্ত না হয়, তবে তাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় সম্বোধন করা উচিত এবং তাদের বলা উচিত: সালাত হলো একই সাথে আত্মা ও দেহের ব্যায়াম। কারণ এতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, তাওয়াররুক (সালাতে বসার একটি বিশেষ পদ্ধতি) এবং অঙ্গ সঞ্চালনের মতো বিভিন্ন ধরনের গতিবিধি ও অবস্থান রয়েছে, যার মাধ্যমে শরীরের অধিকাংশ জোড়া সচল হয় এবং পাকস্থলী, অন্ত্রসহ শ্বাস-প্রশ্বাস ও পরিপাকতন্ত্রের অধিকাংশ অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। সুতরাং এই গতিবিধিতে যে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন ঘটবে—তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই, বিশেষ করে সালাতের মাধ্যমে অর্জিত আত্মার শক্তি ও প্রশান্তির বদৌলতে। এর ফলে শারীরিক প্রকৃতি শক্তিশালী হয় এবং ব্যথা দূর হয়। কিন্তু নাস্তিকতা এবং রাসুলগণ যা নিয়ে এসেছেন তা থেকে বিমুখ হওয়ার ব্যাধি, এবং এর পরিবর্তে ধর্মহীনতাকে গ্রহণ করা এমন এক রোগ যার কোনো ওষুধ নেই—প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ছাড়া, যেখানে কেবল সেই হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে যে সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আর দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা দূর করার ক্ষেত্রে জিহাদের প্রভাব অনুভূতির মাধ্যমেই সুপরিচিত। কেননা যখনই আত্মা বাতিলের আক্রমণ ও আধিপত্যের মুখে নিজেকে সঁপে দেয়, তখন তার দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, কষ্ট ও ভয় তীব্রতর হয়। কিন্তু যখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করে, তখন আল্লাহ সেই দুশ্চিন্তা ও দুঃখকে আনন্দ, সজীবতা ও শক্তিতে রূপান্তরিত করে দেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: 'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন, মুমিন সম্প্রদায়ের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করবেন এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন [২]।' সুতরাং জিহাদের চেয়ে হৃদয়ের দহন, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করার জন্য আর কিছুই নেই। আর আল্লাহই সাহায্যকারী।

আর এই ব্যাধি দূর করার ক্ষেত্রে 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই' (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)-এর প্রভাব এজন্য যে, এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে অস্বীকার করে কেবল আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, সমস্ত বিষয় তাঁর হাতে সোপর্দ করা এবং কোনো বিষয়েই তাঁর সাথে বিবাদ না করা। ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের প্রতিটি অবস্থার পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের সামর্থ্যের ক্ষেত্রে এটি

ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য—যেসবই একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে। সুতরাং এই মহিমান্বিত বাক্যের সমতুল্য আর কিছুই নেই।
কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে: আকাশ থেকে কোনো ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করে না এবং সেখানে আরোহণ করে না 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই'—এই বাক্যটি ব্যতীত। শয়তানকে বিতাড়িত করার ক্ষেত্রে এর এক বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে। আর আল্লাহই সাহায্যকারী।

---

(১) ইবনে মাজাহ এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমাদও এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) সূরা আত-তাওবাহ: ১৪-১৫।

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ الْمَانِعِ مِنَ النَّوْمِ
رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» عَنْ بريدة قَالَ: شَكَى خالد إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ، وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، أَوْ يَبْغِيَ عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» «1»
وَفِيهِ أَيْضًا: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ» . قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ. وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ، فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ «2» وَلَا يَخْفَى مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْعُوذَةِ لِعِلَاجِ هذا الداء.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ دَاءِ الْحَرِيقِ وَإِطْفَائِهِ

يُذْكَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا، فَإِنَّ التّكبير يطفئه» «3» . لما كان الحرق سَبَبُهُ النَّارُ، وَهِيَ مَادَّةُ الشَّيْطَانِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا، وَكَانَ فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ الْعَامِّ مَا يُنَاسِبُ الشَّيْطَانَ بِمَادَّتِهِ وَفِعْلِهِ، كَانَ لِلشَّيْطَانِ إِعَانَةٌ عَلَيْهِ. وَتَنْفِيذٌ لَهُ. وَكَانَتِ النَّارُ تَطْلُبُ بِطَبْعِهَا الْعُلُوَّ وَالْفَسَادَ، وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ، وَهُمَا الْعُلُوُّ فِي الأرض والفساد هما هدي الشيطان،

---

(1) أخرجه الترمذي في الدعوات.

(2) أخرجه أبو داود في الطب، والترمذي وأحمد في المسند، والحاكم.

(3) أخرجه ابن السني، وابن عدي، وابن عساكر في تاريخه.

পরিচ্ছেদ: আতঙ্ক এবং অনিদ্রা যা ঘুমকে বাধাগ্রস্ত করে, তা দূরীকরণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পদ্ধতি

তিরমিযী তার ‘জামে’ গ্রন্থে বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: খালিদ (ইবনুল ওয়ালিদ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! অনিদ্রার কারণে রাতে আমার ঘুম আসে না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: «যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন বলো: হে আল্লাহ! সাত আসমান এবং যা কিছু সে ছায়া দেয় তার রব; জমিনসমূহ এবং যা কিছু সে ধারণ করে তার রব; শয়তানসমূহ এবং তারা যাদের পথভ্রষ্ট করে তাদের রব! আপনি আপনার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমার রক্ষাকর্তা হয়ে যান, যেন তাদের কেউ আমার ওপর বাড়াবাড়ি করতে না পারে কিংবা আমার ওপর জুলুম করতে না পারে। আপনার আশ্রয় শক্তিশালী, আপনার প্রশংসা মহিমান্বিত এবং আপনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই»।

অনুরূপভাবে আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে আতঙ্কের সময় এই দোয়াটি শেখাতেন: «আমি আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট এবং শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর হে আমার প্রতিপালক! তারা যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না পারে, সেজন্য আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি»। বর্ণনাকারী বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে আমর তার সন্তানদের মধ্যে যারা বুঝমান ছিল, তাদেরকে এই শব্দগুলো শেখাতেন। আর যারা অবুঝ ছিল, তাদের জন্য তিনি এটি লিখে লটকে দিতেন। আর এই ব্যাধির চিকিৎসায় এই আশ্রয়ের (আউজু) দোয়াটির প্রাসঙ্গিকতা অপ্রকাশ্য নয়।

পরিচ্ছেদ: অগ্নিকাণ্ডের প্রতিকার ও তা নেভানোর ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পদ্ধতি

আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «যখন তোমরা অগ্নিকাণ্ড দেখবে, তখন তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে; কেননা তাকবীর আগুন নিভিয়ে দেয়»। যেহেতু অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ হলো আগুন, আর আগুনই হলো শয়তানের মূল উপাদান যা থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং আগুনের মধ্যে এমন ব্যাপক ধ্বংসলীলা বিদ্যমান যা শয়তানের উপাদান ও কর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ, তাই শয়তান আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করতে সাহায্য করে এবং তা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। আগুন স্বভাবগতভাবেই উচ্চতা (শিখা ছড়িয়ে পড়া) এবং ধ্বংস কামনা করে। আর এই দুটি বিষয়—অর্থাৎ জমিনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করাই হলো শয়তানের আদর্শ পথ।

---

(১) তিরমিযী এটি দোয়ার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) আবু দাউদ চিকিৎসার অধ্যায়ে, তিরমিযী ও আহমাদ মুসনাদে এবং হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) ইবনুস সুন্নী, ইবনে আদী এবং ইবনে আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَإِلَيْهِمَا يَدْعُو، وَبِهِمَا يُهْلِكُ بَنِي آدَمَ، فَالنَّارُ وَالشَّيْطَانُ كُلٌّ مِنْهُمَا يُرِيدُ الْعُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادَ، وَكِبْرِيَاءَ الرَّبِّ- عز وجل تَقْمَعُ الشَّيْطَانَ وَفِعْلَهُ.

وَلِهَذَا كَانَ تَكْبِيرُ اللَّهِ- عز وجل لَهُ أَثَرٌ فِي إِطْفَاءِ الْحَرِيقِ، فَإِنَّ كِبْرِيَاءَ اللَّهِ- عز وجل لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَبَّرَ الْمُسْلِمُ رَبَّهُ، أَثَّرَ تَكْبِيرُهُ فِي خُمُودِ النَّارِ وَخُمُودِ الشَّيْطَانِ الَّتِي هِيَ مَادَّتُهُ، فيطفىء الْحَرِيقَ، وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا هَذَا، فَوَجَدْنَاهُ كذلك، والله أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ

لَمَّا كَانَ اعْتِدَالُ الْبَدَنِ وَصِحَّتُهُ وَبَقَاؤُهُ إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُقَاوِمَةِ للحرارة، فالرطوبة مادة، وَالْحَرَارَةُ تُنْضِجُهَا، وَتَدْفَعُ فَضَلَاتِهَا وَتُصْلِحُهَا وَتُلَطِّفُهَا، وَإِلَّا أَفْسَدَتِ الْبَدَنَ وَلَمْ يُمْكِنْ قِيَامُهُ، وَكَذَلِكَ الرُّطُوبَةُ هِيَ غِذَاءُ الْحَرَارَةِ، فَلَوْلَا الرُّطُوبَةُ، لَأَحْرَقَتِ الْبَدَنَ وَأَيْبَسَتْهُ وَأَفْسَدَتْهُ، فَقِوَامُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا، وَقِوَامُ الْبَدَنِ بِهِمَا جَمِيعًا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَادَّةٌ لِلْأُخْرَى، فَالْحَرَارَةُ مَادَّةٌ لِلرُّطُوبَةِ تَحْفَظُهَا وَتَمْنَعُهَا مِنَ الْفَسَادِ وَالِاسْتِحَالَةِ، وَالرُّطُوبَةُ مَادَّةٌ لِلْحَرَارَةِ تَغْذُوهَا وَتَحْمِلُهَا، وَمَتَى مَالَتِ احْدَاهُمَا إِلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْأُخْرَى، حَصَلَ لِمِزَاجِ الْبَدَنِ الِانْحِرَافُ بِحَسَبِ ذَلِكَ، فَالْحَرَارَةُ دَائِمًا تُحَلِّلُ الرُّطُوبَةَ، فَيَحْتَاجُ الْبَدَنُ إِلَى مَا بِهِ يُخْلَفُ عَلَيْهِ مَا حَلَّلَتْهُ الْحَرَارَةُ- لِضَرُورَةِ بَقَائِهِ- وَهُوَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَمَتَى زَادَ عَلَى مِقْدَارِ التَّحَلُّلِ، ضَعُفَتِ الْحَرَارَةُ عَنْ تَحْلِيلِ فَضَلَاتِهِ، فَاسْتَحَالَتْ مَوَادَّ رَدِيئَةً، فَعَاثَتْ فِي الْبَدَنِ، وَأَفْسَدَتْ، فَحَصَلَتِ الْأَمْرَاضُ الْمُتَنَوِّعَةُ بِحَسَبِ تَنَوُّعِ مَوَادِّهَا وَقَبُولِ الْأَعْضَاءِ وَاسْتِعْدَادِهَا، وَهَذَا كُلُّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا «1» ، فَأَرْشَدَ عِبَادَهُ إِلَى إِدْخَالِ مَا يُقِيمُ الْبَدَنَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عِوَضَ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَدَنُ فِي الْكَمِّيَّةِ

وَالْكَيْفِيَّةِ. فَمَتَى جَاوَزَ ذَلِكَ كَانَ إِسْرَافًا. وَكِلَاهُمَا مَانِعٌ مِنَ الصِّحَّةِ جَالِبٌ لِلْمَرَضِ. أَعْنِي عَدَمَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَوِ الْإِسْرَافَ فِيهِ.

---

(1) الأعراف- 31.

আর তিনি এই দুটির দিকেই আহ্বান করেন এবং এ দুটির মাধ্যমেই আদম সন্তানকে ধ্বংস করেন। অগ্নি ও শয়তান—উভয়েই পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়; আর মহান ও পরাক্রমশালী রবের মহিমা শয়তান ও তার কর্মকাণ্ডকে অবদমিত করে।

এই কারণেই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা বা তাকবিরের মাঝে অগ্নিনির্বাপণের প্রভাব রয়েছে। কেননা আল্লাহর মহত্ত্বের সামনে কোনো কিছুই টিকতে পারে না। সুতরাং যখন কোনো মুসলিম তার রবের বড়ত্ব ঘোষণা করে, তখন তার তাকবির আগুন নেভাতে এবং শয়তানকে—যা আগুনেরই মূল উপাদান—নিস্তেজ করতে প্রভাব ফেলে। ফলে আগুন নিভে যায়। আমরা এবং অন্যরা এটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এরূপই পেয়েছি। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

স্বাস্থ্য রক্ষায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

যেহেতু শরীরের ভারসাম্য, সুস্থতা এবং স্থায়িত্ব কেবল তাপ-প্রতিরোধী আর্দ্রতার মাধ্যমেই সম্ভব; তাই আর্দ্রতা হলো মূল উপাদান, আর উত্তাপ একে পরিপক্ক করে, এর বর্জ্য দূর করে এবং একে সংশোধন ও পরিশোধন করে। অন্যথায় এটি শরীরকে নষ্ট করে দিত এবং শরীরের টিকে থাকা সম্ভব হতো না। একইভাবে আর্দ্রতা হলো উত্তাপের পুষ্টি। যদি আর্দ্রতা না থাকত, তবে উত্তাপ শরীরকে জ্বালিয়ে দিত, শুকিয়ে ফেলত এবং ধ্বংস করে দিত। সুতরাং এ দুটির একটির স্থায়িত্ব অপরটির ওপর নির্ভরশীল এবং শরীরের স্থায়িত্ব এ দুটির সমন্বিত অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। এদের প্রত্যেকটিই অপরের জন্য মূল উপাদান। তাপ হলো আর্দ্রতার ধারক যা একে সংরক্ষণ করে এবং পচন ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করে। আর আর্দ্রতা হলো তাপের উপাদান যা একে পুষ্টি দেয় এবং ধারণ করে। যখনই এ দুটির কোনো একটি অপরটির তুলনায় বৃদ্ধি পায়, শরীরের মেজাজে (মিজাজ) সেই অনুযায়ী বিচ্যুতি ঘটে। উত্তাপ সর্বদা আর্দ্রতাকে বিগলিত বা ক্ষয় করে, তাই শরীর টিকে থাকার প্রয়োজনে উত্তাপ যা ক্ষয় করে তার বিকল্প

কিছুর প্রয়োজন হয়—আর তা হলো খাদ্য ও পানীয়। যখন এই খাদ্য ও পানীয়ের পরিমাণ শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পরিমাণের চেয়ে বেড়ে যায়, তখন তাপ এর বর্জ্যগুলো নিষ্কাসনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ফলে সেগুলো দূষিত উপাদানে রূপান্তরিত হয়ে শরীরে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং একে নষ্ট করে দেয়। এভাবেই উপাদানগুলোর ভিন্নতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রহণক্ষমতা ও প্রস্তুতির ভিন্নতা অনুযায়ী নানাবিধ রোগব্যাধি সৃষ্টি হয়। আর এই পুরো বিষয়টি মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে আহরিত: "তোমরা আহার করো ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না।" (১)। তিনি তাঁর বান্দাদের শরীর থেকে যা ক্ষয় হয়েছে তার বিনিময়ে তা সচল রাখার জন্য খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন; এবং তা হতে হবে গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে শরীরের জন্য যতটুকু উপকারী ঠিক ততটুকু। যখনই তা এই সীমা অতিক্রম করে, তখন তা অপচয় (ইসরাফ) হিসেবে গণ্য হয়। এই উভয় বিষয়ই অর্থাৎ আহার-পানীয় বর্জন করা কিংবা তাতে সীমালঙ্ঘন করা—সুস্থতার অন্তরায় এবং রোগব্যাধি আহ্বানকারী।

---

(১) আল-আরাফ: ৩১।

فَحِفْظُ الصِّحَّةِ كُلُّهُ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ الْإِلَهِيَّتَيْنِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْبَدَنَ دَائِمًا فِي التَّحَلُّلِ وَالِاسْتِخْلَافِ، وَكُلَّمَا كَثُرَ التَّحَلُّلُ ضَعُفَتِ الْحَرَارَةُ لِفَنَاءِ مَادَّتِهَا، فَإِنَّ كَثْرَةَ التَّحَلُّلِ تُفْنِي الرُّطُوبَةَ، وَهِيَ مَادَّةُ الْحَرَارَةِ، وَإِذَا ضَعُفَتِ الْحَرَارَةُ، ضَعُفَ الْهَضْمُ، ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة، وتنطفىء الْحَرَارَةُ جُمْلَةً، فَيَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْأَجَلَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ.

فَغَايَةُ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ حِرَاسَةُ الْبَدَنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، لَا أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَ الْحَرَارَةِ وَالرُّطُوبَةِ اللَّتَيْنِ بَقَاءُ الشَّبَابِ وَالصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ بِهِمَا، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لَمْ يَحْصُلْ لِبَشَرٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَإِنَّمَا غَايَةُ الطَّبِيبِ أَنْ يَحْمِيَ الرُّطُوبَةَ عَنْ

مُفْسِدَاتِهَا مِنَ الْعُفُونَةِ وغيرها، وَيَحْمِيَ الْحَرَارَةَ عَنْ مُضْعِفَاتِهَا، وَيَعْدِلَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ فِي التَّدْبِيرِ الَّذِي بِهِ قَامَ بَدَنُ الْإِنْسَانِ، كَمَا أَنَّ بِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَائِرُ الْمَخْلُوقَاتِ. إِنَّمَا قِوَامُهَا بِالْعَدْلِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ هَدْيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَهُ أَفْضَلَ هَدْيٍ يُمْكِنُ حِفْظُ الصِّحَّةِ بِهِ، فَإِنَّ حِفْظَهَا مَوْقُوفٌ عَلَى حُسْنِ تَدْبِيرِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْكَنِ، وَالْهَوَاءِ وَالنَّوْمِ، وَالْيَقَظَةِ وَالْحَرَكَةِ، وَالسُّكُونِ وَالْمَنْكَحِ، وَالِاسْتِفْرَاغِ وَالِاحْتِبَاسِ، فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِلِ الْمُوَافِقِ الْمُلَائِمِ لِلْبَدَنِ وَالْبَلَدِ وَالسِّنِّ وَالْعَادَةِ، كَانَ أَقْرَبَ إِلَى دَوَامِ الصِّحَّةِ أَوْ غَلَبَتِهَا إِلَى انْقِضَاءِ الْأَجَلِ.

وَلَمَّا كَانَتِ الصِّحَّةُ وَالْعَافِيَةُ مِنْ أَجَلِّ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ، وَأَجْزَلِ عَطَايَاهُ، وَأَوْفَرِ مِنَحِهِ، بَلِ الْعَافِيَةُ الْمُطْلَقَةُ أَجَلُّ النِّعَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَحَقِيقٌ لِمَنْ رُزِقَ حَظًّا مِنَ التَّوْفِيقِ مُرَاعَاتُهَا وَحِفْظُهَا وَحِمَايَتُهَا عَمَّا يُضَادُّهَا، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» «1» .

وَفِي الترمذي وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عبيد الله بن محصن الأنصاري، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ له الدّنيا» «2» .

---

(1) أخرجه البخاري في الرقاق، والترمذي وابن ماجه.

(2) أخرجه الترمذي وابن ماجه في الزهد، والبخاري في الأدب.

সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার সামগ্রিক রহস্য এই দুটি ঐশ্বরিক বাণীর মধ্যেই নিহিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শরীর সর্বদা বিশ্লেষণ (ক্ষয়) এবং স্থলাভিষিক্তকরণের (পুনর্গঠন) প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে। যখনই বিশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায়, তখন এর মূল উপাদানের বিনাশের ফলে শরীরের সহজাত উত্তাপ (হারারাত) দুর্বল হয়ে যায়। কেননা অত্যাধিক বিশ্লেষণ আর্দ্রতাকে

(রুতুবাত) নিঃশেষ করে দেয়, যা উত্তাপের মূল উপাদান বা জ্বালানি স্বরূপ। আর যখন উত্তাপ দুর্বল হয়ে যায়, তখন হজম শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না আর্দ্রতা পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং উত্তাপ সম্পূর্ণ নিভে যায়। ফলে বান্দা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সেই অন্তিম সময়ে উপনীত হয় যেখানে পৌঁছানো তার জন্য অবধারিত ছিল।

অতএব নিজের বা অন্যের জন্য মানুষের চিকিৎসার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শরীরকে সেই অন্তিম অবস্থায় পৌঁছানো পর্যন্ত সুরক্ষা প্রদান করা; এর অর্থ এই নয় যে এটি উত্তাপ ও আর্দ্রতাকে স্থায়িত্ব প্রদান করবে যার মাধ্যমে যৌবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় থাকে। কারণ এই ইহলৌকিক জীবনে কোনো মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। বরং চিকিৎসকের মূল লক্ষ্য হলো আর্দ্রতাকে পচনসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক বিষয় থেকে রক্ষা করা এবং উত্তাপকে দুর্বলকারী বিষয়গুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর এই দুটির মধ্যে সুষম ব্যবস্থার (তদবির) মাধ্যমে এমন ভারসাম্য বজায় রাখা যার ওপর ভিত্তি করে মানবদেহ দাঁড়িয়ে আছে; যেমনটি সুষম ভারসাম্যের ওপর আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং অন্যান্য সৃষ্টিরাজি প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর স্থায়িত্বই ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনপদ্ধতি বা নির্দেশনা পর্যবেক্ষণ করবে, সে দেখতে পাবে যে স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটিই সর্বোত্তম পথ। কারণ স্বাস্থ্য রক্ষা নির্ভর করে খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান, বায়ু, নিদ্রা, জাগরণ, চলন-বলন, স্থিতি, দাম্পত্য মিলন এবং রেচন (মলত্যাগ) ও ধারণের সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর। যখন এই বিষয়গুলো দেহ, স্থান, বয়স এবং অভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে সম্পাদিত হয়, তখন তা মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত সুস্থতা বজায় রাখার বা দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটবর্তী মাধ্যম হয়।

যেহেতু স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বান্দার প্রতি আল্লাহর মহান অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠ দান এবং প্রাচুর্যপূর্ণ উপহারের অন্তর্ভুক্ত, বরং নিরঙ্কুশ সুস্থতা সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত, তাই যাকে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন তার উচিত এর যথাযথ মর্যাদা দেওয়া, একে রক্ষা করা এবং এর পরিপন্থী বিষয়গুলো থেকে একে বাঁচিয়ে রাখা। ইমাম বুখারি তার 'সহিহ' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুটি নেয়ামতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত (প্রতারিত) হয়: সুস্থতা এবং অবসর।"

তিরমিজি ও অন্যান্য গ্রন্থে উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহসান আল-আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার নিজ আবাসে নিরাপদে, শরীরে সুস্থ অবস্থায় এবং নিজের কাছে সেদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়ে সকালে উপনীত হলো, তার জন্য যেন দুনিয়াটাই একত্রিত করে দেওয়া হলো।"

---

(১) বুখারি তার 'রিকাক' অধ্যায়ে, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ 'যুহদ' অধ্যায়ে এবং বুখারি 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 160)الطب النبوي لابن القيم

وَفِي الترمذي أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوّل ما يسأل الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ، وَنَرْوِكَ مِنَ الماء البارد» «1» .

ومن ها هنا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ فِي قَوْلِهِ تعالى: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، «2» ، قَالَ: عَنِ الصِّحَّةِ.

وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ للعباس: «يَا عباس، يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ! سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» «3» .

وَفِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ، فَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ» «4» . فَجَمَعَ بَيْنَ عَافِيَتَيِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَلَا يَتِمُّ صَلَاحُ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا بِالْيَقِينِ وَالْعَافِيَةِ، فَالْيَقِينُ يَدْفَعُ عَنْهُ عقوبات الآخرة، والآخرة تَدْفَعُ عَنْهُ أَمْرَاضَ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ.

وَفِي «سُنَنِ النَّسَائِيِّ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ، فَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ يَقِينٍ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ» «5» . وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَتَضَمَّنُ إِزَالَةَ الشُّرُورِ الْمَاضِيَةِ بِالْعَفْوِ، وَالْحَاضِرَةِ بِالْعَافِيَةِ، وَالْمُسْتَقْبَلَةِ بِالْمُعَافَاةِ، فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْمُدَاوَمَةَ وَالِاسْتِمْرَارَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

وَفِي الترمذي مَرْفُوعًا: «مَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ» «6» .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ورسول الله يحبّ معك العافية» .

---

(1) أخرجه الترمذي في التفسير.

(2) التكاثر- 8.

(3) وأخرجه الترمذي في الدعوات.

(4) وأخرجه ابن ماجه.

(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة.

(6) أخرجه الترمذي في الدعوات.

ইমাম তিরমিযীর গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিন বান্দাকে নেয়ামত সম্পর্কে সর্বপ্রথম যা জিজ্ঞাসা করা হবে তা হলো—তাকে বলা হবে: 'আমি কি তোমার শরীরকে সুস্থ করিনি এবং তোমাকে কি সুশীতল পানি পান করাইনি?'" (১)।

এখান থেকেই পূর্বসূরিদের (সালাফ) কেউ কেউ মহান আল্লাহর বাণী—"অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে" (২)—এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: অর্থাৎ সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

'মুসনাদে ইমাম আহমাদ'-এ বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা.)-কে বলেছিলেন: "হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর কাছে সুস্থতা (আফিয়াহ) প্রার্থনা করুন" (৩)।

সেই গ্রন্থেই আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তোমরা আল্লাহর কাছে দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকিন) এবং সুস্থতা (মুয়াফাত) প্রার্থনা করো। কেননা, দৃঢ় বিশ্বাসের পর সুস্থতার চেয়ে উত্তম কিছু কাউকে দান করা হয়নি" (৪)। এতে দ্বীন ও দুনিয়ার উভয় সুস্থতাকে একত্রিত করা হয়েছে। ইহকাল ও পরকালে বান্দার সংশোধন ও কল্যাণ দৃঢ় বিশ্বাস ও সুস্থতা ব্যতীত পূর্ণ হয় না। কেননা দৃঢ় বিশ্বাস পরকালের শাস্তি দূর করে, আর সুস্থতা (আফিয়াহ) তার অন্তরের ও দেহের দুনিয়াবি রোগ-ব্যধি দূর করে।

'সুনানে নাসাঈ'-তে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত মারফু হাদিসে আছে: "তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা (আফউ), সুস্থতা (আফিয়াহ) এবং নিরাপত্তা (মুয়াফাত) প্রার্থনা করো। কেননা দৃঢ় বিশ্বাসের পর নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি" (৫)। এই তিনটি বিষয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল অকল্যাণ দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ক্ষমা অতীতের মন্দ দূর করে, সুস্থতা বর্তমানের মন্দ দূর করে এবং নিরাপত্তা ভবিষ্যতের মন্দকে দূর করে; কারণ এটি সুস্থতার ওপর অবিচলতা ও ধারাবাহিকতাকে শামিল করে।

তিরমিযীতে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে: "আল্লাহর কাছে সুস্থতার চেয়ে প্রিয় কোনো বিষয় প্রার্থনা করা হয়নি" (৬)।

আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিপদে পড়ে ধৈর্য ধারণ করার চেয়ে সুস্থ থাকা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে অধিক পছন্দ করি'। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আল্লাহর রাসূলও তোমার সাথে সুস্থতাকেই ভালোবাসেন।"

---

(১) তিরমিযী এটি তাফসীর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) আত-তাকাসুর- ৮।

(৩) তিরমিযী এটি দোয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৪) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৫) নাসাঈ এটি 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(৬) তিরমিযী এটি দোয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ: مَا أَسْأَلُ اللَّهَ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟ فَقَالَ: «سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ» ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» .

وَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَ الْعَافِيَةِ وَالصِّحَّةِ، فَنَذْكُرُ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُرَاعَاةِ هَذِهِ الْأُمُورِ مَا يَتَبَيَّنُ لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ أَنَّهُ أَكْمَلُ هَدْيٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ يَنَالُ بِهِ حِفْظَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ، وَحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

فَصْلٌ

فَأَمَّا الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ صلى الله عليه وسلم حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى مَا سِوَاهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالطَّبِيعَةِ جِدًّا، وَقَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهَا أَحْيَانًا، فَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَهُ، ضَعُفَ أَوْ هَلَكَ، وَإِنْ تَنَاوَلَ غَيْرَهُ، لَمْ تَقْبَلْهُ الطَّبِيعَةُ، وَاسْتَضَرَّ بِهِ، فَقَصَرَهَا عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ دَائِمًا- وَلَوْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَغْذِيَةِ- خَطَرٌ مُضِرٌّ.

بَلْ كَانَ يَأْكُلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِأَكْلِهِ مِنَ اللَّحْمِ، وَالْفَاكِهَةِ وَالْخُبْزِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي هَدْيِهِ فِي الْمَأْكُولِ، فَعَلَيْكَ بِمُرَاجَعَتِهِ هُنَاكَ.

وَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الطَّعَامَيْنِ كَيْفِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى كَسْرٍ وَتَعْدِيلٍ، كَسَرَهَا وَعَدَلَهَا بِضِدِّهَا إِنْ أَمْكَنَ، كَتَعْدِيلِ حَرَارَةِ الرُّطَبِ بِالْبِطِّيخِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ، تَنَاوَلَهُ عَلَى حَاجَةٍ وَدَاعِيَةٍ مِنَ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، فَلَا تَتَضَرَّرُ بِهِ الطَّبِيعَةُ.

وَكَانَ إِذَا عَافَتْ نَفْسُهُ الطَّعَامَ لَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يُحَمِّلْهَا إِيَّاهُ عَلَى كُرْهٍ وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، فَمَتَى أَكَلَ الْإِنْسَانُ مَا تَعَافُهُ نَفْسُهُ، وَلَا يَشْتَهِيهِ، كَانَ تَضَرُّرُهُ بِهِ أَكْثَرَ مِنِ انْتِفَاعِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ»

: مَا عَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قط، إن

---

(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর আমি আল্লাহর কাছে কী প্রার্থনা করব?" তিনি বললেন: "আল্লাহর কাছে সুস্থতা (আফিয়াত) প্রার্থনা করো।" লোকটি পুনরায় একই প্রশ্ন করলে তৃতীয়বার তিনি তাকে বললেন: "দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর কাছে সুস্থতা (আফিয়াত) প্রার্থনা করো।"

আর সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব যখন এমনই, তখন আমরা এই বিষয়গুলো বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা করব যা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণকারীর নিকট স্পষ্ট করে দেবে যে, এটিই হলো সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। এর মাধ্যমেই শারীরিক ও আত্মিক সুস্বাস্থ্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। আর আল্লাহই সাহায্যকারী, তাঁরই ওপর ভরসা এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো সামর্থ্য ও শক্তি নেই।

অনুচ্ছেদ

আর পানাহারের ক্ষেত্রে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভ্যাস এমন ছিল না যে তিনি নিজেকে কেবল এক প্রকার খাদ্যের ওপর সীমাবদ্ধ রাখবেন যা ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে যাবেন না। কারণ এটি শারীরিক প্রকৃতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কখনো কখনো ঐ নির্দিষ্ট খাবারটি পাওয়া দুষ্কর হতে পারে; এমতাবস্থায় যদি সে অন্য কিছু গ্রহণ না করে তবে সে দুর্বল হয়ে

পড়বে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে তবে শরীর তা গ্রহণ করতে চাইবে না এবং তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে সর্বদা কেবল এক প্রকার খাদ্যের ওপর সীমাবদ্ধ রাখা—তা সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য হলেও—একটি ক্ষতিকর ঝুঁকি।

বরং তিনি তাঁর দেশের অধিবাসীদের প্রথা অনুযায়ী মাংস, ফলমূল, রুটি, খেজুর এবং অন্যান্য যা কিছু আমরা তাঁর খাদ্যতালিকাসংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেছি, তা ভক্ষণ করতেন। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার সেখানে বিস্তারিত দেখে নেওয়া উচিত।

যদি কোনো খাদ্যের মধ্যে এমন কোনো বিশেষ গুণ বা অবস্থা থাকত যা সংশোধন বা সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হতো, তবে তিনি সম্ভব হলে তার বিপরীত গুণসম্পন্ন খাদ্য দ্বারা তা সংশোধন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতেন। যেমন—তাজা খেজুরের উষ্ণতা তরমুজ দ্বারা সামঞ্জস্য করা। আর যদি তেমন কোনো বিপরীত খাদ্য না পাওয়া যেত, তবে তিনি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করে কেবল শরীরের প্রয়োজন ও চাহিদার তাগিদে তা গ্রহণ করতেন, ফলে শারীরিক প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হতো না।

যখন তাঁর মন কোনো খাবারের প্রতি অরুচি বোধ করত, তখন তিনি তা খেতেন না এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করে শরীরের ওপর তা চাপিয়ে দিতেন না। এটি স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি মহান মূলনীতি। কেননা মানুষ যখন এমন কিছু খায় যার প্রতি তার অরুচি রয়েছে এবং যা সে পছন্দ করে না, তখন তার দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোনো খাবারের ত্রুটি বর্ণনা করেননি। যদি...

---

(১) এটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন।

اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ. وَلَمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ الضَّبُّ الْمَشْوِيُّ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَهُوَ حَرَامٌ؟

قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» «1» . فَرَاعَى عَادَتَهُ وَشَهْوَتَهُ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ يَعْتَادُ أَكْلَهُ بِأَرْضِهِ، وَكَانَتْ نَفْسُهُ لَا تَشْتَهِيهِ، أَمْسَكَ عَنْهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَكْلِهِ مَنْ يَشْتَهِيهِ، وَمَنْ عَادَتُهُ أَكْلُهُ.

وَكَانَ يُحِبُّ اللَّحْمَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَمُقَدَّمُ الشَّاةِ، وَلِذَلِكَ سُمَّ فِيهِ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ «2» .

وَذَكَرَ أبو عبيدة وَغَيْرُهُ عَنْ ضباعة بنت الزبير، أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً.

فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ، فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لأستحي أَنْ أُرْسِلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ.

فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَرْسِلِي بِهَا، فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاةِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْخَيْرِ، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْأَذَى» «3» .

وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَخَفَّ لَحْمِ الشَّاةِ لَحْمُ الرَّقَبَةِ، وَلَحْمُ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَهُوَ أَخَفُّ عَلَى الْمَعِدَةِ، وَأَسْرَعُ انْهِضَامًا، وَفِي هَذَا مُرَاعَاةُ الْأَغْذِيَةِ الَّتِي تَجْمَعُ ثَلَاثَةَ أَوْصَافٍ. أَحَدُهَا: كَثْرَةُ نَفْعِهَا وَتَأْثِيرِهَا فِي الْقُوَى الثَّانِي: خِفَّتُهَا عَلَى الْمَعِدَةِ، وَعَدَمُ ثِقَلِهَا عَلَيْهَا. الثَّالِثُ: سُرْعَةُ هَضْمِهَا، وَهَذَا أَفْضَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْغِذَاءِ، وَالتَّغَذِّي بِالْيَسِيرِ مِنْ هَذَا أَنْفَعُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَكَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ- أَعْنِي: اللَّحْمَ وَالْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ- مِنْ أَفْضَلِ الْأَغْذِيَةِ، وَأَنْفَعِهَا لِلْبَدَنِ وَالْكَبِدِ وَالْأَعْضَاءِ، وَلِلِاغْتِذَاءِ بِهَا نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ، وَلَا يَنْفِرُ منها إلا من به علة وآفة.

(1) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في الصيد.

(2) أخرجه البخاري في الأنبياء، ومسلم في الإيمان.

(3) أخرجه أحمد والنسائي.

যদি তাঁর রুচি হতো তবে তিনি তা খেতেন, অন্যথায় তা বর্জন করতেন এবং তা হতে আহার করতেন না। যখন তাঁর সম্মুখে ভাজা গোসাপ (দব্ব) পরিবেশন করা হলো, তিনি তা থেকে আহার করলেন না। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: এটি কি হারাম?

তিনি বললেন: "না, তবে এটি আমার জাতির ভূখণ্ডের প্রাণি নয়, তাই আমি এটি খেতে অনীহা বোধ করছি।" (১)। তিনি নিজের অভ্যাস ও রুচির প্রতি লক্ষ রাখতেন। যেহেতু তাঁর এলাকায় এটি খাওয়ার অভ্যাস ছিল না এবং তাঁর প্রবৃত্তি এটি কামনা করত না, তাই তিনি তা থেকে বিরত থাকলেন। তবে যার রুচি আছে এবং যার এটি খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে, তাকে তিনি এটি খেতে বারণ করেননি।

তিনি গোশত পছন্দ করতেন এবং তাঁর কাছে বকরির সামনের অংশ ও ঘাড়ের দিকের গোশত অধিক প্রিয় ছিল। এ কারণেই সেখানে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছিল। 'সহীহাইন'-এ বর্ণিত হয়েছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত আনা হলে তাঁকে সামনের পায়ের অংশ পেশ করা হলো, যা তিনি পছন্দ করতেন। (২)।

আবু উবাইদাহ ও অন্যান্যরা দুবাআহ বিনতে জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর গৃহে একটি বকরি জবেহ করেছিলেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন: আমাদের তোমাদের বকরির গোশত হতে কিছু আহার করাও। তিনি বার্তাবাহককে বললেন: আমাদের নিকট ঘাড়ের অংশ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এটি পাঠাতে আমি লজ্জাবোধ করছি। বার্তাবাহক ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করলেন।

তিনি বললেন: "তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলো: এটিই পাঠিয়ে দাও, কারণ এটিই বকরির পথপ্রদর্শক (অগ্রভাগ) এবং কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী ও কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সবচেয়ে দূরে।" (৩)।

এতে কোনো সংশয় নেই যে, বকরির গোশতের মধ্যে ঘাড়, সামনের পা ও বাহুর গোশত সবচেয়ে হালকা। এটি পাকস্থলীর জন্য অধিক আরামদায়ক এবং দ্রুত পরিপাকযোগ্য। এতে

এমন খাদ্যের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যা তিনটি গুণের অধিকারী। প্রথমত: অত্যন্ত উপকারী এবং শারীরিক শক্তির ওপর প্রভাববিস্তারকারী। দ্বিতীয়ত: পাকস্থলীর জন্য হালকা এবং কোনো প্রকার বোঝা সৃষ্টি করে না। তৃতীয়ত: দ্রুত হজম হওয়া। এটিই খাদ্যের সর্বোত্তম অবস্থা। এ জাতীয় অল্প পরিমাণ খাদ্য অন্য খাবারের অধিক পরিমাণের চেয়েও বেশি ফলপ্রসূ।
তিনি মিষ্টি দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন। এই তিনটি বস্তু—অর্থাৎ গোশত, মধু ও মিষ্টি দ্রব্য—সর্বোত্তম খাদ্য এবং শরীর, যকৃৎ (কলিজা) ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য সর্বাধিক উপকারী। স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষায় এই খাদ্যগুলো গ্রহণ করার মধ্যে মহান উপকারিতা নিহিত রয়েছে। বিকারগ্রস্ত বা কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এই খাবারগুলো অপছন্দ করে না।

---

(১) ইমাম বুখারী এটি 'খাদ্য' অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম 'শিকার' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) ইমাম বুখারী এটি 'নবীগণ' অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(৩) ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 163)الطب النبوي لابن القيم

وَكَانَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ مَأْدُومًا مَا وَجَدَ لَهُ إِدَامًا، فَتَارَةً يَأْدِمُهُ بِاللَّحْمِ وَيَقُولُ: «هُوَ سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ «1» . وَتَارَةً بِالْبِطِّيخِ، وَتَارَةً بِالتَّمْرِ، فَإِنَّهُ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةِ شَعِيرٍ، وَقَالَ: هَذَا إِدَامُ هَذِهِ» «2» . وَفِي هَذَا مِنْ تَدْبِيرِ الْغِذَاءِ أَنَّ خُبْزَ الشَّعِيرِ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَالتَّمْرَ حَارٌّ رَطْبٌ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، فَأَدْمُ خُبْزِ الشَّعِيرِ بِهِ مِنْ أَحْسَنِ التَّدْبِيرِ، لَا سِيَّمَا لِمَنْ تِلْكَ عَادَتُهُمْ، كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَتَارَةً بِالْخَلِّ، وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» ، وَهَذَا ثَنَاءٌ عَلَيْهِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ الْحَاضِرِ، لَا تَفْضِيلٌ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا يَظُنُّ الْجُهَّالُ، وَسَبَبُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمًا، فَقَدَّمُوا لَهُ خُبْزًا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ إِدَامٍ؟» قَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَقَالَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» «3» .

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَكْلَ الْخُبْزِ مَأْدُومًا مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، بِخِلَافِ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ. وَسُمِّيَ الْأُدْمُ أُدْمًا: لِإِصْلَاحِهِ الْخُبْزَ، وَجَعْلِهِ مُلَائِمًا لِحِفْظِ الصِّحَّةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْخَاطِبِ النَّظَرَ: إِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا، أَيْ أَقْرَبُ إِلَى الِالْتِئَامِ وَالْمُوَافَقَةِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَدْخُلُ عَلَى بَصِيرَةٍ، فَلَا يَنْدَمُ.

وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةِ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا، وَلَا يَحْتَمِي عَنْهَا، وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُهَا فِي وَقْتِهِ، فَيَكُونُ تَنَاوُلُهُ مِنْ أَسْبَابِ صِحَّتِهِمْ وَعَافِيَتِهِمْ، وَيُغْنِي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ، وَقَلَّ مَنِ احْتَمَى عَنْ فَاكِهَةِ بَلَدِهِ خَشْيَةَ السَّقَمِ إِلَّا وَهُوَ مِنْ أَسْقَمِ النَّاسِ جِسْمًا، وَأَبْعَدِهِمْ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ.

وَمَا فِي تِلْكَ الْفَاكِهَةِ مِنَ الرُّطُوبَاتِ، فَحَرَارَةُ الْفَصْلِ وَالْأَرْضِ، وَحَرَارَةُ الْمَعِدَةِ تُنْضِجُهَا وَتَدْفَعُ شَرَّهَا إِذَا لَمْ يُسْرِفْ فِي تَنَاوُلِهَا، وَلَمْ يُحَمِّلْ مِنْهَا الطَّبِيعَةَ فَوْقَ مَا تَحْتَمِلُهُ، وَلَمْ يُفْسِدْ بِهَا الْغِذَاءَ قَبْلَ هَضْمِهِ، وَلَا أفسدها بشرب الماء عليها، وتناول

---

(1) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة.

(2) أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل.

(3) أخرجه مسلم في الأشربة، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي في الإيمان. والإمام أحمد.

তিনি যখনই সালন (ব্যঞ্জন) পেতেন, রুটি সালনসহ আহার করতেন। কখনো তিনি গোশত দিয়ে সালন গ্রহণ করতেন এবং বলতেন: «এটি দুনিয়া ও আখিরাতের অধিবাসীদের শ্রেষ্ঠ খাবার»। এটি ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন «১»। কখনো তরমুজ দিয়ে, আবার কখনো খেজুর দিয়ে। তিনি একবার যবের রুটির এক টুকরোর ওপর একটি খেজুর রাখলেন এবং বললেন: «এটি হলো সেটির সালন» «২»। খাদ্যের এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিহিত রহস্য হলো, যবের রুটি শীতল ও শুষ্ক প্রকৃতির, আর খেজুর উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির (দুটি মতের মধ্যে এটিই বিশুদ্ধতম)। তাই খেজুর দিয়ে যবের রুটির সালন করা সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনাগুলোর

অন্তর্ভুক্ত, বিশেষত যাদের অভ্যাস এমন—যেমন মদিনাবাসী। কখনো তিনি সিরকা (ভিনেগার) দিয়ে আহার করতেন এবং বলতেন: «সিরকা কতই না চমৎকার সালন!» এটি বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী সিরকার প্রশংসা ছিল, অন্য কিছুর ওপর এটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান নয়, যেমনটি অজ্ঞরা মনে করে। এই হাদিসটির প্রেক্ষাপট হলো, তিনি একদিন তাঁর পরিবারের নিকট প্রবেশ করলেন, তারা তাঁর সামনে রুটি পেশ করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: «তোমাদের কাছে কি কোনো সালন আছে?» তারা বলল:

«আমাদের নিকট সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই», তখন তিনি বললেন: «সিরকা কতই না চমৎকার সালন!» «৩»।

উদ্দেশ্য হলো: সালনসহ রুটি খাওয়া স্বাস্থ্য সুরক্ষার অন্যতম উপায়, শুধু যেকোনো একটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকার বিপরীতে। সালনকে 'উদমু' (Udm) নামকরণ করা হয়েছে কারণ এটি রুটিকে সংশোধন করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী করে তোলে। এই মূল ধাতু থেকেই বিবাহপ্রার্থীর জন্য পাত্রী দেখার অনুমতির ক্ষেত্রে তাঁর সেই উক্তিটি এসেছে: «এটি তাদের উভয়ের মাঝে অধিকতর মিল ও ঐক্য স্থাপনের জন্য উপযুক্ত», অর্থাৎ এটি তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির নিকটতর মাধ্যম; কেননা স্বামী যখন সম্যক অবগত হয়ে সম্পর্কে জড়ায়, তখন সে অনুতপ্ত হয় না।

তিনি স্বদেশের ফল যখন বাজারে আসত তখন তা ভক্ষণ করতেন এবং তা থেকে পরহেজ করতেন না। এটিও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রতিটি জনপদে এমন সব ফল দিয়েছেন যা ওই সময়ের বাসিন্দাদের জন্য উপকারী। তাই সেই ফল গ্রহণ তাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক ওষুধের অভাব পূরণ করে। খুব কম লোকই রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে নিজ দেশের ফল থেকে পরহেজ করে, অথচ তারা শারীরিকভাবে অত্যন্ত রুগ্ন এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।

আর সেই ফলের মধ্যে যে আর্দ্রতা থাকে, ঋতু ও মাটির উত্তাপ এবং পাকস্থলীর উত্তাপ তা পরিপক্ব করে তোলে এবং তার অপকারিতা দূর করে দেয়—যদি তা গ্রহণে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করা হয়, শরীরের সহনক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া হয়, হজম হওয়ার আগেই নতুন খাদ্য গ্রহণ করে খাদ্যকে কলুষিত না করা হয় এবং ফল খাওয়ার পর পানি পান করে তা নষ্ট না করা হয়, এবং গ্রহণ করা...

(১) ইবনে মাজাহ এটি খাদ্য অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) আবু দাউদ এবং তিরমিজি এটি শামাইল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(৩) মুসলিম এটি পানীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এছাড়াও আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, নাসায়ি ঈমান অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন।

الْغِذَاءِ بَعْدَ التَّحَلِّي مِنْهَا، فَإِنَّ الْقُولَنْجَ كَثِيرًا مَا يَحْدُثُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَمَنْ أَكَلَ مِنْهَا مَا يَنْبَغِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي، كَانَتْ لَهُ دَوَاءً نَافِعًا.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَيْئَةِ الْجُلُوسِ لِلْأَكْلِ

صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا «1» » ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، وَآكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ» «2» .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ «3» .

وَقَدْ فُسِّرَ الِاتِّكَاءُ بِالتَّرَبُّعِ، وَفُسِّرَ بِالِاتِّكَاءِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَفُسِّرَ بِالِاتِّكَاءِ عَلَى الْجَنْبِ. وَالْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الِاتِّكَاءِ، فَنَوْعٌ مِنْهَا يَضُرُّ بِالْآكِلِ، وَهُوَ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْجَنْبِ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَجْرَى الطَّعَامِ الطَّبِيعِيِّ عَنْ هَيْئَتِهِ، وَيَعُوقُهُ عَنْ سُرْعَةِ نُفُوذِهِ إِلَى الْمَعِدَةِ، وَيَضْغَطُ الْمَعِدَةَ، فَلَا يُسْتَحْكَمُ فَتْحُهَا لِلْغِذَاءِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا تَمِيلُ وَلَا تَبْقَى مُنْتَصِبَةً، فَلَا يَصِلُ الْغِذَاءُ إِلَيْهَا بِسُهُولَةٍ.

وَأَمَّا النَّوْعَانِ الْآخَرَانِ: فَمِنْ جُلُوسِ الْجَبَابِرَةِ الْمُنَافِي لِلْعُبُودِيَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ: «آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ» وَكَانَ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ «4» ، وَيُذْكَرُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ لِلْأَكْلِ مُتَوَرِّكًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيَضَعُ بَطْنَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى تَوَاضُعًا لِرَبِّهِ عز وجل،

وَأَدَبًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاحْتِرَامًا لِلطَّعَامِ وَلِلْمُؤَاكِلِ. فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَنْفَعُ هَيْئَاتِ الْأَكْلِ وَأَفْضَلُهَا، لِأَنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكُونُ عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ الَّذِي خَلَقَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الْهَيْئَةِ الْأَدَبِيَّةِ. وَأَجْوَدُ مَا اغْتَذَى الْإِنْسَانُ إِذَا كَانَتْ أَعْضَاؤُهُ عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا إذا كان الإنسان منتصبا

---

(1) أخرجه البخاري في الأطعمة، والإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة.

(2) أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة.

(3) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة، وأبو داود.

(4) أخرجه مسلم.

মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার পরপরই অন্য খাদ্য গ্রহণ করলে প্রায়শই পেট ফাঁপা বা শূলবেদনা (قولنج - কুলঞ্জ) সৃষ্টি হয়। তাই যে ব্যক্তি তা সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে এবং পরিমিত পরিমাণে আহার করবে, তা তার জন্য একটি উপকারী ওষুধ হিসেবে গণ্য হবে।

ভোজনকালে বসার ভঙ্গি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

তাঁর থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আমি হেলান দিয়ে আহার করি না (১)।" তিনি আরও বলেছেন: "আমি একজন দাসের মতো বসি এবং দাসের মতোই আহার করি (২)।"

ইবনে মাজাহ তাঁর 'সুনান'-এ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোনো ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে আহার করতে নিষেধ করেছেন (৩)।

'হেলান দিয়ে বসা' (الاتكاء - ইত্তিকা)-কে বাবু হয়ে বসা, কোনো কিছুর ওপর ভর দিয়ে বসা এবং এক পাশ হয়ে কাত হয়ে বসা—এই তিনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার ভোজনকারীর জন্য ক্ষতিকর, আর তা হলো এক পাশ হয়ে হেলান দিয়ে আহার করা। কারণ, এটি খাদ্যের স্বাভাবিক গতিপথকে বাধাগ্রস্ত করে, পাকস্থলীতে খাবার দ্রুত পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং পাকস্থলীর ওপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে খাদ্য গ্রহণের

জন্য পাকস্থলী পুরোপুরি উন্মুক্ত হতে পারে না। অধিকন্তু, এতে পাকস্থলী একদিকে হেলে পড়ে এবং সোজা থাকে না, যার ফলে খাদ্য সেখানে সহজে পৌঁছাতে পারে না।
বাকি অন্য দুই প্রকার বসার ভঙ্গি হলো অহংকারী ও দাপটশালীদের বসার ধরন, যা বিনয় ও দাসত্বের পরিপন্থী। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "আমি দাসের মতো আহার করি।" তিনি উবু হয়ে বসেও (مقْعِي - মুক'ই) আহার করতেন। তাঁর সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি আহারের সময় তাঁর হাঁটু গেড়ে বসতেন এবং মহান আল্লাহর প্রতি বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থে এবং খাবারের প্রতি সম্মান ও সহভোজনকারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে তাঁর বাম পায়ের ওপর ডান পা রাখতেন। আহারের জন্য এটিই সবচেয়ে উপকারী ও উত্তম ভঙ্গি; কারণ এতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ তার স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে যেভাবে আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেছেন, সেই সাথে এটি একটি অত্যন্ত শিষ্টাচারপূর্ণ ভঙ্গি। মানুষের পুষ্টি গ্রহণের সর্বোত্তম অবস্থা তখনই হয় যখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে, আর তা কেবল তখনই সম্ভব যখন মানুষ সোজা হয়ে বসে।

---

(১) বুখারি, কিতাবুল আতইমাহ; ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত।
(২) আবু শায়খ এটি আয়েশা (রা.)-এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন।
(৩) ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইমাহ এবং আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।
(৪) মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

(ص: 165)الطب النبوي لابن القيم

الِانْتِصَابَ الطَّبِيعِيّ، وَأَرْدَأُ الْجِلْسَاتِ لِلْأَكْلِ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْجَنْبِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَرِيءَ، وَأَعْضَاءَ الِازْدِرَادِ تَضِيقُ عِنْدَ هَذِهِ الْهَيْئَةِ، وَالْمِعِدَةُ لَا تَبْقَى عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيّ، لِأَنَّهَا تَنْعَصِرُ مِمَّا يَلِي الْبَطْنَ بِالْأَرْضِ، وَمِمَّا يَلِي الظَّهْرَ بِالْحِجَابِ الْفَاصِلِ بَيْنَ آلَاتِ الْغِذَاءِ، وَآلَاتِ التَّنَفُّسِ.

وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِاتِّكَاءِ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْوَسَائِدِ وَالْوَطَاءِ الَّذِي تَحْتَ الْجَالِسِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنِّي إِذَا أَكَلْتُ لَمْ أَقْعُدْ مُتَّكِئًا عَلَى الْأَوْطِيَةِ وَالْوَسَائِدِ، كَفِعْلِ الْجَبَابِرَةِ، وَمَنْ يُرِيدُ الْإِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، لَكِنِّي آكُلُ بُلْغَةً كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ.

فَصْلٌ

وَكَانَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ، وَهَذَا أَنْفَعُ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَكَلَاتِ، فَإِنَّ الْأَكْلَ بِأُصْبُعٍ أَوْ أصبعين لا يستلذّ به الآكل، ولا يمر به، وَلَا يُشْبِعُهُ إِلَّا بَعْدَ طُولٍ، وَلَا تَفْرَحُ آلَاتُ الطَّعَامِ وَالْمَعِدَةُ بِمَا يَنَالُهَا فِي كُلِّ أَكْلَةٍ، فَتَأْخُذُهَا عَلَى إِغْمَاضٍ، كَمَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَقَّهُ حَبَّةً أَوْ حَبَّتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَا يَلْتَذُّ بِأَخْذِهِ، وَلَا يُسَرُّ بِهِ، وَالْأَكْلُ بالخمسة والراحة ازْدِحَامَ الطَّعَامِ عَلَى آلَاتِهِ، وَعَلَى الْمَعِدَةِ، وَرُبَّمَا انسدت الالآت فمات، وتغضب الْآلَاتُ عَلَى دَفْعِهِ، وَالْمَعِدَةُ عَلَى احْتِمَالِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ لَذَّةً وَلَا اسْتِمْرَاءً، فَأَنْفَعُ الْأَكْلِ أَكْلُهُ صلى الله عليه وسلم، وَأَكْلُ مَنِ اقتدى به بالأصابع الثلاث.

فَصْلٌ

وَمَنْ تَدَبَّرَ؟؟؟ أَغْذِيَتَهُ صلى الله عليه وسلم، وَمَا كَانَ يَأْكُلُهُ، وَجَدَهُ لَمْ يَجْمَعْ قَطُّ بَيْنَ لَبَنٍ وَسَمَكٍ، وَلَا بَيْنَ لَبَنٍ وَحَامِضٍ، وَلَا بَيْنَ غِذَاءَيْنِ حَارَّيْنِ، وَلَا بَارِدَيْنِ، وَلَا لَزِجَيْنِ، وَلَا قَابِضَيْنِ، وَلَا مُسْهِلَيْنِ، وَلَا غَلِيظَيْنِ، وَلَا مُرْخِيَيْنِ، وَلَا مُسْتَحِيلَيْنِ إِلَى خَلْطٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ كَقَابِضٍ وَمُسْهِلٍ، وَسَرِيعِ الْهَضْمِ وَبَطِيئِهِ، وَلَا بَيْنَ شَوِيٍّ وَطَبِيخٍ، وَلَا بَيْنَ طَرِيٍّ وَقَدِيدٍ، وَلَا بَيْنَ لَبَنٍ وَبَيْضٍ، وَلَا بَيْنَ لَحْمٍ وَلَبَنٍ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي وَقْتِ شِدَّةِ حَرَارَتِهِ، وَلَا طَبِيخًا بَائِتًا يُسَخَّنُ لَهُ بِالْغَدِ، وَلَا شَيْئًا مِنَ

স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে বসা; আর আহারের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট বসার ভঙ্গি হলো একপাশে কাত হয়ে হেলান দেওয়া। কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অবস্থায় খাদ্যনালী ও গলধকরণের অঙ্গসমূহ সংকুচিত হয়ে যায় এবং পাকস্থলী তার স্বাভাবিক অবস্থানে

থাকে না। কেননা তখন পেটের দিকের অংশ মাটির চাপে এবং পিঠের দিকের অংশ পরিপাকতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের মধ্যবর্তী পর্দা (ডায়াফ্রাম) দ্বারা সংকুচিত হয়ে পড়ে।
আর যদি ‘হেলান দেওয়া’ বলতে বালিশ বা বসার স্থানে নিচে থাকা গদির ওপর ভর দেওয়া বোঝায়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে: আমি যখন আহার করি তখন দাম্ভিক স্বৈরাচারী কিংবা অতিভোজনকারীদের ন্যায় গদি বা বালিশে হেলান দিয়ে বসি না; বরং আমি সামান্য ও জীবন ধারণের উপযোগী পরিমিত আহার করি যেভাবে একজন বিনয়ী দাস আহার করে থাকে।

পরিচ্ছেদ
তিনি তাঁর তিনটি আঙুল দিয়ে আহার করতেন। এটি আহারের সর্বাধিক কল্যাণকর পদ্ধতি। কেননা এক বা দুই আঙুলে আহার করলে আহারকারী তাতে তৃপ্তি পায় না, তা সহজে হজম হয় না এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। প্রতিটি লোকমায় পরিপাকতন্ত্র ও পাকস্থলী যা পায় তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না; বরং তারা তা অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করে, যেমন কোনো ব্যক্তি তার পাওনা একটি বা দুটি দানা করে গ্রহণ করলে তাতে তৃপ্তি পায় না কিংবা আনন্দিত হয় না। পক্ষান্তরে পাঁচ আঙুল ও হাতের তালু ব্যবহার করে আহার করলে পরিপাকতন্ত্র ও পাকস্থলীর ওপর খাদ্যের প্রচণ্ড ভিড় বা চাপের সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেক সময় নালীগুলো রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। অধিকন্তু খাদ্য সঞ্চালনে অঙ্গসমূহ এবং খাদ্য গ্রহণে পাকস্থলী বিরক্তি ও কষ্ট অনুভব করে। এতে কোনো স্বাদ বা পরিপাক সহজতা থাকে না। সুতরাং সর্বাধিক উপকারী আহার হলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আহার এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করে তিন আঙুলে আহার করেন তাদের আহার।
পরিচ্ছেদ
যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদ্যাভ্যাস এবং তিনি যা আহার করতেন সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, সে দেখতে পাবে যে, তিনি কখনো দুধ ও মাছ একত্রে গ্রহণ করেননি। তদ্রূপ দুধ ও টক জাতীয় খাবার, দুটি অত্যন্ত উষ্ণ খাবার, দুটি অত্যন্ত শীতল খাবার, দুটি আঠালো খাবার, দুটি কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টিকারী (قابض), দুটি মলত্যাগ উদ্রেককারী বা জোলাপ জাতীয় (مسهل), দুটি গুরুপাক খাবার, দুটি শৈথিল্যকারক খাবার কিংবা এমন দুটি খাবার যা একই ধরনের শারীরিক রসে রূপান্তরিত হয়—তা তিনি কখনো একত্রে গ্রহণ করতেন না। তেমনিভাবে তিনি দুটি ভিন্নধর্মী খাবার যেমন—একটি

কোষ্ঠকাঠিন্যকারক ও অন্যটি জোলাপ জাতীয় খাবার, কিংবা দ্রুত হজম হয় এমন এবং দেরিতে হজম হয় এমন খাবারের সমন্বয় করতেন না। তিনি ঝলসানো মাংস ও ঝোলযুক্ত রান্না করা মাংস, সতেজ মাংস ও শুঁটকি মাংস, দুধ ও ডিম কিংবা মাংস ও দুধ একত্রে আহার করতেন না। তিনি অত্যন্ত গরম থাকা অবস্থায় কোনো খাদ্য আহার করতেন না, এবং বাসি রান্না করা খাবার যা পরদিন পুনরায় গরম করা হয়েছে তাও গ্রহণ করতেন না, আর না এমন কোনো কিছু যা...

الْأَطْعِمَةِ الْعَفِنَةِ وَالْمَالِحَةِ، كَالْكَوَامِخِ وَالْمُخَلَّلَاتِ، وَالْمُلُوحَاتِ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ضَارٌّ مُوَلِّدٌ لِأَنْوَاعٍ مِنَ الْخُرُوجِ عَنِ الصِّحَّةِ وَالِاعْتِدَالِ.

وَكَانَ يُصْلِحُ ضَرَرَ بَعْضِ الْأَغْذِيَةِ بِبَعْضٍ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فَيَكْسِرُ حَرَارَةَ هَذَا بِبُرُودَةِ هَذَا، وَيُبُوسَةَ هَذَا بِرُطُوبَةِ هَذَا، كَمَا فَعَلَ فِي الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ، وَكَمَا كَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ بِالسَّمْنِ، وَهُوَ الْحَيْسُ، وَيَشْرَبُ نَقِيعَ التَّمْرِ يُلَطِّفُ بِهِ كَيْمُوسَاتِ الْأَغْذِيَةِ الشَّدِيدَةِ.

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ، وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ تَمْرٍ، وَيَقُولُ: «تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ» ، ذَكَرَهُ الترمذي فِي «جَامِعِهِ» ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» «1» وَذَكَرَ أبو نعيم عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ عَلَى الْأَكْلِ، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ يُقَسِّي الْقَلْبَ، وَلِهَذَا فِي وَصَايَا الْأَطِبَّاءِ لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَ الصِّحَّةِ: أَنْ يَمْشِيَ بَعْدَ الْعَشَاءِ خُطُوَاتٍ وَلَوْ مِائَةَ خُطْوَةٍ، وَلَا يَنَامُ عَقِبَهُ، فَإِنَّهُ مُضِرٌّ جِدًّا، وَقَالَ مُسْلِمُوهُمْ: أَوْ يُصَلِّي عَقِيبَهُ لِيَسْتَقِرَّ الْغِذَاءُ بِقَعْرِ الْمَعِدَةِ، فَيَسْهُلَ هَضْمُهُ، وَيَجُودَ بِذَلِكَ.

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ أَنْ يَشْرَبَ عَلَى طَعَامِهِ فَيُفْسِدَهُ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْمَاءُ حَارًّا أَوْ بَارِدًا، فَإِنَّهُ رَدِيءٌ جِدًّا. قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تَكُنْ عِنْدَ أَكْلِ سُخْنٍ وَبَرْدٍ ... وَدُخُولِ الْحَمَّامِ تَشْرَبُ مَاءَ

فَإِذَا مَا اجْتَنَبْتَ ذَلِكَ حَقًّا ... لَمْ تَخَفْ مَا حَيِيتَ فِي الْجَوْفِ دَاءَ

وَيُكْرَهُ شُرْبُ الْمَاءِ عَقِيبَ الرِّيَاضَةِ، وَالتَّعَبِ، وَعَقِيبَ الْجِمَاعِ، وَعَقِيبَ الطَّعَامِ وَقَبْلَهُ، وَعَقِيبَ أَكْلِ الفاكهة، وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهب مِنْ بَعْضٍ، وَعَقِبَ الْحَمَّامِ، وَعِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، فَهَذَا كُلُّهُ مُنَافٍ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلَا اعتبار بالعوائد، فإنها طبائع ثوان.

---

(1) أخرجه الترمذي في الأطعمة. وأخرجه ابن ماجه.

পচা ও লবণাক্ত খাবার, যেমন মশলাযুক্ত আচার (কাওয়ামিখ), জারক রস ও লবণে সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য; এ সব ধরণের খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং সুস্থতা ও শারীরিক ভারসাম্য বিনষ্টকারী নানাবিধ রোগের উৎস।

যখনই সুযোগ হতো, তিনি এক খাবারের ক্ষতিকারক প্রভাব অন্য খাবারের মাধ্যমে সংশোধন করতেন। তিনি কোনো খাবারের উষ্ণতাকে অন্যটির শীতলতা দিয়ে এবং কোনোটির শুষ্কতাকে অন্যটির আর্দ্রতা দিয়ে প্রশমিত করতেন। যেমনটি তিনি শসা ও তাজা খেজুরের ক্ষেত্রে করেছিলেন। আবার তিনি ঘি সহযোগে খেজুর খেতেন, যাকে 'হাইস' বলা হয়। এ ছাড়াও তিনি খেজুর ভেজানো পানি পান করতেন, যা ভারী খাবারের পাচক রসকে (কাইমাস) পরিমিত ও সহনীয় করে তুলত।

তিনি রাতের খাবার গ্রহণের নির্দেশ দিতেন, তা এক মুঠো খেজুর দিয়ে হলেও। তিনি বলতেন: "রাতের খাবার ত্যাগ করা বার্ধক্য বা অকাল জরা ডেকে আনে।" এটি ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে' গ্রন্থে এবং ইবনে মাজাহ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবু নুয়াইম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাওয়ার পরপরই ঘুমানোর ব্যাপারে নিষেধ করতেন এবং উল্লেখ করতেন যে, এটি অন্তরকে কঠোর করে দেয়। এই কারণে স্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হলো: রাতের খাবারের পর অন্তত একশ কদম হাঁটা উচিত এবং আহারের অব্যবহিত পরেই ঘুমানো উচিত নয়; কারণ এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ বলেছেন: অথবা খাওয়ার পর নামায আদায় করা উচিত, যাতে খাদ্য পাকস্থলীর নিম্নদেশে থিতু হয়, ফলে তা হজম করা সহজ ও সুচারু হয়।

আহারের মাঝখানে পানি পান করা তাঁর আদর্শ ছিল না, কারণ এটি পরিপাক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে; বিশেষ করে পানি যদি অতিরিক্ত গরম বা অত্যন্ত ঠান্ডা হয়, তবে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর। জনৈক কবি বলেছেন:

গরম বা ঠান্ডা খাবার খাওয়ার সময় এবং ... গোসলখানায় প্রবেশের পরপরই পানি পান করো না।

তুমি যদি প্রকৃতই তা বর্জন করো, তবে ... আমৃত্যু উদরপীড়ার ভয় থাকবে না।

ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের পর, সহবাসের পর, আহারের আগে ও পরে এবং ফল খাওয়ার অব্যবহিত পরে পানি পান করা অনুচিত। যদিও কোনো কোনো ফলের পরে পানি পান করা অন্যদের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর। এছাড়া গোসলের পর এবং ঘুম থেকে জাগার পরপরই পানি পান করা স্বাস্থ্য রক্ষার পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে কারো ব্যক্তিগত অভ্যাসের দোহাই দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ অভ্যাস হলো মানুষের দ্বিতীয় প্রকৃতি (যা দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে স্বভাবজাত হয়ে যায়)।

---

(১) তিরমিযী এটি আহার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ-ও এটি বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ

وَأَمَّا هَدْيُهُ فِي الشَّرَابِ، فَمِنْ أَكْمَلِ هَدْيٍ يُحْفَظُ بِهِ الصِّحَّةُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ الْمَمْزُوجَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَفِي هَذَا مِنْ حِفْظِ الصِّحَّةِ مَا لَا يَهْتَدِي إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا أَفَاضِلُ الْأَطِبَّاءِ، فَإِنَّ شُرْبَهُ وَلَعْقَهُ عَلَى الرِّيقِ يُذِيبُ الْبَلْغَمَ، وَيَغْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَجْلُو لُزُوجَتَهَا، وَيَدْفَعُ عَنْهَا الْفَضَلَاتِ، وَيُسَخِّنُهَا بِاعْتِدَالٍ، وَيَفْتَحُ سَدَدَهَا، وَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْكَبِدِ وَالْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، وَهُوَ أَنْفَعُ لِلْمَعِدَةِ مِنْ كُلِّ حُلْوٍ دَخَلَهَا، وَإِنَّمَا يَضُرُّ بِالْعَرَضِ لِصَاحِبِ الصَّفْرَاءِ لِحِدَّتِهِ وَحِدَّةِ الصَّفْرَاءِ، فَرُبَّمَا هَيَّجَهَا، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ لَهُمْ

بِالْخَلِّ، فَيَعُودُ حِينَئِذٍ لَهُمْ نَافِعًا جِدًّا، وَشُرْبُهُ أَنْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ السُّكَّرِ أَوْ أَكْثَرِهَا، وَلَا سِيَّمَا لِمَنْ لَمْ يَعْتَدْ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ، وَلَا أَلِفَهَا طَبْعُهُ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَهَا لَا تُلَائِمُهُ مُلَاءَمَةَ الْعَسَلِ، وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ، وَالْمُحَكَّمُ فِي ذَلِكَ الْعَادَةُ، فَإِنَّهَا تَهْدِمُ أُصُولًا، وَتَبْنِي أُصُولًا.

وَأَمَّا الشَّرَابُ إِذَا جُمِعَ وَصُفِّيَ الْحَلَاوَةُ وَالْبُرُودَةُ، فَمِنْ أَنْفَعِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ. وَمِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلِلْأَرْوَاحِ وَالْقُوَى، وَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ، عِشْقٌ شَدِيدٌ لَهُ، وَاسْتِمْدَادٌ مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ الْوَصْفَانِ، حَصَلَتْ بِهِ التَّغْذِيَةُ، وَتَنْفِيذُ الطَّعَامِ إِلَى الْأَعْضَاءِ، وَإِيصَالُهُ إِلَيْهَا أَتَمَّ تَنْفِيذٍ.

وَالْمَاءُ الْبَارِدُ رَطْبٌ يَقْمَعُ الْحَرَارَةَ، وَيَحْفَظُ على البدن رطوباته الأصلية، ويرد عليه ما تحلل منها، ويرفّق الْغِذَاءَ وَيُنْفِذُهُ فِي الْعُرُوقِ.

وَاخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ: هَلْ يُغَذِّي الْبَدَنَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَأَثْبَتَتْ طَائِفَةٌ التَّغْذِيَةَ بِهِ بِنَاءً عَلَى مَا يُشَاهِدُونَهُ مِنَ النُّمُوِّ وَالزِّيَادَةِ وَالْقُوَّةِ فِي الْبَدَنِ بِهِ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. قَالُوا: وَبَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: النُّمُوُّ وَالِاغْتِذَاءُ وَالِاعْتِدَالُ، وَفِي النَّبَاتِ قُوَّةُ حِسٍّ تُنَاسِبُهُ، وَلِهَذَا كَانَ غِذَاءُ النَّبَاتِ

পরিচ্ছেদ

পানীয়ের ক্ষেত্রে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকনির্দেশনা ছিল স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ। তিনি শীতল পানির সাথে মিশ্রিত মধু পান করতেন। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার এমন রহস্য নিহিত রয়েছে যা কেবল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরাই অনুধাবন করতে পারেন। কেননা খালি পেটে মধু পান করা বা চেটে খাওয়া শ্লেষ্মা (বলগম) গলিয়ে দেয়, পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ আবরণ ধৌত করে, এর আঠালো ভাব দূর করে এবং বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়। এটি পাকস্থলীকে পরিমিত উষ্ণ রাখে এবং এর রুদ্ধ পথগুলো খুলে দেয়। এটি কলিজা, বৃক্ক (কিডনি) এবং মূত্রথলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কাজ করে। পাকস্থলীতে প্রবেশকারী যে কোনো মিষ্টি দ্রব্যের তুলনায় মধু অধিক উপকারী। তবে পিত্তাধিক্য (সফরা) সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মধুর তীব্রতা ও পিত্তের তীক্ষ্ণতার কারণে এটি সাময়িকভাবে কিছুটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে; ফলে এটি পিত্তকে উত্তেজিত করার সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় সিরকা বা ভিনেগার ব্যবহারের

মাধ্যমে এর এই ক্ষতিকর প্রভাব দূর করা সম্ভব, যার ফলে এটি পুনরায় তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়ে ওঠে। চিনি থেকে প্রস্তুতকৃত অধিকাংশ পানীয়ের তুলনায় মধু পান করা অনেক বেশি উপকারী, বিশেষ করে যারা ওই ধরনের পানীয়তে অভ্যস্ত নয় কিংবা যাদের প্রকৃতি সেগুলোর সাথে পরিচিত নয়। কেননা তারা যদি ওই কৃত্রিম পানীয় পান করে তবে তা মধুর মতো তাদের শরীরের জন্য উপযোগী হবে না, এমনকি তার কাছাকাছিও হবে না। এ ক্ষেত্রে অভ্যাসই হলো মূল নির্ধারক, কারণ অভ্যাস অনেক সময় প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে ভেঙে ফেলে এবং নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে।

আর যখন কোনো পানীয়ের মধ্যে মিষ্টতা, শীতলতা ও স্বচ্ছতার সমন্বয় ঘটে, তখন তা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি বিষয়ে পরিণত হয়। এটি স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। প্রাণশক্তি, শারীরিক সক্ষমতা, কলিজা এবং হৃদযন্ত্রের এর প্রতি এক গভীর আকর্ষণ ও বিশেষ মুখাপেক্ষিতা রয়েছে। যখন এই দুটি বৈশিষ্ট্য (মিষ্টতা ও শীতলতা) কোনো পানীয়তে বিদ্যমান থাকে, তখন এর মাধ্যমে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় এবং খাদ্যসমূহ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

শীতল পানি আর্দ্রতাযুক্ত যা শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপকে প্রশমিত করে, দেহের মৌলিক আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং দেহ থেকে যা নিঃশেষ হয়ে যায় তা পুনরায় ফিরিয়ে আনে। এটি খাদ্যকে পরিপাকযোগ্য করে এবং ধমনীসমূহের মধ্য দিয়ে তা শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত করে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ পানি শরীরকে পুষ্টি জোগায় কি না, তা নিয়ে দুটি মত ব্যক্ত করেছেন। একদল এটি দ্বারা পুষ্টি লাভের বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন। এর স্বপক্ষে তারা শরীরে পানির মাধ্যমে যে বৃদ্ধি, সজীবতা ও শক্তি পরিলক্ষিত হয়—বিশেষ করে যখন পানির তীব্র প্রয়োজন থাকে—তাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন।

তাঁরা বলেন: প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে, যেমন: বৃদ্ধি পাওয়া, পুষ্টি গ্রহণ এবং ভারসাম্য রক্ষা। এমনকি উদ্ভিদের মধ্যেও নিজস্ব উপযোগী এক প্রকার সংবেদনশীল শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। আর এ কারণেই উদ্ভিদের খাদ্য হলো (পানি)...

(ص: 168)الطب النبوي لابن القيم

بِالْمَاءِ، فَمَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَيَوَانِ بِهِ نَوْعُ غِذَاءٍ، وَأَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنْ غِذَائِهِ التام.

قالوا: ونحن لا تنكر أَنَّ قُوَّةَ الْغِذَاءِ وَمُعْظَمَهُ فِي الطَّعَامِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرْنَا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَاءِ تَغْذِيَةٌ الْبَتَّةَ. قَالُوا: وَأَيْضًا الطَّعَامُ إِنَّمَا يُغَذِّي بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَائِيَّةِ. وَلَوْلَاهَا لَمَا حَصَلَتْ بِهِ التَّغْذِيَةُ.

قَالُوا: وَلِأَنَّ الْمَاءَ مَادَّةُ حَيَاةِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَادَّةِ الشَّيْءِ، حَصَلَتْ بِهِ التَّغْذِيَةُ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ مَادَّتَهُ الْأَصْلِيَّةَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ «1» فكيف تنكر حُصُولَ التَّغْذِيَةِ بِمَا هُوَ مَادَّةُ الْحَيَاةِ عَلَى الإطلاق؟.

قالوا: وقد رأينا إِذَا حَصَلَ لَهُ الرِّيُّ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، تَرَاجَعَتْ إِلَيْهِ قُوَاهُ وَنَشَاطُهُ وَحَرَكَتُهُ، وَصَبَرَ عَنِ الطَّعَامِ، وَانْتَفَعَ بِالْقَدْرِ الْيَسِيرِ مِنْهُ، وَرَأَيْنَا الْعَطْشَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْقَدْرِ الْكَثِيرِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَجِدُ بِهِ الْقُوَّةَ وَالِاغْتِذَاءَ، وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ الْمَاءَ يُنْفِذُ الْغِذَاءَ إِلَى أَجْزَاءِ الْبَدَنِ، وَإِلَى جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ أَمْرُ الْغِذَاءِ إِلَّا بِهِ، وَإِنَّمَا نُنْكِرُ عَلَى مَنْ سَلَبَ قُوَّةَ التَّغْذِيَةِ عَنْهُ الْبَتَّةَ، وَيَكَادُ قَوْلُهُ عِنْدَنَا يَدْخُلُ فِي إِنْكَارِ الْأُمُورِ الْوِجْدَانِيَّةِ.

وَأَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى حُصُولَ التَّغْذِيَةِ بِهِ، وَاحْتَجَّتْ بِأُمُورٍ يَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الطَّعَامِ، وَأَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي نُمُوِّ الْأَعْضَاءِ، وَلَا يُخَلِّفُ عَلَيْهَا بَدَلَ مَا حَلَّلَتْهُ الْحَرَارَةُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ أَصْحَابُ التَّغْذِيَةِ، فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ تَغْذِيَتَهُ بِحَسَبِ جَوْهَرِهِ، وَلَطَافَتِهِ وَرِقَّتِهِ، وَتَغْذِيَةُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، وَقَدْ شُوهِدَ الْهَوَاءُ الرَّطْبُ الْبَارِدُ اللَّيِّنُ اللَّذِيذُ يُغَذِّي بِحَسْبِهِ، وَالرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ تُغَذِّي نَوْعًا مِنَ الْغِذَاءِ، فتغذية الْمَاءِ أَظْهَرُ وَأَظْهَرُ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَارِدًا، وَخَالَطَهُ مَا يُحَلِّيهِ كَالْعَسَلِ أَوِ الزَّبِيبِ، أَوِ التَّمْرِ أَوِ السُّكَّرِ، كَانَ مِنْ أَنْفَعِ مَا يَدْخُلُ الْبَدَنَ، وَحَفِظَ عَلَيْهِ صِحَّتَهُ، فَلِهَذَا كان أحبّ

(1) الأنبياء- 30.

পানির মাধ্যমে; সুতরাং প্রাণিকুলের জন্য এর দ্বারা এক প্রকার পুষ্টি লাভ করা এবং এটি তাদের পূর্ণাঙ্গ পুষ্টির অংশ হওয়াকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

তারা বলেন: আমরা এটি অস্বীকার করি না যে পুষ্টির শক্তি ও এর অধিকাংশ খাদ্যের মধ্যেই নিহিত, তবে আমরা কেবল পানির একেবারেই কোনো পুষ্টিগুণ না থাকাকে অস্বীকার করেছি।

তারা আরও বলেন: খাদ্য মূলত তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান জলীয় উপাদানের মাধ্যমেই পুষ্টি যোগায়। আর সেটি না থাকলে এর দ্বারা পুষ্টিসাধন সম্ভব হতো না।

তারা বলেন: কারণ পানি হলো প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের মূল উপাদান। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো বস্তু যা কিছুর উপাদানের অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তার দ্বারাই পুষ্টি অর্জিত হয়। তাহলে যা তার আদি বা মৌলিক উপাদান, তার ক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন হবে? মহান আল্লাহ বলেন: 'আর আমি প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি' (১)। অতএব, যা নিরঙ্কুশভাবে জীবনের মূল উপাদান, তার মাধ্যমে পুষ্টি অর্জিত হওয়াকে কীভাবে অস্বীকার করা যায়?

তারা বলেন: আমরা দেখেছি যে, শীতল পানির মাধ্যমে তৃষ্ণা নিবারণ হলে মানুষের শক্তি, প্রাণচাঞ্চল্য ও নড়াচড়ার ক্ষমতা ফিরে আসে এবং সে খাদ্য ছাড়াই ধৈর্য ধরতে পারে এবং সামান্য পরিমাণ খাদ্যেই উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে আমরা দেখেছি যে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণ খাদ্যেও উপকৃত হয় না এবং তার মাধ্যমে শক্তি ও পুষ্টি লাভ করে না। আমরা এটি অস্বীকার করি না যে, পানি দেহের বিভিন্ন অংশে এবং সমস্ত অঙ্গে পুষ্টি পৌঁছে দেয় এবং পানি ছাড়া পুষ্টির কাজ সম্পন্ন হয় না। তবে আমরা কেবল তাদেরই প্রতিবাদ করি যারা পানি থেকে পুষ্টির শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেয়; আমাদের নিকট তাদের এ বক্তব্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধ (বিজদানিয়্যাহ) বিষয়সমূহকে অস্বীকার করার শামিল।

অপর একটি দল পানির মাধ্যমে পুষ্টি অর্জনকে অস্বীকার করেছে। তারা এমন সব যুক্তি পেশ করেছে যার সারকথা হলো—কেবল পানির মাধ্যমে পর্যাপ্ততা অর্জিত হয় না, এটি খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হয় না, এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না এবং তাপের কারণে যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তার বিকল্প তৈরি করে না। এ জাতীয় বিষয়গুলো পুষ্টির সপক্ষে যারা মত দেন তারাও অস্বীকার করেন না। কারণ তারা পানির পুষ্টিগুণকে এর সারসত্তা (জাওহার), সূক্ষ্মতা ও তারল্য অনুযায়ী বিবেচনা করেন। আর প্রত্যেক বস্তুর পুষ্টিসাধন তার নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী

হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে, আর্দ্র, শীতল, কোমল ও মনোরম বাতাসও তার প্রকৃতি অনুযায়ী পুষ্টি জোগায় এবং সুগন্ধিও এক প্রকার পুষ্টির যোগান দেয়; সেক্ষেত্রে পানির পুষ্টিগুণ তো আরও অনেক বেশি সুস্পষ্ট।

মূল কথা হলো: পানি যখন শীতল হয় এবং এর সাথে এমন কিছু মিশ্রিত করা হয় যা একে মিষ্টি করে—যেমন মধু, কিসমিস, খেজুর কিংবা চিনি—তখন তা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী অধিকতর উপকারী বস্তুতে পরিণত হয় এবং দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। একারণেই এটি ছিল সর্বাধিক প্রিয়

(১) সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০।

الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَارِدَ الْحُلْوَ. وَالْمَاءُ الْفَاتِرُ يَنْفُخُ، وَيَفْعَلُ ضِدَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

وَلَمَّا كَانَ الْمَاءُ الْبَائِتُ أَنْفَعَ مِنَ الَّذِي يُشْرَبُ وَقْتَ اسْتِقَائِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ دَخَلَ إِلَى حَائِطِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ بَاتَ فِي شَنَّةٍ؟» فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا» «1» .

وَالْمَاءُ الْبَائِتُ بِمَنْزِلَةِ الْعَجِينِ الْخَمِيرِ، وَالَّذِي شُرِبَ لِوَقْتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْفَطِيرِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ التُّرَابِيَّةَ وَالْأَرْضِيَّةَ تُفَارِقُهُ إِذَا بَاتَ، وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ، وَيَخْتَارُ الْبَائِتَ مِنْهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْتَقَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ بِئْرِ السُّقْيَا «2» .

وَالْمَاءُ الَّذِي فِي الْقِرَبِ وَالشِّنَانِ، أَلَذُّ مِنَ الَّذِي يَكُونُ فِي آنِيَةِ الْفَخَّارِ وَالْأَحْجَارِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا سِيَّمَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ، وَلِهَذَا الْتَمَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَاءً بَاتَ فِي شتة دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَوَانِي، وَفِي الْمَاءِ إِذَا وُضِعَ فِي الشِّنَانِ، وَقِرَبِ الْأَدَمِ خَاصَّةٌ لَطِيفَةٌ لما فيها من المسام المنتفخة الَّتِي يَرْشَحُ مِنْهَا الْمَاءُ، وَلِهَذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الْفَخَّارِ الَّذِي يَرْشَحُ أَلَذُّ مِنْهُ، وَأَبْرَدُ فِي الَّذِي لَا يَرْشَحُ، فَصَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى أَكْمَلِ الْخَلْقِ، وَأَشْرَفِهِمْ نَفْسًا، وَأَفْضَلِهِمْ هَدْيًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَقَدْ دَلَّ أُمَّتَهُ عَلَى أَفْضَلِ الْأُمُورِ وَأَنْفَعِهَا لَهُمْ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

قَالَتْ عائشة: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الْحُلْوَ الْبَارِدَ «3». وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَاءَ الْعَذْبَ، كَمِيَاهِ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ الْحُلْوَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ بِالْعَسَلِ، أَوِ الَّذِي نُقِعَ فِيهِ التَّمْرُ أَوِ الزَّبِيبُ.

وَقَدْ يُقَالُ- وَهُوَ الأظهر-: يعمهما جميعا.

---

(1) أخرجه البخاري في الأشربة.

(2) أخرجه أبو داود في الأشربة.

(3) أخرجه أحمد والترمذي في الجامع.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পানীয়ের মধ্যে শীতল ও মিষ্টি পানীয় সবচেয়ে প্রিয় ছিল। আর ঈষদুষ্ণ পানি পেট ফাঁপা সৃষ্টি করে এবং এই গুণাবলির বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যেহেতু দীর্ঘক্ষণ বা সারা রাত পাত্রে রাখা পানি সংগ্রহের সাথে সাথে পান করা পানির চেয়ে অধিক উপকারী, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আবু হাইসাম ইবনুল তাইয়িহান-এর বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমাদের কাছে কি পুরনো চামড়ার মশকে রাখা বাসি পানি (সারা রাত রাখা পানি) আছে?" তখন তিনি তা নিয়ে এলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে পান করলেন। এটি ইমাম বুখারি বর্ণনা

করেছেন এবং এর শব্দ হলো: "যদি তোমার কাছে পুরনো মশকে রাখা বাসি পানি থাকে (তবে দাও), অন্যথায় আমরা সরাসরি জলাধার থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করব।" «১» ।

সারা রাত রাখা পানির উদাহরণ হলো খামির করা (গাঁজনকৃত) আটার মতো, আর সাথে সাথে পান করা পানির উদাহরণ হলো খামিরহীন আটার মতো। তদুপরি, পানি সারা রাত রাখা হলে তাতে থাকা মাটির উপাদান ও ধূলিকণা পৃথক হয়ে নিচে থিতিয়ে পড়ে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য সুপেয় ও মিষ্টি পানি সংগ্রহ করা হতো এবং তিনি এর মধ্য থেকে বাসি (সারা রাত রাখা) পানি পছন্দ করতেন। আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য সুকিয়া কূপ থেকে সুপেয় মিষ্টি পানি আনা হতো।" «২» ।

চামড়ার মশক ও পুরনো মশকগুলোতে রাখা পানি মাটির পাত্র, পাথরের পাত্র বা অন্যান্য পাত্রের পানির চেয়ে অধিক সুস্বাদু। বিশেষ করে চামড়ার তৈরি পাত্রের পানি। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য কোনো পাত্রের পরিবর্তে পুরনো মশকে রাখা পানি তালাশ করেছিলেন। পুরনো মশক ও চামড়ার পাত্রে পানির জন্য একটি বিশেষ সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কেননা এর মধ্যে থাকা ছিদ্রপথগুলো স্ফীত থাকে যেখান থেকে পানি চুঁইয়ে বের হয়। এ কারণেই ছিদ্রযুক্ত মাটির পাত্রের পানি অধিক সুস্বাদু এবং ছিদ্রহীন পাত্রের তুলনায় অধিক শীতল হয়। সুতরাং আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির পূর্ণতা, মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম সত্তা এবং সর্ববিষয়ে সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারীর ওপর। তিনি তাঁর উম্মতকে এমন সব উত্তম ও উপকারী বিষয়ের পথ দেখিয়েছেন যা তাদের অন্তর ও দেহের জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর।

আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় পানীয় ছিল মিষ্টি ও শীতল পানীয়।" «৩» । এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে সুপেয় মিঠা পানি, যেমন ঝরনার পানি বা কূপের মিষ্টি পানি, কারণ তাঁর জন্য সুপেয় পানি সংগ্রহ করা হতো। আবার এর দ্বারা মধু মিশ্রিত পানি অথবা যাতে খেজুর বা কিশমিশ ভিজিয়ে রাখা হয়েছে এমন পানিও উদ্দেশ্য হতে পারে।

বলা হয়ে থাকে—আর এটাই অধিক স্পষ্ট—যে এর দ্বারা উভয় প্রকার পানীয়ই উদ্দেশ্য হতে পারে।

---

(১) বুখারি এটি 'পানীয়' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) আবু দাউদ এটি 'পানীয়' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) আহমদ এবং তিরমিজি এটি 'জামি' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ ماء بات في سِقَاءٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا» . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْكَرْعِ، وَهُوَ الشُّرْبُ بِالْفَمِ مِنَ الْحَوْضِ وَالْمِقْرَاةِ وَنَحْوِهَا، وَهَذِهِ- وَاللَّهُ أَعْلَمُ- وَاقِعَةُ عَيْنٍ دَعَتِ الْحَاجَةُ فِيهَا إِلَى الْكَرْعِ بِالْفَمِ، أَوْ قَالَهُ مُبَيِّنًا لجوازه، فإن من الناس من يكرهه، الأطباء تَكَادُ تُحَرِّمُهُ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَعِدَةِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ لَا أَدْرِي مَا حَالُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا، وَهُوَ الْكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ: «لَا يَلَغُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يَخْتَبِرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَمَّرًا» «1» .

وَحَدِيثُ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ صَحَّ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا، إِذْ لَعَلَّ الشُّرْبَ بِالْيَدِ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُ حِينَئِذٍ، فَقَالَ: وَإِلَّا كَرَعْنَا، وَالشُّرْبُ بِالْفَمِ إِنَّمَا يَضُرُّ إِذَا انْكَبَّ الشَّارِبُ عَلَى وَجْهِهِ وَبَطْنِهِ، كَالَّذِي يَشْرَبُ مِنَ النَّهْرِ وَالْغَدِيرِ، فَأَمَّا إِذَا شَرِبَ مُنْتَصِبًا بِفَمِهِ مِنْ حَوْضٍ مُرْتَفِعٍ وَنَحْوِهِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ بِيَدِهِ أَوْ بفمه.

فَصْلٌ

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ الشُّرْبُ قَاعِدًا، هَذَا كَانَ هَدْيَهُ الْمُعْتَادَ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَسْتَقِيءَ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا.

قَالَتْ طَائِفَةٌ: هَذَا نَاسِخٌ لِلنَّهْيِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ مُبَيِّنٌ أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ، بَلْ لِلْإِرْشَادِ وَتَرْكِ الْأَوْلَى، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا، فَإِنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَ قَائِمًا

لِلْحَاجَةِ، فَإِنَّهُ جَاءَ إِلَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْتَقُونَ مِنْهَا، فَاسْتَقَى فَنَاوَلُوهُ الدَّلْوَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَهَذَا كَانَ مَوْضِعَ حَاجَةٍ.

وَلِلشُّرْبِ قَائِمًا آفَاتٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ به الرّي التام، ولا يستقرّ في

(1) أخرجه ابن ماجه في الأشربة.

সহিহ হাদিসে বর্ণিত তাঁর এই উক্তি: "যদি তোমার নিকট মশক (শিন্না) এ রাখা বাসি পানি থাকে (তবে দাও), অন্যথায় আমরা সরাসরি মুখ লাগিয়ে পান করব (কারা'না)"। এর মধ্যে সরাসরি মুখ লাগিয়ে পান করা (কার')-এর বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। আর 'কার'' হলো জলাধার বা পানির পাত্র ইত্যাদি থেকে সরাসরি মুখ লাগিয়ে পান করা। আল্লাহই ভালো জানেন—এটি ছিল একটি বিশেষ পরিস্থিতি যেখানে সরাসরি মুখ দিয়ে পান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, অথবা তিনি এর বৈধতা স্পষ্ট করার জন্য এটি বলেছিলেন। কেননা মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছেন যারা একে অপছন্দ করেন এবং চিকিৎসকরা তো একে প্রায় নিষিদ্ধই মনে করেন। তারা বলেন যে, এটি পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর। ইবনে উমর (রা.) থেকে এমন একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে—যার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই—যেখানে বলা হয়েছে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উপুড় হয়ে সরাসরি মুখ লাগিয়ে পান করতে (কার' করা) নিষেধ করেছেন এবং এক হাত দিয়ে আজলা ভরে পান করতেও বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মতো জিহ্বা দিয়ে চেটে পান না করে। আর রাতে পাত্রের পানি পরীক্ষা না করে পান করবে না, যদি না সেটি ঢাকা (মুখবন্ধ) থাকে।" (১)। আর বুখারির হাদিসটি এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ। যদি এটিও (দ্বিতীয় হাদিসটি) সহিহ হয়, তবে উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ সম্ভবত তখন হাত দিয়ে পান করা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি বলেছিলেন: "অন্যথায় আমরা সরাসরি মুখ লাগিয়ে পান করব।" সরাসরি মুখ দিয়ে পান করা কেবল তখনই ক্ষতিকর হয় যখন পানকারী পানির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, যেমনটি নদী বা জলাশয় থেকে পান করার সময় ঘটে থাকে। কিন্তু যখন কেউ কোনো উঁচু জলাধার বা অনুরূপ কিছু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ লাগিয়ে পান করে, তবে হাত দিয়ে পান করা বা সরাসরি মুখ দিয়ে পান করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

পরিচ্ছেদ

বসে পান করা ছিল তাঁর আদর্শ এবং এটিই ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। তাঁর থেকে দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়েছে। আবার এটিও সহিহ সূত্রে প্রমাণিত যে, তিনি দাঁড়িয়ে পানকারীকে তা বমি করে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তদ্রূপ তাঁর দাঁড়িয়ে পান করার বিষয়টিও সহিহ হাদিসে এসেছে।

ওলামাদের একটি দল বলেছেন: এটি (দাঁড়িয়ে পান করা) পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞাকে রহিতকারী (নাসিখ)। অন্য একটি দল বলেছেন: বরং এটি একথার প্রমাণ যে, নিষেধাজ্ঞাটি হারামের পর্যায়ে নয়, বরং তা কেবল শিষ্টাচারমূলক নির্দেশনা এবং উত্তম পন্থা ত্যাগের বর্ণনামাত্র। অপর একটি দল বলেছেন: এ দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ তিনি কেবল প্রয়োজনের খাতিরে দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন। তিনি জমজম কূপের নিকট এলেন যখন লোকেরা সেখান থেকে পানি উত্তোলন করছিল, অতঃপর তিনি পানি চাইলে তারা তাঁকে বালতি এগিয়ে দিল এবং তিনি দাঁড়িয়ে পান করলেন; এটি ছিল প্রয়োজনের ক্ষেত্র।

দাঁড়িয়ে পান করার বহুবিধ অপকারিতা রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো: এতে তৃষ্ণা পুরোপুরি মেটে না এবং তা পাকস্থলীতে স্থির হয় না...

---

(১) ইবনে মাজাহ পানীয় অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

الْمَعِدَةِ حَتَّى يَقْسِمَهُ الْكَبِدُ عَلَى الْأَعْضَاءِ، وَيَنْزِلَ بِسُرْعَةٍ وَحِدَّةٍ إِلَى الْمَعِدَةِ، فَيُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُبَرِّدَ حَرَارَتَهَا، وَيُشَوِّشَهَا، وَيُسْرِعَ النُّفُوذَ إِلَى أَسْفَلِ الْبَدَنِ بِغَيْرِ تَدْرِيجٍ، وَكُلُّ هَذَا يَضُرُّ بِالشَّارِبِ، وَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَادِرًا أَوْ لِحَاجَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَا يُعْتَرَضُ بِالْعَوَائِدِ عَلَى هَذَا، فَإِنَّ الْعَوَائِدَ طَبَائِعُ ثَوَانٍ، وَلَهَا أَحْكَامٌ أُخْرَى، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجِ عَنِ الْقِيَاسِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.

فَصْلٌ

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ» «1» .

الشَّرَابُ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ وَحَمَلَةِ الشَّرْعِ: هُوَ الْمَاءُ، وَمَعْنَى تَنَفُّسِهِ فِي الشَّرَابِ: إِبَانَتُهُ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ، وَتَنَفُّسُهُ خَارِجَهُ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الشَّرَابِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْقَدَحِ، وَلَكِنْ لِيُبِنِ الْإِنَاءَ عَنْ فِيهِ» «2» .

وَفِي هَذَا الشُّرْبِ حِكَمٌ جَمَّةٌ، وَفَوَائِدُ مُهِمَّةٌ، وَقَدْ نَبَّهَ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَجَامِعِهَا بِقَوْلِهِ.

«إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ» فَأَرْوَى: أَشَدُّ رِيًّا، وَأَبْلَغُهُ وَأَنْفَعُهُ، وَأَبْرَأُ: أَفْعَلُ مِنَ الْبُرْءِ، وَهُوَ الشِّفَاءُ، أَيْ يبرىء مِنْ شَدَّةِ الْعَطَشِ وَدَائِهِ لِتَرَدُّدِهِ عَلَى الْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ دُفْعَاتٍ، فَتُسَكِّنُ الدُّفْعَةُ الثَّانِيَةُ مَا عَجَزَتِ الْأُولَى عَنْ تَسْكِينِهِ، وَالثَّالِثَةُ مَا عَجَزَتِ الثَّانِيَةُ عَنْهُ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ، وَأَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهَا الْبَارِدُ وَهْلَةً وَاحِدَةً، وَنَهْلَةً وَاحِدَةً.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا يَرْوِي لِمُصَادَفَتِهِ لِحَرَارَةِ الْعَطَشِ لَحْظَةً، ثُمَّ يُقْلِعُ عَنْهَا، وَلَمَّا تُكْسَرُ سَوْرَتُهَا وَحِدَّتُهَا، وَإِنِ انْكَسَرَتْ لَمْ تَبْطُلْ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ كَسْرِهَا عَلَى التَّمَهُّلِ وَالتَّدْرِيجِ.

---

(1) أخرجه مسلم في الأشربة.

(2) أخرجه ابن ماجه من حديث رواه الحارث بن أبي ذئاب عن عمه عن أبي هريرة.

পাকস্থলী পর্যন্ত, যাতে কলিজা তা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বণ্টন করতে পারে। এটি দ্রুততা ও তীব্রতার সাথে পাকস্থলীতে পৌঁছায়, যার ফলে পাকস্থলীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা কমে যাওয়ার,

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এবং শরীরের নিচের অংশে কোনো ক্রমিকতা ছাড়াই দ্রুত প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে। এর প্রতিটি বিষয়ই পানকারীর জন্য ক্ষতিকর। তবে যদি কেউ কদাচিৎ বা প্রয়োজনের তাগিদে এমনটি করে, তবে তা তার ক্ষতি করবে না। প্রচলিত অভ্যাসের দোহাই দিয়ে এর বিরোধিতা করা যাবে না; কারণ অভ্যাস হলো দ্বিতীয় প্রকৃতি (তবিয়তে সানিয়া), যার বিধান ভিন্ন। এটি ফকিহদের (ইসলামি আইনবিদ) পরিভাষায় কিয়াসের (যৌক্তিক অনুমান) বহির্ভূত বিষয়ের মতো।

একটি পরিচ্ছেদ

সহিহ মুসলিম গ্রন্থে আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানীয় পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন: "এটি অধিক তৃপ্তিদায়ক, অধিক হজমকারক এবং অধিক রোগমুক্তিকর।"

শরিয়ত প্রণেতা এবং শরিয়তের বাহকদের পরিভাষায় 'পানীয়' বলতে পানিকে বোঝানো হয়েছে। পানীয় পান করার সময় শ্বাস নেওয়ার অর্থ হলো—পাত্রটি মুখ থেকে আলাদা করে বাইরে শ্বাস নেওয়া এবং পুনরায় পান করা। যেমনটি অন্য একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে: "তোমাদের কেউ যখন পান করে, সে যেন পাত্রের ভেতরে শ্বাস না ছাড়ে, বরং পাত্রটি তার মুখ থেকে সরিয়ে নেয়।"

এভাবে পান করার মধ্যে অসংখ্য প্রজ্ঞা ও গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাণীর মাধ্যমে এর সারসংক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

"এটি অধিক তৃপ্তিদায়ক, অধিক হজমকারক এবং অধিক রোগমুক্তিকর।" এখানে 'অধিক তৃপ্তিদায়ক' অর্থ হলো যা পিপাসা নিবারণে অধিকতর কার্যকরী ও উপকারী। আর 'অধিক রোগমুক্তিকর' শব্দটি আরোগ্য থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ নিরাময়। অর্থাৎ, এটি তীব্র পিপাসা ও এর কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়। কারণ এটি দফায় দফায় উত্তপ্ত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে; ফলে দ্বিতীয় দফার পানি প্রথম দফার অবশিষ্ট পিপাসা নিবারণ করে এবং তৃতীয় দফা দ্বিতীয় দফার অবশিষ্ট অভাব পূরণ করে। তদুপরি এটি পাকস্থলীর স্বাভাবিক তাপমাত্রার জন্য নিরাপদ এবং এর স্থায়িত্ব রক্ষাকারী; যাতে করে হঠাৎ একচুমুকে তীব্র শীতলতা সেখানে আক্রমণ না করে।

এছাড়াও একবারে পান করলে পিপাসার তীব্রতা এক মুহূর্তের জন্য প্রশমিত হলেও তার তেজ ও প্রখরতা পুরোপুরি কাটে না। আর যদি কিছুটা প্রশমিত হয়ও, তবুও তা সমূলে বিনাশ হয় না; যা ধীরস্থিরভাবে ও পর্যায়ক্রমে পান করার মাধ্যমে সম্ভব।

(১) ইমাম মুসলিম এটি পানীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) ইবনে মাজাহ এটি হারিস বিন আবি জিয়াব থেকে, তিনি তাঁর চাচা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ أَسْلَمُ عَاقِبَةً وَآمَنُ غَائِلَةً مِنْ تَنَاوُلِ جَمِيعِ مَا يُرْوِي دُفْعَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ يخاف منه أن يطفىء الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ بِشِدَّةِ بَرْدِهِ، وَكَثْرَةِ كَمِّيَّتِهِ، أَوْ يُضْعِفُهَا فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ مِزَاجِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ، وَإِلَى أَمْرَاضٍ رَدِيئَةٍ، خُصُوصًا فِي سُكَّانِ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، كَالْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ كَشِدَّةِ الصَّيْفِ، فَإِنَّ الشُّرْبَ وَهْلَةً وَاحِدَةً مَخُوفٌ عَلَيْهِمْ جِدًّا، فَإِنَّ الْحَارَّ الْغَرِيزِيَّ ضَعِيفٌ فِي بَوَاطِنِ أَهْلِهَا، وَفِي تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ الحارة.

وقوله: «وأمرأ» : هو أفعل من مرىء الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فِي بَدَنِهِ: إِذَا دَخَلَهُ، وَخَالَطَهُ بِسُهُولَةٍ وَلَذَّةٍ وَنَفْعٍ. وَمِنْهُ: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً «1» هَنِيئًا فِي عَاقِبَتِهِ، مَرِيئًا فِي مَذَاقِهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَسْرَعُ انْحِدَارًا عَنِ الْمَرِيءِ لِسُهُولَتِهِ وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْهُلُ عَلَى الْمَرِيءِ انْحِدَارُهُ.

وَمِنْ آفَاتِ الشُّرْبِ نَهْلَةً واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن يسدّ مَجْرَى الشَّرَابِ لِكَثْرَةِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ، فَيَغَصُّ بِهِ، فَإِذَا تَنَفَّسَ رُوَيْدًا، ثُمَّ شَرِبَ، أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ.

وَمِنْ فَوَائِدِهِ: أَنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَصَاعَدَ الْبُخَارُ الدُّخَانِيُّ الْحَارُّ الَّذِي كَانَ عَلَى الْقَلْبِ وَالْكَبِدِ لِوُرُودِ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَتْهُ الطَّبِيعَةُ عَنْهَا، فَإِذَا شَرِبَ مَرَّةً وَاحِدَةً، اتَّفَقَ نُزُولُ الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَصُعُودُ الْبُخَارِ، فَيَتَدَافَعَانِ وَيَتَعَالَجَانِ، وَمِنْ ذَلِكَ يَحْدُثُ الشَّرَقُ وَالْغُصَّةُ، وَلَا يَتَهَنَّأُ الشَّارِبُ بِالْمَاءِ، وَلَا يُمْرِئُهُ، وَلَا يَتِمُّ رِيُّهُ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، والبيهقي، وَغَيْرُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ الْمَاءَ مَصًّا، وَلَا يَعُبَّ عَبًّا، فَإِنَّهُ مِنَ الْكُبَادِ» «2» .

وَالْكُبَادُ- بِضَمِّ الْكَافِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ- هُوَ وَجَعُ الْكَبِدِ، وَقَدْ عُلِمَ بِالتَّجْرِبَةِ أَنَّ وُرُودَ الْمَاءِ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى الْكَبِدِ يُؤْلِمُهَا وَيُضْعِفُ حَرَارَتَهَا، وَسَبَبُ ذَلِكَ الْمُضَادَّةُ الَّتِي بَيْنَ حَرَارَتِهَا، وَبَيْنَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنْ كَيْفِيَّةِ الْمَبْرُودِ وَكَمِّيَّتِهِ. وَلَوْ وَرَدَ بِالتَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا، لَمْ يُضَادَّ حَرَارَتَهَا، وَلَمْ يُضْعِفْهَا، وَهَذَا مِثَالُهُ صَبُّ الْمَاءِ البارد على القدر،

---

(1) النساء- 4.

(2) أخرجه الطبراني في الصغير وابن السي وأبو نعيم في الطب، والبيهقي في شعب الإيمان.

অধিকন্তু, একদফায় তৃষ্ণা মেটানোর মতো পুরোটা পান করার চেয়ে এটি পরিণামের দিক থেকে অধিক নিরাপদ এবং বিপদমুক্ত। কারণ, একবারে অধিক পরিমাণে অতি শীতল পানি পান করলে তা শরীরের সহজাত উত্তাপকে (হারারাতে গারিজিয়্যাহ) নির্বাপিত করে দেওয়ার অথবা তাকে দুর্বল করে দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে এটি পাকস্থলী ও যকৃতের মেজাজের বিশৃঙ্খলা এবং নানাবিধ মারাত্মক ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়; বিশেষ করে হিজাজ, ইয়েমেন ও অনুরূপ অঞ্চলের গরম প্রধান দেশের অধিবাসী অথবা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মতো উষ্ণ সময়ে। কেননা, এক নিঃশ্বাসে পান করা তাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ; কারণ এই অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের শরীরের অভ্যন্তরীণ সহজাত উত্তাপ এবং সেই উষ্ণ কালীন সময়ে তা অত্যন্ত দুর্বল থাকে। এবং তাঁর বাণী: 'অধিক পরিপাকযোগ্য' (ওয়া আমাউ): এটি এমন শব্দমূল থেকে নির্গত যা খাদ্য ও পানীয় শরীরে প্রবেশ করার পর তা সহজে, তৃপ্তিদায়কভাবে ও উপকারী হিসেবে মিশে যাওয়ার অর্থ প্রকাশ করে। এ থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে: 'অতএব তোমরা তা তৃপ্তিসহকারে ও

স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ করো' (সুরা নিসা: ৪)। এখানে 'হানিয়্যান' অর্থ পরিণামে সুখকর এবং 'মারিইয়ান' অর্থ স্বাদে ও পরিপাকে তৃপ্তিকর। আরও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো—সহজ ও হালকা হওয়ার কারণে অন্ননালী (মারি) দিয়ে এটি অতি দ্রুত নিচে নেমে যায়। এর বিপরীতে পানীয়ের পরিমাণ অধিক হলে তা অন্ননালী দিয়ে সহজে নিচে নামতে চায় না।

এক নিঃশ্বাসে পান করার অন্যতম অপকারিতা হলো—এতে বিষম খাওয়ার (শরক) ভয় থাকে। অর্থাৎ পানির আধিক্যের কারণে তা পানীয় চলাচলের পথকে রুদ্ধ করে দিতে পারে এবং শ্বাসরোধের উপক্রম হতে পারে। তবে যদি কেউ ধীরে ধীরে শ্বাস নেয় এবং এরপর পান করে, তবে সে এ থেকে নিরাপদ থাকবে।

এর উপকারিতার মধ্যে অন্যতম হলো: পানকারী যখন প্রথমবার পান করে, তখন হৃদপিণ্ড ও যকৃতের ওপর অবস্থানরত গরম ধোঁয়াটে বাষ্প শীতল পানির সংস্পর্শে উর্ধ্বমুখী হয় এবং প্রকৃতি তা শরীর থেকে বের করে দেয়। কিন্তু যদি কেউ একবারে পুরোটা পান করে ফেলে, তবে শীতল পানির নিচে নামা এবং বাষ্পের উপরে ওঠার প্রক্রিয়া একই সময়ে ঘটে। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘাত ও গতিরোধ সৃষ্টি হয়। এ থেকেই বিষম খাওয়া ও কণ্ঠরোধের সমস্যা তৈরি হয়। এতে পানকারী পান করে তৃপ্ত হয় না, সঠিকভাবে তা পরিপাকও হয় না এবং তার তৃষ্ণাও পূর্ণাঙ্গরূপে মেটে না। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, বায়হাকী এবং অন্যান্যরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: 'যখন তোমাদের কেউ পান করে, সে যেন পানি চুষে চুষে (চুমুক দিয়ে) পান করে এবং এক নিঃশ্বাসে ঢকঢক করে পান না করে। কেননা তা থেকে যকৃতের রোগ (কুবাদ) সৃষ্টি হয়'।

কুবাদ—কাফ বর্ণে পেশ এবং বা বর্ণে জবরসহ—এর অর্থ হলো যকৃতের ব্যথা। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটি জানা গেছে যে, যকৃতে একবারে পানির ঢল নামানো তাতে ব্যথার সৃষ্টি করে এবং এর তাপমাত্রাকে দুর্বল করে দেয়। এর কারণ হলো—যকৃতের নিজস্ব উত্তাপ এবং তাতে আগত পানির শীতল গুণাগুণ ও পরিমাণের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য। কিন্তু যদি তা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে প্রবেশ করে, তবে তা যকৃতের উত্তাপের পরিপন্থী হয় না এবং তাকে দুর্বলও করে না। তপ্ত হাঁড়িতে শীতল পানি ঢালার বিষয়টি এর একটি উদাহরণ হতে পারে।

---

(১) আন-নিসা: ৪।

(২) তাবারানি ফিল সগির, ইবনুস সুন্নি, আবু নুয়াইম ফিত তিব্ব এবং বায়হাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

وهي تفوز لَا يَضُرُّهَا صَبُّهُ قَلِيلًا قَلِيلًا. وَقَدْ رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم:

«لَا تَشْرَبُوا نَفَسًا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ فَرَغْتُمْ» «1» .

وَلِلتَّسْمِيَةِ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَحَمْدِ اللَّهِ فِي آخِرِهِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي نَفْعِهِ وَاسْتِمْرَائِهِ، وَدَفْعِ مَضَرَّتِهِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِذَا جَمَعَ الطَّعَامُ أَرْبَعًا، فَقَدْ كَمُلَ: إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، وَحُمِدَ اللَّهُ فِي آخِرِهِ، وَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الأيدي، وكان من حل.

فَصْلٌ

وَقَدْ رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» : مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ» «2» . وَهَذَا مِمَّا لَا تَنَالُهُ عُلُومُ الْأَطِبَّاءِ وَمَعَارِفُهُمْ، وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث ابن سَعْدٍ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ: الْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي السَّنَةِ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ مِنْهَا.

وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ وَلَوْ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا «3» وَفِي عَرْضِ الْعُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْحِكْمَةِ، أَنَّهُ لَا يَنْسَى تَخْمِيرَهُ. بَلْ يَعْتَادُهُ حَتَّى بِالْعُودِ، وَفِيهِ: أَنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ الدَّبِيبُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهِ، فَيَمُرَّ عَلَى الْعُودِ، فَيَكُونُ الْعُودُ جِسْرًا لَهُ يَمْنَعُهُ مِنَ السُّقُوطِ فِيهِ.

وَصَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ أَمَرَ عِنْدَ إِيكَاءِ الْإِنَاءِ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّ ذكر اسم الله عند

(1) أخرجه الترمذي في الأشربة.

(2) أخرجه مسلم في الأشربة، والامام أحمد.

(3) أخرجه البخاري ومسلم.

এবং এটি সফল হয় আর অল্প অল্প করে পান করলে কোনো ক্ষতি হয় না। ইমাম তিরমিযী তার «জামি» গ্রন্থে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন:
«তোমরা উটের মতো এক শ্বাসে পান করো না; বরং দুই বা তিন শ্বাসে পান করো। পান করার শুরুতে তোমরা আল্লাহর নাম নাও (বিসমিল্লাহ বলো) এবং পান করা শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করো (আলহামদুলিল্লাহ বলো)» «১»।
খাবার ও পানীয়ের শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং শেষে আল্লাহর প্রশংসা করার মধ্যে এর উপকারিতা লাভ, সহজপাচ্যতা এবং ক্ষতি দূর করার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে।
ইমাম আহমাদ বলেন: যখন খাবারে চারটি বিষয় একত্রিত হয়, তখন তা পূর্ণতা পায়: যখন এর শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়, এতে হাতের সংখ্যা (ভক্ষণকারী) বেশি হয় এবং খাবারটি হালাল উৎস থেকে হয়।

পরিচ্ছেদ
ইমাম মুসলিম তাঁর «সহিহ» গ্রন্থে জাবির ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: «তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখো এবং মশকের মুখ বন্ধ করো। কেননা বছরে এমন একটি রাত আছে যাতে মহামারি (বা বালা-মসিবত) নাজিল হয়। এমন কোনো পাত্র যার ওপর ঢাকনা নেই অথবা এমন কোনো মশক যার মুখ বন্ধ নেই— তা অতিক্রম করার সময় সেই মহামারির কিছু অংশ অবশ্যই তাতে পতিত হয়» «২»। এটি এমন একটি বিষয় যা চিকিৎসকদের বিজ্ঞান বা জ্ঞান দিয়ে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তবে বুদ্ধিমানদের মধ্যে যারা এটি অনুধাবন করেছেন, তারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তা জেনেছেন। এই হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী লাইস ইবনে সাদ বলেন: আমাদের অঞ্চলের অনারবরা বছরের একটি রাতকে ভয় করে চলত, যা ছিল ডিসেম্বর (কানুন আল-আউয়াল) মাসের একটি রাত।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি তার ওপর একটি কাঠি আড়াআড়ি করে রেখে হলেও «৩»। পাত্রের ওপর কাঠি রাখার মধ্যে এই হিকমত রয়েছে যে, যেন ব্যক্তি এটি ঢাকতে ভুলে না যায়; বরং কাঠি রাখার মাধ্যমেও সে এটিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে আরও রহস্য রয়েছে যে, কোনো কিট-পতঙ্গ হয়তো পাত্রে পড়তে চায়, তখন সে কাঠির ওপর দিয়ে চলে যায় এবং কাঠিটি তার জন্য একটি সেতুর মতো কাজ করে যা তাকে ভেতরে পড়া থেকে রক্ষা করে।
তাঁর থেকে সহিহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাত্রের মুখ বন্ধ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর নাম স্মরণ করা...

---

(১) তিরমিযী এটি পানীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) মুসলিম এটি পানীয় অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।
(৩) বুখারি ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 174)الطب النبوي لابن القيم

تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ يَطْرُدُ عَنْهُ الشَّيْطَانَ، وَإِيكَاؤُهُ يَطْرُدُ عَنْهُ الْهَوَامَّ وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ لِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» مِنْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ «1» .

وَفِي هَذَا آدَابٌ عَدِيدَةٌ، مِنْهَا: أَنَّ تَرَدُّدَ أَنْفَاسِ الشَّارِبِ فِيهِ يُكْسِبُهُ زُهُومَةً وَرَائِحَةً كَرِيهَةً يُعَافُ لِأَجْلِهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَ الدَّاخِلُ إِلَى جَوْفِهِ مِنَ الْمَاءِ، فَتَضَرَّرَ بِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ حَيَوَانٌ لَا يَشْعُرُ بِهِ، فَيُؤْذِيهِ.

ومنها: أن الماء كَانَ فِيهِ قَذَاةٌ أَوْ غَيْرُهَا لَا يَرَاهَا عِنْدَ الشُّرْبِ، فَتَلِجُ جَوْفَهُ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الشُّرْبَ كَذَلِكَ يَمْلَأُ الْبَطْنَ مِنَ الْهَوَاءِ، فَيَضِيقُ عَنْ أَخْذِ حَظِّهِ مِنَ الْمَاءِ، أَوْ يُزَاحِمُهُ، أَوْ يُؤْذِيهِ، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا فِي «جَامِعِ الترمذي» : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِإِداوة يوم أحد، فقال: «اخنث فم الإدواة» ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهَا مِنْ فِيهَا «2» ؟

قُلْنَا:

نَكْتَفِي فِيهِ بِقَوْلِ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ عيسى أَوْ لَا انْتَهَى. يُرِيدُ عيسى بن عبد الله رَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.

فَصْلٌ

وَفِي «سُنَنِ أبي داود» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ» «3» ، وَهَذَا مِنَ الآداب

---

(1) أخرجه البخاري في الأشربة.

(2) أخرجه أبو داود. والإختناث: أنه يثنى رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها.

(3) أخرجه أبو داود في الأشربة.

পাত্র ঢেকে রাখা শয়তানকে বিতাড়িত করে এবং এর মুখ বেঁধে রাখা কীটপতঙ্গকে দূরে রাখে। এই দুটি কারণে এবং এই দুটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম (তথা বিসমিল্লাহ) স্মরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারি তাঁর ‘সহিহ’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মশকের (চামড়ার তৈরি পানির পাত্র) মুখ দিয়ে সরাসরি পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

এর মধ্যে অনেক আদব বা শিষ্টাচার নিহিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো: পানকারীর নিঃশ্বাস পাত্রের ভেতর বারবার পড়ার ফলে সেখানে এক ধরনের আঁশটে গন্ধ ও অবাঞ্ছিত দুর্গন্ধ তৈরি হয়, যার কারণে পরবর্তী সময়ে তা পানের অযোগ্য বা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।
অপর একটি কারণ হলো: অনেক সময় পেটে প্রবেশ করা পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, যা শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
আরেকটি কারণ হলো: পাত্রের ভেতর হয়তো কোনো ক্ষুদ্র প্রাণী থাকতে পারে যা সে টেরই পেল না, ফলে তা তাকে কষ্ট দিতে পারে।
আরও একটি কারণ হলো: পানির ভেতর কোনো ময়লা বা আবর্জনা থাকতে পারে যা পান করার সময় দৃষ্টিগোচর না হওয়ার ফলে তা পেটে চলে যেতে পারে।
আরেকটি দিক হলো: এভাবে পান করলে পেট বাতাসে পূর্ণ হয়ে যায়, যার ফলে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণের স্থান সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, অথবা এটি পানির সাথে সংঘর্ষ তৈরি করে কিংবা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও আরও অনেক হিকমত বা তাৎপর্য এতে নিহিত রয়েছে।
যদি প্রশ্ন করা হয়: ‘জামে তিরমিজি’-তে বর্ণিত সেই হাদিসটির ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কী, যাতে বলা হয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ যুদ্ধের দিন একটি পানির পাত্র আনিয়ে বললেন, “পাত্রের মুখটি উল্টে দাও (যাতে মুখ লাগিয়ে পান করা সহজ হয়)”, অতঃপর তিনি সেটির মুখ দিয়ে পান করলেন? এর উত্তরে আমরা বলব:
এ ক্ষেত্রে আমরা ইমাম তিরমিজির বক্তব্যকেই যথেষ্ট মনে করি। তিনি বলেছেন: এই হাদিসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহিহ নয়; বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে উমর আল-উমারিকে তার মুখস্থ শক্তির দুর্বলতার কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর তিনি ঈসা থেকে এটি শুনেছেন কি না তা-ও আমি জানি না। (এখানে উদ্ধৃতি শেষ)। তিনি ঈসা ইবনে আবদুল্লাহকে উদ্দেশ্য করেছেন, যিনি জনৈক আনসারি সাহাবি থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ
‘সুনানে আবু দাউদ’-এ আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানের পাত্রের ভাঙা অংশ দিয়ে পান করতে এবং পানীয়তে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।” এটিও আদব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত।

(১) এটি বুখারি ‘পানীয়’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। ‘ইখনাস’ (উল্টে দেওয়া)-এর অর্থ হলো পাত্রের মুখটি ভাঁজ করা বা বাঁকানো এবং তারপর সেখান থেকে পান করা।

(৩) এটি আবু দাউদ ‘পানীয়’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

الَّتِي تَتِمُّ بِهَا مَصْلَحَةُ الشَّارِبِ، فَإِنَّ الشُّرْبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ فِيهِ عِدَّةُ مَفَاسِدَ:

أَحَدُهَا: أَنَّ مَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ مِنْ قَذًى أَوْ غَيْرِهِ يَجْتَمِعُ إِلَى الثُّلْمَةِ بِخِلَافِ الْجَانِبِ الصَّحِيحِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ رُبَّمَا شَوَّشَ عَلَى الشَّارِبِ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُسْنِ الشُّرْبِ مِنَ الثُّلْمَةِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْوَسَخَ وَالزُّهُومَةَ تَجْتَمِعُ فِي الثُّلْمَةِ، وَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْغَسْلُ، كَمَا يَصِلُ إِلَى الْجَانِبِ الصَّحِيحِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الثُّلْمَةَ مَحَلُّ الْعَيْبِ فِي الْقَدَحِ، وَهِيَ أَرْدَأُ مَكَانٍ فِيهِ، فَيَنْبَغِي تَجَنُّبُهُ، وَقَصْدُ الْجَانِبِ الصَّحِيحِ، فَإِنَّ الرَّدِيءَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَا خَيْرَ فِيهِ، وَرَأَى بَعْضُ السَّلَفِ رَجُلًا يَشْتَرِي حَاجَةً رَدِيئَةً، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ نَزَعَ الْبَرَكَةَ مِنْ كُلِّ رَدِيءٍ.

الْخَامِسُ: أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِي الثُّلْمَةِ شَقٌّ أَوْ تَحْدِيدٌ يَجْرَحُ فَمَ الشَّارِبِ، وَلِغَيْرِ هَذِهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ.

وَأَمَّا النَّفْخُ فِي الشَّرَابِ، فَإِنَّهُ يُكْسِبُهُ مِنْ فَمِ النَّافِخِ رَائِحَةً كَرِيهَةً يُعَافُ لِأَجْلِهَا، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مُتَغَيِّرَ الْفَمِ. وَبِالْجُمْلَةِ: فَأَنْفَاسُ النَّافِخِ تُخَالِطُهُ، وَلِهَذَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ وَالنَّفْخِ فِيهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي

رَوَاهُ الترمذي وَصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ «1» .

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» . مِنْ حَدِيثِ أنس، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا؟ قِيلَ: نُقَابِلُهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا، وَذَكَرَ الإناء لأنه آلة

---

(1) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد.

যার মাধ্যমে পানকারীর কল্যাণ সাধিত হয়। কারণ পেয়ালার ভাঙা অংশ (ফাটল) দিয়ে পান করার মধ্যে বেশ কিছু অপকারিতা রয়েছে:

প্রথমত: পানির উপরিভাগে যে ময়লা বা অন্য কিছু থাকে, তা অক্ষত অংশের তুলনায় ভাঙা অংশে গিয়ে জমা হয়।

দ্বিতীয়ত: এটি সম্ভবত পানকারীর জন্য অস্বস্তির সৃষ্টি করে এবং সে ভাঙা অংশ দিয়ে যথাযথভাবে পান করতে সক্ষম হয় না।

তৃতীয়ত: ভাঙা অংশে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি জমে থাকে, যা ধোয়ার সময় সেখানে পৌঁছায় না, যেমনটি অক্ষত অংশে পৌঁছায়।

চতুর্থত: ভাঙা অংশটি পেয়ালার ত্রুটিযুক্ত স্থান এবং এটি পাত্রের সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশ। তাই এটি বর্জন করা এবং অক্ষত অংশটি ব্যবহারের সংকল্প করা উচিত। কেননা কোনো জিনিসের নিকৃষ্ট অংশে কোনো কল্যাণ নেই। জনৈক পূর্বসূরি (সালাফ) এক ব্যক্তিকে একটি নিম্নমানের ত্রুটিযুক্ত বস্তু ক্রয় করতে দেখে বলেছিলেন: এমন করো না; তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে বরকত উঠিয়ে নিয়েছেন?

পঞ্চমত: ভাঙা অংশে এমন কোনো ফাটল বা ধারালো অংশ থাকতে পারে যা পানকারীর মুখকে আহত করতে পারে। এছাড়াও এর আরও কিছু অপকারিতা রয়েছে।

আর পানীয়তে ফুঁ দেওয়ার বিষয়টি হলো, এটি ফুঁ প্রদানকারীর মুখ থেকে নির্গত দুর্গন্ধ পানীয়তে মিশিয়ে দেয় যার কারণে তা পানের অযোগ্য মনে হয়, বিশেষ করে যদি তার মুখের গন্ধে পরিবর্তন এসে থাকে। মোটকথা, ফুঁ প্রদানকারীর নিঃশ্বাস পানীয়র সাথে মিশে যায়। এই

কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা এবং তাতে ফুঁ দেওয়া—উভয়টিই নিষেধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রের ভেতরে নিঃশ্বাস নিতে অথবা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

যদি প্রশ্ন করা হয়: তবে আপনারা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ বর্ণিত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসটির কী ব্যাখ্যা দেবেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রে তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন? উত্তরে বলা হবে: আমরা একে পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা ও মস্তক অবনত করে গ্রহণ করি। এর সাথে পূর্বোক্ত হাদীসের কোনো বিরোধ নেই। কারণ এর অর্থ হলো, তিনি পান করার সময় তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন (পাত্রের বাইরে)। এখানে পাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এটি পানের একটি মাধ্যম।

---

(১) তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

الشُّرْبِ، وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّ إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَاتَ فِي الثَّدْيِ «1» أَيْ: فِي مدة الرضاع.

فَصْلٌ

وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ اللَّبَنَ خَالِصًا تَارَةً، وَمَشُوبًا بِالْمَاءِ أُخْرَى. وَفِي شُرْبِ اللَّبَنِ الْحُلْوِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ خَالِصًا وَمَشُوبًا نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَتَرْطِيبُ الْبَدَنِ، وَرِيُّ الْكَبِدِ، وَلَا سِيَّمَا اللَّبَنَ الَّذِي تَرْعَى دَوَابُّهُ الشِّيحَ وَالْقَيْصُومَ وَالْخُزَامَى وَمَا أَشْبَهَهَا، فَإِنَّ لَبَنَهَا غِذَاءٌ مَعَ الْأَغْذِيَةِ، وَشَرَابٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ، وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِيَةِ وَفِي

«جَامِعِ الترمذي» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيه، فأطعمنا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شيء يجزىء، مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ» . قَالَ الترمذي: هذا حديث حسن «2» .

فَصْلٌ

وَثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مسلم» أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ «3» . وَهَذَا النَّبِيذُ: هُوَ مَا يُطْرَحُ فِيهِ تَمْرٌ يُحَلِّيهِ، وَهُوَ يَدْخُلُ فِي الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، وَلَهُ نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي زِيَادَةِ الْقُوَّةِ، وَحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ خَوْفًا مِنْ تَغَيُّرِهِ إِلَى الْإِسْكَارِ.

---

(1) أخرجه مسلم في الفضائل.

(2) أخرجه الترمذي في الدعوات، وأبو داود والامام أحمد، والبيهقي في شعب الايمان، وابن ماجة.

(3) أخرجه مسلم في الأشربة.

পান করা প্রসঙ্গে; এটি সহীহ হাদিসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুত্র ইবরাহীম দুগ্ধপানের সময় (ফি আল-সাদি) «১» ইন্তেকাল করেছিলেন, অর্থাৎ দুগ্ধপানের মেয়াদের মধ্যে।

পরিচ্ছেদ

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো খাঁটি দুধ পান করতেন এবং কখনো পানির সাথে মিশ্রিত দুধ পান করতেন। সেই উষ্ণ দেশগুলোতে খাঁটি বা মিশ্রিত মিষ্ট দুধ পান করার মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা, শরীরকে সজীব রাখা এবং যকৃতের তৃষ্ণা নিবারণে মহান উপকারিতা রয়েছে। বিশেষ করে সেই দুধ, যার পশুপাল শিহ, কাইসুম, খুজামা (ল্যাভেন্ডার) ও অনুরূপ উদ্ভিদ

ভক্ষণ করে। কারণ তাদের দুধ খাদ্যের সাথে খাদ্য, পানীয়ের সাথে পানীয় এবং ওষুধের সাথে ওষুধ হিসেবে কাজ করে। 'জামে তিরমিজী'-তে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে: «যখন তোমাদের কেউ কোনো খাবার গ্রহণ করে, তখন সে যেন বলে: হে আল্লাহ! আপনি এতে আমাদের বরকত দান করুন এবং আমাদের এর চেয়ে উত্তম খাবার আহার করান। আর যখন কাউকে দুধ পান করানো হয়, তখন সে যেন বলে: হে আল্লাহ! আপনি এতে আমাদের বরকত দিন এবং আমাদের জন্য তা বৃদ্ধি করে দিন। কারণ, দুধ ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই যা খাদ্য ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট হয়।» ইমাম তিরমিজী বলেন: এটি একটি হাসান হাদিস «২»।

পরিচ্ছেদ

'সহীহ মুসলিম'-এ প্রমাণিত যে, রাতের প্রথমাংশে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য খেজুর ভেজানো পানীয় (নাবীজ) প্রস্তুত করা হতো। তিনি তা সেই দিনের সকালে পান করতেন, পরবর্তী রাতে, পরের দিন, তারপরের রাতে এবং তার পরের দিন আসর পর্যন্ত পান করতেন। যদি এর কিছু অবশিষ্ট থাকত, তবে তিনি তা খাদেমকে পান করাতেন অথবা তা ঢেলে ফেলার আদেশ দিতেন «৩»। এই নাবীজ হলো সেই পানীয় যাতে খেজুর ভিজিয়ে রেখে একে মিষ্টি করা হতো। এটি খাদ্য ও পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং শক্তি বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষায় এর বিশেষ উপকারিতা রয়েছে। নেশাগ্রস্ত হওয়ার মতো কোনো পরিবর্তনের আশঙ্কায় তিনি তিন দিনের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলে তা পান করতেন না।

---

(১) মুসলিম এটি 'ফাদাইল' (মর্যাদা) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) তিরমিজী এটি 'দাওয়াত' অধ্যায়ে এবং আবু দাউদ, ইমাম আহমাদ, বাইহাকী 'শুআবুল ঈমান' ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) মুসলিম এটি 'আশরিবা' (পানীয়) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ الْمَلْبَسِ

وَكَانَ مِنْ أَتَمِّ الْهَدْيِ، وَأَنْفَعِهِ لِلْبَدَنِ، وَأَخَفِّهِ عَلَيْهِ، وَأَيْسَرِهِ لُبْسًا وَخَلْعًا، وَكَانَ أَكْثَرُ لُبْسِهِ الْأَزْدِيَةَ وَالْأُزُرَ، وَهِيَ أَخَفُّ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِهَا، وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، بَلْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَيْهِ. وَكَانَ هَدْيُهُ فِي لَبْسِهِ لِمَا يَلْبَسُهُ أَنْفَعَ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُطِيلُ أَكْمَامَهُ، وَيُوَسِّعُهَا، بَلْ كَانَتْ كُمُّ قَمِيصِهِ إِلَى الرُّسْغِ لَا يُجَاوِزُ الْيَدَ، فَتَشُقُّ عَلَى لَابِسِهَا، وَتَمْنَعُهُ خِفَّةَ الْحَرَكَةِ وَالْبَطْشِ، وَلَا تَقْصُرُ عَنْ هَذِهِ، فَتَبْرُزُ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَكَانَ ذَيْلُ قَمِيصِهِ وَإِزَارِهِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْكَعْبَيْنِ، فَيُؤْذِي الْمَاشِيَ وَيَؤُودُهُ، وَيَجْعَلُهُ كَالْمُقَيَّدِ، وَلَمْ يَقْصُرْ عَنْ عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، فَتَنْكَشِفُ فَيُؤْذِي بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَلَمْ تَكُنْ عِمَامَتُهُ بِالْكَبِيرَةِ الَّتِي يُؤْذِي الرَّأْسَ حَمْلُهَا، وَيُضْعِفُهُ وَيَجْعَلُهُ عُرْضَةً لِلضَّعْفِ وَالْآفَاتِ، كَمَا يُشَاهَدُ مِنْ حَالِ أَصْحَابِهَا، وَلَا بِالصَّغِيرَةِ الَّتِي تَقْصُرُ عَنْ وِقَايَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، بَلْ وَسَطًا بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ يُدْخِلُهَا تَحْتَ حَنَكِهِ، وَفِي ذَلِكَ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ: فَإِنَّهَا تَقِي الْعُنُقَ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، وَهُوَ أَثْبَتُ لَهَا، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ رُكُوبِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَالْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اتَّخَذَ الْكَلَالِيبَ عِوَضًا عَنِ الْحَنَكِ، وَيَا بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي النَّفْعِ وَالزِّينَةِ، وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ اللُّبْسَةَ وَجَدْتَهَا مِنْ أَنْفَعِ اللُّبْسَاتِ وَأَبْلَغِهَا فِي حِفْظِ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَقُوَّتِهِ، وَأَبْعَدِهَا مِنَ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ عَلَى الْبَدَنِ.

وَكَانَ يَلْبَسُ الْخِفَافَ فِي السَّفَرِ دَائِمًا، أَوْ أَغْلَبَ أَحْوَالِهِ لِحَاجَةِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى مَا يَقِيهِمَا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَفِي الْحَضَرِ أَحْيَانًا.

وَكَانَ أَحَبُّ أَلْوَانِ الثِّيَابِ إِلَيْهِ الْبَيَاضَ، وَالْحِبَرَةَ، وَهِيَ الْبُرُودُ الْمُحَبَّرَةُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ لُبْسُ الْأَحْمَرِ، وَلَا الْأَسْوَدِ، وَلَا الْمُصَبَّغِ، وَلَا الْمَصْقُولِ. وَأَمَّا الْحُلَّةُ الْحَمْرَاءُ الَّتِي لَبِسَهَا، فَهِيَ الرِّدَاءُ الْيَمَانِيُّ الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ وَحُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ، كَالْحُلَّةِ الْخَضْرَاءِ، فَقَدْ لَبِسَ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ، وَتَغْلِيطُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَبِسَ الْأَحْمَرَ الْقَانِيَ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ.

পরিচ্ছেদ: পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে তাঁর (রাসূলুল্লাহর) নীতি

পোশাকের ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিল অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ, শরীরের জন্য সর্বাধিক উপকারী, শরীরের ওপর অত্যন্ত হালকা এবং পরিধান করা ও খোলার ক্ষেত্রে খুবই সহজসাধ্য। তিনি অধিকাংশ সময় চাদর (রদা) ও লুঙ্গি (ইজার) পরিধান করতেন, যা শরীরের জন্য অন্য যেকোনো পোশাকের তুলনায় অধিক আরামদায়ক। তিনি জামাও (কামিস) পরিধান করতেন; বরং এটিই ছিল তাঁর নিকট প্রিয়তম পোশাক। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত নীতি ছিল দেহের জন্য সর্বাধিক উপযোগী। কেননা তিনি পোশাকের হাতা অতিরিক্ত লম্বা বা বেশি প্রশস্ত করতেন না। বরং তাঁর জামার হাতা কবজি (রুসগ) পর্যন্ত হতো, যা হাতের সীমা অতিক্রম করত না; কারণ তা পরিধানকারীর জন্য কষ্টকর হয় এবং ক্ষিপ্র চলাফেরা ও কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে। আবার তা এর চেয়ে ছোটও হতো না, যাতে শরীর রোদ বা শীতের প্রকোপে পড়ে। তাঁর জামা ও লুঙ্গির নিচের প্রান্ত নলার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছাত, যা টাখনুদ্বয় অতিক্রম করত না; কারণ তা পথচারীকে কষ্ট দেয়, তাকে ক্লান্ত করে এবং তাকে শৃঙ্খলিত ব্যক্তির মতো করে ফেলে। আবার তাঁর পোশাক নলার মাংসপেশির চেয়ে উঁচুতেও হতো না, যাতে তা উন্মুক্ত হয়ে রোদ বা ঠান্ডার কারণে কষ্ট পায়। তাঁর পাগড়ি (ইমামা) এমন বড় ছিল না যা বহন করা মাথার জন্য কষ্টকর হয় এবং তাকে দুর্বল করে দিয়ে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে—যেমনটি বড় পাগড়ি পরিধানকারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। আবার তা এত ছোটও ছিল না যা মাথাকে রোদ ও শীত থেকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়; বরং তা ছিল এই দুইয়ের মাঝামাঝি। তিনি পাগড়ির এক প্রান্ত চিবুকের নিচ দিয়ে (হানাক) পেঁচিয়ে নিতেন। এতে বহুবিধ উপকার রয়েছে: এটি ঘাড়কে রোদ ও ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে এবং পাগড়িকে মাথায় মজবুতভাবে আটকে রাখে, বিশেষ করে ঘোড়া ও উটে আরোহণকালে এবং যুদ্ধের ময়দানে আক্রমণ ও পিছু হটার সময়ে। অনেক মানুষ চিবুকের নিচে প্যাঁচ দেওয়ার পরিবর্তে ক্লিপ বা হুক (কালালিব) ব্যবহার করে থাকে; অথচ উপকারিতা ও সৌন্দর্যের বিচারে এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আপনি যদি এই পোশাকশৈলী নিয়ে চিন্তা করেন, তবে দেখবেন এটি শারীরিক সুস্থতা ও শক্তি সংরক্ষণের জন্য অন্যতম উপকারী পদ্ধতি এবং যা কৃত্রিমতা ও দেহের ওপর অতিরিক্ত ভার চাপানো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তিনি সফরে সর্বদা অথবা অধিকাংশ সময় চামড়ার মোজা (খুফ) পরিধান করতেন, কারণ পা দুটির রোদ ও ঠান্ডা থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন হতো। আর নিজ আবাসে (হাজর) অবস্থানকালে মাঝে মাঝে তা পরিধান করতেন।

পোশাকের রঙের মধ্যে তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল সাদা রঙ এবং হিবা্রাহ (এক প্রকার কারুকার্যময় চাদর)। নিরেট লাল, কালো, কৃত্রিম রঞ্জক দেওয়া কিংবা অতিরিক্ত চকমকে পোশাক পরিধান করা তাঁর আদর্শ ছিল না। আর তাঁর পরিহিত যে লাল পোশাকের (হুল্লা হামরা) কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটি ছিল মূলত ইয়ামেনি চাদর, যাতে কালো, লাল ও সাদা রঙের সংমিশ্রণ ছিল—যেমনটি সবুজ চাদরের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তিনি এই উভয় প্রকার পোশাকই পরিধান করেছেন। এ বিষয়টি এর আগেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যারা মনে করেন যে তিনি নিরেট টকটকে লাল পোশাক পরিধান করেছেন, তাদের ধারণার ভুল পর্যাপ্ত প্রমাণসহ ইতিপূর্বেই খণ্ডন করা হয়েছে।

(ص: 178)الطب النبوي لابن القيم

فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ الْمَسْكَنِ

لَمَّا عَلِمَ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَأَنَّ الدُّنْيَا مَرْحَلَةُ مُسَافِرٍ يَنْزِلُ فِيهَا مُدَّةَ عُمُرِهِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ عَنْهَا إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ وَهَدْيِ أَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُ الِاعْتِنَاءُ بِالْمَسَاكِنِ وَتَشْيِيدِهَا، وَتَعْلِيَتِهَا وَزَخْرَفَتِهَا وَتَوْسِيعِهَا، بَلْ كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ مَنَازِلِ الْمُسَافِرِ تَقِي الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، وَتَسْتُرُ عَنِ الْعُيُونِ، وَتَمْنَعُ مِنْ وُلُوجِ الدَّوَابِّ، وَلَا يُخَافُ سُقُوطُهَا لِفَرْطِ ثِقَلِهَا، وَلَا تُعَشِّشُ فِيهَا الْهَوَامُّ لِسِعَتِهَا وَلَا تَعْتَوِرُ عَلَيْهَا الْأَهْوِيَةُ وَالرِّيَاحُ الْمُؤْذِيَةُ لِارْتِفَاعِهَا، وَلَيْسَتْ تَحْتَ الْأَرْضِ فَتُؤْذِي سَاكِنَهَا، وَلَا فِي غَايَةِ الِارْتِفَاعِ عَلَيْهَا، بَلْ وَسَطٌ، وَتِلْكَ أَعْدَلُ الْمَسَاكِنِ وَأَنْفَعُهَا، وَأَقَلُّهَا حَرًّا وَبَرْدًا، وَلَا تَضِيقُ عَنْ سَاكِنِهَا، فَيَنْحَصِرُ، وَلَا تَفْضُلُ عَنْهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ، فَتَأْوِي الْهَوَامُّ فِي خُلُوِّهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا كُنُفٌ تُؤْذِي سَاكِنَهَا بِرَائِحَتِهَا، بَلْ رَائِحَتُهَا مِنْ أَطْيَبِ الرَّوَائِحِ لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ، وَلَا يَزَالُ عِنْدَهُ، وَرِيحُهُ هُوَ مِنْ أَطْيَبِ الرَّائِحَةِ، وَعَرَقُهُ

مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ كَنِيفٌ تَظْهَرُ رَائِحَتُهُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَعْدَلِ الْمَسَاكِنِ وَأَنْفَعِهَا وَأَوْفَقِهَا لِلْبَدَنِ، وَحِفْظِ صِحَّتِهِ.

فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ النوم واليقظة

من تدبر وَيَقَظَتَهُ صلى الله عليه وسلم، وَجَدَهُ أَعْدَلَ نَوْمٍ، وَأَنْفَعَهُ لِلْبَدَنِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْقُوَى، فَإِنَّهُ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَسْتَيْقِظُ فِي أَوَّلِ النِّصْفِ الثَّانِي، فَيَقُومُ وَيَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، فَيَأْخُذُ الْبَدَنُ وَالْأَعْضَاءُ، وَالْقُوَى حَظَّهَا مِنَ النَّوْمِ وَالرَّاحَةِ، وَحَظَّهَا مِنَ الرِّيَاضَةِ مَعَ وُفُورِ الْأَجْرِ، وَهَذَا غَايَةُ صَلَاحِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّوْمِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ من القدر

বাসস্থানের বিষয়ে তাঁর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) জানতেন যে তিনি একটি সফরের ওপর রয়েছেন এবং পৃথিবী হলো একজন মুসাফিরের যাত্রাবিরতির স্থান, যেখানে তিনি তাঁর আয়ুষ্কাল অবস্থান করবেন এবং অতঃপর সেখান থেকে পরকালের দিকে যাত্রা করবেন, তাই ঘরবাড়ির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া, সেগুলো সুউচ্চ করা, সুশোভিত করা কিংবা প্রশস্ত করা তাঁর এবং তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদের আদর্শ ছিল না। বরং তাঁর ঘরগুলো ছিল একজন মুসাফিরের জন্য সর্বোত্তম আবাসস্থল যা রোদ ও শীত থেকে রক্ষা করত, জনচক্ষু থেকে আড়াল রাখত এবং হিংস্র জীবজন্তুর প্রবেশ রোধ করত। অতিরিক্ত ওজনের কারণে সেগুলো ভেঙে পড়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না, আবার আয়তনে খুব বড় না হওয়ায় তাতে বিষাক্ত কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধতে পারত না। ঘরগুলো অতিরিক্ত উচ্চতায় ছিল না যে তাতে কষ্টদায়ক বাতাস বা ঝড় আঘাত হানবে, আবার তা মাটির নিচেও ছিল না যা বাসিন্দাদের জন্য কষ্টকর হয়; বরং তা ছিল মধ্যমমানের। আর এটিই ছিল সর্বাপেক্ষা ভারসাম্যপূর্ণ ও উপকারী বাসস্থান, যা শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে মুক্ত রাখে। এটি বাসিন্দার জন্য এতটা সংকীর্ণ ছিল না যে সে আবদ্ধ বোধ করবে, আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড়ও ছিল না যার কোনো উপকার নেই এবং যার খালি জায়গায় কীটপতঙ্গ আশ্রয় নিতে পারে। সেখানে এমন কোনো শৌচাগার ছিল না যা তার দুর্গন্ধের কারণে

বাসিন্দাদের কষ্ট দেয়, বরং তাঁর ঘরের ঘ্রাণ ছিল অত্যন্ত চমৎকার। কারণ তিনি সুগন্ধি পছন্দ করতেন এবং তা সর্বদা তাঁর কাছে থাকত। এছাড়া তাঁর নিজস্ব ঘ্রাণ ছিল সবচেয়ে উত্তম সুঘ্রাণ এবং তাঁর শরীরের ঘাম ছিল সর্বোত্তম সুগন্ধি। ঘরের ভেতরে এমন কোনো শৌচাগার ছিল না যার দুর্গন্ধ প্রকাশ পায়। নিঃসন্দেহে এটিই ছিল শরীরের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সবচেয়ে উপযোগী, ভারসাম্যপূর্ণ এবং কল্যাণকর বাসস্থান।

নিদ্রা ও জাগরণের বিষয়ে তাঁর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ
যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, সে দেখতে পাবে যে তাঁর ঘুম ছিল সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ এবং তা শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শারীরিক শক্তির জন্য অত্যন্ত উপকারী। কেননা তিনি রাতের প্রথম প্রহরে ঘুমাতেন এবং রাতের শেষ অর্ধাংশের শুরুতে জাগ্রত হতেন। অতঃপর তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন, অজু করতেন এবং আল্লাহ তাঁর জন্য যতটুকু নির্ধারণ করেছেন ততটুকু নামাজ আদায় করতেন। এর ফলে শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শক্তিসমূহ তাদের বিশ্রামের হক যেমন আদায় করত, তেমনি বিপুল সওয়াবের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শারীরিক অনুশীলনের অংশটুকুও লাভ করত। এটিই ছিল হৃদয় ও শরীরের এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সামগ্রিক কল্যাণের চূড়ান্ত পর্যায়। তিনি প্রয়োজনীয় পরিমাণের অতিরিক্ত ঘুমাতেন না, আবার নিজেকে পরিমিত ঘুম থেকে বঞ্চিতও করতেন না।

(ص: 179)الطب النبوي لابن القيم

الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَكَانَ يَفْعَلُهُ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، فَيَنَامُ إِذَا دَعَتْهُ الْحَاجَةُ إِلَى النَّوْمِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ذَاكِرًا اللَّهَ حَتَّى تَغْلِبَهُ عيناه، غير ممتلىء الْبَدَنِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا مُبَاشِرٍ بِجَنْبِهِ الْأَرْضَ، وَلَا مُتَّخِذٍ لِلْفُرُشِ الْمُرْتَفِعَةِ، بَلْ لَهُ ضِجَاعٌ مَنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ، وَكَانَ يَضْطَجِعُ عَلَى الْوِسَادَةِ، وَيَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ أَحْيَانًا.
وَنَحْنُ نَذْكُرُ فَصْلًا فِي النَّوْمِ وَالنَّافِعِ مِنْهُ وَالضَّارِّ، فَنَقُولُ:

النَّوْمُ حَالَةٌ لِلْبَدَنِ يَتْبَعُهَا غَوْرُ الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِ وَالْقُوَى إِلَى بَاطِنِ الْبَدَنِ لِطَلَبِ الرَّاحَةِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: طَبِيعِيٌّ وَغَيْرُ طَبِيعِيّ. فَالطَّبِيعِيُّ: إِمْسَاكُ الْقُوَى النَّفْسَانِيَّةِ عَنْ أَفْعَالِهَا، وَهِيَ قُوَى الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ الْإِرَادِيَّةِ، وَمَتَى أَمْسَكَتْ هَذِهِ الْقُوَى عَنْ تَحْرِيكِ الْبَدَنِ اسْتَرْخَى، وَاجْتَمَعَتِ الرُّطُوبَاتُ وَالْأَبْخِرَةُ الَّتِي كَانَتْ تَتَحَلَّلُ وَتَتَفَرَّقُ بِالْحَرَكَاتِ وَالْيَقَظَةِ فِي الدِّمَاغِ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ هَذِهِ الْقُوَى، فَيَتَخَدَّرُ وَيَسْتَرْخِي، وَذَلِكَ النَّوْمُ الطَّبِيعِيُّ.

وَأَمَّا النَّوْمُ غَيْرُ الطَّبِيعِيّ، فَيَكُونُ لِعَرَضٍ أَوْ مَرَضٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَسْتَوْلِيَ الرُّطُوبَاتُ عَلَى الدِّمَاغِ اسْتِيلَاءً لَا تَقْدِرُ الْيَقَظَةُ عَلَى تَفْرِيقِهَا، أَوْ تَصْعَدُ أَبْخِرَةٌ رَطْبَةٌ كَثِيرَةٌ كَمَا يَكُونُ عَقِيبَ الِامْتِلَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَتُثْقِلُ الدِّمَاغَ وَتُرْخِيهِ، فَيَتَخَدَّرُ، وَيَقَعُ إِمْسَاكُ الْقُوَى النَّفْسَانِيَّةِ عَنْ أَفْعَالِهَا، فَيَكُونُ النَّوْمُ.

وَلِلنَّوْمِ فَائِدَتَانِ جَلِيلَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: سُكُونُ الْجَوَارِحِ وَرَاحَتُهَا مِمَّا يَعْرِضُ لَهَا مِنَ التَّعَبِ، فَيُرِيحُ الْحَوَاسَّ مِنْ نَصَبِ الْيَقَظَةِ، وَيُزِيلُ الْإِعْيَاءَ وَالْكَلَالَ.

وَالثَّانِيَةُ: هَضْمُ الْغِذَاءِ، وَنُضْجُ الْأَخْلَاطِ لِأَنَّ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ فِي وَقْتِ النَّوْمِ تَغُورُ إِلَى بَاطِنِ الْبَدَنِ، فَتُعِينُ عَلَى ذَلِكَ، وَلِهَذَا يَبْرُدُ ظَاهِرُهُ وَيَحْتَاجُ النَّائِمُ إِلَى فَضْلِ دِثَارٍ.

وَأَنْفَعُ النَّوْمِ: أَنْ يَنَامَ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، لِيَسْتَقِرَّ الطَّعَامُ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ فِي

প্রয়োজনীয় মাত্রায় তিনি তা সম্পন্ন করতেন এবং তিনি তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতেন। যখন তাঁর ঘুমের প্রয়োজন হতো, তখন তিনি আল্লাহর জিকির করতে করতে ডান কাতে শয়ন করতেন, যতক্ষণ না তাঁর দুই চোখে ঘুম নেমে আসত। তাঁর শরীর পানাহারে পরিপূর্ণ থাকত না। তিনি সরাসরি মাটির সংস্পর্শে শয়ন করতেন না, আবার অত্যুচ্চ শয্যাও গ্রহণ করতেন না। বরং তাঁর জন্য চামড়ার একটি বিছানা ছিল যার ভেতরে খেজুরের তন্তু (লিফ) ঠাসা ছিল। তিনি বালিশে হেলান দিয়ে শয়ন করতেন এবং কখনো কখনো নিজের হাত গালের নিচে রাখতেন।

আমরা এখন নিদ্রা এবং এর উপকারী ও অপকারী দিক সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ আলোচনা করব। আমরা বলি:

নিদ্রা শরীরের এমন একটি অবস্থা যার অনুষঙ্গ হিসেবে শরীরের সহজাত উষ্ণতা (হারারাত গারিজিয়্যাহ) এবং শক্তিসমূহ বিশ্রামের সন্ধানে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এটি দুই প্রকার: স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক নিদ্রা হলো: মানসিক শক্তিসমূহকে (কুওয়া নাফসানিয়্যাহ) তাদের কার্যাবলি থেকে বিরত রাখা; আর তা হলো ইন্দ্রিয়শক্তি ও ঐচ্ছিক গতিশীলতা। যখন এই শক্তিসমূহ শরীর সঞ্চালন থেকে বিরত থাকে, তখন শরীর শিথিল হয়ে যায় এবং সেই আর্দ্রতা ও বাষ্পসমূহ মস্তিষ্কে একত্রিত হয় যা জাগ্রত অবস্থায় নড়াচড়ার ফলে বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছুরিত হয়ে যেত। এই মস্তিষ্কই হলো উক্ত শক্তিসমূহের উৎস; ফলে এটি অসাড় ও শিথিল হয়ে পড়ে। আর এটিই হলো স্বাভাবিক নিদ্রা।

পক্ষান্তরে অস্বাভাবিক নিদ্রা কোনো আপদ বা রোগের কারণে হয়ে থাকে। আর তা এভাবে যে, মস্তিষ্কে আর্দ্রতা এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যা জাগ্রত অবস্থার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হয় না। অথবা প্রচুর পরিমাণে আর্দ্র বাষ্প উপরিভাগে আরোহণ করে যেমনটি পানাহারে উদর পূর্ণ করার পর ঘটে থাকে। ফলে তা মস্তিষ্ককে ভারী ও শিথিল করে দেয় এবং তা অসাড় হয়ে পড়ে। তখন মানসিক শক্তিসমূহ তাদের কার্যাবলি থেকে বিরত হয় এবং নিদ্রার সৃষ্টি হয়।

নিদ্রার দুটি মহান উপকারিতা রয়েছে। একটি হলো: অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থিরতা এবং জাগ্রত অবস্থার ক্লান্তি থেকে ইন্দ্রিয়সমূহের বিশ্রাম লাভ, যা অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে।

দ্বিতীয়টি হলো: খাদ্য পরিপাক এবং শারীরিক উপাদানের (আখলাত) পরিপক্কতা লাভ। কারণ নিদ্রার সময় শরীরের সহজাত উষ্ণতা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। এই কারণেই শরীরের বহিরাংশ শীতল হয়ে যায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির অতিরিক্ত চাদরের প্রয়োজন হয়।

সবচেয়ে উপকারী নিদ্রা হলো: ডান কাতে শয়ন করা, যাতে এই ভঙ্গির ফলে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে স্থির হতে পারে...

(ص: 180)الطب النبوي لابن القيم

الْمَعِدَةِ اسْتِقْرَارًا حَسَنًا، فَإِنَّ الْمَعِدَةَ أَمْيَلُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ قَلِيلًا، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْسَرِ قَلِيلًا لِيُسْرِعَ الْهَضْمَ بِذَلِكَ لِاسْتِمَالَةِ الْمَعِدَةِ عَلَى الْكَبِدِ، ثُمَّ يَسْتَقِرُّ نَوْمُهُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، لِيَكُونَ الْغِذَاءُ أَسْرَعَ انْحِدَارًا عَنِ الْمَعِدَةِ، فَيَكُونُ النَّوْمُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بُدَاءَةَ نَوْمِهِ وَنِهَايَتَهُ، وَكَثْرَةُ النَّوْمِ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مُضِرٌّ بِالْقَلْبِ بِسَبَبِ مَيْلِ الْأَعْضَاءِ إِلَيْهِ، فَتَنْصَبُّ إِلَيْهِ المواد.

وأردأ النَّوْمُ عَلَى الظَّهْرِ، وَلَا يَضُرُّ الِاسْتِلْقَاءُ عَلَيْهِ لِلرَّاحَةِ مِنْ غَيْرِ نَوْمٍ، وَأَرْدَأُ مِنْهُ أَنْ يَنَامَ مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْهِهِ، وَفِي «الْمُسْنَدِ» وَ «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ أَبِي أمامة قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «قُمْ أَوِ اقْعُدْ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ» «1» .

قَالَ أبقراط فِي كِتَابِ «التَّقْدِمَةِ» : وَأَمَّا نَوْمُ الْمَرِيضِ عَلَى بَطْنِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَادَتُهُ فِي صِحَّتِهِ جَرَتْ بِذَلِكَ، فذلك يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَاطِ عَقْلٍ، وَعَلَى أَلَمٍ فِي نَوَاحِي الْبَطْنِ، قَالَ الشُّرَّاحُ لِكِتَابِهِ: لِأَنَّهُ خَالَفَ الْعَادَةَ الْجَيِّدَةَ إِلَى هَيْئَةٍ رَدِيئَةٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ وَلَا بَاطِنٍ.

وَالنَّوْمُ الْمُعْتَدِلُ مُمَكِّنٌ لِلْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ مِنْ أَفْعَالِهَا، مُرِيحٌ لِلْقُوَّةِ النَّفْسَانِيَّةِ، مُكْثِرٌ مِنْ جَوْهَرِ حَامِلِهَا، حَتَّى إِنَّهُ رُبَّمَا عَادَ بِإِرْخَائِهِ مَانِعًا مِنْ تَحَلُّلِ الْأَرْوَاحِ.

وَنَوْمُ النَّهَارِ رَدِيءٌ يُورِثُ الْأَمْرَاضَ الرُّطُوبِيَّةَ وَالنَّوَازِلَ، وَيُفْسِدُ اللَّوْنَ.

وَيُورِثُ الطِّحَالَ، وَيُرْخِي الْعَصَبَ، وَيُكْسِلُ، وَيُضْعِفُ الشَّهْوَةَ إِلَّا فِي الصَّيْفِ وَقْتَ الْهَاجِرَةِ، وَأَرْدَؤُهُ نوم أول النهار، أردأ مِنْهُ النَّوْمُ آخِرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنًا لَهُ نَائِمًا نَوْمَةَ الصُّبْحَةِ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ، أَتَنَامُ فِي السَّاعَةِ التي تقسم فيها الأرزاق.؟

---

(1) أخرجه ابن ماجه فى الأدب.

পাকস্থলীতে খাদ্যের সুন্দর স্থিতি নিশ্চিত করতে প্রথমে ডান দিকে ঘুমানো উচিত, কারণ পাকস্থলী কিছুটা বাম দিকে ঝুঁকে থাকে। এরপর হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য সামান্য বাম দিকে ফিরতে হয়, যাতে পাকস্থলী যকৃতের (লিভার) ওপর হেলান দিয়ে থাকে। অতঃপর পুনরায় ডান পাশে থিতু হয়ে ঘুমানো উচিত, যাতে পাকস্থলী হতে খাদ্য দ্রুত নিচের দিকে অবতরণ করতে পারে। সুতরাং ঘুমের শুরু এবং শেষ হওয়া উচিত ডান পাশে কাত হয়ে।
অধিক সময় বাম পাশে কাত হয়ে ঘুমানো হৃদপিণ্ডের জন্য ক্ষতিকর; কারণ এর ফলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হৃদপিণ্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এতে বিভিন্ন শারীরিক বর্জ্য বা উপাদান (মাওয়াদ) ধাবিত হয়।
পিঠের ওপর ভর করে (চিত হয়ে) ঘুমানো অত্যন্ত মন্দ। তবে না ঘুমিয়ে কেবল বিশ্রামের উদ্দেশ্যে এভাবে শুয়ে থাকা ক্ষতিকর নয়। এর চেয়েও নিকৃষ্ট হলো উবু হয়ে পেটের ওপর ভর করে ঘুমানো। 'মুসনাদ' ও 'সুনানে ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে উবু হয়ে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে পা দিয়ে নাড়া দিলেন এবং বললেন, "ওঠো অথবা বসো, কারণ এটি হলো জাহান্নামীদের শোয়ার ভঙ্গি।" (১)
হিপোক্রেটিস (আবুকরাত) তাঁর 'আত-তাকদিমাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন: সুস্থ অবস্থায় অভ্যস্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোনো রোগী যদি পেটের ওপর ভর দিয়ে ঘুমায়, তবে তা মানসিক বিভ্রান্তি (অসংলগ্নতা) এবং পেটের কোনো ব্যথার ইঙ্গিত বহন করে। উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণ বলেন: কারণ সে কোনো প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কারণ ছাড়াই উত্তম অভ্যাস ত্যাগ করে একটি মন্দ ভঙ্গিমা গ্রহণ করেছে।
পরিমিত ঘুম শারীরিক শক্তিকে যথাযথভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়, মানসিক শক্তিকে প্রশান্তি দান করে এবং এর মূল উপাদানের প্রবৃদ্ধি ঘটায়। এমনকি এই শিথিলতার মাধ্যমে এটি প্রাণশক্তির (আরওয়াহ) ক্ষয় রোধ করে থাকে।
দিনের বেলা ঘুমানো ক্ষতিকর; এটি আর্দ্রতাজনিত রোগ ও সর্দি-কাশির (নাওয়াযিল) সৃষ্টি করে এবং গায়ের রঙ নষ্ট করে দেয়।
এটি প্লীহা বড় করে দেয়, স্নায়ুকে শিথিল করে, অলসতা তৈরি করে এবং রুচি কমিয়ে দেয়।
তবে গ্রীষ্মকালে ভরদুপুরের ঘুম (কায়লুলাহ) এর ব্যতিক্রম। দিনের ঘুমের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ হলো দিনের শুরুর ভাগের (ভোরবেলার) ঘুম, আর তার চেয়েও মন্দ হলো দিনের শেষ ভাগে

আসরের পরের ঘুম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর এক সন্তানকে ভোরবেলায় ঘুমাতে দেখে বলেছিলেন: “ওঠো! তুমি কি এমন সময়ে ঘুমাচ্ছ যখন রিজিক বণ্টন করা হয়?”

(১) ইবনে মাজাহ এটি শিষ্টাচার (আদাব) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَقِيلَ: نَوْمُ النَّهَارِ ثَلَاثَةٌ: خُلُقٌ، وَحُرَقٌ، وَحُمْقٌ. فَالْخُلُقُ: نَوْمَةُ الْهَاجِرَةِ، وَهِيَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَالْحُرَقُ: نَوْمَةُ الضُّحَى، تَشْغَلُ عَنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالْحُمْقُ: نَوْمَةُ الْعَصْرِ. قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. وَقَالَ الشَّاعِرُ:

أَلَا إِنَّ نَوْمَاتِ الضُّحَى تُورِثُ الْفَتَى ... خَبَالًا وَنَوْمَاتُ الْعُصَيْرِ جُنُونُ

وَنَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ، لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ تَطْلُبُ فِيهِ الْخَلِيقَةُ أَرْزَاقَهَا، وَهُوَ وَقْتُ قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ، فَنَوْمُهُ حِرْمَانٌ إِلَّا لِعَارِضٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، وَهُوَ مُضِرٌّ جِدًّا بِالْبَدَنِ لِإِرْخَائِهِ الْبَدَنَ، وَإِفْسَادِهِ لِلْفَضَلَاتِ الَّتِي يَنْبَغِي تَحْلِيلُهَا بِالرِّيَاضَةِ، فَيُحْدِثُ تَكَسُّرًا وَعِيًّا وَضَعْفًا. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّبَرُّزِ وَالْحَرَكَةِ وَالرِّيَاضَةِ وَإِشْغَالِ الْمَعِدَةِ بِشَيْءٍ، فَذَلِكَ الدَّاءُ الْعُضَالُ الْمُوَلِّدُ لِأَنْوَاعٍ مِنَ الْأَدْوَاءِ.

وَالنَّوْمُ فِي الشَّمْسِ يُثِيرُ الدَّاءَ الدَّفِينَ، وَنَوْمُ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ، وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ رَدِيءٌ، وَقَدْ رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ، وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ، وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى مَنْعِ النَّوْمِ بَيْنَهُمَا.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ

---

(1) أخرجه أبو داود في الأدب.

বলা হয়ে থাকে: দিনের ঘুম তিন প্রকার: স্বভাবজাত (খুলুক), দহনকারী (হুরাক) এবং নির্বুদ্ধিতা (হুমক)। স্বভাবজাত (খুলুক) হলো দ্বিপ্রহরের ঘুম, আর এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বভাব বা সুন্নত ছিল। দহনকারী (হুরাক) হলো চাশত বা পূর্বাহ্নের ঘুম, যা দুনিয়া ও আখেরাতের কাজ থেকে উদাসীন করে দেয়। আর নির্বুদ্ধিতা (হুমক) হলো আসরের পরের ঘুম। জনৈক সালাফ (পূর্বসূরি) বলেছেন: যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমালো এবং তার বুদ্ধি লোপ পেল, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে। কবি বলেছেন:
জেনে রেখো, পূর্বাহ্নের ঘুম যুবকের মাঝে ... বিকৃতি ঘটায় এবং আসরের পরের ঘুম হলো উম্মাদনা।
ভোরবেলার ঘুম রিজিক (জীবিকা) বাধাগ্রস্ত করে, কারণ এটি এমন এক সময় যখন সৃষ্টিজগৎ তাদের জীবিকা অন্বেষণ করে এবং এটি জীবিকা বণ্টনের সময়। সুতরাং কোনো বিশেষ কারণ বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই সময়ে ঘুমানো বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর। এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ এটি শরীরকে শিথিল করে দেয় এবং সেই বর্জ্য পদার্থগুলোকে শরীরে জমিয়ে রাখে যা ব্যায়ামের মাধ্যমে বের হওয়া উচিত ছিল; ফলে এটি অবসাদ, স্থবিরতা এবং দুর্বলতা সৃষ্টি করে। আর যদি এই ঘুম মলত্যাগ, শারীরিক নড়াচড়া, ব্যায়াম এবং পাকস্থলীকে কোনো খাবারে নিয়োজিত করার আগে হয়, তবে তা এমন কঠিন রোগে পরিণত হয় যা বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির জন্ম দেয়।
রোদে ঘুমানো সুপ্ত রোগকে জাগিয়ে তোলে। আর মানুষের শরীরের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় রেখে ঘুমানো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইমাম আবু দাউদ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন রোদে থাকে এবং তার ওপর থেকে ছায়া সরে যায়, যার ফলে তার শরীরের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় থাকে, তবে সে যেন সেখান থেকে উঠে যায়।"

'সুনানে ইবনে মাজাহ' ও অন্যান্য গ্রন্থে বুরায়দাহ ইবনুল হুসাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছায়া ও রোদের মাঝখানে বসতে নিষেধ করেছেন। এটি মূলত সেখানে ঘুমানোর নিষেধাজ্ঞার প্রতিও একটি সতর্কবার্তা।

'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এ বারা বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তুমি তোমার বিছানায় যাবে তখন নামাজের ন্যায় অজু করবে, অতঃপর ডান কাতে শয়ন করবে এবং বলবে:

হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম, আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে ফিরালাম এবং আমার যাবতীয় বিষয় আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম।

---

(১) আবু দাউদ 'আদব' পর্বে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ، إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ كَلَامِكَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ» «1» .

وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» عَنْ عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- يَعْنِي سُنَّتَهَا- اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ «2» .

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الحكمة في النوم على الجانب الأيمن، ألايستغرق النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ، لِأَنَّ الْقَلْبَ فِيهِ مَيْلٌ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ، فَإِذَا نَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، طَلَبَ الْقَلْبُ مُسْتَقَرَّهُ مِنَ

الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِقْرَارِ النَّائِمِ وَاسْتِثْقَالِهِ فِي نَوْمِهِ، بِخِلَافِ قَرَارِهِ فِي النَّوْمِ عَلَى الْيَسَارِ، فَإِنَّهُ مُسْتَقَرُّهُ، فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الدَّعَةُ التَّامَّةُ، فَيَسْتَغْرِقُ الْإِنْسَانُ فِي نَوْمِهِ، وَيَسْتَثْقِلُ، فَيَفُوتُهُ مَصَالِحُ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.

وَلَمَّا كَانَ النَّائِمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ، وَالنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ- وَلِهَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ فِيهَا- كَانَ النَّائِمُ مُحْتَاجًا إِلَى مَنْ يَحْرُسُ نَفْسَهُ، وَيَحْفَظُهَا مِمَّا يَعْرِضُ لَهَا مِنَ الْآفَاتِ، وَيَحْرُسُ بَدَنَهُ أَيْضًا مِنْ طَوَارِقِ الْآفَاتِ، وَكَانَ رَبُّهُ وَفَاطِرُهُ تَعَالَى هُوَ الْمُتَوَلِّي لِذَلِكَ وَحْدَهُ. عَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّائِمَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَاتِ التَّفْوِيضِ وَالِالْتِجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ، لِيَسْتَدْعِيَ بِهَا كَمَالَ حِفْظِ اللَّهِ لَهُ، وَحِرَاسَتِهِ لِنَفْسِهِ وَبَدَنِهِ، وَأَرْشَدَهُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَسْتَذْكِرَ الْإِيمَانَ، وَيَنَامَ عَلَيْهِ، وَيَجْعَلَ التَّكَلُّمَ بِهِ آخِرَ كَلَامِهِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَوَفَّاهُ اللَّهُ فِي مَنَامِهِ، فَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ آخِرَ كَلَامِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَتَضَمَّنَ هَذَا الْهَدْيُ فِي الْمَنَامِ مَصَالِحَ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَالرُّوحِ فِي النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ نَالَتْ بِهِ أُمّته كلّ خير.

---

(1) أخرجه البخاري في الأدب، ومسلم في الذكر والدعاء.

(2) أخرجه البخاري في التهجير.

“এবং আমি আমার পিঠ আপনার নিকট সঁপে দিলাম আপনার প্রতি অনুরাগ ও ভীতির সাথে; আপনি ছাড়া আপনার পাকড়াও থেকে আশ্রয় ও মুক্তির আর কোনো স্থান নেই। আমি আপনার অবতীর্ণ কিতাবের ওপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর ওপর ঈমান এনেছি। আর তুমি এগুলোকে তোমার শেষ কথা বানাও; কারণ তুমি যদি সেই রাতে মারা যাও, তবে তুমি ফিতরাত (স্বাভাবিক দীন)-এর ওপর মৃত্যুবরণ করবে।” (১)।

এবং 'সহীহ বুখারী'-তে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফজরের দুই রাকাত—অর্থাৎ এর সুন্নত—সালাত আদায় করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান কাতে শুতেন (২)।

বলা হয়ে থাকে: ডান কাতে ঘুমানোর হিকমত (রহস্য) হলো, যেন ঘুমন্ত ব্যক্তি গভীর ঘুমে নিমগ্ন না হয়ে যায়। কারণ হৃদপিণ্ড বাম দিকে হেলে থাকে, ফলে যখন কেউ ডান কাতে শোয়, তখন হৃদপিণ্ড বাম দিকে তার স্থিরতা বা আশ্রয় খুঁজতে থাকে; আর এটি ঘুমন্ত ব্যক্তিকে স্থির হতে এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে বাধা দেয়। পক্ষান্তরে বাম কাতে ঘুমালে হৃদপিণ্ড তার স্বাভাবিক অবস্থানে স্থির থাকে, ফলে তাতে পূর্ণ প্রশান্তি অর্জিত হয় এবং মানুষ গভীর ও ভারী ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে, যার দরুন তার দীন ও দুনিয়ার কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যায়। যেহেতু ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সমতুল্য এবং ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই—আর এ কারণেই সেই চিরঞ্জীব সত্তার জন্য ঘুম অসম্ভব যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, এবং জান্নাতবাসীরাও সেখানে ঘুমাবে না—তাই ঘুমন্ত ব্যক্তি এমন এক সত্তার মুখাপেক্ষী যিনি তার প্রাণকে পাহারা দেবেন এবং তাকে আপতিত বিবিধ আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, আর তার শরীরকেও আকস্মিক অনিষ্ট থেকে হিফাযত করবেন। আর তাঁর প্রতিপালক ও স্রষ্টাই হলেন একমাত্র এর তত্ত্বাবধায়ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ (তাফভীয), আশ্রয় প্রার্থনা এবং অনুরাগ ও ভীতির বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে এর মাধ্যমে তিনি তার ওপর আল্লাহর পূর্ণ হিফাযত এবং তার প্রাণ ও শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থনা করেন। পাশাপাশি তিনি তাকে ঈমানকে স্মরণ করার এবং ঈমানের ওপর ঘুমানোর নির্দেশনা দিয়েছেন, আর এগুলোকে যেন তার শেষ কথা বানানো হয়। কারণ সম্ভবত আল্লাহ ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটাতে পারেন; এমতাবস্থায় যদি ঈমান তার শেষ কথা হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং ঘুমানোর এই আদর্শ বা পদ্ধতির মাঝে ঘুম ও জাগ্রত অবস্থায় এবং ইহকাল ও পরকালে অন্তর, শরীর ও আত্মার বিবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতএব আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, যাঁর মাধ্যমে তাঁর উম্মত সকল কল্যাণ লাভ করেছে।

---

(১) ইমাম বুখারী আদব অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম যিকর ও দুআ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম বুখারী এটি তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَقَوْلُهُ: «أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ» ، أَيْ: جَعَلْتُهَا مُسَلَّمَةً لَكَ تَسْلِيمَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ نَفْسَهُ إِلَى سَيِّدِهِ وَمَالِكِهِ. وَتَوْجِيهُ وَجْهِهِ إِلَيْهِ يَتَضَمَّنُ إِقْبَالَهُ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى رَبِّهِ، وَإِخْلَاصَ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ لَهُ، وَإِقْرَارَهُ بِالْخُضُوعِ وَالذُّلِّ وَالِانْقِيَادِ، قَالَ تَعَالَى: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، وَمَنِ اتَّبَعَنِ «1» وَذَكَرَ الْوَجْهَ إِذْ هُوَ أَشْرَفُ مَا فِي الانسان، ومجمع الحواس، وأيضا ففيه معنى الوجه وَالْقَصْدِ مِنْ قَوْلِهِ:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ ... رَبَّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَذَلِكَ يُوجِبُ سُكُونَ الْقَلْبِ وَطُمَأْنِينَتَهُ، وَالرِّضَى بِمَا يَقْضِيهِ وَيَخْتَارُهُ لَهُ مِمَّا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَالتَّفْوِيضُ مِنْ أَشْرَفِ مَقَامَاتِ الْعُبُودِيَّةِ، وَلَا عِلَّةَ فِيهِ، وَهُوَ مِنْ مَقَامَاتِ الْخَاصَّةِ خِلَافًا لِزَاعِمِي خِلَافِ ذَلِكَ.

وَإِلْجَاءُ الظَّهْرِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ يَتَضَمَّنُ قُوَّةَ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَالثِّقَةَ بِهِ، وَالسُّكُونَ إِلَيْهِ، وَالتَّوَكُّلَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ مَنْ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ، لَمْ يَخَفِ السُّقُوطَ.

وَلَمَّا كَانَ لِلْقَلْبِ قُوَّتَانِ: قُوَّةُ الطَّلَبِ، وَهِيَ الرَّغْبَةُ، وَقُوَّةُ الْهَرَبِ، وَهِيَ الرَّهْبَةُ، وَكَانَ الْعَبْدُ طَالِبًا لِمَصَالِحِهِ، هَارِبًا مِنْ مَضَارِّهِ، جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ فِي هَذَا التَّفْوِيضِ وَالتَّوَجُّهِ، فَقَالَ: رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، بِأَنَّهُ لَا مَلْجَأَ لِلْعَبْدِ سِوَاهُ، وَلَا مَنْجَا لَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ، فَهُوَ الَّذِي يَلْجَأُ إِلَيْهِ الْعَبْدُ لِيُنَجِّيَهُ مِنْ نَفْسِهِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،

(1) آل عمران- 20.

এবং তাঁর বাণী: «আমি আমার সত্তাকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম», অর্থাৎ: আমি নিজেকে আপনার সমীপে এমনভাবে সমর্পণ করেছি যেমন একজন ক্রীতদাস নিজেকে তার মুনিব ও মালিকের নিকট সমর্পণ করে। এবং তাঁর (আল্লাহর) দিকে মুখ ফেরানো বা অভিমুখী হওয়ার বিষয়টি তাঁর রবের প্রতি পূর্ণাঙ্গরূপে মনোনিবেশ করা, তাঁর জন্য সংকল্প ও ইচ্ছার

একনিষ্ঠতা এবং বিনয়, দীনতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে বলুন, আমি আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীরাও।" «১» এখানে মুখমণ্ডল বা চেহারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এটি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের মিলনস্থল। তদুপরি, এতে লক্ষ্য ও সংকল্পের (ওয়াজহ) অর্থও বিদ্যমান, যেমনটি কবির উক্তিতে রয়েছে:
আমি আল্লাহর নিকট এমন গুনাহের জন্য ক্ষমা চাই যা আমি গণনা করতে সক্ষম নই ... তিনি বান্দাদের রব, তাঁরই দিকে নিবদ্ধ থাকে সকল লক্ষ্য ও আমল।
এবং যাবতীয় বিষয় তাঁর নিকট সোপর্দ করা বলতে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট ন্যস্ত করাকে বোঝায়। আর এটি হৃদয়ের স্থিরতা ও প্রশান্তি এবং তিনি তাঁর পছন্দ ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী বান্দার জন্য যা ফয়সালা করেন ও নির্ধারণ করেন তাতে সন্তুষ্টি আনয়ন করাকে অপরিহার্য করে দেয়। আর এই সোপর্দ করা (তাফবীদ) হলো বন্দেগির উচ্চতর মাকামসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এতে কোনো ত্রুটি নেই; যারা এর বিপরীত দাবি করে তাদের মতের বিপরীতে এটি বিশেষ স্তরের মুমিনদের মাকাম।
এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে পিঠ সোপর্দ করা বা হেলান দেওয়ার বিষয়টি তাঁর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা, গভীর আস্থা, তাঁর সান্নিধ্যে স্থিরতা এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা যে ব্যক্তি কোনো মজবুত স্তম্ভের ওপর পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, সে পড়ে যাওয়ার ভয় পায় না।
যেহেতু হৃদয়ের দুটি শক্তি রয়েছে: একটি অন্বেষণের শক্তি যা হলো আকাঙ্ক্ষা (রাগবাহ), আর অন্যটি পলায়নের শক্তি যা হলো ভীতি (রাহবাহ); আর যেহেতু বান্দা সর্বদা নিজের কল্যাণ অন্বেষণকারী এবং অকল্যাণ থেকে পলায়নকারী, তাই তিনি এই সোপর্দ করা ও অভিমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় বিষয়কে একত্রিত করে বলেছেন: «আপনার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও ভীতি সহকারে», অতঃপর তিনি তাঁর রবের প্রশংসা করেছেন এই মর্মে যে, বান্দার জন্য তিনি ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি ব্যতীত আর কোনো উদ্ধারকারী নেই। সুতরাং তিনিই সেই সত্তা যাঁর নিকট বান্দা আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে তিনি তাকে নিজের নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, যেমনটি অন্য হাদীসে এসেছে: «আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই, এবং আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই...»

(১) আলে ইমরান- ২০।

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ» «1» ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يُعِيذُ عَبْدَهُ وَيُنَجّيهِ مِن بَأْسِهِ الَّذِي هُوَ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، فَمِنْهُ الْبَلَاءُ، وَمِنْهُ الْإِعَانَةُ، وَمِنْهُ مَا يَطْلُبُ النَّجَاةَ مِنْهُ، وَإِلَيْهِ الِالْتِجَاءُ فِي النَّجَاةِ، فَهُوَ الَّذِي يُلْجَأُ إِلَيْهِ فِي أَنْ يُنْجِيَ مِمَّا مِنْهُ، وَيُسْتَعَاذُ بِهِ مِمَّا مِنْهُ، فَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ «2» قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً «3» ثُمَّ خَتَمَ الدُّعَاءَ بِالْإِقْرَارِ بِالْإِيمَانِ بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي هُوَ مَلَاكُ النَّجَاةِ، وَالْفَوْزِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَهَذَا هَدْيُهُ فِي نَوْمِهِ.

لَوْ لَمْ يَقُلْ إِنِّي رَسُولٌ لَكَا ... نَ شَاهِدٌ فِي هديه ينطق

فَصْلٌ

وَأَمَّا هَدْيُهُ فِي يَقَظَتِهِ، فَكَانَ يَسْتَيْقِظُ إِذَا صَاحَ الصَّارِخُ وَهُوَ الدِّيكُ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُكَبِّرُهُ، وَيُهَلِّلُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَسْتَاكُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى وُضُوئِهِ، ثُمَّ يَقِفُ لِلصَّلَاةِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، مُنَاجِيًا لَهُ بِكَلَامِهِ، مُثْنِيًا عَلَيْهِ، رَاجِيًا لَهُ، رَاغِبًا رَاهِبًا، فَأَيُّ حِفْظٍ لِصِحَّةِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَالرُّوحِ وَالْقُوَى، وَلِنَعِيمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فوق هذا.

فَصْلٌ

وَأَمَّا تَدْبِيرُ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَهُوَ الرِّيَاضَةُ، فَنَذْكُرُ مِنْهَا فَصْلًا يُعْلَمُ مِنْهُ مُطَابَقَةُ هَدْيِهِ فِي ذَلِكَ لِأَكْمَلِ أَنْوَاعِهِ وَأَحْمَدِهَا وَأَصْوَبِهَا، فَنَقُولُ:

(1) أخرجه مسلم في الصلاة.

(2) الانعام- 17.

(3) الأحزاب- 17.

এবং আমি আপনার নিকট আপনারই (শাস্তি) হতে আপনারই মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি» «১» । সুতরাং তিনিই মহিমান্বিত সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে আশ্রয় দান করেন এবং তাঁকে তাঁরই পাকড়াও হতে মুক্তি দেন যা তাঁরই ইচ্ছা ও শক্তিতে সংঘটিত হয়। অতএব পরীক্ষা ও বিপদ তাঁরই পক্ষ থেকে আসে, আবার সাহায্যও তাঁরই পক্ষ থেকে হয়। তাঁরই পক্ষ থেকে এমন বিষয় আসে যা থেকে মুক্তি কাম্য এবং তাঁর নিকটই মুক্তির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং তিনি এমন সত্তা যার নিকট তাঁরই পক্ষ হতে আসা বিষয়াদি থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেওয়া হয় এবং তাঁর মাধ্যমেই তাঁর পক্ষ হতে নির্ধারিত বিষয়াদি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়। কেননা তিনি সবকিছুর পালনকর্তা এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না: «যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোনো অমঙ্গল দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই» «২» «বলুন, কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অনিষ্ট করতে চান কিংবা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান?» «৩» অতঃপর তিনি তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের স্বীকৃতির মাধ্যমে দুআটি সমাপ্ত করলেন, যা মুক্তি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার মূল ভিত্তি। এটিই ছিল তাঁর নিদ্রাকালীন আদর্শ।
যদি তিনি এ কথা না-ও বলতেন যে 'আমি রাসূল', তবে তাঁর … আদর্শই সাক্ষ্য হিসেবে কথা বলত

পরিচ্ছেদ
আর জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ হলো, যখন আহ্বানকারী অর্থাৎ মোরগ ডেকে উঠত, তখন তিনি জাগ্রত হতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা (হামদ) করতেন, তাঁর মহিমা বর্ণনা (তাকবির) করতেন, তাঁর একত্ব ঘোষণা (তাহলিল) করতেন এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা (দুআ) করতেন। এরপর মেসওয়াক করতেন, অতঃপর উযূর জন্য দাঁড়াতেন। এরপর তাঁর রবের সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে তাঁর কালামের মাধ্যমে তাঁর সাথে গোপনে কথা (মুনাজাত) বলতেন, তাঁর স্তবগান করতেন, তাঁর নিকট আশা পোষণ করতেন এবং ভয় ও ব্যাকুলতা নিয়ে

বিনয়াবনত হতেন। সুতরাং হৃদয় ও শরীরের সুস্থতা, আত্মা ও শক্তির সুরক্ষা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের নেয়ামত লাভের জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে!

পরিচ্ছেদ

আর নড়াচড়া ও স্থিরতার ব্যবস্থাপনা তথা ব্যায়াম প্রসঙ্গে আমরা এমন একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করব, যা থেকে জানা যাবে যে এ ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিল সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, প্রশংসনীয় এবং সঠিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা বলছি:

---

(১) মুসলিম এটি সালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) আল-আনআম- ১৭।

(৩) আল-আহযাব- ১৭।

(ص: 185)الطب النبوي لابن القيم

مِنَ الْمَعْلُومِ افْتِقَارُ الْبَدَنِ فِي بَقَائِهِ إِلَى الغذاء والشراب، ولا يصير الغذاء بجملته جزآ من البدن، بل لابد أَنْ يَبْقَى مِنْهُ عِنْدَ كُلِّ هَضْمٍ بَقِيَّةٌ مَا، إِذَا كَثُرَتْ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ اجْتَمَعَ مِنْهَا شَيْءٌ لَهُ كَمِّيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ، فَيَضُرُّ بِكَمِّيَّتِهِ بِأَنْ يَسُدَّ وَيُثْقِلَ الْبَدَنَ، وَيُوجِبَ أَمْرَاضَ الِاحْتِبَاسِ، وَإِنِ اسْتَفْرَغَ تَأَذَّى الْبَدَنُ بِالْأَدْوِيَةِ، لِأَنَّ أَكْثَرَهَا سُمِّيَّةٌ، وَلَا تَخْلُو مِنْ إِخْرَاجِ الصَّالِحِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ، وَيَضُرُّ بِكَيْفِيَّتِهِ، بِأَنْ يُسَخِّنَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بالعفن، أو يبرد بنفسه، أَوْ يُضْعِفَ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ عَنْ إِنْضَاجِهِ.

وَسُدَدُ الْفَضَلَاتِ لَا مَحَالَةَ ضَارَّةٌ تُرِكَتْ، أَوِ اسْتُفْرِغَتْ، والحركة أقوى الأسباب في منع تولدها، فإنه تُسَخِّنُ الْأَعْضَاءَ، وَتُسِيلُ فَضَلَاتِهَا، فَلَا تَجْتَمِعُ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ، وَتُعَوِّدُ الْبَدَنَ الْخِفَّةَ وَالنَّشَاطَ، وَتَجْعَلُهُ قَابِلًا لِلْغِذَاءِ، وَتُصَلِّبُ الْمَفَاصِلَ، وَتُقَوِّي الْأَوْتَارَ

وَالرِّبَاطَاتِ، وَتُؤَمِّنُ جَمِيعَ الْأَمْرَاضِ الْمَادِّيَّةِ وَأَكْثَرَ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِيَّةِ إِذَا اسْتُعْمِلَ الْقَدْرُ الْمُعْتَدِلُ مِنْهَا فِي وَقْتِهِ، وَكَانَ بَاقِي التَّدْبِيرِ صَوَابًا.

وَوَقْتُ الرِّيَاضَةِ بَعْدَ انْحِدَارِ الْغِذَاءِ، وَكَمَالِ الْهَضْمِ، وَالرِّيَاضَةُ الْمُعْتَدِلَةُ هِيَ الَّتِي تَحْمَرُّ فِيهَا الْبَشَرَةُ، وَتَرْبُو وَيَتَنَدَّى بِهَا الْبَدَنُ، وَأَمَّا الَّتِي يَلْزَمُهَا سَيَلَانُ الْعَرَقِ فَمُفْرِطَةٌ، وَأَيُّ عُضْوٍ كَثُرَتْ رِيَاضَتُهُ قَوِيَ، وَخُصُوصًا عَلَى نَوْعِ تِلْكَ الرِّيَاضَةِ، بَلْ كُلُّ قُوَّةٍ فَهَذَا شَأْنُهَا، فَإِنَّ مَنِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْحِفْظِ قَوِيَتْ حَافِظَتُهُ، وَمَنِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْفِكْرِ قَوِيَتْ قُوَّتُهُ الْمُفَكِّرَةُ، وَلِكُلِّ عُضْوٍ رِيَاضَةٌ تَخُصُّهُ، فَلِلصَّدْرِ الْقِرَاءَةُ، فليبتدىء فِيهَا مِنَ الْخُفْيَةِ إِلَى الْجَهْرِ بِتَدْرِيجٍ، وَرِيَاضَةُ السَّمْعِ بِسَمْعِ الْأَصْوَاتِ، وَالْكَلَامِ بِالتَّدْرِيجِ، فَيَنْتَقِلُ مِنَ الْأَخَفِّ إِلَى الْأَثْقَلِ، وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ اللِّسَانِ فِي الْكَلَامِ، وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ الْبَصَرِ، وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ الْمَشْيِ بِالتَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا.

وَأَمَّا رُكُوبُ الْخَيْلِ، وَرَمْيُ النُّشَّابِ، وَالصِّرَاعُ، وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ، فَرِيَاضَةٌ لِلْبَدَنِ كُلِّهِ، وَهِيَ قَالِعَةٌ لِأَمْرَاضٍ مُزْمِنَةٍ، كَالْجُذَامِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، والقولنج.

ইহা সর্বজনবিদিত যে, মানবদেহের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আহার ও পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে গৃহীত খাদ্যের সম্পূর্ণ অংশ দেহের অংশে পরিণত হয় না, বরং প্রতিটি পরিপাক প্রক্রিয়ার সময় কিছু না কিছু অবশিষ্টাংশ রয়ে যায়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন তা নির্দিষ্ট মাত্রায় ও গুণে পুঞ্জীভূত হয়। ফলে এটি তার আধিক্যের কারণে শরীরের পথসমূহ রুদ্ধ করে দেয় এবং দেহকে ভারী করে তোলে, যা শরীরে বর্জ্য আটকে থাকাজনিত রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার যদি ঔষধের মাধ্যমে এই বর্জ্য নিষ্কাশন করা হয়, তবে দেহ ঔষধের বিষক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ অধিকাংশ ঔষধই বিষাক্ত গুণসম্পন্ন এবং তা শরীর থেকে বর্জ্য বের করার সময় উপকারী উপাদানগুলো বের করে দেওয়া থেকেও মুক্ত থাকে না। তদুপরি, এই বর্জ্য তার নিজস্ব গুণের মাধ্যমেও ক্ষতি সাধন করে; যেমন এটি সরাসরি কিংবা পচনের (عفن) মাধ্যমে শরীরকে উত্তপ্ত করে তোলে, অথবা সরাসরি শরীরকে শীতল করে দেয় কিংবা শরীরের সহজাত উত্তাপকে (الحرارة الغريزية) বর্জ্য পরিপাক করার ক্ষেত্রে দুর্বল করে ফেলে।

বর্জ্য পদার্থের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক, চাই তা শরীরে রেখে দেওয়া হোক কিংবা বের করে দেওয়া হোক। শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম হলো এই বর্জ্য সৃষ্টি রোধ করার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম। কেননা এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উত্তপ্ত করে এবং সেগুলোর বর্জ্যকে তরল করে প্রবাহিত করে দেয়, ফলে দীর্ঘ সময়েও তা জমাট বাঁধতে পারে না। এটি শরীরকে হালকা ও চনমনে রাখতে অভ্যস্ত করে তোলে, দেহকে খাদ্য গ্রহণের উপযোগী করে, সন্ধিস্থলসমূহকে দৃঢ় করে এবং স্নায়ু ও লিগামেন্টগুলোকে শক্তিশালী করে। যদি সঠিক সময়ে পরিমিত মাত্রায় ব্যায়াম করা হয় এবং অবশিষ্ট জীবনধারা সঠিক থাকে, তবে এটি দেহের সকল বস্তুগত ব্যাধি এবং অধিকাংশ মেজাজগত (المزاجية) অসুস্থতা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে।

ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় হলো খাদ্য পাকস্থলী থেকে নিচে নেমে যাওয়ার এবং পরিপাক পূর্ণ হওয়ার পর। পরিমিত ব্যায়াম হলো সেটি, যাতে গায়ের চামড়া রক্তাভ হয়ে ওঠে, শরীর কিছুটা স্ফীত হয় এবং শরীরে আর্দ্রতা অনুভূত হয়। তবে যে ব্যায়ামের ফলে ঘাম ঝরতে শুরু করে, তা মাত্রাতিরিক্ত বলে গণ্য। শরীরের যে অঙ্গের ব্যায়াম বেশি করা হবে, সেই অঙ্গই শক্তিশালী হবে—বিশেষত সেই নির্দিষ্ট ধরণের ব্যায়ামের ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি শক্তির প্রকৃতিই এমন; যেমন যে ব্যক্তি মুখস্থ করার চর্চা বেশি করে, তার স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়; আর যে চিন্তাভাবনা বেশি করে, তার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি অঙ্গের জন্য বিশেষ ধরণের ব্যায়াম রয়েছে; যেমন বক্ষদেশের ব্যায়াম হলো তিলাওয়াত বা পাঠ করা—যা মৃদু আওয়াজ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে উচ্চ স্বরের দিকে নিয়ে যেতে হয়। শ্রবণের ব্যায়াম হলো বিভিন্ন শব্দ ও কথা শোনার মাধ্যমে, যা মৃদু থেকে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করতে হয়। একইভাবে কথা বলার মাধ্যমে জিহ্বার ব্যায়াম, দৃষ্টির ব্যায়াম এবং পর্যায়ক্রমে হাঁটার ব্যায়ামও সম্পন্ন হয়।

আর ঘোড়সওয়ারি, তীরন্দাজি, কুস্তি এবং দৌড় প্রতিযোগিতা হলো সমগ্র দেহের ব্যায়াম। এগুলো কুষ্ঠ (الجذام), জলোদর বা উদরী (الاستسقاء) এবং শূলবেদনার (القولنج) মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগসমূহকে নির্মূল করতে সক্ষম।

وَرِيَاضَةُ النُّفُوسِ بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّأَدُّبِ، وَالْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، وَالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ، وَالْإِقْدَامِ وَالسَّمَاحَةِ، وَفِعْلِ الْخَيْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَرْتَاضُ بِهِ النُّفُوسُ، وَمِنْ أَعْظَمِ رِيَاضَتِهَا: الصَّبْرُ وَالْحُبُّ، وَالشَّجَاعَةُ وَالْإِحْسَانُ، فَلَا تَزَالُ تَرْتَاضُ بِذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَصِيرَ لَهَا هَذِهِ الصِّفَاتُ هَيْئَاتٍ رَاسِخَةً، وَمَلَكَاتٍ ثَابِتَةً.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ هَدْيَهُ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، وَجَدْتَهُ أَكْمَلَ هَدْيٍ حَافِظٍ لِلصِّحَّةِ وَالْقُوَى، وَنَافِعٍ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ الصلاة نفسها فيها من حفظ الْبَدَنِ، وَإِذَابَةِ أَخْلَاطِهِ وَفَضَلَاتِهِ مَا هُوَ مِنْ أَنْفَعِ شَيْءٍ لَهُ سِوَى مَا فِيهَا مِنْ حِفْظِ صِحَّةِ الْإِيمَانِ، وَسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَذَلِكَ قِيَامُ اللَّيْلِ مِنْ أَنْفَعِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَمِنْ أَمْنَعِ الْأُمُورِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ، وَمِنْ أَنْشَطِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالرُّوحِ وَالْقَلْبِ، كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ، فَإِنْ هُوَ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ثَانِيَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» «1» .

وَفِي الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ وَرِيَاضَةِ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ مَا لَا يَدْفَعُهُ صَحِيحُ الْفِطْرَةِ.

وَأَمَّا الْجِهَادُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْحَرَكَاتِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ، وَحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَصَلَابَةِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَدَفْعِ فَضَلَاتِهِمَا، وَزَوَالِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحُزْنِ، فَأَمْرٌ إِنَّمَا يَعْرِفُهُ مَنْ لَهُ مِنْهُ نَصِيبٌ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ، وَفِعْلُ الْمَنَاسِكِ، وكذلك المسابقة على الخيل، وبالنصال، والمشيء فِي الْحَوَائِجِ، وَإِلَى الْإِخْوَانِ، وَقَضَاءُ حُقُوقِهِمْ، وَعِيَادَةُ مَرْضَاهُمْ، وَتَشْيِيعُ جَنَائِزِهِمْ، وَالْمَشْيُ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِلْجُمُعَاتِ والجماعات، وحركة الوضوء والاغتسال، وغير ذلك.

(1) أخرجه البخاري في التهجير، ومسلم في صلاة المسافرين.

আর আত্মার অনুশীলন হলো শিক্ষা অর্জন, শিষ্টাচার শিক্ষা, আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ, ধৈর্য ও স্থৈর্য ধারণ, সাহসিকতা ও উদারতা প্রদর্শন এবং সৎকর্ম সম্পাদন ও এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে যা দিয়ে আত্মার প্রশিক্ষণ হয়। আত্মার শ্রেষ্ঠতম অনুশীলন হলো: ধৈর্য, ভালোবাসা, বীরত্ব ও ইহসান (পরোপকার)। আত্মা ক্রমাগত এগুলোর মাধ্যমে অনুশীলিত হতে হতে একপর্যায়ে এই গুণাবলিগুলো তার মধ্যে সুদৃঢ় অবস্থা এবং স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়। আপনি যদি এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ নিয়ে চিন্তা করেন, তবে দেখবেন যে এটি স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষায় সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং জীবন ও পরকালের পাথেয় হিসেবে অত্যন্ত উপকারী একটি আদর্শ।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, খোদ সালাতের (নামাজ) মধ্যে শরীরের সুরক্ষা এবং এর মধ্যকার অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য ও দূষিত পদার্থ দূর করার এমন গুণাগুণ রয়েছে যা দেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী; এর পাশাপাশি ঈমানের সুরক্ষা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য তো রয়েছেই। তেমনিভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ (কিয়ামুল লাইল) স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং অনেক দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর। এটি শরীর, রুহ ও হৃদয়ের জন্য অত্যন্ত সজীবতা প্রদানকারী। যেমন 'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাৎভাগে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতিটি গিঁটে সে এই প্রবোধ দিয়ে আঘাত করে যে, ‘তোমার সামনে দীর্ঘ রাত পড়ে আছে, অতএব তুমি ঘুমাও।’ এরপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহর জিকির করে, তবে একটি গিঁট খুলে যায়। যদি অজু করে, তবে দ্বিতীয় গিঁটটি খুলে যায়। আর যদি সালাত আদায় করে, তবে তার সকল গিঁট খুলে যায়। ফলে সে এক প্রশান্ত মন ও সজীবতা নিয়ে ভোরে উপনীত হয়। অন্যথায় সে কলুষিত মন ও অলসতা নিয়ে ভোরে জাগ্রত হয়।" (১)।

আর শরিয়তসম্মত রোজা বা সওমের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং শরীর ও আত্মার অনুশীলনের এমন সব উপকরণ রয়েছে যা সুস্থ স্বভাবের অধিকারী কোনো মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। আর জিহাদ এবং এর মধ্যকার সামগ্রিক অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে যে শক্তি অর্জন, স্বাস্থ্য রক্ষা, হৃদয় ও শরীরের দৃঢ়তা, শরীরের বর্জ্য নিঃসরণ এবং দুশ্চিন্তা ও বিষাদ দূর হয়—সেটি কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারে যাদের এতে অংশীদারিত্ব রয়েছে। অনুরূপভাবে হজ পালন ও

এর কার্যাবলি সম্পাদন, ঘোড়দৌড় ও তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা, নিত্যপ্রয়োজনে ও ভাইদের সাক্ষাতে পদচারণা, তাদের অধিকার আদায়, রোগীদের সেবা করা, জানাজায় অংশগ্রহণ, জুমা ও জামাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন, অজু ও গোসলের অঙ্গ সঞ্চালন এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়ও স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

(১) ইমাম বুখারী এটি তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম এটি মুসাফিরের সালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ

وَأَمَّا الْجِمَاعُ وَالْبَاهُ، فَكَانَ هَدْيُهُ فِيهِ أَكْمَلَ هَدْيٍ، يَحْفَظُ بِهِ الصِّحَّةَ وَتَتِمُّ بِهِ اللَّذَّةُ وَسُرُورُ النَّفْسِ، وَيَحْصُلُ بِهِ مَقَاصِدُهُ الَّتِي وُضِعَ لِأَجْلِهَا، فَإِنَّ الْجِمَاعَ وُضِعَ فِي الْأَصْلِ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ هِيَ مَقَاصِدُهُ الْأَصْلِيَّةُ: أَحَدُهَا: حِفْظُ النَّسْلِ، وَدَوَامُ النَّوْعِ إِلَى أَنْ تَتَكَامَلَ الْعُدَّةُ الَّتِي قَدَّرَ اللَّهُ بُرُوزَهَا إِلَى هَذَا الْعَالَمِ.

الثَّانِي: إِخْرَاجُ الْمَاءِ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسُهُ وَاحْتِقَانُهُ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ.

الثَّالِثُ: قَضَاءُ الْوَطَرِ، وَنَيْلُ اللَّذَّةِ، وَالتَّمَتُّعُ بِالنِّعْمَةِ، وَهَذِهِ وَحْدَهَا هِيَ الْفَائِدَةُ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ، إِذْ لَا تَنَاسُلَ هُنَاكَ، وَلَا احْتِقَانَ يَسْتَفْرِغُهُ الْإِنْزَالُ.

وَفُضَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ: يَرَوْنَ أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ أَحَدِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ. قَالَ جالينوس: الْغَالِبُ عَلَى جَوْهَرِ الْمَنِيِّ النَّارُ وَالْهَوَاءُ، وَمِزَاجُهُ حَارٌّ رَطْبٌ، لِأَنَّ كَوْنَهُ مِنَ الدَّمِ الصافي الذي تغتذي به الأعضاء الأصلية، وإذ ثَبَتَ فَضْلُ الْمَنِيِّ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إِخْرَاجُهُ إِلَّا فِي طَلَبِ النَّسْلِ، أَوْ إِخْرَاجُ الْمُحْتَقِنِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ إِذَا دَامَ احْتِقَانُهُ، أَحْدَثَ أَمْرَاضًا رَدِيئَةً، مِنْهَا: الْوَسْوَاسُ، وَالْجُنُونُ، وَالصَّرَعُ وَغَيْرُ ذلك، وقد يبرىء اسْتِعْمَالُهُ مِنْ هَذِهِ

الْأَمْرَاضِ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ إِذَا طَالَ احْتِبَاسُهُ، فَسَدَ وَاسْتَحَالَ إِلَى كَيْفِيَّةٍ سُمِّيَّةٍ تُوجِبُ أَمْرَاضًا رَدِيئَةً كَمَا ذَكَرْنَا، وَلِذَلِكَ تَدْفَعُهُ الطَّبِيعَةُ بِالِاحْتِلَامِ إِذَا كَثُرَ عِنْدَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يتعاهد من نفسه ثلاثا: ألايدع الْمَشْيَ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ يَوْمًا قَدَرَ عَلَيْهِ، وينبغي ألايدع الأكل، فإن أمعاءه تضيق، وينبغي ألايدع الْجِمَاعَ، فَإِنَّ الْبِئْرَ إِذَا لَمْ تُنْزَحْ، ذَهَبَ مَاؤُهَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا: مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ مُدَّةً طَوِيلَةً، ضَعُفَتْ قُوَى أَعْضَابِهِ، وَانْسَدَّتْ مَجَارِيهَا، وَتَقَلَّصَ ذَكَرُهُ. قَالَ: وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً تَرَكُوهُ لِنَوْعٍ مِنَ التَّقَشُّفِ، فَبَرَدَتْ أَبْدَانُهُمْ، وَعَسُرَتْ حَرَكَاتُهُمْ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ كَآبَةٌ بِلَا سَبَبٍ، وَقَلَّتْ شَهَوَاتُهُمْ وهضمهم، انتهى.

পরিচ্ছেদ

আর সহবাস এবং যৌনশক্তির বিষয়ে তাঁর (রাসূলুল্লাহর) আদর্শ ছিল সর্বোত্তম আদর্শ, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয় এবং আনন্দ ও মনের প্রফুল্লতা পূর্ণতা পায়। এর মাধ্যমে সহবাসের সেই উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয় যার জন্য এটি প্রবর্তিত হয়েছে। মূলত সহবাস তিনটি মূল উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে: প্রথমত, বংশধারা রক্ষা করা এবং মানব প্রজাতির স্থায়িত্ব বজায় রাখা, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে যে সংখ্যক প্রাণ আসার ফয়সালা করেছেন তা পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়ত, সেই বীর্য নির্গত করা যার স্থবিরতা ও শরীরের ভেতরে আটকে থাকা পুরো দেহের জন্য ক্ষতিকর।

তৃতীয়ত, জৈবিক চাহিদা পূরণ, তৃপ্তি লাভ এবং নেয়ামত উপভোগ করা। জান্নাতে কেবল এই একটি মাত্র উপকারই অবশিষ্ট থাকবে, কারণ সেখানে বংশবৃদ্ধির কোনো বিষয় নেই এবং বীর্য জমে থাকার মতো কোনো উপদ্রবও নেই যা নির্গত করার প্রয়োজন পড়বে।

শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদগণ মনে করেন যে, সহবাস স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম একটি মাধ্যম। গ্যালেন (জালিকুনুস) বলেন: বীর্যের মূল উপাদানে অগ্নি ও বায়ুর প্রাধান্য থাকে এবং এর প্রকৃতি (মেজাজ) হলো উষ্ণ ও আর্দ্র; কারণ এটি সেই বিশুদ্ধ রক্ত থেকে উৎপন্ন হয় যা শরীরের মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর পুষ্টি যোগায়। যখন বীর্যের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো, তখন জেনে রাখুন যে, বংশবিস্তার অথবা জমে থাকা বীর্য নির্গত করার প্রয়োজন ব্যতিরেকে এটি বের করা উচিত নয়। কেননা বীর্য যদি দীর্ঘকাল শরীরে জমে থাকে তবে তা নানাবিধ মন্দ রোগ সৃষ্টি করে, যার

মধ্যে রয়েছে: কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা), উন্মাদনা, মৃগীরোগ এবং আরও অনেক কিছু। অনেক ক্ষেত্রে সহবাসের মাধ্যমেই এসব রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়। কারণ বীর্য দীর্ঘকাল আটকে থাকলে তা দূষিত হয়ে বিষাক্ত রূপ ধারণ করে, যা পূর্বোক্ত জটিল রোগগুলোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই শরীরের প্রকৃতিগত নিয়মে বীর্য যখন মাত্রাতিরিক্ত জমা হয়, তখন সহবাস ছাড়াও স্বপ্নদোষের (ইহতিলাম) মাধ্যমে তা শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায়।
কোনো কোনো পূর্বসূরী (সালাফ) বলেছেন: একজন পুরুষের উচিত নিয়মিত নিজের তিনটি বিষয়ের তদারকি করা: হাঁটা একেবারে ছেড়ে না দেওয়া, যাতে কোনোদিন হাঁটার প্রয়োজন দেখা দিলে সে সক্ষম থাকে। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে না দেওয়া, অন্যথায় তার পরিপাকতন্ত্র বা অন্ত্র সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। আর সহবাস ত্যাগ না করা, কারণ কূপ থেকে যদি পানি তোলা না হয় তবে তার পানি একসময় ফুরিয়ে যায়। মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া বলেছেন: যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল সহবাস ত্যাগ করে, তার স্নায়বিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, স্নায়ুপথগুলো রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তার পুরুষাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন: আমি এমন একদল লোক দেখেছি যারা এক ধরণের কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণে সহবাস ত্যাগ করেছিলেন, ফলে তাদের শরীর শীতল হয়ে গিয়েছিল, চলাফেরা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল এবং অকারণে তাদের ওপর বিষণ্নতা জেঁকে বসেছিল। সেই সাথে তাদের কামশক্তি ও পরিপাক ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছিল। সমাপ্ত।

(ص: 188)الطب النبوي لابن القيم

وَمِنْ مَنَافِعِهِ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ النَّفْسِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْعِفَّةِ عَنِ الْحَرَامِ، وَتَحْصِيلُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ، فَهُوَ يَنْفَعُ نَفْسَهُ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ، وَيَنْفَعُ الْمَرْأَةَ، وَلِذَلِكَ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَتَعَاهَدُهُ وَيُحِبُّهُ، وَيَقُولُ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ» «1» .
وَفِي كِتَابِ «الزُّهْدِ» لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ لَطِيفَةٌ، وَهِيَ: أَصْبِرُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا أَصْبِرُ عَنْهُنَّ.
وَحَثَّ عَلَى التَّزْوِيجِ أُمَّتَهُ فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» «2» .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. «3» .

وَقَالَ: «إِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» «4» .

وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» «5» .

وَلَمَّا تَزَوَّجَ جابر ثَيِّبًا قَالَ لَهُ: «هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» «6» .

وَفِي «سُنَنِهِ» أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: «لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ» «7» .

---

(1) أخرجه أحمد، والنسائي في عشرة النساء.

(2) أخرجه البيهقي في شعب الايمان.

(3) أخرجه البخاري.

(4) أخرجه البخاري ومسلم في النكاح.

(5) أخرجه البخاري ومسلم.

(6) أخرجه البخاري في النكاح، ومسلم في المساقاة.

(7) أخرجه ابن ماجة في النكاح.

এর উপকারিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে: দৃষ্টি অবনত রাখা, কুপ্রবৃত্তি দমন করা, হারাম থেকে পবিত্র থাকার সামর্থ্য অর্জন করা এবং নারীর জন্যও তা নিশ্চিত করা। সুতরাং সে তার ইহকাল ও পরকালে নিজের উপকার সাধন করে এবং নারীরও উপকার করে। এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিবাহের প্রতি যত্নবান হতেন এবং একে পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন: "তোমাদের পৃথিবী থেকে আমার নিকট প্রিয় করা হয়েছে: নারী ও সুগন্ধি।" (১) ।

ইমাম আহমাদ-এর 'কিতাবুয যুহদ'-এ এই হাদীসে একটি চমৎকার অতিরিক্ত অংশ রয়েছে, তা হলো: "আমি পানাহার থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারি, কিন্তু তাদের (নারীদের) থেকে বিমুখ থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারি না।"

তিনি তাঁর উম্মতকে বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেন: "তোমরা বিবাহ করো, কেননা আমি তোমাদের মাধ্যমে অন্যান্য উম্মতের ওপর সংখ্যাধিক্যের গৌরব করব।" (২) ।

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যার স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।" (৩) ।

তিনি আরও বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমি বিবাহ করি, নিদ্রা যাই ও সালাতে দাঁড়াই, এবং রোজা রাখি ও তা ভঙ্গ করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (৪) ।

তিনি বলেছেন: "হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য (বাআহ) আছে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা দৃষ্টিকে অধিক অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে অধিক সুরক্ষিত রাখে। আর যার সেই সামর্থ্য নেই, তার কর্তব্য রোজা রাখা; কেননা তা তার জন্য কামভাব দমনের উপায় (উইজা)।" (৫) ।

যখন জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একজন অকুমারী নারীকে বিবাহ করলেন, তখন নবীজি তাকে বললেন: "তুমি কেন কোনো কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে না, যার সাথে তুমি আমোদ-প্রমোদ করতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত?" (৬) ।

তাঁর ‘সুনান’-এ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি মারফু হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন: "পরস্পরকে ভালোবাসে এমন দুই ব্যক্তির জন্য বিবাহের ন্যায় উত্তম কিছু আমরা দেখিনি।" (৭) ।

---

(১) আহমদ ও নাসাঈ ‘আশরাতুন নিসা’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) বায়হাকী ‘শুআবুল ঈমান’-এ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) বুখারী ও মুসলিম ‘বিবাহ’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৫) বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(৬) বুখারী ‘বিবাহ’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘মুসাকাত’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(৭) ইবনে মাজাহ ‘বিবাহ’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَفِي صَحِيحِ مسلم» مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» «1» .

وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُحَرِّضُ أُمَّتَهُ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ الْحِسَانِ، وَذَوَاتِ الدِّينِ، وَفِي «سُنَنِ النَّسَائِيِّ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ» «2» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ» «3» .

وَكَانَ يَحُثُّ عَلَى نِكَاحِ الْوَلُودِ، وَيَكْرَهُ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا تَلِدُ، كَمَا فِي «سُنَنِ أَبِي داود» عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا» ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ» .

وَفِي الترمذي عَنْهُ مَرْفُوعًا: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: النِّكَاحُ، وَالسِّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ، وَالْحِنَّاءُ» رُوِيَ فِي «الْجَامِعِ» بِالنُّونِ وَالْيَاءِ «4» وَسَمِعْتُ أبا الحجاج الحافظ يَقُولُ: الصَّوَابُ: أَنَّهُ الْخِتَانُ، وَسَقَطَتِ النُّونُ مِنَ الْحَاشِيَةِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ المحاملي عَنْ شَيْخِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ.

وَمِمَّا يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى الْجِمَاعِ مُلَاعَبَةُ الْمَرْأَةِ، وَتَقْبِيلُهَا، وَمَصُّ لِسَانِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَاعِبُ أَهْلَهُ، وَيُقَبِّلُهَا.

وَرَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ عائشة، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا «5» .

(1) أخرجه مسلم في الرضاع. والامام أحمد والنسائي.

(2) أخرجه النسائي في النكاح.

(3) أخرجه البخاري في النكاح ومسلم في الرضاع.

(4) أخرجه الترمذي في النكاح وأحمد.

(5) أخرجه أبو داود في الصوم وأحمد.

এবং সহীহ মুসলিম-এ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:
“পৃথিবী হলো ক্ষণস্থায়ী ভোগের সামগ্রী, আর পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার নারী।” (১) ।
তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে সুন্দরী কুমারী এবং দ্বীনদার নারীদের বিবাহ করতে উৎসাহিত করতেন। আর ‘সুনানে নাসায়ী’-তে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোনো নারী সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন: “সেই নারী, যাকে দেখলে স্বামী আনন্দিত হয়, স্বামী তাকে কোনো আদেশ দিলে সে তা পালন করে এবং তার নিজের ও সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় কোনো কাজে তার বিরুদ্ধাচরণ করে না।” (২) ।
আর ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম)-এ তাঁর থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: “চারটি গুণের কারণে কোনো নারীকে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদার নারীকে লাভ করার চেষ্টা করো, অন্যথায় তোমার হাত ধুলিধূসরিত হবে (অর্থাৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে)।” (৩) ।
তিনি অধিক সন্তানপ্রসূ নারীকে বিবাহ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন এবং বন্ধ্যা নারীকে অপছন্দ করতেন, যেমনটি ‘সুনানে আবু দাউদ’-এ মা’কিল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল: আমি এক বংশমর্যাদাসম্পন্ন ও রূপবতী নারীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে সন্তান জন্মদানে অক্ষম, আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বললেন: “না”। এরপর সে দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট এল, তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তারপর সে তৃতীয়বার এল, তখন তিনি বললেন: “তোমরা এমন নারীকে

বিবাহ করো যে অধিক প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তানপ্রসবকারিণী। কেননা (কিয়ামতের দিন) আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব।”

আর তিরমিযীতে তাঁর থেকে বর্ণিত মারফু (রাসূলের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত) হাদীসে রয়েছে: “চারটি বিষয় রাসূলগণের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত: বিবাহ করা, মিসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং মেহেদি (হিন্না) লাগানো।” ‘আল-জামি’ গ্রন্থে এটি ‘নুন’ ও ‘ইয়া’ যোগে ‘হিন্না’ (মেহেদি) বর্ণিত হয়েছে (৪)। আমি হাফেজ আবু আল-হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি: সঠিক হলো এটি হবে ‘খিতান’ (খতনা), আর পাণ্ডুলিপির প্রান্তটীকা থেকে ‘নুন’ বর্ণটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে মুহামিলীও আবু ঈসা তিরমিযীর উস্তাদ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

সঙ্গমের পূর্বে যা করা সমীচীন তা হলো স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক (মুলাআবা) করা, তাকে চুম্বন করা এবং তার জিহ্বা চুষা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতেন এবং তাঁকে চুম্বন করতেন।

আবু দাউদ তাঁর ‘সুনান’-এ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশা (রা.)-কে চুম্বন করতেন এবং তাঁর জিহ্বা চুষতেন (৫) ।

---

(১) এটি মুসলিম ‘রদাহ’ (দুগ্ধপান) অধ্যায়ে, ইমাম আহমাদ এবং নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি নাসায়ী ‘নিকাহ’ (বিবাহ) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) এটি বুখারী ‘নিকাহ’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘রদাহ’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৪) এটি তিরমিযী ‘নিকাহ’ অধ্যায়ে এবং আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

(৫) এটি আবু দাউদ ‘সাওম’ (রোজা) অধ্যায়ে এবং আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ.

وَكَانَ صلى الله عليه وسلم رُبَّمَا جَامَعَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَرَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أنس، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ «1» .

وَرَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا، فَقَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْهَرُ وَأَطْيَبُ» «2» .

وَشُرِعَ لِلْمُجَامِعِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ قَبْلَ الْغُسْلِ الْوُضُوءُ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ، كَمَا رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ» «3» .

وَفِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بَعْدَ الْوَطْءِ مِنَ النَّشَاطِ، وَطِيبِ النَّفْسِ، وَإِخْلَافِ بَعْضِ مَا تَحَلَّلَ بِالْجِمَاعِ، وَكَمَالِ الطُّهْرِ وَالنَّظَافَةِ، وَاجْتِمَاعِ الْحَارِّ الْغَرِيزِيِّ إِلَى دَاخِلِ الْبَدَنِ بَعْدَ انْتِشَارِهِ بِالْجِمَاعِ، وَحُصُولِ النَّظَافَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَيَبْغَضُ خِلَافَهَا مَا هُوَ مِنْ أَحْسَنِ التَّدْبِيرِ فِي الجماع، وحفظ الصحة والقوى فيه.

فَصْلٌ

وَأَنْفَعُ الْجِمَاعِ: مَا حَصَلَ بَعْدَ الْهَضْمِ، وَعِنْدَ اعْتِدَالِ الْبَدَنِ فِي حَرِّهِ وَبَرْدِهِ، وَيُبُوسَتِهِ وَرُطُوبَتِهِ، وَخَلَائِهِ وَامْتِلَائِهِ. وَضَرَرُهُ عِنْدَ امْتِلَاءِ الْبَدَنِ أَسْهَلُ وَأَقَلُّ مِنْ ضَرَرِهِ عِنْدَ خُلُوِّهِ، وَكَذَلِكَ ضَرَرُهُ عِنْدَ كَثْرَةِ الرُّطُوبَةِ أَقَلُّ مِنْهُ عِنْدَ اليبوسة، وعند

---

(1) أخرجه مسلم في الحيض.

(2) أخرجه أبو داود في الطهارة.

(3) أخرجه مسلم.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্রীড়া-কৌতুক (তথা পূর্বরাগের আলাপ বা আলিঙ্গন) ব্যতিরেকে সঙ্গমে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো এক গোসলেই তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করতেন, আবার কখনো প্রত্যেকের সাথে (সহবাসের পর পৃথকভাবে) গোসল করতেন। ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক গোসলেই তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমনাগমন করতেন। «১»

ইমাম আবু দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুক্তদাস আবু রাফি (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট গমনাগমন করলেন এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে আসার পর পৃথকভাবে গোসল করলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এক গোসলেই কাজ সম্পন্ন করতেন (তবে ভালো হতো)? তিনি বললেন: "এটি অধিকতর পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং উত্তম।" «২»

সহবাসকারীর জন্য গোসলের পূর্বে পুনরায় সহবাস করতে চাইলে দুই সহবাসের মধ্যবর্তী সময়ে ওজু করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং পুনরায় করতে চায়, তবে সে যেন ওজু করে নেয়।" «৩»

সহবাসের পর গোসল ও ওজু করার মধ্যে রয়েছে সজীবতা, মনের প্রফুল্লতা এবং সহবাসের কারণে শরীরের যে উপাদানের বিয়োজন ঘটে তার পুনরুদ্ধার। এছাড়া এতে পূর্ণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। সহবাসের সময় শরীরের স্বাভাবিক তাপ (হাররে গারিযি) চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ওজু বা গোসলের মাধ্যমে তা পুনরায় শরীরের অভ্যন্তরে ফিরে আসে। এতে সেই পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যার বিপরীত অবস্থাকে তিনি অপছন্দ করেন। এটি সহবাসের ক্ষেত্রে এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি সংরক্ষণের জন্য অন্যতম সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা।

পরিচ্ছেদ

সবচেয়ে উপকারী সহবাস হলো যা খাদ্য পরিপাক হওয়ার পর এবং শরীরের তাপমাত্রা (উষ্ণতা ও শীতলতা), সিক্ততা ও শুষ্কতা এবং শূন্যতা ও পূর্ণতার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় সংঘটিত হয়। শরীর পূর্ণ থাকা অবস্থায় সহবাসের ক্ষতি, শরীর শূন্য (ক্ষুধার্ত) থাকা অবস্থায় সহবাসের ক্ষতির চেয়ে সহজতর ও কম। একইভাবে শরীর অতিরিক্ত সিক্ত থাকা অবস্থায় সহবাসের ক্ষতি, শরীর শুষ্ক থাকা অবস্থার চেয়ে কম। এবং...

(১) মুসলিম এটি হায়েয অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) আবু দাউদ এটি পবিত্রতা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(৩) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 191)الطب النبوي لابن القيم

حَرَارَتِهِ أَقَلُّ مِنْهُ عِنْدَ بُرُودَتِهِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَامِعَ إِذَا اشْتَدَّتِ الشَّهْوَةُ، وَحَصَلَ الِانْتِشَارُ التَّامُّ الَّذِي لَيْسَ عَنْ تَكَلُّفٍ وَلَا فِكْرٍ فِي صُورَةٍ، وَلَا نَظَرٍ مُتَتَابِعٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَدْعِيَ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيَتَكَلَّفَهَا، وَيَحْمِلَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، وَلْيُبَادِرْ إِلَيْهِ إِذَا هَاجَتْ بِهِ كَثْرَةُ الْمَنِيِّ، وَاشْتَدَّ شَبَقُهُ، وَلْيَحْذَرْ جِمَاعَ الْعَجُوزِ وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَالَّتِي لَا شَهْوَةَ لَهَا، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْقَبِيحَةِ الْمَنْظَرِ، وَالْبَغِيضَةِ، فَوَطْءُ هَؤُلَاءِ يُوهِنُ الْقُوَى،
وَيُضْعِفُ الْجِمَاعَ بِالْخَاصِّيَّةِ، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّ جِمَاعَ الثَّيِّبِ أَنْفَعُ مِنْ جِمَاعِ الْبِكْرِ وَأَحْفَظُ لِلصِّحَّةِ، وَهَذَا مِنَ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ، حَتَّى رُبَّمَا حَذَّرَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ عُقَلَاءُ النَّاسِ، وَلِمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الطَّبِيعَةُ وَالشَّرِيعَةُ.
وَفِي جِمَاعِ الْبِكْرِ مِنَ الْخَاصِّيَّةِ وَكَمَالِ التَّعَلُّقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُجَامِعِهَا، وَامْتِلَاءِ قَلْبِهَا مِنْ مَحَبَّتِهِ، وَعَدَمِ تَقْسِيمِ هَوَاهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، مَا لَيْسَ لِلثَّيِّبِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لجابر: «هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا» . وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ كَمَالِ نِسَاءِ

أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، أَنَّهُنَّ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ أَحَدٌ قَبْلَ مَنْ جُعِلْنَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَقَالَتْ عائشة لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِشَجَرَةٍ قَدْ أُرْتِعَ فِيهَا، وَشَجَرَةٍ لَمْ يُرْتَعْ فِيهَا، فَفِي أَيِّهِمَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّتِي لَمْ يُرْتَعْ فِيهَا» «1» . تُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

وَجِمَاعُ الْمَرْأَةِ الْمَحْبُوبَةِ فِي النَّفْسِ يَقِلُّ إِضْعَافُهُ لِلْبَدَنِ مَعَ كَثْرَةِ اسْتِفْرَاغِهِ لِلْمَنِيِّ، وَجِمَاعُ الْبَغِيضَةِ يُحِلُّ الْبَدَنَ، وَيُوهِنُ الْقُوَى مَعَ قِلَّةِ اسْتِفْرَاغِهِ. وَجِمَاعُ الْحَائِضِ حَرَامٌ طَبْعًا وَشَرْعًا، فَإِنَّهُ مُضِرٌّ جِدًّا، وَالْأَطِبَّاءُ قاطبة تحذر منه.

وَأَحْسَنُ أَشْكَالِ الْجِمَاعِ أَنْ يَعْلُوَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، مستفرشا لها بعد الملاعبة والبلة، وَبِهَذَا سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» «2» ، وَهَذَا مِنْ تَمَامِ قَوَّامِيَّةِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ، كَمَا قَالَ تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ «3» ،

---

(1) أخرجه البخاري في نكاح الأبكار.

(2) أخرجه البخاري في الوصايا.

(3) النساء- 34.

শরীরের উত্তাপ যখন ঠান্ডা থাকে তখনকার তুলনায় কম হয়। বরং সঙ্গম করা উচিত তখন, যখন কামভাব তীব্র হয় এবং পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গোত্থান ঘটে যা কোনো কৃত্রিম প্রচেষ্টা বা কোনো ছবির চিন্তা অথবা নিরন্তর দৃষ্টির ফল নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ত। কামবাসনাকে জোরপূর্বক আহ্বান করা বা এর জন্য নিজেকে কষ্ট দেওয়া এবং বাধ্য করা উচিত নয়। বরং যখন বীর্যের আধিক্যের কারণে কামভাব প্রবল হয় এবং কামশক্তি তীব্র হয়, তখন সঙ্গমের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। বৃদ্ধা নারী, যার সাথে সঙ্গম করার বয়স হয়নি এমন ছোট মেয়ে (নাবালিকা), কামভাবহীন নারী, অসুস্থ নারী, কুৎসিত চেহারার নারী এবং অপ্রিয় নারীর সাথে সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এদের সাথে সঙ্গম শারীরিক শক্তিকে দুর্বল করে এবং বিশেষ গুণগত প্রভাবে যৌনশক্তিকে ক্ষীণ করে দেয়। কিছু চিকিৎসক যে বলেছেন, 'অক্ষতযোনি (কুমারী) নারীর চেয়ে

পূর্ব-বিবাহিত নারীর সাথে সঙ্গম করা অধিক উপকারী এবং স্বাস্থ্যের জন্য বেশি রক্ষাকারী', তারা ভুল করেছেন। এটি একটি ভ্রান্ত কিয়াস (অনুমান), এমনকি তাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে সতর্কও করেছেন। এটি বুদ্ধিমানদের রীতি এবং প্রকৃতি ও শরীয়তের ঐকমত্যের পরিপন্থী। অক্ষতযোনি (কুমারী) নারীর সাথে সঙ্গমের বিশেষ গুণগত বৈশিষ্ট্য হলো এতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আসক্তি তৈরি হয় এবং তাদের অন্তর স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে। তার অনুরাগ স্বামী ও অন্য কারো মাঝে বিভক্ত হয় না, যা পূর্ব-বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাবির (রা.)-কে বলেছিলেন: "তুমি কেন কোনো কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে না?" মহান আল্লাহ জান্নাতের নারীদের অর্থাৎ হুরুল ঈনদের পূর্ণতার একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের জান্নাতী স্বামীদের আগে অন্য কেউ স্পর্শ করেনি। আয়েশা (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন: "আপনি কি মনে করেন যদি আপনি এমন একটি চারণভূমির পাশ দিয়ে যান যেখানে ইতিপূর্বে পশু চড়ানো হয়েছে এবং এমন একটি চারণভূমির পাশ দিয়ে যান যেখানে ইতিপূর্বে পশু চড়ানো হয়নি, তবে আপনি আপনার উটকে কোনটিতে চরাবেন?" তিনি বললেন: "যেটিতে ইতিপূর্বে পশু চড়ানো হয়নি।" এর মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি (আয়েশা) ব্যতীত অন্য কোনো কুমারী নারীকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রহণ করেননি।

মনের পছন্দের নারীর সাথে সঙ্গম করলে বীর্য অধিক নির্গত হওয়া সত্ত্বেও তা শরীরকে তেমন দুর্বল করে না। পক্ষান্তরে অপ্রিয় নারীর সাথে সঙ্গম বীর্য অল্প নির্গত হওয়া সত্ত্বেও শরীরকে শিথিল করে দেয় এবং শারীরিক শক্তিকে ক্ষীণ করে। আর ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা প্রকৃতিগত এবং শরীয়ত উভয় দিক থেকেই হারাম (নিষিদ্ধ), কারণ এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। সকল চিকিৎসকই এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

সঙ্গমের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো পুরুষ নারীর উপরে থাকবে, আদর-সোহাগ এবং আর্দ্রতা তৈরির পর তাকে শয্যা হিসেবে গ্রহণ করে। এই কারণেই নারীকে 'ফিরাশ' (শয্যা) বলা হয়েছে, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সন্তান শয্যার অধিকারীর (অর্থাৎ স্বামীর)।" এটি নারীর ওপর পুরুষের পূর্ণাঙ্গ অভিভাবকত্বের বহিঃপ্রকাশ, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল (অভিভাবক)।"

---

(১) ইমাম বুখারী এটি কুমারীদের বিবাহের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম বুখারী এটি অসিয়ত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) সূরা আন-নিসা: ৩৪।

وَكَمَا قِيلَ:

إِذَا رُمْتُهَا كَانَتْ فِرَاشًا يُقِلُّنِي ... وَعِنْدَ فَرَاغِي خَادِمٌ يَتَمَلَّقُ

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.. وَأَكْمَلُ اللِّبَاسِ وَأَسْبَغُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، فَإِنَّ فِرَاشَ الرَّجُلِ لِبَاسٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ لِحَافُ الْمَرْأَةِ لَهَا، فَهَذَا الشَّكْلُ الْفَاضِلُ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَبِهِ يَحْسُنُ مَوْقِعُ اسْتِعَارَةِ اللِّبَاسِ مِنْ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهَا تَنْعَطِفُ عَلَيْهِ أَحْيَانًا، فَتَكُونُ عَلَيْهِ كَاللِّبَاسِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا الضَّجِيعُ ثَنَى جِيدَهَا ... تَثَنَّتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسَا

وَأَرْدَأُ أَشْكَالِهِ أَنْ تَعْلُوَهُ الْمَرْأَةُ، وَيُجَامِعَهَا عَلَى ظَهْرِهِ، وَهُوَ خِلَافُ الشَّكْلِ الطَّبِيعِيِّ الَّذِي طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ، بَلْ نَوْعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَفِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ، أَنَّ الْمَنِيَّ يَتَعَسَّرُ خُرُوجُهُ كُلُّهُ، فَرُبَّمَا بَقِيَ فِي الْعُضْوِ مِنْهُ فَيَتَعَفَّنُ وَيَفْسُدُ، فَيَضُرُّ وَأَيْضًا: فَرُبَّمَا سَالَ إِلَى الذَّكَرِ رُطُوبَاتٌ مِنَ الْفَرْجِ، وَأَيْضًا، فَإِنَّ الرَّحِمَ لَا يَتَمَكَّنُ من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه، وانضامه عَلَيْهِ لِتَخْلِيقِ الْوَلَدِ، وَأَيْضًا:

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَفْعُولٌ بِهَا طَبْعًا وَشَرْعًا، وَإِذَا كَانَتْ فَاعِلَةً خَالَفَتْ مُقْتَضَى الطَّبْعِ وَالشَّرْعِ.

وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِنَّمَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ عَلَى جُنُوبِهِنَّ عَلَى حَرْفٍ، وَيَقُولُونَ: هُوَ أَيْسَرُ لِلْمَرْأَةِ.

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ تَشْرَحُ النِّسَاء على أقفائهن، فعابت اليهود عليهما ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ «1» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ جابر، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قبلها، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: نِساؤُكُمْ

---

(1) البقرة- 187.

যেমনটি বলা হয়েছে:

যখন আমি তাকে কামনা করি তখন সে আমার শয্যা হয়ে যায় যা আমাকে ধারণ করে ... আর আমার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর সে হয় এক চাটুকার পরিচারিকা।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।" আর এই অবস্থার জন্য এটিই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও নিঁখুত পোশাক; কেননা পুরুষের শয্যা তার জন্য পোশাকস্বরূপ এবং নারীর চাদরও তার জন্য পোশাকস্বরূপ। সুতরাং এই শ্রেষ্ঠ রূপটি এই আয়াত থেকেই গৃহীত হয়েছে, যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের জন্য পোশাক হওয়ার রূপকটি সার্থক হয়েছে। এর আরও একটি দিক রয়েছে, আর তা হলো নারী মাঝে মাঝে পুরুষের ওপর ঝুঁকে পড়ে, ফলে সে তার জন্য পোশাকের মতো হয়ে যায়। কবি বলেছেন:

যখন শয্যাসঙ্গী তার গ্রীবা নুইয়ে দেয় ... তখন সেও ঝুঁকে পড়ে তার ওপর পোশাকে পরিণত হয়।

সহবাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপ হলো নারী পুরুষের ওপরে থাকা এবং পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় সহবাস করা। এটি সেই স্বাভাবিক পদ্ধতির পরিপন্থী যার ওপর আল্লাহ তাআলা নর ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন, বরং এটি সাধারণভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যেরই বিরোধী। এতে নানাবিধ ক্ষতি রয়েছে; যেমন—বীর্য পুরোপুরি নির্গত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে বীর্যের কিছু অংশ লিঙ্গের ভেতরে থেকে গিয়ে পচে যেতে পারে এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে। এছাড়া জরায়ু থেকে নির্গত জলীয় পদার্থ লিঙ্গে প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে। অধিকন্তু, সন্তান সৃজনের জন্য জরায়ু তখন বীর্যকে ধারণ করতে, নিজের ভেতরে একত্রিত করতে এবং বীর্যের ওপর সংকুচিত হতে সক্ষম হয় না। এছাড়া:

নারী স্বভাবজাতভাবে ও শররিয়তের বিধান অনুযায়ী সহবাস গ্রহণকারিণী (মাফউল বিহা), কিন্তু সে যখন কর্ত্রীর (ফাঈলাহ) ভূমিকা পালন করে, তখন সে প্রকৃতি ও শররিয়তের চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করে।

আহলে কিতাবগণ নারীদের একপাশে কাত করে শুইয়ে সহবাস করত এবং তারা বলত: এটি নারীর জন্য সহজতর।
কুরাইশ ও আনসারগণ নারীদের চিৎ করে শুইয়ে সহবাস করত, ইহুদিরা তাদের এই কাজের সমালোচনা করত। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো" (১)।
"সহীহাইন"-এ জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইহুদিরা বলত—যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর যোনিপথে পেছন দিক থেকে সহবাস করে, তবে সন্তান টেরা হবে। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন: "তোমাদের স্ত্রীরা..."

(১) আল-বাকারা- ১৮৭।

حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. وَفِي لَفْظٍ لمسلم: «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ» «1» .
وَالْمُجَبِّيَةُ: الْمُنْكَبَّةُ عَلَى وَجْهِهَا، وَالصِّمَامُ الواحد: الفرج، وهو موضع الحرث والولد.
وَأَمَّا الدُّبُرُ: فَلَمْ يُبَحْ قَطُّ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَنْ نَسَبَ إِلَى بَعْضِ السَّلَفِ إِبَاحَةَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ، وَفِي «سُنَنِ أبي داود» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا» «2» .
وَفِي لَفْظٍ لأحمد وَابْنِ مَاجَهْ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» .
وَفِي لَفْظٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وأحمد: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» «3» .
وَفِي لَفْظٍ للبيهقي: «مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَرَ» .

وَفِي «مُصَنَّفِ وَكِيعٍ» : حَدَّثَنِي زمعة بن صالح، عَنِ ابن طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عبد الله بن يزيد، قَالَ: قَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِن الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» . وَقَالَ مَرَّةً: «فِي أَدْبَارِهِنَّ» .

وَفِي الترمذي: عَنْ علي بن طلق، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يستحي مِنَ الْحَقِّ» «4» . وَفِي «الْكَامِلِ» لِابْنِ عَدِيّ: مِنْ حَدِيثِهِ عَنِ المحاملي، عَنْ سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدّثنا محمد

---

(1) أخرجه البخاري في التفسير، ومسلم. والآية التي في الحديث: الآية/ 223/ من سورة البقرة.

(2) أخرجه أحمد.

(3) أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وأبو داود والدارمي.

(4) أخرجه الترمذي والدارمي.

তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র; সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো। আর মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "সে চাইলে উপুড় অবস্থায় (মুজাব্বিয়াহ), আর চাইলে উপুড় হওয়া ছাড়া; তবে তা যেন একটি পথ দিয়েই হয়।" «১»।

আর 'মুজাব্বিয়াহ' হলো: যে নিজের চেহারার ওপর উপুড় হয়ে থাকে। আর 'একমাত্র পথ' (সিমাম আল-ওয়াহিদ) হলো: লজ্জাস্থান, যা শস্যক্ষেত্র এবং সন্তান লাভের স্থান।

আর পায়ুপথ (দুবুর) প্রসঙ্গে কথা হলো: কোনো নবীর জবানেই তা কখনো বৈধ করা হয়নি। আর যারা কোনো কোনো সালাফ (পূর্বসূরি)-এর দিকে স্ত্রীর পায়ুপথে মিলনের বৈধতার বিষয়টি নিসবত বা সম্বন্ধ করেন, তারা তাদের ব্যাপারে ভুল করেছেন। 'সুনানে আবু দাউদ'-এ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি, যে স্ত্রীর পায়ুপথে মিলন করে।" «২»।

আর আহমাদ ও ইবনে মাজাহ-র এক বর্ণনায় রয়েছে: "আল্লাহ এমন ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে তার স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সংগম করে।"

আর তিরমিযী ও আহমাদের এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতী নারীর সাথে মিলন করল অথবা কোনো মহিলার পায়ুপথে মিলন করল কিংবা কোনো গণকের কাছে গিয়ে তাকে বিশ্বাস করল, সে যেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।" «৩»।

আর বায়হাকীর এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে পুরুষ বা নারীর সাথে পায়ুপথে মিলন করল, সে কুফরি করল।"

আর 'মুসান্নাফে ওয়াকি'-এ রয়েছে: যামআহ ইবনে সালিহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে তাউস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না; তোমরা নারীদের নিতম্বের দিক দিয়ে (অর্থাৎ পায়ুপথে) মিলন করো না।"

তিনি এক জায়গায় বলেছেন: "তাদের পায়ুপথে।"

আর তিরমিযীতে আলী ইবনে তালক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা নারীদের নিতম্বের দিক দিয়ে (অর্থাৎ পায়ুপথে) মিলন করো না, কেননা আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না।" «৪»। আর ইবনে আদীর 'আল-কামিল' গ্রন্থে: তার সূত্রে মুহাম্মালী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-উমাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন

---

(১) বুখারী তাফসীর অধ্যায়ে এবং মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসে উল্লিখিত আয়াতটি হলো: সূরা বাকারার ২২৩ নম্বর আয়াত।

(২) আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, আবু দাউদ এবং দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) তিরমিযী ও দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন।

ابن حمزة، عَنْ زيد بن رفيع، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» .

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الحسن بن علي الجوهري، عَنْ أبي ذر مَرْفُوعًا: «مَنْ أَتَى الرِّجَالَ أَوِ النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَقَدْ كَفَرَ» .

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر يَرْفَعُهُ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ» . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَلَفْظُهُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ» «1» .

وَقَالَ البغوي: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا همام، قَالَ: سُئِلَ قتادة عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى» .

وَقَالَ أحمد فِي «مُسْنَدِهِ» : حَدَّثَنَا عبد الرحمن، قَالَ: حَدَّثَنَا همام، أَخْبَرَنَا عَنْ قتادة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَذَكَرَهُ

وَفِي «الْمُسْنَدِ» أَيْضًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: «ائْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ» »

وَفِي «الْمُسْنَدِ» أَيْضًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ «يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، فَقَالَ: «وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أقبل وأدبر، واتّق الحيضة والدّبر» «3» .

---

(1) أخرجه الدارقطني.

(2) أخرجه أحمد.

(3) أخرجه أحمد والترمذي.

ইবনে হামজাহ থেকে বর্ণিত, যায়িদ বিন রাফি'র সূত্রে, তিনি আবু উবাইদাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত উন্নীত করেছেন (মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন): "তোমরা স্ত্রীদের পশ্চাৎপথে গমন করো না।"

আল-হাসান বিন আলী আল-জাওহারীর বর্ণিত হাদিসে আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি আবু যার (রা.) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি পুরুষদের সাথে অথবা নারীদের সাথে তাদের পশ্চাৎপথ দিয়ে সঙ্গম করল, সে কুফরী করল।"

ইসমাইল বিন আইয়াশ বর্ণনা করেছেন সুহাইল বিন আবি সালিহ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আল-মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন: "তোমরা আল্লাহকে লজ্জা করো, কারণ আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না; তোমরা স্ত্রীদের পশ্চাৎপথে (হুশুশ) গমন করো না।" আদ-দারা কুতনীও এই সূত্রেই এটি বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর শব্দগুলো হলো: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না, তোমাদের জন্য স্ত্রীদের পশ্চাৎপথে (হুশুশ) গমন করা বৈধ নয়" «১»।

আল-বাগাভী বলেন: হুদবাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি হাম্মাম থেকে, তিনি বলেন: কাতাদাহকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার স্ত্রীর পশ্চাৎপথে (দুবুর) গমন করে? তিনি বললেন: আমার নিকট আমর বিন শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এটি হলো ছোট লূতীয় কাজ (পুংমৈথুনের ন্যায় পাপ)।"

ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ'-এ বলেন: আব্দুর রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন হাম্মাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি আমর বিন শুআইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে সংবাদ দিয়েছেন, এরপর তিনি উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন।

'মুসনাদ'-এ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি—"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র"—আনসারদের একটি দলের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: "যেকোনো অবস্থায় তার কাছে গমন করো, যদি তা যোনিপথে (ফারজ) হয়।"

'মুসনাদ'-এ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি!" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "কিসে তোমাকে ধ্বংস করল?" তিনি বললেন: "গত রাতে আমি আমার আসন (মিলনের ভঙ্গি) পরিবর্তন করেছি।" তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে কোনো উত্তর দিলেন না। এরপর আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি এই আয়াত নাজিল করলেন: "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো—সামনে থেকে হোক বা পেছন থেকে হোক; তবে ঋতুস্রাবকালীন সময় এবং পশ্চাৎপথ (দুবুর) পরিহার করো" «৩»।

---

(১) আদ-দারা কুতনী এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) আহমাদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন।

وَفِي الترمذي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ» «1» .

وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي علي الحسن بن الحسين بن دوما، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَرْفَعُهُ: «كَفَرَ بِاللَّهِ، الْعَظِيمِ عشرة من هذه الأمة: القا، وَالسَّاحِرُ، وَالدَّيُّوثُ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ، وَلَمْ يَحُجَّ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ، وَالسَّاعِي فِي الْفِتَنِ، وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَمَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ» «2» .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عبد الله بن لهيعة عن شرح بن هاعان، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَلْعُونٌ مَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ. يَعْنِي:
أَدْبَارَهُنَّ» «3» .

وَفِي «مُسْنَدِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ» ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ، وَهِيَ آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بِالْمَدِينَةِ حتى لحق بالله عز وجل، وظنا فيها، وقال: «من نكح المرأة فِي دُبُرِهَا، أَوْ رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا، حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرِيحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ، وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَيُدْخَلُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ، وَيُشَدُّ عَلَيْهِ مسامير من نار» ، وقال أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا لِمَنْ لَمْ يَتُبْ.

وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابت يرفعه، «إِنّ الله لا يستحي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» «4» .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ «أَخْبَرَنِي عَمِّي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله ابن علي بن السائب، عَنْ عمرو بن أحيحة بن الجلاح، عن خزيمة ابن ثابت، أن

---

(1) أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.

(2) رواه ابن عساكر.

(3) أخرجه ابن عدي في الكامل.

(4) ذكره في حلية الأولياء.

তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে) বর্ণিত হয়েছে: «আল্লাহ এমন ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে কোনো পুরুষ কিংবা নারীর মলদ্বারে মৈথুন করে।»

আমরা আবু আলী হাসান বিন হুসাইন বিন দৌমা থেকে বর্ণিত হাদীসে পেয়েছি, তিনি বারআ ইবনে আযিব (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন: «এই উম্মতের দশ প্রকার লোক মহান আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে: গণক, জাদুকর, দাইয়ূস (লজ্জাহীন/বেহায়া), নারীর মলদ্বারে মৈথুনকারী, যাকাত প্রদান না করা ব্যক্তি, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি, মদ্যপায়ী, ফিতনা সৃষ্টিকারী, (ইসলামের বিরুদ্ধে) যুদ্ধরত কাফেরদের কাছে অস্ত্র বিক্রয়কারী এবং নিজের মাহরাম (রক্তসম্পর্কীয় নিষিদ্ধ) নারীর সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তি।»

আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে লাহীআ আমাদের নিকট শুরাহ ইবনে হাশান থেকে, তিনি ওকবা ইবনে আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «অভিশপ্ত সে ব্যক্তি, যে নারীদের তাদের মলদ্বারে ব্যবহার করে। অর্থাৎ:

তাদের পশ্চাৎদেশে।»

এবং ‘মুসনাদে হারিস ইবনে আবু উসামা’-তে আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা উভয়ে বলেন: «রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ওফাতের পূর্বে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন—আর এটিই ছিল মদিনায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার আগে তাঁর দেওয়া শেষ ভাষণ—তিনি তাতে উপদেশ প্রদান করেছিলেন এবং বলেছিলেন: ‘যে ব্যক্তি কোনো নারীর মলদ্বারে মিলন করল, অথবা কোনো পুরুষের সাথে কিংবা কোনো বালকের সাথে (সমকামিতায়) লিপ্ত হলো, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে যে তার শরীরের দুর্গন্ধ মৃতদেহের পচা দুর্গন্ধের চেয়েও জঘন্য হবে। তার এই দুর্গন্ধের কারণে মানুষ কষ্ট পাবে যতক্ষণ না সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তার আমলসমূহ নষ্ট করে দেবেন এবং তার কোনো নফল বা ফরজ ইবাদত কবুল করবেন না। তাকে আগুনের একটি সিন্দুকে প্রবেশ করানো হবে এবং আগুনের পেরেক দিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে’।» আর আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন: «এটি তার জন্য যে তওবা করেনি।»

আবু নুআইম আল-আসফাহানী খুজায়মা ইবনে সাবিত (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ সূত্রে উল্লেখ করেছেন: «নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না; তোমরা নারীদের মলদ্বারে উপগত হয়ো না।»

ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: «আমাকে আমার চাচা মুহাম্মদ বিন আলী বিন শাফেঈ সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন: আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে সায়িব সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আমর বিন উহাইহা বিন আল-জুল্লাজ থেকে, তিনি খুজায়মা ইবনে সাবিত (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

---

(১) তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন।
(২) ইবনে আসাকির এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) ইবনে আদী এটি 'আল-কামিল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
(৪) এটি 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَقَالَ: «حَلَالٌ» ، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ، فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرْزَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا؟ فَنَعَمْ. أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا، فَلَا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» «1» .

قَالَ الرَّبِيعُ: فَقِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: عَمِّي ثِقَةٌ، وعبد الله بن علي ثِقَةٌ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَى الْأَنْصَارِيِّ خَيْرًا، يَعْنِي عمرو بن الجلاح، وخزيمة مِمَّنْ لَا يُشَكُّ فِي ثِقَتِهِ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فيه، بل أنهى عنه.

قلت: ومن ها هنا نَشَأَ الْغَلَطُ عَلَى مَنْ نُقِلَ عَنْهُ الْإِبَاحَةُ مِنَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ، فَإِنَّهُمْ أَبَاحُوا أَنْ يَكُونَ الدُّبُرُ طَرِيقًا إِلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، فَيَطَأُ مِنَ الدُّبُرِ لَا فِي الدُّبُرِ، فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِعِ «مِنْ» بِ «فِي» وَلَمْ يَظُنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا، فَهَذَا الَّذِي أَبَاحَهُ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ، فَغَلِطَ عَلَيْهِمُ الْغَالِطُ أَقْبَحَ الْغَلَطِ وَأَفْحَشَهُ.

وَقَدْ قَالَ تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ مجاهد: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فَقَالَ: تَأْتِيهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرْتَ أَنْ تَعْتَزِلَهَا يَعْنِي فِي الْحَيْضِ. وَقَالَ علي بن أبي طلحة عَنْهُ، يَقُولُ: فِي الْفَرْجِ، وَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ.

وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي دُبُرِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَبَاحَ إِتْيَانَهَا فِي الْحَرْثِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ لَا فِي الْحُشِّ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْأَذَى، وَمَوْضِعُ الْحَرْثِ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: (مِنْ حيث أمركم الله) قال: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وإتيانها في قلبها مِنْ دُبُرِهَا مُسْتَفَادٌ مِنَ الْآيَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَالَ: أَنَّى شِئْتُمْ، أَيْ: مِنْ أَيْنَ شِئْتُمْ مِنْ أَمَامٍ أَوْ مِنْ خَلْفٍ. قَالَ ابْنُ عباس: فأتوا حرثكم، يَعْنِي: الْفَرْجَ.

وَإِذَا كَانَ اللَّهُ حَرَّمَ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ لِأَجْلِ الْأَذَى الْعَارِضِ، فَمَا الظَّنُّ بِالْحُشِّ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْأَذَى اللَّازِمِ مَعَ زِيَادَةِ الْمَفْسَدَةِ بِالتَّعَرُّضِ لِانْقِطَاعِ النَّسْلِ وَالذَّرِيعَةِ الْقَرِيبَةِ جِدًّا مِنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ إِلَى أَدْبَارِ الصِّبْيَانِ.

---

(1) أخرجه ابن حبان.

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নারীদের মলদ্বারে সঙ্গম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "এটি বৈধ।" অতঃপর যখন লোকটি ফিরে যাচ্ছিল, তিনি তাকে ডেকে বললেন: "তুমি কী বললে? দুই ছিদ্রে অথবা দুই পথে অথবা দুই কোষের কোনটিতে? মলদ্বারের দিক থেকে কি যোনিপথে? তবে হ্যাঁ। নাকি মলদ্বারের দিক থেকে মলদ্বারেই? তবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না; তোমরা নারীদের মলদ্বারে সঙ্গম করো না।" (১)

রাবী' বলেন: অতঃপর ইমাম শাফি'ঈকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "আপনি কী বলেন?" তিনি বললেন: "আমার চাচা নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), আবদুল্লাহ ইবনে আলী নির্ভরযোগ্য এবং তিনি আনসারীর অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন—অর্থাৎ আমর ইবনে জুল্লাহ। আর খুজাইমাহ এমন ব্যক্তি যাঁদের নির্ভরযোগ্যতায় কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং আমি এতে কোনো শিথিলতা বা অনুমতি প্রদান করছি না, বরং এটি নিষেধ করছি।"

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: সালাফ (পূর্বসূরি) এবং ইমামগণের মধ্য থেকে যাঁদের সম্পর্কে এই কাজের বৈধতার কথা বর্ণিত হয়েছে, মূলত এখান থেকেই তাঁদের ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা আসলে মলদ্বারের দিক থেকে যোনিপথে সঙ্গম করাকে বৈধ বলেছিলেন; অর্থাৎ মলদ্বারকে যোনিপথে পৌঁছানোর পথ হিসেবে ব্যবহারের কথা বলেছিলেন, মলদ্বারের ভেতর সঙ্গম করার কথা নয়। কিন্তু শ্রোতা 'হতে' (মিন) এবং 'মধ্যে' (ফি) শব্দের মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করেননি। সালাফ এবং ইমামগণ এটিই (যোনিপথেই) বৈধ বলেছিলেন, কিন্তু ভুলকারী তাঁদের বক্তব্যের ব্যাপারে অত্যন্ত কদর্য ও জঘন্য ভুল করেছে।

আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "সুতরাং তোমরা তাদের কাছে আসো যেখান থেকে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন।" মুজাহিদ বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে আল্লাহ তা'আলার বাণী "সুতরাং তোমরা তাদের কাছে আসো যেখান থেকে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "তুমি তাদের কাছে সেই স্থান দিয়ে আসবে যে স্থানটি ঋতুস্রাবের সময় বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে," অর্থাৎ যোনিপথ। আলী ইবনে আবী তালহা তাঁর (ইবনে আব্বাস) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "যোনিপথে সঙ্গম করো এবং তা অতিক্রম করে অন্য কোথাও যেয়ো না।"

এই আয়াতটি দুইভাবে মলদ্বারে সঙ্গম হারাম হওয়ার ওপর প্রমাণ দেয়: প্রথমত, আল্লাহ কেবল শস্যক্ষেত্রে (হারস) সঙ্গম করা বৈধ করেছেন, যা হলো সন্তান উৎপাদনের স্থান; কোনো অপবিত্র বা মলত্যাগের স্থানে নয়। আর শস্যক্ষেত্র বলতে আল্লাহ তা'আলার বাণী "যেখান থেকে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন" দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেছেন: "তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।" মলদ্বারের দিক থেকে যোনিপথে সঙ্গম করাও এই আয়াত থেকেই প্রতীয়মান হয়, কারণ তিনি বলেছেন "যেভাবে ইচ্ছা", অর্থাৎ সামনে থেকে হোক বা পেছন থেকে—যে কোনো দিক থেকে তোমরা আসতে পারো। ইবনে আব্বাস বলেন: "তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে আসো," অর্থাৎ যোনিপথে।

আর আল্লাহ যখন ঋতুস্রাবজনিত সাময়িক কষ্টের কারণে যোনিপথে সঙ্গম হারাম করেছেন, তখন সেই মলদ্বার সম্পর্কে কী ধারণা হতে পারে যা স্থায়ী অপবিত্রতার আধার? অধিকন্তু এতে বংশধারা রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাসহ বড় ধরনের অনিষ্ট নিহিত রয়েছে এবং এটি নারীদের মলদ্বার থেকে বালকদের মলদ্বারের দিকে (লুত সম্প্রদায়ভুক্ত জঘন্য কাজের দিকে) ধাবিত হওয়ার অতি নিকটবর্তী মাধ্যম।

(১) ইবনে হিব্বান এটি বর্ণনা করেছেন।

وَأَيْضًا: فَلِلْمَرْأَةِ حَقٌّ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْوَطْءِ، وَوَطْؤُهَا فِي دُبُرِهَا يُفَوِّتُ حَقَّهَا، وَلَا يَقْضِي وَطَرَهَا، وَلَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَهَا.

وَأَيْضًا «فَإِنَّ الدُّبُرَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لِهَذَا الْعَمَلِ، وَلَمْ يُخْلَقْ لَهُ، وإنما الذي هيىء لَهُ الْفَرْجُ، فَالْعَادِلُونَ عَنْهُ إِلَى الدُّبُرِ خَارِجُونَ عَنْ حِكْمَةِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ جَمِيعًا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ ذَلِكَ مُضِرٌّ بِالرَّجُلِ، وَلِهَذَا يَنْهَى عَنْهُ عُقَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ، لِأَنَّ لِلْفَرْجِ خَاصِّيَّةً فِي اجْتِذَابِ الْمَاءِ الْمُحْتَقَنِ وَرَاحَةِ الرَّجُلِ مِنْهُ، وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لَا يُعِينُ عَلَى اجْتِذَابِ جَمِيعِ الْمَاءِ، وَلَا يُخْرِجُ كُلَّ الْمُحْتَقَنِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَمْرِ الطَّبِيعِيِّ.

وَأَيْضًا: يَضُرُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ إِحْوَاجُهُ إِلَى حَرَكَاتٍ مُتْعِبَةٍ جِدًّا لِمُخَالَفَتِهِ لِلطَّبِيعَةِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ مَحَلُّ الْقَذَرِ وَالنَّجْوِ، فَيَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ بِوَجْهِهِ، وَيُلَابِسُهُ.

وَأَيْضًا «فَإِنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ جِدًّا، لِأَنَّهُ وَارِدٌ غَرِيبٌ بَعِيدٌ عَنِ الطِّبَاعِ، مُنَافِرٌ لَهَا غَايَةَ الْمُنَافَرَةِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُحْدِثُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، وَالنُّفْرَةَ عَنِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ، وَيُظْلِمُ الصَّدْرَ، وَيَطْمِسُ نُورَ الْقَلْبِ، وَيَكْسُو الْوَجْهَ وَحْشَةً تَصِيرُ عَلَيْهِ كَالسِّيمَاءِ يَعْرِفُهَا مَنْ لَهُ أَدْنَى فِرَاسَةٍ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُوجِبُ النُّفْرَةَ وَالتَّبَاغُضَ الشَّدِيدَ، وَالتَّقَاطُعَ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، وَلَا بُدَّ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُفْسِدُ حَالَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فَسَادًا لَا يَكَادُ يُرْجَى بَعْدَهُ صَلَاحٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْمَحَاسِنِ مِنْهُمَا، وَيَكْسُوهُمَا ضِدَّهَا، كَمَا يَذْهَبُ بِالْمَوَدَّةِ بَيْنَهُمَا، وَيُبْدِلُهُمَا بِهَا تَبَاغُضًا وَتَلَاعُنًا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ زَوَالِ النِّعَمِ، وَحُلُولِ النِّقَمِ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ اللَّعْنَةَ

তদুপরি, সহবাসের ক্ষেত্রে স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার রয়েছে; আর স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করা তার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে, তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে না এবং তার উদ্দেশ্যও হাসিল করে না।

তদুপরি, মলদ্বার এই কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়নি এবং এর জন্য তা সৃষ্টিও করা হয়নি; বরং এ কাজের জন্য কেবল যোনিপথকেই প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং যারা তা পরিহার করে মলদ্বারের দিকে ধাবিত হয়, তারা আল্লাহর হিকমত (প্রজ্ঞা) ও শরিয়ত—উভয় থেকেই বিচ্যুত।

তদুপরি, এটি পুরুষের জন্য ক্ষতিকর; এই কারণেই দার্শনিক ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে বিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলী একে নিষেধ করেছেন। কারণ, যোনিপথের এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা জমাকৃত বীর্যকে আকর্ষণ করে নেয় এবং পুরুষকে তা থেকে ভারমুক্ত করে প্রশান্তি দেয়। পক্ষান্তরে, মলদ্বারে সহবাস বীর্যকে পুরোপুরি আকর্ষণ করতে সাহায্য করে না এবং প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী হওয়ায় সমস্ত জমাকৃত পদার্থ নির্গত করে দেয় না।

তদুপরি, এটি অন্য দিক থেকেও ক্ষতিকর; আর তা হলো, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ হওয়ার কারণে এটি ব্যক্তিকে অত্যন্ত ক্লান্তিকর নড়াচড়া করতে বাধ্য করে।

তদুপরি, এটি অপবিত্রতা ও মলের স্থান; অথচ পুরুষ একে নিজ চেহারার সম্মুখীন করে এবং এর সংস্পর্শে লিপ্ত হয়।

তদুপরি, এটি স্ত্রীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর; কেননা এটি একটি বিজাতীয় বিষয় যা মানবপ্রকৃতি থেকে যোজন যোজন দূরে এবং চরমভাবে প্রকৃতির প্রতিকূল।

তদুপরি, এটি উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় (উভয় পক্ষের) মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টি করে।

তদুপরি, এটি চেহারাকে কালো করে দেয়, বক্ষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, অন্তরের নূরকে মিটিয়ে দেয় এবং চেহারায় এমন এক বিষণ্নতা ও ভীতির আবরণ তৈরি করে যা একটি বিশেষ লক্ষণে (সীমা) পরিণত হয়, যা সামান্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিনতে পারে।
তদুপরি, এটি অনিবার্যভাবে পারস্পরিক ঘৃণা, চরম বিদ্বেষ এবং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।
তদুপরি, এটি উভয় পক্ষের অবস্থাকে এমনভাবে কলুষিত করে যে, এরপর সংশোধনের আর কোনো আশা থাকে না; তবে আল্লাহ যদি একনিষ্ঠ তওবা (তাওবাতুন নাসূহ)-এর মাধ্যমে ইচ্ছা করেন তবে ভিন্ন কথা।
তদুপরি, এটি উভয়ের সৌন্দর্য কেড়ে নেয় এবং তার পরিবর্তে কদর্যতা লেপন করে। ঠিক তেমনি এটি উভয়ের মাঝ থেকে হৃদ্যতা বিলীন করে দেয় এবং তার বদলে পারস্পরিক ঘৃণা ও অভিশাপের জন্ম দেয়।
তদুপরি, এটি নেয়ামত দূরীভূত হওয়া এবং বিপদ আপতিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ; কেননা এটি লানত (অভিশাপ) অনিবার্য করে তোলে।

(ص: 198)الطب النبوي لابن القيم

وَالْمَقْتَ مِنَ اللَّهِ، وَإِعْرَاضَهُ عَنْ فَاعِلِهِ، وَعَدَمَ نَظَرِهِ إِلَيْهِ، فَأَيَّ خَيْرٍ يَرْجُوهُ بَعْدَ هَذَا، وَأَيَّ شَرٍّ يَأْمَنُهُ، وَكَيْفَ حَيَاةُ عَبْدٍ قَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَقْتُهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحَيَاءِ جُمْلَةً، وَالْحَيَاءُ هُوَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ فَإِذَا فَقَدَهَا الْقَلْبُ، اسْتَحْسَنَ الْقَبِيحَ، وَاسْتَقْبَحَ الْحَسَنَ، وَحِينَئِذٍ فَقَدِ اسْتَحْكَمَ فَسَادُهُ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُحِيلُ الطِّبَاعَ عَمَّا رَكَّبَهَا اللَّهُ، وَيُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ طَبْعِهِ إِلَى طَبْعٍ لَمْ يُرَكِّبِ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، بَلْ هُوَ طَبْعٌ مَنْكُوسٌ، وَإِذَا نُكِسَ الطَّبْعُ انْتَكَسَ

الْقَلْبُ، وَالْعَمَلُ، وَالْهُدَى، فَيَسْتَطِيبُ حِينَئِذٍ الْخَبِيثَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْهَيْئَاتِ وَيَفْسُدُ حَالُهُ وَعَمَلُهُ وَكَلَامُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُورِثُ مِنَ الْوَقَاحَةِ وَالْجُرْأَةِ مَا لَا يُورِثُهُ سِوَاهُ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُورِثُ مِنَ الْمَهَانَةِ وَالسِّفَالِ وَالْحَقَارَةِ مَا لَا يُورِثُهُ غَيْرُهُ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَكْسُو الْعَبْدَ مِنْ حُلَّةِ الْمَقْتِ وَالْبَغْضَاءِ، وَازْدِرَاءِ النَّاسِ لَهُ، وَاحْتِقَارِهِمْ إِيَّاهُ، وَاسْتِصْغَارِهِمْ لَهُ مَا هُوَ مُشَاهَدٌ بِالْحِسِّ فَصَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي هَدْيِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ، وَهَلَاكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي مُخَالَفَةِ هديه وما جاء به.

فَصْلٌ

وَالْجِمَاعُ الضَّارُّ: نَوْعَانِ: ضَارٌّ شَرْعًا، وَضَارٌّ طَبْعًا. فَالضَّارُّ شَرْعًا: الْمُحَرَّمُ، وَهُوَ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ. وَالتَّحْرِيمُ الْعَارِضُ مِنْهُ أَخَفُّ مِنَ اللَّازِمِ، كَتَحْرِيمِ الْإِحْرَامِ، وَالصِّيَامِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَتَحْرِيمِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ، وَتَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا لَا حَدَّ فِي هَذَا الْجِمَاعِ.

وَأَمَّا اللَّازِمُ: فَنَوْعَانِ. نَوْعٌ لَا سَبِيلَ إِلَى حِلِّهِ الْبَتَّةَ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، فَهَذَا مِنْ

আল্লাহর ঘৃণা, আমলকারীর প্রতি তাঁর বিমুখতা এবং তার প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত না করা; এরপর সে আর কোন কল্যাণের আশা করতে পারে এবং কোন অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে? সেই বান্দার জীবন কেমন হতে পারে, যার ওপর আল্লাহর অভিশাপ ও ঘৃণা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ও তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি?

অধিকন্তু, এটি লজ্জা (হায়া) পূর্ণরূপে বিদূরিত করে। আর লজ্জাই হলো অন্তরের প্রাণ; যখন অন্তর তা হারিয়ে ফেলে, তখন সে মন্দকে ভালো মনে করে এবং ভালোকে মন্দ মনে করে। আর তখনই তার কলুষতা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

আরও কথা হলো, এটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তিগুলোকে আল্লাহ প্রদত্ত গঠন থেকে পরিবর্তিত করে দেয়। এটি মানুষকে তার প্রকৃতি থেকে বের করে এমন এক স্বভাবের দিকে নিয়ে যায়, যা আল্লাহ কোনো পশুর মধ্যেও সৃষ্টি করেননি। বরং এটি একটি বিপর্যস্ত স্বভাব। আর যখন স্বভাব বিপর্যস্ত হয়, তখন অন্তর, কর্ম ও হেদায়েতও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে তখন নিকৃষ্ট কাজ ও

অবস্থাকে উত্তম মনে করতে থাকে এবং তার ইচ্ছার ব্যতিরেকেই তার অবস্থা, কর্ম ও কথাবার্তা কলুষিত হয়ে যায়।
তদুপরি, এটি এমন নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতা তৈরি করে, যা অন্য কিছুতে হয় না।
এছাড়াও, এটি এমন লাঞ্ছনা, হীনতা ও তুচ্ছতা বয়ে আনে, যা অন্য কিছু বয়ে আনে না।
আরও হলো, এটি বান্দাকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের পোশাক পরিয়ে দেয়; মানুষের অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য তার ওপর চেপে বসে, যা বাহ্যিকভাবেই দৃশ্যমান হয়। অতএব আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, যাঁর আদর্শ ও অনুসরণের মাঝে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য নিহিত, এবং যাঁর আদর্শ ও শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণের মাঝে দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংস নিহিত।
পরিচ্ছেদ
ক্ষতিকারক সহবাস দুই প্রকার: শরয়িভাবে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) ক্ষতিকর এবং প্রাকৃতিকভাবে ক্ষতিকর। শরয়িভাবে ক্ষতিকর হলো:
নিষিদ্ধ (হারাম) সহবাস; এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে—যাহার কিছু অন্যটির চেয়ে গুরুতর।
আকস্মিক বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অপেক্ষাকৃত লঘু, যেমন ইহরাম, সিয়াম ও ইতিকাফ অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা, এবং কাফফারা আদায়ের পূর্বে 'জিহার' (যিহার) করা স্ত্রীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞা, ঋতুকালীন সহবাসের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। এই কারণে এই ধরণের মিলনের জন্য কোনো নির্ধারিত দণ্ড (হদ) নেই।
আর স্থায়ী বা আবশ্যিক নিষেধাজ্ঞা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো যার বৈধতার কোনো পথই নেই, যেমন মাহরাম (রক্তসম্পর্কীয় বা বৈবাহিক কারণে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ) নারীদের সাথে সহবাস। এটি হলো...

(ص: 199)الطب النبوي لابن القيم

أَضَرِّ الْجِمَاعِ، وَهُوَ يُوجِبُ الْقَتْلَ حَدًّا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رحمه الله وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ثَابِتٌ [1] .

وَالثَّانِي: مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا، كَالْأَجْنَبِيَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، فَفِي وَطْئِهَا حَقَّانِ. حَقٌّ لِلَّهِ، وَحَقٌّ لِلزَّوْجِ. فَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، وَإِنْ كَانَ لَهَا أَهْلٌ وَأَقَارِبُ يَلْحَقُهُمُ الْعَارُ بِذَلِكَ صَارَ فِيهِ أَرْبَعَةُ حُقُوقٍ، فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ، صَارَ فِيهِ خَمْسَةُ حُقُوقٍ. فَمَضَرَّةُ هَذَا النَّوْعِ بِحَسَبِ دَرَجَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ.

وَأَمَّا الضَّارُّ طَبْعًا، فَنَوْعَانِ أَيْضًا: نَوْعٌ ضَارٌّ بِكَيْفِيَّتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَنَوْعٌ ضَارٌّ بِكَمِّيَّتِهِ كَالْإِكْثَارِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ، وَيَضُرُّ بِالْعَصَبِ، وَيُحْدِثُ الرَّعْشَةَ، وَالْفَالِجَ، وَالتَّشَنُّجَ، وَيُضْعِفُ الْبَصَرَ وسائر القوى، ويطفىء الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ، وَيُوَسِّعُ الْمَجَارِيَ، وَيَجْعَلُهَا مُسْتَعِدَّةً لِلْفَضَلَاتِ الْمُؤْذِيَةِ.

وَأَنْفَعُ أَوْقَاتِهِ، مَا كَانَ بَعْدَ انْهِضَامِ الْغِذَاءِ فِي الْمَعِدَةِ وَفِي زَمَانٍ مُعْتَدِلٍ لَا عَلَى جُوعٍ، فَإِنَّهُ يُضْعِفُ الْحَارَّ الْغَرِيزِيَّ، وَلَا عَلَى شِبَعٍ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَمْرَاضًا شَدِيدَةً، وَلَا عَلَى تَعَبٍ، وَلَا إِثْرَ حَمَّامٍ، وَلَا اسْتِفْرَاغٍ وَلَا انْفِعَالٍ نَفْسَانِيٍّ كَالْغَمِّ وَالْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَشِدَّةِ الْفَرَحِ.

وَأَجْوَدُ أَوْقَاتِهِ بَعْدَ هَزِيعٍ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا صَادَفَ انْهِضَامَ الطَّعَامِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ، وَيَنَامُ عَلَيْهِ، وَيَنَامُ عَقِبَهُ، فَتَرَاجَعُ إِلَيْهِ قُوَاهُ، وَلْيَحْذَرِ الْحَرَكَةَ وَالرِّيَاضَةَ عَقِبَهُ، فَإِنَّهَا مُضِرَّةٌ جدا.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَاجِ الْعِشْقِ

هَذَا مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ، مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْأَمْرَاضِ فِي ذَاتِهِ وَأَسْبَابِهِ وَعِلَاجِهِ، وَإِذَا تَمَكَّنَ وَاسْتَحْكَمَ عَزَّ عَلَى الْأَطِبَّاءِ دواؤه، وأعيى الْعَلِيلَ دَاؤُهُ، وَإِنَّمَا حَكَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ: مِنَ النِّسَاءِ، وَعُشَّاقِ الصِّبْيَانِ الْمُرْدَانِ، فَحَكَاهُ عَنِ

এটি যৌন মিলনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এবং একদল আলিমের মতে, এর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড (হদ) কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে একটি সুসাব্যস্ত মারফূ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে [১]।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: যা হালাল হওয়া সম্ভব, যেমন গায়রে মাহরাম (অপরিচিত) নারী। তবে সে যদি বিবাহিতা হয়, তবে তার সাথে যৌন মিলনে দুটি হক বা অধিকার ক্ষুণ্ন হয়: আল্লাহর হক এবং তার স্বামীর হক। যদি তাকে বাধ্য করা হয়, তবে এতে তিনটি হক জড়িত হয়। যদি তার এমন পরিবার ও আত্মীয়স্বজন থাকে যারা এর ফলে কলঙ্কের শিকার হবে, তবে এতে চারটি হক সংশ্লিষ্ট হয়। আর যদি সে ব্যক্তি তার মাহরাম (রক্তসম্পর্কীয় নিষিদ্ধ) আত্মীয়া হয়, তবে এতে পাঁচটি হক সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং এই প্রকারের ক্ষতি এর নিষিদ্ধতার পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

আর যা প্রাকৃতিকভাবে ক্ষতিকর, তা-ও দুই প্রকার: এক প্রকার হলো যা তার পদ্ধতির কারণে ক্ষতিকর (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে), এবং অন্য প্রকার হলো যা পরিমাণের আধিক্যের কারণে ক্ষতিকর, যেমন অত্যাধিক মিলন। এটি শারীরিক শক্তি হ্রাস করে, স্নায়ুর ক্ষতি করে এবং শরীরে কাঁপুনি, পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) ও খিঁচুনি সৃষ্টি করে। এটি দৃষ্টিশক্তি ও অন্যান্য সকল শক্তিকে দুর্বল করে দেয়, শরীরের সহজাত তাপ (হারারাতে গারিজিয়্যাহ) নির্বাপিত করে দেয়, শরীরের নালীসমূহকে প্রশস্ত করে এবং সেগুলোকে ক্ষতিকারক বর্জ্য গ্রহণের উপযোগী করে তোলে।

এর সবচেয়ে উপকারী সময় হলো পাকস্থলীতে খাবার হজম হওয়ার পর এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় এটি করা উচিত নয়, কারণ এটি শরীরের সহজাত তাপকে দুর্বল করে দেয়। আবার একেবারে পেট ভরা অবস্থায়ও নয়, কারণ এটি কঠিন ব্যাধি সৃষ্টি করে। একইভাবে ক্লান্ত অবস্থায়, গোসলের পর, কোনো কিছু নির্গত হওয়ার পর এবং মানসিক আবেগ যেমন—দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, শোক ও অতিরিক্ত আনন্দের সময় এটি করা অনুচিত।

এর সর্বোত্তম সময় হলো রাতের একটি প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন খাবার হজম হয়ে যায়। এরপর গোসল বা ওজু করে নিয়ে তার পরপরই ঘুমিয়ে পড়া উচিত। এতে শরীরের শক্তি পুনরায় ফিরে আসে। মিলনের পরপরই শারীরিক নড়াচড়া বা ব্যায়াম করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ তা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

প্রেম-আসক্তির (ইশক) চিকিৎসায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পদ্ধতি বিষয়ক পরিচ্ছেদ

এটি অন্তরের রোগসমূহের মধ্যে এমন এক রোগ, যা এর সত্তা, কারণ এবং চিকিৎসার দিক থেকে অন্যান্য সকল রোগের চেয়ে ভিন্ন। যখন এটি স্থায়ী রূপ নেয় এবং সুদৃঢ় হয়, তখন

চিকিৎসকদের পক্ষে এর চিকিৎসা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এবং রোগীর রোগ তাকে কাবু করে ফেলে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে দুই শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে এই আসক্তির কথা উল্লেখ করেছেন: নারী জাতি এবং সুন্দর কিশোরদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে। তিনি এটি বর্ণনা করেছেন...

امْرَأَةِ الْعَزِيزِ فِي شَأْنِ يُوسُفَ، وَحَكَاهُ عَنْ قَوْمِ لُوطٍ، فَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْهُمْ لَمَّا جَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ لُوطًا: وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ، قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ «1» .

وَأَمَّا مَا زَعَمَهُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُقَدِّرْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقَّ قَدْرِهِ أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِهِ فِي شَأْنِ زينب بنت جحش، وَأَنَّهُ رَآهَا فَقَالَ «سُبْحَانَ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» . وَأَخَذَتْ بِقَلْبِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: أَمْسِكْهَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ «2» ، فَظَنَّ هَذَا الزَّاعِمُ أَنَّ ذَلِكَ فِي شَأْنِ الْعِشْقِ، وَصَنَّفَ بَعْضُهُمْ كِتَابًا فِي الْعِشْقِ، وَذَكَرَ فِيهِ عِشْقَ الْأَنْبِيَاءِ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ، وَهَذَا مِنْ جَهْلِ هَذَا الْقَائِلِ بِالْقُرْآنِ وَبِالرُّسُلِ، وَتَحْمِيلِهِ كَلَامَ اللَّهِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ، وَنِسْبَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَا بَرَّأَهُ اللَّهُ مِنْهُ، فَإِنَّ زينب بنت جحش كَانَتْ تَحْتَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَبَنَّاهُ، وَكَانَ يُدْعَى زيد بن محمد، وَكَانَتْ زينب فِيهَا شَمَمٌ وَتَرَفُّعٌ عَلَيْهِ، فَشَاوَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أمسك

عليك زوجك واتّق الله» وَأَخْفَى فِي نَفْسِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِنْ طَلَّقَهَا زيد، وَكَانَ يَخْشَى مِنْ قَالَةِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ، لِأَنَّ زيدا كَانَ يُدْعَى ابْنَهُ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْفَاهُ فِي نَفْسِهِ، وَهَذِهِ هِيَ الْخَشْيَةُ مِنَ النَّاسِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ، وَلِهَذَا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةَ يُعَدِّدُ فِيهَا نِعَمَهُ عَلَيْهِ لَا يُعَاتِبُهُ فِيهَا، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْشَى النَّاسَ فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ، وَأَنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يَخْشَاهُ، فَلَا يَتَحَرَّجُ مَا أَحَلَّهُ لَهُ لِأَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بَعْدَ قَضَاءِ زيد وَطَرَهُ مِنْهَا لِتَقْتَدِيَ أُمَّتُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَيَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ مِنَ التَّبَنِّي، لَا امْرَأَةِ ابْنِهِ لصلبه «3» ولهذا قال في آية

---

(1) الحجر- 68- 77.

(2) الأحزاب- 37.

(3) لا صحة لهذا الحديث.

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর বিষয়ে আজিজ-পত্নীর অবস্থা এবং তিনি লুত (আলাইহিস সালাম)-এর কওম সম্পর্কে এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সংবাদ দিয়ে বলেন, যখন ফেরেশতারা লুত (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এলেন: "শহরের অধিবাসীরা আনন্দ প্রকাশ করতে করতে উপস্থিত হলো। তিনি বললেন, এরা আমার মেহমান, সুতরাং তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করো না। আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে অপমানিত করো না। তারা বলল, আমরা কি তোমাকে জগৎবাসীর (আশ্রয় দান) থেকে নিষেধ করিনি? তিনি বললেন, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তবে এরা আমার কন্যাগণ। তোমার প্রাণের কসম! তারা তো তাদের মত্ততায় অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।"

আর যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যথাযোগ্য মর্যাদা অনুধাবন করতে পারেনি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ জয়নাব বিনতে জাহশ-এর বিষয়ে তাঁর প্রতি যে ধারণা পোষণ করেছে যে—তিনি নাকি তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, "অন্তর পরিবর্তনকারীর পবিত্রতা ঘোষণা করছি", আর তিনি তাঁর অন্তরে স্থান করে নিয়েছিলেন এবং তিনি জায়েদ ইবনে হারিসাকে বলতে শুরু করেছিলেন: "তাকে তোমার কাছেই রাখো"—যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করলেন: "স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন

এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তাকে যখন তুমি বলছিলে—তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো; আর তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন এবং তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে তুমি তাঁকে ভয় করবে।" এই দাবিদাররা মনে করেছে যে, বিষয়টি অনুরাগের (ইশক) সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের কেউ কেউ তো অনুরাগের বিষয়ে কিতাবই লিখে ফেলেছেন এবং সেখানে নবীদের অনুরাগের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই ঘটনাটির অবতারণা করেছেন। এটি মূলত কুরআন ও রাসূলগণ সম্পর্কে এই প্রবক্তার অজ্ঞতা এবং আল্লাহর কালামের ওপর এমন অর্থ চাপিয়ে দেওয়ার শামিল যা তা বহন করে না। এছাড়া আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন কিছুর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা যা থেকে আল্লাহ তাঁকে পবিত্র রেখেছেন। কারণ, জয়নাব বিনতে জাহশ জায়েদ ইবনে হারিসার বিবাহাধীনে ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাঁকে জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডাকা হতো। জয়নাবের মধ্যে আভিজাত্যবোধ ও জায়েদের প্রতি কিছুটা অহমিকা ছিল। ফলে জায়েদ তাঁকে তালাক দেওয়ার বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে পরামর্শ করেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন: "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো।" অথচ তিনি মনে মনে গোপন রেখেছিলেন যে, যদি জায়েদ তাঁকে তালাক দেন তবে তিনি তাঁকে বিবাহ করবেন। তিনি মানুষের সমালোচনার ভয় করছিলেন যে, লোকে বলবে তিনি তাঁর পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন—যেহেতু জায়েদকে তাঁর পুত্র বলে ডাকা হতো। এটাই ছিল সেই বিষয় যা তিনি নিজের অন্তরে গোপন রেখেছিলেন এবং এটিই ছিল সেই লোকভয় যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে তাঁর প্রতি তাঁর নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, এখানে তাঁকে তিরস্কার করা হয়নি। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ যা তাঁর জন্য বৈধ করেছেন সে বিষয়ে লোকভয় করা তাঁর জন্য সমীচীন নয়, এবং আল্লাহই ভয় পাওয়ার অধিক হকদার। সুতরাং মানুষের কথার ভয়ে তিনি যেন তা করতে দ্বিধাবোধ না করেন যা আল্লাহ তাঁর জন্য বৈধ করেছেন। এরপর তিনি তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, জায়েদ তাঁর থেকে প্রয়োজন পূরণ করার (তালাক প্রদানের) পর আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করেছেন, যাতে উম্মত এ বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করতে পারে এবং মানুষ তার পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে, তবে নিজ ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে নয়। আর একারণেই তিনি এই আয়াতে বলেছেন—

(১) আল-হিজর: ৬৮-৭৭।

(২) আল-আহযাব: ৩৭।

(৩) এই হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই।

التحريم: وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ «1» . وَقَالَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ: مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ «2» وَقَالَ فِي أَوَّلِهَا: وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ «3» . فتأمّل هذا الذي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَفْعَ طَعْنِ الطَّاعِنِينَ عَنْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ نِسَاءَهُ، وَكَانَ أَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ عائشة رضي الله عنها، وَلَمْ تَكُنْ تَبْلُغُ مَحَبَّتُهُ لَهَا وَلَا لِأَحَدٍ سِوَى رَبِّهِ نِهَايَةَ الْحُبِّ، بَلْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خليلا لأغذت أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» «4» . وَفِي لَفْظٍ: «وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خليل الرّحمن» «5» .

فَصْلٌ

وَعِشْقُ الصُّوَرِ إِنَّمَا تُبْتَلَى بِهِ الْقُلُوبُ الْفَارِغَةُ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُتَعَوِّضَةُ بِغَيْرِهِ عَنْهُ، فَإِذَا امْتَلَأَ الْقَلْبُ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِهِ، دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ مَرَضَ عِشْقِ الصُّوَرِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ يُوسُفَ: كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ [يُوسُفَ: 24] ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِخْلَاصَ سَبَبٌ لِدَفْعِ الْعِشْقِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ الَّتِي هِيَ ثَمَرَتُهُ وَنَتِيجَتُهُ، فَصَرْفُ

الْمُسَبَّبِ صَرْفٌ لِسَبَبِهِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْعِشْقُ حَرَكَةُ قَلْبٍ فَارِغٍ، يَعْنِي فَارِغًا مِمَّا سِوَى مَعْشُوقِهِ. قَالَ تَعَالَى: وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ أَيْ: فَارِغًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ مُوسَى لِفَرْطِ مَحَبَّتِهَا لَهُ، وَتَعَلُّقِ قَلْبِهَا بِهِ.

---

(1) النساء- 23.

(2) الأحزاب- 40.

(3) الأحزاب- 4.

(4) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم في فضائل الصحابة.

(5) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة.

নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে: “এবং তোমাদের সেইসব পুত্রদের স্ত্রীরা যারা তোমাদের ঔরসজাত” (১)। এবং তিনি এই সূরায় বলেছেন: “মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন” (২)। এবং তিনি এর শুরুতে বলেছেন: “এবং তিনি তোমাদের পালক পুত্রদের তোমাদের (প্রকৃত) পুত্র করেননি। এটি তোমাদের মুখের কথা মাত্র” (৩)। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত এই বিষয়টি এবং তাঁর প্রতি নিন্দুকদের অভিযোগের খণ্ডন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন। আর আল্লাহর সাহায্যেই সফলতা লাভ হয়।

হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের ভালোবাসতেন এবং তাঁদের মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন আয়েশা (রাদিআল্লাহু আনহা)। তবে তাঁর প্রতি বা তাঁর প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কারও প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা ভালোবাসার চূড়ান্ত পর্যায়ে (খলীল বা একান্ত সুহৃদ হওয়ার স্তরে) পৌঁছায়নি। বরং সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে তিনি বলেছেন: “আমি যদি পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে কাউকে একান্ত সুহৃদ (খলীল) হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকে একান্ত সুহৃদ হিসেবে গ্রহণ করতাম” (৪)। অন্য বর্ণনায় এসেছে: “আর তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ) হলেন পরম করুণাময় আল্লাহর একান্ত সুহৃদ (খলীল)” (৫)।

পরিচ্ছেদ

রূপ-আসক্তি বা মোহ (ইশক) কেবল সেইসব হৃদয়েই আক্রান্ত হয় যা মহান আল্লাহর ভালোবাসা থেকে শূন্য, তাঁর থেকে বিমুখ এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য কিছুতে সান্ত্বনা খোঁজে। যখন হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন তা রূপ-আসক্তিরূপ ব্যাধিকে দূরীভূত করে দেয়। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন: "এভাবেই (আমি তাকে রক্ষা করেছি), যাতে আমি তার থেকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দিই। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার একনিষ্ঠ (মুখলাস) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" [ইউসুফ: ২৪]। এটি প্রমাণ করে যে, একনিষ্ঠতা (ইখলাস) হলো রূপ-আসক্তি এবং এর ফলে সৃষ্ট মন্দ ও অশ্লীলতাকে দূর করার কারণ, যা মূলত রূপ-আসক্তিরই ফল ও পরিণতি। সুতরাং ফলাফলকে দূর করা মানেই তার কারণকে দূর করা। এই কারণেই সালাফদের (পূর্বসূরিদের) কেউ কেউ বলেছেন: "রূপ-আসক্তি (ইশক) হলো একটি শূন্য হৃদয়ের স্পন্দন", অর্থাৎ তার প্রেমাস্পদ (মাশুক) ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে শূন্য হৃদয়। মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর মূসার জননীর হৃদয় (চিন্তা) শূন্য হয়ে পড়ল, সে প্রায় তাকে প্রকাশ করে দিচ্ছিল..." অর্থাৎ তাঁর প্রতি ভালোবাসার আতিশয্য এবং তাঁর সাথে হৃদয়ের প্রবল সম্পর্কের কারণে মূসা ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে তাঁর হৃদয় শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

---

(১) আন-নিসা: ২৩।

(২) আল-আহযাব: ৪০।

(৩) আল-আহযাব: ৪।

(৪) এটি বুখারী 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'সাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৫) এটি মুসলিম 'সাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَالْعِشْقُ مُرَكَّبٌ مِنْ أَمْرَيْنِ: اسْتِحْسَانٍ لِلْمَعْشُوقِ، وَطَمَعٍ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَمَتَى انْتَفَى أَحَدُهُمَا انْتَفَى الْعِشْقُ، وَقَدْ أَعْيَتْ عِلَّةُ الْعِشْقِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ وَتَكَلَّمَ فِيهَا بَعْضُهُمْ بِكَلَامٍ يُرْغَبُ عَنْ ذِكْرِهِ إِلَى الصَّوَابِ.

فَنَقُولُ: قَدِ اسْتَقَرَّتْ حِكْمَةُ اللَّهِ- عز وجل فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ عَلَى وُقُوعِ التَّنَاسُبِ وَالتَّآلُفِ بَيْنَ الْأَشْبَاهِ، وَانْجِذَابِ الشَّيْءِ إِلَى مُوَافِقِهِ وَمُجَانِسِهِ بِالطَّبْعِ، وَهُرُوبِهِ مِنْ مُخَالِفِهِ، وَنُفْرَتِهِ عَنْهُ بِالطَّبْعِ، فَسِرُّ التَّمَازُجِ وَالِاتِّصَالِ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ، إِنَّمَا هُوَ التَّنَاسُبُ وَالتَّشَاكُلُ، وَالتَّوَافُقُ، وَسِرُّ التَّبَايُنِ وَالِانْفِصَالِ، إِنَّمَا هُوَ بِعَدَمِ التَّشَاكُلِ وَالتَّنَاسُبِ، وَعَلَى ذَلِكَ قَامَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، فَالْمِثْلُ إِلَى مِثْلِهِ مَائِلٌ، وَإِلَيْهِ صَائِرٌ، وَالضِّدُّ عَنْ ضِدِّهِ هَارِبٌ، وَعَنْهُ نَافِرٌ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها «1» فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ عِلَّةَ سُكُونِ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأَتِهِ كَوْنَهَا مِنْ جِنْسِهِ وَجَوْهَرِهِ، فَعِلَّةُ السُّكُونِ الْمَذْكُورِ- وَهُوَ الْحُبُّ- كَوْنُهَا مِنْهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ بِحُسْنِ الصُّورَةِ، وَلَا الْمُوَافَقَةِ فِي الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ، وَلَا فِي الْخُلُقِ وَالْهَدْيِ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ أَيْضًا مِنْ أَسْبَابِ السُّكُونِ وَالْمَحَبَّةِ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» «2» وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» وَغَيْرِهِ فِي سَبَبِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ امْرَأَةً بِمَكَّةَ كَانَتْ تُضْحِكُ النَّاسَ، فَجَاءَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلَتْ عَلَى امْرَأَةٍ تُضْحِكُ النَّاسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ» الْحَدِيثَ «3» .

وَقَدِ اسْتَقَرَّتْ شَرِيعَتُهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ حُكْمُ مِثْلِهِ، فَلَا تُفَرَّقُ شَرِيعَتُهُ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ أَبَدًا وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ، وَمَنْ ظَنَّ خِلَافَ ذَلِكَ، فَإِمَّا لِقِلَّةِ عِلْمِهِ بِالشَّرِيعَةِ، وَإِمَّا لِتَقْصِيرِهِ فِي مَعْرِفَةِ التَّمَاثُلِ وَالِاخْتِلَافِ، وَإِمَّا لِنِسْبَتِهِ إِلَى شَرِيعَتِهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، بَلْ يَكُونُ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ، فَبِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ ظهر خلقه وشرعه،

(1) الأعراف- 189.

(2) أخرجه البخاري في الأنبياء، ومسلم في البر والصلة.

(3) أخرجه أحمد.

ইশক বা আসক্তি (ইশক) দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত: প্রিয়পাত্রের প্রতি মুগ্ধতা এবং তার সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা। যখন এই দুটির একটির অনুপস্থিতি ঘটে, তখন আসক্তিও তিরোহিত হয়। অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই আসক্তির এই ব্যাধির স্বরূপ উদঘাটনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং কেউ কেউ এ বিষয়ে এমন কিছু কথা বলেছেন যা বর্জন করে সঠিক বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

আমরা বলি: সৃষ্টি এবং আদেশের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা সমজাতীয় বস্তুসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সম্প্রীতি এবং স্বভাবজাতভাবে কোনো জিনিসের প্রতি তার অনুকূল ও সদৃশ জিনিসের আকর্ষণ এবং বিপরীত জিনিস থেকে পলায়ন ও বিমুখতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সংমিশ্রণ ও সংযোগের রহস্য হলো সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য ও সঙ্গতি। আর বৈসাদৃশ্য ও বিচ্ছেদের রহস্য হলো সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের অভাব। এর ওপরেই সৃষ্টি ও আদেশ দণ্ডায়মান। তাই সদৃশ বস্তু সদৃশের দিকেই ঝুঁকে পড়ে এবং তারই অভিমুখী হয়, আর বিপরীত বস্তু তার বিপরীত থেকে পলায়ন করে ও বিমুখ হয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার কাছে প্রশান্তি পায়।" (সূরা আল-আরাফ: ১৮৯)। সুতরাং মহান আল্লাহ পুরুষের তার স্ত্রীর প্রতি প্রশান্তি লাভের কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন যে, সে তার স্বজাতি ও মূল উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, বর্ণিত প্রশান্তির কারণ—যা হলো ভালোবাসা—তা হলো স্ত্রী তার (পুরুষের) অংশ হওয়া। এটি প্রমাণ করে যে, ভালোবাসার মূল কারণ কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, কিংবা লক্ষ্য ও সংকল্পের ঐক্য নয়, এমনকি চরিত্র ও আদর্শের মিলও নয়; যদিও এগুলিও প্রশান্তি ও মহব্বতের অন্যতম কারণ।

সহিহ গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "আত্মাসমূহ সমবেত বাহিনীর মতো; যাদের মধ্যে পূর্বপরিচয় (সাদৃশ্য) থাকে তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়, আর যাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে।" মুসনাদে ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য গ্রন্থে এই হাদিসের প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কায় এক নারী ছিল যে মানুষকে হাসাত। সে যখন মদিনায় এল, তখন সে এমন এক নারীর নিকট অবস্থান নিল যে

মানুষকে হাসাত। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আত্মাসমূহ সমবেত বাহিনীর মতো..." (সম্পূর্ণ হাদিস)।

মহান আল্লাহর শরিয়ত এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, একটি বিষয়ের বিধান তার অনুরূপ বিষয়ের বিধানের মতোই হবে। তাই তাঁর শরিয়ত কখনও দুটি সদৃশ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং কখনও দুটি বিপরীত বিষয়কে একত্রিত করে না। যে ব্যক্তি এর বিপরীত মনে করে, তা হয় শরিয়ত সম্পর্কে তার স্বল্প জ্ঞানের কারণে, অথবা সদৃশ ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ে তার ত্রুটির কারণে, কিংবা শরিয়তের সাথে এমন কিছু সম্বন্ধযুক্ত করার কারণে যার কোনো প্রমাণ আল্লাহ নাজিল করেননি; বরং তা কেবল মানুষের ব্যক্তিগত মত। সুতরাং তাঁর হিকমত ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই তাঁর সৃষ্টি ও শরিয়ত প্রকাশিত হয়েছে।

---

(১) আল-আরাফ- ১৮৯।

(২) বুখারি এটি 'আম্বিয়া' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'আল-বিরু ওয়াস-সিলাহ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 203)الطب النبوي لابن القيم

وَبِالْعَدْلِ وَالْمِيزَانِ قَامَ الْخَلْقُ وَالشَّرْعُ، وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ.

وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ تَعَالَى: احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ «1» .

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَبَعْدَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: أَزْوَاجُهُمْ أَشْبَاهُهُمْ ونظراؤهم.

وقال تعالى: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ «2» : قَرَنَ كُلَّ صَاحِبِ عَمَلٍ بِشَكْلِهِ وَنَظِيرِهِ، فَقَرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابَّيْنِ فِي اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ، وَقَرَنَ بين لم تحابين فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فِي الْجَحِيمِ، فَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ شَاءَ أَوْ أَبَى، وَفِي «مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ» وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحِبُّ الْمَرْءُ قَوْمًا إِلَّا حُشِرَ معهم «3» .

وَالْمَحَبَّةُ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَأَفْضَلُهَا وَأَجَلُّهَا: الْمَحَبَّةُ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ مَحَبَّةَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ، وَتَسْتَلْزِمُ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

وَمِنْهَا مَحَبَّةُ الِاتِّفَاقِ فِي طَرِيقَةٍ، أَوْ دِينٍ، أَوْ مَذْهَبٍ، أَوْ نِحْلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ صِنَاعَةٍ أَوْ مراد ما.

ومنها مّحببة لِنَيْلِ غَرَضٍ مِنَ الْمَحْبُوبِ إِمَّا مِنْ جَاهِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ تَعْلِيمِهِ وَإِرْشَادِهِ، أَوْ قَضَاءِ وَطَرٍ مِنْهُ، وَهَذِهِ هِيَ الْمَحَبَّةُ الْعَرَضِيَّةُ الَّتِي تَزُولُ بِزَوَالِ مُوجِبِهَا، فَإِنَّ مَنْ وَدَّكَ لِأَمْرٍ، وَلَّى عَنْكَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ.

وَأَمَّا مَحَبَّةُ الْمُشَاكَلَةِ وَالْمُنَاسَبَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمُحِبِّ وَالْمَحْبُوبِ. فمحبة لازمة لا تزول

---

(1) الصافات- 22.

(2) التكوير- 7.

(3) أخرجه أحمد والنسائي.

সৃষ্টিজগত এবং শরীয়ত ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যের (মিযান) ওপর প্রতিষ্ঠিত; আর তা হলো সমজাতীয় দুই বিষয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা এবং ভিন্নধর্মী দুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা।

এই নীতি যেমন ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত, কিয়ামতের দিনেও তেমনি বলবৎ থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন: "একত্রিত করো যালিমদের, তাদের সমমনাদের এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদের; অতঃপর তাদের পরিচালিত করো জাহান্নামের পথে" (আস-সাফফাত: ২২)।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর পরবর্তীকালে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "তাদের জোড়াসমূহ" বলতে তাদের সমরূপ ও সমগোত্রীয়দের বোঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "এবং যখন আত্মাগুলোকে জোড়া লাগানো হবে" (আত-তাকভীর: ৭)। অর্থাৎ প্রত্যেক আমলকারীকে তার সমরূপ ও সমগোত্রীয়র সাথে যুক্ত করা হবে। অতএব তিনি আল্লাহপ্রীতিতে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের জান্নাতে একত্রিত করবেন এবং শয়তানের আনুগত্যে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন। সুতরাং মানুষ যার সাথে মহব্বত রাখে, সে তার সাথেই থাকবে—চাই সে তা পছন্দ করুক বা না করুক। 'মুস্তাদরাক আল-হাকিম' ও অন্যান্য কিতাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে: "কোনো ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসলে অবশ্যই তাদের সাথেই তার হাশর (পুনরুত্থান) হবে।"

ভালোবাসা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতি মহান হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। এটি আল্লাহ যা ভালোবাসেন তাকে ভালোবাসাকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসাকে অনিবার্য করে তোলে।

এর অন্তর্ভুক্ত হলো কোনো পথ ও পন্থা, ধর্ম, মাযহাব, মতবাদ, আত্মীয়তা, পেশা অথবা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভালোবাসা।

আবার কোনোটি হলো প্রিয়ভাজনের নিকট থেকে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভালোবাসা; হতে পারে তা পদমর্যাদা, সম্পদ, শিক্ষা, দিকনির্দেশনা কিংবা ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে। এটি হলো ক্ষণস্থায়ী বা আপেক্ষিক ভালোবাসা (আল-মাহাব্বাতুল আ'রাদিয়্যাহ) যা মূল কারণটি বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। কেননা যে ব্যক্তি কোনো স্বার্থে তোমাকে ভালোবাসে, স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

তবে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার স্বভাবজাত মিল ও আত্মিক সামঞ্জস্যের (আল-মুশাকালাহ ওয়াল মুনাসাবাহ) কারণে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তা এক অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসা যা কখনো নিঃশেষ হয় না।

---

(১) আস-সাফফাত: ২২।

(২) আত-তাকভীর: ৭।

(৩) আহমাদ ও নাসায়ি এটি বর্ণনা করেছেন।

إِلَّا لِعَارِضٍ يُزِيلُهَا، وَمَحَبَّةُ الْعِشْقِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، فَإِنَّهَا اسْتِحْسَانٌ رُوحَانِيٌّ، وَامْتِزَاجٌ نَفْسَانِيٌّ، وَلَا يَعْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَحَبَّةِ مِنَ الْوَسْوَاسِ وَالنُّحُولِ، وَشَغْلِ الْبَالِ، وَالتَّلَفِ مَا يَعْرِضُ من العشق.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ سَبَبُ الْعِشْقِ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الِاتِّصَالِ وَالتَّنَاسُبِ الرُّوحَانِيّ، فَمَا بَالُهُ لَا يَكُونُ دَائِمًا مِنَ الطَّرَفَيْنِ، بَلْ تَجِدُهُ كَثِيرًا مِنْ طَرَفِ الْعَاشِقِ وَحْدَهُ، فَلَوْ كَانَ سَبَبُهُ الِاتِّصَالَ النَّفْسِيَّ وَالِامْتِزَاجَ الرُّوحَانِيَّ، لَكَانَتِ الْمَحَبَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ مُسَبِّبُهُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ، وتخلّف المحبة من الجانب الآخر لابد أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ:

الْأَوَّلُ: عِلَّةٌ فِي الْمَحَبَّةِ، وَأَنَّهَا مَحَبَّةٌ عَرَضِيَّةٌ لَا ذَاتِيَّةٌ، وَلَا يَجِبُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَحَبَّةِ الْعَرَضِيَّةِ، بَلْ قَدْ يَلْزَمُهَا نُفْرَةٌ مِنَ الْمَحْبُوبِ.

الثَّانِي: مَانِعٌ يقوم بالمحب يمنع مَحْبُوبِهِ لَهُ، إِمَّا فِي خُلُقِهِ، أَوْ فِي خَلْقِهِ أَوْ هَدْيِهِ أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ هَيْئَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

الثَّالِثُ: مَانِعٌ يَقُومُ بِالْمَحْبُوبِ يَمْنَعُ مُشَارَكَتَهُ لِلْمُحِبِّ فِي مَحَبَّتِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ الْمَانِعُ، لَقَامَ بِهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ لِمُحِبِّهِ مِثْلُ مَا قَامَ بِالْآخَرِ، فَإِذَا انْتَفَتْ هَذِهِ الْمَوَانِعُ، وَكَانَتِ الْمَحَبَّةُ ذَاتِيَّةً، فَلَا يَكُونُ قَطُّ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلَوْلَا مَانِعُ الْكِبْرِ وَالْحَسَدِ، وَالرِّيَاسَةِ وَالْمُعَادَاةِ فِي الْكُفَّارِ، لَكَانَتِ الرُّسُلُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلَمَّا زَالَ هَذَا الْمَانِعُ مِنْ قُلُوبِ أَتْبَاعِهِمْ، كَانَتْ مَحَبَّتُهُمْ لَهُمْ فوق محبة الأنفس والأهل والمال.

فَصْلٌ

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الْعِشْقَ لَمَّا كَانَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ، كَانَ قَابِلًا لِلْعِلَاجِ، وَلَهُ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعِلَاجِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لِلْعَاشِقِ سَبِيلٌ إِلَى وَصْلِ مَحْبُوبِهِ شَرْعًا وَقَدَرًا، فَهُوَ

কেবল কোনো আকস্মিক কারণ ব্যতীত যা একে দূরীভূত করে। আর 'ইশক' (অতিমাত্রার আসক্তি) এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত; কেননা এটি একটি আধ্যাত্মিক গুণগ্রাহিতা এবং মনস্তাত্ত্বিক সংমিশ্রণ। মহব্বতের অন্য কোনো প্রকারে এমন মানসিক অস্থিরতা, শারীরিক কৃশতা, দুশ্চিন্তা এবং ধ্বংসের আশঙ্কা পরিলক্ষিত হয় না, যা ইশকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যদি প্রশ্ন করা হয়: ইশকের কারণ যদি আপনাদের উল্লিখিত সেই আধ্যাত্মিক সংযোগ ও সাযুজ্যই হয়ে থাকে, তবে কেন তা সর্বদা উভয় পক্ষ থেকে হয় না? বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একে কেবল প্রেমিকের পক্ষ থেকেই দেখা যায়। অথচ এর কারণ যদি মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ ও আধ্যাত্মিক সংমিশ্রণই হতো, তবে তো এই ভালোবাসা উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকত।

এর উত্তর হলো: কোনো শর্তের অনুপস্থিতি অথবা কোনো প্রতিবন্ধকের উপস্থিতির কারণে অনেক সময় কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার কার্যফল প্রকাশ পায় না। অপর পক্ষ থেকে মহব্বত প্রকাশ না পাওয়ার পেছনে অবশ্যই তিনটি কারণের কোনো একটি বিদ্যমান থাকে:

প্রথমত: মহব্বতের মধ্যেই কোনো ত্রুটি থাকা। অর্থাৎ এটি কোনো মৌলিক (জাতী) মহব্বত নয়, বরং আপতিত বা বাহ্যিক (আরজি) মহব্বত। আর বাহ্যিক মহব্বতের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অংশীদারিত্ব অপরিহার্য নয়; বরং কখনো কখনো এটি প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে বিমুখতা ও ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: প্রেমিকের মধ্যে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকা যা তাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদকে বাধা দেয়। এটি তার চরিত্রে, শারীরিক গঠনে, আচার-আচরণে, কর্মে, বেশভুষায় কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে হতে পারে।

তৃতীয়ত: প্রেমাস্পদের মধ্যে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকা যা তাকে প্রেমিকের ভালোবাসায় শরিক হতে বাধা দেয়। যদি সেই প্রতিবন্ধকতা না থাকত, তবে তার মনেও প্রেমিকের প্রতি তেমনি ভালোবাসা সৃষ্টি হতো যেমনটি অপরজনের মনে হয়েছে। যখন এই সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয় এবং মহব্বত হয় মৌলিক ও স্বভাবজাত, তখন তা সর্বদা উভয় পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কাফেরদের মধ্যে যদি অহংকার, হিংসা, নেতৃত্বের মোহ এবং শত্রুতার ন্যায় প্রতিবন্ধকতা না থাকত, তবে রাসুলগণ তাদের নিকট তাদের নিজেদের জীবন, পরিবার ও

সম্পদের চেয়েও অধিক প্রিয় হতেন। আর যখন এই প্রতিবন্ধকতা তাদের অনুসারীদের অন্তর থেকে দূরীভূত হলো, তখন রাসুলগণের প্রতি তাদের ভালোবাসা তাদের নিজের জীবন, পরিবার ও সম্পদের ভালোবাসাকেও ছাড়িয়ে গেল।

পরিচ্ছেদ

মূল উদ্দেশ্য হলো: যেহেতু ইশক একটি ব্যাধি, তাই এটি নিরাময়যোগ্য। এর বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা রয়েছে। যদি প্রেমিকের জন্য শরয়ি বিধান ও জাগতিক তকদির অনুযায়ী তার প্রিয়জনের সাথে মিলনের কোনো পথ উন্মুক্ত থাকে, তবে তা হলো...

(ص: 205)الطب النبوي لابن القيم

عِلَاجُهُ، كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» . مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» . فَدَلَّ الْمُحِبَّ عَلَى عِلَاجَيْنِ:

أَصْلِيٌّ، وَبَدَلِيٌّ. وَأَمَرَهُ بِالْأَصْلِيِّ، وَهُوَ الْعِلَاجُ الَّذِي وُضِعَ لِهَذَا الدَّاءِ، فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ» . وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ عَقِيبَ إِحْلَالِ النِّسَاءِ حَرَائِرِهِنَّ وَإِمَائِهِنَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِقَوْلِهِ: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً [النِّسَاءِ: 28] . فَذِكْرُ تَخْفِيفِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِخْبَارِهِ عَنْ ضَعْفِ الْإِنْسَانِ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ عَنِ احْتِمَالِ هَذِهِ الشَّهْوَةِ، وَأَنَّهُ- سُبْحَانَهُ- خَفَّفَ عَنْهُ أَمْرَهَا بِمَا أَبَاحَهُ لَهُ مِنْ أَطَايِبِ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع، وأباح له ما شا

مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، ثُمَّ أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْإِمَاءِ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ عِلَاجًا لِهَذِهِ الشَّهْوَةِ، وَتَخْفِيفًا عَنْ هَذَا الْخَلْقِ الضَّعِيفِ، ورحمة به.

فَصْلٌ

وَإِنْ كَانَ لَا سَبِيلَ لِلْعَاشِقِ إِلَى وِصَالِ مَعْشُوقِهِ قَدَرًا أَوْ شَرْعًا، أَوْ هُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ، وَهُوَ الدَّاءُ الْعُضَالُ، فَمِنْ عِلَاجِهِ إِشْعَارُ نَفْسِهِ الْيَأْسَ مِنْهُ، فَإِنَّ النَّفْسَ مَتَى يَئِسَتْ مِنَ الشَّيْءِ، اسْتَرَاحَتْ مِنْهُ، وَلَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَزَلْ مَرَضُ الْعِشْقِ مَعَ الْيَأْسِ، فَقَدِ انْحَرَفَ الطَّبْعُ انْحِرَافًا شَدِيدًا، فَيَنْتَقِلُ إِلَى عِلَاجٍ آخَرَ، وَهُوَ عِلَاجُ عَقْلِهِ بِأَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الْقَلْبِ بِمَا لَا مَطْمَعَ فِي حُصُولِهِ نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَصَاحِبُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَعْشَقُ الشَّمْسَ، وَرُوحُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالصُّعُودِ إِلَيْهَا وَالدَّوَرَانِ مَعَهَا فِي فَلَكِهَا، وَهَذَا مَعْدُودٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُقَلَاءِ فِي زُمْرَةِ الْمَجَانِينِ.

وَإِنْ كَانَ الْوِصَالُ مُتَعَذِّرًا شَرْعًا لَا قَدَرًا، فَعِلَاجُهُ بِأَنْ يُنْزِلَهُ مَنْزِلَةَ الْمُتَعَذِّرِ قَدَرًا، إِذْ مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ اللَّهُ، فَعِلَاجُ الْعَبْدِ وَنَجَاتُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِنَابِهِ، فَلْيُشْعِرْ نَفْسَهُ أَنَّهُ مَعْدُومٌ مُمْتَنِعٌ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْمُحَالَاتِ، فَإِنْ لَمْ تُجِبْهُ

এর প্রতিকার হলো তা, যা ‘সহীহাইন’-এ (বুখারি ও মুসলিম) ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে, আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন রোজা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামভাব দমনের মাধ্যম (ঢাল স্বরূপ)।" সুতরাং তিনি প্রেমিককে দুটি প্রতিকারের পথ দেখিয়েছেন:
একটি মৌলিক এবং অন্যটি বিকল্প। তিনি তাকে মৌলিক প্রতিকারের নির্দেশ দিয়েছেন, যা এই রোগের প্রকৃত নিরাময় হিসেবে নির্ধারিত। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এর উপায় বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ তা থেকে বিমুখ হওয়া অন্য কিছুর দিকে যাওয়া উচিত নয়।
ইবনে মাজাহ তাঁর ‘সুনান’-এ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারীদের জন্য বিবাহের মতো উৎকৃষ্ট কিছু আমরা দেখিনি।" আর এই মর্মার্থের দিকেই মহান আল্লাহ ইঙ্গিত

করেছেন প্রয়োজনের সময় স্বাধীন নারী ও দাসীদের হালাল করার পর তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: "আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান এবং মানুষকে দুর্বল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।" [সূরা আন-নিসা: ২৮]। এখানে সহজীকরণের উল্লেখ এবং মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া এই নির্দেশ করে যে, মানুষ এই প্রবৃত্তির ভার সহ্য করতে অক্ষম। আর মহান আল্লাহ নারীদের মধ্য থেকে যা পছন্দনীয়—দুই, তিন বা চার জন পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে এবং তাঁর অধিকারভুক্ত দাসীদের দ্বারা তার জন্য এই বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। এরপর এই প্রবৃত্তির প্রতিকার হিসেবে এবং এই দুর্বল সৃষ্টির বোঝা লাঘব ও তার প্রতি দয়া হিসেবে প্রয়োজনে দাসীদের বিয়ে করারও অনুমতি দিয়েছেন।

পরিচ্ছেদ

আর যদি প্রেমিকের জন্য তার প্রেমাস্পদের মিলন লাভ করার কোনো পথ না থাকে—তাকদিরগতভাবে হোক বা শরয়ি কারণে, অথবা উভয় দিক থেকেই তা অসম্ভব হয়ে পড়ে—তবে তা একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এমতাবস্থায় এর প্রতিকার হলো নিজের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করা যে, এটি পাওয়ার কোনো আশা নেই। কেননা প্রবৃত্তি যখন কোনো কিছু পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়, তখন সে তা থেকে আরাম পায় এবং আর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু নিরাশার পরেও যদি প্রেমের অসুস্থতা দূর না হয়, তবে বুঝতে হবে স্বভাব অত্যন্ত কঠিনভাবে বিচ্যুত হয়েছে। তখন অন্য এক প্রতিকারের দিকে ধাবিত হতে হবে, আর তা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক চিকিৎসা। অর্থাৎ তাকে অনুধাবন করতে হবে যে, যা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তার প্রতি অন্তরের আসক্তি এক প্রকার উন্মাদনা। এমন ব্যক্তির অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সূর্যকে ভালোবেসে ফেলেছে এবং তার প্রাণ সূর্যের কাছে আরোহণ করতে ও তার কক্ষপথে তার সাথে ঘুরতে ব্যাকুল থাকে। সকল বুদ্ধিমানের কাছে এ জাতীয় ব্যক্তি পাগলদের দলভুক্ত বলে গণ্য। আর যদি মিলন লাভ তাকদিরগতভাবে সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও শরয়ি কারণে অসম্ভব হয়, তবে এর প্রতিকার হলো তাকে তাকদিরগতভাবে অসম্ভব বিষয়ের সমপর্যায়ে গণ্য করা। কারণ আল্লাহ যাতে অনুমতি দেননি, তা থেকে বেঁচে থাকার ওপরই বান্দার মুক্তি ও নিরাময় নির্ভরশীল। সুতরাং সে যেন নিজের মনকে এই অনুভূতি দেয় যে এটি অস্তিত্বহীন ও নিষিদ্ধ, সেখানে পৌঁছানোর কোনো পথ নেই এবং তা অন্যান্য অসম্ভব বিষয়ের মতোই। এরপরও যদি তার নফস তার কথা না শোনে...

النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ، فَلْيَتْرُكْهُ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا خَشْيَةً، وَإِمَّا فَوَاتَ مَحْبُوبٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَأَنْفَعُ لَهُ، وَخَيْرٌ لَهُ مِنْهُ، وَأَدْوَمُ لَذَّةً وَسُرُورًا، فَإِنَّ الْعَاقِلَ مَتَى وَازَنَ بَيْنَ نَيْلِ مَحْبُوبٍ سَرِيعِ الزَّوَالِ بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَأَدْوَمَ، وَأَنْفَعَ، وَأَلَذَّ أَوْ بِالْعَكْسِ، ظَهَرَ لَهُ التَّفَاوُتُ، فَلَا تَبِعْ لَذَّةَ الْأَبَدِ الَّتِي لَا خَطَرَ لَهَا بِلَذَّةِ سَاعَةٍ تَنْقَلِبُ آلَامًا، وَحَقِيقَتُهَا أَنَّهَا أَحْلَامُ نَائِمٍ، أَوْ خَيَالٌ لَا ثَبَاتَ لَهُ، فَتَذْهَبُ اللَّذَّةُ، وَتَبْقَى التَّبِعَةُ، وَتَزُولُ الشَّهْوَةُ، وَتَبْقَى الشِّقْوَةُ.

الثَّانِي: حُصُولُ مَكْرُوهٍ أَشَقُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوَاتِ هَذَا الْمَحْبُوبِ، بَلْ يَجْتَمِعُ لَهُ الْأَمْرَانِ، أَعْنِي: فَوَاتَ مَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْمَحْبُوبِ، وَحُصُولَ مَا هُوَ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِ هَذَا الْمَحْبُوبِ، فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ فِي إِعْطَاءِ النَّفْسِ حَظَّهَا مِنْ هَذَا الْمَحْبُوبِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، هَانَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ، وَرَأَى أَنَّ صَبْرَهُ عَلَى فَوْتِهِ أَسْهَلُ مِنْ صَبْرِهِ عَلَيْهِمَا بِكَثِيرٍ، فَعَقْلُهُ وَدِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ وَإِنْسَانِيَّتُهُ، تَأْمُرُهُ بِاحْتِمَالِ الضَّرَرِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَنْقَلِبُ سَرِيعًا لَذَّةً وَسُرُورًا وَفَرَحًا لِدَفْعِ هَذَيْنِ الضَّرَرَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. وَجَهْلُهُ وَهَوَاهُ، وَظُلْمُهُ وَطَيْشُهُ، وَخِفَّتُهُ يَأْمُرُهُ بِإِيثَارِ هَذَا الْمَحْبُوبِ الْعَاجِلِ بِمَا فِيهِ جَالِبًا عَلَيْهِ مَا جَلَبَ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ.

فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ نَفْسُهُ هَذَا الدَّوَاءَ، وَلَمْ تُطَاوِعْهُ لِهَذِهِ الْمُعَالَجَةِ، فَلْيَنْظُرْ مَا تَجْلِبُ عَلَيْهِ هَذِهِ الشَّهْوَةُ مِنْ مَفَاسِدِ عَاجِلَتِهِ، وَمَا تَمْنَعُهُ مِنْ مَصَالِحِهَا، فَإِنَّهَا أَجْلَبُ شَيْءٍ لِمَفَاسِدِ الدُّنْيَا، وَأَعْظَمُ شَيْءٍ تَعْطِيلًا لِمَصَالِحِهَا، فَإِنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رُشْدِهِ الَّذِي هُوَ مِلَاكُ أَمْرِهِ، وَقِوَامُ مَصَالِحِهِ.

فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ نَفْسُهُ هَذَا الدَّوَاءَ، فَلْيَتَذَكَّرْ قَبَائِحَ الْمَحْبُوبِ، وَمَا يَدْعُوهُ إِلَى النُّفْرَةِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ إِنْ طَلَبَهَا وَتَأَمَّلَهَا، وَجَدَهَا أَضْعَافَ مَحَاسِنِهِ الَّتِي تدعوا إِلَى حُبِّهِ، وَلْيَسْأَلْ جِيرَانَهُ عَمَّا خَفِيَ عَلَيْهِ منها، فإن المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة، فالمساوىء

دَاعِيَةُ الْبُغْضِ وَالنُّفْرَةِ، فَلْيُوَازِنْ بَيْنَ الدَّاعِيَيْنِ، وَلْيُحِبَّ أسبقهما وأقربهما منه بَابًا، وَلَا يَكُنْ مِمَّنْ غَرَّهُ لَوْنُ جَمَالٍ عَلَى جِسْمٍ أَبْرَصَ مَجْذُومٍ وَلْيُجَاوِزْ بَصَرُهُ حُسْنَ الصُّورَةِ إِلَى قُبْحِ الْفِعْلِ، وَلْيَعْبُرْ مِنْ حُسْنِ الْمَنْظَرِ وَالْجِسْمِ إِلَى قُبْحِ الْمَخْبَرِ وَالْقَلْبِ.
فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ كُلُّهَا لَمْ يَبْقَ له إلا صدق الملجأ إِلَى مَنْ يُجِيبُ

কুপ্রবৃত্তি পরায়ণ আত্মা (আন-নাফসুল আম্মারা), তাই ব্যক্তি যেন একে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটির কারণে বর্জন করে: হয় আল্লাহভীতির কারণে, অথবা এমন এক প্রিয় বস্তু হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় যা তার কাছে বর্তমান বিষয়ের চেয়েও অধিক প্রিয়, অধিক উপকারী, অধিক কল্যাণকর এবং যার আনন্দ ও তৃপ্তি অধিক দীর্ঘস্থায়ী। কেননা বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন ক্ষণস্থায়ী কোনো প্রিয় বস্তু লাভ এবং তার বিনিময়ে এর চেয়েও মহান, দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক উপকারী কোনো প্রিয় বস্তু হারানোর মধ্যে তুলনা করে—অথবা এর বিপরীতটা করে—তখন তার কাছে উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং তুমি সেই অনন্তকালের স্বাদ—যার কোনো তুলনা নেই—তাকে এমন এক মুহূর্তের স্বাদের বিনিময়ে বিক্রি করো না যা শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হয়। এর প্রকৃত হাকিকত হলো, এটি কেবল ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্ন অথবা এমন এক কল্পনা যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। ফলে স্বাদ চলে যায় কিন্তু তার দায়ভার থেকে যায়; প্রবৃত্তি বিলীন হয় কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা অবশিষ্ট রয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: এমন কোনো অপ্রিয় বিষয়ের মুখোমুখি হওয়া যা এই প্রিয় বস্তু হাতছাড়া হওয়ার চেয়েও তার কাছে অধিক কষ্টদায়ক। বরং তার ক্ষেত্রে উভয় বিষয়ই একত্রিত হয়; অর্থাৎ: এই প্রিয় বস্তুর চেয়েও যা তার কাছে অধিকতর প্রিয় ছিল তা হাতছাড়া হওয়া এবং এই প্রিয় বস্তু হাতছাড়া হওয়ার চেয়েও যা তার কাছে অধিকতর অপ্রিয় তা অর্জিত হওয়া। যখন সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, প্রবৃত্তিকে তার এই প্রিয় বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করতে দেওয়ার মধ্যে এই দুটি বিপদই নিহিত রয়েছে, তখন তা বর্জন করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। সে দেখতে পাবে যে, এটি বিসর্জন দেওয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ওই দুটি বিপদের ওপর ধৈর্য ধারণ করার চেয়ে অনেক বেশি সহজ। এমতাবস্থায় তার বিবেক, দ্বীন, ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবোধ তাকে এই সামান্য ক্ষতিটুকু সহ্য করার নির্দেশ দেয়—যা খুব দ্রুতই আনন্দ, তৃপ্তি ও খুশিতে পরিণত হয়—যাতে এই দুটি সুমহান ক্ষতি প্রতিহত করা যায়। পক্ষান্তরে তার মূর্খতা, কুপ্রবৃত্তি, অন্যায় ও চপলতা তাকে এই তাৎক্ষণিক প্রিয় বস্তুটিকে প্রাধান্য দিতে প্ররোচিত করে, যদিও তা

তার ওপর যা বয়ে আনার তা নিয়ে আসে। আর যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন, সেই প্রকৃতপক্ষে সুরক্ষিত।

যদি তার আত্মা এই ওষুধ গ্রহণ না করে এবং এই চিকিৎসায় অনুগত না হয়, তবে সে যেন লক্ষ্য করে যে, এই কুপ্রবৃত্তি তার তাৎক্ষণিক জীবনে কী কী অনিষ্ট বয়ে আনে এবং কী কী কল্যাণ থেকে তাকে বঞ্চিত করে। কারণ এটি পার্থিব অনিষ্টসমূহকে টেনে আনার সবচেয়ে বড় কারণ এবং জাগতিক কল্যাণসমূহ নস্যাৎ করার প্রধান অন্তরায়। এটি বান্দা ও তার সঠিক বিবেচনাবোধের (রুশদ) মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, যা তার যাবতীয় বিষয়ের মূল ভিত্তি এবং তার সকল কল্যাণের ধারক।

যদি তার আত্মা এই ওষুধও গ্রহণ না করে, তবে সে যেন সেই প্রিয় বস্তুর কুৎসিত দিকগুলো স্মরণ করে এবং যা তাকে তা থেকে বিমুখ করবে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে। কারণ সে যদি সেগুলো অনুসন্ধান করে এবং গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে সেগুলোকে তার সেই সৌন্দর্যের তুলনায় বহুগুণ বেশি পাবে যা তাকে আসক্ত করেছিল। এ বিষয়ে তার কাছে যা গোপন রয়েছে, সে সম্পর্কে সে যেন সংশ্লিষ্টদের নিকট জিজ্ঞাসা করে। কারণ সৌন্দর্য যেমন ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে, তেমনি দোষ-ত্রুটি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা তৈরি করে। সুতরাং সে যেন এই উভয় প্রভাবকের মধ্যে তুলনা করে এবং যেটি অধিক শক্তিশালী ও বাস্তবসম্মত তাকেই অগ্রাধিকার দেয়। সে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয় যারা শ্বেতী বা কুষ্ঠাক্রান্ত দেহের উপরের চাকচিক্য দেখে প্রতারিত হয়েছে। তার দৃষ্টি যেন রূপের সৌন্দর্য ছাড়িয়ে কর্মের কদর্যতা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং বাহ্যিক অবয়ব ও দেহের সৌন্দর্য ভেদ করে অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও হৃদয়ের কলুষতা পর্যবেক্ষণ করে।

যদি এই সমস্ত ওষুধই তার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তবে তার জন্য আর কোনো পথ অবশিষ্ট থাকে না সেই সত্তার নিকট একনিষ্ঠভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করা ছাড়া, যিনি আর্তনাদকারীর ডাকে সাড়া দেন।

الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وَلْيَطْرَحْ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى بَابِهِ، مُسْتَغِيثًا بِهِ، مُتَضَرِّعًا، مُتَذَلِّلًا، مُسْتَكِينًا، فَمَتَى وُفِّقَ لِذَلِكَ، فَقَدْ قَرَعَ بَابَ التَّوْفِيقِ، فَلْيَعِفَّ وَلْيَكْتُمْ، وَلَا يُشَبِّبْ بِذِكْرِ الْمَحْبُوبِ، وَلَا يَفْضَحْهُ بَيْنَ النَّاسِ وَيُعَرِّضْهُ لِلْأَذَى، فَإِنَّهُ يَكُونُ ظالما معتديا.

وَلَا يَغْتَرَّ بِالْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الذي رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي يحيى القتات، عَنْ مجاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي مُسْهِرٍ أَيْضًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَشِقَ، فَعَفَّ، فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ عَشِقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ وَصَبَرَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» «1» .

فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ عِنْدَ اللَّهِ، مَقْرُونَةٌ بِدَرَجَةِ الصِّدِّيقِيَّةِ، وَلَهَا أَعْمَالٌ وَأَحْوَالٌ، هِيَ شَرْطٌ فِي حُصُولِهَا، وَهِيَ نَوْعَانِ:

عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَالْخَاصَّةُ: الشَّهَادَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وَالْعَامَّةُ خَمْسٌ مَذْكُورَةٌ فِي «الصَّحِيحِ» «2» لَيْسَ الْعِشْقُ وَاحِدًا مِنْهَا. وَكَيْفَ يَكُونُ الْعِشْقُ الَّذِي هُوَ شِرْكٌ فِي الْمَحَبَّةِ، وَفَرَاغُ الْقَلْبِ عَنِ اللَّهِ، وَتَمْلِيكُ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ، وَالْحُبُّ لِغَيْرِهِ تُنَالُ بِهِ دَرَجَةُ الشَّهَادَةِ، هَذَا مِنَ الْمُحَالِ، فَإِنَّ إِفْسَادَ عِشْقِ الصُّوَرِ لِلْقَلْبِ فَوْقَ كُلِّ إِفْسَادٍ، بَلْ هُوَ خَمْرُ الرُّوحِ الَّذِي يُسْكِرُهَا، وَيَصُدُّهَا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَحُبِّهِ، وَالتَّلَذُّذِ بِمُنَاجَاتِهِ، وَالْأُنْسِ بِهِ، وَيُوجِبُ عُبُودِيَّةَ الْقَلْبِ لِغَيْرِهِ، فَإِنَّ قَلْبَ الْعَاشِقِ مُتَعَبِّدٌ لِمَعْشُوقِهِ، بَلِ الْعِشْقُ لُبُّ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِنَّهَا كَمَالُ الذُّلِّ، وَالْحُبِّ

---

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه.

(2) والعامة خمس مذكورة في الصحيح: في البخاري: «الشهداء خمسة: المطعون والفرق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله.

আর্ত ব্যক্তি যখন তাঁকে ডাকে (তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দেন); আর সে যেন তাঁরই দরবারে তাঁরই সমীপে নিজেকে সমর্পণ করে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, কাকুতি-মিনতি করে, বিনীতভাবে এবং একান্ত হীনাবস্থায়। যখনই সে এই কাজের তাওফিক লাভ করবে, তখন সে যেন সফলতার দ্বারে করাঘাত করল। অতঃপর সে যেন পবিত্রতা (ও চারিত্রিক শুভ্রতা) বজায় রাখে এবং (নিজের অবস্থাকে) গোপন রাখে। সে যেন প্রিয়তমের স্মরণে কাব্যচর্চা না করে এবং তাকে মানুষের সামনে লজ্জিত না করে কিংবা তাকে কষ্টের সম্মুখীন না করে; অন্যথায় সে একজন অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হবে।

আর সে যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে আরোপিত সেই জাল (মাওজু) হাদিস দ্বারা প্রতারিত না হয়, যা সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ, আলী ইবনে মুশহির থেকে, তিনি আবু ইয়াহইয়া আল-কাত্তাত থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এটি আবু মুশহির থেকেও বর্ণিত হয়েছে হিশাম ইবনে উরওয়াহ, তাঁর পিতা ও আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে। আবার যুবায়ের ইবনে বাক্কার এটি বর্ণনা করেছেন আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আজিজ ইবনুল মাজিশুন, আবদুল আজিজ ইবনে আবি হাযিম, ইবনে আবি নাজিহ, মুজাহিদ এবং ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি প্রেমে মজেছে (আশেক হয়েছে), অতঃপর নিজেকে পবিত্র রেখেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে, সে একজন শহীদ।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "যে ব্যক্তি প্রেমে মজেছে এবং তা গোপন রেখেছে, পবিত্রতা বজায় রেখেছে এবং ধৈর্য ধরেছে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (১)।

নিশ্চয়ই এই হাদিসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয় এবং এটি তাঁর বাণী হওয়া সমীচীন নয়। কেননা শাহাদাত আল্লাহর কাছে এক সুউচ্চ মর্যাদা, যা সিদ্দীকিয়্যাত বা পরম সত্যবাদিতার মর্যাদার সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। শাহাদাত অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু আমল ও অবস্থা রয়েছে যা এর প্রাপ্তির জন্য শর্তস্বরূপ। আর শাহাদাত দুই প্রকার: বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ শাহাদাত হলো আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করা।

আর সাধারণ শাহাদাত হলো পাঁচটি, যা "সহিহ" (২) হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং "ইশক" বা মোহগ্রস্ত ভালোবাসা এর কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ইশক বা আসক্তি হলো ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরক (অংশীবাদ), অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে শূন্য করে ফেলা, হৃদয় ও আত্মাকে অন্যের মালিকানাধীন করে দেওয়া এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা—তার মাধ্যমে কীভাবে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হতে পারে? এটি অসম্ভব। কেননা নশ্বর রূপ-লাবণ্যের প্রতি আসক্তি অন্তরের যে পরিমাণ বিপর্যয় ঘটায়, তা অন্য যেকোনো বিপর্যয়ের ঊর্ধ্বে; বরং এটি হলো আত্মার জন্য মদের মতো যা তাকে মাতাল করে দেয় এবং তাকে আল্লাহর জিকির, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর সাথে একান্তে আলাপের স্বাদ আস্বাদন ও তাঁর সান্নিধ্য থেকে বিমুখ করে রাখে। এটি অন্তরকে অন্যের দাসত্ব করতে বাধ্য করে। কেননা প্রেমাসক্ত ব্যক্তির অন্তর তার প্রেমাস্পদের ইবাদতকারীতে পরিণত হয়। বরং এই ইশক বা আসক্তিই হলো দাসত্বের (উবুদিয়্যাত) মূল নির্যাস; কারণ এটি হলো পূর্ণ দৈন্য ও ভালোবাসারই নামান্তর...

---

(১) খতিব আল-বাগদাদী তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) আর সাধারণ শাহাদাত হলো পাঁচটি যা সহিহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বুখারিতে রয়েছে: "শহীদ পাঁচ প্রকার: মহামারি বা প্লেগ রোগে মৃত, উদরাময় বা পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মৃত এবং আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী শহীদ।"

(ص: 208)الطب النبوي لابن القيم

وَالْخُضُوعِ وَالتَّعْظِيمِ، فَكَيْفَ يَكُونُ تَعَبُّدُ الْقَلْبِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِمَّا تُنَالُ بِهِ دَرَجَةُ أَفَاضِلِ الْمُوَحِّدِينَ وَسَادَاتِهِمْ، وَخَوَاصِّ الْأَوْلِيَاءِ، فَلَوْ كَانَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ كَالشَّمْسِ، كَانَ غَلَطًا وَوَهْمًا، وَلَا يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَفْظُ الْعِشْقِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ الْبَتَّةَ.

ثُمَّ إِنَّ الْعِشْقَ مِنْهُ حَلَالٌ، وَمِنْهُ حَرَامٌ، فَكَيْفَ يُظَنُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ يَكْتُمُ وَيَعِفُّ بِأَنَّهُ شَهِيدٌ، فَتَرَى مَنْ يَعْشَقُ امْرَأَةَ غَيْرِهِ، أَوْ يَعْشَقُ الْمُرْدَانَ وَالْبَغَايَا، يَنَالُ بِعِشْقِهِ دَرَجَةَ الشُّهَدَاءِ، وَهَلْ هَذَا إِلَّا خِلَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ دِينِهِ صلى الله عليه وسلم بِالضَّرُورَةِ؟ كَيْفَ وَالْعِشْقُ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهَا الْأَدْوِيَةَ شَرْعًا وَقَدَرًا، وَالتَّدَاوِي مِنْهُ إِمَّا وَاجِبٌ إِنْ كَانَ عِشْقًا حَرَامًا، وَإِمَّا مُسْتَحَبٌّ.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْرَاضَ وَالْآفَاتِ الَّتِي حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهَا بِالشَّهَادَةِ، وَجَدْتَهَا مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي لَا عِلَاجَ لها، كالمطعون، والمبطون، والمجنون، والحريق، وَالْغَرِيقِ، وَمَوْتِ الْمَرْأَةِ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بَلَايَا مِنَ اللَّهِ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيهَا، وَلَا عِلَاجَ لَهَا، وَلَيْسَتْ أَسْبَابُهَا مُحَرَّمَةً، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ فَسَادِ الْقَلْبِ وَتَعَبُّدِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ هَذَا فِي إِبْطَالِ نِسْبَةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَلِّدْ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ الْعَالِمِينَ بِهِ وَبِعِلَلِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْ إِمَامٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَطُّ أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ بِصِحَّةٍ، بَلْ وَلَا بِحُسْنٍ، كَيْفَ وَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَى سويد هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَمَوْهُ لِأَجْلِهِ بِالْعَظَائِمِ، وَاسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ غَزْوَهُ لِأَجْلِهِ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي «كَامِلِهِ» : هَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَى سويد، وَكَذَلِكَ قَالَ البيهقي: إِنَّهُ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي «الذَّخِيرَةِ» وَذَكَرَهُ الحاكم فِي «تَارِيخِ نَيْسَابُورَ» وَقَالَ: أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ غَيْرِ سويد، وَهُوَ ثِقَةٌ، وذكره أبو الفرج ابن الْجَوْزِيُّ فِي كِتَابِ «الْمَوْضُوعَاتِ» ، وَكَانَ أبو بكر الأزرق يَرْفَعُهُ أَوَّلًا عَنْ سويد، فَعُوتِبَ فِيهِ، فَأَسْقَطَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لَا يُجَاوِزُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

وَمِنَ الْمَصَائِبِ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ جَعْلُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَمَنْ لَهُ أَدْنَى إِلْمَامٍ

بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ، لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْبَتَّةَ، وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ الماجشون عَنِ ابن أَبِي

বিনয় ও মহিমা প্রদর্শন। অতএব, আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো প্রতি হৃদয়ের দাসত্ব কীভাবে এমন বিষয় হতে পারে যার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ একেশ্বরবাদীগণ (মুওয়াহহিদীন), তাঁদের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট আউলিয়াগণের মর্যাদা অর্জিত হয়? এই হাদিসের সূত্র (সনদ) যদি সূর্যের মতো সুস্পষ্টও হতো, তবুও তা ভুল ও ভ্রম হিসেবে গণ্য হতো। আর রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) থেকে কোনো বিশুদ্ধ (সহীহ) হাদিসে 'ইশক' (উন্মাতাল প্রেম) শব্দটি একেবারেই প্রমাণিত নয়।

অধিকন্তু, প্রেম কখনো বৈধ (হালাল) হয় আবার কখনো অবৈধ (হারাম)। সুতরাং নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) সম্পর্কে এমন ধারণা কীভাবে করা যেতে পারে যে, তিনি প্রত্যেক এমন প্রেমিকের ব্যাপারে শহীদের ফয়সালা দেবেন যে তার প্রেম গোপন রাখে এবং পবিত্র থাকে? এমতাবস্থায় দেখা যাবে যে, কেউ অন্যের স্ত্রীর প্রেমে মত্ত, অথবা কেউ কিশোর বা ব্যভিচারিণীদের প্রেমে আসক্ত, সেও তার এই প্রেমের কারণে শহীদদের মর্যাদা লাভ করছে। এটা কি দ্বীনের অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের সরাসরি পরিপন্থী নয়? তদুপরি প্রেম তো এমন এক ব্যাধি যার জন্য আল্লাহ তাআলা শরীয়ত ও তাকদীরের নিরিখে ঔষধ নির্ধারণ করেছেন। আর এর চিকিৎসা করা হয় হয় আবশ্যিক (ওয়াজিব)—যদি তা হারাম প্রেম হয়, নতুবা তা পছন্দনীয় (মুস্তাহাব)।

আপনি যদি সেই সমস্ত ব্যাধি ও বিপদাপদ নিয়ে চিন্তা করেন যেগুলোতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) শাহাদাতের ফয়সালা দিয়েছেন, তবে দেখবেন সেগুলো এমন সব ব্যাধি যার কোনো চিকিৎসা নেই; যেমন প্লেগ রোগে আক্রান্ত, পেটের পিড়ায় মৃত, মস্তিস্ক বিকৃত, অগ্নিদগ্ধ, নিমজ্জিত এবং প্রসবকালীন যন্ত্রণায় মৃত নারী যার গর্ভস্থ সন্তান তাকে মেরে ফেলে। কেননা এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পরীক্ষা যাতে বান্দার কোনো হাত নেই এবং এর কোনো চিকিৎসাও নেই। আর এগুলোর কারণসমূহ হারাম নয় এবং এর ফলে হৃদয়ের এমন কোনো বিপর্যয় ঘটে না কিংবা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের দাসত্ব সৃষ্টি হয় না যা প্রেমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি এই হাদিসটি রাসূলুল্লাহ (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর দিকে সম্বন্ধ করা বাতিল করার জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে হাদিস শাস্ত্রের সেই ইমামগণের অনুসরণ করুন যারা হাদিস ও

এর সূক্ষ্ম ত্রুটিসমূহ (ইলল) সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তাঁদের একজন থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়নি যে তিনি একে বিশুদ্ধ (সহীহ) বলেছেন, এমনকি একে গ্রহণযোগ্য (হাসান) হিসেবেও কেউ স্বীকৃতি দেননি। বরং তাঁরা সুওয়াইদ নামক বর্ণনাকারীর এই হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর কারণে তাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। এমনকি কেউ কেউ এই হাদিসের কারণে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াকেও বৈধ মনে করেছেন। আবু আহমাদ ইবনুল আদী তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে বলেছেন: "এই হাদিসটি সুওয়াইদ-এর বর্ণিত সেই সব হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।" অনুরূপভাবে বায়হাকীও বলেছেন যে এটি তাঁর বিতর্কিত বর্ণনাগুলোর অন্যতম। ইবনে তাহির তাঁর 'আয-যাখীরাহ' গ্রন্থে এবং হাকেম 'তারিখে নাইসাপুর' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। হাকেম বলেন: "আমি এই হাদিসটির ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছি, কেননা এটি সুওয়াইদ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেনি, অথচ সে নির্ভরযোগ্য।" আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী একে তাঁর 'আল-মাউযুয়াত' (জাল হাদিসসমূহ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবু বকর আল-আযরাক প্রথমে এটি সুওয়াইদ থেকে সরাসরি রাসূলের বাণী (মারফূ) হিসেবে বর্ণনা করতেন, পরে তাকে এ ব্যাপারে তিরস্কার করা হলে তিনি নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর নাম বাদ দিয়ে একে ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হন)-এর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন।

আর অসহনীয় বিপর্যয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এই হাদিসটিকে হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আয়েশা (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন) থেকে এবং তিনি নবী (তাঁর ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণিত বলে প্রচার করা। হাদিস ও হাদিসের ত্রুটি (ইলল) সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে, সে এটি কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি এটি আল-মাজিশুন-এর বর্ণনা হিসেবে ইবনে আবী থেকে হওয়াও সম্ভব নয়...।

حازم، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا، وَفِي صِحَّتِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَظَرٌ، وَقَدْ رَمَى النَّاسُ سُوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْعَظَائِمِ، وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ: هُوَ سَاقِطٌ كَذَّابٌ، لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ كُنْتُ أَغْزُوهُ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ قَدْ عَمِيَ فَيُلَقَّنُ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَأْتِي المعضلات عَنِ الثِّقَاتِ يَجِبُ مُجَانَبَةُ مَا رَوَى. انْتَهَى. وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ قَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ: إِنَّهُ صَدُوقٌ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ، ثُمَّ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ: هُوَ ثِقَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَبِرَ كان ربما قرىء عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِيهِ بَعْضُ النَّكَارَةِ فَيُجِيزُهُ انْتَهَى. وَعِيبَ عَلَى مسلم إِخْرَاجُ حَدِيثِهِ، وَهَذِهِ حَالُهُ، وَلَكِنْ مسلم رَوَى مِنْ حَدِيثِهِ مَا تَابَعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا وَلَا شَاذًّا بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أعلم.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ بِالطِّيبِ

لَمَّا كَانَتِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ غِذَاءَ الرُّوحِ، وَالرُّوحُ مَطِيَّةُ الْقُوَى، وَالْقُوَى تَزْدَادُ بِالطِّيبِ، وَهُوَ يَنْفَعُ الدِّمَاغَ وَالْقَلْبَ، وَسَائِرَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنِيَّةِ، وَيُفَرِّحُ الْقَلْبَ، وَيَسُرُّ النَّفْسَ وَيَبْسُطُ الرُّوحَ، وَهُوَ أَصْدَقُ شَيْءٍ لِلرُّوحِ، وَأَشَدُّهُ مُلَاءَمَةً لَهَا، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّوحِ الطَّيِّبَةِ نِسْبَةٌ قَرِيبَةٌ. كَانَ أَحَدَ الْمَحْبُوبِينَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى أَطْيَبِ الطَّيِّبِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ.

وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ «1» .

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ، خَفِيفُ الْمَحْمَلِ» «2» .

وَفِي «سُنَنِ أبي داود» وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ

---

(1) أخرجه البخاري في اللباس.

(2) أخرجه مسلم.

হাজেম, ইবনে আবি নাজিহ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, আর তিনি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মারফু (নবীজি পর্যন্ত পৌঁছানো বর্ণনা) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে আব্বাসের ওপর মাওকুফ (সাহাবীর বক্তব্য) হিসেবে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। এই হাদীসের বর্ণনাকারী সুওয়াইদ বিন সাঈদকে মানুষ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মঈন তাকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন: সে পরিত্যক্ত, চরম মিথ্যাবাদী; আমার যদি একটি ঘোড়া ও একটি বল্লম থাকত তবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম। ইমাম আহমাদ বলেছেন: সে হাদিস বর্জিত (মাতরুক) ব্যক্তি। নাসায়ী বলেছেন: সে নির্ভরযোগ্য নয়। বুখারী বলেছেন: সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তাকে এমন সব হাদিস তালকিন করা (শিখিয়ে দেওয়া) হতো যা তার বর্ণিত হাদিস ছিল না। ইবনে হিব্বান বলেছেন: সে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের নামে জটিল ও ভিত্তিহীন (মুদাল) বর্ণনা নিয়ে আসত, তাই তার বর্ণিত হাদিস এড়িয়ে চলা ওয়াজিব। (উদ্ধৃতি শেষ)। এই বিষয়ে সবচেয়ে উত্তম বক্তব্য হলো আবু হাতিম আর-রাজীর কথা: তিনি সত্যবাদী কিন্তু প্রচুর তাদলিস (প্রকৃত বর্ণনাকারীর নাম গোপন) করতেন। এরপর দারা কুতনীর বক্তব্য হলো: তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন সম্ভবত তার সামনে এমন সব হাদিস পড়া হতো যাতে কিছুটা ত্রুটি (নাকারা) থাকত এবং তিনি তা অনুমোদন করে দিতেন। (উদ্ধৃতি শেষ)। তার হাদিস গ্রহণ করার কারণে ইমাম মুসলিমের সমালোচনা করা হয়েছে, অথচ তার অবস্থা ছিল এই। তবে ইমাম মুসলিম তার বর্ণনার মধ্য থেকে কেবল সেই অংশটুকুই গ্রহণ করেছেন যার সমর্থনে অন্য বর্ণনা রয়েছে এবং তিনি এককভাবে তা বর্ণনা করেননি। এটি আপত্তিকর (মুনকার) কিংবা ব্যতিক্রমী (শায) হাদীস ছিল না, কিন্তু বর্তমান আলোচ্য হাদিসটির বিষয়টি ভিন্ন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

সুগন্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিকা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

যেহেতু সুগন্ধি হলো রূহের খাদ্য, আর রূহ হলো দেহের শক্তির বাহন, এবং সুগন্ধির মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি পায়; এটি মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য উপকারী। সুগন্ধি মনকে প্রফুল্ল করে, চিত্তকে আনন্দিত করে এবং রূহকে বিকশিত করে। রূহের জন্য সুগন্ধি হলো সবচাইতে উপযোগী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়। পবিত্র রূহের সাথে সুগন্ধির এক

নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই পৃথিবীর পবিত্রতম মানুষ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইহজাগতিক প্রিয় বস্তুসমূহের মধ্যে সুগন্ধি ছিল অন্যতম।
সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান করতেন না।
সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যাকে সুগন্ধি উপহার দেওয়া হয়, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ এটি সুঘ্রাণযুক্ত এবং বহনে অত্যন্ত হালকা।"
সুনানে আবু দাউদ এবং নাসায়ীতে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী...

---

(১) বুখারী এটি পোশাক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ، فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ «1»

«وَفِي مُسْنَدِ البزار» عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا أَفْنَاءَكُمْ وَسَاحَاتِكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ يَجْمَعُونَ الْأُكُبَّ فِي دُورِهِمْ» «2» . الْأُكُبُّ: الزُّبَالَةُ.

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا.

وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ» «3» . وَفِي الطِّيبِ مِنَ الْخَاصِّيَّةِ، أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُحِبُّهُ، وَالشَّيَاطِينَ تَنْفِرُ عَنْهُ، وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الشَّيَاطِينِ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ الْكَرِيهَةُ، فَالْأَرْوَاحُ

الطَّيِّبَةُ تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ، وَالْأَرْوَاحُ الْخَبِيثَةُ تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الْخَبِيثَةَ، وَكُلُّ رُوحٍ تَمِيلُ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا، فَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ، وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْوَالَ، وَالْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ، وَالْمَلَابِسَ وَالرَّوَائِحَ، إِمَّا بِعُمُومِ لَفْظِهِ، أو بعموم معناه.

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِفْظِ صِحَّةِ الْعَيْنِ

رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» عَنْ عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» «4» . قَالَ أبو عبيد: المروّح: المطيب بالمسك.

---

(1) أخرجه أبو داود في الزجل، والنسائي في الزينة.

(2) أخرجه الترمذي.

(3) أخرجه البخاري.

(4) أخرجه أبو داود.

আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: «যাকে সুগন্ধি উপঢৌকন দেওয়া হয় সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে, কারণ তা বহনে হালকা এবং সুগন্ধে চমৎকার» «১»

«মুসনাদে বাজ্জারে» নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: «নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র (তাই) তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন; তিনি পরিচ্ছন্ন (তাই) তিনি পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন; তিনি মহানুভব (তাই) তিনি মহানুভবতা পছন্দ করেন; তিনি পরম দাতা (তাই) তিনি দানশীলতা পছন্দ করেন। অতএব, তোমরা তোমাদের আঙিনা ও

চত্বরসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখো এবং ইহুদিদের সদৃশ হয়ো না, যারা তাদের ঘরবাড়িতে আবর্জনা স্তূপ করে রাখে» «২»। 'আল-উখুব' অর্থ: আবর্জনা।

ইবনে আবি শায়বাহ উল্লেখ করেছেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি বিশেষ সুগন্ধি পাত্র (সুক্কাহ) ছিল যা থেকে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

তাঁর থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: «আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এটি আবশ্যকীয় হক যে, সে প্রতি সাত দিনে অন্তত একবার গোসল করবে এবং যদি তার কাছে সুগন্ধি থাকে তবে তা ব্যবহার করবে» «৩»। সুগন্ধির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, ফেরেশতারা এটি পছন্দ করেন এবং শয়তানরা এটি থেকে পালিয়ে যায়। শয়তানদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হলো পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু। পবিত্র আত্মাসমূহ সুগন্ধিকে ভালোবাসে আর অপবিত্র আত্মাসমূহ দুর্গন্ধকে ভালোবাসে। প্রতিটি আত্মা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিসের দিকেই ঝুঁকে থাকে। অতএব, অপবিত্র বস্তুসমূহ অপবিত্র ব্যক্তিদের জন্য এবং অপবিত্র ব্যক্তিরা অপবিত্র বস্তুসমূহের জন্য; তেমনি পবিত্র বস্তুসমূহ পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য এবং পবিত্র ব্যক্তিরা পবিত্র বস্তুসমূহের জন্য। এটি যদিও নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এর শব্দের ব্যাপকতা অথবা অর্থের ব্যাপকতা অনুযায়ী এটি কাজ, কথা, খাবার, পানীয়, পোশাক এবং সুগন্ধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ বিষয়ক পরিচ্ছেদ

ইমাম আবু দাউদ তাঁর «সুনান» গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবনে নুমান ইবনে মাবাদ ইবনে হাওযাহ আল-আনসারী হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুমের সময় সুগন্ধযুক্ত ইসমদ সুরমা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: «রোজাদার যেন তা পরিহার করে» «৪»। আবু উবাইদ বলেন: 'মুরুওয়াহ' অর্থ হলো কস্তুরী বা মৃগনাভি দ্বারা সুগন্ধযুক্ত করা।

---

(১) এটি আবু দাউদ এবং নাসায়ি বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি তিরমিযি বর্ণনা করেছেন।

(৩) এটি বুখারি বর্ণনা করেছেন।

(৪) এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ «1» .

وَفِي الترمذي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثا، يبتدىء بِهَا، وَيَخْتِمُ بِهَا، وَفِي الْيُسْرَى ثِنْتَيْنِ «2» .

وَقَدْ رَوَى أبو داود عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ» «3» . فَهَلِ الْوِتْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَيَكُونُ فِي هَذِهِ ثَلَاثٌ، وَفِي هَذِهِ ثِنْتَانِ، وَالْيُمْنَى أَوْلَى بِالِابْتِدَاءِ وَالتَّفْضِيلِ، أَوْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ عَيْنٍ، فَيَكُونُ فِي هَذِهِ ثَلَاثٌ، وَفِي هَذِهِ ثَلَاثٌ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أحمد وَغَيْرِهِ.

وَفِي الْكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحَّةِ الْعَيْنِ، وَتَقْوِيَةٌ لِلنُّورِ الْبَاصِرِ، وَجَلَاءٌ لَهَا، وَتَلْطِيفٌ لِلْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ، وَاسْتِخْرَاجٌ لَهَا مَعَ الزِّينَةِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ، وَلَهُ عِنْدَ النَّوْمِ مَزِيدُ فَضْلٍ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْكُحْلِ، وَسُكُونِهَا عَقِيبَهُ عَنِ الْحَرَكَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا، وَخِدْمَةِ الطَّبِيعَةِ لَهَا، وَلِلْإِثْمِدِ مِنْ ذَلِكَ خَاصِّيَّةٌ.

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ سالم عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» » .

وَفِي كِتَابِ أبي نعيم: «فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ لِلشَّعْرِ، مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ» «5» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» أَيْضًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما يَرْفَعُهُ:

«خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشعر» «6» .

---

(1) أخرجه ابن ماجة والترمذي.

(2) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

(3) أخرجه أبو داود في الطهارة.

(4) أخرجه ابن ماجة.

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير.

(6) أخرجه ابن ماجة وأحمد وأبو داود والبيهقي وابن حبان.

"সুনানে ইবনে মাজাহ" এবং অন্যান্য কিতাবে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি সুরমাদানি ছিল, যেখান থেকে তিনি প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন। «১»

তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সুরমা লাগাতেন, তখন ডান চোখে তিনবার লাগাতেন—যা দিয়ে তিনি শুরু ও শেষ করতেন—আর বাম চোখে দুইবার লাগাতেন। «২»

আবু দাউদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে।" «৩»। এখন এই বেজোড় সংখ্যা কি উভয় চোখ মিলিয়ে হবে—যাতে এক চোখে তিনবার এবং অন্য চোখে দুইবার হবে এবং ডান চোখ শুরু করার ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে অগ্রাধিকার পাবে? নাকি এটি প্রতিটি চোখের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রযোজ্য—যাতে এই চোখেও তিনবার এবং ওই চোখেও তিনবার হবে? ইমাম আহমাদ এবং অন্যদের মাযহাবে এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে।

সুরমা ব্যবহারের মধ্যে চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি, চোখ পরিষ্কার রাখা এবং দূষিত পদার্থ দূর করার গুণাগুণ রয়েছে। সেই সঙ্গে এর কিছু প্রকারের মধ্যে সৌন্দর্যবর্ধনের গুণও বিদ্যমান। ঘুমানোর সময় সুরমা ব্যবহারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে; কারণ এটি তখন চোখের সংস্পর্শে দীর্ঘক্ষণ থাকে এবং ব্যবহারের পর চোখ ক্ষতিকর নড়াচড়া থেকে বিরত থেকে স্থির হয়, ফলে শরীরের প্রাকৃতিক ক্ষমতা চোখের উপকারে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। আর ইসমদ (এক প্রকার উৎকৃষ্ট খনিজ সুরমা) এর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

"সুনানে ইবনে মাজাহ"-তে সালেম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে মারফু (সরাসরি নবীজি থেকে বর্ণিত) হাদিসে রয়েছে: "তোমরা ইসমদ ব্যবহার করো, কারণ এটি দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে এবং চোখের পাপড়ির চুল গজাতে সাহায্য করে।"

আবু নুআইম-এর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই এটি চুলের উৎপত্তিস্থলকে পুষ্ট করে, ময়লা দূর করে এবং দৃষ্টিশক্তিকে স্বচ্ছ করে।" «৫»।

"সুনানে ইবনে মাজাহ"-তে আরও বর্ণিত হয়েছে: ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত:
"তোমাদের সুরমাসমূহের মধ্যে ইসমদ সর্বোত্তম; এটি দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে এবং পশম গজায়।" «৬»।

---

(১) ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) আবুশ শাইখ এটি "আখলাকুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)" কিতাবে বর্ণনা করেছেন।
(৩) আবু দাউদ এটি পবিত্রতা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(৪) ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।
(৫) আবু নুআইম "আল-হিলয়াহ" কিতাবে এবং তাবারানি "আল-মুজামুল কাবীর"-এ এটি বর্ণনা করেছেন।
(৬) ইবনে মাজাহ, আহমাদ, আবু দাউদ, বায়হাকী এবং ইবনে হিব্বান এটি বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ الْمُفْرَدَةِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى لِسَانِهِ صلى الله عليه وسلم مُرَتَّبَةً عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

حَرْفُ الْهَمْزَةِ

إِثْمِدٌ: هُوَ حَجَرُ الْكُحْلِ الْأَسْوَدِ، يُؤْتَى بِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ، وَهُوَ أَفْضَلُهُ، وَيُؤْتَى بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ أَيْضًا، وَأَجْوَدُهُ السَّرِيعُ التَّفْتِيتِ الَّذِي لِفُتَاتِهِ بَصِيصٌ، وَدَاخِلُهُ أَمْلَسُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَوْسَاخِ.

وَمِزَاجُهُ بَارِدٌ يَابِسٌ يَنْفَعُ الْعَيْنَ وَيُقَوِّيهَا، وَيَشُدُّ أَعْصَابَهَا، وَيَحْفَظُ صِحَّتَهَا، وَيُذْهِبُ اللَّحْمَ الزَّائِدَ فِي الْقُرُوحِ وَيُدْمِلُهَا، وَيُنَقِّي أَوْسَاخَهَا، وَيَجْلُوهَا، وَيُذْهِبُ الصُّدَاعَ إِذَا اكْتَحَلَ بِهِ مَعَ الْعَسَلِ الْمَائِيِّ الرَّقِيقِ، وَإِذَا دُقَّ وَخُلِطَ بِبَعْضِ الشُّحُومِ الطَّرِيَّةِ، وَلُطِّخَ عَلَى حَرْقِ النَّارِ، لَمْ تَعْرِضْ فِيهِ خَشْكَرِيشَةٌ، وَنَفَعَ مِنَ التَّنَفُّطِ الْحَادِثِ بِسَبَبِهِ، وَهُوَ أَجْوَدُ أَكْحَالِ الْعَيْنِ لَا سِيَّمَا لِلْمَشَايِخِ، وَالَّذِينَ قَدْ ضَعُفَتْ أَبْصَارُهُمْ إِذَا جُعِلَ معه شيء من المسك.

أترج: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة، طعمها طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ» «1» .

فِي الْأُتْرُجِّ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: قِشْرٌ، وَلَحْمٌ، وَحَمْضٌ، وَبَزْرٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِزَاجٌ يَخُصُّهُ، فَقِشْرُهُ حَارٌّ يَابِسٌ، وَلَحْمُهُ حَارٌّ رَطْبٌ، وَحَمْضُهُ بارد يابس، وبزره حار يابس.

---

(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن.

পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জবানে বর্ণিত একক ওষুধ ও খাদ্যসমূহের বর্ণনা, যা বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে সাজানো হয়েছে

হামযাহ (অক্ষর) অধ্যায়

ইশমিদ (এক প্রকার সুরমা পাথর): এটি হলো কালো সুরমা পাথর, যা ইস্পাহান থেকে আনা হয় এবং এটিই সর্বোত্তম। এটি পশ্চিম অঞ্চল থেকেও আনা হয়। এর মধ্যে উৎকৃষ্ট হলো সেটি যা দ্রুত চূর্ণ হয়, যার চূর্ণে উজ্জ্বলতা থাকে এবং যার ভেতরটা মসৃণ ও কোনো প্রকার ময়লাযুক্ত নয়।

এর প্রকৃতি (মেজাজ) শীতল ও শুষ্ক। এটি চোখের জন্য উপকারী ও চোখকে শক্তিশালী করে, চোখের স্নায়ুসমূহকে মজবুত করে এবং চোখের সুস্থতা রক্ষা করে। এটি ক্ষতের বাড়তি মাংস দূর করে এবং ক্ষত শুকাতে সাহায্য করে, ময়লা পরিষ্কার করে ও দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে। যদি পাতলা মধুর সাথে মিশিয়ে এটি চোখে সুরমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা মাথাব্যথা দূর

করে। যখন এটি চূর্ণ করে কোনো তাজা চর্বির সাথে মিশিয়ে আগুনের পোড়া স্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়, তখন সেখানে কোনো ক্ষতচিহ্ন বা ফুসকুড়ি হতে দেয় না এবং এর কারণে সৃষ্ট ফোসকা নিরাময় করে। এটি চোখের জন্য সর্বোত্তম সুরমা, বিশেষ করে বৃদ্ধদের জন্য এবং যাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের জন্য; যদি এর সাথে সামান্য কস্তুরী (মিসক) মিশিয়ে নেওয়া হয়।

উতরুজ (জামির লেবু সদৃশ ফল): 'সহীহ' গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "যে মুমিন কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হলো উতরুজ ফলের মতো, যার স্বাদও উত্তম এবং ঘ্রাণও চমৎকার।" (১)।

উতরুজের মধ্যে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। এটি চারটি উপাদানের সমষ্টি: খোসা, শাঁস, টক অংশ (রস) ও বীজ। এগুলোর প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র প্রকৃতি বা মেজাজ রয়েছে। এর খোসা উষ্ণ ও শুষ্ক, শাঁস উষ্ণ ও আর্দ্র, টক অংশ শীতল ও শুষ্ক এবং এর বীজ উষ্ণ ও শুষ্ক।

---

(১) ইমাম বুখারী এটি 'ফাযায়েলে কুরআন' (কুরআনের ফযীলত) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 213)الطب النبوي لابن القيم

وَمِنْ مَنَافِعِ قِشْرِهِ: أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِي الثِّيَابِ مَنَعَ السُّوسَ، وَرَائِحَتُهُ تُصْلِحُ فَسَادَ الْهَوَاءِ وَالْوَبَاءِ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ إِذَا أَمْسَكَهُ فِي الْفَمِ، وَيُحَلِّلُ الرِّيَاحَ، وَإِذَا جُعِلَ فِي الطَّعَامِ كَالْأَبَازِيرِ، أَعَانَ عَلَى الْهَضْمِ. قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» : وَعُصَارَةُ قِشْرِهِ تَنْفَعُ مِنْ نَهْشِ الْأَفَاعِي شُرْبًا، وَقِشْرُهُ ضِمَادًا، وَحُرَاقَةُ قِشْرِهِ طِلَاءٌ جَيِّدٌ لِلْبَرَصِ. انْتَهَى.

وَأَمَّا لَحْمُهُ: فَمُلَطِّفٌ لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ، نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، قَامِعٌ لِلْبُخَارَاتِ الْحَارَّةِ. وَقَالَ الغافقي: أَكْلُ لَحْمِهِ يَنْفَعُ الْبَوَاسِيرَ. انْتَهَى.

وَأَمَّا حَمْضُهُ: فَقَابِضٌ كَاسِرٌ لِلصَّفْرَاءِ، وَمُسَكِّنٌ لِلْخَفَقَانِ الْحَارِّ، نَافِعٌ مِنَ الْيَرَقَانِ شُرْبًا وَاكْتِحَالًا، قَاطِعٌ لِلْقَيْءِ الصَّفْرَاوِيِّ، مُشَهٍّ لِلطَّعَامِ، عَاقِلٌ لِلطَّبِيعَةِ، نَافِعٌ مِنَ الْإِسْهَالِ

الصَّفْرَاوِيّ، وَعُصَارَةُ حَمْضِهِ يُسَكِّنُ غِلْمَةَ النِّسَاءِ، وَيَنْفَعُ طِلَاءً مِنَ الْكَلَفِ، وَيَذْهَبُ بِالْقَوْبَاءِ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ فِي الْحِبْرِ إِذَا وَقَعَ فِي الثِّيَابِ قَلَعَهُ، وَلَهُ قُوَّةٌ تُلَطِّفُ، وَتَقْطَعُ، وتبرد، وتطفىء حَرَارَةَ الْكَبِدِ، وَتُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَتَمْنَعُ حِدَّةَ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، وَتُزِيلُ الْغَمَّ الْعَارِضَ مِنْهَا، وَتُسَكِّنُ الْعَطَشَ.

وَأَمَّا بَزْرُهُ: فَلَهُ قُوَّةٌ مُحَلِّلَةٌ مُجَفِّفَةٌ. وَقَالَ ابن ماسويه: خَاصِّيَّةُ حَبِّهِ النَّفْعُ مِنَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ وَزْنُ مِثْقَالٍ مُقَشَّرًا بِمَاءٍ فَاتِرٍ، وَطِلَاءٍ مَطْبُوخٍ. وَإِنْ دُقَّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ اللَّسْعَةِ، نَفَعَ، وَهُوَ مُلَيِّنٌ لِلطَّبِيعَةِ، مُطَيِّبٌ لِلنَّكْهَةِ، وَأَكْثَرُ هَذَا الْفِعْلِ مَوْجُودٌ فِي قِشْرِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: خَاصِّيَّةُ حَبِّهِ النَّفْعُ مِنْ لَسَعَاتِ الْعَقَارِبِ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ وَزْنُ مِثْقَالَيْنِ مُقَشَّرًا بِمَاءٍ فَاتِرٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا دُقَّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: حَبُّهُ يَصْلُحُ لِلسُّمُومِ كُلِّهَا، وَهُوَ نَافِعٌ مِنْ لَدْغِ الْهَوَامِّ كُلِّهَا.

وَذُكِرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَكَاسِرَةِ غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، فَأَمَرَ بِحَبْسِهِمْ، وَخَيَّرَهُمْ أُدْمًا لَا يَزِيدُ لَهُمْ عَلَيْهِ، فَاخْتَارُوا الْأُتْرُجَّ، فَقِيلَ لَهُمْ: لِمَ اخْتَرْتُمُوهُ عَلَى غَيْرِهِ؟ فَقَالُوا: لِأَنَّهُ فِي الْعَاجِلِ رَيْحَانٌ، وَمَنْظَرُهُ مُفْرِحٌ، وَقِشْرُهُ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، وَلَحْمُهُ فَاكِهَةٌ، وَحَمْضُهُ أُدْمٌ، وَحَبُّهُ تِرْيَاقٌ، وفيه دهن.

এর খোসার উপকারিতা হলো: যদি এটি কাপড়ের মধ্যে রাখা হয় তবে তা পোকা ধরা রোধ করে। এর সুগন্ধ দূষিত বাতাস ও মহামারীর প্রভাব সংশোধন করে। মুখের ভেতর রাখলে তা নিশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করে মুখকে সুবাসিত করে এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ বায়ু (গ্যাস) নিঃসরণ করে। যদি মশলা হিসেবে খাবারের মধ্যে দেওয়া হয় তবে তা হজমে সহায়তা করে। 'আল-কানুন' (ইবনে সিনার চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) এর লেখক বলেছেন: এর খোসার নির্যাস পান করা সাপের দংশনে উপকারী, এর খোসা প্রলেপ হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এবং এর খোসা পোড়ানো ছাই শ্বেতী রোগের জন্য একটি উত্তম মলম। সমাপ্ত।

আর এর শাঁসের ক্ষেত্রে বলা যায়: এটি পাকস্থলীর তাপ উপশম করে, পিত্তাধিক্য (সাফরা) রোগীদের জন্য উপকারী এবং শরীরের উষ্ণ বাষ্প দমনে কার্যকর। আল-গাফেকি বলেছেন: এর শাঁস খাওয়া অর্শ রোগের জন্য উপকারী। সমাপ্ত।

আর এর টক অংশ (রস): এটি ধারক (সংকোচক), পিত্তের তীব্রতা নাশক এবং হৃদপিণ্ডের উষ্ণ ধড়ফড়ানি প্রশমনকারী। এটি পান করলে অথবা চোখে অঞ্জন হিসেবে ব্যবহার করলে জন্ডিস রোগে উপকার পাওয়া যায়। এটি পিত্তজনিত বমি বন্ধ করে, রুচি বৃদ্ধি করে এবং উদরাময় নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এটি পিত্তজনিত ডায়রিয়ায় উপকারী। এর টক নির্যাস নারীদের অত্যধিক কামোত্তেজনা প্রশমিত করে এবং চামড়ার কালো ছোপ (মেছতা) ও দাউদ দূর করতে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাপড়ে কালির দাগ লাগলে এটি তা তুলে দেয়—যা থেকে এর কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যা দেহকে শীতল করে এবং কলিজার উত্তাপ নিভিয়ে দেয়। এটি পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে, পিত্তের তীব্রতা প্রতিরোধ করে এবং পিত্তের কারণে সৃষ্ট মানসিক উদ্বেগ দূর করে ও তৃষ্ণা নিবারণ করে।
আর এর বীজের ক্ষেত্রে: এতে বিশ্লিষ্টকারী ও শুষ্ককারী শক্তি রয়েছে। ইবনে মাসাওয়াইহ বলেছেন: এর বীজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রাণঘাতী বিষের বিরুদ্ধে কার্যকর; যদি এক মিসকাল (একটি প্রাচীন পরিমাপ) পরিমাণ বীজ খোসা ছাড়িয়ে কুসুম গরম পানি বা সিদ্ধ করা পানীয়র সাথে পান করা হয়। যদি এটি পিষে দংশনের স্থানে লাগানো হয় তবে তা বিশেষ উপকার দেয়। এটি কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এবং নিশ্বাস সুবাসিত করে, যদিও এই গুণটি এর খোসায় অধিক বিদ্যমান। অন্য বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন: এর বীজের বৈশিষ্ট্য হলো বিচ্ছুর দংশনে উপকার করা, যদি দুই মিসকাল পরিমাণ বীজ খোসা ছাড়িয়ে কুসুম গরম পানি দিয়ে পান করা হয়; একইভাবে যদি এটি পিষে দংশনের স্থানে লাগানো হয় (তবে তা কার্যকর হয়)।
অন্য একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন: এর বীজ সব ধরণের বিষের জন্য উপযুক্ত এবং তা সকল প্রকার বিষাক্ত কীটপতঙ্গের দংশনে উপকারী।
বর্ণিত আছে যে, পারস্যের জনৈক সম্রাট একদল চিকিৎসকের ওপর রাগান্বিত হয়ে তাদের কারারুদ্ধ করার আদেশ দেন। তিনি তাদের জন্য কেবল একটি খাবার বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন যা ছাড়া তাদের আর কিছুই দেওয়া হবে না। তারা 'উতরুখ' (সাইট্রন বা জাম্বুরা জাতীয় ফল) বেছে নিলেন। তাদের জিজ্ঞেস করা হলো: তোমরা অন্য সবকিছুর বদলে কেন এটি বেছে নিলে? তারা বললেন: কারণ এটি তাৎক্ষণিক সুগন্ধি হিসেবে কাজ করে এবং এর দৃশ্য আনন্দদায়ক, এর খোসা সুবাসিত, এর শাঁস ফল হিসেবে সুখাদ্য, এর টক অংশ ব্যঞ্জন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এর বীজ বিষের প্রতিষেধক এবং এতে তৈলাক্ত উপাদানও বিদ্যমান।

وَحَقِيقٌ بِشَيْءٍ هَذِهِ مَنَافِعُهُ أَنْ يُشَبَّهَ بِهِ خُلَاصَةُ الْوُجُودِ، وَهُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُحِبُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ لِمَا فِي منظره من التفريح.

أرزّ: فِيهِ حَدِيثَانِ بَاطِلَانِ مَوْضُوعَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ «لَوْ كَانَ رَجُلًا، لَكَانَ حَلِيمًا» الثَّانِي: «كُلُّ شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ دَاءٌ وَشِفَاءٌ إِلَّا الْأَرُزَّ، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لَا دَاءَ فِيهِ» ذَكَرْنَاهُمَا تَنْبِيهًا وَتَحْذِيرًا مِنْ نِسْبَتِهِمَا إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.

وَبَعْدُ فَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ، وَهُوَ أَغْذَى الْحُبُوبِ بَعْدَ الْحِنْطَةِ، وَأَحْمَدُهَا خَلْطًا، يَشُدُّ الْبَطْنَ شَدًّا يَسِيرًا، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُدَبِّغُهَا، وَيَمْكُثُ فِيهَا. وَأَطِبَّاءُ الْهِنْدِ تَزْعُمُ، أَنَّهُ أَحْمَدُ الْأَغْذِيَةِ وَأَنْفَعُهَا إِذَا طُبِخَ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ فِي خِصْبِ الْبَدَنِ، وَزِيَادَةِ الْمَنِيِّ، وَكَثْرَةِ التَّغْذِيَةِ، وَتَصْفِيَةِ اللون.

أرز: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ: وَهُوَ الصَّنَوْبَرُ، ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفَيِّئُهَا الرِّيَاحُ، تُقِيمُهَا مَرَّةً، وَتُمِيلُهَا أُخْرَى، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَى أَصْلِهَا حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً» «1» ، وَحَبُّهُ حَارٌّ رَطْبٌ، وَفِيهِ إِنْضَاجٌ وَتَلْيِينٌ، وَتَحْلِيلٌ، وَلَذْعٌ يَذْهَبُ بِنَقْعِهِ فِي الْمَاءِ، وَهُوَ عَسِرُ الْهَضْمِ، وَفِيهِ تَغْذِيَةٌ كَثِيرَةٌ، وَهُوَ جَيِّدٌ لِلسُّعَالِ، وَلِتَنْقِيَةِ رُطُوبَاتِ الرِّئَةِ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُولِدُ مَغَصًا، وَتِرْيَاقُهُ حب الرمان المز.

إذخر: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي مَكَّةَ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» .

فَقَالَ لَهُ العباس رضي الله عنه: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» «2» .

وَالْإِذْخِرُ حَارٌّ فِي الثَّانِيَةِ، يَابِسٌ فِي الْأُولَى، لَطِيفٌ مُفَتِّحٌ لِلسُّدَدِ، وَأَفْوَاهِ الْعُرُوقِ، يُدِرُّ الْبَوْلَ وَالطَّمْثَ، وَيُفَتِّتُ الْحَصَى، وَيُحَلِّلُ الْأَوْرَامَ الصُّلْبَةَ فِي الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالْكُلْيَتَيْنِ شُرْبًا وَضِمَادًا، وَأَصْلُهُ يُقَوِّي عَمُودَ الْأَسْنَانِ وَالْمَعِدَةَ، ويسكن الغثيان، ويقل البطن.

(1) أخرجه البخاري في المرضى. ومسلم في صفات المنافقين.

(2) أخرجه البخاري ومسلم في الحج.

এমন গুণের অধিকারী বস্তুর সাথে অস্তিত্বের সারাংশ অর্থাৎ মুমিনকে তুলনা করা যথার্থ, যে কুরআন পাঠ করে। পূর্ববর্তী মহাত্মাগণের (সালাফ) কেউ কেউ এর দৃশ্য মনোরম হওয়ার কারণে এর দিকে তাকাতে পছন্দ করতেন।

চাল: এ বিষয়ে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর আরোপিত দুটি ভিত্তিহীন ও জাল হাদিস রয়েছে। প্রথমটি: "এটি যদি কোনো পুরুষ হতো তবে তা হতো অত্যন্ত সহনশীল।" দ্বিতীয়টি: "জমিন থেকে উৎপন্ন প্রতিটি বস্তুতেই রোগ ও নিরাময় উভয়ই রয়েছে চাল ব্যতীত; কেননা এতে কেবল নিরাময় আছে, কোনো রোগ নেই।" আমরা এই দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছি কেবল সতর্ক করার জন্য এবং আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি এগুলোর মিথ্যা সম্পৃক্ততা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য।

পরিণামগতভাবে এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। গমের পর এটিই সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর শস্য এবং শারীরবৃত্তীয় সংমিশ্রণের দিক থেকে এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এটি পেটকে সামান্য কষিয়ে দেয়, পাকস্থলীকে শক্তিশালী ও পরিচ্ছন্ন করে এবং তাতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে। ভারতের চিকিৎসকদের অভিমত হলো, এটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও উপকারী খাদ্য যখন তা গরুর দুধ দিয়ে রান্না করা হয়। শরীরের হৃষ্টপুষ্টতা, বীর্য বৃদ্ধি, পুষ্টির আধিক্য এবং গায়ের রঙ উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

দেবদারু (আরজ): হামজাতে জবর এবং রা-বর্ণে জজম যোগে। এটি হলো পাইন বা সিডার গাছ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাণীতে এটি উল্লেখ করেছেন:

«মুমিনের উদাহরণ হলো শস্যক্ষেতের কচি চারাগাছের ন্যায়, যাকে বাতাস কখনো কাঁপিয়ে দেয়; কখনো তাকে সোজা করে দেয় আবার কখনো তাকে নুইয়ে দেয়। আর মুনাফিকের উদাহরণ হলো দেবদারু (আরজাহ) গাছের ন্যায়, যা তার কাণ্ডের ওপর অটল থাকে যতক্ষণ না

তা একবারে সমূলে উপড়ে যায়» (১)। এর বীজ উষ্ণ ও আর্দ্র। এটি পরিপক্বতা আনে, নরম করে এবং বিলীনকারী গুণের অধিকারী। তবে এর তীব্র ঝাঁঝালো ভাব পানিতে ভিজিয়ে রাখলে দূর হয়ে যায়। এটি দেরিতে হজম হয় এবং এতে প্রচুর পুষ্টি রয়েছে। এটি কাশির জন্য এবং ফুসফুসের আর্দ্রতা পরিষ্কারের জন্য উপকারী। এটি বীর্য বৃদ্ধি করে, তবে কখনো পেটে মোচড় বা শূলবেদনা তৈরি করতে পারে। এর প্রতিষেধক হলো টক ডালিমের দানা।

ইযখির (সুগন্ধি ঘাস): 'সহিহ' গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি মক্কা সম্পর্কে বলেছেন: «এর কাঁচা ঘাস কাটা যাবে না»।

তখন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! ইযখির ব্যতীত; কেননা এটি তাদের কর্মকারদের ও ঘরবাড়ির ছাদ তৈরির কাজে লাগে। তখন তিনি বললেন: «ইযখির ব্যতীত» (২)।

ইযখির দ্বিতীয় পর্যায়ে উষ্ণ এবং প্রথম পর্যায়ে শুষ্ক প্রকৃতির। এটি একটি সূক্ষ্ম বস্তু যা শরীরের রুদ্ধ পথ ও শিরা-উপশিরাসমূহের মুখ উন্মুক্ত করে দেয়। এটি মূত্র ও ঋতুস্রাব বৃদ্ধি করে এবং পাথুরী ভেঙে দেয়। এটি পান করলে অথবা প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করলে পাকস্থলী, যকৃৎ ও বৃক্কের কঠিন প্রদাহ ও ফোলা নিরাময় করে। এর মূল দাঁতের মাড়ি ও পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে, বমি বমি ভাব উপশম করে এবং পেট নামা বা উদরাময় রোধ করে।

---

(১) বুখারি 'রোগী' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) বুখারি ও মুসলিম এটি 'হজ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

حَرْفُ الْبَاءِ

بِطِّيخٌ: رَوَى أبو داود وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ، يَقُولُ: «نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا» «1» .

وَفِي الْبِطِّيخِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَخْضَرُ، وَهُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ، وَفِيهِ جَلَاءٌ، وَهُوَ أَسْرَعُ انْحِدَارًا عَنِ الْمَعِدَةِ مِنَ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ، وَهُوَ سَرِيعُ الِاسْتِحَالَةِ إِلَى أَيِّ خَلْطٍ كَانَ صَادَفَهُ فِي الْمَعِدَةِ، وَإِذَا كَانَ آكِلُهُ مَحْرُورًا انْتَفَعَ بِهِ جِدًّا، وَإِنْ كَانَ مَبْرُودًا دُفِعَ ضَرَرُهُ بِيَسِيرٍ مِنَ الزَّنْجَبِيلِ وَنَحْوِهِ، وَيَنْبَغِي أَكْلُهُ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَيُتْبَعُ بِهِ، وَإِلَّا غَثَّى وَقَيَّأَ. وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّهُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ البطن غسلا، ويذهب بالداء أصلا.

بلح: رَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِمَا» : مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُ الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ يَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْحَدِيثَ بِالْعَتِيقِ» «2» . وَفِي رِوَايَةٍ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْزَنُ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ يَأْكُلُهُ يَقُولُ: عَاشَ ابْنُ مادم حَتَّى أَكَلَ الْجَدِيدَ بِالْخَلَقِ» ، رَوَاهُ البزار فِي «مُسْنَدِهِ» وَهَذَا لَفْظُهُ.

قُلْتُ: الْبَاءُ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى: مَعَ، أَيْ: كُلُوا هَذَا مَعَ هَذَا قَالَ بَعْضُ أَطِبَّاءِ الْإِسْلَامِ: إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَكْلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَكْلِ الْبُسْرِ مَعَ التَّمْرِ، لِأَنَّ الْبَلَحَ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَالتَّمْرَ حَارٌّ رَطْبٌ، فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إِصْلَاحٌ لِلْآخَرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْبُسْرُ مَعَ التَّمْرِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَارٌّ، وَإِنْ كَانَتْ حَرَارَةُ التَّمْرِ أَكْثَرَ، وَلَا يَنْبَغِي مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ الْجَمْعُ بَيْنَ حَارَّيْنِ أَوْ بَارِدَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: التَّنْبِيهُ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِ صِنَاعَةِ الطِّبِّ، وَمُرَاعَاةِ التَّدْبِيرِ الذي يصلح في

---

(1) أخرجه أبو داود في الأطعمة.

(2) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة.

তরমুজ (বা খরমুজ): আবু দাউদ ও তিরমিজি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাজা খেজুরের সাথে তরমুজ আহার করতেন এবং বলতেন: "আমরা এটার (খেজুরের) উষ্ণতাকে ওটার (তরমুজের) শীতলতা দ্বারা এবং ওটার শীতলতাকে এটার উষ্ণতা দ্বারা প্রশমিত করি।" (১)

তরমুজ বিষয়ে এই একটি হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো হাদিস বিশুদ্ধ নয়। এখানে সবুজ তরমুজ উদ্দেশ্য, যা শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির এবং শরীর পরিষ্কার করার গুণসম্পন্ন। এটি শসা ও খিরার তুলনায় দ্রুত পাকস্থলী থেকে নির্গত হয় এবং পাকস্থলীতে বিদ্যমান যে কোনো উপাদানের (ধাতু) সাথে মিশে দ্রুত রূপান্তরিত হয়। আহারকারী উষ্ণ মেজাজের হলে এটি তার জন্য অত্যন্ত উপকারী। আর শীতল মেজাজের হলে সামান্য আদা বা অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে এর সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিহত করা যায়। এটি খাবারের আগে খাওয়া সমীচীন এবং এরপর অন্য খাবার গ্রহণ করা উচিত; অন্যথায় এটি বমি বমি ভাব বা বমির উদ্রেক করতে পারে। জনৈক চিকিৎসক বলেছেন: আহারের পূর্বে এটি পেটকে পুরোপুরি ধুয়ে দেয় এবং রোগকে সমূলে দূর করে।

কাঁচা খেজুর (বালাহ): আন-নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ তাদের 'সুনান' গ্রন্থদ্বয়ে হিশাম ইবনে উরওয়া, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা শুকনা খেজুরের সাথে কাঁচা খেজুর (বালাহ) খাও। কেননা শয়তান যখন আদম সন্তানকে শুকনা খেজুরের সাথে কাঁচা খেজুর খেতে দেখে, তখন সে বলে: আদম সন্তান দীর্ঘজীবী হয়েছে, এমনকি সে পুরাতনের সাথে নতুনও খেল।" (২) আল-বাযযার তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে এই শব্দেই এটি বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি: হাদিসে ব্যবহৃত 'বা' (বর্ণটি) 'সঙ্গে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এটি ওটির সাথে একত্রে খাও। জনৈক মুসলিম চিকিৎসক বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুকনা খেজুরের সাথে কাঁচা খেজুর (বালাহ) খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু আধা-পাকা খেজুর (বুসর) খাওয়ার নির্দেশ দেননি। কারণ কাঁচা খেজুর শীতল ও শুষ্ক এবং শুকনা খেজুর উষ্ণ ও আর্দ্র, ফলে এদের প্রতিটি অপরটির সংশোধনকারী হিসেবে কাজ করে। আধা-পাকা খেজুর ও শুকনা খেজুরের বিষয়টি তেমন নয়, কারণ উভয়েই উষ্ণ প্রকৃতির, যদিও শুকনা খেজুরের উষ্ণতা অধিক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি অনুযায়ী দুটি উষ্ণ বা দুটি শীতল বস্তু একত্রে গ্রহণ করা অনুচিত, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই হাদিসের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতির যথার্থতা এবং শরীরের উপযোগী ব্যবস্থাপনার প্রতি দিকনির্দেশনা রয়েছে যা সংশোধন করে...

(১) আবু দাউদ এটি আহার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) ইবনে মাজাহ এটি আহার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

دَفْعِ كَيْفِيَّاتِ الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَمُرَاعَاةِ الْقَانُونِ الطِّبِّيِّ الَّذِي تُحْفَظُ بِهِ الصِّحَّةُ.

وَفِي الْبَلَحِ بُرُودَةٌ وَيُبُوسَةٌ، وَهُوَ يَنْفَعُ الْفَمَ وَاللِّثَةَ وَالْمَعِدَةَ، وَهُوَ رَدِيءٌ لِلصَّدْرِ وَالرِّئَةِ بِالْخُشُونَةِ الَّتِي فِيهِ، بَطِيءٌ فِي الْمَعِدَةِ يَسِيرُ التَّغْذِيَةِ، وَهُوَ لِلنَّخْلَةِ كَالْحِصْرِمِ لِشَجَرَةِ الْعِنَبِ، وَهُمَا جَمِيعًا يُوَلِّدَانِ رِيَاحًا، وَقَرَاقِرَ، وَنَفْخًا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا شُرِبَ عَلَيْهِمَا الْمَاءُ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِمَا بِالتَّمْرِ، أَوْ بِالْعَسَلِ والزّبد.

بسر: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» : أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمِ بْنَ التَّيِّهَانِ، لَمَّا ضَافَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، جَاءَهُمْ بِعَذْقٍ- وَهُوَ مِنَ النَّخْلَةِ كَالْعُنْقُودِ مِنَ الْعِنَبِ- فَقَالَ لَهُ: «هَلَّا انْتَقَيْتَ لَنَا مِنْ رطبه» فقال: «أحببت أن تنقوا مِنْ بُسْرِهِ وَرُطَبِهِ» «1» .

الْبُسْرُ: حَارٌّ يَابِسٌ، وَيُبْسُهُ أَكْثَرُ مِنْ حَرِّهِ، يُنَشِّفُ الرُّطُوبَةَ، وَيَدْبَغُ الْمَعِدَةَ، وَيَحْبِسُ الْبَطْنَ، وَيَنْفَعُ اللِّثَةَ وَالْفَمَ، وَأَنْفَعُهُ مَا كَانَ هَشًّا وَحُلْوًا، وَكَثْرَةُ أَكْلِهِ وَأَكْلِ الْبَلَحِ يحدث السّدد في الأحشاء.

بيض: ذَكَرَ البيهقي فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» أَثَرًا مَرْفُوعًا: أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَى إِلَى اللَّهِ سبحانه الضعف، فأمره بأكل البيض. فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَيْضِ. وَفِي ثُبُوتِهِ نَظَرٌ، وَيُخْتَارُ

مِنَ الْبَيْضِ الْحَدِيثُ عَلَى الْعَتِيقِ، وَبَيْضُ الدَّجَاجِ عَلَى سَائِرِ بَيْضِ الطَّيْرِ، وَهُوَ مُعْتَدِلٌ يَمِيلُ إِلَى الْبُرُودَةِ قَلِيلًا.

قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» : وَمُخُّهُ «2» : حَارٌّ رَطْبٌ، يُوَلِّدُ دَمًا صَحِيحًا مَحْمُودًا.

وَيُغَذِّي غذاآ يَسِيرًا، وَيُسْرِعُ الِانْحِدَارَ مِنَ الْمَعِدَةِ إِذَا كَانَ رَخْوًا. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُخُّ الْبَيْضِ: مُسَكِّنٌ لِلْأَلَمِ، مُمَلِّسٌ لِلْحَلْقِ وَقَصَبَةِ الرِّئَةِ، نَافِعٌ لِلْحَلْقِ وَالسُّعَالِ وَقُرُوحِ الرِّئَةِ وَالْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، مُذْهِبٌ لِلْخُشُونَةِ، لَا سيما إذا أخذ بدهن اللوز والحلو.

---

(1) أخرجه الترمذي في الزهد، وأخرجه مسلم في صحيحه.

(2) المح: صفرة البيض.

খাদ্য ও ওষুধের গুণাবলিকে একে অপরের মাধ্যমে সংশোধন করা এবং সেই চিকিৎসাবিদ্যার নীতিমালা অনুসরণ করা যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য অটুট থাকে।

কাঁচা খেজুরের (বালাহ) মধ্যে শীতলতা ও শুষ্কতা রয়েছে। এটি মুখগহ্বর, মাড়ি ও পাকস্থলীর জন্য উপকারী। তবে এর মধ্যে যে কর্কশতা রয়েছে, তার কারণে এটি বক্ষ ও ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর। এটি পাকস্থলীতে ধীরগতিতে হজম হয় এবং এর পুষ্টিগুণ সামান্য। আঙুর গাছের জন্য কাঁচা আঙুর যেমন, খেজুর গাছের জন্য কাঁচা খেজুর তেমন। এই উভয়ই বায়ু, উদরে গুড়গুড় শব্দ এবং পেট ফাঁপা সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যদি এগুলোর ওপর পানি পান করা হয়। এদের ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয় পরিপক্ক খেজুর, মধু অথবা মাখনের মাধ্যমে।

আধপাকা খেজুর (বুসর): 'সহীহ' গ্রন্থে সাব্যস্ত হয়েছে যে, আবু আল-হাইসাম বিন আল-তাইয়িহান যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবু বকর এবং উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে মেহমানদারি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের নিকট একটি খেজুরের কাঁদি নিয়ে এসেছিলেন—খেজুর গাছের জন্য এটি তেমন যেমন আঙুর গাছের জন্য ছড়া—তখন তিনি (নবী) তাকে বললেন: "তুমি কি আমাদের জন্য এর মধ্য থেকে পাকা ফলগুলো বেছে নিলে না?" তিনি বললেন: "আমি চেয়েছি আপনারা যেন এর আধপাকা ও পূর্ণপাকা ফল থেকে বেছে নেন।"

আধপাকা খেজুর (বুসর): এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির, তবে এর উষ্ণতার চেয়ে শুষ্কতা বেশি। এটি আর্দ্রতা শুকিয়ে ফেলে, পাকস্থলীকে সবল করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে। এটি মাড়ি ও

মুখগহ্বরের জন্য উপকারী। এর মধ্যে যা ভঙ্গুর ও মিষ্টি তা সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক। আধপাকা খেজুর এবং কাঁচা খেজুর অতিরিক্ত ভক্ষণ করলে নাড়িভুঁড়িতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।
ডিম: বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে একটি মারফূ রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, নবীদের মধ্য থেকে এক নবী আল্লাহর নিকট দুর্বলতার অভিযোগ করলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে ডিম খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তবে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। পুরাতন ডিমের তুলনায় টাটকা ডিম এবং অন্যান্য পাখির ডিমের তুলনায় মুরগির ডিম উত্তম। এটি পরিমিত প্রকৃতির, তবে সামান্য শীতলতার দিকে ঝুঁকে থাকে।
'আল-কানূন' গ্রন্থের লেখক বলেছেন: ডিমের কুসুম উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির। এটি বিশুদ্ধ ও প্রশংসনীয় রক্ত উৎপন্ন করে।
এটি অল্প পরিমাণে পুষ্টি যোগায় এবং নরম (বা অর্ধসিদ্ধ) হলে পাকস্থলী থেকে দ্রুত নির্গত হয়। অন্য চিকিৎসাবিদগণ বলেছেন: ডিমের কুসুম ব্যথানাশক, কণ্ঠনালি ও শ্বাসনালিকে মসৃণকারী। এটি গলাব্যথা, কাশি এবং ফুসফুস, কিডনি ও মূত্রাশয়ের ক্ষতের জন্য উপকারী। এটি কর্কশতা দূর করে, বিশেষ করে যদি মিষ্ট বাদাম তেলের সাথে গ্রহণ করা হয়।

---

(১) এটি তিরমিযী 'যুহদ' অধ্যায়ে এবং মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
(২) আল-মুহ্: ডিমের কুসুম।

وَمُنْضِجٌ لِمَا فِي الصَّدْرِ، مُلَيِّنٌ لَهُ، مُسَهِّلٌ لِخُشُونَةِ الْحَلْقِ، وَبَيَاضُهُ إِذَا قُطِرَ فِي الْعَيْنِ الْوَارِمَةِ وَرَمًا حَارًّا، بَرَّدَهُ، وَسَكَّنَ الْوَجَعَ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ حَرْقُ النَّارِ أَوْ مَا يَعْرِضُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ يَتَنَفَّطُ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ الوجع، منع الاحتراق العارض من الشمس، وإذا خُلِطَ بِالْكُنْدُرِ، وَلُطِّخَ عَلَى الْجَبْهَةِ، نَفَعَ مِنَ النَّزْلَةِ.

وَذَكَرَهُ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» فِي الْأَدْوِيَةِ الْقَلْبِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُطْلَقَةِ- فَإِنَّهُ مِمَّا لَهُ مَدْخَلٌ فِي تَقْوِيَةِ الْقَلْبِ جِدًّا أَعْنِي الصُّفْرَةَ، وَهِيَ تَجْمَعُ ثَلَاثَةَ مَعَانٍ: سُرْعَةُ الِاسْتِحَالَةِ إِلَى الدَّمِ، وَقِلَّةُ الْفَضْلَةِ، وَكَوْنُ الدَّمِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُ مُجَانِسًا لِلدَّمِ الَّذِي يَغْذُو الْقَلْبَ خَفِيفًا مُنْدَفِعًا إِلَيْهِ بِسُرْعَةٍ، وَلِذَلِكَ هُوَ أَوْفَقُ مَا يُتَلَافَى بِهِ عَادِيَةُ الأمراض المحللة لجوهر الروح.

بصل: رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» : عَنْ عائشة رضي الله عنها، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْبَصَلِ، فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِيهِ بَصَلٌ «1» .

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَنَّهُ مَنَعَ آكِلَهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ «2» .

وَالْبَصَلُ: حَارٌّ فِي الثَّالِثَةِ، وَفِيهِ رُطُوبَةٌ فَضْلِيَّةٌ يَنْفَعُ مِنْ تَغَيُّرِ الْمِيَاهِ، وَيَدْفَعُ رِيحَ السُّمُومِ، وَيُفَتِّقُ الشَّهْوَةَ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُهَيِّجُ الْبَاهَ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُحَسِّنُ اللَّوْنَ، ويقطع البلغم، ويجلوا الْمَعِدَةَ، وَبَزْرُهُ يُذْهِبُ الْبَهَقَ، وَيُدَلَّكُ بِهِ حَوْلَ دَاءِ الثَّعْلَبِ، فَيَنْفَعُ جِدًّا، وَهُوَ بِالْمِلْحِ يَقْلَعُ الثَّآلِيلَ، وَإِذَا شَمَّهُ مَنْ شَرِبَ دَوَاءً مُسَهِّلًا مَنَعَهُ مِنَ الْقَيْءِ وَالْغَثَيَانِ، وَأَذْهَبَ رَائِحَةَ ذَلِكَ الدَّوَاءِ، وَإِذَا اسْتَعَطَ بِمَائِهِ، نَقَّى الرَّأْسَ، وَيُقْطَرُ فِي الْأُذُنِ لِثِقَلِ السَّمْعِ وَالطَّنِينِ وَالْقَيْحِ، وَالْمَاءِ الْحَادِثِ فِي الْأُذُنَيْنِ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْمَاءِ النَّازِلِ فِي الْعَيْنَيْنِ اكْتِحَالًا يُكْتَحَلُ بِبَزْرِهِ مَعَ الْعَسَلِ لِبَيَاضِ الْعَيْنِ، وَالْمَطْبُوخُ مِنْهُ كَثِيرُ الْغِذَاءِ يَنْفَعُ مِنَ الْيَرَقَانِ وَالسُّعَالِ، وَخُشُونَةِ الصَّدْرِ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، وَيُلَيِّنُ الطَّبْعَ، وَيَنْفَعُ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْكَلِبِ إِذَا نُطِلَ عَلَيْهَا مَاؤُهُ بِمِلْحٍ وَسَذَابٍ، وإذا احتمل، فتح أفواه البواسير.

---

(1) أخرجه أبو داود في الأطعمة.

(2) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في المساجد.

এটি বক্ষের জমাটবদ্ধ পদার্থ পরিপক্বকারী ও নরমকারী এবং কণ্ঠনালীর কর্কশতা দূর করে। যখন এর সাদা অংশ গরম প্রদাহজনিত কারণে ফোলা চোখে ফোঁটা হিসেবে দেওয়া হয়, তখন

তা চোখ শীতল করে এবং ব্যথা উপশম করে। আগুনে পোড়া স্থানে বা পোড়ার কারণে সৃষ্ট কোনো অবস্থাতে এটি প্রলেপ দিলে সেখানে ফোস্কা পড়তে দেয় না। ব্যথার স্থানে এর প্রলেপ দিলে রোদের কারণে সৃষ্ট দহন বা জ্বালাপোড়া থেকে রক্ষা করে। এটি কুন্দুর (কুনদুরু) এর সাথে মিশিয়ে কপালে প্রলেপ দিলে সর্দি বা মাথাব্যথা (نزلة) থেকে উপকার পাওয়া যায়। 'আল-কানুন' প্রণেতা হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় এর উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন: যদিও এটি সাধারণ ওষুধের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও এটি হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করতে অত্যন্ত কার্যকর—বিশেষ করে এর কুসুম। এতে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: এটি দ্রুত রক্তে রূপান্তরিত হয়, এর বর্জ্য বা অবশিষ্টাংশ খুব কম এবং এর থেকে উৎপাদিত রক্ত হৃদপিণ্ডের পুষ্টিদানকারী রক্তের সমগোত্রীয় হয়; যা হালকা এবং দ্রুত হৃদপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয়। এই কারণেই প্রাণের মূল সত্তাকে (جوهر الروح) ক্ষয়কারী রোগসমূহের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এটি সবচেয়ে উপযোগী।

পেঁয়াজ: ইমাম আবু দাউদ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে পেঁয়াজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ যে খাবারটি খেয়েছিলেন, তাতে পেঁয়াজ ছিল।" ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেঁয়াজ ভক্ষণকারীকে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

পেঁয়াজ: তৃতীয় স্তরের উষ্ণ এবং এতে বাড়তি আর্দ্রতা রয়েছে। এটি পানির পরিবর্তনজনিত ক্ষতি দূর করতে সহায়ক এবং বিষাক্ত বায়ুর প্রভাব প্রতিরোধ করে। এটি রুচি বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী শক্তিশালী করে, কামশক্তি জাগ্রত করে, বীর্য বৃদ্ধি করে, গায়ের রঙ উজ্জ্বল করে, কফ (بلغم) দূর করে এবং পাকস্থলী পরিষ্কার করে। এর বীজ শ্বেতী রোগ (بهق) দূর করে এবং মাথায় টাক পড়া (داء الثعلب) স্থানে এটি মালিশ করলে অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়। লবণের সাথে এটি আঁচিল নির্মূল করতে কার্যকর। কেউ মলমূত্র ত্যাগকারী বা জোলাপ জাতীয় ওষুধ খাওয়ার পর এটি ঘ্রাণ নিলে বমি ও বমি বমি ভাব দূর হয় এবং ওষুধের তীব্র ঘ্রাণ প্রশমিত হয়। এর রস নস্যি হিসেবে ব্যবহার করলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়। কানের ভারি ভাব, শোঁ শোঁ শব্দ, পুঁজ এবং কানের অভ্যন্তরীণ জমাটবদ্ধ পানি দূর করতে কানে এর রস ফোঁটা ফোঁটা করে দিতে হয়। চোখের ছানি বা পানি পড়ার ক্ষেত্রে এর রস চোখে ব্যবহার করা হয়। চোখের সাদা দাগ (بياض العين) দূর করার জন্য এর বীজের সাথে মধু মিশিয়ে সুরমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি রান্না করে খেলে অধিক পুষ্টি পাওয়া যায় এবং জন্ডিস, কাশি, বক্ষের কর্কশতা ও মূত্র

স্বল্পতা দূর করে ও পেট পরিষ্কার করে। সাধারণ কুকুরের কামড়ে লবণের সাথে এর রস ক্ষতস্থানে ঢাললে উপকার হয়। এটি ব্যবহার করলে অর্শ বা পাইলসের মুখ উন্মুক্ত হয়।

(১) আবু দাউদ এটি 'খাদ্য' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) বুখারী এটি 'খাদ্য' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'মসজিদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 218)الطب النبوي لابن القيم

وَأَمَّا ضَرَرُهُ: فَإِنَّهُ يُورِثُ الشَّقِيقَةَ، وَيُصَدِّعُ الرَّأْسَ، وَيُوَلِّدُ أَرْيَاحًا، وَيُظْلِمُ الْبَصَرَ، وَكَثْرَةُ أَكْلِهِ تُورِثُ النِّسْيَانَ، وَيُفْسِدُ الْعَقْلَ، وَيُغَيِّرُ رَائِحَةَ الْفَمِ وَالنَّكْهَةِ، وَيُؤْذِي الْجَلِيسَ، وَالْمَلَائِكَةَ، وَإِمَاتَتُهُ طَبْخًا تَذْهَبُ بِهَذِهِ الْمَضَرَّاتِ مِنْهُ.

وَفِي السُّنَنِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ آكِلَهُ وَآكِلَ الثُّومِ أَنْ يُمِيتَهُمَا طَبْخًا «1»

وَيُذْهِبُ رَائِحَتَهُ مَضْغُ وَرَقِ السَّذَابِ عليه.

باذنجان: فِي الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ الْمُخْتَلَقِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ» «2» . وَهَذَا الْكَلَامُ مِمَّا يُسْتَقْبَحُ نِسْبَتُهُ إِلَى آحَادِ الْعُقَلَاءِ، فَضْلًا عَنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَبَعْدُ: فَهُوَ نَوْعَانِ: أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ، وَفِيهِ خِلَافٌ، هَلْ هُوَ بَارِدٌ أَوْ حَارٌّ؟

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ حَارٌّ، وَهُوَ مُوَلِّدٌ لِلسَّوْدَاءِ وَالْبَوَاسِيرِ، وَالسُّدَدِ وَالسَّرَطَانِ وَالْجُذَامِ، وَيُفْسِدُ اللَّوْنَ وَيُسَوِّدُهُ، وَيَضُرُّ بِنَتْنِ الْفَمِ، وَالْأَبْيَضُ مِنْهُ الْمُسْتَطِيلُ عَارٍ مِنْ ذَلِكَ.

حَرْفُ التَّاءِ

تَمْرٌ: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ» . وَفِي لَفْظٍ:

«مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ» «3» . وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ» «4» وَثَبَتَ عنه أكل التّمر بالزّبد بِالْخُبْزِ، وَأَكْلُهُ مُفْرَدًا.

وَهُوَ حَارٌّ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَلْ هُوَ رَطْبٌ فِي الْأُولَى، أَوْ يَابِسٌ فِيهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.

وَهُوَ مُقَوٍّ لِلْكَبِدِ، مُلَيِّنٌ لِلطَّبْعِ، يَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ حبّ الصّنوبر، ويبرىء مِنْ خُشُونَةِ الْحَلْقِ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ كَأَهْلِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ فَإِنَّهُ يُورِثُ لَهُمُ السُّدَدَ، وَيُؤْذِي الْأَسْنَانَ، وَيُهَيِّجُ الصُّدَاعَ، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِاللَّوْزِ وَالْخِشْخَاشِ، وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ الثِّمَارِ تَغْذِيَةً لِلْبَدَنِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْجَوْهَرِ الْحَارِّ الرَّطْبِ، وَأَكْلُهُ عَلَى الريق يقتل الدود، فإنه مع

---

(1) أخرجه مسلم.

(2) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في الأشربة.

(3) أخرجه المسلم.

(4) أخرجه أبو داود والترمذي.

আর এর ক্ষতিকর দিকগুলো হলো: এটি আধকপালি (মাইগ্রেন) ও মাথাব্যথার উদ্রেক করে, বায়ু উৎপন্ন করে, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা করে এবং এর অত্যধিক ব্যবহার স্মৃতিভ্রম ঘটায়। এটি বুদ্ধিবৃত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, মুখ ও নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং মজলিসের সহচর ও ফেরেশতাদের কষ্ট দেয়। তবে রান্নার মাধ্যমে এর উগ্রতা দূর করলে এসকল ক্ষতিকর প্রভাব চলে যায়।

সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি এবং রসুন ভক্ষণকারীকে তা রান্নার মাধ্যমে এর উগ্রতা নিস্তেজ করার নির্দেশ দিয়েছেন «১»। আর সদাব (Rue) গাছের পাতা চিবিয়ে খেলে এর দুর্গন্ধ দূর হয়।

বেগুন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে আরোপিত একটি বানোয়াট ও মিথ্যে হাদিসে বলা হয়েছে: "বেগুন যে উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়, তা তদ্রূপ ফল দেয়" «২»। এ ধরনের কথা কোনো সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের দিকে সম্বন্ধ করাও অশোভন, নবীগণের কথা তো বহু দূরের বিষয়। বস্তুত এটি দুই প্রকার: সাদা ও কালো। এটি শীতল না উষ্ণ—এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

সঠিক অভিমত হলো: এটি উষ্ণ। এটি শরীরে কৃষ্ণপিত্ত (সওদা), অর্শ, শারীরিক নালির প্রতিবন্ধকতা, ক্যানসার ও কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে। এটি গায়ের রং নষ্ট করে ও কালো করে ফেলে এবং মুখের দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তবে সাদা রঙের দীর্ঘাকৃতি বেগুন এসকল দোষ থেকে মুক্ত।

ত বর্ণ

খেজুর: "সহীহ" গ্রন্থে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে: "যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি খেজুর খাবে..." অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "উলিয়া (মদীনার উচ্চভূমি) অঞ্চলের খেজুর খেলে সেদিন কোনো বিষ বা জাদু তার ক্ষতি করতে পারবে না" «৩»। তাঁর থেকে আরও প্রমাণিত আছে যে তিনি বলেছেন: "যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘরের অধিবাসীরা ক্ষুধার্ত" «৪»। তাঁর থেকে মাখন ও রুটির সাথে খেজুর খাওয়া এবং এককভাবে খেজুর খাওয়ার কথা প্রমাণিত আছে।

এটি দ্বিতীয় পর্যায়ে উষ্ণ। এটি প্রথম পর্যায়ে আর্দ্র না শুষ্ক—এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। এটি কলিজাকে শক্তিশালী করে, স্বভাবকে কোমল করে (কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে) এবং কামশক্তি বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে চিলগোজা বা পাইন বীজের সাথে খেলে। এটি গলার কর্কশতা দূর করে। তবে যারা এতে অভ্যস্ত নয়—যেমন শীতল অঞ্চলের অধিবাসী—তাদের জন্য এটি নালিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, দাঁতের ক্ষতি করে এবং মাথাব্যথার উদ্রেক করে। কাঠবাদাম ও পোস্তদানা সহযোগে এর এই ক্ষতি রোধ করা যায়। খেজুর শরীর গঠনকারী পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ফলগুলোর অন্যতম, কারণ এতে উষ্ণ ও আর্দ্র উপাদান বিদ্যমান। আর খালি পেটে খেজুর খেলে পেটের কৃমি মারা যায়, কেননা এটি...

---

(১) মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

(২) বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'পানীয়' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

(৪) আবু দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।

حَرَارَتِهِ فِيهِ قُوَّةٌ تِرْيَاقِيَّةٌ، فَإِذَا أُدِيمَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّيقِ، خَفَّفَ مَادَّةَ الدُّودِ، وَأَضْعَفَهُ وَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُ، وَهُوَ فَاكِهَةٌ وَغِذَاءٌ، وَدَوَاءٌ وَشَرَابٌ وحلوى.

تين: لَمَّا لَمْ يَكُنِ التِّينُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَالْمَدِينَةِ، لَمْ يَأْتِ لَهُ ذِكْرٌ فِي السُّنَّةِ، فَإِنَّ أَرْضَهُ تُنَافِي أَرْضَ النَّخْلِ، وَلَكِنْ قَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهِ وَفَوَائِدِهِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُقْسَمَ بِهِ: هُوَ التِّينُ الْمَعْرُوفُ.

وَهُوَ حَارٌّ، وَفِي رُطُوبَتِهِ وَيُبُوسَتِهِ قَوْلَانِ، وَأَجْوَدُهُ: الْأَبْيَضُ النَّاضِجُ الْقِشْرِ، يَجْلُو رَمْلَ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، ويؤمن من السموم، وهو أغذى من جميع الْفَوَاكِهِ وَيَنْفَعُ خُشُونَةَ الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ، وَقَصَبَةِ الرِّئَةِ، وَيَغْسِلُ الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ، وَيُنَقِّي الْخَلْطَ الْبَلْغَمِيَّ مِنَ الْمَعِدَةِ، وَيَغْذُو الْبَدَنَ غِذَاءً جَيِّدًا، إِلَّا أَنَّهُ يُوَلِّدُ الْقَمْلَ إِذَا أُكْثِرَ مِنْهُ جِدًّا.

وَيَابِسُهُ يَغْذُو وَيَنْفَعُ الْعَصَبَ، وَهُوَ مَعَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ مَحْمُودٌ، قَالَ جالينوس: وَإِذَا أُكِلَ مَعَ الْجَوْزِ وَالسَّذَابِ [1] قَبْلَ أَخْذِ السُّمِّ الْقَاتِلِ، نَفَعَ، وَحَفِظَ مِنَ الضَّرَرِ.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَبَقٌ مِنْ تِينٍ، فَقَالَ: «كُلُوا» وَأَكَلَ مِنْهُ، وَقَالَ: لَوْ قُلْتُ: إِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ قُلْتُ: هَذِهِ، لِأَنَّ فَاكِهَةَ الْجَنَّةِ بِلَا عَجَمٍ، فَكُلُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ، وَتَنْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ» . وَفِي ثُبُوتِ هَذَا نَظَرٌ.

وَاللَّحْمُ مِنْهُ أَجْوَدُ، وَيُعَطِّشُ الْمَحْرُورِينَ، وَيُسَكِّنُ الْعَطَشَ الْكَائِنَ عَنِ الْبَلْغَمِ الْمَالِحِ، وَيَنْفَعُ السُّعَالَ الْمُزْمِنَ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، وَيَفْتَحُ سُدَدَ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَيُوَافِقُ الْكُلَى وَالْمَثَانَةَ، وَلِأَكْلِهِ عَلَى الرِّيقِ مَنْفَعَةٌ عَجِيبَةٌ فِي تَفْتِيحِ مَجَارِي الْغِذَاءِ، وَخُصُوصًا بِاللَّوْزِ

وَالْجَوْزِ، وَأَكْلُهُ مَعَ الأغذية الغليظة رديء جدا، وَخُصُوصًا بِاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ، وَأَكْلُهُ مَعَ الْأَغْذِيَةِ الْغَلِيظَةِ رَدِيءٌ جِدًّا، وَالتُّوتُ الْأَبْيَضُ قَرِيبٌ مِنْهُ، لَكِنَّهُ أقل تغذية وأضر بالمعدة.

এর উষ্ণতার মধ্যে বিষহর (তিরইয়াক) শক্তি রয়েছে। যদি এটি নিয়মিত খালি পেটে সেবন করা হয়, তবে তা পেটের কৃমির উপাদানে স্থূলতা কমিয়ে দেয়, তাকে দুর্বল ও হ্রাস করে অথবা ধ্বংস করে দেয়। এটি একাধারে ফল, খাদ্য, ঔষধ, পানীয় এবং মিষ্টান্ন।

আঞ্জির বা ডুমুর (তীন): যেহেতু হিজাজ এবং মদিনার ভূমিতে ডুমুর উৎপন্ন হতো না, তাই সুন্নাহর (রাসূলুল্লাহর বাণীতে) এর কোনো উল্লেখ আসেনি। কারণ, এর চাষাবাদের উপযোগী ভূমি খেজুর গাছের ভূমির বিপরীত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে (কুরআনে) এর শপথ করেছেন এর বহুমুখী উপকারিতা ও গুনাগুনের কারণে। আর বিশুদ্ধ মত হলো, যার শপথ করা হয়েছে তা হলো আমাদের পরিচিত সাধারণ ডুমুর।

এটি উষ্ণ প্রকৃতির; আর এর সিক্ততা বা শুষ্কতা সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো পাতলা খোসাযুক্ত সাদা ও সুপক্ব ডুমুর। এটি বৃক্ক (কিডনি) এবং মূত্রথলির বালুকণা দূর করে এবং বিষক্রিয়া হতে সুরক্ষা দেয়। এটি সকল ফলের তুলনায় অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। এটি কণ্ঠনালী, বক্ষ এবং শ্বাসনালীর কর্কশতা দূর করতে উপকারী। এটি কলিজা (লিভার) এবং প্লীহা ধৌত করে এবং পাকস্থলী হতে শ্লেষ্মাজনিত দূষিত উপাদান (বলগমি খিলত) পরিষ্কার করে। এটি শরীরকে উত্তম পুষ্টি জোগায়, তবে অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে উকুন সৃষ্টি করতে পারে।

শুকনো ডুমুর পুষ্টিকর এবং স্নায়ুর জন্য উপকারী। আখরোট ও বাদামের সাথে এর ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গ্যালেন (জালিনুস) বলেন: যদি মারাত্মক বিষপানের পূর্বে ডুমুর আখরোট ও সুধাব (এক প্রকার ভেষজ) এর সাথে খাওয়া হয়, তবে তা উপকারে আসে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক পাত্র ডুমুর উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন: "তোমরা খাও" এবং তিনি নিজেও তা থেকে খেলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "আমি যদি বলতাম যে কোনো ফল জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তবে আমি এই ফলটিকেই বলতাম। কেননা জান্নাতের ফলে কোনো আঁটি বা বীজ থাকে না। সুতরাং তোমরা এটি খাও, কারণ এটি অর্শ (باسির) রোগ নির্মূল করে এবং গেঁটে

বাত (নিকরিস) নিরাময়ে উপকারে আসে।" তবে এই বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে।
ডুমুরের শাঁস অংশটি সর্বোত্তম। এটি গরম মেজাজের (মাহরুর) লোকদের তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়, তবে লবণাক্ত শ্লেষ্মার কারণে সৃষ্ট তৃষ্ণা নিবারণ করে। এটি দীর্ঘস্থায়ী কাশিতে উপকারী, মূত্রবর্ধক এবং কলিজা ও প্লীহার প্রতিবন্ধকতা (সুদাদ) দূর করে। এটি বৃক্ক ও মূত্রথলির জন্য অনুকূল। খালি পেটে এটি সেবন খাদ্য চলাচলের পথগুলো উন্মুক্ত করতে বিস্ময়কর কাজ করে, বিশেষ করে বাদাম ও আখরোটের সাথে। তবে ভারী খাবারের সাথে এটি গ্রহণ করা খুবই ক্ষতিকর। সাদা তুঁত ফল এর কাছাকাছি গুণসম্পন্ন, তবে তা তুলনামূলক কম পুষ্টির এবং পাকস্থলীর জন্য অধিক ক্ষতিকারক।

(ص: 220)الطب النبوي لابن القيم

تلبينة: قَدْ تَقَدَّمَ إِنَّهَا مَاءُ الشَّعِيرِ الْمَطْحُونِ، وَذَكَرْنَا مَنَافِعَهَا، وَأَنَّهَا أَنْفَعُ لِأَهْلِ الْحِجَازِ مِنْ مَاءِ الشعير الصحيح.

حَرْفُ الثَّاءِ

ثَلْجٌ: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» «1» .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ الدَّاءَ يُدَاوَى بِضِدِّهِ، فَإِنَّ فِي الْخَطَايَا مِنَ الْحَرَارَةِ وَالْحَرِيقِ مَا يُضَادُّهُ الثَّلْجُ وَالْبَرَدُ، وَالْمَاءُ الْبَارِدُ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمَاءَ الْحَارَّ أَبْلَغُ فِي إِزَالَةِ الْوَسَخِ، لِأَنَّ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ تَصْلِيبِ الْجِسْمِ وَتَقْوِيَتِهِ مَا لَيْسَ فِي الْحَارِّ، وَالْخَطَايَا تُوجِبُ أَثَرَيْنِ: التَّدْنِيسَ وَالْإِرْخَاءَ، فَالْمَطْلُوبُ مُدَاوَاتُهَا بِمَا يُنَظِّفُ الْقَلْبَ وَيُصَلِّبُهُ، فَذَكَرَ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَالثَّلْجَ وَالْبَرَدَ إِشَارَةً إِلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.

وَبَعْدُ فَالثَّلْجُ بَارِدٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ: حَارٌّ، وَشُبْهَتُهُ تَوَلُّدُ الْحَيَوَانِ فِيهِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى حَرَارَتِهِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّدُ فِي الْفَوَاكِهِ الْبَارِدَةِ، وَفِي الْخَلِّ، وَأَمَّا تَعْطِيشُهُ، فَلِتَهْيِيجِهِ الْحَرَارَةَ لَا لِحَرَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ، وَيَضُرُّ الْمَعِدَةَ وَالْعَصَبَ، وَإِذَا كَانَ وَجَعُ الْأَسْنَانِ مِنْ حَرَارَةٍ مُفْرِطَةٍ، سكنها.

ثوم: هُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْبَصَلِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا» «2» . وَأُهْدِيَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ ثُومٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَكْرَهُهُ وَتُرْسِلُ بِهِ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: «إِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي» .

وَبَعْدُ فَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الرَّابِعَةِ، يُسَخِّنُ تَسْخِينًا قَوِيًّا، وَيُجَفِّفُ تَجْفِيفًا بَالِغًا، نَافِعٌ لِلْمَبْرُودِينَ، وَلِمَنْ مِزَاجُهُ بَلْغَمِيٌّ، وَلِمَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْوُقُوعِ فِي الْفَالِجِ، وَهُوَ مُجَفِّفٌ لِلْمَنِيِّ، مُفَتِّحٌ لِلسُّدَدِ، محلل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع

---

(1) أخرجه مسلم في المساجد.

(2) أخرجه مسلم في المساجد. وابن ماجة في إقامة الصلاة، والنسائي وأحمد.

তালবিনা: এর আগে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি পেষা যবের পানি এবং আমরা এর উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি; আর এটি হিজাজবাসীদের জন্য আস্ত যবের পানির চেয়েও বেশি উপকারী।

'সা' (ث) বর্ণ

বরফ: 'সহীহ' গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলতেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ পানি, বরফ ও শিলা (করকা) দ্বারা ধুয়ে দিন।" এই হাদীসে এমন তত্ত্ব (ফিকহ) নিহিত রয়েছে যে: রোগের চিকিৎসা তার বিপরীত বস্তু দ্বারা করা হয়। কেননা গুনাহের মধ্যে এমন উত্তাপ ও দহন থাকে যা বরফ, শিলা ও ঠান্ডা পানির বিপরীত। আর এমনটি বলা যাবে না যে, ময়লা দূর করার ক্ষেত্রে গরম পানি অধিক কার্যকর; কারণ ঠান্ডা পানিতে শরীরকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার যে গুণ রয়েছে তা গরম পানিতে নেই। গুনাহ দুটি প্রভাব সৃষ্টি করে: কলুষতা ও শিথিলতা। তাই এমন কিছু দিয়ে তার প্রতিকার কাম্য

যা অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি দৃঢ় করবে। ফলে ঠান্ডা পানি, বরফ ও শিলার উল্লেখ এই দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।

অধিকতর সঠিক মতানুসারে বরফ শীতল প্রকৃতির। যারা একে উষ্ণ বলেছেন তারা ভুল করেছেন। তাদের সংশয় হলো এতে কীটপতঙ্গের জন্ম হওয়া; অথচ এটি এর উষ্ণতার প্রমাণ দেয় না, কারণ শীতল ফলমূল ও সিরকাতেও কীটপতঙ্গ জন্মে থাকে। আর এটি যে পিপাসা বাড়িয়ে দেয়, তা এর অন্তর্নিহিত উষ্ণতার কারণে নয় বরং শরীরের ভেতরের তাপকে উত্তেজিত করার কারণে। এটি পাকস্থলী ও স্নায়ুর জন্য ক্ষতিকারক। তবে দাঁতের ব্যথা যদি প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে হয়, তবে এটি তা উপশম করে।

রসুন: এটি পেঁয়াজের কাছাকাছি। হাদীসে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি এই দুটি (পেঁয়াজ ও রসুন) খাবে, সে যেন রান্না করার মাধ্যমে এগুলোর (দুর্গন্ধ) দূর করে দেয়।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রসুনযুক্ত খাবার হাদিয়া পাঠানো হলে তিনি তা আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটি অপছন্দ করছেন অথচ আমার কাছে পাঠালেন? তিনি বললেন: "আমি এমন সত্তার (ফেরেশতা) সাথে নিভৃতে কথা বলি যার সাথে তোমরা বলো না।"

এটি চতুর্থ স্তরের উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি প্রবলভাবে উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং অত্যন্ত শুষ্কতা আনে। এটি শীতল মেজাজের ব্যক্তিদের জন্য এবং যাদের প্রকৃতিতে শ্লেষ্মার (বলগাম) আধিক্য রয়েছে তাদের জন্য উপকারী। যারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার উপক্রমে রয়েছে তাদের জন্যও এটি হিতকর। এটি বীর্য শুষ্ক করে, শরীরের রুদ্ধ পথসমূহ খুলে দেয়, জমে থাকা বায়ু দূর করে, খাদ্য হজম করায় এবং শরীর থেকে...

---

(১) মুসলিম এটি 'মসজিদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) মুসলিম এটি 'মসজিদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও ইবনে মাজাহ 'নামাজ কায়েম' অধ্যায়ে এবং নাসায়ী ও আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন।

لِلْعَطَشِ، مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، يَقُومُ فِي لَسْعِ الْهَوَامِّ وَجَمِيعِ الْأَوْرَامِ الْبَارِدَةِ مَقَامَ التِّرْيَاقِ، وَإِذَا دُقَّ وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ عَلَى نَهْشِ الْحَيَّاتِ، أَوْ عَلَى لَسْعِ الْعَقَارِبِ، نَفَعَهَا وَجَذَبَ السُّمُومَ مِنْهَا، وَيُسَخِّنُ الْبَدَنَ، وَيَزِيدُ فِي حَرَارَتِهِ، وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، وَيُحَلِّلُ النَّفْخَ وَيُصَفِّي الْحَلْقَ، وَيَحْفَظُ صِحَّةَ أَكْثَرِ الْأَبْدَانِ، وَيَنْفَعُ مِنْ تَغَيُّرِ الْمِيَاهِ، وَالسُّعَالِ الْمُزْمِنِ، وَيُؤْكَلُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا وَمَشْوِيًّا، وَيَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الصَّدْرِ مِنَ الْبَرْدِ، وَيُخْرِجُ الْعَلَقَ مِنَ الْحَلْقِ، وَإِذَا دُقَّ مَعَ الْخَلِّ وَالْمِلْحِ وَالْعَسَلِ، ثُمَّ وُضِعَ عَلَى الضِّرْسِ الْمُتَأَكِّلِ، فَتَّتَهُ وَأَسْقَطَهُ، وَعَلَى الضِّرْسِ الْوَجِعِ، سَكَّنَ وَجَعَهُ، وَإِنْ دُقَّ مِنْهُ مِقْدَارُ دِرْهَمَيْنِ، وَأُخِذَ مَعَ مَاءِ الْعَسَلِ، أَخْرَجَ الْبَلْغَمَ وَالدُّودَ، وَإِذَا طُلِيَ بِالْعَسَلِ عَلَى الْبَهَقِ، نَفَعَ.

وَمِنْ مَضَارِّهِ: أَنَّهُ يُصَدِّعُ، وَيَضُرُّ الدِّمَاغَ وَالْعَيْنَيْنِ، وَيُضْعِفُ الْبَصَرَ وَالْبَاهَ، وَيُعَطِّشُ، وَيُهَيِّجُ الصَّفْرَاءَ، وَيُجَيِّفُ رَائِحَةَ الْفَمِ، وَيُذْهِبُ رَائِحَتَهُ أن يمضغ عليه ورق السّذاب.

ثريد: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» «1» .

وَالثَّرِيدُ وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا، فَإِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَالْخُبْزُ أَفْضَلُ الْأَقْوَاتِ، وَاللَّحْمُ سَيِّدُ الْإِدَامِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا غَايَةٌ.

وَتَنَازَعَ النَّاسُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخُبْزِ أَكْثَرُ وَأَعَمُّ، وَاللَّحْمُ أَجَلُّ وَأَفْضَلُ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِجَوْهَرِ الْبَدَنِ مِنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ، وَهُوَ طَعَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِمَنْ طَلَبَ الْبَقْلَ، وَالْقِثَّاءَ، وَالْفُومَ، وَالْعَدَسَ، وَالْبَصَلَ:

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ «2» ، وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الْفُومَ الْحِنْطَةُ، وَعَلَى هَذَا فَالْآيَةُ نَصٌّ عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ خير من الحنطة.

---

(1) أخرجه البخاري ومسلم في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) البقرة- 62.

পিপাসার জন্য উপকারী, পেট পরিষ্কারক (কোষ্ঠকাঠিন্য দূরকারী), মূত্রবর্ধক, বিষাক্ত পোকামাকড়ের দংশন এবং সকল প্রকার ঠাণ্ডাজনিত ফোলা বা প্রদাহের ক্ষেত্রে এটি মহৌষধ (তিরইয়াক) হিসেবে কাজ করে। যদি এটি পিষে সাপ বা বিচ্ছুর দংশনকৃত স্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা বিষ টেনে বের করে নেয় এবং উপকার দেয়। এটি শরীর গরম করে এবং শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে, কফ (বলগম) দূর করে, পেট ফাঁপা বা বায়ু উপশম করে, গলা পরিষ্কার করে এবং অধিকাংশ দেহের সুস্থতা বজায় রাখে। এটি পানির পরিবর্তনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশির ক্ষেত্রে উপকারী। এটি কাঁচা, রান্না করা এবং ভাজা—সবভাবেই খাওয়া যায়। এটি ঠান্ডাজনিত বুকের ব্যথায় উপকার দেয় এবং গলা থেকে জোঁক বের করে আনে। যখন এটি সিরকা, লবণ ও মধুর সাথে পিষে ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতে লাগানো হয়, তখন তা দাঁতকে ভেঙে ফেলে এবং তা ফেলে দেয়; আর যদি ব্যথার দাঁতে লাগানো হয়, তবে ব্যথা উপশম করে। যদি এর দুই দিরহাম পরিমাণ পিষে মধুর পানির সাথে সেবন করা হয়, তবে তা কফ এবং কৃমি বের করে দেয়। আর যদি এটি মধুর সাথে মিশিয়ে শ্বেতী রোগের (বাহাক) ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে উপকার হয়।

এর অপকারিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে: এটি মাথাব্যথা সৃষ্টি করে, মস্তিষ্ক ও চোখের ক্ষতি করে, দৃষ্টিশক্তি ও যৌনশক্তি (বাহ) হ্রাস করে, পিপাসা উদ্রেক করে, পিত্ত (সাফরা) বৃদ্ধি করে এবং মুখের দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। এর দুর্গন্ধ দূর করার উপায় হলো এর ওপর সুধাব পাতা চিবানো।

সারীদ (মাংসের ঝোলে ভেজানো রুটি): ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম)-এ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “নারীদের মধ্যে আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন সকল খাবারের ওপর সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব।” (১)

সারীদ যদিও একটি মিশ্র খাবার, তবে এটি রুটি ও গোশতের সমন্বয়ে গঠিত। আর রুটি হলো শ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণ এবং গোশত হলো সালনের সরদার। সুতরাং যখন এই দুইয়ের সমাবেশ ঘটে, তখন এর ঊর্ধ্বে আর কোনো লক্ষ্য থাকে না।

মানুষের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে যে এই দুটির মধ্যে কোনটি অধিক শ্রেষ্ঠ? সঠিক অভিমত হলো, রুটির প্রয়োজনীয়তা অধিক ও ব্যাপক, আর গোশত অধিক মর্যাদাপূর্ণ ও উত্তম। এটি মানুষের দেহের মৌলিক উপাদানের সাথে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এটি জান্নাতবাসীদের খাদ্য। মহান আল্লাহ শাক-সবজি, শসা, গম (বা রসুন), মসুর ডাল ও পেঁয়াজ প্রার্থনাকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

“তোমরা কি এমন জিনিস গ্রহণ করতে চাও যা নিকৃষ্ট তার পরিবর্তে যা উৎকৃষ্ট?” (২), অনেক সালাফ (পূর্বসূরি আলেম) মনে করেন যে, ‘ফুম’ অর্থ হলো গম; সে হিসেবে এই আয়াতটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, গোশত গমের চেয়ে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ।

(১) বুখারী ও মুসলিম এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মর্যাদাবিষয়ক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) সূরা আল-বাকারা: ৬২।

حَرْفُ الْجِيمِ

جُمَّارٌ: قَلْبُ النَّخْلِ، ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ عبد الله بن عمر قَالَ:

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ، إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا ... الْحَدِيثَ» «1» . وَالْجُمَّارُ:

بَارِدٌ يَابِسٌ فِي الْأُولَى، يَخْتِمُ الْقُرُوحَ، وَيَنْفَعُ مِنْ نَفْثِ الدَّمِ، وَاسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ، وَغَلَبَةِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، وَثَائِرَةِ الدَّمِ، وَلَيْسَ بِرَدِيءِ الْكَيْمُوسِ، وَيَغْذُو غِذَاءً يَسِيرًا، وَهُوَ بَطِيءُ الْهَضْمِ، وَشَجَرَتُهُ كُلُّهَا مَنَافِعُ، وَلِهَذَا مَثَّلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لكثرة خيره ومنافعه.

جبن: فِي «السُّنَنِ» عَنْ عبد الله بن عمر قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بجنبة فِي تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ، وَسَمَّى وَقَطَعَ» رَوَاهُ أبو داود «2» ، وَأَكَلَهُ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم بِالشَّامِ، وَالْعِرَاقِ، وَالرَّطْبُ مِنْهُ غَيْرُ الْمَمْلُوحِ جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ، هَيِّنُ السُّلُوكِ فِي الْأَعْضَاءِ، يَزِيدُ فِي اللَّحْمِ، وَيُلَيِّنُ الْبَطْنَ تَلْيِينًا مُعْتَدِلًا، وَالْمَمْلُوحُ أَقَلُّ غِذَاءً مِنَ

الرَّطْبِ، وَهُوَ رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ، مُؤْذٍ لِلْأَمْعَاءِ، وَالْعَتِيقُ يَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَكَذَا الْمَشْوِيُّ، وَيَنْفَعُ الْقُرُوحَ، وَيَمْنَعُ الْإِسْهَالَ.

وَهُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ، فَإِنِ اسْتُعْمِلَ مَشْوِيًّا، كَانَ أَصْلَحَ لِمِزَاجِهِ، فَإِنَّ النَّارَ تُصْلِحُهُ وَتُعَدِّلُهُ، وَتُلَطِّفُ جَوْهَرَهُ، وَتُطَيِّبُ طَعْمَهُ وَرَائِحَتَهُ. وَالْعَتِيقُ الْمَالِحُ، حَارٌّ يَابِسٌ، وَشَيُّهُ يُصْلِحُهُ أَيْضًا بِتَلْطِيفِ جَوْهَرِهِ، وَكَسْرِ حِرَافَتِهِ لِمَا تَجْذِبُهُ النَّارُ مِنْهُ مِنَ الْأَجْزَاءِ الْحَارَّةِ الْيَابِسَةِ الْمُنَاسِبَةِ لَهَا، وَالْمُمَلَّحُ مِنْهُ يُهْزِلُ، وَيُوَلِّدُ حَصَاةَ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، وَهُوَ رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ، وَخَلْطُهُ بِالْمُلَطِّفَاتِ أَرْدَأُ بِسَبَبِ تنفيذها له إلى المعدة.

---

(1) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في صفات المنافقين.

(2) أخرجه أبو داود في الأطعمة.

'জীম' বর্ণ

জুম্মার (খেজুর গাছের মজ্জা): এটি খেজুর গাছের হৃদপিণ্ড (সারবস্তু); ‘সহীহাইন’-এ সাব্যস্ত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
একদা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তখন তাঁর কাছে একটি খেজুর গাছের মজ্জা আনা হলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: “গাছগাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যা একজন মুসলিম ব্যক্তির মতো, যার পাতা ঝরে যায় না... (সম্পূর্ণ হাদিসটি)” [১]। আর জুম্মার:
এটি প্রথম স্তরের শীতল ও শুষ্ক, এটি ক্ষত নিরাময় করে এবং রক্তবমন, উদরাময়, পিত্তের আধিক্য ও রক্তের উত্তেজনায় উপকারী। এটি মন্দ কাইমাস (পরিপাককৃত খাদ্যসার) তৈরি করে না এবং সামান্য পুষ্টি প্রদান করে। এটি হজম হতে বিলম্ব হয়। এই গাছটির পুরোটাই কল্যাণময়, আর এ কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রচুর কল্যাণ ও উপকারের কারণে একে মুসলিম ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন।
পনির: ‘সুনান’-এ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
“তাবুকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এক টুকরো পনির আনা হলো। তিনি একটি ছুরি চাইলেন, আল্লাহর নাম নিলেন এবং তা কাটলেন।” এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন

[২]। সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)গণ এটি সিরিয়া ও ইরাকে খেয়েছেন। এর মধ্যে লবণহীন টাটকা পনির পাকস্থলীর জন্য ভালো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সহজে প্রবাহিত হয়, মাংস বৃদ্ধি করে এবং পেটকে পরিমিতভাবে নরম রাখে। লবণাক্ত পনির টাটকা পনিরের তুলনায় কম পুষ্টিকর এবং এটি পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর ও অন্ত্রের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। পুরনো পনির পেট কষে দেয়, তেমনি ঝলসানো পনিরও; এটি ক্ষত নিরাময়ে কাজ করে এবং ডায়রিয়া প্রতিরোধ করে। এটি শীতল ও আর্দ্র। যদি এটি ঝলসিয়ে ব্যবহার করা হয়, তবে তা এর মেজাজের (প্রকৃতি) জন্য অধিক উপযোগী হয়; কারণ আগুন একে সংশোধন ও পরিমিত করে, এর উপাদানের সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি করে এবং এর স্বাদ ও সুগন্ধকে উন্নত করে। আর পুরনো লবণাক্ত পনির হলো উষ্ণ ও শুষ্ক। একে ঝলসালে তাও একে সংশোধন করে; এর উপাদানের সূক্ষ্মতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং এর উগ্রতা হ্রাসের মাধ্যমে, কারণ আগুন এর মধ্য থেকে সেই সব উষ্ণ ও শুষ্ক অংশকে টেনে নেয় যা আগুনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লবণাক্ত পনির শরীরকে কৃশ করে দেয় এবং কিডনি ও মূত্রথলিতে পাথর সৃষ্টি করে। এটি পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর; আর হজমকারক বা সূক্ষ্মকারী দ্রব্যের সাথে এর মিশ্রণ আরও বেশি ক্ষতিকর, কারণ ওই দ্রব্যগুলো একে দ্রুত পাকস্থলীতে পৌঁছে দেয়।

---

(১) বুখারী এটি ‘খাদ্যদ্রব্য’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) আবু দাউদ এটি ‘খাদ্যদ্রব্য’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

حرف الحاء

أحناء: قد تقدمت الأحاديث، وَذِكْرِ مَنَافِعِهِ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.

حَبَّةُ السَّوْدَاءِ: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ أَبِي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» . وَالسَّامُ: الْمَوْتُ «1» .

الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: هِيَ الشُّونِيزُ فِي لُغَةِ الْفُرْسِ، وَهِيَ الْكَمُّونُ الْأَسْوَدُ، وَتُسَمَّى الْكَمُّونَ الْهِنْدِيَّ، قَالَ الحربي، عَنِ الحسن: إِنَّهَا الْخَرْدَلُ، وَحَكَى الهروي: أَنَّهَا الْحَبَّةُ الْخَضْرَاءُ ثَمَرَةُ الْبُطْمِ، وَكِلَاهُمَا وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهَا الشُّونِيزُ.

وَهِيَ كَثِيرَةُ الْمَنَافِعِ جِدًّا، وَقَوْلُهُ: «شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» ، مِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها «2» أي: كلّ شيء بقبل التَّدْمِيرَ وَنَظَائِرَهُ، وَهِيَ نَافِعَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ الْبَارِدَةِ، وَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرَاضِ الْحَارَّةِ الْيَابِسَةِ بِالْعَرَضِ، فَتُوَصِّلُ قُوَى الْأَدْوِيَةِ الْبَارِدَةِ الرَّطْبَةِ إِلَيْهَا بِسُرْعَةِ تَنْفِيذِهَا إِذَا أُخِذَ يَسِيرُهَا.

وَقَدْ نَصَّ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» وَغَيْرُهُ عَلَى الزَّعْفَرَانِ فِي قُرْصِ الْكَافُورِ لِسُرْعَةِ تَنْفِيذِهِ وَإِيصَالِهِ قُوَّتَهُ، وَلَهُ نَظَائِرُ يَعْرِفُهَا حُذَّاقُ الصِّنَاعَةِ، وَلَا تَسْتَبْعِدْ مَنْفَعَةَ الْحَارِّ فِي أَمْرَاضٍ حَارَّةٍ بِالْخَاصِّيَّةِ، فَإِنَّكَ تَجِدُ ذَلِكَ فِي أَدْوِيَةٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: الْأَنْزَرُوتُ وَمَا يُرَكَّبُ مَعَهُ مِنْ أَدْوِيَةِ الرَّمَدِ، كَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ الْحَارَّةِ، وَالرَّمَدُ وَرَمٌ حَارٌّ بِاتِّفَاقِ الْأَطِبَّاءِ، وَكَذَلِكَ نَفْعُ الْكِبْرِيتِ الْحَارِّ جِدًّا مِنَ الْجَرَبِ.

وَالشُّونِيزُ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّالِثَةِ، مُذْهِبٌ لِلنَّفْخِ، مُخْرِجٌ لِحَبِّ الْقَرَعِ، نَافِعٌ مِنَ الْبَرَصِ وَحُمَّى الرِّبْعِ وَالْبَلْغَمِيَّةِ مُفَتِّحٌ لِلسُّدَدِ، وَمُحَلِّلٌ لِلرِّيَاحِ، مُجَفِّفٌ لِبَلَّةِ الْمَعِدَةِ وَرُطُوبَتِهَا. وَإِنْ دُقَّ وَعُجِنَ بِالْعَسَلِ، وَشُرِبَ بالماء الحار، أذاب الحصاة التي تكون

---

(1) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في السلام.

(2) الأحقاف- 25.

আহনা (মেহেদি): এর সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ এবং এর উপকারিতার বিবরণ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, যা একে পুনরায় উল্লেখ করা থেকে নিষ্প্রয়োজন করেছে।

কালিজিরা: 'সহিহাইন' (বুখারি ও মুসলিম) গ্রন্থে আবু সালামার সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা এই কালিজিরা গ্রহণ করো, কেননা এতে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় রয়েছে।" আর 'সাম' অর্থ হলো মৃত্যু।

কালিজিরা: এটি পারস্য ভাষায় 'শুনিজ' (শূনীজ) নামে পরিচিত, আর এটিই হলো কালো জিরা। একে 'ভারতীয় জিরা'ও বলা হয়। হারবি হাসান (বসরী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে এটি হলো সরিষা। আবার হারবি বর্ণনা করেছেন যে এটি হলো সবুজ দানা যা 'বুতম' (এক প্রকার বনজ গাছ) গাছের ফল। তবে এই উভয় মতই ভ্রান্ত; সঠিক হলো: এটি 'শুনিজ'।

এর উপকারিতা অত্যন্ত ব্যাপক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: "সকল রোগের নিরাময়"—এটি মহান আল্লাহর সেই বাণীর মতো: "তা তার রবের আদেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়।" অর্থাৎ, যা কিছু ধ্বংস হওয়ার যোগ্য তার সবকিছু। এটি সকল প্রকার শীতল বা ঠাণ্ডাজনিত রোগের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটি পরোক্ষভাবে উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির রোগসমূহেও ব্যবহৃত হয়; কারণ এটি সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করা হলে শীতল ও আর্দ্র ওষুধের গুণাগুণকে তার দ্রুত প্রবেশযোগ্যতার কারণে সংশ্লিষ্ট স্থানে দ্রুত পৌঁছে দেয়।

'আল-কানুন' (ইবনে সিনার চিকিৎসা গ্রন্থ) প্রণেতা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ কপূরের বড়িতে জাফরান ব্যবহারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যাতে এটি দ্রুত ওষুধের শক্তিকে সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শীদের কাছে এর আরও অনেক অনুরূপ উদাহরণ জানা আছে। কোনো উষ্ণ প্রকৃতির বস্তু তার বিশেষ গুণের (খাসিয়াত) কারণে উষ্ণ রোগসমূহে উপকারী হওয়াকে অসম্ভব মনে করবেন না। কেননা আপনি অনেক ওষুধেই এমনটি দেখতে পাবেন, যেমন: 'আনজারুত' (এক প্রকার আঠা) এবং এর সাথে চোখের প্রদাহের জন্য মিশ্রিত অন্যান্য ওষুধ যেমন চিনি এবং অন্যান্য একক উষ্ণ ওষুধসমূহ। অথচ চিকিৎসকদের সর্বসম্মত মতে চোখের প্রদাহ হলো একটি উষ্ণ প্রকৃতির প্রদাহ। অনুরূপভাবে অত্যন্ত উষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও সালফার বা গন্ধক চুলকানি বা খোসপাঁচড়ায় বিশেষ উপকারী।

কালিজিরা তৃতীয় মাত্রার উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। এটি পেট ফাঁপা বা বায়ু দূর করে, পেটের কৃমি নির্গত করে এবং শ্বেতী রোগ, চতুর্থ দিনের জ্বর ও শ্লেষ্মাজনিত রোগে বিশেষ উপকারী। এটি শরীরের রুদ্ধ পথসমূহ উন্মুক্ত করে, বায়ু নিসারক এবং পাকস্থলীর অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও

স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করে। যদি এটি চূর্ণ করে মধুর সাথে মাখিয়ে গরম পানির সাথে পান করা হয়, তবে এটি পাথর গলিয়ে দেয় যা...

(১) বুখারি ‘চিকিৎসা’ অধ্যায় এবং মুসলিম ‘সালাম’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) আল-আহকাফ- ২৫।

فِي الْكُلْيَتَيْنِ وَالْمَثَانَةِ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ وَالْحَيْضَ وَاللَّبَنَ إِذَا أُدِيمَ شُرْبُهُ أَيَّامًا. وَإِنْ سُخِّنَ بِالْخَلِّ، وَطُلِيَ عَلَى الْبَطْنِ، قَتَلَ حَبَّ الْقَرَعِ. فَإِنْ عُجِنَ بِمَاءِ الْحَنْظَلِ الرَّطْبِ، أَوِ الْمَطْبُوخِ، كَانَ فِعْلُهُ فِي إِخْرَاجِ الدُّودِ أَقْوَى، وَيَجْلُو وَيَقْطَعُ، وَيُحَلِّلُ، وَيَشْفِي مِنَ الزُّكَامِ الْبَارِدِ إِذَا دُقَّ وَصُيِّرَ فِي خِرْقَةٍ، وَاشْتُمَّ دَائِمًا، أَذْهَبَهُ.

وَدُهْنُهُ نَافِعٌ لِدَاءِ الْحَيَّةِ، وَمِنَ الثَّآلِيلِ وَالْخِيلَانِ، وَإِذَا شُرِبَ مِنْهُ مِثْقَالٌ بِمَاءٍ، نَفَعَ مِنَ الْبَهَرِ وضيق التّنفس، وَالضِّمَادُ بِهِ يَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ الْبَارِدِ، وَإِذَا نُقِعَ مِنْهُ سَبْعُ حَبَّاتٍ عَدَدًا فِي لَبَنِ امْرَأَةٍ، وَسُعِطَ بِهِ صَاحِبُ الْيَرَقَانِ، نَفَعَهُ نَفْعًا بَلِيغًا.

وَإِذَا طُبِخَ بِخَلٍّ، وَتُمُضْمِضَ بِهِ، نَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ عَنْ بَرْدٍ، وَإِذَا اسْتُعِطَ بِهِ مَسْحُوقًا، نَفَعَ مِنِ ابْتِدَاءِ الْمَاءِ الْعَارِضِ فِي الْعَيْنِ، وَإِنْ ضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْخَلِّ، قَلَعَ الْبُثُورَ وَالْجَرَبَ الْمُتَقَرِّحَ، وَحَلَّلَ الْأَوْرَامَ الْبَلْغَمِيَّةَ الْمُزْمِنَةَ، وَالْأَوْرَامَ الصُّلْبَةَ، وَيَنْفَعُ مِنَ اللَّقْوَةِ إِذَا تُسُعِّطَ بِدُهْنِهِ، وَإِذَا شُرِبَ مِنْهُ مِقْدَارُ نِصْفِ مِثْقَالٍ إِلَى مِثْقَالٍ، نَفَعَ مِنْ لَسْعِ الرُّتَيْلَاءِ، وَإِنْ سُحِقَ نَاعِمًا وَخُلِطَ بِدُهْنِ الْحَبَّةِ الْخَضْرَاءِ، وَقُطِرَ مِنْهُ فِي الْأُذُنِ ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ، نَفَعَ مِنَ الْبَرْدِ الْعَارِضِ فِيهَا وَالرِّيحِ وَالسُّدَدِ.

وَإِنْ قُلِيَ، ثُمَّ دُقَّ نَاعِمًا، ثُمَّ نُقِعَ فِي زَيْتٍ، وَقُطِرَ فِي الْأَنْفِ ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ، نَفَعَ مِنَ الزُّكَامِ الْعَارِضِ مَعَهُ عُطَاسٌ كَثِيرٌ.

وَإِذَا أُحْرِقَ وَخُلِطَ بِشَمْعٍ مُذَابٍ بِدُهْنِ السَّوْسَنِ، أَوْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ، وَطُلِيَ بِهِ الْقُرُوحُ الْخَارِجَةُ مِنَ السَّاقَيْنِ بَعْدَ غَسْلِهَا بِالْخَلِّ، نَفَعَهَا وَأَزَالَ الْقُرُوحَ.

وَإِذَا سُحِقَ بِخَلٍّ، وَطُلِيَ بِهِ الْبَرَصُ وَالْبَهَقُ الْأَسْوَدُ، وَالْحَزَازُ الْغَلِيظُ، نَفَعَهَا وَأَبْرَأَهَا.

وَإِذَا سُحِقَ نَاعِمًا، وَاسْتَفَّ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ بِمَاءٍ بَارِدٍ مَنْ عَضَّهُ كَلْبٌ كَلِبٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْمَاءِ، نَفَعَهُ نَفْعًا بَلِيغًا، وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْهَلَاكِ. وَإِذَا اسْتُعِطَ بِدُهْنِهِ، نَفَعَ مِنَ الْفَالِجِ وَالْكُزَازِ، وَقَطَعَ مَوَادَّهُمَا، وَإِذَا دُخِّنَ بِهِ، طَرَدَ الْهَوَامَّ.

(এটি) কিডনি ও মূত্রথলির জন্য উপকারী। যদি কয়েক দিন নিয়মিত এর পানীয় পান করা হয়, তবে তা প্রস্রাব, ঋতুস্রাব ও স্তন্যদুগ্ধ নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। যদি এটি সিরকার (খল) সাথে গরম করে পেটে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা ফিতাকৃমি ধ্বংস করে। যদি এটি কাঁচা বা রান্না করা তিতকুমো বা এই জাতীয় ফলের (হানজাল) পানির সাথে মেখে ব্যবহার করা হয়, তবে কৃমি বের করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা আরও শক্তিশালী হয়। এটি পরিষ্কারকারক, কর্তনকারী ও বিগলনকারী হিসেবে কাজ করে। যদি এটি চূর্ণ করে কাপড়ে বেঁধে নিয়মিত আঘ্রাণ নেওয়া হয়, তবে তা ঠান্ডা জনিত সর্দি নিরাময় করে এবং তা দূর করে দেয়।

এর তেল অ্যালোপেসিয়া (দাউল হাইয়্যাহ), আঁচিল ও তিল নিরাময়ে উপকারী। যদি পানির সাথে এক মিথকাল পরিমাণ পান করা হয়, তবে তা হাঁপানি ও শ্বাসকষ্টে উপকার দেয়। এর প্রলেপ ঠান্ডা জনিত মাথাব্যথায় ফলদায়ক। যদি সাতটি দানা নারীর দুধে ভিজিয়ে জন্ডিস আক্রান্ত রোগীর নাকে নস্যি (সাউত) হিসেবে দেওয়া হয়, তবে তা অত্যন্ত কার্যকর সুফল দেয়। যদি এটি সিরকার সাথে ফুটিয়ে তা দিয়ে কুলি করা হয়, তবে ঠান্ডাজনিত দাঁতের ব্যথায় আরাম পাওয়া যায়। চূর্ণ অবস্থায় নাকে নস্যি হিসেবে ব্যবহার করলে চোখের প্রাথমিক ছানি বা পানি জমা রোধে তা উপকারী। সিরকার সাথে প্রলেপ দিলে তা ফুসকুড়ি ও ক্ষতযুক্ত চুলকানি দূর করে এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্লেষ্মাজাত ফোলা ও শক্ত টিউমার বিগলিত করে। এর তেল নস্যি হিসেবে গ্রহণ করলে মুখমণ্ডলীয় পক্ষাঘাত (লাকওয়াহ) নিরাময়ে সাহায্য করে। যদি আধা থেকে এক মিথকাল পরিমাণ পান করা হয়, তবে তা বিষাক্ত মাকড়সার (রুতাইলা) কামড়ে

উপকার দেয়। যদি এটি মিহি চূর্ণ করে পিস্তা বা এই জাতীয় ফলের (হাব্বাতুল খাদরা) তেলের সাথে মিশিয়ে কানে তিন ফোঁটা দেওয়া হয়, তবে কানের ঠান্ডা, বায়ু ও বদ্ধতা দূর হয়।
যদি এটি ভেজে নিয়ে মিহি করে পিষে জয়তুনের তেলে ভিজিয়ে নাকে তিন বা চার ফোঁটা দেওয়া হয়, তবে অতিমাত্রায় হাঁচিযুক্ত সর্দিতে তা অত্যন্ত কার্যকর।
যদি এটি পুড়িয়ে আইরিস ফুলের তেল (দুহনুস সুসান) অথবা মেহেদি তেলের সাথে গলিত মোম মিশিয়ে প্রলেপ তৈরি করা হয় এবং সিরকা দিয়ে ধোয়ার পর পায়ের নলার ক্ষতস্থানে লাগানো হয়, তবে তা ক্ষত নিরাময় করে।
যদি এটি সিরকার সাথে পিষে শ্বেতী রোগ (বারাস), কালো ছোপ (বাহাক আসওয়াদ) এবং ঘন মামড়িযুক্ত চর্মরোগে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা নিরাময় ও আরোগ্য দান করে।
যদি এটি মিহি করে চূর্ণ করা হয় এবং জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুরের কামড়ানো ব্যক্তি পানি দেখে আতঙ্কিত হওয়ার আগেই প্রতিদিন দুই দিরহাম পরিমাণ ঠান্ডা পানির সাথে সেবন করে, তবে তা প্রভূত উপকার দেবে এবং সে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে। এর তেল নস্যি হিসেবে ব্যবহার করলে তা পক্ষাঘাত (ফালিজ) ও ধনুষ্টঙ্কার (কুযায) নিরাময়ে সাহায্য করে এবং এর কারণসমূহ নির্মূল করে। আর এর ধোঁয়া বিষাক্ত পতঙ্গ ও পোকামাকড় তাড়িয়ে দেয়।

(ص: 225)الطب النبوي لابن القيم

وَإِذَا أُذِيبَ الْأَنْزَرُوتُ بِمَاءٍ، وَلُطِخَ عَلَى دَاخِلِ الْحَلْقَةِ، ثُمَّ ذُرَّ عَلَيْهَا الشُّونِيزُ، كَانَ مِنَ الذَّرُورَاتِ الْجَيِّدَةِ الْعَجِيبَةِ النَّفْعِ مِنَ الْبَوَاسِيرِ، وَمَنَافِعُهُ أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَا، وَالشَّرْبَةُ مِنْهُ دِرْهَمَانِ، وَزَعَمَ قوم أن الإكثار منه قاتل.
حرير: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَهُ للزبير، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، وَتَقَدَّمَ مَنَافِعُهُ وَمِزَاجُهُ، فلا حاجة إلى إعادته.

حرف: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ: هَذَا هُوَ الْحَبُّ الَّذِي يُتَدَاوَى بِهِ، وَهُوَ الثُّفَّاءُ الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَنَبَاتُهُ يُقَالُ لَهُ: الْحُرُفُ، وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ:

الرُّشَادُ، وَقَالَ أبو عبيد: الثُّفَّاءُ: هُوَ الْحُرُفُ.

قُلْتُ: وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ، مَا رَوَاهُ أبو عبيد وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَاذَا فِي الْأَمَرَّيْنِ مِنَ الشِّفَاءِ؟

الصَّبِرُ وَالثُّفَّاءُ» رَوَاهُ أبو داود فِي الْمَرَاسِيلِ.

وَقُوَّتُهُ فِي الْحَرَارَةِ وَالْيُبُوسَةِ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَهُوَ يُسَخِّنُ، وَيُلَيِّنُ الْبَطْنَ، وَيُخْرِجُ الدُّودَ وَحَبَّ الْقَرَعِ، وَيُحَلِّلُ أَوْرَامَ الطِّحَالِ، وَيُحَرِّكُ شهوة الجماع، ويجلو الجرب المتقرّح والقوباء.

وإذ ضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْعَسَلِ، حَلَّلَ وَرَمَ الطِّحَالِ، وَإِذَا طُبِخَ مَعَ الْحِنَّاءِ أَخْرَجَ الْفُضُولَ الَّتِي فِي الصَّدْرِ، وَشُرْبُهُ يَنْفَعُ مِنْ نَهْشِ الْهَوَامِّ وَلَسْعِهَا، وَإِذَا دُخِّنَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ، طَرَدَ الهوامّ عنه، ويمسك الشعر المتساقط، وإذا لط بِسَوِيقِ الشَّعِيرِ وَالْخَلِّ، وَتُضُمِّدَ بِهِ، نَفَعَ مِنْ عرق النساء، وَحَلَّلَ الْأَوْرَامَ الْحَارَّةَ فِي آخِرِهَا.

وَإِذَا تُضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ أَنْضَجَ الدَّمَامِيلَ وَيَنْفَعُ مِنَ الِاسْتِرْخَاءِ فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَيُشَهِّي الطَّعَامَ وَيَنْفَعُ الرَّبْوَ، وَعُسْرَ التَّنَفُّسِ، وغلظ الطحال، وينقي الرئة، ويرّ الطِّحَالَ، وَيَنْفَعُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا، وَوَجَعِ حُقِّ الْوَرِكِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْفُضُولِ، إِذَا شُرِبَ أَوِ احْتُقِنَ بِهِ، وَيَجْلُو مَا فِي الصَّدْرِ وَالرِّئَةِ مِنَ الْبَلْغَمِ اللَّزِجِ.

যদি আন্যারুত (Anzarut - এক প্রকার আঠা) পানিতে গুলিয়ে গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে প্রলেপ দেওয়া হয় এবং এরপর তার ওপর কালোজিরা (Shuniz) ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তবে এটি অর্শরোগের (Piles) জন্য অত্যন্ত চমৎকার এবং বিস্ময়কর নিরাময়কারী একটি চূর্ণ ওষুধ

হিসেবে গণ্য হবে। এর উপকারিতা আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার চেয়েও বহুগুণ বেশি। এর সেবনের মাত্রা হলো দুই দিরহাম। একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এর অধিক মাত্রায় সেবন প্রাণঘাতী হতে পারে।

রেশম (Harir): ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুবায়ের এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তাঁদের চুলকানিজনিত সমস্যার কারণে রেশম পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন। এর উপকারিতা ও মেজাজ (প্রকৃতি) সম্পর্কেও আগে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

হুরফ (Hurif - হালিম দানা): আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারী বলেন: এটি সেই দানা যা দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এটিই হলো 'সুফফা' (Thuffa), যার সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা এসেছে। এর উদ্ভিদকে 'হুরফ' বলা হয় এবং সাধারণ মানুষ একে বলে:

আর-রুশাদ (Ar-Rushad)। আবু উবায়দ বলেন: 'সুফফা' হলো মূলত 'হুরফ'।

আমি বলছি: তিনি যে হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা আবু উবায়দ ও অন্যান্যরা ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «দুটি তিক্ত জিনিসের মধ্যে কী চমৎকার নিরাময় রয়েছে?

ঘৃতকুমারী (Sabir) এবং হালিম দানা (Thuffa)»। এটি আবু দাউদ তাঁর 'আল-মারাসিল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এর শক্তি উষ্ণতা ও শুষ্কতায় তৃতীয় পর্যায়ের। এটি শরীরকে উত্তপ্ত করে, পেট নরম করে, পেটের কৃমি ও ফিতা কৃমি বের করে দেয়, প্লীহার (Spleen) ফোলা উপশম করে, কামোত্তেজনা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতযুক্ত খোস-পাঁচড়া ও দাদ নিরাময় করে।

যদি মধুর সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে এটি প্লীহার ফোলা নিরাময় করে। আর যদি মেহেদির সাথে রান্না করা হয়, তবে এটি বুকের জমে থাকা দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। এর পানীয় বিষাক্ত পোকামাকড়ের দংশনের জন্য উপকারী। কোনো স্থানে এর ধোঁয়া দিলে সেখান থেকে বিষাক্ত কীটপতঙ্গ পালিয়ে যায়। এটি চুল পড়া রোধ করে। যদি যবের ছাতু ও ভিনেগারের সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা সায়াটিকা (Sciatica) ব্যথায় বিশেষ উপকারী এবং প্রদাহজনিত ফোলার শেষ পর্যায়ে তা নিরাময়ে সাহায্য করে।

যদি পানি ও লবণের সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে এটি ফোঁড়াকে পাকিয়ে দেয়। শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিথিলতা দূর করতে এটি বিশেষ উপকারী। এটি যৌনশক্তি বৃদ্ধি

করে, ক্ষুধা বাড়ায় এবং হাঁপানি (Asthma), শ্বাসকষ্ট ও প্লীহার স্থূলতা নিরাময়ে কাজ করে। এটি ফুসফুস পরিষ্কার করে, ঋতুস্রাব নিয়মিত করে এবং সায়াটিকা ও নিতম্বের হাড়ের সংযোগস্থলের ব্যথায় অত্যন্ত উপকারী—যা পানীয় হিসেবে অথবা ডুশ (Enema) হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে দূষিত বর্জ্য বের করে দেয়। এটি বুক ও ফুসফুসে জমে থাকা আঠালো কফ পরিষ্কার করে।

(ص: 226)الطب النبوي لابن القيم

وَإِنْ شُرِبَ مِنْهُ بَعْدَ سَحْقِهِ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ، أَسْهَلَ الطَّبِيعَةَ، وَحَلَّلَ الرِّيَاحَ، وَنَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْقُولَنْجِ الْبَارِدِ السَّبَبِ، وَإِذَا سُحِقَ وَشُرِبَ، نَفَعَ مِنَ الْبَرَصِ. وَإِنْ لُطِّخَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَهَقِ الْأَبْيَضِ بِالْخَلِّ، نَفَعَ مِنْهُمَا، وَيَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ الْحَادِثِ مِنَ الْبَرْدِ وَالْبَلْغَمِ وَإِنْ قُلِيَ، وَشُرِبَ، عَقَلَ الطَّبْعَ لَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يُسْحَقْ لِتَحَلُّلِ لُزُوجَتِهِ بِالْقَلْيِ، وَإِذَا غُسِلَ بِمَائِهِ الرَّأْسُ، نَقَّاهُ مِنَ الْأَوْسَاخِ وَالرُّطُوبَاتِ اللَّزِجَةِ.

قَالَ جالينوس قُوَّتُهُ مِثْلُ قُوَّةِ بَزْرِ الْخَرْدَلِ، وَلِذَلِكَ قَدْ يُسَخَّنُ بِهِ أَوْجَاعُ الْوَرِكِ الْمَعْرُوفَةُ بِالنَّسَا، وَأَوْجَاعُ الرَّأْسِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى التَّسْخِينِ، كَمَا يُسَخَّنُ بزر الخردل، وقد يخلط أيما فِي أَدْوِيَةٍ يُسْقَاهَا أَصْحَابُ الرَّبْوِ مِنْ طَرِيقِ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ يُقَطِّعُ الْأَخْلَاطَ الْغَلِيظَةَ تَقْطِيعًا قَوِيًّا، كَمَا يَقْطَعُهَا بَزْرُ الْخَرْدَلِ، لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

حُلْبَةٌ: يُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ عَادَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه بِمَكَّةَ، فَقَالَ: ادْعُوا لَهُ طَبِيبًا، فَدُعِيَ الحارث بن كلدة، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ، فَاتَّخِذُوا لَهُ فَرِيقَةً، وَهِيَ الْحُلْبَةُ مَعَ تَمْرِ عَجْوَةٍ رَطْبٍ يُطْبَخَانِ، فَيَحْسَاهُمَا، ففعل ذلك، فبرىء.

وَقُوَّةُ الْحُلْبَةِ مِنَ الْحَرَارَةِ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَمِنَ الْيُبُوسَةِ فِي الْأُولَى، وَإِذَا طُبِخَتْ بِالْمَاءِ، لَيَّنَتِ الْحَلْقَ وَالصَّدْرَ وَالْبَطْنَ، وَتُسَكِّنُ السُّعَالَ وَالْخُشُونَةَ وَالرَّبْوَ، وَعُسْرَ النَّفَسِ، وَتَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَهِيَ جَيِّدَةٌ لِلرِّيحِ وَالْبَلْغَمِ وَالْبَوَاسِيرِ، مُحْدِرَةُ الْكَيْمُوسَاتِ الْمُرْتَبِكَةِ فِي الْأَمْعَاءِ، وَتُحَلِّلُ الْبَلْغَمَ اللَّزِجَ مِنَ الصَّدْرِ، وَتَنْفَعُ مِنَ الدُّبَيْلَاتِ وَأَمْرَاضِ الرِّئَةِ، وَتُسْتَعْمَلُ لِهَذِهِ الْأَدْوَاءِ فِي الْأَحْشَاءِ مَعَ السَّمْنِ وَالْفَانِيذِ

وَإِذَا شُرِبَتْ مَعَ وَزْنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمِ فُوَّةٍ، أَدَرَّتِ الْحَيْضَ، وَإِذَا طُبِخَتْ، وَغُسِلَ بِهَا الشَّعْرُ جَعَّدَتْهُ، وَأَذْهَبَتِ الْحَزَازَ

وَدَقِيقُهَا إِذَا خُلِطَ بِالنَّطْرُونِ وَالْخَلِّ، وَضُمِّدَ بِهِ، حَلَّلَ وَرَمَ الطِّحَالِ، وَقَدْ

আর যদি এটি চূর্ণ করার পর পাঁচ দিরহাম (এক ধরণের পরিমাপ) সমপরিমাণ গরম পানির সাথে পান করা হয়, তবে তা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে মলত্যাগকে সহজ করে, বায়ু নিঃসরণ ঘটায় এবং ঠান্ডা জনিত কারণে সৃষ্ট কোলন ব্যথায় (কুলঞ্জ) উপকার করে। আর যদি এটি চূর্ণ করে পান করা হয়, তবে তা শ্বেতী রোগে উপকার দেয়।

আর যদি এটি সিরকার সাথে মিশিয়ে শ্বেতী ও ধবল দাগের ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা উভয় রোগে উপকারে আসে। এটি ঠান্ডা ও কফ থেকে উৎপন্ন মাথাব্যথায়ও উপকারী। আর যদি এটি ভেজে পান করা হয়, তবে তা মল বৃদ্ধিকারক বা পেট কষানোর কাজ করে, বিশেষ করে যদি চূর্ণ না করা হয়; কারণ ভাজার ফলে এর আঠালো ভাব দূর হয়ে যায়। আর যদি এর পানি দিয়ে মাথা ধোয়া হয়, তবে তা মাথাকে ময়লা ও আঠালো আর্দ্রতা থেকে পরিষ্কার করে। গ্যালেন (জালিনুস) বলেন, এর শক্তি সরিষার বীজের শক্তির মতো। এই কারণেই এটি দিয়ে নিতম্বের ব্যথা—যা সায়াটিকা (নাসা) নামে পরিচিত—মাথাব্যথা এবং এমন প্রতিটি ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় যাতে উত্তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যেমনটি সরিষার বীজ দিয়ে করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও এটি এমন সব ওষুধে মিশ্রিত করা হয় যা হাঁপানি রোগীদের পান করানো হয়; কারণ এটি সুপরিচিত যে, এটি শরীরের ঘন দোষসমূহকে (আখলাত) শক্তিশালীভাবে ছেদন করে, যেমনটি সরিষার বীজ ছেদন করে। কারণ এটি সব দিক দিয়েই তার সদৃশ।

মেথি (হুলবাহ): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মক্কায় সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে গেলেন এবং বললেন: "তোমরা তার জন্য

একজন চিকিৎসক ডাকো।" তখন হারিস ইবনে কালদাহকে ডাকা হলো। তিনি তাকে দেখে বললেন: "তার কোনো ভয়ের কারণ নেই। আপনারা তার জন্য ফারি কাহ তৈরি করুন।" আর তা হলো মেথি ও তাজা আজওয়া খেজুর যা একত্রে রান্না করা হয়, অতঃপর রোগী তা চুষে বা অল্প অল্প করে পান করবে। তিনি তাই করলেন এবং সুস্থ হয়ে গেলেন।

মেথির উষ্ণতা দ্বিতীয় স্তরের এবং শুষ্কতা প্রথম স্তরের। এটি যখন পানিতে রান্না করা হয়, তখন তা গলা, বুক ও পেটকে নরম করে। এটি কাশি, কণ্ঠস্বরের কর্কশতা, হাঁপানি এবং শ্বাসকষ্ট উপশম করে। এটি কামশক্তি বৃদ্ধি করে। এটি বায়ু জনিত সমস্যা, কফ এবং অর্শরোগের জন্য উপকারী। এটি অন্ত্রে আটকে থাকা দূষিত খাদ্যরস (কাইমুস) নির্গত করে দেয় এবং বুক থেকে আঠালো কফ পরিষ্কার করে। এটি অভ্যন্তরীণ ফোড়া ও ফুসফুসের রোগে উপকার দেয়।

পেটের অভ্যন্তরীণ এসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি ঘি ও মিছরির (ফানিজ) সাথে ব্যবহৃত হয়।

আর এটি যদি পাঁচ দিরহাম ওজনের মঞ্জিষ্ঠার (ফুওয়াহ) সাথে পান করা হয়, তবে তা ঋতুস্রাব প্রবাহিত করে। আর যদি এটি রান্না করা হয় এবং তা দিয়ে চুল ধোয়া হয়, তবে তা চুলকে কুঞ্চিত বা কোঁকড়া করে এবং খুশকি দূর করে।

আর এর চূর্ণ বা আটা যখন নাত্রুন (প্রাকৃতিক সোডা) ও সিরকার সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়, তখন তা প্লীহার ফোলা উপশম করে।

(ص: 227)الطب النبوي لابن القيم

تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَاءِ الَّذِي طُبِخَتْ فِيهِ الْحُلْبَةُ، فَتَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ وَجَعِ الرَّحِمِ الْعَارِضِ مِنْ وَرَمٍ فِيهِ. وَإِذَا ضُمِّدَ بِهِ الْأَوْرَامُ الصُّلْبَةُ الْقَلِيلَةُ الْحَرَارَةِ، نَفَعَتْهَا وَحَلَّلَتْهَا، وَإِذَا شُرِبَ مَاؤُهَا، نَفَعَ مِنَ الْمَغَصِ الْعَارِضِ مِنَ الرِّيَاحِ، وَأَزْلَقَ الْأَمْعَاءَ

وَإِذَا أُكِلَتْ مَطْبُوخَةً بِالتَّمْرِ، أَوِ الْعَسَلِ، أَوِ التِّينِ عَلَى الرِّيقِ، حَلَّلَتِ الْبَلْغَمَ اللَّزِجَ الْعَارِضَ فِي الصَّدْرِ وَالْمَعِدَةِ، وَنَفَعَتْ مِنَ السُّعَالِ الْمُتَطَاوِلِ مِنْهُ.

وَهِيَ نَافِعَةٌ مِنَ الْحَصْرِ، مُطْلِقَةٌ لِلْبَطْنِ، وَإِذَا وُضِعَتْ عَلَى الظُّفْرِ الْمُتَشَنِّجِ أَصْلَحَتْهُ، وَدُهْنُهَا يَنْفَعُ إِذَا خُلِطَ بِالشَّمْعِ مِنَ الشُّقَاقِ الْعَارِضِ مِنَ الْبَرْدِ، وَمَنَافِعُهَا أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَا.

وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَشْفُوا بِالْحُلْبَةِ» وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَنَافِعَهَا، لَاشْتَرَوْهَا بِوَزْنِهَا ذَهَبًا

حَرْفُ الْخَاءِ

خُبْزٌ: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ» «1»

وَرَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ؟.

وَرَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» أَيْضًا، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بسمن ولبن» ،

(1) أخرجه البخاري في الرقاق. ومسلم في صفات المنافقين.

মেথি (হুলবাহ) সিদ্ধ করা পানিতে নারী যদি অবগাহন করে, তবে জরায়ুর টিউমারজনিত ব্যথায় তা অত্যন্ত উপকারী হয়। যদি এটি দিয়ে অল্প উত্তাপযুক্ত শক্ত টিউমারে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা নিরাময়ে সাহায্য করে এবং টিউমার গলিয়ে ফেলে। এর পানি পান করলে বায়ুজনিত পেটব্যথা উপশম হয় এবং তা অন্ত্রকে পিচ্ছিল করে।

যদি এটি খেজুর, মধু বা ডুমুরের সাথে সিদ্ধ করে খালি পেটে খাওয়া হয়, তবে তা বুক ও পাকস্থলীতে জমে থাকা চটচটে শ্লেষ্মা (বলগাম) দূর করে এবং এর ফলে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে উপকার দেয়।
এটি প্রস্রাব আটকে যাওয়া সমস্যার সমাধান করে এবং পেট পরিষ্কার রাখে। কুঁচকানো বা বিকৃত নখের ওপর এর প্রলেপ দিলে তা নখকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। এর তেল মোমের সাথে মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে শীতকালীন চর্ম ফাটা বা ক্ষতে উপকার পাওয়া যায়। এর উপকারিতা আমাদের বর্ণিত আলোচনার চেয়েও বহুগুণ বেশি।
কাসিম ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা মেথি (হুলবাহ) দ্বারা আরোগ্য অনুসন্ধান করো।" জনৈক চিকিৎসক বলেছেন: "মানুষ যদি এর উপকারিতা সম্পর্কে জানত, তবে তারা এটি স্বর্ণের সমপরিমাণ ওজন দিয়ে হলেও ক্রয় করত।"

'খা' (خ) বর্ণ
রুটি (খুবজ): 'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম)-এ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির মতো হয়ে যাবে, যা পরম পরাক্রমশালী (আল্লাহ) তাঁর কুদরতি হাত দিয়ে উল্টেপাল্টে দেবেন, যেমন তোমাদের কেউ সফরের সময় রুটি তৈরি করার সময় উল্টেপাল্টে দেয়; এটি হবে জান্নাতবাসীদের আপ্যায়নের জন্য মেহমানদারি।" «১»
আবু দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছিল রুটির সারিদ (ঝোলযুক্ত রুটি) এবং 'হাইস' (খেজুর, ঘি ও পনিরের মিশ্রণ) দিয়ে তৈরি সারিদ।
আবু দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:
আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার বড় ইচ্ছা হয় যদি আমার কাছে লাল গমের তৈরি এমন সাদা রুটি থাকত যা ঘি ও দুধ দিয়ে মাখানো হয়েছে।"

(১) ইমাম বুখারী 'আর-রিকাক' অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম 'মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ، فَقَالَ: «فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟» فَقَالَ: فِي عُكَّةِ ضَبٍّ، فَقَالَ: «ارْفَعْهُ» «1» .

وَذَكَرَ البيهقي مِنْ حَدِيثِ عائشة رضي الله عنها ترفعه «أكرموا الخبز، ومن كرامته ألاينتظر بِهِ الْإِدَامُ» «2» . وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ، فَلَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ، وَلَا رَفْعُ مَا قَبْلَهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا الْمَرْوِيُّ: النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قَالَ مُهَنَّا سَأَلْتُ أحمد عَنْ حَدِيثِ أبي معشر، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ» «3» . فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ خِلَافُ هَذَا، وَحَدِيثُ المغيرة- يَعْنِي بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ-: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ «4» . وَبِحَدِيثِ المغيرة أَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ أَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَجَعَلَ يَحُزُّ «5» .

فَصْلٌ وَأَحْمَدُ أَنْوَاعِ الْخُبْزِ أَجْوَدُهَا اخْتِمَارًا وَعَجْنًا، ثُمَّ خُبْزُ التَّنُّورِ أَجْوَدُ أَصْنَافِهِ، وَبَعْدَهُ خُبْزُ الْفُرْنِ، ثُمَّ خُبْزُ الْمَلَّةِ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ، وَأَجْوَدُهُ مَا اتُّخِذَ مِنَ الْحِنْطَةِ الْحَدِيثَةِ. وَأَكْثَرُ أَنْوَاعِهِ تَغْذِيَةً خُبْزُ السَّمِيذِ، وَهُوَ أَبْطَؤُهَا هَضْمًا لِقِلَّةِ نُخَالَتِهِ وَيَتْلُوهُ خُبْزُ الحواري، ثم الخشكار.

---

(1) أخرجه أبو داود وابن ماجة في الأطعمة.

(2) حديث لا يصح.

(3) أخرجه أبو داود.

(4) أخرجه البخاري في الأطعمة. ومسلم.

(5) أخرجه أحمد وأبو داود.

অতঃপর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে সেটি নিয়ে আসলেন। নবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: "এই ঘি কিসে রাখা ছিল?" তিনি বললেন:
গোসাপের চামড়ার তৈরি মশকে (উক্কাতু দ্বব্বিন), তিনি বললেন: "এটি সরিয়ে নাও" «১» ।
বায়হাকী আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে একটি মারফু (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা রুটির সম্মান করো; আর রুটির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি দিক হলো সালুনের জন্য তার অপেক্ষা না করা" «২» । তবে বর্ণনাটি মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি) হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। তাই এটি রাসূল (সা.)-এর উক্তি হিসেবে প্রমাণিত নয়, এবং এর আগের বর্ণনাটিও মারফু হিসেবে সাব্যস্ত নয়।
আর ছুরি দিয়ে রুটি কাটার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসটি বাতিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এর কোনো ভিত্তি নেই। আসলে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো ছুরি দিয়ে মাংস কাটার নিষেধাজ্ঞা, তবে সেটিও সহীহ নয়।
মুহান্না বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে আবু মা'শার-এর সূত্রে হিশাম ইবনে উরওয়া, তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম: "তোমরা ছুরি দিয়ে মাংস কেটো না, কারণ এটি অনারবদের কাজ" «৩» ।
তিনি বললেন: এটি সহীহ নয় এবং এটি পরিচিত নয়। আমর ইবনে উমাইয়্যাহ-র হাদীস এর বিপরীত। মুগীরাহ ও আমর ইবনে উমাইয়্যাহ-র হাদীসে এসেছে যে: নবী (সা.) বকরির মাংস কেটে (ছুরি দিয়ে) খাচ্ছিলেন «৪» । আর মুগীরাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী (সা.) যখন তাকে মেহমানদারি করেন, তখন তিনি একটি পাঁজরের মাংস পোড়ানোর নির্দেশ দেন, এরপর ছুরি নিয়ে তা কাটতে শুরু করেন «৫» ।
পরিচ্ছেদ: রুটির প্রকারভেদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো যা সবচেয়ে ভালোভাবে খামির করা ও দলা পাকানো হয়েছে। এরপর তন্দুরি রুটি সবচেয়ে উন্নত মানের। তারপর চুলার রুটি। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে মাল্লাহ (তপ্ত বালু বা পাথরে সেঁকা) রুটি। আর সবচেয়ে ভালো রুটি হলো যা নতুন গমের আটা থেকে তৈরি করা হয়।
রুটির প্রকারভেদের মধ্যে সুজির রুটি সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর, তবে ভূষি কম থাকার কারণে এটি দেরিতে হজম হয়। এরপর সাদা আটার (হাউয়ারি) রুটি এবং এরপর খুশকার (ভূষিসহ আটা) রুটির স্থান।

(১) আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ এটি আহার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) হাদীসটি সহীহ নয়।

(৩) আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) বুখারী আহার অধ্যায়ে এবং মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(৫) আহমাদ ও আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

وَأَحْمَدُ أَوْقَاتِ أَكْلِهِ فِي آخِرِ الْيَوْمِ الَّذِي خُبِزَ فِيهِ، وَاللَّيِّنُ مِنْهُ أَكْثَرُ تَلْيِينًا وَغِذَاءً وَتَرْطِيبًا وَأَسْرَعُ انْحِدَارًا، وَالْيَابِسُ بِخِلَافِهِ.

وَمِزَاجُ الْخُبْزِ مِنَ الْبُرِّ حَارٌّ فِي وَسَطِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَرِيبٌ مِنَ الِاعْتِدَالِ فِي الرُّطُوبَةِ وَالْيُبُوسَةِ، وَالْيُبْسُ يَغْلِبُ عَلَى مَا جَفَّفَتْهُ النَّارُ مِنْهُ، وَالرُّطُوبَةُ على مده.

وَفِي خُبْزِ الْحِنْطَةِ خَاصِّيَّةٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يُسَمِّنُ سَرِيعًا، وَخُبْزُ الْقَطَائِفِ يُوَلِّدُ خَلْطًا غَلِيظًا، وَالْفَتِيتُ نَفَّاخٌ بَطِيءُ الْهَضْمِ، وَالْمَعْمُولُ بِاللَّبَنِ مُسَدِّدٌ كَثِيرُ الْغِذَاءِ، بَطِيءُ الِانْحِدَارِ. وَخُبْزُ الشَّعِيرِ بَارِدٌ يَابِسٌ فِي الْأُولَى، وَهُوَ أَقَلُّ غِذَاءً مِنْ خُبْزِ الحنطة.

رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَهُ الْإِدَامَ، فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، وَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» «1» . وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ أم سعد رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلِّ، فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ الْخَلُّ» «2» .

الْخَلُّ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَرَارَةِ، وَالْبُرُودَةُ أَغْلَبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَابِسٌ فِي الثَّالِثَةِ، قَوِيُّ التَّجْفِيفِ، يَمْنَعُ مِنِ انْصِبَابِ الْمَوَادِّ، وَيُلَطِّفُ الطَّبِيعَةَ، وَخَلُّ الْخَمْرِ يَنْفَعُ الْمَعِدَةَ الْمُلْتَهِبَةَ، وَيَقْمَعُ

الصَّفْرَاءَ، وَيَدْفَعُ ضَرَرَ الْأَدْوِيَةِ الْقَتَّالَةِ، وَيُحَلِّلُ اللَّبَنَ وَالدَّمَ إِذَا جَمَدَا فِي الْجَوْفِ، وَيَنْفَعُ الطِّحَالَ، وَيَدْبَغُ الْمَعِدَةَ، وَيَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَيَقْطَعُ الْعَطَشَ، وَيَمْنَعُ الْوَرَمَ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يَحْدُثَ، وَيُعِينُ عَلَى الْهَضْمِ، وَيُضَادُّ الْبَلْغَمَ، وَيُلَطِّفُ الْأَغْذِيَةَ الْغَلِيظَةَ، وَيُرِقُّ الدَّمَ.

وَإِذَا شُرِبَ بِالْمِلْحِ، نَفَعَ مِنْ أَكْلِ الْفِطْرِ الْقَتَّالِ، وإذا احتسي، قطع العلق

---

(1) أخرجه مسلم في الأشربة.

(2) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة.

রুটি খাওয়ার সবচেয়ে উত্তম সময় হলো যে দিন তা তৈরি করা হয়েছে সেই দিনের শেষ ভাগ। নরম রুটি অধিক মলমূত্র নির্গতকারী (তালিইন), পুষ্টিকর ও আর্দ্রতাদায়ক এবং তা অত্যন্ত দ্রুত হজমযোগ্য; পক্ষান্তরে শুষ্ক রুটি এর বিপরীত গুণের অধিকারী।

গমের রুটির প্রকৃতি (মিজাজ) দ্বিতীয় স্তরের মাঝামাঝি পর্যায়ের উষ্ণ। এটি আর্দ্রতা ও শুষ্কতা উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্যের কাছাকাছি। তবে রুটির যে অংশটি আগুনের তাপে শুকানো হয়েছে তাতে শুষ্কতা প্রবল এবং যে অংশটিতে আর্দ্রতা রয়েছে তাতে আর্দ্রতা প্রবল থাকে।

গমের রুটির একটি বিশেষ গুণ হলো এটি দ্রুত শরীরকে স্থূল করে। কাতাইফ (এক প্রকার পিঠা জাতীয় রুটি) স্থূল তরল (খিলত) উৎপন্ন করে। গুঁড়ো করে ভিজানো রুটি (ফাতিত) বায়ু উদ্রেককারী এবং দেরিতে হজম হয়। আর দুধ দিয়ে তৈরি রুটি রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টিকারী হলেও অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং তা অত্যন্ত ধীরগতিতে শরীর থেকে নির্গত হয়।

যবের রুটি প্রথম স্তরের শীতল ও শুষ্ক। পুষ্টির দিক থেকে এটি গমের রুটির চেয়ে কম গুণসম্পন্ন।

ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পরিবারের নিকট সালন (ইদাম) চাইলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের নিকট সিরকা (খাল) ব্যতীত আর কিছু নেই। তিনি তা-ই চাইলেন এবং খেতে শুরু করলেন আর বলতে লাগলেন: ‘সিরকা কতই না চমৎকার সালন! সিরকা কতই না চমৎকার সালন!’ এবং ‘সুনানে ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে উম্মে সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: ‘সিরকা কতই

না চমৎকার সালন। হে আল্লাহ! সিরকায় বরকত দান করুন। কেননা তা আমার পূর্ববর্তী নবীগণেরও সালন ছিল। আর যে ঘরে সিরকা থাকবে সে ঘর কখনো নিঃস্ব হবে না।'
সিরকা উষ্ণ উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত হলেও এতে শীতলতার প্রভাবই অধিক প্রবল। এটি তৃতীয় স্তরের শুষ্ক প্রকৃতির এবং অত্যন্ত শক্তিশালী শুষ্ককারী। এটি শরীরের ক্ষতিকর নিঃসরণ রোধ করে এবং মানুষের প্রকৃতিকে কোমল করে। আঙুর থেকে তৈরি সিরকা প্রজ্জ্বলিত পাকস্থলীর জন্য উপকারী এবং পিত্তের (সাফরা) প্রকোপ দমন করে। এটি প্রাণঘাতী ঔষধের ক্ষতি প্রতিরোধ করে এবং পেটের ভেতর জমাট বাঁধা দুধ ও রক্তকে তরল করে দেয়। এটি প্লীহার (তিহাল) রোগের উপশম করে, পাকস্থলীকে সবল করে এবং পেট কষা করে। সিরকা তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং কোনো অঙ্গে প্রদাহের সূচনা হতে বাধা দেয়। এটি পরিপাকে সহায়তা করে, কফ (বালগাম) বিরোধী হিসেবে কাজ করে, গুরুপাক খাদ্যকে সহজপাচ্য করে এবং রক্তকে পাতলা করে।
যদি এটি লবণের সাথে পান করা হয়, তবে তা বিষাক্ত মাশরুমের ক্ষতি নিরাময়ে কাজ করে। আর যদি তা ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে পান করা হয়, তবে তা গলার জোঁক দূর করে দেয়।

---

(১) মুসলিম কর্তৃক পানীয় অধ্যায়ে বর্ণিত।
(২) ইবনে মাজাহ কর্তৃক খাদ্য অধ্যায়ে বর্ণিত।

(ص: 230)الطب النبوي لابن القيم

الْمُتَعَلِّقَ بِأَصْلِ الْحَنَكِ، وَإِذَا تُمُضْمِضَ بِهِ مُسَخَّنًا، نَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ، وَقَوَّى اللِّثَةَ. وَهُوَ نَافِعٌ لِلدَّاحِسِ، إِذَا طُلِيَ بِهِ، وَالنَّمْلَةِ وَالْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ، وَحَرْقِ النَّارِ، وَهُوَ مُشَهٍّ لِلْأَكْلِ، مُطَيِّبٌ لِلْمَعِدَةِ، صَالِحٌ لِلشَّبَابِ، وَفِي الصَّيْفِ لِسُكَّانِ الْبِلَادِ الحارة

خلال فِيهِ حَدِيثَانِ لَا يَثْبُتَانِ، أَحَدُهُمَا: يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ يَرْفَعُهُ «يَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ مِنْ بَقِيَّةٍ تَبْقَى فِي الْفَمِ مِنَ الطَّعَامِ» »

. وَفِيهِ واصل بن السائب، قَالَ الْبُخَارِيُّ والرازي: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ والأزدي: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

الثَّانِي يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عبد الله بن أحمد سَأَلْتُ أَبِي عَنْ شَيْخٍ رَوَى عَنْهُ صالح الوحاظي يُقَالُ لَهُ: محمد بن عبد الملك الأنصاري، حَدَّثَنَا عطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُتَخَلَّلَ بِاللِّيطِ وَالْآسِ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا يَسْقِيَانِ عُرُوقَ الْجُذَامِ» فَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ- وَكَانَ أَعْمَى- يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَيَكْذِبُ.

وَبَعْدُ فَالْخِلَالُ نَافِعٌ لِلِّثَةِ وَالْأَسْنَانِ، حَافِظٌ لِصِحَّتِهَا، نَافِعٌ مِنْ تَغَيُّرِ النَّكْهَةِ، وَأَجْوَدُهُ مَا اتُّخِذَ مِنْ عِيدَانِ الْأَخِلَّةِ، وَخَشَبِ الزَّيْتُونِ وَالْخِلَافِ، وَالتَّخَلُّلُ بِالْقَصَبِ وَالْآسِ وَالرَّيْحَانِ، وَالْبَاذَرُوجِ مُضِرٌّ

حَرْفُ الدَّالِ

دُهْنٌ رَوَى الترمذي فِي كِتَابِ «الشَّمَائِلِ» مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ دُهْنَ رَأْسِهِ، وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ كأنّ ثوبه ثفو زيّات «2»

---

(1) أخرجه أحمد.

(2) أخرجه الترمذي في الشمائل.

তালুর মূলদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি গরম করে কুলি করলে দাঁতের ব্যথায় উপকার দেয় এবং মাড়ি মজবুত করে।

এটি নখবেষ্টক (দাাহিস) রোগের প্রলেপ হিসেবে উপকারী, তদ্রূপ এটি ‘নামলাহ’ (এক প্রকার চর্মরোগ), গরম ফোলা এবং অগ্নিদগ্ধ স্থানেও ফলদায়ক। এটি রুচিবর্ধক, পাকস্থলীর জন্য আরামদায়ক এবং যুবকদের জন্য ও গ্রীষ্মকালে উষ্ণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য উপযোগী।
খিলাল (দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি) সম্পর্কে দুটি হাদিস বর্ণিত আছে যা প্রমাণিত নয়। প্রথমটি: আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে— "খাদ্য গ্রহণের পর যারা খিলাল করে তারা কতই না উত্তম! ফিরিশতাদের নিকট মুখের ভেতর অবশিষ্ট খাদ্যাংশের চেয়ে অধিক বিরক্তিকর আর কিছু নেই।"
। এই বর্ণনায় ওয়াসিল ইবনে সায়িব নামক রাবী রয়েছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম রাযী তাকে 'মুনকারুল হাদিস' (অস্বীকৃত হাদিস বর্ণনাকারী) বলেছেন এবং ইমাম নাসাঈ ও আল-আযদি তাকে 'মাতরুকুল হাদিস' (পরিত্যক্ত হাদিস বর্ণনাকারী) হিসেবে অভিহিত করেছেন।
দ্বিতীয়টি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমাদকে) জনৈক শায়খ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যার থেকে সালিহ আল-ওয়াহাযী বর্ণনা করেছেন এবং তাকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আল-আনসারী বলা হয়। তিনি আতা-এর সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শণ বা খেজুরের ছাল এবং রায়হান জাতীয় গাছের ডাল দিয়ে খিলাল করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "এগুলো কুষ্ঠরোগের শিরাসমূহকে সিক্ত করে।" তখন আমার পিতা বললেন, "আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিককে দেখেছি—তিনি অন্ধ ছিলেন—তিনি হাদিস জাল করতেন এবং মিথ্যা বলতেন।"
মোটের ওপর, খিলাল করা মাড়ি ও দাঁতের জন্য উপকারী এবং এগুলোর সুস্থতা রক্ষাকারী। এটি মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে সহায়ক। খিলাল করার জন্য সর্বোত্তম কাষ্ঠ হলো যায়তুন বা খিলাফ গাছের ডাল। তবে নলখাগড়া, রায়হান বা তুলসী জাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে খিলাল করা ক্ষতিকর।

দাল বর্ণমালা

তেল: ইমাম তিরমিযী তার 'শামায়েল' গ্রন্থে আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথায় প্রচুর তেল ব্যবহার করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। তিনি মাথায় এতো বেশি কাপড় ব্যবহার করতেন যে, তার পরিধেয় বস্ত্রকে তেলের কারবারির পোশাকের মতো মনে হতো।"

(১) এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি তিরমিযী শামায়েল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

الدهن يسد مسام البدنج وَيَمْنَعُ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ، حَسَّنَ الْبَدَنَ وَرَطَّبَهُ، وَإِنْ دُهِنَ بِهِ الشَّعْرُ حَسَّنَهُ وَطَوَّلَهُ، وَنَفَعَ مِنَ الْحَصْبَةِ، وَدَفَعَ أَكْثَرَ الْآفَاتِ عَنْهُ.

وَفِي الترمذي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعا: «كلوا الزّي وَادَّهِنُوا بِهِ» «1» . وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَالدُّهْنُ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، كَالْحِجَازِ وَنَحْوِهِ مِنْ آكَدِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ وَإِصْلَاحِ الْبَدَنِ، وَهُوَ كَالضَّرُورِيِّ لَهُمْ، وَأَمَّا الْبِلَادُ الْبَارِدَةُ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا، وَالْإِلْحَاحُ بِهِ فِي الرَّأْسِ فِيهِ خطر بالبصره

وَأَنْفَعُ الْأَدْهَانِ الْبَسِيطَةِ: الزَّيْتُ، ثُمَّ السَّمْنُ ثُمَّ الشيرج

وأما المركبة منها بَارِدٌ رَطْبٌ، كَدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ يَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ الْحَارِّ، وَيُنَوِّمُ أَصْحَابَ السَّهَرِ، وَيُرَطِّبُ الدِّمَاغَ، وَيَنْفَعُ مِنَ الشُّقَاقِ، وَغَلَبَةِ الْيُبْسِ، وَالْجَفَافِ، وَيُطْلَى بِهِ الْجَرَبُ، وَالْحِكَّةُ الْيَابِسَةُ، فَيَنْفَعُهَا وَيُسَهِّلُ حَرَكَةَ الْمَفَاصِلِ، وَيَصْلُحُ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ، وَفِيهِ حَدِيثَانِ بَاطِلَانِ مَوْضُوعَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا: «فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ، كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ النَّاسِ» . وَالثَّانِي: فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ، كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ» .

وَمِنْهَا: حَارٌّ رَطْبٌ، كَدُهْنِ الْبَانِ، وَلَيْسَ دُهْنَ زَهْرِهِ، بَلْ دُهْنٌ يُسْتَخْرَجُ مِنْ حَبٍّ أَبْيَضَ أَغْبَرَ نَحْوِ الْفُسْتُقِ، كَثِيرِ الدُّهْنِيَّةِ وَالدَّسَمِ، يَنْفَعُ مِنْ صَلَابَةِ الْعَصَبِ، وَيُلَيِّنُهُ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْبَرَشِ وَالنَّمَشِ، والكيلف وَالْبَهَقِ، وَيُسَهِّلُ بَلْغَمًا غَلِيظًا، وَيُلِينُ الْأَوْتَارَ الْيَابِسَةَ، وَيُسَخِّنُ الْعَصَبَ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ بَاطِلٌ مُخْتَلَقٌ لَا أَصْلَ لَهُ « «ادَّهِنُوا بِالْبَانِ، فَإِنَّهُ أَحْظَى لَكُمْ عِنْدَ نِسَائِكُمْ» . وَمِنْ مَنَافِعِهِ أَنَّهُ يَجْلُو الْأَسْنَانَ، وَيُكْسِبُهَا بَهْجَةً، وَيُنَقِّيهَا مِنَ الصَّدَأِ، وَمَنْ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ يُصِبْهُ حصى ولا

(1) أخرجه الترمذي في الأطعمة وأحمد والدارمي وابن ماجه والحاكم.

তৈল শরীরের লোমকূপসমূহ বন্ধ করে দেয় এবং শরীর থেকে নির্গত বা ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানসমূহ রোধ করে। গরম পানি দিয়ে গোসলের পর এটি ব্যবহার করলে তা শরীরকে সুন্দর ও আর্দ্র করে। চুলে মাখলে এটি চুলকে সুন্দর ও দীর্ঘ করে, হাম নিরাময়ে কাজ করে এবং শরীর থেকে অধিকাংশ অনিষ্ট দূর করে।

ইমাম তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এক মারফু হাদীসে উল্লেখ করেছেন: "তোমরা যয়তুন খাও এবং এর তেল ব্যবহার করো।" এটি ইনশাআল্লাহ সামনে বিস্তারিত আসবে।

হিজাযের মতো উষ্ণ দেশগুলোতে তৈল ব্যবহার করা স্বাস্থ্য রক্ষা এবং শরীর সংশোধনের অন্যতম প্রধান উপায়। এটি তাদের জন্য প্রায় অপরিহার্য। অন্যদিকে শীতপ্রধান দেশগুলোর অধিবাসীদের এর তেমন প্রয়োজন হয় না। তবে মাথায় অতিরিক্ত তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

সরল বা একক তৈলসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উপকারী হলো: যয়তুনের তেল, এরপর ঘি এবং এরপর শিরজ (তিলের তেল)।

আর যৌগিক তৈলসমূহের মধ্যে যা শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির, যেমন বনফশা তৈল (বেগুনি ফুলের তেল); এটি উষ্ণতাজনিত মাথাব্যথা নিরাময়ে কাজ করে এবং অনিদ্রার রোগীদের ঘুম আনয়ন করে। এটি মস্তিষ্ককে আর্দ্র রাখে এবং চামড়ার ফেটে যাওয়া ও শুষ্কতার আধিক্যে উপকারী। এটি খোস-পাঁচড়া ও শুষ্ক চুলকানিতে মাখলে উপকার হয় এবং জোড়াসমূহ বা গিঁটের নড়াচড়া সহজ করে দেয়। গ্রীষ্মকালে যাদের মেজাজ গরম থাকে তাদের জন্য এটি

উপযোগী। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে দুটি বাতিল ও বানোয়াট হাদীস বর্ণিত আছে। প্রথমটি হলো: "অন্যান্য তৈলের ওপর বনফশা তৈলের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন মানুষের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব।" দ্বিতীয়টি হলো: "অন্যান্য তৈলের ওপর বনফশা তৈলের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব।"
এগুলোর মধ্যে কিছু উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির, যেমন বানের তেল (এটির ফুল থেকে নয়, বরং পেস্তার মতো সাদাটে ধূসর দানা থেকে নিংড়ানো তৈল)। এটি প্রচুর চর্বিযুক্ত ও তেলসমৃদ্ধ। এটি স্নায়ুর কাঠিন্য নিরাময় করে এবং তা নরম করে। এটি চামড়ার দাগ, মেছতা, তিল ও শ্বেতী রোগের চিকিৎসায় কার্যকর। এটি ঘন কফ নির্গত করতে সাহায্য করে এবং শুষ্ক টেন্ডনসমূহকে কোমল করে ও স্নায়ুকে উষ্ণ রাখে। এ বিষয়ে একটি বাতিল ও বানোয়াট হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই: "তোমরা বানের তেল ব্যবহার করো, কেননা এটি তোমাদের স্ত্রীদের নিকট তোমাদের অধিক প্রিয় করবে।" এর অন্যান্য উপকারের মধ্যে রয়েছে যে, এটি দাঁতকে উজ্জ্বল করে, দাঁতে ঔজ্জ্বল্য বাড়ায় এবং মরিচা (মলিনতা) দূর করে। যে ব্যক্তি এটি মুখমণ্ডল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মর্দন করবে, সে কঙ্কর বা (পাথর) দ্বারা আক্রান্ত হবে না...

---

(১) ইমাম তিরমিযী ‘আহার’ অধ্যায়ে, আহমাদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন।

شُقَاقٌ، وَإِذَا دَهَنَ بِهِ حِقْوَهُ وَمَذَاكِيرَهُ وَمَا وَالَاهَا، نَفَعَ مِنْ بَرْدِ الْكُلْيَتَيْنِ، وَتَقْطِيرِ الْبَوْلِ.

حَرْفُ الذَّالِ

ذَرِيرَةٌ: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي، بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِحِلِّهِ وَإِحْرَامِهِ «1» تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الذَّرِيرَةِ وَمَنَافِعِهَا وَمَاهِيَّتِهَا، فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَتِهِ.

ذباب: تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي أمره صلى الله عليه وسلم يغمس الذُّبَابَ فِي الطَّعَامِ إِذَا سَقَطَ فِيهِ لِأَجْلِ الشِّفَاءِ الَّذِي فِي جَنَاحِهِ، وَهُوَ كَالتِّرْيَاقِ لِلسُّمِّ الَّذِي فِي الْجَنَاحِ الْآخَرِ، وَذَكَرْنَا مَنَافِعَ الذُّبَابِ هناك.

ذهب رَوَى أبو داود، وَالتِّرْمِذِيُّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لعرفجة بن أسعد لَمَّا قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَّابِ، وَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» «2» . وَلَيْسَ لعرفجة عِنْدَهُمْ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ

الذَّهَبُ: زِينَةُ الدُّنْيَا، وَطِلَّسْمُ الْوُجُودِ، وَمُفْرِحُ النُّفُوسِ، وَمُقَوِّي الظُّهُورِ، وَسِرُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَمِزَاجُهُ فِي سَائِرِ الْكَيْفِيَّاتِ، وَفِيهِ حَرَارَةٌ لَطِيفَةٌ تَدْخُلُ فِي سَائِرِ الْمَعْجُونَاتِ اللَّطِيفَةِ وَالْمُفْرِحَاتِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَعَادِنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَشْرَفُهَا.

وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ إِذَا دُفِنَ فِي الْأَرْضِ، لَمْ يَضُرَّهُ التُّرَابُ، وَلَمْ يَنْقُصْهُ شَيْئًا، وَبُرَادَتُهُ إِذَا خُلِطَتْ بِالْأَدْوِيَةِ، نَفَعَتْ مِنْ ضَعْفِ الْقَلْبِ، وَالرَّجَفَانِ الْعَارِضِ مِنَ السَّوْدَاءِ، وَيَنْفَعُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَالْحُزْنِ، وَالْغَمِّ، وَالْفَزَعِ، وَالْعِشْقِ، وَيُسَمِّنُ الْبَدَنَ، وَيُقَوِّيهِ، وَيُذْهِبُ الصَّفَارَ، وَيُحَسِّنُ اللَّوْنَ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْجُذَامِ، وَجَمِيعِ الْأَوْجَاعِ وَالْأَمْرَاضِ السَّوْدَاوِيَّةِ وَيَدْخُلُ بِخَاصِّيَّةٍ فِي أَدْوِيَةِ داء الثعلب، وداء الحية

---

(1) أخرجه البخاري في اللباس، ومسلم في الحج.

(2) أخرجه أبو داود في الخاتم والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان.

ত্বকের ফাটল বা বিদারণ (শুকাক) নিরাময় করে। আর যদি এটি দিয়ে কোমরের নিচের অংশ, জননেন্দ্রিয় এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় মালিশ করা হয়, তবে তা বৃক্কের (কিডনি) শৈত্যজনিত সমস্যা এবং প্রস্রাবের ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হওয়া রোধে অত্যন্ত উপকারী।

'যাল' (১) বর্ণমালা অধ্যায়

যারীরাহ (সুগন্ধি চূর্ণ): 'সহীহাইন'-এ (বুখারী ও মুসলিম) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইহরাম বাঁধা এবং ইহরাম খোলার উভয় সময়ে আমি নিজ হাতে তাঁকে 'যারীরাহ' মাখিয়ে সুবাসিত করেছি।" (১) যারীরাহ, এর উপকারিতা এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তাই তা পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

মাছি: আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত মুত্তাফাকুন আলাইহি (সর্বসম্মত) হাদীসে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) খাবারের মধ্যে মাছি পড়লে তা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ হলো মাছির এক ডানায় রয়েছে রোগমুক্তি বা আরোগ্য, যা অন্য ডানার বিষের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। সেখানে আমরা মাছির বিভিন্ন উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেছি।

স্বর্ণ: আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) আরফাজাহ ইবনে আসআদ-কে স্বর্ণের নাক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। কুলাব যুদ্ধের দিন তাঁর নাক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি প্রথমে রুপার তৈরি একটি নাক ব্যবহার করেন, কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। তখন নবী করীম (সা.) তাঁকে স্বর্ণের তৈরি নাক ব্যবহারের নির্দেশ দেন। (২) হাদীসবিশারদদের নিকট আরফাজাহ থেকে এই একটিমাত্র হাদীসই বর্ণিত হয়েছে।

স্বর্ণ হলো পার্থিব জগতের সৌন্দর্য, অস্তিত্বের মোহিনী শক্তি, আত্মার প্রফুল্লতা বর্ধক এবং মেরুদণ্ডের শক্তিদায়ক। এটি পৃথিবীতে আল্লাহর এক নিগূঢ় রহস্য। এর ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অত্যন্ত সুষম। এর মধ্যে একটি মৃদু উষ্ণতা বিদ্যমান যা বিভিন্ন পরিশীলিত মহৌষধ (মাজুন) এবং চিত্তবিনোদক ওষুধের উপাদানে ব্যবহৃত হয়। এটি সকল ধাতুর মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ এবং অভিজাত।

এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, মাটির নিচে পুঁতে রাখলেও মাটি একে নষ্ট করতে পারে না এবং এর ওজনে কোনো ঘাটতি হয় না। স্বর্ণের চূর্ণ যখন ওষুধের সাথে মিশ্রিত করা হয়, তখন তা হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা এবং কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) জনিত অস্থিরতায় বিশেষ উপকারী। এটি মনের

কুচিন্তা (ওয়াসওয়াসা), বিষণ্নতা, দুঃখ-কষ্ট, আতঙ্ক এবং অতি-আসক্তি দূর করতে সহায়ক। এটি শরীরকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করে, চেহারার ফ্যাকাশে ভাব দূর করে লাবণ্য বৃদ্ধি করে। কুষ্ঠ রোগ এবং কৃষ্ণপিত্তজনিত যাবতীয় ব্যথা ও ব্যাধিতে এটি উপকারী। এটি বিশেষভাবে টেকোপড়া (দাউস সা'লাব) এবং আঁশটে চর্মরোগের (দাউল হাইয়্যাহ) চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের অন্যতম প্রধান উপাদান।

(১) বুখারী এটি 'পোশাক' (লিবাস) অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'হজ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) আবু দাউদ 'আংটি' (খাতাম) অধ্যায়ে, তিরমিযী এবং আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

شُرْبًا وَطِلَاءً، وَيَجْلُو الْعَيْنَ وَيُقَوِّيهَا، وَيَنْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا، وَيُقَوِّي جَمِيعَ الْأَعْضَاءِ.

وَإِمْسَاكُهُ فِي الْفَمِ يُزِيلُ الْبَخَرَ، وَمَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَحْتَاجُ إِلَى الْكَيِّ، وَكُوِيَ بِهِ لَمْ يَتَنَفَّطْ مَوْضِعُهُ، وَيَبْرَأُ سَرِيعًا، وَإِنِ اتَّخَذَ مِنْهُ مَيْلًا وَاكْتَحَلَ بِهِ، قَوَّى الْعَيْنَ وَجَلَاهَا، وَإِذَا اتُّخِذَ مِنْهُ خَاتَمٌ فَصُّهُ مِنْهُ وَأُحْمِيَ، وَكُوِيَ بِهِ قَوَادِمُ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ، أَلِفَتْ أَبْرَاجَهَا، وَلَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهَا

وَلَهُ خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي تَقْوِيَةِ النُّفُوسِ، لِأَجْلِهَا أُبِيحَ فِي الْحَرْبِ وَالسِّلَاحِ مِنْهُ مَا أُبِيحَ، وَقَدْ رَوَى الترمذي مِنْ حَدِيثِ مزيدة العصري رضي الله عنه، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ «1» .

وَهُوَ مَعْشُوقُ النفوس التي متى فرحت بِهِ، سَلَّاهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ مَحْبُوبَاتِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ. الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ «2» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانٍ، لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» .

هَذَا وَإِنَّهُ أَعْظَمُ حَائِلٍ بَيْنَ الْخَلِيقَةِ وَبَيْنَ فَوْزِهَا الْأَكْبَرِ يَوْمَ مَعَادِهَا، وَأَعْظَمُ شَيْءٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ، وَبِهِ قُطِعَتِ الْأَرْحَامُ، وَأُرِيقَتِ الدِّمَاءُ، وَاسْتُحِلَّتِ الْمَحَارِمُ، وَمُنِعَتِ الْحُقُوقُ، وَتَظَالَمَ الْعِبَادُ، وَهُوَ الْمُرَغِّبُ فِي الدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا، وَالْمُزَهِّدُ فِي الْآخِرَةِ وَمَا أَعَدَّهُ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِيهَا، فَكَمْ أُمِيتَ بِهِ مِنْ حَقٍّ وَأُحْيِيَ بِهِ مِنْ بَاطِلٍ وَنُصِرَ بِهِ ظَالِمٌ، وَقُهِرَ بِهِ مَظْلُومٌ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ فِيهِ الحريري «3» :

---

(1) أخرجه الترمذي في الجهاد.

(2) آل عمران- 14.

(3) أخرجه البخاري في الرقاق، ومسلم في الزكاة.

পানীয় হিসেবে এবং প্রলেপ হিসেবে এটি ব্যবহারে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয়, চোখের বহুবিদ রোগে এটি উপকার দেয় এবং শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তিশালী করে। এটি মুখে রাখলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। যার এমন কোনো রোগ আছে যাতে দাগ দেওয়ার (কাই বা দাগ দেওয়া) প্রয়োজন হয়, আর এটি দিয়ে দাগ দেওয়া হয়, তবে সে স্থানে ফোস্কা পড়ে না এবং তা দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। যদি এটি দিয়ে একটি শলাকা (সুরমা লাগানোর কাঠি) তৈরি করে চোখে সুরমা লাগানো হয়, তবে তা চোখকে শক্তিশালী ও উজ্জ্বল করে। আর যদি এটি দিয়ে একটি আংটি তৈরি করা হয় যার পাথরটিও এটি দিয়েই তৈরি এবং তা উত্তপ্ত করে কবুতরের ডানার অগ্রভাগে দাগ দেওয়া হয়, তবে কবুতরগুলো তাদের খোয়াড়ের প্রতি অনুগত হয়ে যায় এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যায় না।

মন-মানসিকতাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এর এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই কারণেই যুদ্ধ এবং অস্ত্রের ক্ষেত্রে এর যতটুকু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা বৈধ করা হয়েছে। ইমাম তিরমিজি মাজিদাহ আল-আসরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন প্রবেশ করলেন এবং তাঁর তরবারিতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিল (১)।

এটি মানুষের মনের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু; যখন মন একে পেয়ে আনন্দিত হয়, তখন এটি তাকে দুনিয়ার অন্যান্য প্রিয় বস্তু থেকে ভুলিয়ে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন: "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির প্রতি আসক্তি—নারী, সন্তান-সন্ততি, স্তূপীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং শস্যক্ষেত" (২)।

‘সহীহাইন’ (বুখারি ও মুসলিম)-এ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যদি আদম সন্তানের স্বর্ণে ভরা একটি উপত্যকা থাকত, তবে সে দ্বিতীয় আরেকটি উপত্যকা কামনা করত। আর যদি তার দ্বিতীয়টি থাকত, তবে সে তৃতীয়টি কামনা করত। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরে না। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।"

এটি সৃষ্টিজগত এবং তাদের পরকালের মহা সাফল্যের মাঝে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এটিই সেই বড় জিনিস যা দিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়, যার মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়, রক্তপাত ঘটে, হারাম বিষয়কে হালাল করা হয়, মানুষের প্রাপ্য অধিকার হরণ করা হয় এবং বান্দারা একে অপরের প্রতি জুলুম করে। এটিই দুনিয়া ও পার্থিব লাভের প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং পরকাল ও সেখানে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য প্রস্তুতকৃত নেয়ামতের প্রতি অনীহা তৈরি করে। এর মাধ্যমে কত সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে এবং কত মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কত জালেমকে সাহায্য করা হয়েছে এবং কত মজলুমকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে! এর ব্যাপারে আল-হারিরি কত চমৎকারই না বলেছেন (৩) :

---

(১) ইমাম তিরমিজি এটি জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) সূরা আলে ইমরান- ১৪।

(৩) ইমাম বুখারি এটি ‘রিকাক’ অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম ‘যাকাত’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

تبا له من خادع مماذق ... أصفر في وَجْهَيْنِ كَالْمُنَافِقِ
يَبْدُو بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الرَّامِقِ ... زِينَةِ مَعْشُوقٍ وَلَوْنِ عَاشِقِ
وَحُبُّهُ عِنْدَ ذَوِي الْحَقَائِقِ ... يَدْعُو إِلَى ارْتِكَابِ سُخْطِ الْخَالِقِ
لَوْلَاهُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُ السَّارِقِ ... وَلَا بَدَتْ مَظْلِمَةٌ مِنْ فاسق
ولا اشمأزّ باطل مِنْ طَارِقِ ... وَلَا اشْتَكَى الْمَمْطُولُ مَطْلَ الْعَائِقِ
وَلَا اسْتُعِيذَ مِنْ حَسُودٍ رَاشِقِ ... وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ
أَنْ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَايِقِ ... إِلَّا إِذَا فَرَّ فِرَارَ الْآبِقِ

حَرْفُ الرَّاءِ

رُطَبٌ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَرْيَمَ: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً «1» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عبد الله بن جعفر، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأكل القثّاء بالرطب «2» .

«سُنَنِ أبي داود» عَنْ أنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ، حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ «3» .

طَبْعُ الرُّطَبِ طَبْعُ الْمِيَاهِ حَارٌّ رَطْبٌ، يُقَوِّي الْمَعِدَةَ الْبَارِدَةَ وَيُوَافِقُهَا، وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَيُخْصِبُ الْبَدَنَ، وَيُوَافِقُ أَصْحَابَ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَيَغْذُو غِذَاءً كَثِيرًا.

وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَاكِهَةِ مُوَافَقَةً لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ البلاد التي هو

(1) مريم- 25.

(2) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في الأشربة.

(3) رواه أبو داود والترمذي وأحمد.

ধিক সেই প্রতারক ও কপটকারীকে (স্বর্ণমুদ্রা) … যা মুনাফিকের মতো দুই মুখে পীতবর্ণ।
পর্যবেক্ষকের চোখে এটি দুটি গুণ নিয়ে ধরা দেয় … প্রিয়তমার অলংকার আর প্রেমিকের (বিবর্ণ) গায়ের রঙ।
সত্যজ্ঞানীদের নিকট এর প্রতি ভালোবাসা … সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টির পথে ধাবিত করে।
এটি না থাকলে চোরের ডান হাত কাটা যেত না … আর পাপাচারীর পক্ষ থেকে কোনো জুলুম প্রকাশ পেত না।
কোনো অনধিকারীর আগমনে কেউ বিরক্ত হতো না … আর পাওনাদারও দেনাদারের তালবাহানা নিয়ে অভিযোগ করত না।
হিংসুক বিদ্ধকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হতো না … আর এর স্বভাবের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিক হলো—
সংকটের মুহূর্তে এটি তোমার কোনো উপকারে আসে না … যতক্ষণ না তা পলাতক দাসের ন্যায় (তোমার হাত থেকে) পালিয়ে যায়।

'রা' (ر) বর্ণমালা পরিচ্ছেদ

রুতাব (তাজা খেজুর): আল্লাহ তাআলা মারইয়ামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা তোমার ওপর তাজা পাকা খেজুর ঝরিয়ে দেবে। সুতরাং আহার করো, পান করো এবং চক্ষু জুড়াও।" (১)

'সহীহাইন'-এ (বুখারী ও মুসলিম) আবদুল্লাহ ইবনে জাফর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শসা দিয়ে তাজা খেজুর (রুতাব) খেতে দেখেছি।" (২)

'সুনানে আবু দাউদ'-এ আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায পড়ার আগে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, তবে শুকনো খেজুর দিয়ে; আর যদি শুকনো খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।" (৩)

তাজা খেজুরের প্রকৃতি পানির ন্যায়—এটি উষ্ণ ও আর্দ্র। এটি শীতল পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে এবং এর জন্য উপযোগী। এটি কামশক্তি বৃদ্ধি করে, শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করে, শীতল মেজাজের অধিকারীদের অনুকূল এবং প্রচুর পুষ্টি সরবরাহ করে।
এটি মদিনাবাসী এবং অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ফল যেখানে এটি...

---

(১) সূরা মারইয়াম: ২৫।
(২) বুখারী এটি খাদ্য অধ্যায়ে এবং মুসলিম পানীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(৩) আবু দাউদ, তিরমিযী ও আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

فَاكِهَتُهُمْ فِيهَا وَأَنْفَعُهَا لِلْبَدَنِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ يُسْرِعُ التَّعَفُّنَ فِي جَسَدِهِ، وَيَتَوَلَّدُ عَنْهُ دَمٌ لَيْسَ بِمَحْمُودٍ، وَيُحْدِثُ فِي إِكْثَارِهِ مِنْهُ صُدَاعٌ وَسَوْدَاءُ، وَيُؤْذِي أَسْنَانَهُ، وَإِصْلَاحُهُ بِالسَّكَنْجَبِيْنِ وَنَحْوِهِ.

وَفِي فِطْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى التَّمْرِ، أَوِ الْمَاءِ تَدْبِيرٌ لَطِيفٌ جِدًّا فَإِنَّ الصَّوْمَ يُخَلِّي الْمَعِدَةَ مِنَ الْغِذَاءِ، فَلَا تَجِدُ الْكَبِدُ فِيهَا مَا تَجْذِبُهُ وَتُرْسِلُهُ إِلَى الْقُوَى وَالْأَعْضَاءِ، وَالْحُلْوُ أَسْرَعُ شَيْءٍ وُصُولًا إِلَى الْكَبِدِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْهَا، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ رُطَبًا فَيَشْتَدُّ قَبُولُهَا لَهُ، فَتَنْتَفِعُ بِهِ هِيَ وَالْقُوَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَالتَّمْرُ لِحَلَاوَتِهِ وَتَغْذِيَتِهِ فَإِنْ لَمْ يكن، فحسوات الماء تطفىء لَهِيبَ الْمَعِدَةِ، وَحَرَارَةَ الصَّوْمِ، فَتَتَنَبَّهُ بَعْدَهُ لِلطَّعَامِ، وتأخذه بشهوة.

ريحان: قَالَ تَعَالَى: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ «1» وقال تعالى: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ «2» .

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يردّه، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة» .

وفي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» : مِنْ حَدِيثِ أسامة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ وَثَمَرَةٌ نَضِيجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا، فِي حِبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ، فِي دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا قَالَ: قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى» . فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الرَّيْحَانُ كُلُّ نَبْتٍ طَيِّبِ الرِّيحِ، فَكُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ يَخُصُّونَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَأَهْلُ الْغَرْبِ يَخُصُّونَهُ بِالْآسِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنَ الرَّيْحَانِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ يخصّونه بالحبق.

---

(1) - الواقعة- 88.

(2) الرحمن- 12.

এটি তাদের ফল এবং শরীরের জন্য সবচেয়ে উপকারী, যদিও যারা এটিতে অভ্যস্ত নয়, তাদের শরীরে এটি দ্রুত পচন সৃষ্টি করে, এর ফলে অশুভ রক্ত উৎপন্ন হয়, অধিক পরিমাণে গ্রহণে মাথাব্যথা ও কালপিত্ত (সাওদা) সৃষ্টি করে এবং দাঁতের ক্ষতি করে। এর সংশোধন হয় সেকাঞ্জাবিন (সিরকা ও মধুর মিশ্রণ) ও অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজা ইফতার করার ক্ষেত্রে তাজা খেজুর, শুকনা খেজুর অথবা পানির ব্যবহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক চিকিৎসা পদ্ধতি। কারণ, রোজা পাকস্থলীকে খাদ্যশূন্য করে ফেলে, ফলে কলিজা সেখানে এমন কিছু পায় না যা সে শোষণ করে দেহের বিভিন্ন শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাঠাবে। আর মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য কলিজায় দ্রুততম সময়ে পৌঁছায় এবং এটি কলিজার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, বিশেষ করে যদি তা তাজা খেজুর (রুতাব) হয়, তবে কলিজা এটি অত্যন্ত প্রবলভাবে গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে কলিজা ও শারীরিক শক্তিগুলো উপকৃত হয়। যদি তা না থাকে, তবে খেজুর (তামর) এর মিষ্টতা ও পুষ্টিগুণের কারণে গ্রহণীয়। আর তাও

যদি না থাকে, তবে কয়েক ঢোক পানি পাকস্থলীর দহন ও রোজার উত্তাপ প্রশমিত করে, ফলে এরপর পাকস্থলী খাবারের জন্য সজাগ হয় এবং আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করে।

রায়হান (সুগন্ধি উদ্ভিদ): মহান আল্লাহ বলেছেন: "অতঃপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, সুগন্ধি (রায়হান) ও নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।" (১) এবং মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: "আর খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল (রায়হান)।" (২)।

'সহীহ মুসলিম'-এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যাকে সুগন্ধি উদ্ভিদ (রায়হান) প্রদান করা হয়, সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কারণ এটি বহনে হালকা এবং এর সুঘ্রাণ অত্যন্ত চমৎকার।"

'সুনান ইবনে মাজাহ'-তে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুতি গ্রহণকারী কেউ কি আছে? কারণ জান্নাতের কোনো তুলনা নেই। কাবার রবের শপথ! এটি এক উজ্জ্বল নূর, দোদুল্যমান সুগন্ধি উদ্ভিদ (রায়হানাহ), সুউচ্চ প্রাসাদ, প্রবহমান নদী, সুপক্ক ফল, রূপবতী অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রী, চিরস্থায়ী অবস্থানে অগণিত পোশাক-পরিচ্ছদ, পরম আনন্দ ও সজীবতার মাঝে সুউচ্চ, নিরাপদ ও মনোরম অট্টালিকা।" সাহাবীগণ বললেন: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরাই এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী।" তিনি বললেন: "তোমরা বলো: ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)।" তখন উপস্থিত জনতা বললেন: "ইনশাআল্লাহ।"

সুগন্ধযুক্ত প্রতিটি উদ্ভিদই 'রায়হান' নামে অভিহিত। প্রতিটি দেশের অধিবাসী বিশেষ কোনো উদ্ভিদকে এর দ্বারা নির্দিষ্ট করে থাকে। যেমন মাগরিব বা পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা 'আস' (মেহেন্দী সদৃশ গাছ) উদ্ভিদকে রায়হান বলে থাকে, যা আরবদের কাছে রায়হান হিসেবে পরিচিত। আর ইরাক ও সিরিয়াবাসীরা 'হাবাক' (তুলসী জাতীয় উদ্ভিদ) গাছকে রায়হান বলে থাকে।

---

(১) - সূরা আল-ওয়াকিআ: ৮৮-৮৯।

(২) সূরা আর-রহমান: ১২।

فَأَمَّا الْآسُ فَمِزَاجُهُ بَارِدٌ فِي الْأُولَى يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُرَكَّبٌ مِنْ قُوًى مُتَضَادَّةٍ، وَالْأَكْثَرُ فِيهِ الْجَوْهَرُ الْأَرْضِيُّ الْبَارِدُ، وَفِيهِ شَيْءٌ حَارٌّ لَطِيفٌ، وَهُوَ يُجَفِّفُ تَجْفِيفًا قَوِيًّا، وَأَجْزَاؤُهُ مُتَقَارِبَةُ الْقُوَّةِ، وَهِيَ قُوَّةٌ قَابِضَةٌ حَابِسَةٌ مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ مَعًا. وَهُوَ قَاطِعٌ لِلْإِسْهَالِ الصَّفْرَاوِيِّ، دَافِعٌ لِلْبُخَارِ الْحَارِّ الرَّطْبِ إِذَا شُمَّ، مُفْرِحٌ لِلْقَلْبِ تَفْرِيحًا شَدِيدًا، وَشَمُّهُ مَانِعٌ للوباء، وكذلك افتراشه في البيت.

ويبرىء الْأَوْرَامَ الْحَادِثَةَ فِي الْحَالِبَيْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَيْهَا، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهُ وَهُوَ غَضٌّ وَضُرِبَ بِالْخَلِّ، وَوُضِعَ عَلَى الرَّأْسِ، قَطَعَ الرُّعَافَ، وَإِذَا سُحِقَ وَرَقُهُ الْيَابِسُ، وَذُرَّ عَلَى الْقُرُوحِ ذَوَاتِ الرُّطُوبَةِ نَفَعَهَا، وَيُقَوِّي الْأَعْضَاءَ الْوَاهِيَةَ إِذَا ضُمِّدَ بِهِ، وَيَنْفَعُ دَاءَ الدَّاحِسِ، وَإِذَا ذُرَّ عَلَى الْبُثُورِ وَالْقُرُوحِ الَّتِي فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، نَفَعَهَا.

وَإِذَا دُلِّكَ بِهِ الْبَدَنُ قَطَعَ الْعَرَقَ، وَنَشَّفَ الرُّطُوبَاتِ الفضيلة، وَأَذْهَبَ نَتْنَ الْإِبِطِ، وَإِذَا جُلِسَ فِي طَبِيخِهِ، نَفَعَ مِنْ خَرَارِيجِ الْمَقْعَدَةِ وَالرَّحِمِ، وَمِنِ اسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ، وَإِذَا صُبَّ عَلَى كُسُورِ الْعِظَامِ الَّتِي لَمْ تَلْتَحِمْ، نَفَعَهَا.

وَيَجْلُو قُشُورَ الرَّأْسِ وَقُرُوحَهُ الرَّطْبَةَ، وَبُثُورَهُ، وَيُمْسِكُ الشَّعْرَ الْمُتَسَاقِطَ وَيُسَوِّدُهُ، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهُ، وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ يَسِيرٌ، وَخُلِطَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ زَيْتٍ أَوْ دُهْنِ الْوَرْدِ، وَضُمِّدَ بِهِ، وَافَقَ الْقُرُوحَ الرَّطْبَةَ وَالنَّمْلَةَ وَالْحُمْرَةَ، وَالْأَوْرَامَ الْحَادَّةَ، وَالشَّرَى وَالْبَوَاسِيرَ.

وَحَبُّهُ نَافِعٌ مَنْ نَفْثِ الدَّمِ الْعَارِضِ فِي الصَّدْرِ وَالرِّئَةِ، دَابِغٌ لِلْمَعِدَةِ وَلَيْسَ بِضَارٍّ لِلصَّدْرِ وَلَا الرِّئَةِ لِجَلَاوَتِهِ، وَخَاصِّيَّتُهُ النَّفْعُ مِنِ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ مَعَ السُّعَالِ، وَذَلِكَ نَادِرٌ فِي الْأَدْوِيَةِ، وَهُوَ مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، نَافِعٌ مَنْ لَذْعِ الْمَثَانَةِ، وَعَضِّ الرُّتَيْلَاءِ، وَلَسْعِ الْعَقَارِبِ، وَالتَّخَلُّلُ بِعِرْقِهِ مُضِرٌّ، فَلْيُحْذَرْ.

وَأَمَّا الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ الَّذِي يُسَمَّى الْحَبَقَ، فَحَارٌّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، يَنْفَعُ شَمُّهُ مِنَ الصُّدَاعِ الْحَارِّ إِذَا رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُبَرِّدُ، وَيُرَطِّبُ بِالْعَرَضِ، وَبَارِدٌ فِي الْآخَرِ، وَهَلْ هُوَ رَطْبٌ أَوْ يَابِسٌ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّ فِيهِ مِنَ الطَّبَائِعِ الأربع،

আঁস (এক প্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদ) এর প্রকৃতি প্রথম স্তরে শীতল এবং দ্বিতীয় স্তরে শুষ্ক। তদুপরি এটি পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। এর উপাদানের অধিকাংশ হলো শীতল মৃত্তিকাসার, তবে এতে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম উষ্ণতাও বিদ্যমান। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী শুষ্ককারক এবং এর অংশসমূহ প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন। এতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই রুদ্ধকারী ও সংকোচনকারী (কাবিজ) শক্তি বিদ্যমান।

এটি পিত্তজনিত উদরাময় বা পাতলা পায়খানা বন্ধ করে। এর ঘ্রাণ গ্রহণ করলে তা উষ্ণ ও আর্দ্র বাষ্পকে প্রতিহত করে এবং এটি অন্তরকে প্রবলভাবে প্রফুল্ল করে। এর সুগন্ধি মহামারি প্রতিরোধক এবং ঘরে এর পাতা বিছিয়ে রাখা মহামারির জন্য প্রতিষেধক স্বরূপ।

কুঁচকিতে সৃষ্ট ফোলা বা প্রদাহের ওপর এর প্রলেপ দিলে তা আরোগ্য হয়। এর কাঁচা পাতা পিষে সিরকার সাথে মিশিয়ে মাথায় দিলে নাসিকা থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়। এর শুষ্ক পাতার চূর্ণ সিক্ত বা রসযুক্ত ঘায়ের ওপর ছিটিয়ে দিলে তা বিশেষ উপকারী। এর দ্বারা পট্টি বাঁধলে দুর্বল অঙ্গসমূহ শক্তিশালী হয়। এটি নখের কোণের ব্যথাদায়ক প্রদাহে (দাহিস) অত্যন্ত উপকারী। হাত ও পায়ের ফোসকা ও ঘায়ের ওপর এর চূর্ণ ছিটিয়ে দিলে তা ফলপ্রসূ হয়।

এটি দিয়ে শরীর মালিশ করলে অতিরিক্ত ঘাম বন্ধ হয়, শরীরের দূষিত আর্দ্রতা শোষণ করে নেয় এবং বগলের দুর্গন্ধ দূর করে। এর ক্বাথে বসলে (সিটজ বাথ) মলদ্বার ও জরায়ুর ফোঁড়া এবং গ্রন্থির শিথিলতায় উপকার পাওয়া যায়। হাড়ের যে ফাটল বা ভাঙা এখনো জোড়া লাগেনি, তার ওপর এর নির্যাস ঢাললে তা বিশেষ উপকারে আসে।

এটি মাথার ত্বকের খুশকি, সিক্ত ক্ষত এবং ফুসকুড়ি পরিষ্কার করে। এটি চুল পড়া রোধ করে এবং চুল কালো করে। এর পাতা পিষে সামান্য পানি এবং যৎসামান্য জয়তুন বা গোলাপ তেল মিশিয়ে প্রলেপ দিলে তা সিক্ত ক্ষত, বিসর্প (চামড়ার এক প্রকার রোগ), লালচে প্রদাহ, তীব্র ফোলা, আমবাত এবং অর্শরোগে নিরাময় দান করে।

এর বীজ বুক ও ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠার সমস্যায় উপকারী। এটি পাকস্থলীকে সবল করে এবং পরিচ্ছন্নকারী গুণের কারণে এটি বুক বা ফুসফুসের কোনো ক্ষতি করে না। এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, কাশির সাথে উদরাময় বা পেটের অসুখ থাকলে এটি অত্যন্ত কার্যকরী, যা সচরাচর অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এটি মূত্রবর্ধক এবং মূত্রথলির জ্বালাপোড়া, বিষাক্ত মাকড়সা ও বিচ্ছুর দংশনে উপকারী। এর শিকড় বা ডাল দিয়ে দাঁত খোঁচানো (খিলাল) ক্ষতিকর, তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

আর পারস্যের রায়হান, যাকে 'হাবাক' (এক প্রকার তুলসী জাতীয় উদ্ভিদ) বলা হয়; এক মতানুসারে এটি উষ্ণ প্রকৃতির। এর ওপর পানি ছিটিয়ে ঘ্রাণ নিলে তা উষ্ণতাজনিত মাথাব্যথা উপশম করে। এটি শীতলতা আনয়ন করে এবং পরোক্ষভাবে আর্দ্রতা দান করে। অন্য মতে এটি শীতল প্রকৃতির। এটি আর্দ্র নাকি শুষ্ক—এ নিয়ে দুটি মত রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো, এতে চারটি মৌলিক প্রকৃতিরই প্রভাব বিদ্যমান।

وَيَجْلِبُ النَّوْمَ، وَبَزْرُهُ حَابِسٌ لِلْإِسْهَالِ الصَّفْرَاوِيِّ، وَمُسَكِّنٌ لِلْمَغَصِ، مُقَوٍّ لِلْقَلْبِ، نَافِعٌ لِلْأَمْرَاضِ السَّوْدَاوِيَّةِ.

رُمَّانٌ: قال تعالى فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ [1] .

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا: «مَا مِنْ رُمَّانٍ مِنْ رُمَّانِكُمْ هَذَا إِلَّا وَهُوَ مُلَقَّحٌ بِحَبَّةٍ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ» وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ. وَذَكَرَ حرب وَغَيْرُهُ عَنْ علي أَنَّهُ قَالَ: «كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ، فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ» .

حُلْوُ الرُّمَّانِ حَارٌّ رَطْبٌ، جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ، مُقَوٍّ لَهَا بِمَا فِيهِ مِنْ قَبْضٍ لَطِيفٍ، نَافِعٌ لِلْحَلْقِ والصدر والرئة، جيد للسعال، وماؤه ملين للبطن، يغذي الْبَدَنَ غِذَاءً فَاضِلًا يَسِيرًا، سَرِيعُ التَّحَلُّلِ لِرِقَّتِهِ وَلَطَافَتِهِ، وَيُوَلِّدُ حَرَارَةً يَسِيرَةً فِي الْمَعِدَةِ وَرِيحًا، وَلِذَلِكَ يُعِينُ عَلَى الْبَاهِ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْمَحْمُومِينَ، وَلَهُ خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ إِذَا أُكِلَ بِالْخُبْزِ يَمْنَعُهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْمَعِدَةِ.

وَحَامِضُهُ بَارِدٌ يَابِسٌ، قَابِضٌ لَطِيفٌ، يَنْفَعُ الْمَعِدَةَ الْمُلْتَهِبَةَ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الرُّمَّانِ، وَيُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ، ويقطع الإسهال، ويمنع القيء، ويلطف الفضول.

ويطفىء حَرَارَةَ الْكَبِدِ، وَيُقَوِّي الْأَعْضَاءَ، نَافِعٌ مِنَ الْخَفَقَانِ الصَّفْرَاوِيِّ، وَالْآلَامِ الْعَارِضَةِ لِلْقَلْبِ، وَفَمِ الْمَعِدَةِ، وَيُقَوِّي المعدة، ويدفع الفضول عنها، ويطفىء الْمِرَّةَ الصَّفْرَاءَ وَالدَّمَ.

وَإِذَا اسْتُخْرِجَ مَاؤُهُ بِشَحْمِهِ، وَطُبِخَ بِيَسِيرٍ مِنَ الْعَسَلِ حَتَّى يَصِيرَ كَالْمَرْهَمِ، وَاكْتُحِلَ بِهِ، قَطَعَ الصَّفْرَةَ مِنَ الْعَيْنِ، وَنَقَّاهَا مِنَ الرُّطُوبَاتِ الْغَلِيظَةِ، وَإِذَا لُطِّخَ عَلَى اللِّثَةِ، نَفَعَ مِنَ الْأَكَلَةِ الْعَارِضَةِ لَهَا، وَإِنِ اسْتُخْرِجَ مَاؤُهُمَا بِشَحْمِهِمَا أَطْلَقَ الْبَطْنَ وَأَحْدَرَ الرُّطُوبَاتِ الْعَفِنَةَ الْمُرِّيَّةَ وَنَفَعَ مِنْ حُمَّيَاتِ الْغِبِّ الْمُتَطَاوِلَةِ

এটি নিদ্রা আনয়ন করে, এর বীজ পিত্তজনিত ডায়রিয়া রোধ করে, পেটের মোচড় প্রশমন করে, হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে এবং কৃষ্ণপিত্তজনিত (সাওদা) রোগের জন্য উপকারী।

ডালিম: মহান আল্লাহ বলেন, "সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম।" [১] ।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মাওকুফ ও মারফু উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে: "তোমাদের নিকট বিদ্যমান এমন কোনো ডালিম নেই যা জান্নাতের কোনো একটি বীজের মাধ্যমে নিষিক্ত নয়।" তবে মাওকুফ বর্ণনাটিই অধিকতর সঠিক। হারব ও অন্যান্যরা আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

«তোমরা ডালিম এর অভ্যন্তরীণ পাতলা আবরণসহ ভক্ষণ করো, কারণ এটি পাকস্থলীকে পরিশোধিত (দিবাগ) করে» ।

মিষ্টি ডালিম উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির এবং পাকস্থলীর জন্য অত্যন্ত উত্তম। এতে মৃদু সঙ্কোচনকারী গুণ থাকায় এটি পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে। এটি গলা, বুক এবং ফুসফুসের জন্য উপকারী এবং কাশির জন্য বেশ কার্যকর। এর রস পেট নরম করে এবং শরীরকে সামান্য হলেও উৎকৃষ্ট পুষ্টি প্রদান করে। এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হওয়ার কারণে দ্রুত হজম হয় এবং পাকস্থলীতে মৃদু তাপ ও বায়ু উৎপন্ন করে, যার ফলে এটি যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তবে এটি জ্বর আক্রান্ত রোগীদের জন্য উপযুক্ত নয়। এর একটি আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হলো, যদি এটি রুটির সাথে খাওয়া হয়, তবে এটি পাকস্থলীতে রুটির পচন রোধ করে।

টক ডালিম শীতল ও শুষ্ক প্রকৃতির এবং মৃদু সঙ্কোচনকারী। এটি প্রদাহযুক্ত পাকস্থলীর জন্য উপকারী এবং অন্যান্য ডালিমের তুলনায় অধিক মূত্রবর্ধক। এটি পিত্ত প্রশমিত করে, ডায়রিয়া বন্ধ করে, বমি রোধ করে এবং দেহের অপ্রয়োজনীয় বর্জ্যসমূহকে পরিশোধন করে।

এটি কলিজার উত্তাপ নিবারণ করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তিশালী করে এবং পিত্তজনিত হৃদকম্পন, হৃদপিণ্ড ও পাকস্থলীর উপরিভাগের ব্যথায় অত্যন্ত কার্যকর। এটি পাকস্থলীকে সবল করে, বর্জ্য দূর করে এবং পিত্তের প্রকোপ ও রক্তের উত্তেজনা প্রশমিত করে।
ডালিমের রস যদি এর আবরণসহ বের করা হয় এবং সামান্য মধুর সাথে মিশ্রিত করে মলমের মতো ঘন হওয়া পর্যন্ত রান্না করা হয়, অতঃপর তা চোখে সুরমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা চোখের হলদে ভাব দূর করে এবং চোখের ঘন দূষিত আর্দ্রতা পরিষ্কার করে। এটি মাড়িতে প্রলেপ দিলে মাড়ির ক্ষয়জনিত রোগে উপকার পাওয়া যায়। আর যদি উভয় প্রকার ডালিমের রস তাদের আবরণসহ বের করা হয়, তবে তা পেট পরিষ্কার করে, পচা ও তিক্ত দূষিত পদার্থ নির্গত করে দেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী সবিরাম জ্বরের ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল দান করে।

(ص: 238)الطب النبوي لابن القيم

وَأَمَّا الرُّمَّانُ الْمُزُّ، فَمُتَوَسِّطٌ طَبْعًا وَفِعْلًا بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَهَذَا أَمْيَلُ إِلَى لَطَافَةِ الْحَامِضِ قَلِيلًا، وَحَبُّ الرُّمَّانِ مَعَ الْعَسَلِ طِلَاءٌ لِلدَّاحِسِ وَالْقُرُوحِ الْخَبِيثَةِ وَأَقْمَاعُهُ لِلْجِرَاحَاتِ قَالُوا وَمَنِ ابْتَلَعَ ثَلَاثَةً مِنْ جُنْبُذِ «1» الرُّمَّانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَمِنَ مِنَ الرَّمَدِ سَنَتَهُ كُلَّهَا.

حَرْفُ الزَّايِ

زَيْتٌ: قَالَ تَعَالَى: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ «1» .

وَفِي الترمذي وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» «1» .

وَلِلْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» «2» .

الزَّيْتُ حَارٌّ رَطْبٌ فِي الْأُولَى، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ: يَابِسٌ، وَالزَّيْتُ بِحَسَبِ زَيْتُونِهِ، فَالْمُعْتَصَرُ مِنَ النَّضِيجِ أَعْدَلُهُ وَأَجْوَدُهُ، وَمِنَ الْفَجِّ فِيهِ بُرُودَةٌ وَيُبُوسَةٌ، وَمِنَ الزَّيْتُونِ الْأَحْمَرِ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الزَّيْتَيْنِ، وَمِنَ الْأَسْوَدِ يُسَخِّنُ وَيُرَطِّبُ بِاعْتِدَالٍ، وَيَنْفَعُ مِنَ السُّمُومِ، وَيُطْلِقُ الْبَطْنَ، وَيُخْرِجُ الدُّودَ، وَالْعَتِيقُ مِنْهُ أَشَدُّ تَسْخِينًا وَتَحْلِيلًا، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ بِالْمَاءِ، فَهُوَ أَقَلُّ حَرَارَةً، وَأَلْطَفُ وَأَبْلَغُ فِي النَّفْعِ، وَجَمِيعُ أَصْنَافِهِ مُلَيِّنَةٌ للبشرة، وتبطىء الشيب.

وماء الزيتون المالح يمنع من تنقّط حَرْقِ النَّارِ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ، وَوَرَقُهُ يَنْفَعُ مِنَ

---

(1) النحل- 8.

(2) أخرجه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي.

আর টক-মিষ্টি ডালিম স্বভাব ও ক্রিয়া উভয় দিক থেকেই উভয় প্রকারের (মিষ্টি ও টক) মধ্যবর্তী; এটি কিছুটা টক স্বাদের সূক্ষ্মতার দিকে ঝুঁকে থাকে। ডালিমের দানা মধুর সাথে মিশ্রিত করে প্রলেপ দিলে নখের গোড়ার ক্ষত (দাহিস) ও মারাত্মক ঘায়ে উপকার হয় এবং এর বোঁটা বা বৃতি জখমের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তারা বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি বছর ডালিমের তিনটি কুঁড়ি (জুনবুজ) গিলে ফেলবে, সে সারা বছর চোখের রোগ (রমাদ) থেকে নিরাপদ থাকবে।

'যা' বর্ণমালা অধ্যায়

জয়তুনের তেল: মহান আল্লাহ বলেন: “তা প্রজ্জ্বলিত করা হয় বরকতময় জয়তুন বৃক্ষ হতে, যা পূর্বদিকেরও নয় এবং পশ্চিমদিকেরও নয়; এর তেল যেন আলোকিত হওয়ার উপক্রম হয়, যদিও আগুন তাকে স্পর্শ না করে।”

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ-তে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “তোমরা জয়তুনের তেল খাও এবং তা শরীরে মাখো, কারণ এটি বরকতময় বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন।”

বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ-তে ইবনে উমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা জয়তুনের তেলকে তরকারি (সালুন) হিসেবে গ্রহণ করো এবং তা শরীরে মাখো, কেননা এটি বরকতময় বৃক্ষ হতে আগত।"

জয়তুনের তেল প্রথম স্তরে উষ্ণ ও আর্দ্র। যারা একে শুষ্ক বলেছেন তারা ভুল করেছেন। এই তেল জয়তুনের প্রকারভেদে ভিন্ন হয়; সুপক্ক জয়তুন থেকে নিংড়ানো তেল সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। অপক্ক জয়তুন থেকে প্রাপ্ত তেলে শীতলতা ও শুষ্কতা থাকে। লাল জয়তুন থেকে প্রাপ্ত তেল উভয় প্রকারের মধ্যবর্তী। আর কালো জয়তুন থেকে প্রাপ্ত তেল পরিমিতভাবে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা প্রদান করে, যা বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপকারী, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এবং পেটের কৃমি বের করে দেয়। পুরাতন তেল অধিক উষ্ণ ও বিশ্লিষ্ট করার ক্ষমতাসম্পন্ন। যা পানির মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়, তার উষ্ণতা কম, অধিক সূক্ষ্ম এবং বেশি উপকারী। এর সকল প্রকারই ত্বকের জন্য কোমলকারক এবং বার্ধক্যজনিত চুল পাকা রোধে বিলম্ব ঘটায়।

লবণাক্ত জয়তুনের পানি আগুনের পোড়া ক্ষতে ফোস্কা পড়া রোধ করে এবং মাড়ি মজবুত করে। এর পাতা উপকারী...

---

(১) আন-নাহল- ৮।

(২) এটি বর্ণনা করেছেন মালিক, আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী।

(ص: 239)الطب النبوي لابن القيم

الْحُمْرَةِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْقُرُوحِ الْوَسِخَةِ، وَالشِّرَى، وَيَمْنَعُ الْعَرَقَ، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا.

زبد: رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» ، عَنِ ابْنَيْ بسر السُّلَمِيَّيْنِ رضي الله عنهما قَالَا:

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ «1» .

الزُّبْدُ حَارٌّ رَطْبٌ، فِيهِ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، منها الإنضاج والتحليل، ويبرىء الْأَوْرَامَ الَّتِي تَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْأُذُنَيْنِ وَالْحَالِبَيْنِ، وَأَوْرَامَ الْفَمِ، وَسَائِرَ الْأَوْرَامِ الَّتِي تَعْرِضُ فِي أَبْدَانِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِذَا اسْتُعْمِلَ وَحْدَهُ، وَإِذَا لعق منه، نفع من نَفْثِ الدَّمِ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الرِّئَةِ، وَأَنْضَجَ الْأَوْرَامَ الْعَارِضَةَ فِيهَا.

وَهُوَ مُلَيِّنٌ لِلطَّبِيعَةِ وَالْعَصَبِ وَالْأَوْرَامِ الصُّلْبَةِ الْعَارِضَةِ مِنَ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ وَالْبَلْغَمِ، نَافِعٌ مِنَ الْيُبْسِ الْعَارِضِ فِي الْبَدَنِ، وَإِذَا طُلِيَ بِهِ عَلَى مَنَابِتِ أَسْنَانِ الطِّفْلِ، كَانَ مُعِينًا عَلَى نَبَاتِهَا وَطُلُوعِهَا، وَهُوَ نَافِعٌ مِنَ السُّعَالِ الْعَارِضِ مِنَ الْبَرْدِ وَالْيُبْسِ، وَيُذْهِبُ الْقُوبَاءَ وَالْخُشُونَةَ الَّتِي فِي الْبَدَنِ، وَيُلَيِّنُ الطَّبِيعَةَ، وَلَكِنَّهُ يُضْعِفُ شَهْوَةَ الطَّعَامِ، وَيُذْهِبُ بِوَخَامَتِهِ الْحُلْوُ، كَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ، وَفِي جَمْعِهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ التَّمْرِ وَبَيْنَهُ مِنَ الْحِكْمَةِ إِصْلَاحُ كُلٍّ منهما بالآخر.

زبيب: رُوِيَ فِيهِ حَدِيثَانِ لَا يَصِحَّانِ. أَحَدُهُمَا: «نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيبُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ، وَيُذِيبُ الْبَلْغَمَ» . وَالثَّانِي: نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيبُ يُذْهِبُ النَّصَبَ، وَيَشُدُّ الْعَصَبَ، ويطفىء الْغَضَبَ، وَيُصَفِّي اللَّوْنَ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ» . وَهَذَا أَيْضًا لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وبعد: فأجود الزبيب ما كبر جسمه، وَسَمِنَ شَحْمُهُ وَلَحْمُهُ، وَرَقَّ قِشْرُهُ، وَنُزِعَ عَجَمُهُ، وَصَغُرَ حَبُّهُ.

وَجِرْمُ الزَّبِيبِ حَارٌّ رَطْبٌ فِي الْأُولَى، وَحَبُّهُ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَهُوَ كَالْعِنَبِ الْمُتَّخَذِ

---

(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه.

লালচে প্রদাহ (আল-হুমরাহ), ছোট ফোস্কা সদৃশ চর্মরোগ (আন-নামলাহ), দূষিত ক্ষত, আমবাত (আশ-শিরা) নিরাময়ে এটি কার্যকরী এবং এটি অতিরিক্ত ঘাম রোধ করে। এর উপকারিতা যা উল্লেখ করা হয়েছে তার চেয়েও বহুগুণ বেশি।

মাখন: ইমাম আবু দাউদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে বুসর আস-সুলামীর দুই পুত্রের (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেন:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তাঁর সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম। তিনি মাখন ও খেজুর (একসাথে খেতে) পছন্দ করতেন। (১)

মাখন উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির। এতে অনেক উপকারিতা রয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে (ফোড়া) পাকানো এবং (ফুলে যাওয়া) গলিয়ে দেওয়া। এটি কানের পাশে ও কুঁচকির ফোলা, মুখের ফোলা এবং নারী ও শিশুদের শরীরে সৃষ্ট অন্যান্য ফোলা নিরাময় করে যখন তা এককভাবে ব্যবহার করা হয়। আর যদি এটি চেটে খাওয়া হয়, তবে ফুসফুস থেকে নির্গত রক্তের সমস্যায় তা উপকারে আসে এবং ফুসফুসে সৃষ্ট ফোলা পাকিয়ে তা দূর করতে সাহায্য করে।

এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, স্নায়ু শিথিল করে এবং কৃষ্ণ পিত্ত (সাওদা) ও কফজনিত কারণে সৃষ্ট শক্ত ফোলা উপশম করে। শরীরে দেখা দেওয়া শুষ্কতার জন্য এটি উপকারী। শিশুদের দাঁত ওঠার স্থানে এটি মালিশ করলে তা দাঁত দ্রুত ও সহজে গজাতে সাহায্য করে। ঠান্ডা ও শুষ্কতা থেকে সৃষ্ট কাশিতে এটি উপকারী। এটি দাদ এবং শরীরের খসখসে ভাব দূর করে এবং মলত্যাগ সহজ করে। তবে এটি খাওয়ার রুচি কিছুটা কমিয়ে দেয়, যা মধু বা খেজুরের মতো মিষ্টি জিনিসের মাধ্যমে দূর করা যায়। খেজুর ও মাখন একত্রে খাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে প্রজ্ঞা রয়েছে তা হলো, এ দুটির একটির গুণাগুণ অপরটির ক্ষতিকর প্রভাবকে সংশোধন করে দেয়।

কিসমিস: এ বিষয়ে দুটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়। প্রথমটি হলো: "কিসমিস কতই না উত্তম খাবার, যা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে এবং কফ গলিয়ে দেয়।" দ্বিতীয়টি হলো: "কিসমিস কতই না উত্তম খাবার, যা ক্লান্তি দূর করে, স্নায়ু শক্তিশালী করে, ক্রোধ প্রশমিত করে, গায়ের রঙ উজ্জ্বল করে এবং মুখের সুগন্ধ তৈরি করে।" এগুলোর কোনোটিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

সারকথা: সর্বোত্তম কিসমিস হলো যা আকারে বড়, শাঁসালো ও মাংসল, যার খোসা পাতলা এবং যার বীজ ছোট।

কিসমিসের সারবস্তু প্রথম স্তরের উষ্ণ ও আর্দ্র, আর এর বীজ শীতল ও শুষ্ক। এটি মূলত শুকানো আঙুরের মতোই...

(১) এটি আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

مِنْهُ: الْحُلْوُ مِنْهُ حَارٌّ، وَالْحَامِضُ قَابِضٌ بَارِدٌ، وَالْأَبْيَضُ أَشَدُّ قَبْضًا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا أُكِلَ لَحْمُهُ، وَافَقَ قَصَبَةَ الرِّئَةِ، وَنَفَعَ مِنَ السُّعَالِ، وَوَجَعِ الْكُلَى، وَالْمَثَانَةِ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُلَيِّنُ الْبَطْنَ.

وَالْحُلْوُ اللَّحْمِ أَكْثَرُ غِذَاءً مِنَ الْعِنَبِ، وَأَقَلُّ غِذَاءً مِنَ التِّينِ الْيَابِسِ، وَلَهُ قُوَّةٌ مُنْضِجَةٌ هَاضِمَةٌ قَابِضَةٌ مُحَلِّلَةٌ بِاعْتِدَالٍ، وَهُوَ بِالْجُمْلَةِ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ وَالطِّحَالَ، نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ وَالرِّئَةِ وَالْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، وَأَعْدَلُهُ أَنْ يُؤْكَلَ بِغَيْرِ عَجَمِهِ.

وَهُوَ يُغَذِّي غِذَاءً صَالِحًا، وَلَا يُسَدِّدُ كَمَا يَفْعَلُ التَّمْرُ، وَإِذَا أُكِلَ مِنْهُ بِعَجَمِهِ كَانَ أَكْثَرَ نَفْعًا لِلْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَإِذَا لُصِقَ لَحْمُهُ عَلَى الْأَظَافِيرِ الْمُتَحَرِّكَةِ أَسْرَعَ قَلْعَهَا، وَالْحُلْوُ مِنْهُ وَمَا لَا عَجَمَ لَهُ نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الرُّطُوبَاتِ وَالْبَلْغَمِ، وَهُوَ يُخَصِّبُ الْكَبِدَ، وَيَنْفَعُهَا بِخَاصِّيَّتِهِ.

وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْحِفْظِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْفَظَ الْحَدِيثَ، فَلْيَأْكُلِ الزَّبِيبَ. وَكَانَ المنصور يَذْكُرُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: عَجَمُهُ دَاءٌ، وَلَحْمُهُ دَوَاءٌ.

زَنْجَبِيلٌ: قَالَ تَعَالَى: وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا [1] وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَهْدَى مَلِكُ

الرُّومِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَرَّةَ زَنْجَبِيلٍ، فَأَطْعَمَ كُلَّ إِنْسَانٍ قِطْعَةً، وَأَطْعَمَنِي قِطْعَةً.

الزَّنْجَبِيلُ حَارٌّ فِي الثَّانِيَةِ، رَطْبٌ فِي الْأُولَى، مُسْخِنٌ مُعِينٌ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ، مُلَيِّنٌ لِلْبَطْنِ تَلْيِينًا مُعْتَدِلًا، نَافِعٌ مِنْ سُدَدِ الْكَبِدِ الْعَارِضَةِ عَنِ الْبَرْدِ وَالرُّطُوبَةِ، وَمِنْ ظُلْمَةِ الْبَصَرِ الْحَادِثَةِ عَنِ الرُّطُوبَةِ أَكْلًا وَاكْتِحَالًا، مُعِينٌ عَلَى الْجِمَاعِ، وَهُوَ مُحَلِّلٌ لِلرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ الْحَادِثَةِ فِي الْأَمْعَاءِ وَالْمَعِدَةِ.

وبالجملة فهو صالح لحكبد وَالْمَعِدَةِ الْبَارِدَتَيِ الْمِزَاجِ، وَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ مَعَ السُّكَّرِ وَزْنُ دِرْهَمَيْنِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ، أَسْهَلَ فُضُولًا لزجة لعابية، ويقع الْمَعْجُونَاتِ الَّتِي تُحَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَتُذِيبُهُ.

এটির মিষ্টি জাতীয়টি উষ্ণ প্রকৃতির এবং টক জাতীয়টি ধারক (সংকোচনকারী) ও শীতল। সাদা কিসমিস অন্যগুলোর তুলনায় অধিক শক্তিশালী ধারক। যখন এর শাঁস খাওয়া হয়, তখন তা শ্বাসনালীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কাশি, বৃক্কের (কিডনি) ব্যথা ও মূত্রথলির সমস্যায় উপকার দেয়। এটি পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে এবং পেট নরম করে।

মিষ্টি শাঁসযুক্ত কিসমিস আঙুরের তুলনায় অধিক পুষ্টিকর, তবে শুকনো ডুমুরের (তীন) তুলনায় কম পুষ্টিকর। এতে পরিপক্বকারী, হজমকারক, ধারক এবং পরিমিতভাবে দ্রবীভূত করার ক্ষমতা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটি পাকস্থলী, যকৃৎ ও প্লীহাকে শক্তিশালী করে। এটি গলা, বুক, ফুসফুস, বৃক্ক ও মূত্রথলির ব্যথায় উপকারী। এর সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের নিয়ম হলো বীজ ছাড়া খাওয়া।

এটি উত্তম পুষ্টি প্রদান করে এবং খেজুরের মতো (শরীরের নালীতে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যখন এটি বীজসহ খাওয়া হয়, তখন তা পাকস্থলী, যকৃৎ ও প্লীহার জন্য অধিকতর উপকারী হয়। যদি এর শাঁস নড়বড়ে নখের ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা দ্রুত উপড়ে ফেলতে সাহায্য করে। এর মধ্যে যা মিষ্টি এবং যা বীজহীন, তা সজল প্রকৃতি ও কফজনিত সমস্যায় আক্রান্তদের জন্য উপকারী। এটি যকৃৎকে পুষ্ট করে এবং তার বিশেষ গুণাগুণের মাধ্যমে যকৃতের উপকার সাধন করে।

স্মৃতিশক্তির জন্য এটি বিশেষ উপকারী। ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন: "যে ব্যক্তি হাদিস মুখস্থ করতে ভালোবাসে, সে যেন কিসমিস খায়।" খলিফা মনসুর তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করতেন যে: "এর বীজ হলো রোগ আর এর শাঁস হলো ওষুধ।"
আদা: মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে এমন এক পানপাত্র থেকে, যার মিশ্রণ হবে আদা।" [সূরা আদ-দাহর: ১৭]। আবু নুআইম তাঁর 'তিব্বে নববী' গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, রোমের সম্রাট রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এক মটকা আদা উপহার পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেককে এক টুকরো করে খেতে দিলেন এবং আমাকেও এক টুকরো দিলেন।
আদা দ্বিতীয় স্তরের উষ্ণ এবং প্রথম স্তরের সজল প্রকৃতির। এটি শরীরকে উত্তপ্ত করে, খাদ্য হজমে সহায়তা করে এবং মৃদুভাবে পেট নরম করে। এটি শীতলতা ও সজলতার কারণে যকৃতে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা (ব্লকেজ) দূর করতে উপকারী। সজলতার কারণে দৃষ্টিশক্তিতে যে ঝাপসা ভাব তৈরি হয়, আদা খাওয়া বা সুরমা হিসেবে চোখের ওপর ব্যবহারে তা দূর হয়। এটি কামোদ্দীপক এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রে সৃষ্ট জমাটবদ্ধ বায়ু (গ্যাস) নিঃসারক।
সংক্ষেপে, এটি শীতল মেজাজের যকৃৎ ও পাকস্থলীর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। যদি দুই দিরহাম পরিমাণ আদা চিনির সাথে মিশিয়ে গরম পানি দিয়ে সেবন করা হয়, তবে তা আঠালো লালা জাতীয় অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের করে দেয়। এটি এমন সব মাজন বা মিশ্রণ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা কফকে গলিয়ে ফেলে ও দূর করে দেয়।

(ص: 241)الطب النبوي لابن القيم

وَالْمِزِّيُّ مِنْهُ حَارٌّ يَابِسٌ يُهَيِّجُ الْجِمَاعَ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُسَخِّنُ الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ، وَيُعِينُ عَلَى الِاسْتِمْرَاءِ، وَيُنَشِّفُ الْبَلْغَمَ الْغَالِبَ عَلَى الْبَدَنِ، وَيَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، وَيُوَافِقُ بَرْدَ الْكَبِدِ وَالْمَعِدَةِ، وَيُزِيلُ بِلَّتَهَا الْحَادِثَةَ عَنْ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ، وَيُدْفَعُ بِهِ ضَرَرُ الْأَطْعِمَةِ الْغَلِيظَةِ الْبَارِدَةِ.

حَرْفُ السِّينِ

سَنَا: قَدْ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ سَنُّوتٌ أَيْضًا، وَفِيهِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْعَسَلُ.

الثَّانِي: أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء عَلَى السَّمْنِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ حَبٌّ يُشْبِهُ الْكَمُّونَ، وَلَيْسَ بِكَمُّونٍ. الرَّابِعُ: الْكَمُّونُ، الْكَرْمَانِيُّ. الْخَامِسُ: أَنَّهُ الشِّبَتُّ، السَّادِسُ: أَنَّهُ التَّمْرُ. السَّابِعُ: أَنَّهُ الرَّازَيَانُجُ.

سفرجل: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» : مِنْ حَدِيثِ إسماعيل بن محمد الطلحي، عَنْ نقيب بن حاجب، عَنْ أبي سعيد، عَنْ عبد الملك الزبيري، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ لله عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ، فَقَالَ: «دُونَكَهَا يَا طلحة، فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ» «1» .

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَقَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ يُقَلِّبُهَا، فَلَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ، دَحَا بها إليّ ثم قال: «دونكها أباذر، فَإِنَّهَا تَشُدُّ الْقَلْبَ، وَتُطَيِّبُ النَّفْسَ، وَتُذْهِبُ بِطَخَاءِ الصَّدْرِ» .

وَقَدْ رُوِيَ فِي السَّفَرْجَلِ أَحَادِيثُ أُخَرُ، هَذَا أَمْثَلُهَا، وَلَا تَصِحُّ.

وَالسَّفَرْجَلُ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَيَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ طَعْمِهِ، وَكُلُّهُ بَارِدٌ قَابِضٌ، جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ، وَالْحُلْوُ مِنْهُ أَقَلُّ بُرُودَةً وَيُبْسًا، وَأَمْيَلُ إِلَى الِاعْتِدَالِ، وَالْحَامِضُ أَشَدُّ قَبْضًا وَيُبْسًا وَبُرُودَةً، وَكُلُّهُ يُسَكِّنُ الْعَطَشَ وَالْقَيْءَ، وَيُدِرُّ البول، ويعقل الطبع.

---

(1) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة. قال أبو حاتم: حديث منكر.

এর মধ্যে টক-মিষ্টি মিশ্রিত (মিজ্জি) প্রকারটি উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি কামোদ্দীপক, বীর্য বৃদ্ধিকারী এবং পাকস্থলী ও যকৃৎকে উষ্ণ করে। এটি পরিপাকে সহায়তা করে এবং শরীরে বিদ্যমান অতিরিক্ত কফ শুকিয়ে ফেলে। এটি স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে এবং যকৃৎ ও পাকস্থলীর শীতলতার

জন্য উপযোগী। ফল খাওয়ার ফলে সৃষ্ট আর্দ্রতা এটি দূর করে, নিঃশ্বাসকে সুগন্ধিময় করে এবং গুরুপাক ও শীতল খাবারের ক্ষতি প্রতিহত করে।

সীন (س) অক্ষর

সানা (সোনাপাতা): এর বর্ণনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া 'সান্নুত' এর বর্ণনাও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সান্নুত সম্পর্কে সাতটি অভিমত রয়েছে: প্রথমত: এটি মধু।

দ্বিতীয়ত: এটি ঘৃতের পাত্রের তলানি যা ঘৃতের উপর কালো রেখার মতো ফুটে ওঠে। তৃতীয়ত: এটি এমন এক প্রকার বীজ যা জিরার সদৃশ, কিন্তু আসলে জিরা নয়। চতুর্থত: এটি কিরমানি জিরা। পঞ্চমত: এটি শুলফা (ডিল)। ষষ্ঠত: এটি খেজুর। সপ্তমত: এটি মৌরি।

সাফারজাল (কুইন্স ফল): ইবনে মাজাহ তাঁর 'সুনানে' ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ আল-তালহি, তিনি নাকীব ইবনে হাজিব থেকে, তিনি আবু সাঈদ থেকে, তিনি আব্দুল মালিক আল-জুবাইরি থেকে, তিনি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তাঁর হাতে একটি সাফারজাল ছিল। তিনি বললেন: "হে তালহা! এটি নাও, কেননা এটি হৃদয়কে প্রশান্ত করে।"

ইমাম নাসাঈ এটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলাম যখন তিনি একদল সাহাবীর মাঝে ছিলেন। তাঁর হাতে একটি সাফারজাল ছিল যা তিনি ঘুরাচ্ছিলেন। আমি যখন তাঁর কাছে বসলাম, তিনি সেটি আমার দিকে গড়িয়ে দিলেন এবং বললেন: 'হে আবু যর! এটি গ্রহণ করো, কেননা এটি হৃদয়কে শক্তিশালী করে, মনকে প্রফুল্ল করে এবং বক্ষের জড়তা দূর করে'।"

সাফারজাল সম্পর্কে আরও অন্যান্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এটিই সেগুলোর মধ্যে তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য, তবে সেগুলো বিশুদ্ধ (সহিহ) নয়।

সাফারজাল শীতল ও শুষ্ক। এর স্বাদের ভিন্নতার কারণে গুণাগুণেও ভিন্নতা দেখা দেয়। এর সব প্রকারই শীতল ও ধারক (সংকোচনশীল) এবং পাকস্থলীর জন্য উপকারী। এর মিষ্টি জাতীয় ফলটি শীতলতা ও শুষ্কতায় কম এবং ভারসাম্যের কাছাকাছি। আর টক জাতীয় ফলটি অধিক ধারক, শুষ্ক ও শীতল। এর সব প্রকারই তৃষ্ণা ও বমি নিবারণ করে, মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে এবং পেট কষা করে।

(১) ইবনে মাজাহ এটি খাদ্যদ্রব্য অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম বলেন: এটি একটি মুনকার (অস্বীকৃত) হাদিস।

وَيَنْفَعُ مِنْ قُرْحَةِ الْأَمْعَاءِ، وَنَفْثِ الدَّمِ، وَالْهَيْضَةِ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْغَثَيَانِ، وَيَمْنَعُ مِنْ تَصَاعُدِ الْأَبْخِرَةِ إِذَا اسْتُعْمِلَ بَعْدَ الطَّعَامِ، وَحُرَاقَةُ أَغْصَانِهِ وَوَرَقِهِ الْمَغْسُولَةُ كَالتُّوتِيَاءِ فِي فِعْلِهَا.

وَهُوَ قَبْلَ الطَّعَامِ يَقْبِضُ، وَبَعْدَهُ يُلَيِّنُ الطَّبْعَ، وَيُسْرِعُ بِانْحِدَارِ الثُّفْلِ، والإكثار منه مضر بالعصب، مولد للقولنج، ويطفىء الْمِرَّةَ الصَّفْرَاءَ الْمُتَوَلِّدَةَ فِي الْمَعِدَةِ.

وَإِنْ شُوِيَ كَانَ أَقَلَّ لِخُشُونَتِهِ، وَأَخَفَّ، وَإِذَا قُوِّرَ وَسَطُهُ، وَنُزِعَ حَبُّهُ، وَجُعِلَ فِيهِ الْعَسَلُ، وَطُيِّنَ جِرْمُهُ بِالْعَجِينِ، وَأُودِعَ الرَّمَادَ الْحَارَّ، نَفَعَ نَفْعًا حَسَنًا.

وَأَجْوَدُ مَا أُكِلَ مَشْوِيًّا أَوْ مَطْبُوخًا بِالْعَسَلِ، وَحَبُّهُ يَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الْحَلْقِ، وَقَصَبَةِ الرِّئَةِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَدُهْنُهُ يَمْنَعُ الْعَرَقَ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَالْمُرَبَّى مِنْهُ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ، وَيَشُدُّ الْقَلْبَ، وَيُطَيِّبُ النَّفَسَ.

وَمَعْنَى تُجِمُّ الْفُؤَادَ: تُرِيحُهُ. وَقِيلَ: تُفَتِّحُهُ وَتُوَسِّعُهُ، مِنْ جُمَامِ الْمَاءِ، وَهُوَ اتِّسَاعُهُ وَكَثْرَتُهُ، وَالطَّخَاءُ لِلْقَلْبِ مِثْلُ الْغَيْمِ عَلَى السَّمَاءِ. قَالَ أبو عبيد: الطَّخَاءُ ثِقَلٌ وَغَشْيٌ، تَقُولُ: مَا فِي السَّمَاءِ طَخَاءٌ، أَيْ: سَحَابٌ وظلمة..

سواك: فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» «1» .

وَفِيهِمَا: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ «2» .

وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» تَعْلِيقًا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ للفم مرضاة للرب» . «3»

---

(1) أخرجه البخاري في الجمعة، ومسلم في الطهارة.

(2) أخرجه البخاري ومسلم.

(3) أخرجه البخاري تعليقا في الصوم وأحمد والنسائي والدارمي.

এবং এটি আন্ত্রিক ক্ষত, রক্তবমন, ওলাউঠা (কলেরা) এবং বমি বমি ভাব দূর করতে উপকারী। খাবারের পরে এটি ব্যবহার করলে পাকস্থলী থেকে বাষ্পের ঊর্ধ্বগমন রোধ করে। এর ডাল ও পাতার ধৌত ভস্ম এর কার্যকারিতায় তুতিয়ার (জিঙ্ক অক্সাইড বা চোখের অঞ্জন) মতো।
এটি খাবারের আগে গ্রহণ করলে কোষ্ঠকাঠিন্য তৈরি করে, আর খাবারের পরে গ্রহণ করলে প্রকৃতিকে নরম করে এবং মল নিষ্কাশন দ্রুততর করে। এর অত্যধিক ব্যবহার স্নায়ুর জন্য ক্ষতিকর এবং শূলবেদনা (কোলিক) সৃষ্টি করে। এটি পাকস্থলীতে উৎপন্ন পিত্তকে নির্বাপিত করে।
যদি এটি পুড়িয়ে নেওয়া হয় তবে এর রুক্ষতা কমে যায় এবং এটি লঘুপাচ্য হয়। যদি এর মাঝখানটা ছিদ্র করে বীজ বের করে ফেলে সেখানে মধু ভরে দেওয়া হয় এবং বাইরের অংশ আটার কাই দিয়ে প্রলেপ দিয়ে গরম ছাইয়ের ভেতর রেখে প্রস্তুত করা হয়, তবে তা অত্যন্ত চমৎকার উপকার দান করে।
এটি খাওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো পুড়িয়ে নেওয়া বা মধুর সাথে রান্না করা। এর বীজ কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীর রুক্ষতা এবং অনেক রোগের জন্য উপকারী। এর তেল ঘাম হওয়া প্রতিরোধ করে এবং পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে। এর মোরব্বা পাকস্থলী ও কলিজাকে সবল করে, হৃদয়কে সুদৃঢ় করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসকে মনোরম করে।
‘হৃদয়কে প্রশান্ত করা’ (তুকজিমুল ফুয়াদ)-এর অর্থ হলো তাকে আরাম বা বিশ্রাম দেওয়া। বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো তা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করা; যা পানির প্রাচুর্য (জুমামুল মা) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ পানির বিস্তৃতি ও আধিক্য। হৃদয়ের ওপর ‘আচ্ছন্নতা’ (তাখা) আকাশের মেঘের মতো। আবু উবাইদ বলেন: ‘তাখা’ হলো এক প্রকার ভারী ভাব এবং মূর্ছা যাওয়া। যেমন বলা হয়: আকাশে কোনো ‘তাখা’ নেই, অর্থাৎ কোনো মেঘ বা অন্ধকার নেই।

মেসওয়াক: ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম)-এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: “যদি আমি আমার উম্মতের ওপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তবে তাদের প্রতি প্রত্যেক সালাতের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।”

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (ইবাদতের জন্য) উঠতেন, তখন মেসওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ ঘষে পরিষ্কার করতেন।

‘সহীহ বুখারী’তে তালীক হিসেবে (সনদ উল্লেখ ছাড়া) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: “মেসওয়াক হলো মুখের জন্য পবিত্রতা এবং রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম।”

---

(১) বুখারী ‘জুমুআ’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) বুখারী এটি ‘রোযা’ অধ্যায়ে তালীক হিসেবে এবং আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 243)الطب النبوي لابن القيم

وَفِي «صَحِيحِ مسلم» : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، بَدَأَ بِالسِّوَاكِ «1» .

وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ، وَصَحَّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَّهُ اسْتَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِسِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ «2» ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أكثر تعليكم فِي السِّوَاكِ» «3» .

وَأَصْلَحُ مَا اتُّخِذَ السِّوَاكُ مِنْ خَشَبِ الْأَرَاكِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَجَرَةٍ مَجْهُولَةٍ، فَرُبَّمَا كَانَتْ سُمًّا، وَيَنْبَغِي الْقَصْدُ فِي اسْتِعْمَالِهِ، فَإِنْ بَالَغَ فِيهِ، فَرُبَّمَا أَذْهَبَ طَلَاوَةَ الْأَسْنَانِ وَصِقَالَتَهَا، وَهَيَّأَهَا لِقَبُولِ الْأَبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ مِنَ الْمَعِدَةِ وَالْأَوْسَاخِ، وَمَتَى اسْتُعْمِلَ بِاعْتِدَالٍ، جَلَا الْأَسْنَانَ، وَقَوَّى الْعَمُودَ، وَأَطْلَقَ اللِّسَانَ، وَمَنَعَ الْحَفَرَ، وَطَيَّبَ النَّكْهَةَ، وَنَقَّى الدِّمَاغَ، وَشَهَّى الطَّعَامَ.

وَأَجْوَدُ مَا اسْتُعْمِلَ مَبْلُولًا بِمَاءِ الْوَرْدِ، وَمِنْ أَنْفَعِهِ أُصُولُ الْجَوْزِ. قَالَ صَاحِبُ «التَّيْسِيرِ» : زَعَمُوا أَنَّهُ إِذَا اسْتَاكَ بِهِ الْمُسْتَاكُ كُلَّ خَامِسٍ مِنَ الْأَيَّامِ، نَقَّى الرَّأْسَ، وَصَفَّى الْحَوَاسَّ، وَأَحَدَّ الذِّهْنَ.

وَفِي السِّوَاكِ عِدَّةُ مَنَافِعَ: يُطَيِّبُ الْفَمَ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ، وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ، وَيَذْهَبُ بِالْحَفَرِ، وَيُصِحُّ الْمَعِدَةَ، وَيُصَفِّي الصَّوْتَ، وَيُعِينُ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْكَلَامِ، وَيُنَشِّطُ لِلْقِرَاءَةِ، وَالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ، وَيَطْرُدُ النَّوْمَ، وَيُرْضِي الرَّبَّ، وَيُعْجِبُ الْمَلَائِكَةَ، وَيُكْثِرُ الْحَسَنَاتِ.

وَيُسْتَحَبُّ كُلَّ وَقْتٍ، وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ، وَالِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، وَتَغْيِيرِ رَائِحَةِ الْفَمِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُفْطِرِ وَالصَّائِمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ، وَلِحَاجَةِ الصَّائِمِ إِلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَمَرْضَاتُهُ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّوْمِ أَشَدُّ مِنْ طَلَبِهَا فِي الْفِطْرِ، وَلِأَنَّهُ مَطْهَرَةٌ للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله.

---

(1) أخرجه مسلم.

(2) أخرجه البخاري.

(3) أخرجه البخاري في الجمعة.

'সহীহ মুসলিম'-এ বর্ণিত আছে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন মেসওয়াক করার মাধ্যমে শুরু করতেন «১»।

এ বিষয়ে হাদিস অনেক রয়েছে। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর ইন্তেকালের সময় আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরের মেসওয়াক দিয়ে মেসওয়াক করেছিলেন «২»। আরও সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "আমি তোমাদের মেসওয়াক করার ব্যাপারে অত্যধিক তাগিদ দিয়েছি" «৩»।

আরাক কাঠ এবং এর অনুরূপ কাঠ থেকে তৈরি মেসওয়াকই সর্বোত্তম। কোনো অপরিচিত গাছ থেকে মেসওয়াক সংগ্রহ করা উচিত নয়, কারণ সম্ভবত তা বিষাক্ত হতে পারে। মেসওয়াক ব্যবহারে পরিমিতিবোধ থাকা প্রয়োজন; কেননা যদি এতে বাড়াবাড়ি করা হয়, তবে তা দাঁতের

উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা নষ্ট করে দিতে পারে এবং পাকস্থলী থেকে নির্গত বাষ্প ও ময়লা গ্রহণে দাঁতকে সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। আর যখন এটি পরিমিতভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা দাঁতকে উজ্জ্বল করে, দাঁতের মাড়ি মজবুত করে, জিহ্বাকে জড়তামুক্ত করে, দাঁতের ক্ষয় রোধ করে, মুখের সুগন্ধি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্ককে স্বচ্ছ করে এবং রুচি বৃদ্ধি করে।

গোলাপ জলে ভিজিয়ে এটি ব্যবহার করা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। আখরোট গাছের শিকড়ও খুব উপকারী। 'আত-তৈসীর' গ্রন্থের লেখক বলেন: বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ প্রতি পাঁচ দিন অন্তর এর দ্বারা মেসওয়াক করে, তবে তা মাথা পরিষ্কার করে, ইন্দ্রিয়সমূহকে নির্মল করে এবং মেধা তীক্ষ্ণ করে।

মেসওয়াকের বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে: এটি মুখকে সুগন্ধময় করে, মাড়ি মজবুত করে, কফ দূর করে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে, দাঁতের ময়লা ও ক্ষয় দূর করে, পাকস্থলী সুস্থ রাখে, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে, হজমে সহায়তা করে, কথা বলার পথ সহজ ও সাবলীল করে, তিলাওয়াত, জিকির ও সালাতের জন্য উদ্যম সৃষ্টি করে, ঘুম তাড়িয়ে দেয়, মহান প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করায়, ফেরেশতাদের আনন্দিত করে এবং নেকি বৃদ্ধি করে।

এটি সবসময়ই মুস্তাহাব (পছন্দনীয়); তবে সালাত, ওজু, ঘুম থেকে জাগরণ এবং মুখের দুর্গন্ধ পরিবর্তনের সময় এর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাধারণ হাদিসসমূহের ব্যাপকতা এবং রোজাদারের প্রয়োজনে এটি রোজা রাখা ও না রাখা উভয় অবস্থায় সর্বক্ষণ মুস্তাহাব। কেননা এটি মহান প্রভুর সন্তুষ্টির কারণ, আর রোজা অবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা অন্য সময়ের চেয়েও বেশি কাম্য। তাছাড়া এটি মুখ পরিষ্কারক, আর রোজাদারের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা তাঁর সর্বোত্তম আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

---

(১) মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) বুখারী এটি জুমুআর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَفِي «السُّنَنِ» : عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ «1» وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ.

وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أَبْلَغُ مِنَ السِّوَاكِ، وَلَيْسَ لِلَّهِ غَرَضٌ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَلَا هِيَ مِنْ جِنْسِ مَا شُرِعَ التَّعَبُّدُ بِهِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ طِيبُ الْخُلُوفِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَثًّا منه على الصوم. لاحثا عَلَى إِبْقَاءِ الرَّائِحَةِ، بَلِ الصَّائِمُ أَحْوَجُ إِلَى السِّوَاكِ مِنَ الْمُفْطِرِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ رِضْوَانَ اللَّهِ أَكْبَرُ مَنِ اسْتِطَابَتِهِ لِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ مَحَبَّتَهُ لِلسِّوَاكِ أَعْظَمُ مِنْ مَحَبَّتِهِ لِبَقَاءِ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ السِّوَاكَ لَا يَمْنَعُ طِيبَ الْخُلُوفِ الَّذِي يُزِيلُهُ السِّوَاكُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلْ يَأْتِي الصَّائِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ عَلَامَةً عَلَى صِيَامِهِ، وَلَوْ أَزَالَهُ بِالسِّوَاكِ، كَمَا أَنَّ الْجَرِيحَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوْنُ دَمِ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِإِزَالَتِهِ فِي الدُّنْيَا.

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْخُلُوفَ لَا يَزُولُ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّ سَبَبَهُ قَائِمٌ، وَهُوَ خُلُوُّ الْمَعِدَةِ عَنِ الطَّعَامِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ أَثَرُهُ، وَهُوَ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ أُمَّتَهُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ فِي الصِّيَامِ، وَمَا يُكْرَهُ لَهُمْ، وَلَمْ يَجْعَلِ السِّوَاكَ مِنَ الْقِسْمِ الْمَكْرُوهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ حَضَّهُمْ عَلَيْهِ بِأَبْلَغِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ، وَهُمْ يُشَاهِدُونَهُ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مِرَارًا كَثِيرَةً تَفُوتُ الْإِحْصَاءَ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتَدُونَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ: لَا تَسْتَاكُوا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

سَنَدٌ: روى محمد جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ، مِنْ حَدِيثِ صهيب يَرْفَعُهُ:

---

(1) أخرجه أبو داود في الصوم، وأحمد.

এবং ‘সুনান’ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে: আমির ইবনে রাবিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রোজা রাখা অবস্থায় অগণিতবার মিসওয়াক করতে দেখেছি।” «১» ইমাম বুখারী রহ. বলেন: ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: “তিনি দিনের শুরুতে এবং শেষে মিসওয়াক করতেন।”

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, রোজাদার ব্যক্তি ওয়াজিব (আবশ্যক) অথবা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) হিসেবে কুলি (মাদমাদাহ) করবে; অথচ কুলি করার প্রভাব মিসওয়াকের চেয়েও গভীর। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দুর্গন্ধের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য নয় এবং এটি এমন কোনো ইবাদতও নয় যার মাধ্যমে ইবাদত করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মূলত রোজাদারের মুখের গন্ধ (খুলুফ) কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সুগন্ধি হিসেবে গণ্য হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে রোজার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য।

এটি এই দুর্গন্ধকে অবশিষ্ট রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান নয়, বরং রোজা পালনকারী ব্যক্তি রোজা না রাখা ব্যক্তির তুলনায় মিসওয়াকের বেশি মুখাপেক্ষী।

তদুপরি, আল্লাহর সন্তুষ্টি রোজাদারের মুখের গন্ধকে সুগন্ধি হিসেবে বিবেচনা করার চেয়েও অনেক বড় বিষয়।

এছাড়া, মিসওয়াকের প্রতি তাঁর ভালোবাসা রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকার প্রতি ভালোবাসার চেয়ে অধিকতর।

তদুপরি, মিসওয়াক সেই সুগন্ধি ‘খুলুফ’কে (রোজাদারের মুখের গন্ধ) বাধাগ্রস্ত করে না যা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট প্রতিভাত হবে। বরং রোজাদার কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার রোজার নিদর্শন স্বরূপ তার মুখের গন্ধ কস্তুরীর চেয়েও বেশি সুগন্ধিযুক্ত হবে, যদিও সে দুনিয়াতে মিসওয়াকের মাধ্যমে তা দূর করে থাকে। যেমন একজন আহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার জখমের রক্তের রং হবে রক্তের মতো কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর মতো, অথচ দুনিয়াতে তাকে সেই রক্ত পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, মিসওয়াকের মাধ্যমে ‘খুলুফ’ বা মুখের সেই বিশেষ গন্ধ পুরোপুরি দূর হয় না; কারণ এর মূল কারণটি তখনও বিদ্যমান থাকে, আর তা হলো পাকস্থলী খাদ্যশূন্য থাকা।

মিসওয়াকের মাধ্যমে কেবল দাঁত ও মাড়িতে জমে থাকা এর বাহ্যিক প্রভাবটুকু দূর হয়।

এছাড়া, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতকে রোজার ক্ষেত্রে যা কিছু মুস্তাহাব এবং যা কিছু মাকরূহ (অপছন্দনীয়) তা শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি মিসওয়াককে মাকরূহের অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ তিনি জানতেন যে তারা এটি করবে। উপরন্তু তিনি অত্যন্ত ব্যাপক ও সাধারণ শব্দের মাধ্যমে তাদের এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা তাঁকে রোজা রাখা অবস্থায় অগণিতবার মিসওয়াক করতে দেখেছেন এবং তিনিও জানতেন যে তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করবেন। তিনি কোনো দিনই তাঁদের বলেননি যে: "দুপুরের পর তোমরা মিসওয়াক করো না।" আর প্রয়োজনের সময় বিধান বর্ণনা করতে বিলম্ব করা (নবীগণের জন্য) অসম্ভব। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সামন: মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী স্বীয় সনদসহ সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস থেকে মারফূ (রাসূল পর্যন্ত উন্নীত) হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

---

(১) আবু দাউদ 'রোজা' অধ্যায়ে এবং আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 245)الطب النبوي لابن القيم

«عليكم بألبان البقر، فإنّه شِفَاءٌ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ» رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيِّ، حَدَّثَنَا محمد بن موسى النسائي، حَدَّثَنَا دفاع بن دغفل السدوسي، عَنْ عبد الحميد بن صيفي بن صهيب، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَلَا يَثْبُتُ مَا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ «1»

وَالسَّمْنُ حَارٌّ رَطْبٌ فِي الْأُولَى، وَفِيهِ جَلَاءٌ يَسِيرٌ، وَلَطَافَةٌ وَتَفْشِيَةُ الْأَوْرَامِ الْحَادِثَةِ مِنَ الْأَبْدَانِ النَّاعِمَةِ، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الزبد في الإنضلاج وَالتَّلْيِينِ، وَذَكَرَ جَالِينُوسُ: أَنَّهُ أَبْرَأَ بِهِ الْأَوْرَامَ الْحَادِثَةَ فِي الْأُذُنِ، وَفِي الْأَرْنَبَةِ، وَإِذَا دُلِّكَ بِهِ مَوْضِعُ الْأَسْنَانِ، نَبَتَتْ سَرِيعًا، وَإِذَا خُلِطَ مَعَ عَسَلٍ وَلَوْزٍ مُرٍّ، جَلَا مَا فِي الصدور وَالرِّئَةِ، وَالْكَيْمُوسَاتِ الْغَلِيظَةَ اللَّزِجَةَ، إِلَّا أَنَّهُ ضَارٌّ بِالْمَعِدَةِ، سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِزَاجُ صَاحِبِهَا بَلْغَمِيًّا.

وَأَمَّا سَمْنُ الْبَقَرِ وَالْمَعِزِ، فَإِنَّهُ إِذَا شُرِبَ مَعَ الْعَسَلِ نَفَعَ مِنْ شُرْبِ السُّمِّ الْقَاتِلِ، وَمِنْ لَدْغِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمْ يَسْتَشْفِ النَّاسُ بِشَيْءٍ أفضل من السمن.

سمك: رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سننه» : من حديث عبد الله بن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» «2» .

أَصْنَافُ السَّمَكِ كَثِيرَةٌ، وَأَجْوَدُهُ مَا لَذَّ طَعْمُهُ، وَطَابَ رِيحُهُ، وَتَوَسَّطَ مِقْدَارُهُ، وَكَانَ رَقِيقَ الْقِشْرِ، وَلَمْ يَكُنْ صُلْبَ اللَّحْمِ وَلَا يَابِسَهُ، وَكَانَ فِي مَاءٍ عَذْبٍ جَارٍ عَلَى الْحَصْبَاءِ، وَيَغْتَذِي بِالنَّبَاتِ لَا الْأَقْذَارِ، وَأَصْلَحُ أَمَاكِنِهِ مَا كَانَ فِي نَهْرٍ جَيِّدِ الْمَاءِ، وَكَانَ يَأْوِي إِلَى الْأَمَاكِنِ الصَّخْرِيَّةِ، ثُمَّ الرَّمْلِيَّةِ، وَالْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْعَذْبَةِ الَّتِي لَا قَذَرَ فِيهَا، وَلَا حَمْأَةَ الْكَثِيرَةِ الِاضْطِرَابِ وَالتَّمَوُّجِ، الْمَكْشُوفَةِ لِلشَّمْسِ والرياح.

---

(1) وأخرجه الحاكم.

(2) أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني.

“তোমরা গরুর দুধ পান করো, কেননা তা নিরাময় (শিফা), এর ঘি ওষুধ এবং এর গোশত ব্যাধি।” এটি আহমদ ইবনুল হাসান আত-তিরমিজি থেকে বর্ণিত হয়েছে; তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে মুসা আন-নাসায়ি থেকে, তিনি দিফা ইবনে দাগফাল আস-সাদুসি থেকে, তিনি আব্দুল হামিদ ইবনে সাইফি ইবনে সুহাইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে। তবে এই সনদে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রমাণিত নয়। «১»

ঘি প্রথম পর্যায়ে উষ্ণ ও আর্দ্র। এতে সামান্য পরিষ্কারক গুণ রয়েছে এবং এটি সূক্ষ্ম গুণসম্পন্ন। এটি কোমল শরীর থেকে উৎপন্ন হওয়া ফোলা বা টিউমার উপশমে কার্যকর। ঘি মাখনের তুলনায় পরিপক্কতা আনা এবং নরম করার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী। গ্যালেন (জালিনুস) উল্লেখ করেছেন: তিনি এর মাধ্যমে কানে এবং নাকের অগ্রভাগে হওয়া টিউমার নিরাময় করেছেন। যখন এটি দাঁত ওঠার স্থানে মালিশ করা হয়, তখন দাঁত দ্রুত গজায়। যদি এটি মধু এবং তেতো বাদামের সাথে মিশ্রিত করা হয়, তবে তা বুক ও ফুসফুস এবং শরীরের ঘন ও

আঠালো রস (কাইমুস) পরিষ্কার করে; তবে এটি পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর, বিশেষ করে যদি ব্যক্তির মেজাজ শ্লেষ্মাপ্রধান (বলগামি) হয়।

আর গরু ও ছাগলের ঘিয়ের বৈশিষ্ট্য হলো, যদি তা মধুর সাথে পান করা হয়, তবে তা প্রাণঘাতী বিষক্রিয়া এবং সাপ ও বিচ্ছুর দংশনে বিশেষ উপকারী। ইবনে সুন্নির কিতাবে আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: "মানুষ ঘিয়ের চেয়ে উত্তম কোনো কিছু দ্বারা আরোগ্য লাভ করেনি।"

মাছ: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে মাজাহ তাঁর 'সুনান'-এ আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমাদের জন্য দুটি মৃত জীব ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে: মাছ ও পঙ্গপাল এবং কলিজা ও প্লীহা।" «২»।

মাছের প্রকারভেদ অনেক। এর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো সেটি, যার স্বাদ সুস্বাদু, গন্ধ পবিত্র, আকার মাঝারি এবং যার আঁশ পাতলা; যার গোশত খুব বেশি শক্ত বা শুষ্ক নয়। এই মাছ এমন মিষ্টি পানির হওয়া উচিত যা নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত এবং যা ময়লা-আবর্জনার পরিবর্তে জলজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। মাছের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হলো এমন নদী যার পানি স্বচ্ছ এবং যা পাথুরে বা বালুময় তলদেশে বাস করে। এছাড়া এমন প্রবহমান মিষ্টি পানি যা আবর্জনা ও কাদা মুক্ত, প্রচুর তরঙ্গায়িত এবং সূর্য ও বাতাসের সংস্পর্শে উন্মুক্ত, সেখানে বাস করা মাছও উৎকৃষ্ট।

---

(১) আল-হাকেমও এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি আহমদ, ইবনে মাজাহ এবং দারাকুতনি বর্ণনা করেছেন।

وَالسَّمَكُ الْبَحْرِيُّ فَاضِلٌ، مَحْمُودٌ، لَطِيفٌ، وَالطَّرِيُّ مِنْهُ بَارِدٌ رَطْبٌ، عَسِرُ الِانْهِضَامِ، يُوَلِّدُ بَلْغَمًا كَثِيرًا، إِلَّا الْبَحْرِيَّ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ، فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ خَلْطًا مَحْمُودًا، وَهُوَ يُخَصِّبُ الْبَدَنَ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُصْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الْحَارَّةَ.

وَأَمَّا الْمَالِحُ، فَأَجْوَدُهُ مَا كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالتَّمْلِيحِ، وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ، وَكُلَّمَا تَقَادَمَ عَهْدُهُ ازْدَادَ حَرُّهُ وَيُبْسُهُ، وَالسِّلَّوْرُ مِنْهُ كَثِيرُ اللُّزُوجَةِ، وَيُسَمَّى الْجِرِّيَّ، وَالْيَهُودُ لَا تَأْكُلُهُ. وَإِذَا أُكِلَ طَرِيًّا، كَانَ مُلَيِّنًا لِلْبَطْنِ، وَإِذَا مُلِّحَ وَعُتِّقَ وَأُكِلَ، صَفَّى قَصَبَةَ الرِّئَةِ، وَجَوَّدَ الصَّوْتَ، وَإِذَا دُقَّ وَوُضِعَ مِنْ خَارِجٍ، أَخْرَجَ السَّلَى وَالْفُضُولَ مِنْ عُمْقِ الْبَدَنِ مِنْ طَرِيقِ أَنَّ لَهُ قُوَّةً جَاذِبَةً.

وَمَاءُ مِلْحِ الْجِرِّيِّ الْمَالِحِ إِذَا جَلَسَ فِيهِ مَنْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةُ الْأَمْعَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْعِلَّةِ، وَافَقَهُ بِجَذْبِهِ الْمَوَادَّ إِلَى ظَاهِرِ الْبَدَنِ، وَإِذَا احْتُقِنَ بِهِ، أَبْرَأَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا.

وَأَجْوَدُ مَا فِي السَّمَكِ مَا قَرُبَ مِنْ مُؤَخَّرِهَا، وَالطَّرِيُّ السَّمِينُ مِنْهُ يُخَصِّبُ الْبَدَنَ لَحْمُهُ وَوَدَكُهُ. وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَتَيْنَا السَّاحِلَ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهَا: عَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَائْتَدَمْنَا بِوَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أبو عبيدة ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، وَحَمَلَ رَجُلًا عَلَى بَعِيرِهِ، وَنَصَبَهُ، فَمَرَّ تَحْتَهُ «1» .

سلق: رَوَى الترمذي وأبو داود، عَنْ أم المنذر، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ علي رضي الله عنه، وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ وعلي مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَهْ يَا علي فَإِنَّكَ نَاقِهٌ» ، قَالَتْ:

فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا علي فَأَصِبْ مِنْ هَذَا، فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ» . قَالَ الترمذي: حَدِيثٌ حسن غريب.

(1) أخرجه البخاري ومسلم في الصيد والذبائح.

সামুদ্রিক মাছ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, প্রশংসনীয় এবং লঘুপাক। এর মধ্যে তাজা মাছ শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির (বারিদ ও রতব), যা পরিপাক হওয়া কিছুটা কঠিন এবং শরীরে প্রচুর শ্লেষ্মা (বলগম) সৃষ্টি করে। তবে সামুদ্রিক ও এই জাতীয় মাছগুলো শরীরে উত্তম রস (খলত) তৈরি করে। এটি শরীরকে পুষ্ট করে, বীর্য বৃদ্ধি করে এবং উষ্ণ মেজাজের ব্যক্তিদের শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আর নোনা মাছের ক্ষেত্রে, যা সম্প্রতি লবণাক্ত করা হয়েছে তা-ই সর্বোত্তম। এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির; আর এটি যত পুরাতন হয়, এর উষ্ণতা ও শুষ্কতা ততই বৃদ্ধি পায়। 'সিলর' (এক প্রকার ইল মাছ) অত্যন্ত আঠালো প্রকৃতির, একে 'জিররি' মাছও বলা হয় এবং ইহুদিরা এটি খায় না। এই মাছ তাজা অবস্থায় খেলে পেট নরম করে। আর যদি লবণাক্ত ও সংরক্ষিত অবস্থায় খাওয়া হয়, তবে এটি শ্বাসনালী পরিষ্কার করে এবং কণ্ঠস্বরকে সুমধুর করে। এটি পিষে যদি শরীরের বাইরে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে এর আকর্ষণ করার ক্ষমতার কারণে এটি শরীরের গভীর থেকে অমরা (ফুল) ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ বের করে আনে।

লবণাক্ত জিররি মাছের পানির নির্যাস যদি আন্ত্রিক ক্ষতে (আলসার) আক্রান্ত রোগী রোগের শুরুতে ব্যবহার করে, তবে তা দেহের গভীর থেকে দূষিত পদার্থকে উপরিভাগে টেনে আনার মাধ্যমে উপশম দান করে। আর যদি এটি দ্বারা ডুশ (এনিমা) দেওয়া হয়, তবে তা সায়াটিকা (ইরকুন্ নাসা) থেকে মুক্তি দেয়।

মাছের লেজের নিকটবর্তী অংশ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। তাজা ও চর্বিযুক্ত মাছের মাংস এবং চর্বি শরীরকে পুষ্ট করে। 'সাহিহাইন' (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের তিনশ আরোহীর একটি অভিযানে পাঠালেন এবং আমাদের আমির ছিলেন আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাযি.)। আমরা সমুদ্র উপকূলে পৌঁছালে তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন হলাম, এমনকি আমরা গাছের শুকনো পাতা (খাবাত) খেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগলাম। অতঃপর সমুদ্র আমাদের জন্য 'আম্বার' নামক একটি বিশাল মাছ নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধ মাস ধরে তা থেকে আহার করলাম এবং এর চর্বি তরকারি হিসেবে ব্যবহার করলাম, ফলে আমাদের শরীর পূর্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। এরপর আবু উবায়দাহ (রাযি.) মাছটির পাঁজরের একটি হাড় সংগ্রহ করলেন

এবং এক ব্যক্তিকে তার উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে তার নিচ দিয়ে চালিয়ে নিলেন (অর্থাৎ হাড়টি এতই বিশাল ছিল)।
সিলক (বিটপালং): ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ উম্মুল মুনযির (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট আসলেন এবং তাঁর সাথে আলী (রাযি.) ছিলেন। আমাদের কাছে ঝুলন্ত কিছু খেজুরের ছড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে খেতে লাগলেন এবং আলীও (রাযি.) তাঁর সাথে খেতে শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "হে আলী, থামো! তুমি তো সবেমাত্র রোগমুক্ত হয়েছ (নাকিহ)।" উম্মুল মুনযির (রাযি.) বলেন: অতঃপর আমি তাঁদের জন্য সিলক (বিটপালং) ও যব দিয়ে একটি খাবার তৈরি করলাম। তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "হে আলী, তুমি এখান থেকে খাও, কারণ এটি তোমার জন্য অধিক উপযোগী।" ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান ও গরীব।

(১) অত্র হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

السِّلْقُ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الْأُولَى، وَقِيلَ: رَطْبٌ فِيهَا، وَقِيلَ: مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا، وَفِيهِ بُرُودَةٌ مُلَطِّفَةٌ، وَتَحْلِيلٌ. وَتَفْتِيحٌ، وَفِي الْأَسْوَدِ مِنْهُ قَبْضٌ وَنَفْعٌ مِنْ دَاءِ الثَّعْلَبِ، وَالْكَلَفِ، وَالْحَزَازِ، وَالثَّآلِيلِ إِذَا طُلِيَ بِمَائِهِ، وَيَقْتُلُ الْقُمَّلَ، وَيُطْلَى بِهِ الْقُوبَاءُ مَعَ الْعَسَلِ، وَيُفَتِّحُ سُدَدَ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَأَسْوَدُهُ يَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ الْعَدَسِ، وَهُمَا رَدِيئَانِ، وَالْأَبْيَضُ: يُلَيِّنُ مَعَ الْعَدَسِ، وَيُحْقَنُ بِمَائِهِ للإسهال، وينفع من القولنج مَعَ الْمَرِيِّ وَالتَّوَابِلِ، وَهُوَ قَلِيلُ الْغِذَاءِ، رَدِيءُ الْكَيْمُوسِ، يَحْرِقُ الدَّمَ، وَيُصْلِحُهُ الْخَلُّ وَالْخَرْدَلُ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يُوَلِّدُ الْقَبْضَ وَالنَّفْخَ.

حَرْفُ الشِّينِ

شُونِيزٌ: هُوَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الحاء.

شبرم: رَوَى الترمذي، وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِمَا» : مِنْ حَدِيثِ أسماء بنت عميس، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟» قَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ. قَالَ: «حَارٌّ جَارٌّ» «1» .

الشُّبْرُمُ شَجَرٌ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ، كَقَامَةِ الرَّجُلِ وَأَرْجَحُ، لَهُ قضبان حمر ملمعة ببياض، وفي رؤوس قُضْبَانِهِ جُمَّةٌ مِنْ وَرَقٍ، وَلَهُ نَوْرٌ صِغَارٌ أَصْفَرُ إِلَى الْبَيَاضِ، يَسْقُطُ وَيَخْلُفُهُ مَرَاوِدُ صِغَارٌ فِيهَا حَبٌّ صَغِيرٌ مِثْلُ الْبُطْمِ، فِي قَدْرِهِ، أَحْمَرُ اللَّوْنِ، وَلَهَا عُرُوقٌ عَلَيْهَا قُشُورٌ حُمْرٌ، وَالْمُسْتَعْمَلُ مِنْهُ قِشْرُ عُرُوقِهِ، وَلَبَنُ قُضْبَانِهِ.

وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ، وَيُسَهِّلُ السَّوْدَاءَ، وَالْكَيْمُوسَاتِ الْغَلِيظَةَ، وَالْمَاءَ الْأَصْفَرَ، وَالْبَلْغَمَ، مُكْرِبٌ، مُغَثٍّ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يَقْتُلُ، وَيَنْبَغِي إِذَا اسْتُعْمِلَ أَنْ يُنْقَعَ فِي اللَّبَنِ الْحَلِيبِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَيُغَيَّرَ عليه اللَّبَنُ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَيُخْرَجَ، وَيُجَفَّفَ فِي الظِّلِّ، وَيُخْلَطَ مَعَهُ الْوُرُودُ وَالْكَثِيرَاءُ، وَيُشْرَبَ بِمَاءِ الْعَسَلِ، أَوْ عَصِيرِ الْعِنَبِ، وَالشَّرْبَةُ مِنْهُ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ دَوَانِقَ إِلَى دَانِقَيْنِ على حسب

---

(1) أخرجه الترمذي في الطب، وابن ماجة.

বিট পালং (সিলক) প্রথম পর্যায়ে উষ্ণ ও শুষ্ক। কেউ কেউ বলেছেন: এটি প্রথম পর্যায়ে আর্দ্র। আবার বলা হয়েছে: এটি উভয় গুণের সংমিশ্রণ। এতে কোমল শীতলতা, বিশ্লিষ্টকরণ এবং উন্মুক্তকরণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কালো বর্ণের বিট পালং মলরোধক এবং এটি টাকরোগ (দাউস সা'লাব), মেছতা (কালাফ), খুশকি ও আঁচিলের ক্ষেত্রে উপকারী যখন এর নির্যাস দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। এটি উঁকুন ধ্বংস করে। মধুর সাথে মিশিয়ে এটি দাদ (কুবাআ) নিরাময়ে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি যকৃৎ ও প্লীহার প্রতিবন্ধকতা দূর করে। কালো বিট পালং পেট কষে দেয় (কোষ্ঠকাঠিন্য তৈরি করে), বিশেষ করে মসুর ডালের সাথে খেলে; আর এই উভয়টিই স্বাস্থ্যের জন্য মন্দ। অন্যদিকে সাদা বিট পালং মসুর ডালের সাথে খেলে পেট নরম করে।

উদরাময় বা ডায়রিয়ার জন্য এর নির্যাস এনিমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি মোরি (এক প্রকার বিশেষ খাদ্য উপাদান) ও মশলার সাথে কোলন ব্যথার (কূলঞ্জ) জন্য উপকারী। এতে পুষ্টিগুণ কম, এটি নিকৃষ্ট মানের পরিপাক রস (কায়মুস) তৈরি করে এবং রক্ত পুড়িয়ে দেয়। সিরকা ও সরিষা এর ক্ষতিকর প্রভাব সংশোধন করে। এর আধিক্য কোষ্ঠকাঠিন্য ও বায়ু সৃষ্টি করে।

শীন (ش) বর্ণ

শুনীজ: এটি হলো কালোজিরা (হাব্বাতুস সাওদা), যার আলোচনা ইতিপূর্বে 'হা' (ح) বর্ণের অধীনে অতিক্রান্ত হয়েছে।

শুবরুম: ইমাম তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ তাঁদের 'সুনান' গ্রন্থে আসমা বিনতে উমাইস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা রেচক (পেট পরিষ্কারকারক) হিসেবে কী ব্যবহার করো?" তিনি বললেন: শুবরুম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অনিষ্টকর।" শুবরুম হলো একটি ছোট-বড় ঝোপঝাড় সদৃশ গাছ, যা একজন মানুষের উচ্চতার সমান বা তার চেয়ে বেশি হয়। এর ডালগুলো লালচে এবং তাতে সাদা ছোপ থাকে। ডালের অগ্রভাগে পাতার গুচ্ছ থাকে। এতে সাদাটে-হলুদ ছোট ফুল ফোটে, যা ঝরে যাওয়ার পর সেখানে ছোট ছোট ফল হয় যার ভেতরে বুতুমের (এক প্রকার ছোট ফল) ন্যায় লাল বর্ণের ছোট বীজ থাকে। এর শিকড়ে লাল রঙের ছাল থাকে। এর শিকড়ের ছাল এবং ডালের কষ বা নির্যাস ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এটি চতুর্থ পর্যায়ে উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা), ঘন পরিপাক রস, পীত জল ও কফ নির্গত করে দেয়। এটি উদ্বেগ ও বমি বমি ভাব সৃষ্টি করে এবং এর অত্যধিক ব্যবহার মৃত্যু ঘটাতে পারে। এটি ব্যবহারের সঠিক নিয়ম হলো—প্রথমে এটি কাঁচা দুধে এক দিন ও এক রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং দিনে দুই বা তিনবার দুধ পরিবর্তন করতে হবে। এরপর তা বের করে ছায়ায় শুকাতে হবে। অতঃপর এর সাথে গোলাপ ফুল ও কাসীরা (এক প্রকার ভেষজ আঠা) মিশ্রিত করে মধুর পানি বা আঙুরের রসের সাথে পান করতে হবে। এর মাত্রা হলো শারীরিক অবস্থাভেদে দুই থেকে চার দানিক (ওজন বিশেষ) পর্যন্ত।

---

(১) ইমাম তিরমিযী চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যায়ে এবং ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

الْقُوَّةِ، قَالَ حنين: أَمَّا لَبَنُ الشُّبْرُمِ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَلَا أَرَى شُرْبَهُ الْبَتَّةَ، فَقَدْ قَتَلَ بِهِ أَطِبَّاءُ الطُّرُقَاتِ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ.

شعير: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عائشة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ الْوَعْكُ، أَمَرَ بِالْحِسَاءِ مِنَ الشَّعِيرِ، فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ ويسرو فؤاد السّقيم كما تسرو إِحْدَا كُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا» «1» . وَمَعْنَى يَرْتُوهُ: يَشُدُّهُ وَيُقَوِّيهِ وَيَسْرُو: يَكْشِفُ، وَيُزِيلُ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَاءُ الشَّعِيرِ الْمَغْلِيِّ، وَهُوَ أَكْثَرُ غِذَاءً مِنْ سَوِيقِهِ، وَهُوَ نَافِعٌ لِلسُّعَالِ، وَخُشُونَةِ الْحَلْقِ، صَالِحٌ لِقَمْعِ حِدَّةِ الْفُضُولِ، مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، جَلَاءٌ لِمَا فِي الْمَعِدَةِ، قَاطِعٌ لِلْعَطَشِ، مطفىء لِلْحَرَارَةِ، وَفِيهِ قُوَّةٌ يَجْلُو بِهَا وَيُلَطِّفُ وَيُحَلِّلُ.

وَصِفَتُهُ: أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الشَّعِيرِ الْجَيِّدِ الْمَرْضُوضِ مِقْدَارٌ، وَمِنَ الْمَاءِ الصَّافِي الْعَذْبِ خَمْسَةُ أَمْثَالِهِ، وَيُلْقَى فِي قِدْرٍ نَظِيفٍ، وَيُطْبَخُ بِنَارٍ مُعْتَدِلَةٍ إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ خُمُسَاهُ، وَيُصَفَّى، وَيُسْتَعْمَلَ منه مقدار الحاجة محلّا.

شواء: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ضِيَافَةِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لِأَضْيَافِهِ: فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ «2» وَالْحَنِيذُ: الْمَشْوِيُّ عَلَى الرَّضْفِ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ.

وَفِي الترمذي: عَنْ أم سلمة رضي الله عنها، أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَنْبًا مَشْوِيًّا، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ الترمذي: حديث صحيح «3» .

---

(1) أخرجه ابن ماجة والترمذي في الطب، وأحمد.

(2) سورة هود: 69.

(3) أخرجه الترمذي في الأطعمة، وأحمد.

শক্তি। হুনাইন বলেন: শুপরুমের (এক প্রকার গাছ) দুধের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই এবং আমি এটি পান করা মোটেও সমীচীন মনে করি না; কেননা সাধারণ হাতুড়ে ডাক্তাররা এর মাধ্যমে অনেক মানুষকে মেরে ফেলেছে।

যব: ইবনে মাজাহ আয়িশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি যবের পাতলা সুপ (হিসা) তৈরির নির্দেশ দিতেন। এরপর তা প্রস্তুত করা হলে তিনি তাদের তা পান করতে বলতেন এবং বলতেন: "নিশ্চয়ই এটি শোকার্তের হৃদয়কে শক্তি জোগায় এবং অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয়ের কষ্ট দূর করে, ঠিক যেমন তোমরা পানি দিয়ে মুখমণ্ডলের ময়লা পরিষ্কার করো।" 'ইয়ারতুহু' (Yartuhu) শব্দের অর্থ হলো—সেটিকে মজবুত ও শক্তিশালী করা, আর 'ইয়াসরু' (Yasru) অর্থ হলো—উন্মুক্ত করা ও দূর করা।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি মূলত সিদ্ধ করা যবের পানি। এটি যবের ছাতুর তুলনায় অধিক পুষ্টিকর। এটি কাশি এবং গলার খসখসে ভাব দূর করতে উপকারী, শরীরের অতিরিক্ত ক্ষতিকারক উপাদান দমনে কার্যকর, প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক, পাকস্থলী পরিষ্কারকারী, তৃষ্ণা নিবারক এবং শরীরের উত্তাপ প্রশমনকারী। এর মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যা পরিষ্কার করে, নমনীয় করে এবং বিগলিত করে।

এর প্রস্তুতপ্রণালী: নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্নত মানের আধ-ভাঙা যব নিতে হবে এবং তার সাথে পাঁচ গুণ পরিমাণ স্বচ্ছ মিঠা পানি মিশিয়ে একটি পরিষ্কার পাত্রে রেখে মৃদু তাপে রান্না করতে হবে, যতক্ষণ না তার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ অবশিষ্ট থাকে। এরপর তা ছেঁকে নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী মিষ্টান্ন মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

ভাজা মাংস: আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধু ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর মেহমানদারির বিবরণে ইরশাদ করেন: "অতঃপর তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে আসলেন।" 'হানিজ' (Hanidh) হলো উত্তপ্ত পাথরের ওপর ভাজা মাংস।

তিরমিজিতে উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে পাজরের ভাজা মাংস পেশ করলেন। তিনি তা থেকে আহার করলেন, অতঃপর নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নতুন করে অজু করলেন না। ইমাম তিরমিজি বলেন: এটি একটি সহিহ হাদিস।

(১) ইবনে মাজাহ, তিরমিজি (চিকিৎসা অধ্যায়) এবং আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) সূরা হুদ: ৬৯।

(৩) তিরমিজি (খাদ্য অধ্যায়) এবং আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

وَفِيهِ أَيْضًا: عَنْ عبد الله بن الحارث قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ «1» . وَفِيهِ أَيْضًا: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذات لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، قَالَ: فَجَاءَ بلال يُؤْذِنُ لِلصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ: «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ» » .

أَنْفَعُ الشِّوَاءِ شِوَاءُ الضَّأْنِ الْحَوْلِيِّ، ثُمَّ الْعِجْلِ اللَّطِيفِ السَّمِينِ، وَهُوَ حَارٌّ رَطْبٌ إِلَى الْيُبُوسَةِ، كَثِيرُ التَّوْلِيدِ لِلسَّوْدَاءِ، وَهُوَ مِنْ أَغْذِيَةِ الْأَقْوِيَاءِ وَالْأَصِحَّاءِ وَالْمُرْتَاضِينَ، وَالْمَطْبُوخُ أَنْفَعُ وَأَخَفُّ عَلَى الْمَعِدَةِ، وَأَرْطَبُ مِنْهُ، وَمِنَ الْمُطَجَّنِ.

وَأَرْدَؤُهُ الْمَشْوِيُّ فِي الشَّمْسِ، وَالْمَشْوِيُّ عَلَى الْجَمْرِ خَيْرٌ مِنَ الْمَشْوِيِّ بِاللَّهَبِ، وَهُوَ الْحَنِيذُ.

شَحْمٌ: ثَبَتَ فِي «الْمُسْنَدِ» : عَنْ أنس، أَنَّ يَهُودِيًّا أَضَافَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدَّمَ لَهُ خُبْزَ شَعِيرٍ وَإِهَالَةً سَنِخَةً «3» . وَالْإِهَالَةُ: الشَّحْمُ الْمُذَابُ، وَالْأَلْيَةُ. وَالسَّنِخَةُ: الْمُتَغَيِّرَةُ.

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا «4» .

أَجْوَدُ الشَّحْمِ مَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ مُكْتَمِلٍ، وَهُوَ حَارٌّ رَطْبٌ، وَهُوَ أَقَلُّ رُطُوبَةً مِنَ السَّمْنِ، وَلِهَذَا لَوْ أُذِيبَ الشَّحْمُ وَالسَّمْنُ كَانَ الشَّحْمُ أَسْرَعَ جُمُودًا، وَهُوَ يَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الْحَلْقِ، ويرخي ويعفن، ويدفع ضرره بالليمون المملوح.

---

(1) أخرجه أحمد.

(2) أخرجه أحمد وأبو داود.

(3) أخرجه أحمد، وأخرجه البخاري والترمذي.

(4) أخرجه البخاري ومسلم في الجهاد.

এবং এতে আরও বর্ণিত হয়েছে: আবদুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মসজিদে ঝলসানো মাংস খেয়েছি «১» । এতে আরও বর্ণিত হয়েছে: মুগিরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এক রাতে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেহমান হলাম। তিনি পাজরের মাংস প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন এবং তা ঝলসানো হলো। এরপর তিনি একটি ছুরি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার জন্য মাংস কাটতে লাগলেন। তিনি বলেন: এমতাবস্থায় বেলাল নামাজের আজান দিতে আসলেন। তখন তিনি ছুরিটি রেখে দিলেন এবং বললেন: «তার কী হয়েছে! তার হাত ধূলিধূসরিত হোক» ।

সবচেয়ে উপকারী ঝলসানো মাংস হলো এক বছর বয়সী ভেড়ার মাংস, তারপর হৃষ্টপুষ্ট ও কচি বাছুরের মাংস। এটি উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির, তবে কিছুটা শুষ্কতার দিকে ঝোঁক রাখে। এটি প্রচুর পরিমাণে সাওদা (কৃষ্ণ পিত্ত) উৎপন্ন করে। এটি শক্তিশালী, সুস্থ এবং শরীরচর্চাকারীদের জন্য একটি আদর্শ খাদ্য। তবে রান্না করা মাংস পাকস্থলীর জন্য অধিক উপকারী ও হালকা এবং এটি ঝলসানো বা কড়াইয়ে ভাজা মাংসের চেয়ে অধিক আর্দ্র।

আর এর মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো রোদে শুকিয়ে ঝলসানো মাংস। আগুনের শিখার চেয়ে জ্বলন্ত কয়লার উত্তাপে ঝলসানো মাংস উত্তম, যাকে 'হানিজ' বলা হয়।

চর্বি: মুসনাদে সাব্যস্ত হয়েছে: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন ইহুদি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাওয়াত দিল। সে তাঁর সামনে যবের রুটি এবং

দুর্গন্ধযুক্ত গলিত চর্বি (ইহালাহ) পেশ করল «৩» । 'ইহালাহ' হলো গলানো চর্বি এবং ভেড়ার লেজের চর্বি।
আর 'সানিখাহ' অর্থ হলো যার স্বাদ বা ঘ্রাণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।
সহীহ গ্রন্থে সাব্যস্ত হয়েছে: আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: খয়বরের যুদ্ধের দিন একটি চর্বির থলি (ওপর থেকে) ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। আমি তা আঁকড়ে ধরলাম এবং বললাম: আল্লাহর কসম! আজ আমি এখান থেকে কাউকে কিছুই দেব না। তারপর আমি ফিরে তাকালাম এবং দেখলাম আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসছেন এবং তিনি কিছুই বললেন না «৪» ।
সর্বোত্তম চর্বি হলো পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর চর্বি। এটি উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির এবং এর আর্দ্রতা ঘি-এর তুলনায় কম। এ কারণেই চর্বি ও ঘি উভয়ই গলানো হলে চর্বি দ্রুত জমাট বেঁধে যায়। এটি গলার কর্কশতা নিরাময়ে উপকারী, মাংসপেশি শিথিল করে এবং এটি দ্রুত পচনশীল। লবণাক্ত লেবুর মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব দূর করা যায়।

---

(১) আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) আহমদ ও আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন।
(৪) বুখারী ও মুসলিম জিহাদ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَالزَّنْجَبِيلِ، وَشَحْمُ الْمَعِزِ أَقْبَضُ الشُّحُومِ، وَشَحْمُ التُّيُوسِ أَشَدُّ تَحْلِيلًا، وَيَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَمْعَاءِ، وَشَحْمُ الْعَنْزِ أَقْوَى فِي ذَلِكَ، وَيُحْتَقَنُ بِهِ لِلسَّحَجِ والزّحير.

حَرْفُ الصَّادِ

صَلَاةٌ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ «1» ، وقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ «2» .

وَقَالَ تَعَالَى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى «3» .

وَفِي «السُّنَنِ» : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ «4» .

وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الِاسْتِشْفَاءِ بِالصَّلَاةِ مِنْ عَامَّةِ الْأَوْجَاعِ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهَا.

وَالصَّلَاةُ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ، حَافِظَةٌ لِلصِّحَّةِ، دَافِعَةٌ لِلْأَذَى، مَطْرَدَةٌ لِلْأَدْوَاءِ، مُقَوِّيَةٌ لِلْقَلْبِ، مُبَيِّضَةٌ لِلْوَجْهِ، مُفْرِحَةٌ لِلنَّفْسِ، مُذْهِبَةٌ لِلْكَسَلِ، مُنَشِّطَةٌ لِلْجَوَارِحِ، مُمِدَّةٌ لِلْقُوَى، شَارِحَةٌ لِلصَّدْرِ، مُغَذِّيَةٌ لِلرُّوحِ، مُنَوِّرَةٌ لِلْقَلْبِ، حَافِظَةٌ لِلنِّعْمَةِ، دَافِعَةٌ لِلنِّقْمَةِ، جَالِبَةٌ لِلْبَرَكَةِ، مُبْعِدَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ مُقَرِّبَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَلَهَا تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي حِفْظِ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ، وَقُوَاهُمَا، وَدَفْعِ الْمَوَادِّ الرَّدِيئَةِ عَنْهُمَا، وَمَا ابْتُلِيَ رَجُلَانِ بِعَاهَةٍ أَوْ دَاءٍ أَوْ مِحْنَةٍ أَوْ بَلِيَّةٍ إِلَّا كَانَ حَظُّ الْمُصَلِّي مِنْهُمَا أَقَلَّ، وَعَاقِبَتُهُ أَسْلَمَ.

وَلِلصَّلَاةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي دَفْعِ شُرُورِ الدُّنْيَا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا أُعْطِيَتْ حَقَّهَا مِنَ التَّكْمِيلِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَمَا اسْتُدْفِعَتْ شُرُورُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا اسْتُجْلِبَتْ

---

(1) البقرة- 45.

(2) البقرة- 153.

(3) طه- 132.

(4) حديث صحيح.

...এবং আদা (যানজাবিল)। বকরির চর্বি সকল চর্বির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সঙ্কোচনকারী (কাবিদ), আর খাসি বা পাঠার চর্বি সবচেয়ে বেশি বিশ্লেষণধর্মী (তাহলিলকারী)। এটি অন্ত্রের

ক্ষতের জন্য উপকারী; এ ক্ষেত্রে স্ত্রী-ছাগলের চর্বি অধিক কার্যকরী। এটি অন্ত্রের ছিলে যাওয়া (সাহাজ) এবং আমাশয় বা কোঁথানির (যাহির) জন্য ডুশ (এনিমা) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাদ বর্ণ

সালাত (নামাজ): মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। বিনয়ী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যদের জন্য এটি অবশ্যই কঠিন।" (১), এবং তিনি আরও বলেছেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (২)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "তুমি তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দান করি। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।" (৩)।

‘সুনান’ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখনই সালাতের প্রতি ধাবিত হতেন। (৪)।

সালাতের মাধ্যমে সাধারণ ব্যথা-বেদনা স্থায়ী রূপ ধারণ করার পূর্বেই তা থেকে আরোগ্য লাভের কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

সালাত রিযিক আকর্ষণকারী, স্বাস্থ্য রক্ষাকারী, কষ্টদায়ক বস্তু দূরকারী, রোগব্যাধি বিতাড়নকারী, অন্তরকে শক্তিশালীকারী, চেহারা উজ্জ্বলকারী, মনে প্রফুল্লতা দানকারী, অলসতা দূরকারী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সজীবকারী, শক্তি বৃদ্ধিকারী, বক্ষ প্রশস্তকারী, আত্মার খোরাক জোগদানকারী, অন্তরকে আলোকিতকারী, নেয়ামত হিফাজতকারী, আজাব প্রতিরোধকারী, বরকত আনয়নকারী, শয়তানকে দূরকারী এবং রহমান (আল্লাহ)-র নৈকট্য দানকারী।

সারকথা হলো: দেহ ও হৃদয়ের স্বাস্থ্য এবং তাদের শক্তি রক্ষায় এবং তাদের থেকে ক্ষতিকারক উপাদানগুলো দূরীকরণে সালাতের এক বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে। যখনই দুইজন ব্যক্তি কোনো শারীরিক ত্রুটি, রোগ, পরীক্ষা বা বিপদে পতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যে সালাত আদায়কারী, তার বিপদ বা কষ্টের অংশ অবশ্যই কম হয়েছে এবং তার পরিণাম হয়েছে অধিকতর নিরাপদ। দুনিয়ার যাবতীয় অনিষ্ট দূরীকরণে সালাতের এক বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে, বিশেষ করে যখন একে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পূর্ণতা প্রদানের মাধ্যমে এর হক আদায় করে সম্পন্ন করা হয়। কেননা দুনিয়া ও আখিরাতের অনিষ্টসমূহ প্রতিহত করা এবং এর কল্যাণ অর্জন করার ক্ষেত্রে...

(১) সূরা আল-বাকারাহ- ৪৫।

(২) সূরা আল-বাকারাহ- ১৫৩।

(৩) সূরা ত্বহা- ১৩২।

(৪) এটি একটি সহিহ হাদিস।

مَصَالِحُهُمَا بِمِثْلِ الصَّلَاةِ. وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ صِلَةٌ بِاللَّهِ عز وجل، وَعَلَى قَدْرِ صِلَةِ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ عز وجل تُفْتَحُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ أَبْوَابُهَا، وَتُقْطَعُ عَنْهُ مِنَ الشُّرُورِ أَسْبَابُهَا، وَتُفِيضُ عَلَيْهِ مَوَادُّ التَّوْفِيقِ مِنْ رَبِّهِ عز وجل، وَالْعَافِيَةُ وَالصِّحَّةُ، وَالْغَنِيمَةُ وَالْغِنَى، وَالرَّاحَةُ وَالنَّعِيمُ، وَالْأَفْرَاحُ وَالْمَسَرَّاتُ، كُلُّهَا مُحْضَرَةٌ لَدَيْهِ، وَمُسَارِعَةٌ إِلَيْهِ.

صبر: «الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ» «1» ، فَإِنَّهُ مَاهِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ صَبْرٍ وَشُكْرٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْإِيمَانُ نِصْفَانِ: نِصْفٌ صَبْرٌ، وَنِصْفٌ شُكْرٌ، قَالَ تَعَالَى:

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ «2» .

وَالصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: صَبْرٌ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا يُضَيِّعُهَا، وَصَبْرٌ عَنْ مَحَارِمِهِ، فَلَا يَرْتَكِبُهَا وَصَبْرٌ عَلَى أَقْضِيَتِهِ وَأَقْدَارِهِ، فَلَا يَتَسَخَّطُهَا، وَمَنِ اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الثَّلَاثَ، اسْتَكْمَلَ الصَّبْرَ، وَلَذَّةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَنَعِيمَهَا، وَالْفَوْزُ وَالظَّفَرُ فِيهِمَا، لَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَى جِسْرِ الصَّبْرِ، كَمَا لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى الصِّرَاطِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: خَيْرُ عَيْشٍ أَدْرَكْنَاهُ بِالصَّبْرِ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْعَالَمِ، رَأَيْتَهَا كُلَّهَا مَنُوطَةً بِالصَّبْرِ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ النُّقْصَانَ الَّذِي يُذَمُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ، رَأَيْتَهُ كُلَّهُ مِنْ عَدَمِ الصَّبْرِ، فَالشَّجَاعَةُ وَالْعِفَّةُ، وَالْجُودُ وَالْإِيثَارُ كُلُّهُ صَبْرُ سَاعَةٍ.

فَالصَّبْرُ طِلَّسْمٌ عَلَى كَنْزِ الْعُلَى ... مَنْ حَلَّ ذَا الطِّلَّسْمَ فَازَ بِكَنْزِهِ

وَأَكْثَرُ أَسْقَامِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ، إِنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ عَدَمِ الصَّبْرِ، فَمَا حُفِظَتْ صِحَّةُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ بِمِثْلِ الصَّبْرِ، فَهُوَ الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ، وَالتِّرْيَاقُ الْأَعْظَمُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا مَعِيَّةُ اللَّهِ مَعَ أَهْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصابرين ومحبته لهم، فإن الله

---

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية، والخطيب في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان.

(2) ابراهيم- 50.

তাদের (উভয় জগতের) কল্যাণ সাধিত হওয়ার ক্ষেত্রে নামাযের ন্যায় অন্য কিছু নেই। এর রহস্য হলো, নামায মহান আল্লাহর সাথে একটি নিবিড় সংযোগ (সিলাহ)। আল্লাহর সাথে বান্দার এই সংযোগের গভীরতা অনুযায়ী তার জন্য কল্যাণের দ্বারসমূহ উন্মোচিত হয় এবং অমঙ্গলের কারণসমূহ ছিন্ন হয়। তার প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে তাওফিক (ঐশী সহায়তা), নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, সচ্ছলতা, প্রাচুর্য, প্রশান্তি, নেয়ামত এবং আনন্দ ও উল্লাস—সবই বর্ষিত হয়। এসবই তার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তার দিকে ধাবিত হয়।

ধৈর্য: "ধৈর্য ঈমানের অর্ধাংশ।" (১) এটি মূলত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত একটি সত্তা। যেমন কোনো কোনো পূর্বসূরি (সালাফ) বলেছেন: ঈমান দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ ধৈর্য এবং অন্য ভাগ কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।" (২)।

ঈমানে ধৈর্যের স্থান দেহের মস্তকের ন্যায়। ধৈর্য তিন প্রকার: আল্লাহর ফরজ বিধান পালনে ধৈর্য ধরা যাতে তা বিনষ্ট না হয়; তাঁর হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে ধৈর্য ধরা যাতে তাতে লিপ্ত না হতে হয়; এবং তাঁর নির্ধারিত ফয়সালা ও তকদিরের ওপর ধৈর্য ধরা যাতে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ না পায়। যে ব্যক্তি এই তিন স্তরে পূর্ণতা অর্জন করল, সে ধৈর্যকে পূর্ণ করল। আর দুনিয়া ও আখেরাতের স্বাদ, নেয়ামত এবং এ দুই জগতের সফলতা ও বিজয় ধৈর্যের সেতু অতিক্রম করা ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়, যেমন পুলসিরাত পার হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "আমরা ধৈর্যের মাধ্যমেই আমাদের সর্বোত্তম জীবন লাভ করেছি।" আপনি যদি জগতের সকল অর্জিত পূর্ণতার

স্তরের দিকে লক্ষ করেন, তবে দেখবেন যে তা ধৈর্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর যদি সেই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তা করেন যার কারণে মানুষ নিন্দিত হয় এবং যা তার নিয়ন্ত্রণের অধীন, তবে দেখবেন তার মূলে রয়েছে ধৈর্যের অভাব। বীরত্ব, চারিত্রিক পবিত্রতা, উদারতা এবং পরার্থপরতা—এগুলো মূলত একটি মুহূর্তের ধৈর্যেরই বহিঃপ্রকাশ।

ধৈর্য হলো সুউচ্চ মর্যাদার ধনাগারের এক তিলসম (রহস্যময় চাবিকাঠি) ... যে ব্যক্তি এই তিলসম খুলতে পারে, সেই তার গুপ্তধন লাভে সফল হয়।

দেহ ও মনের অধিকাংশ রোগ মূলত ধৈর্যের অভাবেই সৃষ্টি হয়। ধৈর্য অপেক্ষা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা কলব (অন্তর), শরীর ও আত্মার সুস্থতা এমনভাবে সংরক্ষিত হয় না। এটিই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ পার্থক্যকারী এবং মহৌষধ (তিরয়াক)। এতে যদি ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য (মাইয়্যাত) ছাড়া আর কোনো ফায়দা নাও থাকত, তবে সেটিই যথেষ্ট ছিল। কারণ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন এবং তাদের ভালোবাসেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ—

---

(১) আবু নুয়াইম আল-হিলইয়া গ্রন্থে, খতিব তাঁর তারিখে এবং বায়হাকি শুআবুল ঈমান গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইবরাহিম- ৫।

(ص: 252)الطب النبوي لابن القيم

يحب الصابرين، ونصره لأهله، فإن النصرع الصَّبْرِ، وَإِنَّهُ خَيْرٌ لِأَهْلِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ «1» . وإنه سبب الفلاح: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «2» .

صبر: رَوَى أبو داود فِي كِتَابِ «الْمَرَاسِيلِ» مِنْ حَدِيثِ قيس بن رافع القيسي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَاذَا فِي الْأَمَرَّيْنِ مِنَ الشِّفَاءِ؟ الصَّبِرُ وَالثُّفَّاءُ» «3» . وَفِي «السُّنَنِ» لأبي داود: مِنْ حَدِيثِ أم سلمة، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أبو سلمة، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبِرًا، فَقَالَ: «مَاذَا يَا أم سلمة؟» فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: «إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ» وَنَهَى عَنْهُ بِالنَّهَارِ «4» .

الصَّبِرُ كَثِيرُ الْمَنَافِعِ، لَا سِيَّمَا الْهِنْدِيُّ مِنْهُ، يُنَقِّي الْفُضُولَ الصَّفْرَاوِيَّةَ الَّتِي فِي الدِّمَاغِ وَأَعْصَابِ الْبَصَرِ، وَإِذَا طُلِيَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالصُّدْغِ بِدُهْنِ الْوَرْدِ، نَفَعَ مِنَ الصُّدَاعِ، وَيَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَنْفِ وَالْفَمِ، وَيُسَهِّلُ السَّوْدَاءَ وَالْمَالِيخُولِيَا.

وَالصَّبِرُ الْفَارِسِيُّ يُذَكِّي الْعَقْلَ، وَيُمِدُّ الْفُؤَادَ، وَيُنَقِّي الْفُضُولَ الصَّفْرَاوِيَّةَ وَالْبَلْغَمِيَّةَ مِنَ الْمَعِدَةِ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ مِلْعَقَتَانِ بِمَاءٍ، وَيَرُدُّ الشَّهْوَةَ الْبَاطِلَةَ وَالْفَاسِدَةَ، وَإِذَا شُرِبَ فِي الْبَرْدِ، خِيفَ أَنْ يُسْهِلَ دَمًا.

صوم: الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ أَدْوَاءِ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، مَنَافِعُهُ تَفُوتُ الْإِحْصَاءَ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَإِذَابَةِ الْفَضَلَاتِ، وَحَبْسِ النَّفْسِ عَنْ تَنَاوُلِ مُؤْذِيَاتِهَا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ بِاعْتِدَالٍ وَقَصْدٍ فِي أَفْضَلِ أَوْقَاتِهِ شَرْعًا، وَحَاجَةُ الْبَدَنِ إليه طبعا.

---

(1) النحل- 126.

(2) آل عمران- 200.

(3) رواه أبو داود في المراسيل.

(4) أخرجه أبو داود والنسائي في الطلاق.

তিনি ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন এবং তাঁর সাহায্য তাদের জন্য; কেননা সাহায্য ধৈর্যের সাথেই আসে, আর এটি এর অধিকারীদের জন্য কল্যাণকর। "আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটিই হবে অতি উত্তম" (১)। এবং এটি সফলতার কারণ: "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, আর সীমানা রক্ষায় অবিচল থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো" (২)।

ঘৃতকুমারী (সবির): আবু দাউদ তাঁর 'আল-মারাসিল' গ্রন্থে কায়েস ইবনে রাফে আল-কাইসির বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"এই দুই তিক্ত জিনিসের মধ্যে কী নিরাময় রয়েছে? ঘৃতকুমারী এবং থুফফা (হালিফ)।" (৩)। এবং আবু দাউদের 'সুনান'-এ উম্মে সালামার বর্ণনা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আবু সালামা যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে আসলেন। আমি তখন আমার চেহারায় ঘৃতকুমারীর প্রলেপ লাগিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "উম্মে সালামা, এটি কী?" আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, এটি কেবল ঘৃতকুমারী, এতে কোনো সুগন্ধি নেই।" তিনি বললেন: "এটি চেহারার রঙ উজ্জ্বল করে, তাই এটি কেবল রাতে ব্যবহার করো।" আর তিনি দিনে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (৪)। ঘৃতকুমারীর অনেক উপকারিতা রয়েছে, বিশেষ করে ভারতীয় ঘৃতকুমারী। এটি মস্তিষ্ক এবং চোখের স্নায়ুর পিত্তজনিত (সাফরা) দূষিত পদার্থ পরিষ্কার করে। যদি এটি গোলাপ তেলের সাথে মিশিয়ে কপালে এবং রগদ্বয়ে মালিশ করা হয়, তবে তা মাথাব্যথা নিরাময়ে কার্যকর। এটি নাক ও মুখের ঘায়ের জন্য উপকারী এবং এটি কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) ও মানসিক বিষণ্নতা (ম্যালানকোলিয়া) দূর করতে সাহায্য করে।

পারস্যদেশীয় ঘৃতকুমারী বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ণ করে, হৃদযন্ত্রকে শক্তি যোগায় এবং পানির সাথে দুই চামচ পরিমাণ পান করলে পাকস্থলী থেকে পিত্তজনিত ও শ্লেষ্মাজাত দূষিত পদার্থ পরিষ্কার করে। এটি বিকৃত ও অস্বাস্থ্যকর ক্ষুধা দূর করে। তবে শীতকালে এটি পান করলে রক্তক্ষরণের আশঙ্কা থাকে।

রোজা (সওম): রোজা হলো আত্মা, কলব এবং শরীরের রোগসমূহের জন্য একটি ঢাল। এর উপকারিতা গণনার অতীত। স্বাস্থ্য রক্ষা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন এবং কুপ্রবৃত্তিকে ক্ষতিকর বিষয় গ্রহণ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এর বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে; বিশেষ করে যদি তা পরিমিতভাবে এবং শরিয়তসম্মত সর্বোত্তম সময়ে এবং শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুযায়ী পালন করা হয়।

---

(১) আন-নাহল- ১২৬।

(২) আল-ইমরান- ২০০।

(৩) আবু দাউদ এটি আল-মারাসিল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(৪) আবু দাউদ এবং নাসায়ী এটি তালাক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

ثُمَّ إِنَّ فِيهِ مِنْ إِرَاحَةِ الْقُوَى وَالْأَعْضَاءِ مَا يَحْفَظُ عَلَيْهَا قُوَاهَا، وَفِيهِ خَاصِّيَّةٌ تَقْتَضِي إِيثَارَهُ، وَهِيَ تَفْرِيحُهُ لِلْقَلْبِ عَاجِلًا وَآجِلًا، وَهُوَ أَنْفَعُ شَيْءٍ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَالرَّطْبَةِ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ صِحَّتِهِمْ.

وَهُوَ يَدْخُلُ فِي الأدوية الروحانية والطبيعية، وإذا رعى الصَّائِمُ فِيهِ مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ طَبْعًا وَشَرْعًا، عَظُمَ انْتِفَاعُ قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ بِهِ، وَحَبَسَ عَنْهُ الْمَوَادَّ الْغَرِيبَةَ الْفَاسِدَةَ الَّتِي هُوَ مُسْتَعِدٌّ لَهَا، وَأَزَالَ الْمَوَادَّ الرَّدِيئَةَ الْحَاصِلَةَ بِحَسَبِ كَمَالِهِ وَنُقْصَانِهِ، وَيَحْفَظُ الصَّائِمَ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْهُ، وَيُعِينُهُ عَلَى قِيَامِهِ بِمَقْصُودِ الصَّوْمِ وَسِرِّهِ وَعِلَّتِهِ الْغَائِيَّةِ، فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ أَمْرٌ آخَرُ وَرَاءَ تَرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَبِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اخْتَصَّ مِنْ بَيْنِ الْأَعْمَالِ بِأَنَّهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، وَلَمَّا كَانَ وِقَايَةً وَجُنَّةً بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ مَا يُؤْذِي قَلْبَهُ وَبَدَنَهُ عَاجِلًا وَآجِلًا، قَالَ اللَّهُ تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 183] ، فَأَحَدُ مَقْصُودَيِ الصِّيَامِ الْجُنَّةُ وَالْوِقَايَةُ، وَهِيَ حِمْيَةٌ عَظِيمَةُ النَّفْعِ، وَالْمَقْصُودُ الْآخَرُ: اجْتِمَاعُ الْقَلْبِ وَالْهَمِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَتَوْفِيرُ قُوَى النَّفْسِ عَلَى محبته وَطَاعَتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي بَعْضِ أَسْرَارِ الصَّوْمِ عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فيه.

حَرْفُ الضَّادِ

ضَبٌّ: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْهُ لَمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. وَأَكَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَى مَائِدَتِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ» .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:

«لَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» [1] .

তাছাড়া এতে শারীরিক শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন বিশ্রাম রয়েছে যা তাদের সক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এতে এমন এক বিশেষ গুণ রয়েছে যা একে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি রাখে, আর তা হলো এটি ইহকাল ও পরকালে অন্তরকে প্রফুল্ল করে। এটি শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির (মিজাজ) ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

এটি আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক উভয় প্রকার ঔষধের অন্তর্ভুক্ত। রোজা পালনকারী যদি এতে স্বভাবগত ও শরয়ি বিধিবিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করে, তবে তার অন্তর ও দেহের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। এটি দেহ থেকে সেই সকল বহিরাগত ও দূষিত উপাদান প্রতিরোধ করে যা দেহে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকে এবং রোজার পূর্ণতা ও ঘাটতি অনুযায়ী বিদ্যমান ক্ষতিকর উপাদানসমূহ দূর করে। রোজা পালনকারীকে এটি এমন সব বিষয় থেকে রক্ষা করে যা থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন এবং রোজার মূল উদ্দেশ্য, রহস্য ও পরম লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। কেননা, কেবল পানাহার বর্জন করাই রোজার উদ্দেশ্য নয়, বরং এর পেছনে ভিন্ন এক মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর এই উদ্দেশ্যের কারণেই সকল আমলের মধ্য থেকে একে মহান আল্লাহর জন্য খাস করা হয়েছে। যেহেতু এটি বান্দা এবং তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি সাধনকারী বিষয়সমূহের মধ্যে একটি ঢাল ও সুরক্ষা স্বরূপ, তাই মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া (পরহেজগারি) অবলম্বন করতে পারো’ [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৩]। সুতরাং রোজার দুটি উদ্দেশ্যের একটি হলো সুরক্ষা ও ঢাল হওয়া, যা অত্যন্ত উপকারী একটি প্রতিষেধক। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো—অন্তর ও মনোযোগকে মহান আল্লাহর অভিমুখী করা এবং নফসের সকল শক্তিকে তাঁর মহব্বত ও আনুগত্যে নিয়োজিত করা। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রোজার আদর্শ আলোচনার সময় ইতিপূর্বে এর কিছু রহস্য বর্ণিত হয়েছে।

'দাদ' (Dad) বর্ণ

দাব (এক প্রকার মরু-গিরগিটি): ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম)-এ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যখন এটি পেশ করা হলো এবং তিনি তা ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: এটি কি হারাম? তিনি বললেন: ‘না, তবে এটি আমার কওমের ভূমিতে ছিল না, তাই আমি এতে অরুচি বোধ করছি।’ তাঁর সামনে এবং তাঁর দস্তরখানে এটি খাওয়া হয়েছে অথচ তিনি তা দেখছিলেন।
এবং ‘সহীহাইন’-এ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:
‘আমি একে হালালও করছি না, আবার হারামও করছি না।’ [১] ।

(ص: 254)الطب النبوي لابن القيم

وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ، يُقَوِّي شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، وَإِذَا دُقَّ، وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ الشَّوْكَةِ اجْتَذَبَهَا.
ضِفْدَعٌ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: الضِّفْدَعُ لَا يَحِلُّ فِي الدَّوَاءِ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا، يُرِيدُ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ فِي «مُسْنَدِهِ» مِنْ حَدِيثِ عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه، أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا
قَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ: مَنْ أَكَلَ مِنْ دَمِ الضِّفْدَعِ أَوْ جِرْمِهِ، وَرِمَ بَدَنُهُ، وَكَمَدَ لَوْنُهُ، وَقَذَفَ الْمَنِيَّ حَتَّى يَمُوتَ، وَلِذَلِكَ تَرَكَ الْأَطِبَّاءُ اسْتِعْمَالَهُ خَوْفًا مِنْ ضَرَرِهِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: مَائِيَّةٌ وَتُرَابِيَّةٌ، والترابية يقتل أكلها.

حَرْفُ الطَّاءِ
طِيبٌ: ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» .

وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ التَّطَيُّبَ، وَتَشْتَدُّ عَلَيْهِ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ، وَتَشُقُّ عَلَيْهِ، وَالطِّيبُ غِذَاءُ الرُّوحِ الَّتِي هِيَ مَطِيَّةُ الْقُوَى تَتَضَاعَفُ وَتَزِيدُ بِالطِّيبِ، كَمَا تَزِيدُ بِالْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، وَالدَّعَةِ وَالسُّرُورِ، وَمُعَاشَرَةِ الْأَحِبَّةِ، وَحُدُوثِ الْأُمُورِ الْمَحْبُوبَةِ، وَغَيْبَةِ مَنْ تَسُرُّ غَيْبَتُهُ، وَيَثْقُلُ عَلَى الرُّوحِ مُشَاهَدَتُهُ، كَالثُّقَلَاءِ وَالْبُغَضَاءِ، فَإِنَّ مُعَاشَرَتَهُمْ تُوهِنُ الْقُوَى، وَتَجْلِبُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، وَهِيَ لِلرُّوحِ بِمَنْزِلَةِ الْحُمَّى لِلْبَدَنِ، وَبِمَنْزِلَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَلِهَذَا كَانَ مِمَّا حَبَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الصَّحَابَةَ بِنَهْيِهِمْ عَنِ التَّخَلُّقِ بِهَذَا الْخُلُقِ فِي مُعَاشَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِتَأَذِّيهِ بِذَلِكَ، فَقَالَ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ «1» .

---

(1) الأحزاب- 53.

এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির, এটি যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে এবং যখন এটি চূর্ণ করা হয় এবং কাঁটা ফোটার স্থানে রাখা হয়, তখন এটি তা টেনে বের করে আনে।

ব্যাঙ: ইমাম আহমদ (রহ.) বলেছেন: ঔষধ হিসেবে ব্যাঙ ব্যবহার করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি সেই হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যা তিনি তাঁর 'মুসনাদে' (হাদীস সংকলনে) উসমান বিন আবদুর রহমান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একজন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে ঔষধের উপাদান হিসেবে ব্যাঙের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি তাকে তা হত্যা করতে নিষেধ করেন।

'আল-কানুন' (চিকিৎসাবিজ্ঞান গ্রন্থ) এর লেখক বলেছেন: যে ব্যক্তি ব্যাঙের রক্ত বা এর দেহ ভক্ষণ করবে, তার শরীর ফুলে যাবে, গায়ের রং বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং সে অবিরত বীর্যপাত করতে থাকবে যতক্ষণ না সে মারা যায়। এ কারণেই চিকিৎসকরা এর ক্ষতির আশঙ্কায় এর ব্যবহার পরিত্যাগ করেছেন। এটি দুই প্রকার: জলজ ও স্থলজ। আর স্থলজ ব্যাঙ ভক্ষণ করা প্রাণঘাতী।

ত্ব (ط) বর্ণ

সুগন্ধি: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটি প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: "তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে: নারী ও সুগন্ধি, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতের (নামাযের) মধ্যে।"

আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তিনি দুর্গন্ধকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন এবং এতে তাঁর কষ্ট হতো। সুগন্ধি হলো আত্মার খাদ্য, যা দৈহিক শক্তির বাহন; সুগন্ধি দ্বারা এই শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, ঠিক যেমন খাবার, পানীয়, বিশ্রাম, আনন্দ, প্রিয়জনদের সান্নিধ্য, কাঙ্ক্ষিত বিষয়াদির প্রাপ্তি এবং এমন ব্যক্তিদের অনুপস্থিতির মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় যাদের দেখলে আত্মা ভারাক্রান্ত হয়—যেমন বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় ব্যক্তিরা। কারণ তাদের সাথে মেলামেশা শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং চিন্তা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। আত্মার জন্য তারা শরীরের জ্বরের মতো এবং দুর্গন্ধের ন্যায়। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাহাবীগণকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে এ জাতীয় আচরণ থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে তাঁদের সংশোধন করেছেন, কারণ তিনি এতে কষ্ট পেতেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যখন তোমাদের দাওয়াত দেওয়া হবে তখন তোমরা প্রবেশ করবে, আর যখন তোমাদের আহার শেষ হবে তখন তোমরা চলে যাবে; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। নিশ্চয়ই তোমাদের এই আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি তোমাদের কাছে লজ্জা পান। আর আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা পান না।" (১)।

---

(১) আল-আহযাব- ৫৩।

(ص: 255)الطب النبوي لابن القيم

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الطِّيبَ كَانَ مِنْ أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَلَهُ تَأْثِيرٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَدَفْعِ كَثِيرٍ مِنَ الْآلَامِ، وَأَسْبَابِهَا بِسَبَبِ قُوَّةِ الطَّبِيعَةِ بِهِ.

طين: وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ مِثْلِ حَدِيثِ «مَنْ أَكَلَ الطِّينَ، فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ» وَمِثْلِ حَدِيثِ: «يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَأْكُلِي الطِّينَ فَإِنَّهُ يَعْصِمُ الْبَطْنَ، وَيُصَفِّرُ اللَّوْنَ، وَيُذْهِبُ بَهَاءَ الْوَجْهِ» .

وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي الطِّينِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أَنَّهُ رَدِيءٌ مُؤْذٍ، يَسُدُّ مَجَارِيَ الْعُرُوقِ، وَهُوَ بَارِدٌ يَابِسٌ، قَوِيُّ التَّجْفِيفِ، وَيَمْنَعُ اسْتِطْلَاقَ الْبَطْنِ، وَيُوجِبُ نَفْثَ الدَّمِ وَقُرُوحَ الْفَمِ.

طلح: قال تعالى: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ «1» ، قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ: هُوَ الْمَوْزُ.

وَالْمَنْضُودُ: هُوَ الَّذِي قَدْ نُضِّدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، كَالْمُشْطِ. وَقِيلَ: الطَّلْحُ: الشَّجَرُ ذُو الشَّوْكِ، نُضِّدَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ، فَثَمَرُهُ قَدْ نُضِّدَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، فَهُوَ مِثْلُ الْمَوْزِ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ، وَيَكُونُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْزِ مِنَ السَّلَفِ أَرَادَ التَّمْثِيلَ لَا التَّخْصِيصَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهُوَ حَارٌّ رَطْبٌ، أَجْوَدُهُ النَّضِيجُ الْحُلْوُ، يَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الصَّدْرِ وَالرِّئَةِ وَالسُّعَالِ، وَقُرُوحِ الْكُلْيَتَيْنِ، وَالْمَثَانَةِ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ لِلْجِمَاعِ، وَيُلَيِّنُ الْبَطْنَ، وَيُؤْكَلُ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَيَضُرُّ الْمَعِدَةَ، وَيَزِيدُ فِي الصَّفْرَاءِ وَالْبَلْغَمِ، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بالسكر أو العسل.

طلع: قَالَ تَعَالَى: وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ «2» . وقال تعالى: وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ «3» .

---

(1) الواقعة- 29.

(2) ق- 10.

(3) الشعراء- 148.

উদ্দেশ্য হলো, সুগন্ধি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অত্যন্ত প্রিয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং বিভিন্ন ব্যথা ও ব্যথার কারণসমূহ দূর করতে এর বিশেষ প্রভাব রয়েছে; কারণ এটি মানুষের শারীরিক প্রকৃতিকে (তবিয়ত) শক্তিশালী করে।

মাটি: এ সম্পর্কে কিছু জাল (মওজু) হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যার একটিও সহিহ বা নির্ভরযোগ্য নয়। যেমন: "যে ব্যক্তি মাটি ভক্ষণ করল, সে মূলত নিজের আত্মহত্যার কাজে সহায়তা করল।" এবং "হে হুমাইরা! তুমি মাটি খেয়ো না; কেননা এটি পেটকে শক্ত করে দেয়, গায়ের রঙকে ফ্যাকাশে করে দেয় এবং চেহারার লাবণ্য নষ্ট করে ফেলে।"

মাটি সংক্রান্ত প্রতিটি হাদিসই ভিত্তিহীন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই। তবে এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর একটি বস্তু, যা রক্ত চলাচলের শিরা-উপশিরাগুলোকে রুদ্ধ করে দেয়। এটি শীতল ও শুষ্ক প্রকৃতির এবং প্রচণ্ড শুষ্কতা সৃষ্টিকারী। এটি পেটের স্বাভাবিক নির্গমন (মলত্যাগ) বাধাগ্রস্ত করে এবং রক্তবমন ও মুখের ক্ষতের কারণ হয়ে থাকে।

তাল্হ (কলা গাছ বা কাঁটাময় বৃক্ষ): আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "এবং কাঁদিভরা কলা গাছ (বা তাল্হ)।" অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে কলা গাছকে বোঝানো হয়েছে। 'মানদুদ' (সাজানো) অর্থ হলো—যা চিরুনির মতো একের ওপর এক সুসজ্জিত থাকে। কেউ কেউ বলেন, 'তাল্হ' হলো এমন এক ধরণের কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ, যার প্রতিটি কাঁটার স্থলে একটি করে ফল সুসজ্জিতভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং এর ফলগুলো একটির সাথে আরেকটি নিবিড়ভাবে লেগে থাকে; যা অনেকটা কলার মতো। এই মতটিই অধিকতর সঠিক। পূর্বসূরিগণ (সালাফ) কলা শব্দটির উল্লেখ উদাহরণ হিসেবে করেছেন, নির্দিষ্ট করার জন্য নয়। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ। এটি উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির। সুপক্ক ও মিষ্টি কলা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এটি বক্ষ ও ফুসফুসের রুক্ষতা, কাশি এবং বৃক্ক (কিডনি) ও মূত্রথলির ক্ষতে উপকারি। এটি মূত্রবর্ধক, বীর্য বৃদ্ধিকারী, যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকারী এবং পেট নরম রাখে। এটি আহারের পূর্বে ভক্ষণ করা উচিত। তবে এটি পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এবং পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি করে। চিনি বা মধুর মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব দূর করা সম্ভব।

তাল্উ (খেজুরের মঞ্জরি): আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "এবং সুদীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ, যাতে রয়েছে সুবিন্যস্ত মোচা (বা মঞ্জরি)।" তিনি আরও ইরশাদ করেন: "এবং খেজুর গাছ, যার মোচাগুলো সুকোমল।"

(১) সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ২৯।

(২) সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১০।

(৩) সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ১৪৮।

طَلْعُ النَّخْلِ: مَا يَبْدُو مِنْ ثَمَرَتِهِ فِي أَوَّلِ ظُهُورِهِ، وَقِشْرُهُ يُسَمَّى الْكُفْرَى، وَالنَّضِيدُ: الْمَنْضُودُ الَّذِي قَدْ نُضِّدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ: نَضِيدٌ مَا دَامَ فِي كُفُرَّاهُ، فَإِذَا انْفَتَحَ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ.

وَأَمَّا الْهَضِيمُ: فَهُوَ الْمُنْضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، فَهُوَ كَالنَّضِيدِ أَيْضًا، وذلك يكون قبل تشقّق لكفري عَنْهُ.

وَالطَّلْعُ نَوْعَانِ: ذَكَرٌ وَأُنْثَى، وَالتَّلْقِيحُ هُوَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذَّكَرِ، وَهُوَ مِثْلُ دَقِيقِ الْحِنْطَةِ، فَيُجْعَلَ فِي الْأُنْثَى، وَهُوَ التَّأْبِيرُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اللِّقَاحِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَقَدْ رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» : عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَخْلٍ، فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأُنْثَى، قَالَ: «مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا» ، فَبَلَغَهُمْ، فَتَرَكُوهُ، فَلَمْ يَصْلُحْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ، فَإِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا، فَاصْنَعُوهُ، فَإِنَّمَا أَنَا بشر مثلكم، وإنّ الظنّ يخطىء وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ عَنِ اللَّهِ عز وجل. فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ» «1» انْتَهَى.

طَلْعُ النَّخْلِ يَنْفَعُ مِنَ الْبَاهِ، وَيَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ، وَدَقِيقُ طَلْعِهِ إِذَا تَحَمَّلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْجِمَاعِ أَعَانَ عَلَى الْحَبَلِ إِعَانَةً بَالِغَةً، وَهُوَ فِي الْبُرُودَةِ وَالْيُبُوسَةِ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيُجَفِّفُهَا، وَيُسَكِّنُ ثَائِرَةَ الدَّمِ مَعَ غِلَظَةٍ وَبُطْءِ هَضْمٍ.

وَلَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا أَصْحَابُ الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْجَوَارِشَاتِ الْحَارَّةِ، وَهُوَ يُعْقِلُ الطَّبْعَ، وَيُقَوِّي الْأَحْشَاءَ، وَالْجُمَّارُ يَجْرِي مَجْرَاهُ، وَكَذَلِكَ الْبَلَحُ، وَالْبُسْرُ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يَضُرُّ بِالْمَعِدَةِ وَالصَّدْرِ، وَرُبَّمَا أَوْرَثَ الْقُولَنْجَ، وَإِصْلَاحُهُ بِالسَّمْنِ، أو بما تقدم ذكره.

(1) أخرجه مسلم في الفضائل.

খেজুরের মোচা (তালউন্ নাখল): এটি হলো এর ফলের সেই অংশ যা এর বিকাশের শুরুতে প্রকাশিত হয়। এর আবরণকে 'কুফুর্রা' বলা হয়। 'নাদীদ' হলো স্তরীভূত অংশ, যার এক অংশ অন্য অংশের ওপর নিবিড়ভাবে সাজানো থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি এর আবরণের ভেতরে থাকে ততক্ষণ একে 'নাদীদ' বলা হয়; যখন এটি উন্মুক্ত হয়ে যায় তখন আর একে 'নাদীদ' বলা হয় না।

আর 'হাদ্বীম' হলো এমন কিছু যা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। এটিও 'নাদীদ'-এর অনুরূপ এবং তা আবরণ বিদীর্ণ হওয়ার আগে এ অবস্থায় থাকে।

মোচা দুই প্রকার: পুরুষ ও স্ত্রী। পরাগায়ন হলো পুরুষ মোচা থেকে রেণু গ্রহণ করা—যা গমের আটার মতো—এবং তা স্ত্রী মোচায় স্থাপন করা। একেই 'তাবীর' বলা হয়, যা মূলত পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের পর্যায়ভুক্ত। ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন—

তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি দেখলেন কিছু লোক পরাগায়ন করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “এরা কী করছে?” তারা বলল: তারা পুরুষ মোচা থেকে রেণু নিয়ে স্ত্রী মোচায় স্থাপন করছে। তিনি বললেন: “আমার মনে হয় না এটি কোনো উপকারে আসবে।” এ সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছালে তারা তা বর্জন করল, ফলে ফলন ভালো হলো না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “তা কেবল একটি ধারণা ছিল। যদি এটি ফলপ্রসূ হয় তবে তোমরা তা করো। আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র। আর ধারণা কখনও ভুল হয়, আবার কখনও সঠিক হয়। তবে আমি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের যা বলি, সে ব্যাপারে আমি আল্লাহর নামে কখনও মিথ্যা বলব না।” (১) সমাপ্ত।

খেজুরের মোচা যৌনশক্তির জন্য উপকারী এবং সহবাসের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সহবাসের পূর্বে কোনো নারী যদি এর রেণু ধারণ (পাউডার হিসেবে ব্যবহার) করে তবে তা গর্ভধারণে অত্যন্ত সহায়ক হয়। এটি শীতলতা ও শুষ্কতা গুণের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এটি পাকস্থলীকে শক্তিশালী ও শুষ্ক করে এবং রক্তের উত্তেজনা প্রশমিত করে, যদিও তা গুরুপাক ও ধীরপাচ্য।

কেবল উষ্ণ মেজাজের অধিকারীরাই এটি সহ্য করতে পারে। কেউ যদি এটি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করে, তবে তার উচিত এর সাথে কিছু উষ্ণ হজমকারক চূর্ণ (জুওয়ারিশ) গ্রহণ করা। এটি পেট কষে দেয় এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী করে। খেজুর গাছের মজ্জা (জুম্মার), কাঁচা খেজুর (বালাহ) এবং আধপাকা খেজুরও (বুসর) একই গুণসম্পন্ন। এর আধিক্য পাকস্থলী ও বক্ষদেশের জন্য ক্ষতিকর এবং কখনও কখনও এটি পেটের শূলবেদনা (কোলিক) সৃষ্টি করে। ঘি অথবা পূর্বে বর্ণিত উপাদানের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব সংশোধন করা সম্ভব।

---

(১) মুসলিম এটি ‘ফাযায়েল’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

حَرْفُ الْعَيْنِ

عِنَبٌ: فِي «الْغَيْلَانِيَّاتِ» مِنْ حَدِيثِ حبيب بن يسار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرْطًا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ: لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ، قُلْتُ: وَفِيهِ داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوفي، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ يَكْذِبُ.

وَيَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعِنَبَ وَالْبِطِّيخَ.

وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعِنَبَ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ فِي جُمْلَةِ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي الْجَنَّةِ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْفَوَاكِهِ وَأَكْثَرِهَا مَنَافِعَ، وَهُوَ يُؤْكَلُ

رَطْبًا وَيَابِسًا، وَأَخْضَرَ وَيَانِعًا، وَهُوَ فَاكِهَةٌ مَعَ الْفَوَاكِهِ، وَقُوتٌ مَعَ الْأَقْوَاتِ، وَأُدْمٌ مَعَ الْإِدَامِ، وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِيَةِ، وَشَرَابٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ، وَطَبْعُهُ طَبْعُ الْحَبَّاتِ:

الْحَرَارَةُ وَالرُّطُوبَةُ، وَجَيِّدُهُ الْكُبَّارُ الْمَائِيُّ، وَالْأَبْيَضُ أَحْمَدُ مِنَ الْأَسْوَدِ إِذَا تَسَاوَيَا فِي الْحَلَاوَةِ، وَالْمَتْرُوكُ بَعْدَ قَطْفِهِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَحْمَدُ مِنَ الْمَقْطُوفِ فِي يَوْمِهِ، فَإِنَّهُ مُنْفِخٌ مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، وَالْمُعَلَّقُ حَتَّى يَضْمُرَ قِشْرُهُ جَيِّدٌ لِلْغِذَاءِ، مُقَوٍّ لِلْبَدَنِ، وَغِذَاؤُهُ كَغِذَاءِ التِّينِ وَالزَّبِيبِ، وَإِذَا أُلْقِيَ عَجَمُ الْعِنَبِ كَانَ أَكْثَرَ تَلْيِينًا لِلطَّبِيعَةِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ مُصَدِّعٌ لِلرَّأْسِ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ بِالرُّمَّانِ الْمُزِّ.

وَمَنْفَعَةُ الْعِنَبِ يُسَهِّلُ الطَّبْعَ، وَيُسَمِّنُ، وَيَغْذُو جَيِّدُهُ غِذَاءً حَسَنًا، وَهُوَ أَحَدُ الْفَوَاكِهِ الثَّلَاثِ الَّتِي هِيَ مُلُوكُ الفواكه، هو والرّطب والتين.

عسل: قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنَافِعِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَلَيْكَ بِالْعَسَلِ فَإِنَّهُ جَيِّدٌ لِلْحِفْظِ، وَأَجْوَدُهُ أَصْفَاهُ وَأَبْيَضُهُ، وَأَلْيَنُهُ حِدَّةً، وَأَصْدَقُهُ حَلَاوَةً، وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْجِبَالِ وَالشَّجَرِ لَهُ فَضْلٌ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْخَلَايَا، وَهُوَ بِحَسَبِ مرعى نحله.

عجوة: فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه،

আইন (আয়িন) বর্ণ

আঙ্গুর: ‘আল-গাইলানিয়্যাত’ গ্রন্থে হাবিব বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে থোকা থেকে ছিঁড়ে (খরত পদ্ধতিতে) আঙ্গুর খেতে দেখেছি। আবু জাফর আল-উকাইলি বলেন: এই হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে দাউদ বিন আব্দুল জাব্বার আবু সালিম আল-কুফি রয়েছেন, যার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাইন বলেছেন: তিনি মিথ্যা বলতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি আঙ্গুর ও তরমুজ পছন্দ করতেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে ছয়টি স্থানে আঙ্গুরের কথা উল্লেখ করেছেন, ঐসব নেয়ামতের বর্ণনার মধ্যে যা তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর এই দুনিয়ায় এবং জান্নাতে দান করেছেন। এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক উপকারী ফল। এটি তাজা ও শুষ্ক, কাঁচা ও পাকা

অবস্থায় খাওয়া হয়। এটি ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফল, খাদ্যশস্যের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যঞ্জনের সাথে মুখরোচক উপাদান, ওষুধের মধ্যে মহৌষধ এবং পানীয়ের মাঝে চমৎকার পানীয়। এর প্রকৃতি শস্যদানার মতো:

উষ্ণতা ও আর্দ্রতা সমৃদ্ধ। এর মধ্যে বড় দানার রসালো আঙ্গুর উৎকৃষ্ট। মিষ্টির দিক থেকে সমান হলে কালোর চেয়ে সাদা আঙ্গুর বেশি প্রশংসনীয়। গাছ থেকে ছেঁড়ার দুই বা তিন দিন পর খাওয়া হলে তা তাৎক্ষণিক ছেঁড়া আঙ্গুরের চেয়ে বেশি উপকারী; কারণ সদ্য ছেঁড়া আঙ্গুর পেট ফাঁপা ও উদরাময় (পেট ছেড়ে দেওয়া) সৃষ্টি করতে পারে। ঝুলিয়ে রাখা আঙ্গুর যার খোসা সংকুচিত হয়ে গেছে, তা শরীরের পুষ্টির জন্য ভালো এবং শরীরকে শক্তিশালী করে। এর পুষ্টিগুণ ডুমুর ও কিশমিশের মতো। আঙ্গুরের বিচি ফেলে দিলে তা পেট পরিষ্কার করতে বেশি সাহায্য করে। অত্যধিক আঙ্গুর সেবন মাথাব্যথা তৈরি করতে পারে, আর এর ক্ষতি দূর হয় টক ডালিমের মাধ্যমে।

আঙ্গুরের উপকারিতা হলো এটি পেট পরিষ্কার করে, শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করে এবং এর উন্নত জাতগুলো উত্তম পুষ্টি সরবরাহ করে। এটি ফলের সম্রাট হিসেবে বিবেচিত তিনটি ফলের একটি; অন্য দুটি হলো তাজা খেজুর (রুতব) ও ডুমুর।

মধু: এর উপকারিতা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইবনে জুরাইজ বলেন: যুহরি বলেছেন, তোমার মধুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ এটি স্মৃতিশক্তির জন্য অত্যন্ত কার্যকর। সবচেয়ে ভালো মধু হলো যা স্বচ্ছ, সাদা, কটুত্ব কম এবং মিষ্টতায় খাঁটি। পাহাড় ও গাছ থেকে সংগৃহীত মধু কৃত্রিম মৌচাকের মধুর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার; এটি মূলত মৌমাছির চারণভূমির ওপর নির্ভর করে।

আজওয়া খেজুর: ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» .

وفي «سُنَنِ النَّسَائِيِّ» وَابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ جابر، وأبي سعيد رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» «1» .

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا فِي عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، وَهِيَ أَحَدُ أَصْنَافِ التَّمْرِ بِهَا، وَمِنْ أَنْفَعِ تَمْرِ الْحِجَازِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ صِنْفٌ كَرِيمٌ، مُلَذَّذٌ، مَتِينٌ لِلْجِسْمِ وَالْقُوَّةِ، مِنْ أَلْيَنِ التَّمْرِ وَأَطْيَبِهِ وَأَلَذِّهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ التَّمْرِ وَطَبْعِهِ وَمَنَافِعِهِ فِي حَرْفِ التَّاءِ، وَالْكَلَامُ عَلَى دَفْعِ الْعَجْوَةِ لِلسُّمِّ وَالسِّحْرِ، فَلَا حاجة لإعادته.

عنبر تَقَدَّمَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ جابر، فِي قِصَّةِ أبي عبيدة، وَأَكْلِهِمْ مِنَ الْعَنْبَرِ شَهْرًا، وَأَنَّهُمْ تَزَوَّدُوا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَرْسَلُوا مِنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَحَدُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إباحة ما في البحر لا يختص بالمسك، وَعَلَى أَنَّ مَيْتَتَهُ حَلَالٌ، وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْبَحْرَ أَلْقَاهُ حَيًّا، ثُمَّ جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ، فَمَاتَ، وَهَذَا حَلَالٌ، فَإِنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ مُفَارَقَتِهِ لِلْمَاءِ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا وَجَدُوهُ مَيِّتًا بِالسَّاحِلِ، وَلَمْ يُشَاهِدُوهُ قَدْ خَرَجَ عَنْهُ حَيًّا، ثُمَّ جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ.

وَأَيْضًا: فَلَوْ كَانَ حَيًّا لَمَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ إِلَى سَاحِلِهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبَحْرَ إِنَّمَا يَقْذِفُ إِلَى سَاحِلِهِ الْمَيِّتَ مِنْ حَيَوَانَاتِهِ لَا الْحَيَّ مِنْهَا.

وَأَيْضًا: فَلَوْ قُدِّرَ احْتِمَالُ مَا ذَكَرُوهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي الْإِبَاحَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ الشَّيْءُ مَعَ الشَّكِّ فِي سَبَبِ إِبَاحَتِهِ، وَلِهَذَا مَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا وَجَدَهُ الصَّائِدُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ لِلشَّكِّ فِي سَبَبِ مَوْتِهِ، هَلْ هُوَ الْآلَةُ أَمِ الْمَاءُ؟.

وَأَمَّا الْعَنْبَرُ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ، فهو من أفخر انواعه بعد المسك،

---

(1) أخرجه الترمذي في الطب، وأحمد وابن ماجه.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেই দিন কোনো বিষ বা জাদু তার ক্ষতি করতে পারবে না।" 'সুনানে নাসাঈ' এবং ইবনে মাজাহ-তে জাবির ও আবু সাঈদ (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আজওয়া জান্নাতের ফল এবং এটি বিষের আরোগ্য; আর কামআহ (এক প্রকার মাশরুম বা ছত্রাক) মান্না-র অন্তর্ভুক্ত এবং এর রস চোখের জন্য নিরাময়।"

বলা হয়েছে যে, এটি মদীনার আজওয়া খেজুর সম্পর্কে প্রযোজ্য, যা সেখানকার অন্যতম খেজুরের প্রকার এবং সামগ্রিকভাবে হিজাজের সবচেয়ে উপকারী খেজুর। এটি একটি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু জাত, যা শরীর ও শক্তির জন্য মজবুতকারী। এটি অত্যন্ত নরম, উত্তম ও সুস্বাদু খেজুরের অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্বে 'তা' বর্ণের অধীনে খেজুরের প্রকৃতি ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। বিষ ও জাদুর প্রতিকারে আজওয়া খেজুরের ভূমিকা সম্পর্কে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

আম্বর: ইতিপূর্বে 'সহীহাইন'-এ (বুখারী ও মুসলিম) জাবির (রা.)-এর সূত্রে আবু উবাইদাহ (রা.)-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এক মাস ধরে আম্বর খেয়েছিলেন এবং তারা এর মাংস শুকিয়ে মদীনা পর্যন্ত পাথেয় হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছেও তা থেকে কিছু অংশ পাঠিয়েছিলেন। এটি সেই প্রমাণগুলোর অন্যতম যা নির্দেশ করে যে, সমুদ্রের যা কিছু বৈধ তা কেবল মাছের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং সমুদ্রের মৃত প্রাণীও হালাল। তবে এর বিপরীতে আপত্তি তোলা হয়েছে যে, সমুদ্র একে জীবিত অবস্থায় তীরে নিক্ষেপ করেছিল, এরপর পানি নেমে যাওয়ায় তা মারা গেছে, ফলে এটি হালাল হয়েছে; কারণ পানির বিচ্ছেদই এর মৃত্যুর কারণ। কিন্তু এই দাবি সঠিক নয়, কারণ তারা একে সমুদ্রতীরে মৃত অবস্থাতেই পেয়েছিলেন এবং তারা একে জীবিত অবস্থায় তীরে আসতে দেখেননি যে পরে পানি সরে যাওয়ায় তা মারা গেছে।

তাছাড়া, এটি যদি জীবিত থাকত তবে সমুদ্র একে তীরে নিক্ষেপ করত না। কারণ এটি সুপরিচিত যে, সমুদ্র সাধারণত তার মৃত প্রাণীদেরই তীরে নিক্ষেপ করে, জীবিতদের নয়। এছাড়াও, তাদের উল্লিখিত সম্ভাবনাটি যদি ধরেও নেওয়া হয়, তবুও তা বৈধতার শর্ত হতে পারে না। কারণ কোনো জিনিসের বৈধতার কারণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তা বৈধ হয় না। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিকারি যদি তার শিকারকে পানিতে নিমজ্জিত

অবস্থায় পায় তবে তা খেতে নিষেধ করেছেন; কারণ তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকে যে, তা কি শিকারের অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছে নাকি পানিতে ডুবে।
আর আম্বর যা সুগন্ধির একটি প্রকার, তা কস্তুরীর (মস্ক) পরে সুগন্ধির সবচেয়ে অভিজাত প্রকারগুলোর অন্যতম।

(১) তিরমিযী চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যায়ে, আহমদ এবং ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

وَأَخْطَأَ مَنْ قَدَّمَهُ عَلَى الْمِسْكِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ أَنْوَاعِ الطِّيبِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الْمِسْكِ: «هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ» «1» ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُ الْخَصَائِصِ وَالْمَنَافِعِ الَّتِي خُصَّ بِهَا الْمِسْكُ، حَتَّى إِنَّهُ طِيبُ الْجَنَّةِ، وَالْكُثْبَانُ الَّتِي هِيَ مَقَاعِدُ الصِّدِّيقِينَ هُنَاكَ مِنْ مِسْكٍ لَا مِنْ عَنْبَرٍ.

وَالَّذِي غَرَّ هَذَا الْقَائِلَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ التَّغَيُّرُ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ، فَهُوَ كَالذَّهَبِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِسْكِ، فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الْخَاصِّيَّةِ الْوَاحِدَةِ لَا يُقَاوِمُ مَا فِي الْمِسْكِ مِنَ الْخَوَاصِّ.

وَبَعْدُ فَضُرُوبُهُ كَثِيرَةٌ، وَأَلْوَانُهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَمِنْهُ الْأَبْيَضُ وَالْأَشْهَبُ، وَالْأَحْمَرُ، وَالْأَصْفَرُ، وَالْأَخْضَرُ وَالْأَزْرَقُ، وَالْأَسْوَدُ، وَذُو الْأَلْوَانِ. وَأَجْوَدُهُ: الْأَشْهَبُ، ثُمَّ الْأَزْرَقُ، ثُمَّ الْأَصْفَرُ، وَأَرْدَؤُهُ: الْأَسْوَدُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي عُنْصُرِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ نَبَاتٌ يَنْبُتُ فِي قَعْرِ الْبَحْرِ، فَيَبْتَلِعُهُ بَعْضُ دَوَابِّهِ، فَإِذَا ثَمِلَتْ مِنْهُ قَذَفَتْهُ رَجِيعًا، فَيَقْذِفُهُ الْبَحْرُ إِلَى سَاحِلِهِ.

وَقِيلَ طَلٌّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَتُلْقِيهِ الْأَمْوَاجُ إِلَى السَّاحِلِ.

وَقِيلَ: رَوْثُ دَابَّةٍ بَحْرِيَّةٍ تُشْبِهُ الْبَقَرَةَ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ جُفَاءٌ مِنْ جُفَاءِ الْبَحْرِ، أَيْ: زَبَدٌ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» : هُوَ فِيمَا يُظَنُّ يَنْبُعُ مِنْ عَيْنٍ فِي الْبَحْرِ، وَالَّذِي يُقَالُ: إِنَّهُ زَبَدُ الْبَحْرِ، أَوْ رَوْثُ دَابَّةٍ بَعِيدٌ انْتَهَى.

وَمِزَاجُهُ حَارٌّ يَابِسٌ، مُقَوٍّ لِلْقَلْبِ، وَالدِّمَاغِ، وَالْحَوَاسِّ، وَأَعْضَاءِ الْبَدَنِ، نَافِعٌ مِنَ الْفَالِجِ وَاللَّقْوَةِ، وَالْأَمْرَاضِ الْبَلْغَمِيَّةِ، وَأَوْجَاعِ الْمَعِدَةِ الْبَارِدَةِ، وَالرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ، وَمِنَ السُّدَدِ إِذَا شُرِبَ، أَوْ طُلِيَ بِهِ مِنْ خَارِجٍ، وَإِذَا تُبُخِّرَ بِهِ، نفع من الزّكام والصداع، والشقيقة الباردة.

---

(1) أخرجه مسلم والترمذي.

যে ব্যক্তি একে (আম্বরকে) মেস্কের (কস্তুরী) ওপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং একে সকল প্রকার সুগন্ধির শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করেছে, সে ভুল করেছে। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মেস্ক সম্পর্কে সহীহভাবে প্রমাণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "এটি সর্বোত্তম সুগন্ধি"। আল্লাহ তায়ালা চাইলে সামনে মেস্কের সেই বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতাগুলো আলোচিত হবে যা একে অনন্য করেছে; এমনকি এটি জান্নাতের সুগন্ধি। আর জান্নাতে সত্যবাদীদের বসার স্থানগুলো (কুতবান) আম্বর দিয়ে নয়, বরং মেস্ক দিয়ে নির্মিত হবে।

যে বিষয়টি এই মত পোষণকারীকে বিভ্রান্ত করেছে তা হলো, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও আম্বরে কোনো পরিবর্তন আসে না, ফলে এটি স্বর্ণের মতো। তবে এটি দ্বারা মেস্কের ওপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; কারণ আম্বরের এই একটি মাত্র গুণ মেস্কের বহুমুখী গুণাবলির সমকক্ষ হতে পারে না।

অতঃপর এর প্রকারভেদ অনেক এবং রঙও বিভিন্ন। যেমন: সাদা, ধূসর, লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, কালো এবং বহুবর্ণের। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো ধূসর, এরপর নীল, অতঃপর হলুদ; আর নিকৃষ্টতম হলো কালো। এর উৎস সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছে: এটি এক প্রকার উদ্ভিদ যা সমুদ্রের তলদেশে জন্মায়, সমুদ্রের কিছু প্রাণী তা গিলে ফেলে এবং তারা যখন তা খেয়ে মাতাল হয় তখন তা মল বা বমি আকারে ত্যাগ করে, যা সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করে।

আবার বলা হয়েছে, এটি এক প্রকার শিশির যা সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে আকাশ থেকে পতিত হয়, অতঃপর ঢেউ একে উপকূলে বয়ে আনে।

আরও বলা হয়েছে: এটি গরু সদৃশ একটি সামুদ্রিক প্রাণীর বিষ্ঠা। কেউ কেউ বলেছেন: বরং এটি সমুদ্রের আবর্জনা বা ফেনা বিশেষ।
'কানুন' (আল-কানুন ফিত তিব্ব) গ্রন্থের লেখক বলেছেন: ধারণা করা হয় এটি সমুদ্রের কোনো প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত হয়। আর এটি সমুদ্রের ফেনা বা প্রাণীর বিষ্ঠা হওয়ার যে কথা বলা হয় তা ভিত্তিহীন। (সমাপ্ত)।
এর মেজাজ বা প্রকৃতি হলো উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তিশালী করে। এটি পক্ষাঘাত (ফালিজ), মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত (লাকওয়া), কফজনিত রোগসমূহ, পাকস্থলীর শীতলজনিত ব্যথা এবং জমাটবদ্ধ বায়ুর জন্য উপকারী। এটি পান করলে বা বাহ্যিকভাবে প্রলেপ দিলে শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা (সুদাদ) দূর করে। আর এর ধোঁয়া গ্রহণ করলে সর্দি, সাধারণ মাথাব্যথা এবং ঠাণ্ডাজনিত আধকপালে (শকীকাহ) ব্যথার উপশম হয়।

---

(১) এটি ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

عود: الْعُودُ الْهِنْدِيُّ نَوْعَانِ، أَحَدُهُمَا: يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَدْوِيَةِ وَهُوَ الْكُسْتُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْقُسْطُ، وَسَيَأْتِي فِي حَرْفِ الْقَافِ. الثَّانِي: يُسْتَعْمَلُ فِي الطِّيبِ، وَيُقَالُ لَهُ: الْأَلُوَّةُ. وَقَدْ رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَجْمِرُ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يُطْرَحُ مَعَهَا، وَيَقُولُ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «1» ، وَثَبَتَ عَنْهُ فِي صِفَةِ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ «مَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ «2» وَالْمَجَامِرُ: جَمْعُ مِجْمَرٍ وَهُوَ مَا يُتَجَمَّرُ بِهِ مِنْ عُودٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ. أَجْوَدُهَا: الْهِنْدِيُّ، ثُمَّ الصِّينِيُّ، ثُمَّ الْقَمَارِيُّ، ثُمَّ الْمَنْدَلِيُّ، وَأَجْوَدُهُ: الْأَسْوَدُ وَالْأَزْرَقُ الصُّلْبُ الرَّزِينُ الدَّسِمُ، وَأَقَلُّهُ جَوْدَةً: مَا خَفَّ وَطَفَا عَلَى الْمَاءِ، وَيُقَالُ:

إِنَّهُ شَجَرٌ يُقْطَعُ وَيُدْفَنُ فِي الْأَرْضِ سَنَةً، فَتَأْكُلُ الْأَرْضُ مِنْهُ مَا لَا يَنْفَعُ، وَيَبْقَى عُودُ الطِّيبِ، لا تعمل فيه الأرض شيئا، ويتعفن مِنْهُ قِشْرُهُ وَمَا لَا طِيبَ فِيهِ.

وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّالِثَةِ، يَفْتَحُ السُّدَدَ، وَيَكْسِرُ الرِّيَاحَ، وَيَذْهَبُ بِفَضْلِ الرُّطُوبَةِ، وَيُقَوِّي الْأَحْشَاءَ وَالْقَلْبَ وَيُفْرِحُهُ، وَيَنْفَعُ الدِّمَاغَ، وَيُقَوِّي الْحَوَاسَّ، وَيَحْبِسُ الْبَطْنَ، وَيَنْفَعُ مِنْ سَلَسِ الْبَوْلِ الْحَادِثِ عَنْ بَرْدِ الْمَثَانَةِ.

قَالَ ابن سمجون: الْعُودُ ضُرُوبٌ كَثِيرَةٌ يَجْمَعُهَا اسْمُ الْأَلُوَّةِ، وَيُسْتَعْمَلُ مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ، وَيُتَجَمَّرُ بِهِ مُفْرَدًا وَمَعَ غَيْرِهِ، وَفِي الْخَلْطِ لِلْكَافُورِ بِهِ عِنْدَ التَّجْمِيرِ مَعْنًى طِبِّيٌّ، وَهُوَ إِصْلَاحُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ، وَفِي التَّجَمُّرِ مُرَاعَاةُ جَوْهَرِ الْهَوَاءِ وَإِصْلَاحُهُ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي فِي صَلَاحِهَا صَلَاحُ الْأَبْدَانِ.

عَدَسٌ: قَدْ وَرَدَ فِيهِ أَحَادِيثُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يَقُلْ شَيْئًا مِنْهَا، كَحَدِيثِ: «إِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا» وَحَدِيثِ «إِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، وَيُغْزِرُ الدَّمْعَةَ، وَإِنَّهُ مَأْكُولُ الصَّالِحِينَ» ، وَأَرْفَعُ شَيْءٍ جَاءَ فِيهِ، وَأَصَحُّهُ أَنَّهُ شَهْوَةُ الْيَهُودِ الَّتِي قَدَّمُوهَا عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى، وَهُوَ قَرِينُ الثُّومِ وَالْبَصَلِ فِي الذِّكْرِ.

وَطَبْعُهُ طَبْعُ الْمُؤَنَّثِ، بَارِدٌ يابس، وفيه قوتان متضادتان. إحداهما: يعقل

---

(1) أخرجه مسلم في الألفاظ.

(2) أخرجه البخاري في الأنبياء، ومسلم في الجنة.

উদ: ভারতীয় উদ (আগর কাঠ) দুই প্রকার। প্রথমটি ঔষধে ব্যবহৃত হয় এবং তা হলো কুস্ত (আল-কুস্ত), একে কাসতও বলা হয়, যা পরবর্তীতে 'ক্বফ' বর্ণের অধ্যায়ে আলোচিত হবে। দ্বিতীয়টি সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যাকে আলুওয়া বলা হয়। ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোনো প্রকার মিশ্রণহীন আলুওয়া এবং এর সাথে কপূর মিশিয়ে ধূপ গ্রহণ করতেন এবং বলতেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবেই ধূপ গ্রহণ করতেন।" জান্নাতবাসীদের নেয়ামতের বর্ণনায় তাঁর থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, "তাদের ধূপদানি হবে আলুওয়া (উদ) এর।" 'মাজামির'

শব্দটি 'মিজমার' এর বহুবচন, যা উদ বা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে ধূপ দেওয়ার সরঞ্জামকে বোঝায়; আর এটি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো ভারতীয়, এরপর চীনা, এরপর কামারি এবং তারপর মান্দালি। সবচেয়ে উন্নতমানের উদ হলো কালো ও গাঢ় নীল বর্ণের, যা শক্ত, ভারি এবং তৈলাক্ত। আর সবচেয়ে নিম্নমানের হলো যা ওজনে হালকা এবং পানির উপরে ভেসে থাকে। বলা হয়:

এটি এমন এক বৃক্ষ যা কেটে এক বছর মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়, ফলে মাটি এর অসার ও অকেজো অংশগুলো খেয়ে ফেলে এবং সুগন্ধি কাঠটি অবশিষ্ট থাকে। মাটি এই সুগন্ধি কাঠের কোনো ক্ষতি করতে পারে না; কেবল এর বাকল এবং সুগন্ধিহীন অংশগুলো পচে যায়।

এটি তৃতীয় স্তরে উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি শরীরের রুদ্ধ পথগুলো খুলে দেয়, বায়ু নাশ করে, অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূর করে এবং পাকস্থলী ও হৃদয়কে শক্তিশালী ও প্রফুল্ল করে। এটি মস্তিষ্কের জন্য উপকারী, ইন্দ্রিয়সমূহকে শক্তিশালী করে, পেট কষায় এবং মূত্রথলির শীতলতাজনিত বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকার দেয়।

ইবনে সামজুন বলেন: উদের অনেকগুলো প্রকার রয়েছে যা 'আলুওয়া' নামের অন্তর্ভুক্ত। এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি এককভাবে অথবা অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে ধূপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ধূপ দেওয়ার সময় এতে কপূর মিশ্রিত করার পেছনে একটি চিকিৎসাগত রহস্য রয়েছে, আর তা হলো—উভয়টি একে অপরের প্রতিক্রিয়া সংশোধন করে। ধূপ গ্রহণের মাধ্যমে বাতাসের মূল উপাদান সংরক্ষিত ও পরিশোধিত হয়, যা মানবদেহের সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি অপরিহার্য বিষয়ের অন্যতম।

মসুর ডাল: এটি সম্পর্কে এমন কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা ও বাতিল; তিনি এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। যেমন: "এটি সত্তরজন নবীর মুখে পবিত্র ঘোষিত হয়েছে" এবং "এটি হৃদয়কে কোমল করে, অশ্রু বৃদ্ধি করে এবং এটি পুণ্যবানদের খাবার।" এ বিষয়ে বর্ণিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সহীহ তথ্যটি হলো, এটি ছিল ইহুদিদের আকাঙ্ক্ষিত খাবার যা তারা মান্না ও সালওয়ার পরিবর্তে অগ্রাধিকার দিয়েছিল এবং এটি কুরআনে রসুন ও পেঁয়াজের সাথে উল্লিখিত হয়েছে।

এর প্রকৃতি কোমল (স্ত্রীবাচক স্বভাবের), এটি শীতল ও শুষ্ক এবং এতে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি রয়েছে। এর একটি হলো মলরোধক...

---

(১) মুসলিম এটি 'শব্দাবলী' (আল-আলফাজ) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) বুখারী এটি 'নবীগণের কাহিনী' (আল-আম্বিয়া) অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'জান্নাত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

الطَّبِيعَةَ. وَالْأُخْرَى: يُطْلِقُهَا، وَقِشْرُهُ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّالِثَةِ، حِرِّيفٌ مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، وَتِرْيَاقُهُ فِي قِشْرِهِ، وَلِهَذَا كَانَ صِحَاحُهُ أَنْفَعَ مِنْ مَطْحُونِهِ، وَأَخَفَّ عَلَى الْمَعِدَةِ، وَأَقَلَّ ضَرَرًا، فَإِنَّ لُبَّهُ بَطِيءُ الْهَضْمِ لِبُرُودَتِهِ وَيُبُوسَتِهِ، وَهُوَ مُوَلِّدٌ لِلسَّوْدَاءِ، وَيَضُرُّ بِالْمَالِيخُولْيَا ضَرَرًا بَيِّنًا، وَيَضُرُّ بِالْأَعْصَابِ وَالْبَصَرِ.

وَهُوَ غَلِيظُ الدَّمِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَجَنَّبَهُ أَصْحَابُ السَّوْدَاءِ، وَإِكْثَارُهُمْ مِنْهُ يُوَلِّدُ لَهُمْ أَدْوَاءً رَدِيئَةً، كَالْوَسْوَاسِ وَالْجُذَامِ، وَحُمَّى الرِّبْعِ، وَيُقَلِّلُ ضَرَرَهُ السِّلْقُ وَالْإِسْفَانَاخُ، وَإِكْثَارُ الدُّهْنِ. وَأَرْدَأُ مَا أُكِلَ بِالنَّمْكَسُودِ وَلْيُتَجَنَّبْ خَلْطُ الْحَلَاوَةِ بِهِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ سُدَدًا كَبِدِيَّةً، وَإِدْمَانُهُ يُظْلِمُ الْبَصَرَ لِشِدَّةِ تَجْفِيفِهِ، وَيُعْسِرُ الْبَوْلَ، وَيُوجِبُ الْأَوْرَامَ الْبَارِدَةَ، وَالرِّيَاحَ الْغَلِيظَةَ، وَأَجْوَدُهُ الْأَبْيَضُ السَّمِينُ، السَّرِيعُ النُّضْجِ.

وَأَمَّا مَا يَظُنُّهُ الْجُهَّالُ أَنَّهُ كَانَ سِمَاطَ الْخَلِيلِ الَّذِي يُقَدِّمُهُ لِأَضْيَافِهِ، فَكَذِبٌ مُفْتَرًى، وَإِنَّمَا حَكَى اللَّهُ عَنْهُ الضِّيَافَةَ بِالشِّوَاءِ، وَهُوَ الْعِجْلُ الْحَنِيذُ.

وَذَكَرَ البيهقي، عَنْ إسحاق قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ فِي الْعَدَسِ، أَنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا، فَقَالَ: وَلَا عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لِمُؤْذٍ مُنْفِخٌ، مَنْ حَدَّثَكُمْ بِهِ؟ قَالُوا: سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، فَقَالَ: عَمَّنْ؟ قَالُوا: عَنْكَ. قَالَ: وَعَنِّي أَيْضًا!!؟.

حَرْفُ الْغَيْنِ

غَيْثٌ: مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، وَهُوَ لَذِيذُ الِاسْمِ عَلَى السَّمْعِ، وَالْمُسَمَّى عَلَى الرُّوحِ وَالْبَدَنِ، تَبْتَهِجُ الْأَسْمَاعُ بِذِكْرِهِ وَالْقُلُوبُ بِوُرُودِهِ، وَمَاؤُهُ أَفْضَلُ الْمِيَاهِ، وَأَلْطَفُهَا وَأَنْفَعُهَا وَأَعْظَمُهَا بَرَكَةً، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنْ سَحَابٍ رَاعِدٍ، وَاجْتَمَعَ فِي مُسْتَنْقَعَاتِ الْجِبَالِ، وَهُوَ أَرْطَبُ مِنْ سَائِرِ الْمِيَاهِ، لِأَنَّهُ لَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَيَكْتَسِبُ مِنْ يُبُوسَتِهَا، وَلَمْ يُخَالِطْهُ جَوْهَرٌ يَابِسٌ، وَلِذَلِكَ يَتَغَيَّرُ وَيَتَعَفَّنُ سَرِيعًا لِلَطَافَتِهِ وَسُرْعَةِ انْفِعَالِهِ وَهَلِ الْغَيْثُ الرَّبِيعِيُّ أَلْطَفُ مِنَ الشِّتْوِيِّ أَوْ بِالْعَكْسِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ.

প্রকৃতি। অন্যটি: এটি পেটকে শিথিল করে। এর খোসা তৃতীয় স্তরের উষ্ণ ও শুষ্ক, এটি তীব্র স্বাদের এবং পেট পরিষ্কার করে। এর প্রতিষেধক এর খোসার মধ্যেই নিহিত, আর এই কারণেই আস্ত মসুর দানা চূর্ণ মসুরের চেয়ে বেশি উপকারী, পাকস্থলীর জন্য হালকা এবং কম ক্ষতিকর। কেননা এর ভেতরের অংশ শীতল ও শুষ্ক হওয়ার কারণে তা হজমে ধীর। এটি কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) উৎপাদন করে এবং বিষাদবায়ু (মালিখুলিয়া) রোগীদের জন্য স্পষ্ট ক্ষতিকর। এছাড়া এটি স্নায়ু ও দৃষ্টিশক্তিরও ক্ষতি করে।

এটি রক্তকে ঘন করে তোলে এবং কৃষ্ণপিত্তের ধাত যাদের, তাদের এটি পরিহার করা উচিত। এর অত্যধিক সেবন তাদের মধ্যে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা), কুষ্ঠ (জুঝাম) এবং চতুর্থক জ্বরের (হুম্মা-র রিব) মতো মন্দ ব্যাধি সৃষ্টি করে। বিট শাক, পালং শাক এবং প্রচুর পরিমাণে চর্বি বা তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহারে এর ক্ষতি হ্রাস পায়। লোনা বা শুঁটকি মাংসের সাথে এটি খাওয়া সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এর সাথে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য মিশ্রিত করা বর্জনীয়, কারণ তা যকৃতে প্রতিবন্ধকতা (সুদাদ) সৃষ্টি করে। এর প্রতি আসক্তি অত্যধিক শুষ্কতার কারণে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা করে দেয়, প্রস্রাবে কষ্ট দেয় এবং শীতল ফোলা ও ঘন বায়ুর সৃষ্টি করে। এর মধ্যে সাদা, হৃষ্টপুষ্ট এবং যা দ্রুত সিদ্ধ হয় সেটিই সর্বোত্তম।

অজ্ঞ লোকেরা যা মনে করে যে, এটি খলিল (ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম)-এর দস্তরখান ছিল যা তিনি মেহমানদের সামনে পেশ করতেন—তা একটি মনগড়া মিথ্যা। আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে মেহমানদারির যে বিবরণ দিয়েছেন তা ছিল ভুনা গোশত, যা ছিল একটি হৃষ্টপুষ্ট বাছুর। বায়হাকি ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল মুবারককে সেই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যা মসুর সম্পর্কে বর্ণিত—যেটি সত্তরজন নবীর মুখে পবিত্র ঘোষিত হয়েছে। তিনি বললেন: একজন নবীর মুখেও নয়! এটি তো কষ্টদায়ক ও বায়ু উদ্রেককারী। তোমাদের কাছে

এ হাদিস কে বর্ণনা করেছে? তারা বলল: সালম ইবনে সালিম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কার থেকে? তারা বলল:
আপনার থেকে। তিনি বললেন: আমার থেকেও!!?

'গাইন' বর্ণ
বৃষ্টি: কুরআনের একাধিক স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। এর নাম কানে শুনতে এবং এর অস্তিত্ব আত্মা ও দেহের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এর স্মরণে কান এবং এর আগমনে অন্তর আনন্দিত হয়। এর পানি সকল পানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মতম, অধিক উপকারী এবং মহান বরকতপূর্ণ; বিশেষ করে যদি তা বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বর্ষিত হয় এবং পাহাড়ের প্রাকৃতিক জলাধারে জমা হয়। এটি অন্যান্য পানির তুলনায় অধিক আর্দ্র, কারণ এটি পৃথিবীতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেনি যেখান থেকে শুষ্কতা গ্রহণ করতে পারে এবং কোনো শুষ্ক উপাদানের সাথেও এটি মিশ্রিত হয়নি। এ কারণেই এর সূক্ষ্মতা ও অতি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার গুণের দরুন এটি দ্রুত পরিবর্তিত ও দূষিত হয়ে যায়। বসন্তের বৃষ্টি কি শীতকালীন বৃষ্টির চেয়ে সূক্ষ্ম নাকি এর বিপরীত—এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে।

(ص: 262)الطب النبوي لابن القيم

قَالَ مَنْ رَجَّحَ الْغَيْثَ الشِّتْوِيَّ: حَرَارَةُ الشَّمْسِ تَكُونُ حِينَئِذٍ أَقَلَّ، فَلَا تَجْتَذِبُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ إِلَّا أَلْطَفَهُ، وَالْجَوُّ صَافٍ وَهُوَ خَالٍ مِنَ الْأَبْخِرَةِ الدُّخَانِيَّةِ، وَالْغُبَارِ الْمُخَالِطِ لِلْمَاءِ، وَكُلُّ هَذَا يُوجِبُ لُطْفَهُ وَصَفَاءَهُ، وَخُلُوَّهُ مِنْ مُخَالِطٍ.
قَالَ مَنْ رَجَّحَ الرَّبِيعِيَّ: الْحَرَارَةُ تُوجِبُ تَحَلُّلَ الْأَبْخِرَةِ الْغَلِيظَةِ، وَتُوجِبُ رِقَّةَ الْهَوَاءِ وَلَطَافَتَهُ، فَيَخِفُّ بِذَلِكَ الْمَاءُ، وَتَقِلُّ أَجْزَاؤُهُ الْأَرْضِيَّةُ، وَتُصَادِفُ وَقْتَ حَيَاةِ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ وَطِيبَ الْهَوَاءِ.

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ، وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» «1» ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَدْيِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ذِكْرُ اسْتِمْطَارِهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَبَرُّكِهِ بِمَاءِ الْغَيْثِ عِنْدَ أول مجيئه.

حَرْفُ الْفَاءِ

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ: وَأُمُّ الْقُرْآنِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالشِّفَاءُ التَّامُّ، وَالدَّوَاءُ النَّافِعُ، وَالرُّقْيَةُ التَّامَّةُ، وَمِفْتَاحُ الْغِنَى وَالْفَلَاحِ، وَحَافِظَةُ الْقُوَّةِ، وَدَافِعَةُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْخَوْفِ وَالْحَزَنِ لِمَنْ عَرَفَ مِقْدَارَهَا وَأَعْطَاهَا حَقَّهَا، وَأَحْسَنَ تَنْزِيلَهَا عَلَى دَائِهِ، وَعَرَفَ وَجْهَ الِاسْتِشْفَاءِ وَالتَّدَاوِي بِهَا، وَالسِّرَّ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَتْ كَذَلِكَ.

وَلَمَّا وَقَعَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، رَقَى بِهَا اللَّدِيغَ، فَبَرَأَ لِوَقْتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ» .

وَمَنْ سَاعَدَهُ التَّوْفِيقُ، وَأُعِينَ بِنُورِ الْبَصِيرَةِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَسْرَارِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَمَعْرِفَةِ الذَّاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ، وَإِثْبَاتِ الشَّرْعِ وَالْقَدَرِ وَالْمَعَادِ، وتجريد توحيد الربوبية والإلهية، وكمال

(1) أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء.

যিনি শীতকালীন বৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি বলেছেন: সেই সময়ে সূর্যের উত্তাপ কম থাকে, ফলে তা সমুদ্রের পানি থেকে কেবল তার সূক্ষ্মতম অংশটিই আকর্ষণ করে। তখন আকাশ থাকে স্বচ্ছ এবং তা ধোঁয়াময় বাষ্প ও পানির সাথে মিশ্রিত ধূলিকণা হতে মুক্ত থাকে। এই সকল কারণ পানির কোমলতা, স্বচ্ছতা এবং বাহ্যিক সংমিশ্রণ থেকে এর মুক্ত থাকাকে সুনিশ্চিত করে।

যিনি বসন্তকালীন বৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি বলেছেন: উত্তাপ ঘন বাষ্পসমূহকে বিগলিত করে এবং বাতাসের হালকাভাব ও সূক্ষ্মতা আনয়ন করে। এর ফলে পানি হালকা হয় এবং এতে

পার্থিব (খনিজ) উপাদানের পরিমাণ কমে যায়। এটি উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজির প্রাণচাঞ্চল্য এবং নির্মল বাতাসের সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম, তখন আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিধেয় বস্ত্র সরিয়ে দিলেন (যাতে বৃষ্টি শরীরে লাগে) এবং বললেন: "নিশ্চয়ই এটি তার রবের নিকট থেকে আসার দিক দিয়ে নবীন।" বৃষ্টি প্রার্থনার (ইসতিসকা) ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শের বর্ণনায় ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টির প্রার্থনা করতেন এবং বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময় তা দিয়ে বরকত গ্রহণ করতেন।

‘ফা’ বর্ণ
ফাতিহাতুল কিতাব: এটি উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল), সাবউ’ল মাসানি (পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত), পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য, উপকারী ঔষধ এবং নিখুঁত রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক)। এটি প্রাচুর্য ও সাফল্যের চাবিকাঠি এবং শক্তির রক্ষক। এটি দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, ভয় ও শোক দূরকারী সেই ব্যক্তির জন্য, যে এর মর্যাদা অনুধাবন করে, একে এর যথাযোগ্য হক প্রদান করে, নিজের ব্যাধির ওপর এর যথাযথ প্রয়োগ জানে এবং এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ ও চিকিৎসার পদ্ধতি এবং সেই রহস্য সম্পর্কে অবগত থাকে যার কারণে এটি এমন গুণসম্পন্ন হয়েছে।
যখন কোনো কোনো সাহাবী এই রহস্য সম্পর্কে অবগত হলেন, তিনি এর মাধ্যমে একজন দংশিত ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করলেন এবং সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: "তুমি কীভাবে জানলে যে এটি একটি রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক)?"
যাকে আল্লাহ তাওফিক দান করেছেন এবং অন্তর্দৃষ্টির নূর দিয়ে সাহায্য করেছেন, ফলে সে এই সূরার রহস্যসমূহ এবং এতে নিহিত তাওহীদ, আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাবলির পরিচয়, শরীয়ত, তাকদীর ও পরকালের প্রমাণাদি, এবং রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের তাওহীদকে একনিষ্ঠ করা এবং পূর্ণতা... সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছে...

---

(১) ইমাম মুসলিম এটি বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

التوكيل وَالتَّفْوِيضِ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَالِافْتِقَارُ إِلَيْهِ فِي طَلَبِ الْهِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ سَعَادَةِ الدَّارَيْنِ، وَعَلِمَ ارْتِبَاطَ مَعَانِيهَا بِجَلْبِ مَصَالِحِهِمَا، وَدَفْعِ مَفَاسِدِهِمَا، وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ الْمُطْلَقَةَ التَّامَّةَ، وَالنِّعْمَةَ الْكَامِلَةَ مَنُوطَةٌ بِهَا، مَوْقُوفَةٌ عَلَى التَّحَقُّقِ بِهَا، أَغْنَتْهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالرُّقَى. وَاسْتَفْتَحَ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ أَبْوَابَهُ، وَدَفَعَ بِهَا مِنَ الشَّرِّ أَسْبَابَهُ.

وَهَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ اسْتِحْدَاثَ فِطْرَةٍ أُخْرَى، وَعَقْلٍ آخَرَ، وَإِيمَانٍ آخَرَ، وَتَاللَّهِ لَا تَجِدُ مَقَالَةً فَاسِدَةً، وَلَا بِدْعَةً بَاطِلَةً إِلَّا وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُتَضَمِّنَةٌ لِرَدِّهَا وَإِبْطَالِهَا بِأَقْرَبِ الطُّرُقِ، وَأَصَحِّهَا وَأَوْضَحِهَا، وَلَا تَجِدُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ، وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَدْوِيَتِهَا مِنْ عِلَلِهَا وَأَسْقَامِهَا إِلَّا وَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِفْتَاحُهُ، وَمَوْضِعُ الدِّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَلَا مَنْزِلًا مِنْ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا وَبِدَايَتُهُ وَنِهَايَتُهُ فِيهَا.

وَلَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّ شَأْنَهَا لَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ فَوْقَ ذَلِكَ. وَمَا تَحَقَّقَ عَبْدٌ بِهَا، وَاعْتَصَمَ بِهَا، وَعَقَلَ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِهَا، وَأَنْزَلَهَا شِفَاءً تَامًّا، وَعِصْمَةً بَالِغَةً، وَنُورًا مُبِينًا، وَفَهِمَهَا وَفَهِمَ لَوَازِمَهَا كَمَا يَنْبَغِي لا يقع فِي بِدْعَةٍ وَلَا شِرْكٍ، وَلَا أَصَابَهُ مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِمَامًا، غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ.

هَذَا، وَإِنَّهَا الْمِفْتَاحُ الْأَعْظَمُ لِكُنُوزِ الْأَرْضِ، كَمَا أَنَّهَا الْمِفْتَاحُ لِكُنُوزِ الْجَنَّةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ يُحْسِنُ الْفَتْحَ بِهَذَا الْمِفْتَاحِ، وَلَوْ أَنَّ طُلَّابَ الْكُنُوزِ وَقَفُوا عَلَى سِرِّ هَذِهِ السُّورَةِ، وَتَحَقَّقُوا بِمَعَانِيهَا، وَرَكَّبُوا لِهَذَا الْمِفْتَاحِ أَسْنَانًا، وَأَحْسَنُوا الْفَتْحَ بِهِ، لَوَصَلُوا إِلَى تَنَاوُلِ الْكُنُوزِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوِقٍ، وَلَا مُمَانِعٍ.

وَلَمْ نَقُلْ هَذَا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن الله تَعَالَى حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فِي إِخْفَاءِ هَذَا السِّرِّ عَنْ نُفُوسِ أَكْثَرِ الْعَالَمِينَ، كَمَا لَهُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فِي إِخْفَاءِ كُنُوزِ الْأَرْضِ عَنْهُمْ. وَالْكُنُوزُ الْمَحْجُوبَةُ قَدِ اسْتُخْدِمَ عَلَيْهَا أَرْوَاحٌ خَبِيثَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ تَحُولُ بَيْنَ الْإِنْسِ

وَبَيْنَهَا، وَلَا تَقْهَرُهَا إِلَّا أَرْوَاحٌ عُلْوِيَّةٌ شَرِيفَةٌ غَالِبَةٌ لَهَا بِحَالِهَا الْإِيمَانِيِّ، مَعَهَا مِنْهُ أَسْلِحَةٌ لَا تَقُومُ لَهَا الشَّيَاطِينُ، وَأَكْثَرُ نُفُوسِ النَّاسِ لَيْسَتْ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، فَلَا يُقَاوِمُ تِلْكَ الْأَرْوَاحَ وَلَا يَقْهَرُهَا، وَلَا يَنَالُ مِنْ سَلَبِهَا شَيْئًا، فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فله سلبه.

সকল বিষয় তাঁর ওপর ন্যস্ত করা এবং তাঁর কাছেই সমর্পণ করা, যাঁর কর্তৃত্বে সব কিছু নিহিত, যাঁর জন্য সকল প্রশংসা, যাঁর হাতে যাবতীয় কল্যাণ এবং যাঁর কাছেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁর কাছেই সেই হিদায়াতের (সঠিক পথপ্রদর্শন) প্রত্যাশী হওয়া যা উভয় জগতের সৌভাগ্যের মূল। এই হিদায়াতের অর্থের সাথে উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ দূর করার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ সফলতা ও নিয়ামত যে এর ওপরই নির্ভরশীল—তা অনুধাবন করা বহু ঔষধ ও ঝাড়ফুঁকের (রুকইয়া) প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। এর মাধ্যমেই কল্যাণের দ্বারসমূহ উন্মোচিত হয় এবং অকল্যাণের কারণসমূহ দূরীভূত হয়।

এই বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য এক নতুন ফিতরাত (প্রকৃতি), নতুন আকল (বিবেক) এবং নতুন ঈমান প্রয়োজন। আল্লাহর কসম! আপনি এমন কোনো ভ্রান্ত মতবাদ বা বাতিল বিদআত (নতুন উদ্ভাবিত প্রথা) পাবেন না, যার খণ্ডন ও অসারতা প্রমাণের উপাদান সূরা ফাতিহাতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, নির্ভুল ও প্রাঞ্জলভাবে বিদ্যমান নেই। এমন কোনো মা'রিফাতে ইলাহী (আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান), কলবের আমল কিংবা অন্তরের ব্যাধি ও অসুস্থতার চিকিৎসা নেই যার চাবিকাঠি এবং নির্দেশিকা সূরা ফাতিহাতে বিদ্যমান নেই। রাব্বুল আলামীনের দিকে ধাবমান পথিকদের এমন কোনো মঞ্জিল (স্তর) নেই যার শুরু এবং শেষ এই সূরার ভেতরেই নিহিত নেই।

আল্লাহর শপথ! এই সূরার মর্যাদা এর চাইতেও মহান এবং এটি এর চাইতেও শ্রেষ্ঠ। কোনো বান্দা যখন যথাযথভাবে একে উপলব্ধি করে, একে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, এর মহান বক্তার উদ্দেশ্য অনুধাবন করে এবং একে পূর্ণাঙ্গ নিরাময়, সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ও সুস্পষ্ট নূর (আলো) হিসেবে গ্রহণ করে—আর এর আনুষঙ্গিক দাবিগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারে—তখন সে কোনো বিদআত বা শিরকে পতিত হয় না। এমনকি কোনো আত্মিক ব্যাধিও তাকে স্পর্শ করতে পারে না; আর যদি সামান্য কিছু হয়েও থাকে, তবে তা স্থায়ী হয় না।

এছাড়া, এই সূরাটি যেমন জান্নাতের ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি, তেমনি এটি জমিনের গুপ্তধনেরও এক মহা-চাবিকাঠি। তবে সবাই এই চাবিকাঠি দিয়ে তালা খুলতে পারদর্শী নয়। যদি গুপ্তধন অন্বেষণকারীরা এই সূরার রহস্য সম্পর্কে অবগত হতো, এর অর্থগুলো অনুধাবন করতো এবং

এই চাবিকাঠির খাঁজগুলো (দাঁতসমূহ) যথাযথভাবে তৈরি করে তা দিয়ে তালা খোলার কৌশল জানতো, তবে তারা কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সেই ধনভাণ্ডার হস্তগত করতে পারতো।

আমরা এই কথাটি কোনো অতিরঞ্জন বা রূপক অর্থে বলছি না, বরং এটি এক বাস্তব সত্য। তবে আল্লাহ তাআলা যেমন জমিনের গুপ্তধনসমূহ অধিকাংশ মানুষের নিকট গোপন রেখেছেন, তেমনি এক মহতী হিকমতের কারণে এই রহস্যটিও তাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন। এই লুক্কায়িত ধনভাণ্ডারগুলোর ওপর কিছু খবীস (দুষ্ট) শয়তানি আত্মা পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত থাকে, যারা মানুষের ও সেই ধনের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেবল সেই সব উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত রুহ (আত্মা) এগুলোকে পরাভূত করতে পারে, যারা তাদের ঈমানি হালতের মাধ্যমে বিজয়ী এবং যাদের কাছে এমন সব ঈমানি অস্ত্র রয়েছে যার সামনে শয়তানরা টিকতে পারে না। অধিকাংশ মানুষের আত্মা এই স্তরের নয়, ফলে তারা সেই অশুভ আত্মাগুলোর মোকাবিলা করতে বা তাদের পরাজিত করতে পারে না এবং তাদের থেকে কোনো যুদ্ধলব্ধ সম্পদও (সালব) অর্জন করতে পারে না। কেননা নিয়ম হলো, যে ব্যক্তি শত্রুকে হত্যা করে, সেই তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হয়।

(ص: 264)الطب النبوي لابن القيم

فاغية: هِيَ نَوْرُ الْحِنَّاءِ، وَهِيَ مِنْ أَطْيَبِ الرَّيَاحِينِ، رَوَى البيهقي فِي كِتَابِهِ «شُعَبِ الْإِيمَانِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ: «سَيِّدُ الرَّيَاحِينِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْفَاغِيَةُ» «1» وَرَوَى فِيهِ أَيْضًا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ أَحَبَّ الرَّيَاحِينِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَاغِيَةُ» . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، فَلَا نَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا لَا نَعْلَمُ صِحَّتَهُ.

وَهِيَ مُعْتَدِلَةٌ فِي الْحَرِّ وَالْيُبْسِ، فِيهَا بَعْضُ الْقَبْضِ، وَإِذَا وُضِعَتْ بَيْنَ طَيِّ ثِيَابِ الصُّوفِ حَفِظَتْهَا مِنَ السُّوسِ، وَتَدْخُلُ فِي مَرَاهِمِ الْفَالِجِ وَالتَّمَدُّدِ، وَدُهْنُهَا يُحَلِّلُ الْأَعْضَاءَ، وَيُلَيِّنُ الْعَصَبَ.

فضة: ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَفَصُّهُ مِنْهُ «2» ، وَكَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةً «3» وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِي الْمَنْعِ مِنْ لِبَاسِ الْفِضَّةِ وَالتَّحَلِّي بِهَا شَيْءٌ الْبَتَّةَ، كَمَا صَحَّ عَنْهُ الْمَنْعُ مِنَ الشُّرْبِ فِي آنِيَتِهَا، وَبَابُ الْآنِيَةِ أَضْيَقُ مِنْ بَابِ اللِّبَاسِ، وَالتَّحَلِّي، وَلِهَذَا يُبَاحُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسًا وَحِلْيَةً مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ اسْتِعْمَالُهُ آنِيَةً، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ الْآنِيَةِ تَحْرِيمُ اللِّبَاسِ وَالْحِلْيَةِ.

وَفِي «السُّنَنِ» عَنْهُ: «وَأَمَّا الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا» «4» فَالْمَنْعُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يُبَيِّنُهُ، إِمَّا نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ ثَبَتَ أَحَدُهُمَا، وَإِلَّا فَفِي الْقَلْبِ مِنْ تَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ شَيْءٌ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمْسَكَ بيده ذهبا، وبالأحرى حَرِيرًا، وَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» «5» .

وَالْفِضَّةُ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، وَطَلْسَمُ الْحَاجَاتِ، وَإِحْسَانُ أَهْلِ الدُّنْيَا بَيْنَهُمْ، وَصَاحِبُهَا مَرْمُوقٌ بِالْعُيُونِ بَيْنَهُمْ، مُعَظَّمٌ فِي النفوس، مصدّر في

---

(1) وأخرجه أبو نعيم في الطب، والطبراني في الأوسط.

(2) أخرجه البخاري والترمذي في الشمائل.

(3) أخرجه الترمذي في الشمائل، وأبو داود والنسائي.

(4) أخرجه أحمد وأبو داود في الخاتم.

(5) حديث صحيح.

ফাগিয়া (মেহেদির ফুল): এটি হলো মেহেদি গাছের ফুল এবং এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। ইমাম বায়হাকী তাঁর ‘শুআবুল ঈমান’ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন বুরাইদাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, যা মারফু (রাসূল পর্যন্ত পৌঁছানো সনদ) হিসেবে বর্ণিত:

“দুনিয়া ও আখিরাতে সুগন্ধিরাজ হলো ফাগিয়া।” এতে আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সুগন্ধি ছিল ফাগিয়া।” এই হাদিস দুটির অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন; তাই আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে এমন কিছু সাক্ষ্য দেই না যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই।

এটি উষ্ণতা ও শুষ্কতায় পরিমিত এবং এতে কিছুটা সংকোচনকারী গুণ রয়েছে। যখন এটি পশমি কাপড়ের ভাঁজে রাখা হয়, তখন এটি কাপড়কে পোকার (কীট) হাত থেকে রক্ষা করে। এটি পক্ষাঘাত (ফালিজ) ও মাংসপেশির খিঁচুনির মলমে ব্যবহৃত হয়। এর তেল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শিথিল করে এবং স্নায়ুকে নমনীয় করে।

রৌপ্য: এটি প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আংটি রৌপ্যনির্মিত ছিল এবং এর উপরিভাগও ছিল রৌপ্যের। তাঁর তলোয়ারের হাতলের অগ্রভাগও রৌপ্যের ছিল। রৌপ্য পরিধান করা বা এর দ্বারা অলংকৃত হওয়ার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞাই তাঁর থেকে আদতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়; অথচ রৌপ্যের পাত্রে পান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। পাত্রের বিধান পোশাক ও অলংকারের চেয়েও অধিক কঠোর। এই কারণেই নারীদের জন্য পোশাক ও অলংকার হিসেবে এমন কিছু বৈধ করা হয়েছে যা পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা তাদের জন্য হারাম। সুতরাং পাত্র হারাম হওয়ার কারণে পোশাক ও অলংকার হারাম হওয়া অপরিহার্য নয়।

‘সুনান’ গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে: “আর রৌপ্যের ব্যাপারে তোমরা যা খুশি করো।” সুতরাং এর নিষেধাজ্ঞার জন্য সুস্পষ্ট দলিলের প্রয়োজন— হয় তা সরাসরি বর্ণনা (নস) হতে হবে অথবা ঐকমত্য (ইজমা)। যদি এগুলোর কোনো একটি প্রমাণিত হয় তবে ভিন্ন কথা, অন্যথায় পুরুষদের জন্য এটি হারাম করার ব্যাপারে মনে সংশয় থেকে যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাতে স্বর্ণ এবং রেশম ধারণ করে বলেছিলেন: “এই দুটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল।”

রৌপ্য হলো পৃথিবীতে আল্লাহর রহস্যসমূহের একটি রহস্য, প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম এবং দুনিয়াদারদের পারস্পরিক উপকারের সোপান। এর অধিকারী মানুষের চোখে দৃষ্টিগোচর হয়, হৃদয়ে সম্মানিত হয় এবং মজলিসে অগ্রগণ্য হয়...

(১) আবু নুআইম ‘আত-তিব্ব’ গ্রন্থে এবং তাবারানি ‘আল-আওসাত’ গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

(২) বুখারি এবং তিরমিযি ‘আশ-শামায়িল’ গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

(৩) তিরমিযি ‘আশ-শামায়িল’ গ্রন্থে, আবু দাউদ এবং নাসায়ি এটি উদ্ধৃত করেছেন।

(৪) আহমদ এবং আবু দাউদ ‘আল-খাতাম’ অধ্যায়ে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

(৫) এটি একটি সহিহ হাদিস।

(ص: 265)الطب النبوي لابن القيم

الْمَجَالِسِ، لَا تُغْلَقُ دُونَهُ الْأَبْوَابُ، وَلَا تُمَلُّ مُجَالَسَتُهُ، وَلَا مُعَاشَرَتُهُ، وَلَا يُسْتَثْقَلُ مَكَانُهُ، تُشِيرُ الْأَصَابِعُ إِلَيْهِ، وَتَعْقِدُ الْعُيُونُ نِطَاقَهَا عَلَيْهِ، إِنْ قَالَ، سُمِعَ قَوْلُهُ، وَإِنْ شَفَعَ، قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُ، وَإِنْ شَهِدَ، زُكِّيَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ خَطَبَ فَكُفْءٌ لَا يُعَابُ، وَإِنْ كَانَ ذَا شَيْبَةٍ بَيْضَاءَ، فَهِيَ أَجْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ حِلْيَةِ الشَّبَابِ.

وَهِيَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرِحَةِ النَّافِعَةِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ، وَضَعْفِ الْقَلْبِ وَخَفَقَانِهِ، وَتَدْخُلُ فِي الْمَعَاجِينِ الْكِبَارِ، وَتَجْتَذِبُ بِخَاصِّيَّتِهَا مَا يَتَوَلَّدُ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْأَخْلَاطِ الْفَاسِدَةِ، خُصُوصًا إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى العسل المصفى، والزعفران.

وَمِزَاجُهَا إِلَى الْيُبُوسَةِ وَالْبُرُودَةِ، وَيَتَوَلَّدُ عَنْهَا مِنَ الْحَرَارَةِ وَالرُّطُوبَةِ مَا يَتَوَلَّدُ، وَالْجِنَانُ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ عز وجل لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ أَرْبَعٌ: جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» «1» .

وَصَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» «2» .

فَقِيلَ: عِلَّةُ التَّحْرِيمِ تَضْيِيقُ النُّقُودِ، فَإِنَّهَا إِذَا اتُّخِذَتْ أَوَانِيَ فَاتَتِ الْحِكْمَةُ الَّتِي وُضِعَتْ لِأَجْلِهَا مِنْ قِيَامِ مَصَالِحِ بَنِي آدَمَ، وَقِيلَ: الْعِلَّةُ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ.

وَقِيلَ: الْعِلَّةُ كَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِذَا رَأَوْهَا وَعَايَنُوهَا.

وَهَذِهِ الْعِلَلُ فِيهَا مَا فِيهَا، فَإِنَّ التَّعْلِيلَ بِتَضْيِيقِ النُّقُودِ يَمْنَعُ مِنَ التَّحَلِّي بِهَا وَجَعْلِهَا سَبَائِكَ وَنَحْوَهَا مِمَّا لَيْسَ بِآنِيَةٍ وَلَا نَقْدٍ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ حَرَامٌ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَكَسْرُ قُلُوبِ الْمَسَاكِينِ لَا ضَابِطَ لَهُ، فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ تَنْكَسِرُ بِالدُّورِ الْوَاسِعَةِ، وَالْحَدَائِقِ الْمُعْجِبَةِ، وَالْمَرَاكِبِ الْفَارِهَةِ، وَالْمَلَابِسِ الْفَاخِرَةِ، وَالْأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ،

---

(1) أخرجه البخاري في الأشربة، ومسلم في اللباس والزينة.

(2) أخرجه البخاري في الأطعمة.

মজলিসসমূহে তাঁর জন্য কোনো দরজা বন্ধ করা হয় না, তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্যে কেউ বিরক্ত হয় না এবং তাঁর উপস্থিতিকে কেউ বোঝা মনে করে না। মানুষের আঙুল তাঁর দিকে নির্দেশ করে (অর্থাৎ তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন) এবং মানুষের চোখ তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তিনি যখন কথা বলেন, তা মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়; যখন তিনি সুপারিশ করেন, তাঁর সুপারিশ কবুল করা হয়; যখন তিনি সাক্ষ্য দেন, তাঁর সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়। তিনি যখন ভাষণ দেন, তখন তিনি অত্যন্ত উপযুক্ত এবং ত্রুটিহীন সাব্যস্ত হন। আর যদি তিনি শুভ্রকেশের (বার্ধক্যের) অধিকারী হন, তবে তা তাঁর জন্য যুবকদের অলঙ্কারের চেয়েও অধিক সৌন্দর্যময় হয়ে থাকে।

এটি দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিষণ্নতা, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা ও বুক ধড়ফড়ানির জন্য অত্যন্ত উপকারী ও আনন্দদায়ক ঔষধসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এটি বড় বড় মিশ্রিত ঔষধের (মাজুন) অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি তার বিশেষ গুণের মাধ্যমে হৃদপিণ্ডে উৎপাদিত দূষিত পদার্থগুলোকে (আখলাত) টেনে বের করে আনে, বিশেষত যখন একে পরিশুদ্ধ মধু ও জাফরানের সাথে মেশানো হয়।

এর মেজাজ বা প্রকৃতি শুষ্কতা ও শীতলতার দিকে, আর তা থেকে যে পরিমাণ উষ্ণতা ও আর্দ্রতা উৎপন্ন হওয়ার কথা তা-ই হয়। মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিনে যে জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন তা হলো চারটি: স্বর্ণের দুটি জান্নাত এবং রূপার দুটি জান্নাত; তাদের পাত্রসমূহ, অলঙ্কার এবং যা কিছু তাতে আছে সবই অনুরূপ ধাতু দ্বারা নির্মিত। উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে 'সহীহ' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পান করে, সে মূলত তার পেটে জাহান্নামের আগুনই প্রবিষ্ট করায়।" (১)।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরও সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "তোমরা স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর থালায় আহার করো না; কারণ এগুলো দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য।" (২)।

বলা হয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো মুদ্রার প্রবাহকে সংকুচিত করা। কেননা স্বর্ণ-রূপাকে যদি পাত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে যে হিকমত বা মহৎ উদ্দেশ্যে আদম সন্তানের বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা ব্যাহত হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন: এর মূল কারণ হলো অহংকার ও দম্ভ।

আরও বলা হয়েছে: এর কারণ হলো দরিদ্র ও মিসকিনদের সামনে এগুলো ব্যবহারের ফলে তাদের মন ভেঙে যাওয়া।

তবে এই কারণগুলোর বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। কেননা মুদ্রার সংকীর্ণতাকে কারণ হিসেবে ধরলে তো স্বর্ণ-রূপার অলঙ্কার পরিধান করা এবং এগুলোকে পাত বা পিণ্ড আকারে (যা পাত্র বা মুদ্রা কোনোটিই নয়) রাখাও নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। আর অহংকার ও দম্ভ তো যেকোনো বস্তুর মাধ্যমেই হোক না কেন তা হারাম। অন্যদিকে দরিদ্রদের মন ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়; কারণ প্রশস্ত ঘরবাড়ি, চমৎকার বাগান, বিলাসবহুল যানবাহন, রাজকীয় পোশাক এবং সুস্বাদু খাবারের মাধ্যমেও তাদের মন ভেঙে যেতে পারে।

---

(১) ইমাম বুখারী 'পানীয়' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'পোশাক ও সাজসজ্জা' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম বুখারী 'খাদ্যদ্রব্য' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، وَكُلُّ هَذِهِ عِلَلٌ مُنْتَقِضَةٌ، إِذْ تُوجَدُ الْعِلَّةُ، وَيَتَخَلَّفُ مَعْلُولُهَا.
فَالصَّوَابُ أَنَّ الْعِلَّةَ- وَاللَّهُ أَعْلَمُ- مَا يُكْسِبُ اسْتِعْمَالُهَا الْقَلْبَ مِنَ الْهَيْئَةِ، وَالْحَالَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْعُبُودِيَّةِ مُنَافَاةً ظَاهِرَةً، وَلِهَذَا عَلَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهَا لِلْكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا، إِذْ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي يَنَالُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ نَعِيمَهَا، فَلَا يَصْلُحُ اسْتِعْمَالُهَا لِعَبِيدِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُهَا مَنْ خَرَجَ عَنْ عُبُودِيَّتِهِ، وَرَضِيَ بِالدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا مِنَ الْآخِرَةِ.

حَرْفُ الْقَافِ

قُرْآنٌ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ «1»
وَالصَّحِيحُ: أَنَّ «مِنْ» هَاهُنَا، لِبَيَانِ الْجِنْسِ لَا للتبعيض، وقال تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ «2»
فَالْقُرْآنُ هُوَ الشِّفَاءُ التَّامُّ مِنْ جَمِيعِ الْأَدْوَاءِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ، وَأَدْوَاءِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يُؤَهَّلُ وَلَا يُوَفَّقُ لِلِاسْتِشْفَاءِ بِهِ، وَإِذَا أَحْسَنَ الْعَلِيلُ التَّدَاوِيَ بِهِ، وَوَضَعَهُ عَلَى دَائِهِ بِصِدْقٍ وَإِيمَانٍ، وَقَبُولٍ تَامٍّ، وَاعْتِقَادٍ جَازِمٍ، وَاسْتِيفَاءِ شُرُوطِهِ، لَمْ يُقَاوِمْهُ الدَّاءُ أَبَدًا.
وَكَيْفَ تُقَاوِمُ كَلَامَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الَّذِي لَوْ نَزَلَ عَلَى الْجِبَالِ، لَصَدَّعَهَا، أَوْ عَلَى الْأَرْضِ، لَقَطَّعَهَا، فَمَا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ سَبِيلُ الدِّلَالَةِ عَلَى دَوَائِهِ وَسَبَبِهِ، وَالْحِمْيَةِ مِنْهُ لِمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى الطِّبِّ بَيَانُ إِرْشَادِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إِلَى أُصُولِهِ وَمَجَامِعِهِ الَّتِي هِيَ حِفْظُ الصِّحَّةِ وَالْحِمْيَةُ، وَاسْتِفْرَاغُ الْمُؤْذِي، وَالِاسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَفْرَادِ هذه الأنواع.

(1) الإسراء- 82.

(2) يونس- 57.

এবং এ জাতীয় অন্যান্য বৈধ বিষয়াবলি। এগুলোর প্রতিটিই খণ্ডিত কারণ (ইল্লত), যেহেতু সেখানে কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার কার্যটি (মা'লুল) অনুপস্থিত থাকে।

সুতরাং সঠিক মত হলো—আর আল্লাহই ভালো জানেন—মূল কারণ হলো এর ব্যবহারের ফলে অন্তরে এমন এক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হওয়া যা দাসত্বের (উবুদিয়্যাত) সাথে প্রকাশ্যভাবে সাংঘর্ষিক। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারণ দর্শিয়েছেন যে, এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য। যেহেতু পরকালে তারা যে দাসত্বের বিনিময়ে জান্নাতের নিয়ামত লাভ করবে, তাতে তাদের কোনো অংশ নেই। তাই দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দাদের জন্য এগুলো ব্যবহার করা সমীচীন নয়। বরং এগুলো সেই ব্যক্তি ব্যবহার করে যে তাঁর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং পরকালের পরিবর্তে দুনিয়া ও এর ক্ষণস্থায়ী সুখেই সন্তুষ্ট হয়েছে।

কাফ (ক্বাফ) বর্ণমালা

কুরআন: মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আমি কুরআন থেকে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত।" (১) আর বিশুদ্ধ অভিমত হলো: এখানে 'মিন' (থেকে) অব্যয়টি প্রকার বর্ণনার (বায়ানুল জিনস) জন্য এসেছে, আংশিকতা (তাবইয) বোঝানোর জন্য নয়। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এবং অন্তরের ব্যাধির নিরাময় এসেছে।" (২)

সুতরাং কুরআন হলো সমস্ত আত্মিক ও শারীরিক ব্যাধি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অসুখের পূর্ণাঙ্গ নিরাময়। তবে প্রত্যেকে এর মাধ্যমে রোগমুক্তির যোগ্য বিবেচিত হয় না এবং তাওফিকও লাভ করে না। অসুস্থ ব্যক্তি যখন এর মাধ্যমে উত্তমরূপে চিকিৎসা গ্রহণ করবে এবং সত্যবাদিতা, ঈমান, পূর্ণ গ্রহণীয়তা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে স্বীয় ব্যাধির ওপর তা প্রয়োগ করবে এবং এর শর্তাবলি পূরণ করবে, তখন কোনো রোগই এর সামনে কখনো টিকে থাকতে পারবে না।

আর আসমান ও জমিনের রবের বাণীর সামনে কোনো রোগ কীভাবে মোকাবিলা করবে? এই বাণী যদি পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ হতো তবে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত, আর যদি জমিনের ওপর অবতীর্ণ হতো তবে তাকে বিদীর্ণ করে ফেলত। অন্তরের রোগ হোক কিংবা শরীরের,

এমন কোনো রোগ নেই যার চিকিৎসার পথ, তার কারণ এবং তা থেকে বাঁচার উপায় কুরআনে বিদ্যমান নেই—সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ তাঁর কিতাব অনুধাবনের জ্ঞান দান করেছেন। ইতিপূর্বে চিকিৎসার আলোচনার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কীভাবে মহান কুরআন চিকিৎসার মূলনীতি ও সারসংক্ষেপের দিকে পথপ্রদর্শন করেছে, যা হলো স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষতিকারক উপাদান নিষ্কাশন। আর এর মাধ্যমেই এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সকল শাখার বিষয়ে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা সম্ভব।

(১) আল-ইসরা- ৮২।

(২) ইউনুস- ৫৭।

(ص: 267)الطب النبوي لابن القيم

وَأَمَّا الْأَدْوِيَةُ الْقَلْبِيَّةُ، فَإِنَّهُ يَذْكُرُهَا مُفَصَّلَةً، وَيَذْكُرُ أَسْبَابَ أَدْوَائِهَا وَعِلَاجَهَا.

قَالَ: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ»

فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ، فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ، فَلَا كَفَاهُ اللَّهُ.

قِثَّاءٌ: فِي «السُّنَنِ» : مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ، وَرَوَاهُ الترمذي وَغَيْرُهُ «2» :

الْقِثَّاءُ بَارِدٌ رَطْبٌ في الدرجة الثانية، مطفىء لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ، بَطِيءُ الْفَسَادِ فِيهَا، نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْمَثَانَةِ، وَرَائِحَتُهُ تَنْفَعُ مِنَ الْغَشْيِ، وَبَزْرُهُ يُدِرُّ الْبَوْلَ، وَوَرَقُهُ إِذَا اتُّخِذَ ضِمَادًا، نَفَعَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ، وَهُوَ بَطِيءُ الِانْحِدَارِ عَنِ الْمَعِدَةِ، وَبَرْدُهُ مُضِرٌّ بِبَعْضِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ مَعَهُ مَا يُصْلِحُهُ وَيَكْسِرُ بُرُودَتَهُ وَرُطُوبَتَهُ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَكَلَهُ بِالرُّطَبِ، فَإِذَا أُكِلَ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ عَسَلٍ عَدَلَهُ.

قُسْطٌ وَكُسْتٌ: بِمَعْنًى؟؟؟ وَاحِدٍ. وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ أنس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ» «3» .

وَفِي «الْمُسْنَدِ» : مِنْ حَدِيثِ أم قيس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ» .

الْقُسْطُ: نَوْعَانِ. أَحَدُهُمَا: الْأَبْيَضُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْبَحْرِيُّ. وَالْآخَرُ: الْهِنْدِيُّ، وَهُوَ أَشَدُّهُمَا حَرًّا، وَالْأَبْيَضُ أَلْيَنُهُمَا، وَمَنَافِعُهُمَا كَثِيرَةٌ جِدًّا.

وَهُمَا حَارَّانِ يَابِسَانِ فِي الثَّالِثَةِ، يُنَشِّفَانِ الْبَلْغَمَ، قَاطِعَانِ لِلزُّكَامِ، وَإِذَا شُرِبَا، نَفَعَا مِنْ ضَعْفِ الْكَبِدِ وَالْمَعِدَةِ وَمِنْ بَرْدِهِمَا، وَمِنْ حُمَّى الدَّوْرِ وَالرِّبْعِ، وَقَطَعَا وَجَعَ الْجَنْبِ، وَنَفَعَا مِنَ السُّمُومِ، وَإِذَا طُلِيَ بِهِ الْوَجْهُ مَعْجُونًا بِالْمَاءِ وَالْعَسَلِ، قَلَعَ الْكَلَفَ. وَقَالَ جالينوس: يَنْفَعُ مِنَ الكزاز، ووجع الجنبين، ويقتل حب القرع.

---

(1) العنكبوت- 51.

(2) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة في الأطعمة والبخاري في الأطعمة، ومسلم في الأشربة.

(3) أخرجه أحمد والبخاري في الطب.

আর অন্তরের ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং এগুলোর কারণ ও চিকিৎসা উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন: "এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়?"

অতএব, কুরআন যাকে আরোগ্য দান করে না, আল্লাহ তাকে সুস্থ করেন না; আর যার জন্য কুরআন যথেষ্ট হয় না, আল্লাহ তার জন্য কোনো কিছুই যথেষ্ট করেন না।

শসা (কিসসা): ‘সুনান’ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাজা খেজুরের সাথে শসা খেতেন। ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন:

শসা দ্বিতীয় স্তরের শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির। এটি পাকস্থলীর প্রজ্জ্বলিত তাপ প্রশমিত করে, পাকস্থলীতে বিলম্বে নষ্ট হয়, মূত্রথলির ব্যথায় উপকারী এবং এর ঘ্রাণ মূর্ছা যাওয়া রোধে কার্যকর। এর বীজ প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক এবং এর পাতা প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করলে কুকুরের কামড়ের চিকিৎসায় ফলদায়ক। এটি পাকস্থলী থেকে বিলম্বে নির্গত হয় এবং এর শীতলতা পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এর সাথে এমন কিছু ব্যবহার করা উচিত যা এর সংশোধন করে এবং এর শীতলতা ও আর্দ্রতা কমিয়ে দেয়, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) এটি তাজা খেজুরের সাথে খেয়েছিলেন। যদি এটি খেজুর, কিশমিশ বা মধুর সাথে খাওয়া হয়, তবে তা এর ভারসাম্য বজায় রাখে।

কুস্ত ও কুস্ত: উভয়ই একই অর্থবোধক। ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম)-এ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করো, তার মধ্যে রক্তমোক্ষণ (হিজামা) এবং সামুদ্রিক কুস্ত (কুস্ত আল-বাহরী) সর্বোত্তম।"

এবং ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে উম্মে কায়স থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: "তোমরা এই ইন্ডিয়ান কুস্ত (উদ আল-হিন্দি) ব্যবহার করো, কারণ এতে সাতটি রোগের নিরাময় রয়েছে, যার একটি হলো পার্শ্বশূল (যাতুল জানব)।"

কুস্ত দুই প্রকার। একটি সাদা, যাকে সামুদ্রিক কুস্ত বলা হয়। অন্যটি হলো:

ইন্ডিয়ান কুস্ত, যা অধিক উষ্ণ; আর সাদা কুস্তটি অধিক কোমল। এগুলোর উপকারিতা অনেক। উভয়টিই তৃতীয় স্তরের উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। এগুলো শ্লেষ্মা শুকিয়ে ফেলে এবং সর্দি নিরাময় করে। এটি পান করলে কলিজা ও পাকস্থলীর দুর্বলতা ও এগুলোর শীতলতাজনিত সমস্যা দূর হয় এবং পর্যায়ক্রমিক ও চতুর্থ দিনের জ্বরে উপকারে আসে। এটি পার্শ্বশূল নিরাময় করে এবং বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফলদায়ক। পানি ও মধুর সাথে মিশিয়ে মুখে প্রলেপ দিলে এটি মেছতা বা চামড়ার দাগ দূর করে। জালিনুস (গ্যালেন) বলেছেন: এটি ধনুষ্টঙ্কার ও পার্শ্বশূলের ব্যথায় উপকারী এবং পেটের কৃমি ধ্বংস করে।

---

(১) আল-আনকাবুত- ৫১।

(২) আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ ‘খাদ্যদ্রব্য’ অধ্যায়ে; বুখারী ‘খাদ্যদ্রব্য’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘পানীয়’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) আহমাদ এবং বুখারী ‘চিকিৎসা’ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 268)الطب النبوي لابن القيم

وقد خفي على جاهل الْأَطِبَّاءِ نَفْعُهُ مِنْ وَجَعِ ذَاتِ الْجَنْبِ، فَأَنْكَرُوهُ، وَلَوْ ظَفِرَ هَذَا الْجَاهِلُ بِهَذَا النَّقْلِ عَنْ جالينوس لنزله مَنْزِلَةَ النَّصِّ، كَيْفَ وَقَدْ نَصَّ كَثِيرٌ مِنَ الْأَطِبَّاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَنَّ الْقُسْطَ يَصْلُحُ لِلنَّوْعِ الْبَلْغَمِيِّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، ذَكَرَهُ الخطابي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ طِبَّ الْأَطِبَّاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى طِبِّ الْأَنْبِيَاءِ أَقَلُّ مِنْ نِسْبَةِ طِبِّ الطُّرُقِيَّةِ وَالْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّ الْأَطِبَّاءِ، وَأَنَّ بَيْنَ مَا يُلْقَى بِالْوَحْيِ، وَبَيْنَ مَا يُلْقَى بِالتَّجْرِبَةِ، وَالْقِيَاسِ مِنَ الْفَرْقِ أَعْظَمُ مِمَّا بَيْنَ الْقَدَمِ وَالْفَرْقِ.

وَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالَ وَجَدُوا دَوَاءً مَنْصُوصًا عَنْ بَعْضِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، لَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَمْ يَتَوَقَّفُوا عَلَى تَجْرِبَتِهِ.

نَعَمْ نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ لِلْعَادَةِ تَأْثِيرًا فِي الِانْتِفَاعِ بِالدَّوَاءِ وَعَدَمِهِ، فَمَنِ اعْتَادَ دَوَاءً وَغِذَاءً، كَانَ أَنْفَعَ لَهُ، وَأَوْفَقَ مِمَّنْ لَمْ يَعْتَدْهُ، بَلْ رُبَّمَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ.

وَكَلَامُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا، فَهُوَ بِحَسَبِ الْأَمْزِجَةِ وَالْأَزْمِنَةِ، وَالْأَمَاكِنِ وَالْعَوَائِدِ، وَإِذَا كَانَ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي كَلَامِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ، فَكَيْفَ يَقْدَحُ فِي كَلَامِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، وَلَكِنَّ نُفُوسَ الْبَشَرِ مُرَكَّبَةٌ عَلَى الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، إِلَّا مَنْ أَيَّدَهُ اللَّهُ بِرُوحِ الْإِيمَانِ، وَنَوَّرَ بَصِيرَتَهُ بِنُورِ الْهُدَى.

قصب السّكر: جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فِي الْحَوْضِ «مَاؤُهُ، أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ» «1» ، وَلَا أَعْرِفُ السُّكَّرَ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.
وَالسُّكَّرُ حَادِثٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ مُتَقَدِّمُو الْأَطِبَّاءِ، وَلَا كَانُوا يَعْرِفُونَهُ، وَلَا يَصِفُونَهُ فِي الْأَشْرِبَةِ، وَإِنَّمَا يَعْرِفُونَ الْعَسَلَ، وَيُدْخِلُونَهُ فِي الْأَدْوِيَةِ، وَقَصَبُ السكر حار رطب ينفع من السّعال، ويجلوا الرُّطُوبَةَ وَالْمَثَانَةَ، وَقَصَبَةَ الرِّئَةِ، وَهُوَ أَشَدُّ تَلْيِينًا من

(1) في مسلم والترمذي بلفظ: «أحلى من العسل» بدلا من «أحلى من السكر» .

অজ্ঞ চিকিৎসকদের নিকট পার্শ্বপ্রদাহের (যাতুল জানব) চিকিৎসায় কুস্ত-এর উপযোগিতা অস্পষ্ট রয়ে গেছে, ফলে তারা তা অস্বীকার করেছে। যদি এই অজ্ঞ ব্যক্তি গ্যালেন (জালিনুস) থেকে বর্ণিত এই তথ্যটি লাভ করত, তবে সে এটিকে অকাট্য দলিলের মর্যাদা দিত। অথচ অনেক প্রাচীন চিকিৎসকই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কুস্ত (এক প্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠ) কফজনিত পার্শ্বপ্রদাহের জন্য অত্যন্ত উপযোগী; আল-খাত্তাবি এটি মুহাম্মদ ইবনে আল-জাহম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, নবীদের চিকিৎসার তুলনায় সাধারণ চিকিৎসকদের চিকিৎসার মান ততটুকুই, যতটুকু চিকিৎসকদের চিকিৎসার তুলনায় হাতুড়ে ডাক্তার ও বৃদ্ধাদের ঘরোয়া চিকিৎসার মান। ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ও অনুমানের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য হলো পায়ের পাতা ও মাথার তালুর পার্থক্যের চেয়েও বেশি।

এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি কোনো ইহুদি, খ্রিস্টান বা মুশরিক চিকিৎসকের বর্ণিত কোনো ওষুধের বিবরণ পেত, তবে তারা তা দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ ও স্বীকার করে নিত এবং তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যও অপেক্ষা করত না।

হ্যাঁ, আমরা এটি অস্বীকার করি না যে, ওষুধের উপকারিতা পাওয়া বা না পাওয়ার ক্ষেত্রে অভ্যাসের প্রভাব রয়েছে। যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ বা খাদ্যে অভ্যস্ত, সেটি তার জন্য অধিকতর উপকারী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তার তুলনায়, যে তাতে অভ্যস্ত নয়। এমনকি কখনও কখনও অভ্যস্ত না হওয়ার কারণে কেউ তা থেকে উপকৃত নাও হতে পারে।

শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের বক্তব্য বাহ্যিকভাবে সাধারণ বা নিঃশর্ত মনে হলেও তা মূলত বিভিন্ন স্বভাব (মিজাজ), সময়, স্থান ও অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। যদি এই শর্তাধীনতা তাদের

বক্তব্য ও জ্ঞানের জন্য কোনো ত্রুটি হিসেবে গণ্য না হয়, তবে সত্যবাদী ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত রাসূলের বাণীর ক্ষেত্রে এটি কীভাবে ত্রুটি হতে পারে? আসলে মানুষের প্রবৃত্তি অজ্ঞতা ও অন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে গঠিত, তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আল্লাহ ঈমানের আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং হিদায়াতের আলো দিয়ে যার অন্তর্দৃষ্টিকে আলোকিত করেছেন।

আখ: হাউজে কাউসার সম্পর্কিত বিশুদ্ধ সুন্নাহর কিছু বর্ণনায় এসেছে, "এর পানি চিনির চেয়েও মিষ্টি।" এই স্থানটি ব্যতীত অন্য কোথাও হাদিসে আমি 'চিনি' (সুক্কার) শব্দের উল্লেখ সম্পর্কে অবগত নই।

চিনি পরবর্তী সময়ের উদ্ভাবন, প্রাচীন চিকিৎসকরা এটি নিয়ে আলোচনা করেননি, তারা এটি চিনতেনও না এবং পানীয় হিসেবেও এর ব্যবস্থা দিতেন না। তারা কেবল মধুর কথা জানতেন এবং ওষুধে মধু ব্যবহার করতেন। আর আখ হলো উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির, যা কাশির জন্য উপকারী এবং এটি আর্দ্রতা দূর করে মূত্রথলি ও শ্বাসনালী পরিষ্কার করে। এটি নিম্নোক্ত জিনিসের চেয়ে অধিক নরমকারী...

---

(১) মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে 'চিনির চেয়ে মিষ্টি'র পরিবর্তে 'মধুর চেয়ে মিষ্টি' শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 269)الطب النبوي لابن القيم

السُّكَّرِ، وَفِيهِ مَعُونَةٌ عَلَى الْقَيْءِ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ. قَالَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ: مَنْ مَصَّ قَصَبَ السُّكَّرِ بَعْدَ طَعَامِهِ، لَمْ يَزَلْ يَوْمَهُ أَجْمَعَ فِي سُرُورٍ، انْتَهَى. وَهُوَ يَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الصَّدْرِ وَالْحَلْقِ إِذَا شُوِيَ، وَيُوَلِّدُ رِيَاحًا دَفْعُهَا بِأَنْ يُقَشَّرَ، وَيُغْسَلَ بِمَاءٍ حَارٍّ. وَالسُّكَّرُ حَارٌّ رَطْبٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: بَارِدٌ.

وَأَجْوَدُهُ: الْأَبْيَضُ الشَّفَّافُ الطَّبَرْزَدُ، وَعَتِيقُهُ أَلْطَفُ مِنْ جَدِيدِهِ، وَإِذَا طُبِخَ وَنُزِعَتْ رَغْوَتُهُ، سَكَّنَ الْعَطَشَ وَالسُّعَالَ، وَهُوَ يَضُرُّ الْمَعِدَةَ الَّتِي تَتَوَلَّدُ فِيهَا الصَّفْرَاءُ لِاسْتِحَالَتِهِ إِلَيْهَا، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِمَاءِ اللَّيْمُونِ أَوِ النَّارَنْجِ، أَوِ الرُّمَّانِ اللُّفَّانِ.

وَبَعْضُ النَّاسِ يُفَضِّلُهُ عَلَى الْعَسَلِ لِقِلَّةِ حَرَارَتِهِ وَلِينِهِ، وَهَذَا تَحَامُلٌ مِنْهُ عَلَى الْعَسَلِ، فَإِنَّ مَنَافِعَ الْعَسَلِ أَضْعَافُ مَنَافِعِ السُّكَّرِ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ شِفَاءً وَدَوَاءً، وَإِدَامًا وَحَلَاوَةً، وَأَيْنَ نَفْعُ السُّكَّرِ مِنْ مَنَافِعِ الْعَسَلِ: مِنْ تَقْوِيَةِ الْمَعِدَةِ، وَتَلْيِينِ الطَّبْعِ، وَإِحْدَادِ الْبَصَرِ، وَجَلَاءِ ظُلْمَتِهِ، وَدَفْعِ الخوانيق بالغرغرة به، وإبرائه من الفالج اللّقوة، وَمِنْ جَمِيعِ الْعِلَلِ الْبَارِدَةِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ مِنَ الرُّطُوبَاتِ، فَيَجْذِبُهَا مِنْ قَعْرِ الْبَدَنِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَحِفْظِ صِحَّتِهِ وَتَسْمِينِهِ وتسخينه، والزيادة في الباه، والتحليل الجلاء، وَفَتْحِ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ، وَتَنْقِيَةِ الْمِعَى، وَإِحْدَارِ الدُّودِ، وَمَنْعِ التَّخَمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَفَنِ، وَالْأُدْمِ النَّافِعِ، وَمُوَافَقَةِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْبَلْغَمُ وَالْمَشَايِخُ وَأَهْلُ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ. وَبِالْجُمْلَةِ: فَلَا شَيْءَ أَنْفَعُ مِنْهُ لِلْبَدَنِ، وَفِي الْعِلَاجِ وَعَجْزِ الْأَدْوِيَةِ، وَحِفْظِ قُوَاهَا، وَتَقْوِيَةِ الْمَعِدَةِ إِلَى أَضْعَافِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ، فَأَيْنَ لِلسُّكَّرِ مِثْلُ هَذِهِ الْمَنَافِعِ وَالْخَصَائِصِ أَوْ قَرِيبٍ منها؟

حَرْفُ الْكَافِ

كِتَابٌ لِلْحُمَّى: قَالَ المروزي: بَلَغَ أبا عبد الله أَنِّي حُمِمْتُ، فَكَتَبَ لِي مِنَ الْحُمَّى رُقْعَةً فِيهَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، قُلْنَا: يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إبراهيم، وأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأخسرين، اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، اشْفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ، إِلَهَ الْحَقِّ آمين.

চিনি; এটি বমি হতে সাহায্য করে, মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে এবং যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে।

আফফান ইবনে মুসলিম আস-সাফফার বলেন: যে ব্যক্তি আহারের পর আখ চুষবে, সে সারা

দিন আনন্দিত থাকবে। এটি বুক ও কণ্ঠনালীর কর্কশভাব দূর করতে উপকারী যখন তা সেঁকা বা ঝলসানো হয়। এটি বায়ু (গ্যাস) উৎপন্ন করে, যা দূর করার উপায় হলো এর খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া এবং গরম পানিতে ধুয়ে নেওয়া। অধিকতর বিশুদ্ধ মতে চিনি উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির, আবার কেউ কেউ একে শীতল বলেছেন।

এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো শুভ্র, স্বচ্ছ ও স্ফটিক চিনি (তাবারজাদ)। পুরনো চিনি নতুন চিনির চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম ও প্রশান্তিদায়ক। যখন এটি রান্না করা হয় এবং এর উপরিভাগের ফেনা ফেলে দেওয়া হয়, তখন এটি তৃষ্ণা ও কাশি উপশম করে। তবে এটি সেই পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর যাতে পিত্ত (সাফরা) তৈরি হয়, কারণ এটি পিত্তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এর ক্ষতি দূর করার উপায় হলো লেবুর রস, কমলা লেবুর রস অথবা টক বেদানার রস ব্যবহার করা।

কিছু লোক চিনির উষ্ণতা কম হওয়া ও এর কোমলতার কারণে এটিকে মধুর ওপর প্রাধান্য দেয়। এটি মূলত মধুর প্রতি তাদের অবিচার। কারণ মধুর উপকারিতা চিনির উপকারিতার চেয়ে বহুগুণ বেশি। আল্লাহ তাআলা মধুকে আরোগ্য, ওষুধ, খাদ্য অনুষঙ্গ এবং মিষ্টান্ন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। চিনির উপকারিতা মধুর উপকারিতার তুলনায় কোথায়? যেমন: পাকস্থলীকে শক্তিশালী করা, স্বভাবকে কোমল করা, দৃষ্টিশক্তি প্রখর করা ও চোখের ঝাপসাভাব দূর করা। গড়গড়া বা কুলকুচি করার মাধ্যমে এটি কণ্ঠনালীর রোগ (খাওয়ানিক) দূর করে এবং পক্ষাঘাত (ফালিজ) ও মুখমন্ডলের পক্ষাঘাত (লাকওয়া) থেকে মুক্তি দেয়। শরীরের গভীরে থাকা আর্দ্রতা থেকে উৎপন্ন সমস্ত শীতল জনিত রোগ এটি সারা শরীর থেকে টেনে বের করে আনে। এটি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে, শরীরকে পুষ্ট করে, উষ্ণতা দেয়, যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীরের ময়লা পরিষ্কার করে। এটি শিরা-উপশিরার মুখ খুলে দেয়, অন্ত্র পরিষ্কার করে, কৃমি বের করে দেয় এবং বদহজম ও অন্যান্য পচন রোধ করে। এটি একটি অত্যন্ত উপকারী খাদ্য অনুষঙ্গ। যাদের শরীরে শ্লেষ্মা (বলগম) প্রবল, যারা বৃদ্ধ এবং যাদের মেজাজ শীতল, তাদের জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী। সংক্ষেপে: শরীরের জন্য, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, ওষুধের কার্যকারিতা রক্ষায় এবং পাকস্থলীকে শক্তিশালী করতে মধুর চেয়ে অধিক উপকারী আর কিছু নেই। চিনির এমন উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য কোথায়, কিংবা এর ধারেকাছেও বা কোথায়?

বর্ণ: কাফ

জ্বরের জন্য লিখিত ব্যবস্থা: আল-মারওয়াযী বলেন: আবু আবদুল্লাহ (ইমাম আহমাদ)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে আমার জ্বর হয়েছে। তখন তিনি আমার জ্বরের জন্য একটি চিরকুট

লিখে দিলেন যাতে ছিল: পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর সাহায্যেই (সবকিছু পরিচালিত হয়), মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। "আমরা বললাম: হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" "তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা তাদেরকেই চরম ক্ষতিগ্রস্ত করলাম।" হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক! আপনার ক্ষমতা, শক্তি ও মহিমার উসিলায় এই চিরকুট বহনকারীকে আরোগ্য দান করুন, হে সত্য ইলাহ! আমীন।

قَالَ المروزي: وَقَرَأَ عَلَى أبي عبد الله- وَأَنَا أَسْمَعُ- أبو المنذر عمرو بن مجمع، حَدَّثَنَا يونس بن حبان، قَالَ: سَأَلْتُ أبا جعفر محمد بن علي أَنْ أُعَلِّقَ التَّعْوِيذَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ كَلَامٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ فَعَلِّقْهُ وَاسْتَشْفِ بِهِ مَا اسْتَطَعْتَ.

قُلْتُ: أَكْتُبُ هَذِهِ مِنْ حُمَّى الرّبع: بسم اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ؟

قَالَ: أَيْ نَعَمْ.

وَذَكَرَ أحمد عَنْ عائشة رضي الله عنها وَغَيْرِهَا، أَنَّهُمْ سَهَّلُوا فِي ذَلِكَ.

قَالَ حرب: وَلَمْ يُشَدِّدْ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. قَالَ أحمد: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً جِدًّا. وَقَالَ أحمد وَقَدْ سُئِلَ عَنِ التَّمَائِمِ تُعَلَّقُ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ؟ قال: أرجو ألايكون بِهِ بَأْسٌ.

قَالَ الخلال: وَحَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، رَأَيْتُ أَبِي يَكْتُبُ التَّعْوِيذَ لِلَّذِي يُفْزَعُ، وَلِلْحُمَّى بعد وقوع البلاء.

كتاب لعسر الولادة: قَالَ الخلال: حَدَّثَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَكْتُبُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا عَسُرَ عَلَيْهَا وِلَادَتُهَا فِي جَامٍ أَبْيَضَ، أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ، يَكْتُبُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ «1» ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها «2» .

قَالَ الخلال: أَنْبَأَنَا أبو بكر المروزي، أَنَّ أبا عبد الله جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أبا عبد الله! تَكْتُبُ لِامْرَأَةٍ قَدْ عَسُرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا مُنْذُ يَوْمَيْنِ؟ فَقَالَ: قُلْ لَهُ: يَجِيءُ بِجَامٍ وَاسِعٍ، وَزَعْفَرَانٍ، وَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ. وَيَذْكُرُ عَنْ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَقَرَةٍ قَدِ اعْتَرَضَ وَلَدُهَا فِي بطنها.

---

(1) الأحقاف- 35.

(2) النازعات. 46.

আল-মারওয়াজি বলেন: আবু আল-মুনজির আমর ইবনে মুজাম্মি আবু আবদুল্লাহর (ইমাম আহমাদ) সামনে পাঠ করলেন—এমতাবস্থায় যে আমি তা শুনছিলাম—ইউনুস ইবনে হিব্বান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলীকে তাবিদ (আল-তাউয়িজ) লটকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন: যদি তা আল্লাহর কিতাব থেকে হয় অথবা আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে কোনো বাণী হয়, তবে তা লটকাও এবং তার মাধ্যমে যথাসম্ভব আরোগ্য কামনা করো।

আমি বললাম: আমি কি পালাজ্বরের (হুম্মা আল-রিব) জন্য এটি লিখব: আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে, এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল—শেষ পর্যন্ত?

তিনি বললেন: হ্যাঁ।

ইমাম আহমাদ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং অন্যদের থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা এই বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন।

হারব বলেন: আহমাদ ইবনে হাম্বল এই বিষয়ে কঠোরতা করেননি। ইমাম আহমাদ বলেন: ইবনে মাসউদ এটি অত্যন্ত কঠোরভাবে অপছন্দ করতেন। ইমাম আহমাদকে যখন বিপদ আসার পর কবজ (আল-তামায়িম) লটকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো—

তিনি বললেন: আমি আশা করি এতে কোনো সমস্যা নেই।

আল-খাল্লাল বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য এবং বিপদ আপতিত হওয়ার পর জ্বরের জন্য তাবিদ লিখে দিতেন।

প্রসব বেদনা কঠিন হলে যা লিখতে হয়: আল-খাল্লাল বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে দেখেছি যখন কোনো মহিলার প্রসব বেদনা কঠিন হতো, তখন তিনি একটি সাদা পাত্রে বা কোনো পরিষ্কার বস্তুতে ইবনে আব্বাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসটি লিখতেন: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, যিনি পরম ধৈর্যশীল ও দয়ালু; মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র; সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য: তারা যেদিন তাদের প্রতিশ্রুত বিষয় দেখতে পাবে, সেদিন তাদের কাছে মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটি একটি ঘোষণা «১», যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা কেবল এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাতকাল অবস্থান করেছে «২»।

আল-খাল্লাল বলেন: আবু বকর আল-মারওয়াজি আমাদের জানিয়েছেন যে, আবু আবদুল্লাহর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি এমন এক মহিলার জন্য কিছু লিখে দেবেন যার প্রসব দুই দিন ধরে আটকে আছে? তিনি বললেন: তাকে বলো একটি প্রশস্ত পাত্র এবং জাফরান নিয়ে আসতে। আর আমি তাঁকে একাধিক ব্যক্তির জন্য এমনটি লিখে দিতে দেখেছি। তিনি ইকরিমা থেকে, আর তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: ঈসা (আমাদের নবী ও তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) একটি গরুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার গর্ভস্থ সন্তান পেটের ভেতর আড়াআড়িভাবে আটকে গিয়েছিল,

---

(১) আল-আহকাফ- ৩৫।

(২) আন-নাযিআত- ৪৬।

فَقَالَتْ: يَا كَلِمَةَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَقَالَ: يَا خَالِقَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، وَيَا مُخَلِّصَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، خَلِّصْهَا. قَالَ: فَرَمَتْ بِوَلَدِهَا، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَشُمُّهُ. قَالَ: فَإِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا، فَاكْتُبْهُ لَهَا. وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّقَى، فَإِنَّ كِتَابَتَهُ نَافِعَةٌ.

وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَشُرْبِهِ، وَجَعْلِ ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ.

كِتَابٌ آخَرُ لِذَلِكَ: يُكْتَبُ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ «1» ، وَتَشْرَبُ مِنْهُ الْحَامِلُ، وَيُرَشُّ عَلَى بَطْنِهَا.

كِتَابٌ للرّعاف: كَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله يكتب على جبهته:

وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ، وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ «2» .

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَتَبْتُهَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَبَرَأَ، فَقَالَ: وَلَا يَجُوزُ كِتَابَتُهَا بِدَمِ الرَّاعِفِ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّالُ، فَإِنَّ الدَّمَ نَجِسٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى.

كِتَابٌ آخَرُ لَهُ: خَرَجَ مُوسَى عليه السلام بِرِدَاءٍ، فَوَجَدَ شُعَيْبًا، فَشَدَّهُ بِرِدَائِهِ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ «3» .

كِتَابٌ آخَرُ لِلْحَزَّازِ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ: فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ، فَاحْتَرَقَتْ «4» بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ.

كِتَابٌ آخَرُ لَهُ: عِنْدَ اصفرار الشمس يكتب عليه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

---

(1) الانشقاق- 1- 4.

(2) هود- 44.

(3) الرعد- 39.

(4) البقرة- 226.

তখন তিনি বললেন: "হে আল্লাহর কালিমা! আল্লাহর কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাকে এই অবস্থা (প্রসব বেদনা) থেকে মুক্তি দেন।" তিনি বললেন: "হে আত্মা থেকে আত্মার স্রষ্টা, হে আত্মা থেকে আত্মাকে উদ্ধারকারী এবং হে আত্মা থেকে আত্মাকে নির্গতকারী, আপনি তাকে মুক্তি দিন।" বর্ণনাকারী বলেন: এরপর তিনি তার সন্তান প্রসব করলেন এবং দেখা গেল তিনি দাঁড়িয়ে সন্তানকে ঘ্রাণ নিচ্ছেন। তিনি বলেন: যখন কোনো নারীর প্রসব বেদনা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এটি তার জন্য লিখে দেবে। আর ইতিপূর্বে ঝাড়ফুঁকের (রুকইয়াহ) বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা লিখে দেওয়াও উপকারী।

সালাফদের (পূর্বসূরিদের) একটি দল কুরআনের কিছু অংশ লিখে তা ধুয়ে পান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং একে সেই শিফার (আরোগ্য) অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা আল্লাহ এর মধ্যে নিহিত রেখেছেন।

এর জন্য অন্য একটি লিখন: একটি পরিষ্কার পাত্রে লিখতে হবে: "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে ও তার জন্য এটাই সংগত; এবং যখন পৃথিবীকে প্রসারিত করা হবে, এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্য হয়ে যাবে।" (১), গর্ভবতী নারী তা থেকে পান করবে এবং তার পেটে তা ছিটিয়ে দেওয়া হবে।

নাক দিয়ে রক্ত পড়ার (নাকফেটে রক্ত পড়া) জন্য লিখন: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন) রোগীর কপালে লিখতেন:

"আর বলা হলো, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। আর পানি কমে গেল এবং কার্য সমাপ্ত হলো।" (২)।

আমি তাকে বলতে শুনেছি: "আমি এটি একাধিক ব্যক্তির জন্য লিখেছি এবং তারা আরোগ্য লাভ করেছে।" তিনি আরও বলেছেন: "নাকের রক্ত দিয়ে এটি লেখা বৈধ নয়, যেমনটি মূর্খরা করে থাকে; কারণ রক্ত অপবিত্র (নাজিস), আর মহান আল্লাহর কালাম অপবিত্র বস্তু দিয়ে লেখা বৈধ নয়।"

এর জন্য অন্য একটি লিখন: মূসা (আলাইহিস সালাম) চাদর নিয়ে বের হলেন এবং শুআইবের দেখা পেলেন, এরপর তিনি নিজের চাদর দিয়ে তা বেঁধে দিলেন: "আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন, আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব।" (৩)।

দাদ বা চর্মরোগের (হাযযায) জন্য অন্য একটি লিখন: এর ওপর লিখতে হবে: "অতঃপর তা এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ল এবং তা জ্বলে গেল" (৪), আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তিবলে।

এর জন্য অন্য একটি লিখন: সূর্য হলদেটে হওয়ার সময় (সূর্যাস্তের প্রাক্কালে) এর ওপর লিখতে হবে: হে মুমিনগণ...

(১) আল-ইনশিক্বাক- ১-৪।

(২) হুদ- ৪৪।

(৩) আর-রাদ- ৩৯।

(৪) আল-বাকারাহ- ২৬৬।

(ص: 272)الطب النبوي لابن القيم

اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «1» .

كتاب آخر للحمى المثلاثة: يُكْتَبُ عَلَى ثَلَاثِ وَرَقَاتٍ لِطَافٍ: بِسْمِ اللَّهِ فَرَّتْ، بِسْمِ اللَّهِ مَرَّتْ، بِسْمِ اللَّهِ قَلَّتْ، وَيَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ وَرَقَةً، وَيَجْعَلُهَا فِي فَمِهِ، وَيَبْتَلِعُهَا بِمَاءٍ.

كِتَابٌ آخَرُ لِعِرْقِ النَّسَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنْتَ خَلَقْتَ النَّسَا، فَلَا تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ بِأَذًى، وَلَا تُسَلِّطْنِي عَلَيْهِ بِقَطْعٍ، وَاشْفِنِي شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ.

كتاب للعرق الضارب: رَوَى الترمذي فِي «جَامِعِهِ» : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى، وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولُوا: «بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ» «2» .

كتاب لوجع الضرس: يُكْتَبُ عَلَى الْخَدِّ الَّذِي يَلِي الْوَجَعَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ «3» ، وَإِنْ شَاءَ كَتَبَ: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «4» .

كتاب للخراج: يكتب عليه: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً فَيَذَرُها قَاعًا صَفْصَفاً لَا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً «5» .

---

(1) الحديد- 28.

(2) أخرجه الترمذي في الطب.

(3) النحل- 28.

(4) الانعام- 13.

(5) طه- 105.

আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো; তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দান করবেন এবং তোমাদেরকে নূর প্রদান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। «১» .

তিন দিন অন্তর আসা জ্বরের (হুম্মা মুসাল্লাসাহ) জন্য অন্য একটি আমল: তিনটি পাতলা কাগজের টুকরোয় লিখতে হবে: আল্লাহর নামে, এটি পলায়ন করেছে; আল্লাহর নামে, এটি চলে গেছে; আল্লাহর নামে, এটি কমে গেছে। এরপর প্রতিদিন একটি করে কাগজ নিয়ে মুখে দিবে এবং পানি দিয়ে গিলে ফেলবে।

সায়াটিকা বা সায়াটিক স্নায়ুর ব্যথার (ইরকুন নাসা) জন্য অন্য একটি আমল: পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! হে সবকিছুর রব, সবকিছুর অধিপতি এবং সবকিছুর স্রষ্টা! আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনিই এই সায়াটিক স্নায়ু সৃষ্টি করেছেন। অতএব, আপনি একে কষ্টের মাধ্যমে আমার ওপর বিজয়ী করবেন না এবং একে কাটার (কর্তন) মাধ্যমে আমাকে এর ওপর বিজয়ী করবেন না। আমাকে এমন আরোগ্য দান করুন যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না। আপনি ছাড়া আর কোনো আরোগ্যদানকারী নেই।

স্পন্দিত বা ব্যথাতুর শিরার (ইরকুন দরিব) জন্য আমল: ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে জ্বর এবং সকল প্রকার ব্যথার জন্য এই দোয়াটি শেখাতেন: «মহান আল্লাহর নামে; আমি সুমহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রতিটি স্পন্দিত শিরার অনিষ্ট হতে এবং আগুনের উত্তাপের অনিষ্ট হতে।» «২» .

দাঁত ব্যথার জন্য আমল: ব্যথার পাশের গালে লিখতে হবে: পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে: বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণসমূহ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো «৩» , আর চাইলে এটিও লিখতে পারে: আর যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে তা তাঁরই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ «৪» .

ফোঁড়া বা ক্ষতের (খরাজ) জন্য আমল: এর ওপর লিখতে হবে: তারা আপনাকে পাহাড়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; আপনি বলুন, আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে ধূলিসাৎ করে দেবেন। অতঃপর তিনি তাকে এক সমতল মসৃণ ময়দানে পরিণত করবেন। সেখানে আপনি কোনো বক্রতা বা উঁচু-নিচু দেখতে পাবেন না «৫» .

---

(১) আল-হাদিদ- ২৮।

(২) তিরমিযী এটি চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) আন-নাহল- ২৮ (মূলত এটি আল-মুলক- ২৩)।

(৪) আল-আনআম- ১৩।

(৫) ত্বহা- ১০৫।

كمأة: ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» ، أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» «1» .

قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: جَمْعٌ، وَاحِدُهُ كَمْءٌ، وَهَذَا خِلَافُ قِيَاسِ الْعَرَبِيَّةِ، فَإِنَّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ التَّاءُ، فَالْوَاحِدُ منه بالتاء، وَإِذَا حُذِفَتْ كَانَ لِلْجَمْعِ. وَهَلْ هُوَ جَمْعٌ، أَوِ اسْمُ جَمْعٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ، قَالُوا: وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ هَذَا إِلَّا حَرْفَانِ:

كَمْأَةٌ وَكَمْءٌ، وَجَبْأَةٌ وَجَبْءٌ، وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: بَلْ هِيَ عَلَى الْقِيَاسِ: الْكَمْأَةُ لِلْوَاحِدِ، وَالْكَمْءُ لِلْكَثِيرِ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا: الْكَمْأَةُ تَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا.

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُمْ قَدْ جَمَعُوا كَمْئًا عَلَى أَكْمُؤٍ، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُؤًا وَعَسَاقِلًا ... وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ

وهذا يدل على أن «كمء» مُفْرَدٌ، «وَكَمْأَةٌ» جَمْعٌ.

وَالْكَمْأَةُ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُزْرَعَ، وَسُمِّيَتْ كَمْأَةً لِاسْتِتَارِهَا، وَمِنْهُ كَمَأَ الشَّهَادَةَ: إِذَا سَتَرَهَا وَأَخْفَاهَا، وَالْكَمْأَةُ مَخْفِيَّةٌ تَحْتَ الْأَرْضِ لَا وَرَقَ لَهَا، وَلَا سَاقَ، وَمَادَّتُهَا مِنْ جَوْهَرٍ أَرْضِيٍّ بُخَارِيٍّ مُحْتَقِنٍ فِي الْأَرْضِ نَحْوَ سَطْحِهَا يَحْتَقِنُ بِبَرْدِ الشِّتَاءِ، وَتُنَمِّيهِ أَمْطَارُ الرَّبِيعِ، فَيَتَوَلَّدُ وَيَنْدَفِعُ نَحْوَ سَطْحِ الأرض متجسدا، ولذلك يقال لها: جدرت الْأَرْضِ، تَشْبِيهًا بِالْجُدَرِيِّ فِي صُورَتِهِ وَمَادَّتِهِ، لِأَنَّ مَادَّتَهُ رُطُوبَةٌ دَمَوِيَّةٌ، فَتَنْدَفِعُ عِنْدَ سِنِّ التَّرَعْرُعِ فِي الْغَالِبِ، وَفِي ابْتِدَاءِ اسْتِيلَاءِ الْحَرَارَةِ، وَنَمَاءِ الْقُوَّةِ. وَهِيَ مِمَّا يُوجَدُ فِي الرَّبِيعِ، وَيُؤْكَلُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا، وَتُسَمِّيهَا الْعَرَبُ: نَبَاتَ الرَّعْدِ لِأَنَّهَا تَكْثُرُ بِكَثْرَتِهِ، وَتَنْفَطِرُ عَنْهَا الْأَرْضُ، وَهِيَ مِنْ أَطْعِمَةِ أَهْلِ الْبَوَادِي، وَتَكْثُرُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، وَأَجْوَدُهَا مَا كَانَتْ أَرْضُهَا رَمْلِيَّةً قَلِيلَةَ الْمَاءِ.

وَهِيَ أَصْنَافٌ: مِنْهَا صِنْفٌ قَتَّالٌ يَضْرِبُ لَوْنُهُ إِلَى الحمرة يحدث الاختناق.

---

(1) أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في الأشربة.

কামআহ (ছত্রাকবিশেষ): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: «কামআহ (আল-কামআহ) হলো মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চোখের জন্য আরোগ্য», ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন (১)।

ইবনুল আরাবি বলেন: এটি একটি বহুবচন শব্দ, যার একবচন হলো কাম (কামউ)। এটি আরবি ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী, কারণ সাধারণত যে শব্দের একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্যকারী চিহ্ন হিসেবে 'তা' (ة) থাকে, সেখানে 'তা' যুক্ত শব্দটি একবচন হয় এবং তা বাদ দিলে বহুবচন হয়। এখন এটি কি বহুবচন, নাকি সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ইসমু জাম)? এ বিষয়ে দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। ভাষাবিদগণ বলেন: এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল দুটি শব্দ ছাড়া আর পাওয়া যায় না:

কামআহ ও কাম, এবং জাবআহ ও জাব। ইবনুল আরাবি ব্যতীত অন্যরা বলেন: বরং এটি সাধারণ নিয়ম অনুসারেই হয়েছে; 'কামআহ' একবচনের জন্য এবং 'কাম' বহুবচনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার অন্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন: 'কামআহ' শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

প্রথম মতের প্রবক্তাগণ প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আরবরা 'কাম' শব্দের বহুবচন হিসেবে 'আকমু' ব্যবহার করেছে। জনৈক কবি বলেছেন:

আমি তোমার জন্য আকমু (কামআহ) ও আসাকিল (এক প্রকার ছত্রাক) সংগ্রহ করেছি ... অথচ আমি তোমাকে 'বানাতুল আওবার' (এক প্রকার নিম্নমানের ছত্রাক) সংগ্রহ করতে নিষেধ করেছিলাম।

এটি প্রমাণ করে যে 'কাম' হলো একবচন এবং 'কামআহ' হলো বহুবচন।

কামআহ কোনো চাষাবাদ ছাড়াই ভূমিতে উৎপন্ন হয়। একে 'কামআহ' নামকরণ করা হয়েছে এর লুক্কায়িত থাকার বৈশিষ্ট্যের কারণে। এ থেকেই 'কামাউশ শাহাদাহ' কথাটি এসেছে, যার অর্থ হলো সাক্ষ্য গোপন করা ও লুকিয়ে রাখা। কামআহ মাটির নিচে লুক্কায়িত থাকে; এর কোনো পাতা বা কাণ্ড নেই। এর উপাদান হলো ভূ-গর্ভস্থ বাষ্পীয় নির্যাস যা শীতের তীব্রতায় ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আটকে থাকে এবং বসন্তের বৃষ্টিতে তা পুষ্ট হয়ে বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তা রূপ লাভ করে ভূমির উপরিভাগের দিকে চুইয়ে বের হয়। একারণে একে 'জমিনের বসন্ত' (জাদারুল আরদ) বলা হয়; এর আকৃতি ও উপাদানের সাথে বসন্ত রোগের (গুটি বসন্ত) সাদৃশ্য থাকার কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে। কেননা বসন্ত রোগের উপাদান হলো রক্তজ আর্দ্রতা যা সাধারণত বেড়ে ওঠার বয়সে, তাপমাত্রার আধিক্য ও শক্তির প্রাবল্যের সময় শরীরের উপরিভাগে প্রকাশ পায়।

এটি বসন্তকালে পাওয়া যায় এবং কাঁচা ও রান্না করা উভয় অবস্থায় খাওয়া হয়। আরবরা একে 'বজ্রপাতের উদ্ভিদ' (নাবাতুর রাদ) বলে অভিহিত করে, কারণ বজ্রপাতের আধিক্যের সাথে এটি

প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এটি জন্মানোর সময় মাটি ফেটে যায়। এটি মরুচারী বেদুইনদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। আরব ভূখণ্ডে এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেটি যা অল্প পানির বালুময় জমিতে উৎপন্ন হয়।
এর বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে; তার মধ্যে একটি প্রাণঘাতী প্রকার রয়েছে যার রং লালের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং তা শ্বাসরোধের সমস্যা সৃষ্টি করে।

(১) বুখারি 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'পানীয়' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَهِيَ بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، رَدِيئَةٌ لِلْمَعِدَةِ، بَطِيئَةُ الْهَضْمِ، وَإِذَا أُدْمِنَتْ، أَوْرَثَتِ الْقُولَنْجَ وَالسَّكْتَةَ وَالْفَالِجَ، وَوَجَعَ الْمَعِدَةِ، وَعُسْرَ الْبَوْلِ، وَالرَّطْبَةُ أَقَلُّ ضَرَرًا مِنَ الْيَابِسَةِ، وَمَنْ أَكَلَهَا فَلْيَدْفِنْهَا فِي الطِّينِ الرَّطْبِ، وَيَسْلُقْهَا بِالْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَالصَّعْتَرِ، وَيَأْكُلْهَا بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِلِ الْحَارَّةِ، لِأَنَّ جَوْهَرَهَا أَرْضِيٌّ غَلِيظٌ، وَغِذَاؤُهَا رَدِيءٌ، لَكِنْ فِيهَا جَوْهَرٌ مَائِيٌّ لَطِيفٌ يَدُلُّ عَلَى خِفَّتِهَا، وَالِاكْتِحَالُ بِهَا نَافِعٌ مِنْ ظُلْمَةِ الْبَصَرِ وَالرَّمَدِ الْحَارِّ، وَقَدِ اعْتَرَفَ فُضَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ بِأَنَّ مَاءَهَا يَجْلُو الْعَيْنَ، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ الْمَسِيحِيُّ، وَصَاحِبُ الْقَانُونِ وَغَيْرُهُمَا.

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ» ، فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَنَّ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحُلْوَ فَقَطْ، بَلْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهَا مِنَ النَّبَاتِ الَّذِي يُوجَدُ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ وَلَا عِلَاجٍ وَلَا حَرْثٍ، فَإِنَّ الْمَنَّ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ، أَيْ «مَمْنُونٌ» بِهِ، فَكُلُّ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَفْوًا بِغَيْرِ كَسْبٍ منه ولا علاج، مَنٌّ مَحْضٌ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِرُ نِعَمِهِ مَنًّا منه على عبده، فخصّ منها مالا كَسْبَ لَهُ فِيهِ، وَلَا صُنْعَ بِاسْمِ الْمَنِّ، فَإِنَّهُ مَنٌّ بِلَا وَاسِطَةِ الْعَبْدِ،

وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ قُوَّتَهُمْ بِالتِّيهِ الْكَمْأَةَ، وَهِيَ تَقُومُ مَقَامَ الْخُبْزِ، وَجَعَلَ أُدْمَهُمُ السَّلْوَى، وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَ اللَّحْمِ، وَجَعَلَ حَلْوَاهُمُ الطَّلَّ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى الْأَشْجَارِ يَقُومُ لَهُمْ مَقَامَ الْحَلْوَى، فَكَمُلَ عَيْشُهُمْ.

وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» فَجَعَلَهَا مِنْ جُمْلَتِهِ، وَفَرْدًا مِنْ أَفْرَادِهِ، وَالتَّرَنْجَبِينُ الَّذِي يَسْقُطُ عَلَى الْأَشْجَارِ نَوْعٌ مِنَ الْمَنِّ، ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَنِّ عَلَيْهِ عُرْفًا حَادِثًا.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ شَبَّهَ الْكَمْأَةَ بِالْمَنِّ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ، لِأَنَّهُ يُجْمَعُ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا كُلْفَةٍ وَلَا زَرْعِ بِزْرٍ وَلَا سَقْيٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَإِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَ الْكَمْأَةِ، فَمَا بَالُ هَذَا الضَّرَرِ فِيهَا، وَمِنْ أَيْنَ أَتَاهَا ذَلِكَ؟

فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صَنَعَهُ، وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، فَهُوَ عِنْدَ مَبْدَأِ خَلْقِهِ بَرِيءٌ مِنَ الْآفَاتِ والعلل، تامّ المنفعة لما هيىء وَخُلِقَ لَهُ، وَإِنَّمَا

এটি তৃতীয় স্তরের শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির; এটি পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর এবং ধীর পরিপাকযোগ্য। এটি নিয়মিত গ্রহণের ফলে কোলন ব্যথা (কুলঞ্জ), হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক (সাকতাহ), পক্ষাঘাত (ফালিজ), পাকস্থলীর ব্যথা এবং মূত্রকষ্টের সৃষ্টি হতে পারে। শুষ্কটির তুলনায় তাজা বা আর্দ্রটি কম ক্ষতিকর। যারা এটি খাবেন, তারা যেন তা ভেজা মাটিতে পুঁতে রাখেন, এরপর পানি, লবণ ও বনজ পুদিনা (সা'তার) দিয়ে সিদ্ধ করেন এবং জয়তুনের তেল ও উষ্ণ মসলা সহযোগে আহার করেন। কারণ এর মূল উপাদান পার্থিব ও স্থূল এবং এর পুষ্টিগুণ নিম্নমানের। তবে এতে সূক্ষ্ম জলীয় উপাদান রয়েছে যা এর লঘুতার পরিচয় দেয়। এটি চোখের সুরমা হিসেবে ব্যবহার করলে দৃষ্টির ঝাপসা ভাব এবং চোখের উষ্ণ প্রদাহে (রমদ) উপকারী। প্রথিতযশা চিকিৎসাবিদগণ স্বীকার করেছেন যে, এর নির্যাস চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে; তাদের মধ্যে আল-মাসীহি এবং আল-কানুন রচয়িতা (ইবনে সিনা) ও অন্যান্যরা রয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী: "মাশরুম (কামআহ) হলো মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত", এর ব্যাখ্যায় দুটি মত রয়েছে:

প্রথমত: বনী ইসরাঈলের ওপর যে 'মান্ন' নাজিল করা হয়েছিল, তা কেবল এই মিষ্টি জাতীয় বস্তুটিই ছিল না; বরং আল্লাহ তাদের প্রতি এমন বহু উদ্ভিদ দান করে অনুগ্রহ করেছিলেন যা

কোনো শ্রম, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা চাষাবাদ ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়। কেননা 'মান্ন' শব্দটি এখানে কর্মবাচক বিশেষ্য (মম্মুন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'অনুগৃহীত বস্তু'। সুতরাং বান্দার কোনো প্রকার উপার্জন বা প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে আল্লাহ তাকে প্রাকৃতিকভাবে যা কিছু রিযিক হিসেবে দান করেন, তা-ই বিশুদ্ধ অনুগ্রহ (মান্ন)। যদিও তাঁর সমস্ত নিয়ামতই বান্দার ওপর তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, তথাপি যাতে মানুষের কোনো অর্জন বা শ্রম নেই, তাকেই বিশেষভাবে 'মান্ন' নামে অভিহিত করা হয়েছে; কারণ এটি বান্দার কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তীহ্ প্রান্তরে তাদের প্রধান খাদ্য হিসেবে এই মাশরুমকে নির্ধারণ করেছিলেন, যা রুটির বিকল্প হিসেবে কাজ করত; তাদের সালন বা তরকারি হিসেবে দিয়েছিলেন কোয়েল পাখি (সালওয়া), যা গোশতের স্থলাভিষিক্ত ছিল; আর তাদের মিষ্টান্ন হিসেবে দিয়েছিলেন বৃক্ষরাজি থেকে ঝরে পড়া শিশিরকণা (তরণজাবিন), যা তাদের জন্য হালুয়ার কাজ করত; এভাবেই তাদের জীবনযাত্রা পূর্ণতা পেয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "মাশরুম হলো সেই মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ বনী ইসরাঈলের ওপর নাজিল করেছিলেন।" তিনি একে মান্ন-এর সামগ্রিকতার একটি অংশ এবং এর বিভিন্ন প্রকারের একটি একক হিসেবে গণ্য করেছেন। আর বৃক্ষরাজি থেকে নিপতিত 'তরণজাবিন' হলো এক প্রকারের মান্ন; পরবর্তীকালে প্রচলিত পরিভাষায় 'মান্ন' শব্দটি কেবল তরণজাবিন অর্থেই প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় মতটি হলো: তিনি মাশরুমকে আসমান থেকে অবতীর্ণ মান্ন-এর সাথে তুলনা করেছেন, কারণ এটি কোনো ক্লান্তি, শ্রম, বীজ বপন বা সেচ প্রদান ছাড়াই সংগ্রহ করা যায়।

যদি আপনি প্রশ্ন করেন: মাশরুমের বৈশিষ্ট্য যদি এমনই হয়, তবে এতে এই ক্ষতিকর প্রভাব কেন এবং কোথা থেকে তা এল? তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুনিপুণভাবে তৈরি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে তা যাবতীয় আপদ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিল এবং যে উদ্দেশ্যে একে প্রস্তুত ও সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য এটি ছিল পূর্ণ কল্যাণকর।

تَعْرِضُ لَهُ الْآفَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأُمُورٍ أُخَرَ مِنْ مُجَاوَرَةٍ، أَوِ امْتِزَاجٍ وَاخْتِلَاطٍ، أَوْ أَسْبَابٍ أُخَرَ تَقْتَضِي فَسَادَهُ، فَلَوْ تُرِكَ عَلَى خِلْقَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ أَسْبَابِ الْفَسَادِ بِهِ، لَمْ يَفْسُدْ.

وَمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَحْوَالِ الْعَالَمِ وَمَبْدَئِهِ يَعْرِفُ أَنَّ جَمِيعَ الْفَسَادِ فِي جَوِّهِ وَنَبَاتِهِ وَحَيَوَانِهِ، وَأَحْوَالِ أَهْلِهِ حَادِثٌ بَعْدَ خَلْقِهِ بِأَسْبَابٍ اقْتَضَتْ حُدُوثَهُ، وَلَمْ تَزَلْ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ وَمُخَالَفَتُهُمْ لِلرُّسُلِ تُحْدِثُ لَهُمْ مِنَ الْفَسَادِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ مَا يَجْلِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآلَامِ، وَالْأَمْرَاضِ، وَالْأَسْقَامِ، وَالطَّوَاعِينِ، وَالْقُحُوطِ، وَالْجُدُوبِ، وَسَلْبِ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، وَثِمَارِهَا، وَنَبَاتِهَا، وَسَلْبِ مَنَافِعِهَا، أَوْ نُقْصَانِهَا أُمُورًا مُتَتَابِعَةً يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ عِلْمُكَ لِهَذَا فَاكْتَفِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ «1» ، وَنَزِّلْ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى أَحْوَالِ الْعَالَمِ، وَطَابِقْ بَيْنَ الْوَاقِعِ وَبَيْنَهَا، وَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ تَحْدُثُ الْآفَاتُ وَالْعِلَلُ كُلَّ وَقْتٍ فِي الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْحَيَوَانِ، وَكَيْفَ يَحْدُثُ مِنْ تِلْكَ الْآفَاتِ آفَاتٌ أُخَرُ مُتَلَازِمَةٌ، بَعْضُهَا آخِذٌ بِرِقَابِ بَعْضٍ، وَكُلَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ ظُلْمًا وَفُجُورًا، أَحْدَثَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تبارك وتعالى مِنَ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ فِي أَغْذِيَتِهِمْ وَفَوَاكِهِهِمْ، وَأَهْوِيَتِهِمْ وَمِيَاهِهِمْ، وَأَبْدَانِهِمْ وَخَلْقِهِمْ، وَصُوَرِهِمْ وَأَشْكَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ مِنَ النَّقْصِ وَالْآفَاتِ، مَا هُوَ مُوجَبُ أَعْمَالِهِمْ وَظُلْمِهِمْ وَفُجُورِهِمْ.

وَلَقَدْ كَانَتِ الْحُبُوبُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ الْيَوْمَ، كَمَا كَانَتِ الْبَرَكَةُ فِيهَا أَعْظَمَ. وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ وَجَدَ فِي خَزَائِنِ بَعْضِ بَنِي أُمَيَّةَ صُرَّةً فِيهَا حِنْطَةٌ أَمْثَالُ نَوَى التَّمْرِ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: هَذَا كَانَ يَنْبُتُ أَيَّامَ الْعَدْلِ. وَهَذِهِ الْقِصَّةُ، ذَكَرَهَا فِي «مُسْنَدِهِ» عَلَى أَثَرِ حَدِيثٍ رَوَاهُ.

وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ وَالْآفَاتِ الْعَامَّةِ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَتْ بِهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ، ثُمَّ بَقِيَتْ مِنْهَا بَقِيَّةٌ مُرْصَدَةٌ لِمَنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، حَكَمًا قِسْطًا، وَقَضَاءً عَدْلًا، وَقَدْ

أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ فِي الطَّاعُونِ: «إِنَّهُ بَقِيَّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إسرائيل» .

---

(1) الروم- 41.

এরপর সান্নিধ্য, মিশ্রণ বা অন্য কোনো কারণ যা এর বিকৃতি বা বিনাশকে অনিবার্য করে তোলে, তার মাধ্যমে এর ওপর আপদ আপতিত হয়। একে যদি দুর্নীতির কারণসমূহ স্পর্শ করা ব্যতীত এর আদি প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে তা বিনষ্ট হতো না।

আর যার জগতের অবস্থা ও এর সূচনা সম্পর্কে জ্ঞান আছে, সে জানে যে বায়ুমণ্ডল, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং এর অধিবাসীদের অবস্থার মধ্যে যে বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়, তা সৃষ্টির পর এমন সব কারণবশত উদ্ভূত হয়েছে যা এই বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তুলেছে। বনী আদমের কর্মসমূহ এবং রাসূলগণের বিরোধিতা তাদের জন্য এমন সব ব্যাপক ও বিশেষ বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে, যা তাদের ওপর বেদনা, রোগ-ব্যাধি, ব্যাধি, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি এবং ভূমির বরকত, ফলমূল ও উদ্ভিদের বরকত হরণ কিংবা এগুলোর উপযোগিতা হ্রাস করে দিচ্ছে—এগুলো ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি ঘটে চলেছে। আপনার জ্ঞান যদি এই বিষয়টি অনুধাবনে যথেষ্ট না হয়, তবে মহান আল্লাহর এই বাণীটিই আপনার জন্য যথেষ্ট: ‘মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে’ (১), এই আয়াতটিকে জগতের বর্তমান অবস্থার ওপর প্রয়োগ করুন এবং বাস্তবতার সাথে এর মিল মিলিয়ে দেখুন। আপনি দেখতে পাবেন কীভাবে ফলমূল, শস্যক্ষেত ও গবাদিপশুর মধ্যে প্রতিনিয়ত নানা আপদ ও রোগব্যাধি সৃষ্টি হচ্ছে এবং কীভাবে এক আপদ থেকে অন্য এক অবিচ্ছেদ্য আপদ জন্ম নিচ্ছে—যাদের একটি অন্যটিকে জাপটে ধরে আছে। মানুষ যখনই কোনো জুলুম ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখনই তাদের বরকতময় ও মহান প্রতিপালক তাদের খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, আবহাওয়া, পানি, শরীর, গঠনাকৃতি এবং চরিত্রে এমন সব ত্রুটি ও আপদ সৃষ্টি করেন, যা তাদের কর্ম, জুলুম ও পাপাচারেরই অনিবার্য ফল।

অতীতে গম ও অন্যান্য দানাদার শস্য বর্তমানের তুলনায় আকারে অনেক বড় ছিল এবং তাতে বরকতও ছিল অনেক বেশি। ইমাম আহমাদ তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন যে, বনী উমাইয়ার কোনো এক ধনাগারে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল, যাতে খেজুরের আঁটির মতো বড় বড়

গমের দানা ছিল। তাতে লেখা ছিল: ‘ন্যায়বিচারের যুগে এগুলো উৎপন্ন হতো।’ এই ঘটনাটি তিনি তাঁর ‘মুসনাদ’-এ একটি হাদিস বর্ণনার পর উল্লেখ করেছেন।
এসব রোগব্যাধি ও ব্যাপক দুর্যোগের অধিকাংশই হলো পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর আপতিত আজাবের অবশিষ্টাংশ, যা ইনসাফপূর্ণ বিচার ও ন্যায়সংগত ফয়সালা হিসেবে ঐসব লোকের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে যারা তাদের মতো পাপাচারে লিপ্ত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহামারির প্রসঙ্গে এই দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন: ‘এটি পূর্ববর্তী শাস্তি বা আজাবের অবশিষ্টাংশ যা বনী ইসরাঈলের ওপর পাঠানো হয়েছিল।’

(১) সূরা আর-রূম: ৪১।

(ص: 276)الطب النبوي لابن القيم

وَكَذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ سبحانه وتعالى الرِّيحَ عَلَى قَوْمٍ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَبْقَى فِي الْعَالَمِ مِنْهَا بَقِيَّةً فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَفِي نَظِيرِهَا عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ.
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْمَالَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ مُقْتَضِيَاتٍ لِآثَارِهَا فِي هذا العالم اقتضاء لابد مِنْهُ، فَجَعَلَ مَنْعَ الْإِحْسَانِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ سَبَبًا لِمَنْعِ الْغَيْثِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْقَحْطِ وَالْجَدْبِ، وَجَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكِينِ، وَالْبَخْسَ فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ، وَتَعَدِّي الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ سَبَبًا لِجَوْرِ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يَرْحَمُونَ إِنِ اسْتُرْحِمُوا، وَلَا يَعْطِفُونَ إِنِ اسْتُعْطِفُوا، وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَعْمَالُ الرَّعَايَا ظهرت في صورولاتهم، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ يُظْهِرُ لِلنَّاسِ أَعْمَالَهُمْ فِي قَوَالِبَ وَصُوَرٍ تُنَاسِبُهَا، فَتَارَةً بِقَحْطٍ وَجَدْبٍ، وَتَارَةً بِعَدُوٍّ، وَتَارَةً بِوُلَاةٍ جَائِرِينَ، وَتَارَةً بِأَمْرَاضٍ عَامَّةٍ، وَتَارَةً بِهُمُومٍ وَآلَامٍ وَغُمُومٍ تُحْضِرُهَا نُفُوسُهُمْ لَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا، وَتَارَةً بِمَنْعِ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَنْهُمْ، وَتَارَةً بِتَسْلِيطِ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهِمْ توزهم إِلَى أَسْبَابِ الْعَذَابِ أَزًّا، لِتَحِقَّ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَةُ،

وَلِيَصِيرَ كُلٌّ مِنْهُمْ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ، وَالْعَاقِلُ يُسَيِّرُ بَصِيرَتَهُ بَيْنَ أَقْطَارِ الْعَالَمِ، فَيُشَاهِدُهُ، وَيَنْظُرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّ الرُّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ خَاصَّةً عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، وَسَائِرُ الْخَلْقِ عَلَى سَبِيلِ الْهَلَاكِ سَائِرُونَ، وَإِلَى دَارِ الْبَوَارِ صَائِرُونَ، وَاللَّهُ بَالِغٌ أَمْرَهُ، لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَمْأَةِ «وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ مَاءَهَا يُخْلَطُ فِي الْأَدْوِيَةِ الَّتِي يُعَالَجُ بِهَا الْعَيْنُ، لَا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ.

الثَّانِي: أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ بَحْتًا بَعْدَ شَيِّهَا، وَاسْتِقْطَارِ مَائِهَا، لِأَنَّ النَّارَ تُلَطِّفُهُ وَتُنْضِجُهُ، وَتُذِيبُ فَضَلَاتِهِ وَرُطُوبَتَهُ الْمُؤْذِيَةَ، وَتُبْقِي الْمَنَافِعَ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِمَائِهَا الْمَاءُ الَّذِي يَحْدُثُ بِهِ مِنَ الْمَطَرِ، وَهُوَ أَوَّلُ قَطْرٍ يَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ، فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إِضَافَةَ اقْتِرَانٍ، لَا إِضَافَةَ جُزْءٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَهُوَ أَبْعَدُ الوجوه وأضعفها.

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটি সম্প্রদায়ের ওপর সাত রাত ও আট দিন প্রবল বাতাস চাপিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সেই দিনগুলোর মধ্যে এই বিশ্বে তার কিছু অবশিষ্টাংশ রেখে দিয়েছেন। আর এ জাতীয় বিষয়ের মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু নেককার ও পাপাচারীদের কাজগুলোকে এই জগতে তাদের ফলাফল প্রকাশের অনিবার্য কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি অনুগ্রহ, জাকাত ও সদকা প্রদান না করাকে আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ হওয়া, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির কারণ বানিয়েছেন। তিনি অসহায়দের ওপর জুলুম করা, মাপ ও ওজনে কম দেওয়া এবং দুর্বলের ওপর প্রবলের সীমালঙ্ঘনকে সেই সব অত্যাচারী শাসক ও কর্মকর্তাদের শাসনের কারণ বানিয়েছেন, যারা দয়া প্রার্থনা করলে দয়া করে না এবং সহানুভূতি চাইলে সহানুভূতি দেখায় না। প্রকৃতপক্ষে তারা হলো প্রজাদেরই কর্মফল যা তাদের শাসকদের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর প্রজ্ঞা (হিকমত) ও ন্যায়বিচার অনুযায়ী মানুষের কাজগুলোকে তাদের উপযোগী বিভিন্ন ছাঁচে ও আকৃতিতে প্রকাশ করেন। কখনও তা দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির মাধ্যমে, কখনও শত্রুর মাধ্যমে, কখনও অত্যাচারী শাসকদের মাধ্যমে, কখনও মহামারি বা সাধারণ

রোগের মাধ্যমে, আবার কখনও এমন দুশ্চিন্তা, বেদনা ও উৎকণ্ঠার মাধ্যমে যা তাদের আত্মা স্বয়ং উপস্থিত করে এবং যা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। কখনও তাদের থেকে আসমান ও জমিনের বরকত তুলে নেওয়ার মাধ্যমে, আবার কখনও তাদের ওপর শয়তানদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে, যারা তাদেরকে আযাবের উপকরণের দিকে তীব্রভাবে প্ররোচিত করে। যাতে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী সত্য হয় এবং তাদের প্রত্যেকে সেই পরিণতির দিকেই ধাবিত হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে তার দূরদৃষ্টি পরিচালিত করেন এবং তা পর্যবেক্ষণ করেন; তিনি আল্লাহর ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। আর তখনই তার নিকট এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একমাত্র রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীরাই নাজাতের (মুক্তি) পথে রয়েছেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংসের পথে চলছে ও বিনাশের আবাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ তাঁর প্রতিটি কাজে বিজয়ী, তাঁর বিধানের কোনো রদবদলকারী নেই এবং তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিহত করার কেউ নেই। আর আল্লাহর কাছেই তাওফিক (সক্ষমতা) প্রার্থনা করছি।

কামআহ (এক প্রকার ছত্রাক) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "এর পানি চোখের জন্য আরোগ্যকারী"—এ বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে:

প্রথমত: এর পানি সেই সব ওষুধের সাথে মেশানো হবে যা দ্বারা চোখের চিকিৎসা করা হয়, এটি একা ব্যবহৃত হবে না। আবু উবাইদ এটি উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: এটি আগুনে ভাজার পর এবং এর পানি নিংড়ে বের করার পর সরাসরি ব্যবহার করা হবে। কারণ আগুন একে মোলায়েম ও পরিপক্ক করে এবং এর ক্ষতিকারক অবশিষ্টাংশ ও আর্দ্রতা গলিয়ে ফেলে আর এর উপকারী গুণাগুণ অবশিষ্ট রাখে।

তৃতীয়ত: এর পানি বলতে সেই পানিকে বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে এটি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বৃষ্টির পানি। এটি জমিনে পতিত হওয়া প্রথম বৃষ্টিবিন্দু। এমতাবস্থায় (হাদিসের শব্দে) সম্বন্ধটি সহাবস্থানসূচক (ইজাফাতে ইক্তেরান), অংশবাচক (ইজাফাতে জুজ) নয়। ইবনুল জাওজি এটি উল্লেখ করেছেন, তবে এটি সর্বাধিক দূরবর্তী ও দুর্বলতম অভিমত।

وقيل: إن استعمال مَاؤُهَا لِتَبْرِيدِ مَا فِي الْعَيْنِ، فَمَاؤُهَا مُجَرَّدًا شِفَاءٌ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَمُرَكَّبٌ مَعَ غَيْرِهِ.

وَقَالَ الغافقي: مَاءُ الْكَمْأَةِ أَصْلَحُ الْأَدْوِيَةِ لِلْعَيْنِ إِذَا عُجِنَ بِهِ الْإِثْمِدُ وَاكْتُحِلَ بِهِ، وَيُقَوِّي أَجْفَانَهَا، وَيَزِيدُ الرُّوحَ الْبَاصِرَةَ قُوَّةً وَحِدَّةً، ويدفع عنها نزول النوازل.

كباث: فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ» «1» .

الْكَبَاثُ، بِفَتْحِ الْكَافِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُخَفَّفَةِ، وَالثَّاءِ المثلاثة- ثَمَرُ الْأَرَاكِ، وَهُوَ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَطَبْعُهُ حَارٌّ يَابِسٌ، وَمَنَافِعُهُ كَمَنَافِعِ الْأَرَاكِ: يُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُجِيدُ الْهَضْمَ، وَيَجْلُو الْبَلْغَمَ، وَيَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الظَّهْرِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوَاءِ. قَالَ ابن جلجل: إِذَا شُرِبَ طَحِينُهُ، أَدَرَّ الْبَوْلَ، وَنَقَّى الْمَثَانَةَ، وَقَالَ ابن رضوان: يُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُمْسِكُ الطَّبِيعَةَ.

كَتَمٌ: رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» : عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أم سلمة رضي الله عنها، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

وَفِي «السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ» : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ «2» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ أنس رضي الله عنه، أَنَّ أبا بكر رضي الله عنه اختصب بالحناء والكتم «3» .

---

(1) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في الأشربة.

(2) أخرجه البخاري في اللباس.

(3) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في الفضائل.

বলা হয়ে থাকে যে, চোখের ভেতরের অংশ শীতল করার জন্য এর পানির ব্যবহার আরোগ্যকর; সুতরাং এর কেবল পানিই হলো নিরাময়। আর যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তবে তা অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হয়।

আল-গাফেকি বলেন: যদি ইছমিদ সুরমার (Ithmid) সাথে ব্যাঙের ছাতার (Kam'ah) পানি মিশিয়ে চোখে লাগানো হয়, তবে তা চোখের জন্য সর্বোত্তম ওষুধ। এটি চোখের পাতা মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ করে এবং চোখের নানাবিধ রোগব্যাধি দূর করে।

কাবাছ (Kabath): 'সহিহাইন' (বুখারি ও মুসলিম)-এ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কাবাছ (আরাক বৃক্ষের ফল) আহরণ করছিলাম। তখন তিনি বললেন: 'তোমরা এর মধ্যে কালো রঙেরটি বেছে নাও, কারণ এটিই সবচেয়ে সুস্বাদু।' (১)।

কাবাছ শব্দটি কাফ বর্ণে ফাতাহ, বা বর্ণে এক নুকতা ও তাশদিদহীন এবং ছা বর্ণে তিন নুকতা বিশিষ্ট। এটি হলো আরাক বৃক্ষের ফল, যা হিজাজ ভূমিতে জন্মে। এর প্রকৃতি উষ্ণ ও শুষ্ক। এর উপকারিতা আরাক বৃক্ষের মতোই; এটি পাকস্থলী শক্তিশালী করে, হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে, কফ পরিষ্কার করে এবং পিঠের ব্যথা ও অনেক রোগের উপশম করে। ইবনে জুলজুল বলেন: এর চূর্ণ পান করা হলে তা প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক হিসেবে কাজ করে এবং মূত্রথলি পরিষ্কার করে। ইবনে রিদওয়ান বলেন: এটি পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে এবং উদরাময় রোধ করে।

কাতাম (Katam): ইমাম বুখারি তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

আমরা উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র চুলের কিছু অংশ বের করে আনলেন, যা মেহেদি ও কাতাম (Katam) দ্বারা রঞ্জিত ছিল।

এবং 'সুনান' চতুষ্টয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: 'তোমাদের বার্ধক্যজনিত সাদা চুল পরিবর্তনের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তু হলো মেহেদি ও কাতাম (Katam)।' (২)।

এবং ‘সহিহাইন’-এ আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মেহেদি ও কাতাম দ্বারা খিযাব (কলপ) লাগাতেন। (৩)।

(১) এটি ইমাম বুখারি ‘খাদ্যদ্রব্য’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘পানীয়’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) এটি ইমাম বুখারি ‘পোশাক’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(৩) এটি ইমাম বুখারি ‘নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মর্যাদা’ অধ্যায়ে এবং মুসলিম ‘মর্যাদাবলি’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَفِي سُنَنِ أَبِي داود: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا؟» فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا» فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ» «1» .

قَالَ الغافقي: الكتم نبت بِالسُّهُولِ، وَرَقُهُ قَرِيبٌ مِنْ وَرَقِ الزَّيْتُونِ، يَعْلُو فَوْقَ الْقَامَةِ، وَلَهُ ثَمَرٌ قَدْرَ حَبِّ الْفُلْفُلِ، فِي دَاخِلِهِ نَوًى، إِذَا رُضِخَ اسْوَدَّ؛ وَإِذَا اسْتُخْرِجَتْ عُصَارَةُ وَرَقِهِ، وَشُرِبَ مِنْهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ، قَيَّأَ قَيْئًا شَدِيدًا، وَيَنْفَعُ عَنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ. وَأَصْلُهُ إِذَا طُبِخَ بِالْمَاءِ كَانَ مِنْهُ مِدَادٌ يُكْتَبُ بِهِ.

وَقَالَ الكندي: بَزْرُ الْكَتَمِ إِذَا اكْتُحِلَ بِهِ، حَلَّلَ الْمَاءَ النَّازِلَ فِي الْعَيْنِ وَأَبْرَأَهَا.

وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الْكَتَمَ هُوَ الْوَسْمَةُ، وَهِيَ وَرَقُ النِّيلِ، وَهَذَا وَهْمٌ، فَإِنَّ الْوَسْمَةَ غَيْرُ الْكَتَمِ. قَالَ صَاحِبُ «الصِّحَاحِ» : الْكَتَمُ بِالتَّحْرِيكِ: نَبْتٌ يُخْلَطُ بِالْوَسْمَةِ يُخْتَضَبُ بِهِ. قِيلَ: وَالْوَسْمَةُ نَبَاتٌ لَهُ وَرَقٌ طَوِيلٌ يَضْرِبُ لَوْنُهُ إِلَى الزُّرْقَةِ أَكْبَرُ مِنْ وَرَقِ الْخِلَافِ، يُشْبِهُ وَرَقَ اللُّوبِيَا، وَأَكْبَرُ مِنْهُ، يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أنس رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَخْتَضِبِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «2» .

قِيلَ: قَدِ أَجَابَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا وَقَالَ: قَدْ شَهِدَ بِهِ غَيْرُ أنس رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَضَبَ، وَلَيْسَ مَنْ شَهِدَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ، فأحمد أَثْبَتَ خِضَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، ومالك أَنْكَرَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مسلم» النَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ فِي شَأْنِ أبي قحافة لَمَّا أُتِيَ بِهِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فقال: «غيّروا هذا الشّيب وجنّبوه السّواد» «3» .

---

(1) أخرجه أبو داود وابن ماجة.

(2) أخرجه البخاري ومسلم.

(3) أخرجه مسلم في اللباس.

সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে: ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করলেন যিনি মেহেদি (হেনা) দিয়ে খেজাব লাগিয়েছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: «এটি কতই না সুন্দর!» তারপর অন্য এক ব্যক্তি অতিক্রম করলেন যিনি মেহেদি ও কাতাম (এক প্রকার উদ্ভিদ) দিয়ে খেজাব লাগিয়েছিলেন। তিনি বললেন: «এটি তার চেয়েও উত্তম।» অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি অতিক্রম করলেন যিনি পীতবর্ণের (হলুদ) খেজাব লাগিয়েছিলেন। তিনি বললেন: «এটি এই সবগুলোর চেয়েও উত্তম।» «১» ।

গাফিকী বলেন: কাতাম হলো সমতল ভূমিতে জন্মানো একটি উদ্ভিদ, এর পাতা জয়তুন পাতার কাছাকাছি, এটি মানুষের উচ্চতার চেয়েও লম্বা হয় এবং এর ফল গোলমরিচের দানার মতো, যার ভেতরে আঁটি থাকে। যখন এটি চূর্ণ করা হয়, তখন তা কালো হয়ে যায়। যদি এর পাতার রস বের করা হয় এবং তা থেকে এক উকিয়াহ (একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ) পরিমাণ পান করা হয়,

তবে তা প্রবল বমির উদ্রেক করে এবং এটি কুকুরের কামড়ের চিকিৎসায় উপকারী। এর মূল যদি পানিতে সিদ্ধ করা হয়, তবে তা থেকে কালি তৈরি হয় যা দিয়ে লেখা যায়।

কিন্দি বলেন: কাতামের বীজ যদি সুরমা হিসেবে চোখে ব্যবহার করা হয়, তবে তা চোখের ছানি (চোখে নেমে আসা পানি) গলিয়ে দেয় এবং তা আরোগ্য করে।

কিছু মানুষ ধারণা করেছেন যে, কাতাম ও ওয়াসমাহ (নীল পাতা) একই বস্তু; এটি একটি ভ্রম, কারণ ওয়াসমাহ ও কাতাম ভিন্ন জিনিস। 'আস-সিহাহ' গ্রন্থের লেখক বলেন: কাতাম হলো এমন একটি উদ্ভিদ যা খেজাব লাগানোর জন্য ওয়াসমাহ-এর সাথে মেশানো হয়। বলা হয়েছে: ওয়াসমাহ হলো এমন একটি উদ্ভিদ যার পাতা লম্বা এবং এর বর্ণ নীলাভ রঙের দিকে ঝোঁকা, যা খিলাফ (উইলো সদৃশ গাছ) গাছের পাতার চেয়ে বড় এবং শিম পাতার মতো, তবে তার চেয়েও বড়। এটি হিজাজ ও ইয়েমেন থেকে আনা হয়।

যদি বলা হয়: ‘সহীহ’ গ্রন্থে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজাব লাগাননি। «২» ।

এর উত্তরে বলা হয়: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর জবাব দিয়েছেন এবং বলেছেন: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত অন্য সাহাবীগণ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি খেজাব লাগিয়েছেন। আর যিনি দেখেছেন তিনি তার মতো নন যিনি দেখেননি। ইমাম আহমদ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেজাব লাগানোকে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর সাথে একদল মুহাদ্দিসও রয়েছেন, তবে ইমাম মালিক এটি অস্বীকার করেছেন।

যদি বলা হয়: ‘সহীহ মুসলিম’-এ আবু কুহাফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রে কালো খেজাব লাগানোর নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়েছে, যখন তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি সাগামাহ (এক প্রকার সাদা ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদ) এর মতো সাদা ছিল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন: «তোমরা এই বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করো এবং কালো রঙ পরিহার করো।» «৩» ।

---

(১) আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) মুসলিম এটি পোশাক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَالْكَتَمُ يُسَوِّدُ الشَّعْرَ.

فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّسْوِيدِ الْبَحْتِ، فَأَمَّا إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْحِنَّاءِ شَيْءٌ آخَرُ، كَالْكَتَمِ وَنَحْوِهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنَّ الْكَتَمَ وَالْحِنَّاءَ يَجْعَلُ الشَّعْرَ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ بِخِلَافِ الْوَسْمَةِ، فَإِنَّهَا تَجْعَلُهُ أَسْوَدَ فَاحِمًا، وَهَذَا أَصَحُّ الْجَوَابَيْنِ.

الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّ الْخِضَابَ بِالسَّوَادِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ خِضَابُ التَّدْلِيسِ، كَخِضَابِ شَعْرِ الْجَارِيَةِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ تَغُرُّ الزَّوْجَ، وَالسَّيِّدَ بِذَلِكَ، وَخِضَابِ الشَّيْخِ يَغُرُّ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنَ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ تَدْلِيسًا وَلَا خِدَاعًا، فَقَدْ صَحَّ عَنِ الحسن والحسين رضي الله عنهما أَنَّهُمَا كَانَا يَخْضِبَانِ بِالسَّوَادِ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُمَا فِي كِتَابِ «تَهْذِيبِ الْآثَارِ» ، وَذَكَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وعمرو ابن الْعَاصِ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى ابن طَلْحَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب. وَحَكَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، ويزيد، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وغيلان بن جامع، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وعمرو بن علي المقدمي، والقاسم بن سلام.

كرم: شَجَرَةُ الْعِنَبِ، وَهِيَ الْحَبَلَةُ، وَيُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا كَرْمًا، لِمَا رَوَى مسلم فِي «صَحِيحِهِ» عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ. الْكَرْمُ: الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ» «1» وَفِي أُخْرَى: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَقُولُوا: الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ» «2» .

(1) أخرجه مسلم.

(2) أخرجه مسلم.

এবং কাতাম (এক প্রকার রঞ্জক উদ্ভিদ) চুলকে কালো করে।

এর উত্তর দুইভাবে দেওয়া যায়; প্রথমত: কালো রঙ ব্যবহারের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা কেবল খাঁটি কালো রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যখন মেহেদির সাথে অন্য কিছু মেশানো হয়, যেমন কাতাম বা এর সমজাতীয় কিছু, তখন এতে কোনো দোষ নেই। কারণ কাতাম ও মেহেদির মিশ্রণ চুলকে লাল ও কালোর মধ্যবর্তী একটি রঙে রূপান্তর করে; যা ওয়াসমা (এক প্রকার রঞ্জক উদ্ভিদ)-এর বিপরীত, কারণ ওয়াসমা চুলকে কুচকুচে কালো করে ফেলে। আর এই উত্তরটিই অধিকতর সঠিক।

দ্বিতীয় উত্তরটি হলো: যে কালো খেজাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা মূলত প্রতারণা বা জালিয়াতির (তাদলিস) উদ্দেশ্যে করা খেজাব। যেমন কোনো দাসী বা বৃদ্ধা নারীর চুল কালো রঙ করা, যার মাধ্যমে স্বামী বা মালিককে প্রতারিত করা হয়। একইভাবে কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তির চুল কালো করা যার দ্বারা তিনি কোনো নারীকে প্রতারিত করেন; কেননা এটি শঠতা ও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি এতে কোনো প্রতারণা বা জালিয়াতির উদ্দেশ্য না থাকে, তবে হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা কালো খেজাব ব্যবহার করতেন। ইবনে জারীর তাঁর ‘তাহজীবুল আসার’ গ্রন্থে তাঁদের সম্পর্কে এটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি এটি উসমান ইবনে আফফান, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, উকবা ইবনে আমির, মুগীরা ইবনে শু'বা, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ এবং আমর ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকেও বর্ণনা করেছেন। তিনি একদল তাবেয়ী থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আমর ইবনে উসমান, আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ, মুসা ইবনে তালহা, যুহরী, আইয়ুব এবং ইসমাইল ইবনে মা'দী কারিব। ইবনুল জাওযী এটি মুহারিব ইবনে দিসার, ইয়াযীদ, ইবনে জুরায়জ, আবু ইউসুফ, আবু ইসহাক, ইবনে আবি লায়লা, যিয়াদ ইবনে ইলাকা, গায়লান ইবনে জামি', নাফে' ইবনে জুবায়ের, আমর ইবনে আলী আল-মুকাদ্দামি এবং কাসিম ইবনে সাল্লাম থেকেও বর্ণনা করেছেন।

কারম (আঙ্গুর লতা): এটি হলো আঙ্গুর গাছ বা আঙ্গুর লতা। একে ‘কারম’ নামকরণ করা অপছন্দনীয় (মাকরুহ), কারণ ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন আঙ্গুরকে ‘কারম’ না বলে। কেননা প্রকৃত কারম তো হলো মুসলিম ব্যক্তি।” অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: “কারম তো মুমিনের অন্তর।” আর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: “তোমরা ‘কারম’ বলো না; বরং আঙ্গুর বা আঙ্গুর লতা বলো।”

(১) হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
(২) হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 280)الطب النبوي لابن القيم

وَفِي هَذَا مَعْنَيَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي شَجَرَةَ الْعِنَبِ الْكَرْمَ، لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا وَخَيْرِهَا، فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَسْمِيَتَهَا بِاسْمٍ يُهَيِّجُ النُّفُوسَ عَلَى مَحَبَّتِهَا وَمَحَبَّةِ مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا مِنَ الْمُسْكِرِ، وَهُوَ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَكَرِهَ أَنْ يُسَمَّى أَصْلُهُ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَأَجْمَعِهَا لِلْخَيْرِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ» «1» . «وَلَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ» «2» . أَيْ: أَنَّكُمْ تُسَمُّونَ شَجَرَةَ الْعِنَبِ كَرْمًا لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهِ، وَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَوِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَوْلَى بِهَذَا الِاسْمِ مِنْهُ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ خَيْرٌ كُلُّهُ وَنَفْعٌ، فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ وَالتَّعْرِيفِ لِمَا فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْخَيْرِ، وَالْجُودِ، وَالْإِيمَانِ، وَالنُّورِ، وَالْهُدَى، وَالتَّقْوَى، وَالصِّفَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا هَذَا الِاسْمَ أَكْثَرَ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الْحَبَلَةِ لَهُ.
وَبَعْدُ: فَقُوَّةُ الْحَبَلَةِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ، وَوَرَقُهَا وَعَلَائِقُهَا وَعُرْمُوشُهَا مُبَرِّدٌ فِي آخِرِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَإِذَا دُقَّتْ وَضُمِّدَ بِهَا مِنَ الصُّدَاعِ سَكَّنَتْهُ، وَمِنَ الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ وَالْتِهَابِ الْمَعِدَةِ. وَعُصَارَةُ قُضْبَانِهِ إِذَا شُرِبَتْ سَكَّنَتِ الْقَيْءَ، وَعَقَلَتِ الْبَطْنَ، وَكَذَلِكَ إِذَا مُضِغَتْ قُلُوبُهَا

الرَّطْبَةُ. وَعُصَارَةُ وَرَقِهَا، تَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَمْعَاءِ، وَنَفْثِ الدَّمِ وَقَيْئِهِ، وَوَجَعِ الْمَعِدَةِ، وَدَمْعُ شَجَرِهِ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَى الْقَضْبَانِ، كَالصَّمْغِ إِذَا شُرِبَ أَخْرَجَ الْحَصَاةَ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ، أَبْرَأَ الْقُوبَ وَالْجَرَبَ الْمُتَقَرِّحَ وَغَيْرَهُ، وَيَنْبَغِي غَسْلُ الْعُضْوِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا بِالْمَاءِ وَالنِّطْرُونِ، وَإِذَا تُمْسِحَ بِهَا مَعَ الزَّيْتِ حَلَقَ الشَّعْرَ، وَرَمَادُ قُضْبَانِهِ إِذَا تُضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْخَلِّ وَدُهْنِ الْوَرْدِ وَالسَّذَابِ، نَفَعَ مِنَ الْوَرَمِ الْعَارِضِ فِي الطِّحَالِ، وَقُوَّةُ دُهْنِ زَهْرَةِ الْكَرْمِ قَابِضَةٌ شَبِيهَةٌ بِقُوَّةِ دُهْنِ الْوَرْدِ، وَمَنَافِعُهَا كَثِيرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ مَنَافِعِ النَّخْلَةِ.

كَرَفْسٌ: رُوِيَ فِي حَدِيثٍ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ، نَامَ وَنَكْهَتُهُ طَيِّبَةٌ، وَيَنَامُ آمِنًا مِنْ وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَالْأَسْنَانِ» ، وَهَذَا بَاطِلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنَّ الْبُسْتَانِيَّ مِنْهُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ جِدًّا، وَإِذَا عُلِّقَ أَصْلُهُ فِي الرَّقَبَةِ نَفَعَ من وجع الأسنان.

---

(1) أخرجه البخاري في الأدب، ومسلم في البر.

(2) أخرجه مسلم في الزكاة.

এর মধ্যে দুটি তাৎপর্য রয়েছে:

প্রথমটি হলো: আরবরা আঙ্গুর গাছকে তার প্রচুর উপকারিতা ও কল্যাণের কারণে 'কারম' (আভিজাত্য বা মহত্ত্ব) নামে অভিহিত করত। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে এমন নামে নামকরণ করা অপছন্দ করেছেন যা মানুষের মনে এই বৃক্ষের প্রতি এবং এর থেকে প্রস্তুতকৃত মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে, অথচ মাদক হলো সকল অপকর্মের জননী। সুতরাং তিনি অপছন্দ করেছেন যে, মাদকের উৎসকে এমন একটি সর্বোত্তম ও কল্যাণপূর্ণ নামে অভিহিত করা হোক যা সকল মঙ্গলের আধার।

দ্বিতীয়টি হলো: এটি তাঁর এই বাণীর সদৃশ যেখানে বলা হয়েছে: "প্রকৃত বীর সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে আছাড় দেয়" এবং "প্রকৃত মিসকিন সে নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়"। অর্থাৎ: তোমরা আঙ্গুর গাছকে তার অনেক উপকারের কারণে 'কারম' বলে ডাকো, অথচ মুমিনের অন্তর বা মুসলিম ব্যক্তি এই নামের জন্য সেই লতাগুল্মের চেয়ে অধিক যোগ্য। কেননা মুমিন ব্যক্তি আপাদমস্তক কল্যাণ ও উপকারে ভরপুর। এটি মূলত মুমিনের অন্তরে নিহিত

কল্যাণ, উদারতা, ঈমান, নূর, হেদায়েত, তাকওয়া এবং এমন সব গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যার কারণে সে লতা জাতীয় আঙ্গুর গাছের তুলনায় এই নামের (কারম বা মহৎ) বেশি দাবিদার।

অতঃপর: আঙ্গুর লতার গুণাগুণ শীতল ও শুষ্ক। এর পাতা, লতা ও প্রশাখা প্রথম স্তরের শেষ পর্যায় পর্যন্ত শীতলতা প্রদানকারী। এটি পিষে মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাব্যথা উপশম হয় এবং এটি উষ্ণ ফোলা ও পাকস্থলীর প্রদাহ নিরাময়ে কাজ করে। এর ডালের রস পান করলে বমি বন্ধ হয় এবং পেট কষে (পেটের পীড়া থামায়); একইভাবে এর কচি ডগা চিবিয়ে খেলেও একই ফল পাওয়া যায়। এর পাতার রস অন্ত্রের ক্ষত, রক্তবমি, মুখ দিয়ে রক্ত পড়া এবং পাকস্থলীর ব্যথায় বিশেষ উপকারী। এর গাছের ডাল থেকে নিঃসৃত আঠার মতো নির্যাস পান করলে পাথর নির্গত হয়। আর তা শরীরে প্রলেপ দিলে দাউদ ও ক্ষতযুক্ত চুলকানি নিরাময় হয়। তবে ব্যবহারের আগে সংশ্লিষ্ট স্থানটি পানি ও ন্যাট্রন (এক প্রকার খনিজ লবন) দিয়ে ধুয়ে নেওয়া উচিত। এটি যদি তেলের সাথে মিশিয়ে মালিশ করা হয়, তবে তা লোমনাশক হিসেবে কাজ করে। এর ডালের ছাই সিরকা, গোলাপ তেল ও সুদাফ (এক প্রকার ওষুধি গাছ) এর সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে প্লিহার ফোলা উপশম হয়। আঙ্গুর ফুলের তেলের গুণাগুণ সঙ্কোচনকারী, যা অনেকটা গোলাপ তেলের গুণের মতো। এর বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে যা খেজুর গাছের উপকারিতার কাছাকাছি।

সেলারি (করাফশ): আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি অশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি এটি খেয়ে ঘুমাবে, তার মুখের ঘ্রাণ সুগন্ধময় হবে এবং সে দাঁত ও মাড়ির ব্যথা থেকে নিরাপদে ঘুমাবে।" এই বর্ণনাটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর একটি মিথ্যা আরোপ। তবে বাগানে উৎপাদিত সেলারি মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ঘ্রাণকে অত্যন্ত সুমিষ্ট করে এবং এর মূল গলায় ঝুলালে দাঁতের ব্যথায় উপকার পাওয়া যায়।

---

(১) বুখারি আদাব অধ্যায়ে এবং মুসলিম বিরর অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

(২) মুসলিম এটি যাকাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ، وَقِيلَ: رَطْبٌ مُفَتِّحٌ لِسُدَادِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَوَرَقُهُ رَطْبًا يَنْفَعُ الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ الْبَارِدَةَ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ وَالطَّمْثَ، وَيُفَتِّتُ الْحَصَاةَ، وَحَبُّهُ أَقْوَى فِي ذَلِكَ، وَيُهَيِّجُ الْبَاهَ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْبَخَرِ. قَالَ الرازي: وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ أَكْلُهُ إذا خيف من لدغ العقارب.

كراث: فِيهِ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَلْ هُوَ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ: «مَنْ أَكَلَ الْكُرَّاثَ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ نَامَ آمِنًا مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ وَاعْتَزَلَهُ الْمَلَكُ لِنَتَنِ نَكْهَتِهِ حَتَّى يُصْبِحَ» «1» .

وَهُوَ نَوْعَانِ: نَبَطِيٌّ وَشَامِيٌّ، فَالنَّبَطِيُّ: الْبَقْلُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى الْمَائِدَةِ.

والشّامي: الذي له رؤوس، وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ مُصَدِّعٌ، وَإِذَا طُبِخَ وَأُكِلَ، أَوْ شُرِبَ مَاؤُهُ، نَفَعَ مِنَ الْبَوَاسِيرِ الْبَارِدَةِ. وَإِنْ سُحِقَ بِزْرُهُ، وَعُجِنَ بِقَطِرَانٍ، وَبُخِّرَتْ بِهِ الْأَضْرَاسُ الَّتِي فِيهَا الدُّودُ نَثَرَهَا وَأَخْرَجَهَا، وَيُسَكِّنُ الْوَجَعَ الْعَارِضَ فِيهَا، وَإِذَا دُخِّنَتِ الْمَقْعَدَةُ بِبِزْرِهِ خَفَّتِ الْبَوَاسِيرُ، هَذَا كُلُّهُ فِي الْكُرَّاثِ النَّبَطِيِّ.

وَفِيهِ مَعَ ذَلِكَ فَسَادُ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ، وَيُصَدِّعُ، وَيُرِي أَحْلَامًا رَدِيئَةً، وَيُظْلِمُ الْبَصَرَ، وَيُنْتِنُ النَّكْهَةَ، وَفِيهِ إِدْرَارٌ لِلْبَوْلِ وَالطَّمْثِ، وَتَحْرِيكٌ لِلْبَاهِ، وَهُوَ بطيء الهضم.

حَرْفُ اللَّامِ

لَحْمٌ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ «1» وقال: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ «2» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سيّد

(1) الطور- 22.

(2) الواقعة- 21.

এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির; কারো কারো মতে এটি আর্দ্র। এটি যকৃৎ ও প্লীহার প্রতিবন্ধকতা (সদাদ) দূরকারী। এর কাঁচা পাতা পাকস্থলী ও শীতল যকৃতের জন্য উপকারী। এটি মূত্র ও ঋতুস্রাব বৃদ্ধিকারী এবং পাথর নিরসনকারী; আর এর বীজ এই ক্ষেত্রে আরও বেশি কার্যকর। এটি কামোদ্দীপক এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে সহায়ক। রাযী বলেন: বিচ্ছুর দংশনের ভয় থাকলে এর ব্যবহার পরিহার করা উচিত।

কুরাত (পেঁয়াজজাতীয় উদ্ভিদ): এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে যা বিশুদ্ধ নয়, বরং এটি একটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা: «যে ব্যক্তি কুরাত খেয়ে তার ওপর ঘুমিয়ে থাকে, সে অর্শ্বরোগের (পাইলস) যন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকে, যদিও তার মুখের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা সকাল হওয়া পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাকেন»।

এটি দুই প্রকার: নবতী ও শামী। নবতী হলো সেই শাক যা দস্তরখানে বা খাবারের টেবিলে রাখা হয়।

আর শামী হলো সেই প্রকার যার মাথা বা কন্দ রয়েছে। এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির এবং মাথাব্যথা উদ্রেককারী। যখন এটি রান্না করে খাওয়া হয় অথবা এর পানি পান করা হয়, তখন তা শীতল অর্শ্বরোগের জন্য উপকার দেয়। যদি এর বীজ চূর্ণ করে আলকাতরার সাথে মিশিয়ে পোকা ধরা দাঁতে ধোঁয়া দেওয়া হয়, তবে এটি পোকা ঝরিয়ে দেয় ও বের করে আনে এবং দাঁতের ব্যথায় আরাম দেয়। আর যদি এর বীজের ধোঁয়া মলদ্বারে নেওয়া হয়, তবে অর্শ্বরোগের তীব্রতা কমে যায়। এই সব বৈশিষ্ট্য নবতী কুরাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এর পাশাপাশি এতে দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটি মাথাব্যথা তৈরি করে, দুঃস্বপ্ন দেখায়, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ করে এবং মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তবে এটি মূত্র ও ঋতুস্রাব বৃদ্ধি করে এবং কামোত্তেজনা উদ্রেক করে। এটি বেশ দেরিতে হজম হয়।

লাম (ল) বর্ণ

গোশত (মাংস): আল্লাহ তাআলা বলেন: «আমি তাদের জন্য ফলমূল ও গোশতের ব্যবস্থা করব যা তারা পছন্দ করবে»। এবং তিনি বলেন:

«এবং তাদের রুচিমতো পাখির গোশত»।

সুনানে ইবনে মাজাহ-তে আবু দারদা (রা.) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসে এসেছে: «প্রধান...

(১) সূরা আত-তূর: ২২।

(২) সূরা আল-ওয়াকিয়াহ: ২১।

(ص: 282)الطب النبوي لابن القيم

طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ» «1» وَمِنْ حَدِيثِ بريدة يَرْفَعُهُ: «خَيْرُ الْإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ» «2» .

وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «فَضْلُ عائشة عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» «3» . وَالثَّرِيدُ: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ، قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا الْخُبْزُ تَأْدِمُهُ بِلَحْمٍ ... فَذَاكَ أَمَانَةَ اللَّهِ الثَّرِيدُ

«1» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَكْلُ اللَّحْمِ يَزِيدُ سَبْعِينَ قُوَّةً. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ: اللَّحْمُ يَزِيدُ فِي الْبَصَرِ، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «كُلُوا اللَّحْمَ» فَإِنَّهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَيُخْمِصُ الْبَطْنَ، وَيُحَسِّنُ الْخُلُقَ» وَقَالَ نافع: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ لَمْ يَفُتْهُ اللَّحْمُ، وَإِذَا سَافَرَ لَمْ يَفُتْهُ اللَّحْمُ. وَيُذْكَرُ عَنْ علي مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سَاءَ خُلُقُهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عائشة رضي الله عنها، الَّذِي رَوَاهُ أبو داود مَرْفُوعًا: «لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ، وَانْهَسُوهُ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ» .

فَرَدَّهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِمَا صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَطْعِهِ بِالسِّكِّينِ فِي حَدِيثَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَا.

وَاللَّحْمُ أَجْنَاسٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ وَطَبَائِعِهِ، فَنَذْكُرُ حُكْمَ كُلِّ جِنْسٍ وَطَبْعَهُ وَمَنْفَعَتَهُ وَمَضَرَّتَهُ.

لَحْمُ الضَّأْنِ: حَارٌّ فِي الثَّانِيَةِ، رَطْبٌ فِي الْأُولَى، جَيِّدُهُ الْحَوْلِيُّ، يُوَلِّدُ الدَّمَ الْمَحْمُودَ الْقَوِيَّ لِمَنْ جَادَ هَضْمُهُ، يَصْلُحُ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَالْمُعْتَدِلَةِ، وَلِأَهْلِ الرِّيَاضَاتِ التَّامَّةِ فِي الْمَوَاضِعِ وَالْفُصُولِ الْبَارِدَةِ، نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، يُقَوِّي الذِّهْنَ وَالْحِفْظَ.

وَلَحْمُ الْهَرِمِ وَالْعَجِيفِ رديء، وكذلك لحم النّعاج، وأجوده: لحم

---

(1) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة.

(2) أخرجه البيهقي.

(3) أخرجه البخاري ومسلم.

(4) أخرجه أبو داود في الأطعمة.

দুনিয়াবাসী এবং জান্নাতবাসীদের প্রধান খাদ্য হলো গোশত (মাংস)। ১ এবং বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসে এসেছে: "দুনিয়া ও আখেরাতের সেরা ব্যঞ্জন হলো গোশত।" ২। সহিহ গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে: "নারীদের ওপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন অন্য সব খাদ্যের ওপর সারীদের (রুটি ও গোশতের ঝোলমিশ্রিত খাদ্য) শ্রেষ্ঠত্ব।" ৩। সারীদ হলো রুটি ও গোশত। জনৈক কবি বলেছেন: যখন রুটিকে গোশতের সাথে ব্যঞ্জন হিসেবে গ্রহণ করা হয় ... তবে আল্লাহর শপথ, সেটিই হলো সারীদ।

১। ইমাম যুহরী বলেন: গোশত ভক্ষণ সত্তর গুণ শক্তি বৃদ্ধি করে। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি' বলেন: গোশত দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে: "তোমরা গোশত খাও, কেননা এটি শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল করে, পেট পাতলা রাখে (স্থূলতা কমায়) এবং স্বভাব-চরিত্র সুন্দর করে।" নাফে' (রহ.) বলেন: ইবনে উমর (রা.) যখন রমজান মাস আসত তখন তিনি গোশত খাওয়া বাদ দিতেন না এবং যখন সফর করতেন তখনও গোশত খেতে ছাড়তেন না। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি টানা চল্লিশ দিন গোশত বর্জন করে, তার স্বভাব রুক্ষ হয়ে যায়।

আর আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত যে হাদিসটি আবু দাউদ মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে— "তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটো না, কেননা এটি অনারবদের কাজ; বরং তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাও, কারণ এতে তৃপ্তি বেশি এবং হজম সহজ হয়।"
ইমাম আহমদ এই বর্ণনাটিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছুরি দিয়ে গোশত কাটার ব্যাপারে বর্ণিত দুটি সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
গোশত বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে এবং এর উৎস ও প্রকৃতিভেদে তা ভিন্নতর হয়। আমরা প্রতিটি প্রকারের বিধান, স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা ও অপকারিতা আলোচনা করব।
ভেড়ার গোশত: এটি দ্বিতীয় স্তরের উষ্ণ এবং প্রথম স্তরের আর্দ্র। এর মধ্যে এক বছর বয়সী ভেড়ার গোশত সর্বোত্তম। যার হজম শক্তি ভালো, তার দেহে এটি উৎকৃষ্ট ও শক্তিশালী রক্ত উৎপন্ন করে। এটি শীতল ও স্বাভাবিক মেজাজের অধিকারীদের জন্য এবং শীতল স্থানে ও শীতকালে কঠোর পরিশ্রমকারীদের জন্য উপযোগী। এটি কৃষ্ণ পিত্তজনিত (সাওদা) সমস্যায় আক্রান্তদের জন্য উপকারী এবং মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। তবে বৃদ্ধ ও রুগ্ন ভেড়ার গোশত নিকৃষ্ট, এবং একইভাবে মাদী ভেড়ার গোশতও; আর এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো...

---

(১) ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আত-ইমাহ (খাদ্য অধ্যায়)।
(২) আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।
(৩) বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
(৪) আবু দাউদ, কিতাবুল আত-ইমাহ (খাদ্য অধ্যায়)।

(ص: 283)الطب النبوي لابن القيم

الذَّكَرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَخَفُّ وَأَلَذُّ وَأَنْفَعُ، وَالْخَصِيُّ أَنْفَعُ وَأَجْوَدُ، وَالْأَحْمَرُ مِنَ الْحَيَوَانِ السَّمِينُ أَخَفُّ وَأَجْوَدُ غِذَاءً، وَالْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ أَقَلُّ تَغْذِيَةً، وَيَطْفُو فِي الْمَعِدَةِ.

وَأَفْضَلُ اللَّحْمِ عَائِذُهُ بِالْعَظْمِ، وَالْأَيْمَنُ أَخَفُّ وَأَجْوَدُ مِنَ الْأَيْسَرِ، وَالْمُقَدَّمُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤَخَّرِ، وَكَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمُهَا، وَكُلُّ مَا عَلَا مِنْهُ سِوَى الرَّأْسِ كَانَ أَخَفَّ وَأَجْوَدَ مِمَّا سَفَلَ، وَأَعْطَى الْفَرَزْدَقُ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ لَحْمًا وَقَالَ لَهُ: خُذِ الْمُقَدَّمَ، وَإِيَّاكَ وَالرَّأْسَ وَالْبَطْنَ، فَإِنَّ الدَّاءَ فِيهِمَا. وَلَحْمُ الْعُنُقِ جَيِّدٌ لَذِيذٌ، سَرِيعُ الْهَضْمِ خَفِيفٌ، وَلَحْمُ الذِّرَاعِ أَخَفُّ اللَّحْمِ وَأَلَذُّهُ وَأَلْطَفُهُ وَأَبْعَدُهُ مِنَ الْأَذَى، وَأَسْرَعُهُ انْهِضَامًا.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «1» : وَلَحْمُ الظَّهْرِ كَثِيرُ الْغِذَاءِ، يُوَلِّدُ دَمًا مَحْمُودًا. وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» مَرْفُوعًا: «أَطْيَبُ اللَّحْمِ لحم الظّهر» «2» .

لحم المعز: قَلِيلُ الْحَرَارَةِ، يَابِسٌ، وَخَلْطُهُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ لَيْسَ بِفَاضِلٍ وَلَيْسَ بِجَيِّدِ الْهَضْمِ، وَلَا مَحْمُودِ الْغِذَاءِ. وَلَحْمُ التَّيْسِ رَدِيءٌ مُطْلَقًا، شَدِيدُ الْيُبْسِ، عَسِرُ الِانْهِضَامِ، مُوَلِّدٌ لِلْخَلْطِ السَّوْدَاوِيِّ.

قَالَ الْجَاحِظُ: قَالَ لِي فَاضِلٌ مِنَ الْأَطِبَّاءِ: يَا أَبَا عثمان! إِيَّاكَ وَلَحْمَ الْمَعْزِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْغَمَّ، وَيُحَرِّكُ السَّوْدَاءَ، وَيُورِثُ النِّسْيَانَ، وَيُفْسِدُ الدَّمَ، وَهُوَ وَاللَّهِ يَخْبِلُ الْأَوْلَادَ.

وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّمَا الْمَذْمُومُ مِنْهُ الْمُسِنُّ، وَلَا سِيَّمَا لِلْمُسِنِّينَ، وَلَا رَدَاءَةَ لِمَنِ اعْتَادَهُ. وجالينوس جَعَلَ الْحَوْلِيَّ مِنْهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْمُعْتَدِلَةِ الْمُعَدِّلَةِ لِلْكَيْمُوسِ الْمَحْمُودِ، وَإِنَاثُهُ أَنْفَعُ من ذكوره.

---

(1) أخرجه البخاري في الأنبياء، ومسلم في الايمان.

(2) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة، وأحمد والحاكم.

এর মধ্যে কালো রঙের পুরুষ পশুর মাংস অধিক হালকা, সুস্বাদু এবং উপকারী। খাসি করা পশুর মাংস অধিক উপকারী ও উন্নত মানের। হৃষ্টপুষ্ট লাল রঙের পশুর মাংস হালকা এবং

পুষ্টিগুণে শ্রেষ্ঠ। আর এক বছর বয়সী ছাগলের মাংস কম পুষ্টিকর এবং তা পাকস্থলীতে ভেসে থাকে।

সর্বোত্তম মাংস হলো হাড়ের সাথে লেগে থাকা অংশ। শরীরের ডান অংশের মাংস বাম অংশের চেয়ে হালকা ও উৎকৃষ্ট। শরীরের সামনের দিকের অংশ পেছনের দিকের চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বকরির সামনের অংশ সবচেয়ে প্রিয় ছিল। মাথা বাদে শরীরের উপরের দিকের যে কোনো মাংস নিচের দিকের তুলনায় হালকা ও উৎকৃষ্ট। কবি আল-ফারাযদাক এক ব্যক্তিকে মাংস কেনার জন্য পাঠিয়ে বলেছিলেন: "সামনের অংশ ক্রয় করবে, আর মাথা ও পেট থেকে বেঁচে থাকবে; কারণ রোগ এ দুটিতেই নিহিত থাকে।" ঘাড়ের মাংস উত্তম ও সুস্বাদু, এটি দ্রুত হজম হয় এবং শরীরের জন্য হালকা। হাতের মাংস (সামনের পায়ের উপরিভাগ) মাংসের মধ্যে সবচেয়ে হালকা, সুস্বাদু ও লতিফ (কোমল), এটি সব ধরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত এবং দ্রুত হজমযোগ্য।

‘সহীহাইন’-এ (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত আছে যে, এটি (হাতের মাংস) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পছন্দনীয় ছিল। পিঠের মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং এটি প্রশংসনীয় রক্ত উৎপাদন করে। ইবনে মাজাহ-এর ‘সুনান’-এ মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "মাংসের মধ্যে সর্বোত্তম হলো পিঠের মাংস।"

ছাগলের মাংস: এটি স্বল্প উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। এটি থেকে শরীরে যে রস (খলত) তৈরি হয় তা খুব একটা উন্নত মানের নয়, এটি সহজে হজম হয় না এবং এর পুষ্টিগুণও প্রশংসনীয় নয়। আর পাঠার (পুরুষ ছাগল) মাংস সব দিক থেকেই মন্দ; এটি অত্যন্ত শুষ্ক, হজমে কষ্টসাধ্য এবং শরীরে কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) তৈরি করে।

আল-জাহিয বলেন: একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন, "হে আবু উসমান! ছাগলের মাংস থেকে দূরে থাকো, কারণ এটি দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপ উদ্রেক করে, কৃষ্ণপিত্তকে (সাওদা) উত্তেজিত করে, বিস্মৃতি ঘটায় এবং রক্তকে দূষিত করে; আল্লাহর কসম, এটি সন্তানদের জ্ঞানবুদ্ধিকে বিকল করে ফেলে।"

কোনো কোনো চিকিৎসক বলেন: বয়স্ক পশুর মাংসই মূলত নিন্দনীয়, বিশেষ করে বৃদ্ধদের জন্য। তবে যারা এটি খেতে অভ্যস্ত তাদের জন্য এটি ক্ষতিকর নয়। জালিনুস (গ্যালেন) এক বছর বয়সী পশুর মাংসকে পরিমিত পুষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা রক্তে ভারসাম্য (কাইমোস) বজায় রাখে; আর এর মধ্যে মাদী পশুর মাংস পুরুষ পশুর চেয়ে বেশি উপকারী।

(১) ইমাম বুখারী এটি ‘নবীগণের বর্ণনা’ অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম ‘ঈমান’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) ইমাম ইবনে মাজাহ এটি ‘খাদ্য’ অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমাদ ও হাকীম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 284)الطب النبوي لابن القيم

وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ» : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَحْسِنُوا إِلَى الْمَاعِزِ وَأَمِيطُوا عَنْهَا الْأَذَى فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» . وَفِي ثُبُوتِ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ. وَحُكْمُ الْأَطِبَّاءِ عَلَيْهِ بِالْمَضَرَّةِ حُكْمٌ جُزْئِيٌّ لَيْسَ بِكُلِّيٍّ عَامٍّ، وَهُوَ بِحَسَبِ الْمَعِدَةِ الضَّعِيفَةِ، وَالْأَمْزِجَةِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَمْ تَعْتَدْهُ، وَاعْتَادَتِ الْمَأْكُولَاتِ اللَّطِيفَةَ، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الرَّفَاهِيَةِ مِنْ أَهْلِ الْمُدُنِ، وَهُمُ الْقَلِيلُونَ مِنَ الناس.

لَحْمُ الْجَدْيِ: قَرِيبٌ إِلَى الِاعْتِدَالِ، خَاصَّةً مَا دَامَ رَضِيعًا، وَلَمْ يَكُنْ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ، وَهُوَ أَسْرَعُ هَضْمًا لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ اللَّبَنِ، مُلَيِّنٌ لِلطَّبْعِ، مُوَافِقٌ لِأَكْثَرِ النَّاسِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ، وَهُوَ أَلْطَفُ مِنْ لَحْمِ الْجَمَلِ، وَالدَّمُ الْمُتَوَلِّدُ عَنْهُ مُعْتَدِلٌ.

لَحْمُ الْبَقَرِ: بَارِدٌ يَابِسٌ، عَسِرُ الِانْهِضَامِ، بَطِيءُ الِانْحِدَارِ، يُوَلِّدُ دَمًا سَوْدَاوِيًّا، لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِ الْكَدِّ وَالتَّعَبِ الشَّدِيدِ، وَيُورِثُ إِدْمَانُهُ الْأَمْرَاضَ السَّوْدَاوِيَّةَ، كَالْبَهَقِ وَالْجَرَبِ، وَالْقُوبَاءِ وَالْجُذَامِ، وَدَاءِ الْفِيلِ، وَالسَّرَطَانِ، وَالْوَسْوَاسِ، وَحُمَّى الرِّبْعِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَوْرَامِ، وَهَذَا لِمَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ، أَوْ لَمْ يَدْفَعْ ضَرَرَهُ بِالْفُلْفُلِ وَالثُّومِ والدار صيني، وَالزَّنْجَبِيلِ وَنَحْوِهِ، وَذَكَرُهُ أَقَلُّ بُرُودَةً، وَأُنْثَاهُ أَقَلُّ يُبْسًا. وَلَحْمُ الْعِجْلِ وَلَا سِيَّمَا السَّمِينُ مِنْ أَعْدَلِ الْأَغْذِيَةِ وَأَطْيَبِهَا وَأَلَذِّهَا وَأَحْمَدِهَا، وَهُوَ حَارٌّ رَطْبٌ، وَإِذَا انْهَضَمَ غَذَّى غِذَاءً قَوِيًّا.

لَحْمُ الفرس: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أسماء رضي الله عنها قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «1» . وَثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» «2» .
وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ- رضي الله عنه أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ.
قَالَهُ أبو داود وَغَيْرُهُ من أهل الحديث» «3» .

---

(1) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في الصيد.
(2) أخرجه البخاري مسلم.
(3) أخرجه أبو داود في الأطعمة.

ইমাম নাসায়ী তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন: “তোমরা ছাগলের প্রতি সদয় আচরণ করো এবং তাদের কষ্ট লাঘব করো, কেননা তারা জান্নাতের চতুষ্পদ জন্তুদের অন্তর্ভুক্ত।” তবে এই হাদিসটির প্রামাণিকতার বিষয়ে সংশয় রয়েছে। আর চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে এর ক্ষতিকারক হওয়ার যে বিধান দেওয়া হয়েছে, তা আংশিক; এটি কোনো সামগ্রিক বা সাধারণ নিয়ম নয়। এটি মূলত দুর্বল পাকস্থলী এবং সেই সব কোমল প্রকৃতির (মেজাজের) মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা এতে অভ্যস্ত নয়, বরং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও হালকা খাবারে অভ্যস্ত। এরা মূলত শহরের বিলাসী শ্রেণির মানুষ, যাদের সংখ্যা মানুষের মধ্যে অত্যন্ত নগণ্য।

কচি ছাগলের মাংস: এটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির কাছাকাছি, বিশেষ করে যতক্ষণ তা দুগ্ধপোষ্য থাকে এবং জন্মের পর খুব বেশি সময় অতিবাহিত না হয়। এতে দুধের প্রভাব থাকায় এটি দ্রুত হজম হয়, মল নরম করে এবং অধিকাংশ মানুষের জন্য অধিকাংশ অবস্থায় উপযোগী। এটি উটের মাংসের তুলনায় অধিক সূক্ষ্ম এবং এর থেকে উৎপন্ন রক্তও ভারসাম্যপূর্ণ।

গরুর মাংস: এটি শীতল ও শুষ্ক প্রকৃতির, হজমে কষ্টসাধ্য এবং পাকস্থলী থেকে ধীরগতিতে নির্গত হয়। এটি কৃষ্ণ পিত্তজনিত (সওদাভি) রক্ত উৎপন্ন করে। এটি কেবল কঠোর পরিশ্রমী ও অতিশয় মেহনতি ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত। এর প্রতি আসক্তি বিভিন্ন সওদাভি রোগ তৈরি করে, যেমন— শ্বেতী, চুলকানি, দাদ, কুষ্ঠ, গোদ রোগ, ক্যান্সার, মানসিক অস্থিরতা বা ওয়াসওয়াসা, চাতুর্তক জ্বর এবং অনেক ধরনের টিউমার বা প্রদাহ। তবে এটি তাদের ক্ষেত্রে ঘটে যারা এতে

অভ্যস্ত নয় অথবা যারা গোলমরিচ, রসুন, দারুচিনি, আদা ও এই জাতীয় মশলার মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধ করে না। ষাঁড়ের মাংস তুলনামূলক কম শীতল এবং গাভীর মাংস কম শুষ্ক। আর বাছুরের মাংস, বিশেষ করে হৃষ্টপুষ্ট বাছুর, সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ, উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও প্রশংসনীয় খাদ্য। এটি উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির এবং হজম হওয়ার পর শরীরে অত্যন্ত শক্তিশালী পুষ্টি সরবরাহ করে।

ঘোড়ার মাংস: সহিহ গ্রন্থে আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে একটি ঘোড়া জবাই করেছিলাম এবং তা ভক্ষণ করেছিলাম।" আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি ঘোড়ার মাংসের অনুমতি দিয়েছেন এবং গৃহপালিত গাধার মাংস নিষেধ করেছেন; বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে।

আর মিকদাম ইবনে মাদি কারিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ঘোড়ার মাংস নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তা প্রমাণিত নয়।

ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্য হাদিস বিশারদগণও একই কথা বলেছেন।

---

(১) এটি ইমাম বুখারী 'খাদ্য' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'শিকার' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(৩) এটি আবু দাউদ 'খাদ্য' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَاقْتِرَانُهُ بِالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فِي الْقُرْآنِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ لَحْمِهِ حُكْمُ لُحُومِهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، كَمَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا فِي السَّهْمِ فِي الْغَنِيمَةِ حُكْمُ الْفَرَسِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقْرِنُ فِي الذِّكْرِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ تَارَةً، وَبَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ، وَبَيْنَ الْمُتَضَادَّاتِ، وَلَيْسَ فِي قوله: لِتَرْكَبُوها «1» ، مَا يَمْنَعُ مِنْ أَكْلِهَا، كَمَا لَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ مِنْ غَيْرِ

الرُّكُوبِ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى أَجَلِّ مَنَافِعِهَا، وَهُوَ الرُّكُوبُ، وَالْحَدِيثَانِ فِي حِلِّهَا صَحِيحَانِ لَا مُعَارِضَ لَهُمَا، وَبَعْدُ: فَلَحْمُهَا حَارٌّ يَابِسٌ، غَلِيظٌ سَوْدَاوِيٌّ مُضِرٌّ لَا يَصْلُحُ لِلْأَبْدَانِ اللَّطِيفَةِ.

لَحْمُ الْجَمَلِ: فَرْقُ مَا بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ، كَمَا أَنَّهُ أَحَدُ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ. فَالْيَهُودُ وَالرَّافِضَةُ تَذُمُّهُ وَلَا تَأْكُلُهُ.؛ وَقَدْ عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ حِلُّهُ، وَطَالَمَا أَكَلَهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ حضرا وسفرا.

ولحم الفصيل مه مِنْ أَلَذِّ اللُّحُومِ وَأَطْيَبِهَا وَأَقْوَاهَا غِذَاءً، وَهُوَ لِمَنِ اعْتَادَهُ بِمَنْزِلَةِ لَحْمِ الضَّأْنِ لَا يَضُرُّهُمُ الْبَتَّةَ، وَلَا يُوَلِّدُ لَهُمْ دَاءً، وَإِنَّمَا ذَمَّهُ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ الرَّفَاهِيَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ الَّذِينَ لَمْ يَعْتَادُوهُ، فَإِنَّ فِيهِ حَرَارَةً وَيُبْسًا، وَتَوْلِيدًا لِلسَّوْدَاءِ، وَهُوَ عَسِرُ الِانْهِضَامِ، وَفِيهِ قُوَّةٌ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ، لِأَجْلِهَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِهِ فِي حَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ «2» لَا مُعَارِضَ لَهُمَا، وَلَا يَصِحُّ تَأْوِيلُهُمَا بِغَسْلِ الْيَدِ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَعْهُودِ مِنَ الْوُضُوءِ فِي كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم، لِتَفْرِيقِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ، فَخَيَّرَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَتَرْكِهِ مِنْهَا، وَحَتَّمَ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. وَلَوْ حُمِلَ الْوُضُوءُ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ فَقَطْ، لَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» .

وَأَيْضًا: فَإِنَّ آكِلَهَا قَدْ لَا يُبَاشِرُ أَكْلَهَا بِيَدِهِ بِأَنْ يُوضَعَ فِي فمه، فإن كان وضؤوه غَسْلَ يَدِهِ، فَهُوَ عَبَثٌ، وَحَمْلٌ لِكَلَامِ الشَّارِعِ عَلَى غَيْرِ مَعْهُودِهِ وَعُرْفِهِ، وَلَا يَصِحُّ مُعَارَضَتُهُ بِحَدِيثِ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مست النار» لعدة أوجه:

---

(1) النحل- 8.

(2) أخرجه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي.

এবং কুরআনে খচ্চর ও গাধার সাথে এর (ঘোড়ার) একত্রে উল্লেখ হওয়া কোনোভাবেই এর গোশতের বিধান তাদের গোশতের বিধানের মতো হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। যেভাবে গনিমতের মালের হিস্যার ক্ষেত্রে খচ্চর ও গাধার বিধান ঘোড়ার বিধানের মতো নয়। মহান আল্লাহ কখনো সমজাতীয় বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় করেন, আবার কখনো ভিন্নধর্মী কিংবা বিপরীতধর্মী বিষয়ের মাঝেও একত্রে উল্লেখ করেন। তাঁর বাণী: "যাতে তোমরা সেগুলোতে আরোহণ করো" (১), এর মধ্যে এগুলো ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো দলীল নেই। যেমন এর মধ্যে আরোহণ করা ব্যতীত অন্যান্য উপযোগ গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ারও কোনো প্রমাণ নেই। বরং তিনি এখানে এই প্রাণীর প্রধান উপযোগের কথা উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো আরোহণ করা। এর বৈধতা সম্পর্কে দুটি সহীহ হাদীস রয়েছে যার কোনো বিরোধীতাকারী নেই।
পরিশেষে: এর গোশত উষ্ণ ও শুষ্ক, স্থূল এবং কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) তৈরিকারী; যা কোমল প্রকৃতির শরীরের জন্য ক্ষতিকর ও অনুপযুক্ত।
উটের গোশত: এটি রাফেযী ও আহলে সুন্নাতের মধ্যকার একটি পার্থক্যকারী বিষয়, যেমনটি এটি ইহুদী ও আহলে ইসলামের মধ্যকার অন্যতম পার্থক্য। ইহুদী ও রাফেযীরা এর নিন্দা করে এবং তা ভক্ষণ করে না; অথচ ইসলাম ধর্মে এর বৈধতা অকাট্যভাবে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ আবাসে ও সফরে দীর্ঘকাল তা ভক্ষণ করেছেন।
আর উটের শাবকের গোশত অন্যতম সুস্বাদু, উৎকৃষ্ট এবং শক্তিশালী পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। যারা এতে অভ্যস্ত তাদের জন্য এটি ভেড়ার গোশতের সমতুল্য যা তাদের কোনো ক্ষতি করে না এবং কোনো রোগও সৃষ্টি করে না। কিছু চিকিৎসক কেবল ওইসব বিলাসী শহরবাসীদের জন্য এর নিন্দা করেছেন যারা এতে অভ্যস্ত নয়। কারণ এতে উত্তাপ ও শুষ্কতা রয়েছে এবং এটি কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) উৎপন্ন করে, আর এটি পরিপাক হওয়াও কঠিন। এতে এমন এক প্রভাব রয়েছে যা প্রশংসনীয় নয়, আর এ কারণেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি সহীহ হাদীসে এটি ভক্ষণ করার পর ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন (২), যেগুলোর কোনো বিরোধীতাকারী নেই। হাদীসে ওযু শব্দটিকে কেবল হাত ধোয়া অর্থে ব্যাখ্যা করা সঠিক নয়, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীতে ওযু বলতে যা বুঝায় তার সাথে এটি সাংঘর্ষিক। কেননা তিনি উটের গোশত ও ছাগলের গোশতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন; ছাগলের গোশতের ক্ষেত্রে ওযু করা বা না করার ইখতিয়ার দিয়েছেন, কিন্তু উটের গোশতের ক্ষেত্রে ওযু

করাকে আবশ্যক করেছেন। যদি ওযু বলতে কেবল হাত ধোয়া উদ্দেশ্য হতো, তবে "যে ব্যক্তি স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সে যেন ওযু করে" - এই বাণীর ক্ষেত্রেও হাত ধোয়া উদ্দেশ্য হতো। অধিকন্তু, ভক্ষণকারী ব্যক্তি অনেক সময় সরাসরি হাত দিয়ে এটি স্পর্শ না-ও করতে পারে, যেমন যদি তা সরাসরি তার মুখে তুলে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় যদি ওযু বলতে হাত ধোয়াই উদ্দেশ্য হয়, তবে তা হবে নিরর্থক এবং শরীয়ত প্রণেতার ভাষ্যকে তাঁর পরিচিত পরিভাষার বাইরে অন্য অর্থে প্রয়োগ করা। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত: "আগুন স্পর্শ করেছে এমন খাবার গ্রহণের পর ওযু ত্যাগ করা ছিল সর্বশেষ আমল" - এই হাদীসের মাধ্যমে পূর্বোক্ত বিধানের বিরোধিতা করা সঠিক হবে না, যার বেশ কিছু কারণ রয়েছে:

---

(১) সূরা আন-নাহল: ৮।

(২) ইমাম মালিক, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন।

أحدها: أن هذا عام، والأ؟؟؟ بالوضوء هذا؟؟؟ خَاصٌّ.

الثَّانِي: أَنَّ الْجِهَةَ مُخْتَلِفَةٌ، فَالْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِنْهَا بِجِهَةِ كَوْنِهَا لَحْمَ إِبِلٍ سَوَاءٌ كَانَ نِيئًا، أَوْ مَطْبُوخًا، أَوْ قَدِيدًا، وَلَا تَأْثِيرَ لِلنَّارِ فِي الْوُضُوءِ. وَأَمَّا تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَسَّ النَّارِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْوُضُوءِ، فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ؟ هَذَا فِيهِ إِثْبَاتُ سَبَبِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ كَوْنُهُ لَحْمَ إِبِلٍ، وَهَذَا فِيهِ نَفْيٌ لِسَبَبِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَمْسُوسَ النَّارِ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ.

الثَّالِثُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ حِكَايَةُ لَفْظِ عَامٍّ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ وَاقِعَةِ فِعْلٍ فِي أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا: مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْآخَرِ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، أَنَّهُمْ قَرَّبُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا، فَأَكَلَ، ثُمَّ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ،

فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَرَّبُوا إِلَيْهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَكَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ، فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي لِمَكَانِ الِاسْتِدْلَالِ، فَأَيْنَ فِي هَذَا مَا يَصْلُحُ لِنَسْخِ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ، حَتَّى لَوْ كَانَ لَفْظًا عَامًّا مُتَأَخِّرًا مُقَاوِمًا، لَمْ يَصْلُحْ لِلنَّسْخِ، وَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْخَاصِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ.

لَحْمُ الضَّبِّ: تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي حِلِّهِ، وَلَحْمُهُ حَارٌّ يَابِسٌ، يُقَوِّي شَهْوَةَ الْجِمَاعِ.

لَحْمُ الْغَزَالِ: الْغَزَالُ أَصْلَحُ الصَّيْدِ وَأَحْمَدُهُ لَحْمًا، وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ، وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ جِدًّا، نَافِعٌ لِلْأَبْدَانِ الْمُعْتَدِلَةِ الصَّحِيحَةِ، وَجَيِّدُهُ الْخِشْفُ.

لَحْمُ الظَّبْيِ: حَارٌّ يَابِسٌ فِي الْأُولَى، مُجَفِّفٌ لِلْبَدَنِ، صَالِحٌ لِلْأَبْدَانِ الرَّطْبَةِ.

قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» : وَأَفْضَلُ لُحُومِ الْوَحْشِ لَحْمُ الظَّبْيِ مع ميله إلى السوداوية.

لحم الأرانب: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا فَسَعَوْا فِي طَلَبِهَا، فَأَخَذُوهَا، فَبَعَثَ أبو طلحة بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهُ .«1»

لَحْمُ الْأَرْنَبِ: مُعْتَدِلٌ إِلَى الْحَرَارَةِ وَالْيُبُوسَةِ، وَأَطْيَبُهَا وَرِكُهَا، وَأَحْمَدُهُ أكل

---

(1) أخرجه البخاري ومسلم في الصيد.

প্রথমত: এটি সাধারণ (আম) বক্তব্য, আর অজুর নির্দেশ সংবলিত এই বিষয়টি বিশেষ (খাস)। দ্বিতীয়ত: এখানে প্রেক্ষিত ভিন্ন; উটের মাংস হওয়ার কারণে অজুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তা কাঁচা হোক, রান্না করা হোক বা শুঁটকি; অজুর ক্ষেত্রে আগুনের কোনো প্রভাব নেই। পক্ষান্তরে, আগুন স্পর্শ করা খাবার খেয়ে অজু বর্জন করার বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, আগুনের স্পর্শ পাওয়া অজুর কোনো কারণ নয়। সুতরাং একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এটি (প্রথমটি) অজুর একটি কারণ সাব্যস্ত করছে, যা হলো উটের মাংস হওয়া; আর অন্যটি (দ্বিতীয়টি) অজুর একটি কারণকে নাকচ করছে, যা হলো আগুনের স্পর্শ হওয়া। অতএব, এ দুটির মধ্যে কোনোভাবেই কোনো বিরোধ নেই।

তৃতীয়ত: এতে শরয়ি বিধানদাতার পক্ষ থেকে কোনো সাধারণ শব্দের বর্ণনা নেই, বরং এটি দুটি বিষয়ের বাস্তব ঘটনার বিবরণ মাত্র, যার একটি অপরটির আগে ঘটেছে। যেমনটি হাদিসেই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাংস পেশ করলেন, তিনি তা খেলেন, তারপর নামাজের সময় হলে অজু করে নামাজ পড়লেন। এরপর তাঁরা পুনরায় তাঁর নিকট খাবার পেশ করলেন, তিনি খেলেন এবং অজু ছাড়াই নামাজ পড়লেন। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে সর্বশেষ বিষয়টি ছিল আগুনের স্পর্শ লাগা খাবার খেয়ে অজু বর্জন করা। হাদিসটি এভাবেই এসেছে, কিন্তু বর্ণনাকারী দলিল হিসেবে উপস্থাপনের সুবিধার্থে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এতে এমন কিছু নেই যা অজুর নির্দেশকে রহিত (মানসুখ) করার যোগ্যতা রাখে। এমনকি এটি যদি পরবর্তী সময়ের কোনো সাধারণ শব্দও হতো, তবুও তা রহিত করার যোগ্য হতো না, বরং এর ওপর বিশেষ (খাস) দলিলকেই প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক হতো; আর এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ধব-এর মাংস (মরুভূমির গিরগিটি বিশেষ): এটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে ইতিপূর্বে হাদিস অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মাংস উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির, যা সহবাসের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে।

হরিণের মাংস: হরিণ শিকারযোগ্য প্রাণীদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং এর মাংস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। কেউ কেউ বলেন:

এটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, যা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী স্বাভাবিক দেহের জন্য উপকারী। আর হরিণশাবকের মাংস সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

কৃষ্ণসার মৃগের মাংস: এটি প্রথম স্তরের উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি শরীরকে শুষ্ক করে এবং আর্দ্র বা শীতল প্রকৃতির দেহের জন্য উপযোগী।

'আল-কানুন' গ্রন্থের রচয়িতা বলেন: বন্য প্রাণীদের মাংসের মধ্যে কৃষ্ণসার মৃগের মাংসই শ্রেষ্ঠ, যদিও এতে কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) সৃষ্টির প্রবণতা রয়েছে।

খরগোশের মাংস: 'সহীহাইন'-এ (বুখারি ও মুসলিম) আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "আমরা একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম, এরপর তারা সেটি ধরল। অতঃপর আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পেছনের অংশ (রান) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন।"

খরগোশের মাংস: এটি উষ্ণতা ও শুষ্কতার দিকে ঝোঁকসহ ভারসাম্যপূর্ণ। এর মধ্যে রান বা পেছনের অংশটি অধিক সুস্বাদু এবং এর ভক্ষণ প্রশংসনীয়...

(১) বুখারি ও মুসলিম 'শিকার' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

لَحْمِهَا مَشْوِيًّا، وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، ويفتّت الحصى، وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة.

لحم حمار الوحش: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ أَبِي قتادة رضي الله عنه، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ عُمَرِهِ، وَأَنَّهُ صَادَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَكْلِهِ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو قَتَادَةَ مُحْرِمًا.

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» : عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلْنَا زَمَنَ خيبر الخيل وحمر الوحش «1» .

لَحْمُهُ حَارٌّ يَابِسٌ، كَثِيرُ التَّغْذِيَةِ، مُوَلِّدٌ دَمًا غَلِيظًا سَوْدَاوِيًّا، إِلَّا أَنَّ شَحْمَهُ نَافِعٌ مَعَ دُهْنِ الْقُسْطِ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَالرِّيحِ الْغَلِيظَةِ الْمُرْخِيَةِ لِلْكُلَى، وَشَحْمُهُ جَيِّدٌ لِلْكَلَفِ طِلَاءً، وَبِالْجُمْلَةِ فَلُحُومُ الْوُحُوشِ كُلُّهَا تُوَلِّدُ دَمًا غَلِيظًا سَوْدَاوِيًّا، وَأَحْمَدُهُ الغزال، وبعده الأرنب.

لُحُومُ الْأَجِنَّةِ: غَيْرُ مَحْمُودَةٍ لِاحْتِقَانِ الدَّمِ فِيهَا، وَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:

«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» ! «2» .

وَمَنَعَ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَكْلِهِ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ حَيًّا فَيُذَكِّيَهُ، وَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ ذَكَاتَهُ كَذَكَاةِ أُمِّهِ. قَالُوا: فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَهَذَا فَاسِدٌ، فَإِنَّ أَوَّلَ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَذْبَحُ الشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا أَفَنَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» .

وَأَيْضًا: فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي حِلَّهُ، فَإِنَّهُ مَا دَامَ حَمْلًا فَهُوَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْأُمِّ، فَذَكَاتُهَا ذَكَاةٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الشَّرْعِ بِقَوْلِهِ: «ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» ، كَمَا تَكُونُ ذَكَاتُهَا ذَكَاةَ سَائِرِ أَجْزَائِهَا، فَلَوْ لَمْ تَأْتِ عَنْهُ السُّنَّةُ الصَّرِيحَةُ بِأَكْلِهِ، لَكَانَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ يقتضي حله.

---

(1) أخرجه ابن ماجه في الذبائح.

(2) أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي.

এর মাংস ঝলসানো অবস্থায় পেটের পীড়া নিরাময় করে (কোষ্ঠকাঠিন্য তৈরি করে), প্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং পাথর কুচি করে বের করে দেয়; আর এর মাথা ভক্ষণ করা কম্পন রোগের জন্য উপকারী।

বন্য গাধার মাংস: ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে আবু কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁর কোনো এক উমরাহর সফরে ছিলেন। তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে তা খাওয়ার নির্দেশ দিলেন, অথচ তাঁরা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু আবু কাতাদা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

এবং ‘সুনানে ইবনে মাজাহ’-তে জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ঘোড়া এবং বন্য গাধার মাংস খেয়েছি (১)।

এর মাংস উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির, অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং এটি ঘন ও কালো পিত্ত মিশ্রিত রক্ত (সাওদা) তৈরি করে। তবে এর চর্বি কুস্ত তেলের (এক প্রকার ভেষজ) সাথে পিঠের ব্যথা এবং বৃক্ক বা কিডনিকে শিথিল করে দেয় এমন ভারী বায়ুর জন্য উপকারী। এর চর্বি মেস্তা বা ত্বকের দাগের জন্য প্রলেপ হিসেবে উত্তম। মোটের ওপর, সকল বন্য পশুর মাংসই ঘন কালো পিত্তযুক্ত রক্ত তৈরি করে; তবে এদের মধ্যে হরিণের মাংস সর্বোত্তম এবং এরপর খরগোশের মাংস।

ভ্রূণের মাংস: রক্ত জমাটবদ্ধ থাকার কারণে এটি প্রশংসনীয় নয়, তবে এটি হারাম নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

“ভ্রূণের জবেহ হওয়া তার মায়ের জবেহ হওয়ার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়” (২)।

ইরাকের ফকীহগণ এটি খাওয়া নিষেধ করেছেন, যদি না তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং জবেহ করা হয়। তাঁরা এই হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, ভ্রূণ জবেহ করার পদ্ধতি হবে তার মায়ের জবেহ করার পদ্ধতির মতোই। তাঁরা বলেন: এটি হারামের সপক্ষে একটি দলিল। কিন্তু এই মতটি সঠিক নয়; কারণ হাদীসের প্রথমাংশে উল্লেখ আছে যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বকরি জবেহ করি এবং তার পেটে ভ্রূণ পাই, আমরা কি তা খেতে পারি?" তখন তিনি বলেছিলেন: "তোমরা চাইলে তা খাও, কারণ তার মায়ের জবেহ করাই তার জন্য যথেষ্ট।" এছাড়াও কিয়াস (যৌক্তিক অনুমান) এর বৈধতা দাবি করে। কারণ যতক্ষণ এটি গর্ভে থাকে, ততক্ষণ এটি মায়ের দেহেরই একটি অংশ। সুতরাং মায়ের জবেহ হওয়া মানে তার শরীরের সকল অংশের জবেহ সম্পন্ন হওয়া। শরীয়ত প্রণেতা তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে একথাই ইঙ্গিত করেছেন যে: "তার জবেহ হলো তার মায়ের জবেহ", যেমনটি মায়ের জবেহ তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য যথেষ্ট হয়। যদি এই বিষয়ে খাওয়ার পক্ষে স্পষ্ট সুন্নাহ বর্ণিত নাও হতো, তবুও সঠিক কিয়াস বা যুক্তি এর বৈধতার পক্ষেই থাকত।

---

(১) ইবনে মাজাহ এটি জবেহ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) এটি আবু দাউদ, আহমাদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

لحم القديد: فِي «السُّنَنِ» : مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ، فَقَالَ: «أَصْلِحْ لَحْمَهَا» فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

الْقَدِيدُ: أَنْفَعُ مِنَ النَّمْكَسُودِ، وَيُقَوِّي الْأَبْدَانَ، وَيُحْدِثُ حَكَّةً، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِالْأَبَازِيرِ الْبَارِدَةِ الرَّطْبَةِ، وَيُصْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الْحَارَّةَ وَالنَّمْكَسُودُ: حَارٌّ يَابِسٌ مُجَفِّفٌ، جَيِّدُهُ مِنَ

السَّمِينِ الرَّطْبِ، يَضُرُّ بِالْقُولَنْجِ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ طَبْخُهُ بِاللَّبَنِ وَالدُّهْنِ، وَيَصْلُحُ لِلْمِزَاجِ الْحَارِّ الرَّطْبِ.

فَصْلٌ فِي لُحُومِ الطَّيْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ «1» .

وَفِي «مُسْنَدِ البزار» وَغَيْرِهِ مَرْفُوعًا «إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ، فَتَشْتَهِيهِ، فَيَخِرُّ مَشْوِيًّا بَيْنَ يَدَيْكَ» «2» .

وَمِنْهُ حَلَالٌ، وَمِنْهُ حَرَامٌ. فَالْحَرَامُ: ذُو الْمِخْلَبِ، كَالصَّقْرِ وَالْبَازِيِّ وَالشَّاهِينِ، وَمَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ كَالنَّسْرِ وَالرَّخَمِ وَاللَّقْلَقِ وَالْعَقْعَقِ وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَالْأَسْوَدِ الْكَبِيرِ، وَمَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ كَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ، وَمَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ كَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ.

وَالْحَلَالُ أَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ، فَمِنْهُ الدَّجَاجُ، فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ أَبِي موسى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدّجاج «3» .

---

(1) الواقعة- 21.

(2) أخرجه أبو داود ومسلم في الأضاحي.

(3) أخرجه البخاري في الذبائح، ومسلم في الايمان.

শুকনো মাংস (কাদিদ): 'সুনান' গ্রন্থে সাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: "আমরা সফরে থাকাকালীন আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একটি বকরি জবেহ করলাম। তখন তিনি বললেন: 'এর মাংস প্রস্তুত (সংরক্ষণ) করো'। ফলে মদিনায় পৌঁছানো পর্যন্ত আমি তাঁকে তা থেকে খাওয়াতে থাকলাম।" কাদিদ (শুকনো মাংস): এটি নামকাসুদ (লবণাক্ত শুকনো মাংস) অপেক্ষা অধিক উপকারী। এটি শরীরকে শক্তিশালী করে, তবে শরীরে চুলকানি সৃষ্টি করে। শীতল ও আর্দ্র মসলা ব্যবহারের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব দূর করা যায় এবং এটি উষ্ণ মেজাজের অধিকারীদের জন্য উপযোগী। আর নামকাসুদ (লবণাক্ত শুকনো মাংস) হলো উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির এবং অত্যন্ত শুষ্কতা আনয়নকারী। চর্বিযুক্ত ও আর্দ্র মাংস থেকে তৈরি নামকাসুদই সর্বোত্তম। এটি কোলন ব্যথা বা কোষ্ঠকাঠিন্যের (কুলঞ্জ) জন্য ক্ষতিকর। দুধ ও তেল দিয়ে রান্না করলে এর ক্ষতি দূর হয় এবং এটি উষ্ণ-আর্দ্র মেজাজের অধিকারীদের জন্য উপযোগী।

পক্ষীকুলের মাংস সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর তাদের পছন্দমতো পাখির মাংস।" (১)।

এবং 'মুসনাদে বাজ্জার' ও অন্যান্য গ্রন্থে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতে কোনো পাখির দিকে তাকাবে এবং সেটি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, অমনি সেটি ভুনা অবস্থায় তোমার সামনে এসে পড়বে।" (২)।

এদের মধ্যে কিছু হালাল এবং কিছু হারাম। হারাম হলো— শিকারি নখবিশিষ্ট পাখি; যেমন: বাজপাখি (সাকর), শিকারি বাজ (বাজি) ও শাহিন। আর যা মৃতদেহ ভক্ষণ করে; যেমন: শকুন (নাসর), গৃধিনী (রাখাম), সারস (লাকলাক), ম্যাগপাই বা আবাবিল সদৃশ বিশেষ পাখি (আকআক), চিত্রবিচিত্র কাক ও বড় কালো কাক। এছাড়া যেসব পাখি হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে; যেমন: হুদহুদ ও লাটোরা পাখি (সুরাদ)। আর যেসব পাখি হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যেমন: চিল ও সাধারণ কাক।

আর হালাল পাখির অনেক প্রকার রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো মুরগি। 'সহিহাইন' (বুখারি ও মুসলিম) গ্রন্থে আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুরগির মাংস খেয়েছেন। (৩)।

---

(১) সূরা আল-ওয়াকিয়াহ: ২১।

(২) আবু দাউদ ও মুসলিম এটি 'কুরবানি' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(৩) বুখারি 'জবেহ' অধ্যায়ে এবং মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَهُوَ حَارٌّ رَطْبٌ فِي الْأُوْلَى، خَفِيفٌ عَلَى الْمَعِدَةِ، سَرِيعُ الْهَضْمِ، جَيِّدُ الْخَلْطِ، يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَالْمَنِيِّ، وَيُصَفِّي الصَّوْتَ، وَيُحَسِّنُ اللَّوْنَ، وَيُقَوِّي الْعَقْلَ، وَيُوَلِّدُ دَمًا جَيِّدًا، وَهُوَ مَائِلٌ إِلَى الرُّطُوبَةِ، وَيُقَالُ: إِنَّ مُدَاوَمَةَ أَكْلِهِ تُورِثُ النِّقْرِسَ، وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ.

وَلَحْمُ الدِّيكِ أَسْخَنُ مِزَاجًا، وَأَقَلُّ رُطُوبَةً، وَالْعَتِيقُ مِنْهُ دَوَاءٌ يَنْفَعُ الْقُولَنْجَ وَالرَّبْوَ وَالرِّيَاحَ الْغَلِيظَةَ إِذَا طُبِخَ بِمَاءِ الْقُرْطُمِ وَالشَّبْثِ، وَخَصِيُّهَا مَحْمُودُ الْغِذَاءِ، سَرِيعُ الِانْهِضَامِ، وَالْفَرَارِيجُ سَرِيعَةُ الْهَضْمِ، مُلَيِّنَةٌ لِلطَّبْعِ، وَالدَّمُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْهَا دَمٌ لَطِيفٌ جَيِّدٌ.

لَحْمُ الدُّرَّاجِ: حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، خَفِيفٌ لَطِيفٌ، سَرِيعُ الِانْهِضَامِ، مُوَلِّدٌ لِلدَّمِ الْمُعْتَدِلِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يُحِدُّ الْبَصَرَ.

لَحْمُ الْحَجَلِ: يُوَلِّدُ الدَّمَ الْجَيِّدَ، سَرِيعُ الِانْهِضَامِ.

لَحْمُ الإومّ: حار يابس، رديء الغذاء إذا اعتيد، ولس بِكَثِيرِ الْفُضُولِ.

لَحْمُ الْبَطِّ: حَارٌّ رَطْبٌ، كَثِيرُ الْفُضُولِ، عَسِرُ الِانْهِضَامِ، غَيْرُ مُوَافِقٍ لِلْمَعِدَةِ.

لَحْمُ الْحُبَارَى: فِي «السُّنَنِ» . مِنْ حَدِيثِ بريه بن عمر بن سفينة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبَارَى «1» . وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ، عَسِرُ الِانْهِضَامِ، نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الرِّيَاضَةِ وَالتَّعَبِ.

لَحْمُ الْكُرْكِيِّ: يَابِسٌ خَفِيفٌ، وَفِي حَرِّهِ وَبَرْدِهِ خِلَافٌ، يُوَلِّدُ دَمًا سَوْدَاوِيًّا، وَيَصْلُحُ لِأَصْحَابِ الْكَدِّ وَالتَّعَبِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ بَعْدَ ذبحه يوما أو يومين، ثم يؤكل.

---

(1) أخرجه أبو داود والترمذي.

এটি প্রথম স্তরে উষ্ণ ও আর্দ্র, পাকস্থলীর জন্য হালকা, দ্রুত হজমযোগ্য এবং উত্তম শারীরিক রস (খলত) তৈরি করে। এটি মস্তিষ্ক ও বীর্য বৃদ্ধি করে, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে, গায়ের রং উজ্জ্বল করে, বুদ্ধি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বিশুদ্ধ রক্ত উৎপাদন করে। এটি আর্দ্রতার দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, এটি নিয়মিত সেবন করলে গেঁটেবাত (নিকরিস) সৃষ্টি হয়, তবে এই দাবিটি প্রমাণিত নয়।

মোরগের মাংস মেজাজের দিক থেকে অধিক উষ্ণ এবং আর্দ্রতা কম। বয়স্ক মোরগ ওষুধ হিসেবে কাজ করে যা কোষ্ঠকাঠিন্য (কুলঞ্জ), হাঁপানি (রবওয়া) এবং বায়ুরোগের ক্ষেত্রে উপকারী, যদি তা কুসুম ফুল (কুরতুম) ও শুলফা শাক (শাবাত) ভিজানো পানি দিয়ে রান্না করা

হয়। আর খাসি করা মোরগের মাংস পুষ্টির দিক থেকে প্রশংসনীয় এবং দ্রুত হজমযোগ্য। মুরগির বাচ্চা দ্রুত হজম হয় এবং স্বভাবকে নরম করে, আর এ থেকে উৎপাদিত রক্ত অত্যন্ত স্বচ্ছ ও উন্নত মানের হয়।

তিতির পাখির মাংস: এটি দ্বিতীয় স্তরে উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি হালকা ও সূক্ষ্ম, দ্রুত হজমযোগ্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ রক্ত উৎপাদন করে। এটি অতিরিক্ত পরিমাণে ভক্ষণ করলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

চাতক বা বটের পাখির মাংস: এটি উত্তম রক্ত উৎপাদন করে এবং দ্রুত হজম হয়।

রাজহাঁসের মাংস: এটি উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি নিয়মিত খাওয়ার অভ্যাস করলে তা শরীরের জন্য মন্দ পুষ্টি সরবরাহ করে এবং এতে খুব বেশি বর্জ্য পদার্থ নেই।

হাঁসের মাংস: এটি উষ্ণ ও আর্দ্র। এতে প্রচুর বর্জ্য পদার্থ থাকে, যা দেরিতে হজম হয় এবং পাকস্থলীর জন্য খুব একটা অনুকূল নয়।

হুবয়রা পাখির মাংস: 'সুনান' গ্রন্থসমূহে বুরায়হ ইবনে উমর ইবনে সাফিনা তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হুবয়রা পাখির মাংস খেয়েছি" (১)।

এটি উষ্ণ ও শুষ্ক, হজম হতে সময় নেয় এবং যারা শারীরিক কসরত ও কঠোর পরিশ্রম করেন তাদের জন্য উপকারী।

সারস পাখির মাংস: এটি শুষ্ক ও হালকা। এর উষ্ণতা ও শীতলতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এটি কৃষ্ণপিত্তজনিত (সাওদা) রক্ত উৎপন্ন করে এবং কঠোর পরিশ্রমী ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত। এটি জবেহ করার এক বা দুই দিন পর খাওয়া উচিত।

---

(১) এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন।

لَحْمُ الْعَصَافِيرِ وَالْقَنَابِرِ: رَوَى النَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ» : مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عز وجل عَنْهَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «تَذْبَحُهُ فَتَأْكُلُهُ، وَلَا تَقْطَعُ رَأْسَهُ وَتَرْمِي بِهِ» «1» .

وَفِي «سُنَنِهِ» أَيْضًا: عَنْ عمرو بن الشريد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ» «2» .

وَلَحْمُهُ حَارٌّ يَابِسٌ، عَاقِلٌ لِلطَّبِيعَةِ، يَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَمَرَقُهُ يُلَيِّنُ الطَّبْعَ، وَيَنْفَعُ الْمَفَاصِلَ، وَإِذَا أُكِلَتْ أَدْمِغَتُهَا بِالزَّنْجَبِيلِ وَالْبَصَلِ، هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، وَخَلْطُهَا غَيْرُ مَحْمُودٍ.

لَحْمُ الْحَمَامِ: حَارٌّ رَطْبٌ، وَحْشِيُّهُ أَقَلُّ رُطُوبَةً، وَفِرَاخُهُ أَرْطَبُ خَاصِّيَّةً، وَمَا رُبِّيَ فِي الدُّورِ وَنَاهِضُهُ أَخَفُّ لَحْمًا، وَأَحْمَدُ غِذَاءً، وَلَحْمُ ذُكُورِهَا شِفَاءٌ مِنَ الِاسْتِرْخَاءِ وَالْخَدَرِ وَالسَّكْتَةِ وَالرَّعْشَةِ، وَكَذَلِكَ شَمُّ رَائِحَةِ أَنْفَاسِهَا، وَأَكْلُ فِرَاخِهَا مُعِينٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَهُوَ جَيِّدٌ لِلْكُلَى، يَزِيدُ فِي الدَّمِ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إن رجلا شكى إِلَيْهِ الْوَحْدَةَ، فَقَالَ: «اتَّخِذْ زَوْجًا مِنَ الْحَمَامِ» «3» .

وَأَجْوَدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً، فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً» .

وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه فِي خُطْبَتِهِ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكلاب وذبح الحمام.

---

(1) أخرجه النسائي في الصيد، وأحمد الدارمي.

(2) أخرجه أحمد والنسائي.

(3) أخرجه أبو داود في الأدب، وابن ماجه، وأحمد، والبخاري في الأدب المفرد.

চড়ুই ও ভরতপাখির গোশত: নাসায়ী তাঁর ‘সুনান’-এ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি কোনো চড়ুই বা তার চেয়ে বড় কোনো প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, মহান আল্লাহ তাকে সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।’ জিজ্ঞেস করা হলো: ‘হে আল্লাহর রাসূল! তার হক বা অধিকার কী?’ তিনি বললেন:

‘তুমি তা জবেহ করে ভক্ষণ করবে, আর তার মাথা কেটে ফেলে দেবে না (অর্থাৎ খেলাচ্ছলে হত্যা করে ফেলে রাখবে না)।’ (১)।

তাঁর ‘সুনান’-এ আরও বর্ণিত হয়েছে: আমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ‘যে ব্যক্তি অনর্থক কোনো চড়ুই হত্যা করবে, সেটি আল্লাহর কাছে উচ্চস্বরে ফরিয়াদ করে বলবে: হে প্রতিপালক! অমুক ব্যক্তি আমাকে অনর্থক হত্যা করেছে, সে আমাকে কোনো উপকারের জন্য হত্যা করেনি।’ (২)।

এর গোশত উষ্ণ ও শুষ্ক, মলরোধক (কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টিকারী) এবং যৌনশক্তি বর্ধক। এর ঝোল স্বভাবকে নরম করে এবং সন্ধিস্থলের ব্যথায় উপকার দান করে। যখন এর মগজ আদা ও পেঁয়াজের সাথে খাওয়া হয়, তখন তা যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। তবে এর মিশ্রণ (অন্য খাদ্যের সাথে) খুব একটা প্রশংসনীয় নয়।

কবুতরের গোশত: উষ্ণ ও আর্দ্র; বুনো কবুতর অপেক্ষাকৃত কম আর্দ্র এবং এর বাচ্চাগুলো অধিক আর্দ্র স্বভাবের। ঘরের পালিত কবুতর এবং উড়তে শেখা বাচ্চার গোশত হালকা ও অধিক পুষ্টিকর। পুরুষ কবুতরের গোশত অঙ্গশৈথিল্য (প্যারালাইসিস), অসারতা, স্ট্রোক ও কম্পন রোগের জন্য নিরাময়স্বরূপ। তেমনিভাবে কবুতরের নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ নেওয়াও উপকারী। কবুতরের বাচ্চার গোশত ভক্ষণ নারীদের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক, এটি বৃক্কের (কিডনির) জন্য ভালো এবং রক্ত বৃদ্ধি করে। কবুতর প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একটি ভিত্তিহীন (বাতিল) হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার কোনো মূল নেই যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে একাকীত্বের অভিযোগ করলে তিনি বললেন: ‘এক জোড়া কবুতর গ্রহণ করো।’ (৩)। এই হাদীসটির চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য হলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু নিতে দেখে বললেন:

‘একটি শয়তান অপর একটি শয়তানিকে (স্ত্রী শয়তান) অনুসরণ করছে।’

উসমান ইবনে আফফান (রা.) তাঁর খুতবায় কুকুর হত্যা ও কবুতর জবেহ করার নির্দেশ দিতেন।

(১) নাসায়ী ‘আস-সাইদ’ অধ্যায়ে, আহমদ ও দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন।
(২) আহমদ ও নাসায়ী এটি বর্ণনা করেছেন।
(৩) আবু দাউদ ‘আল-আদব’ অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহ, আহমদ এবং বুখারী ‘আল-আদবুল মুফরাদ’-এ এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 291)الطب النبوي لابن القيم

لَحْمُ الْقَطَا: يَابِسٌ، يُوَلِّدُ السَّوْدَاءَ، وَيَحْبِسُ الطَّبْعَ، وَهُوَ مِنْ شَرِّ الْغِذَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْفَعُ مِنَ الِاسْتِسْقَاءِ.

لَحْمُ السُّمَانَى: حَارٌّ يَابِسٌ، يَنْفَعُ الْمَفَاصِلَ، وَيَضُرُّ بِالْكَبِدِ الْحَارِّ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ بِالْخَلِّ وَالْكُسْفَرَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ مَا كَانَ فِي الْآجَامِ وَالْمَوَاضِعِ الْعَفِنَةِ، وَلُحُومُ الطَّيْرِ كُلُّهَا أَسْرَعُ انْهِضَامًا مِنَ الْمَوَاشِي، وَأَسْرَعُهَا انْهِضَامًا، أَقَلُّهَا غِذَاءً، وَهِيَ الرِّقَابُ وَالْأَجْنِحَةُ، وَأَدْمِغَتُهَا أَحْمَدُ مِنْ أَدْمِغَةِ الْمَوَاشِي.

الْجَرَادُ: فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

وَفِي «الْمُسْنَدِ» عَنْهُ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، والكبد والطحال» .

يروى مرفوعا وموقوفا عى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه.

وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ، قَلِيلُ الْغِذَاءِ وَإِدَامَةُ أَكْلِهِ تُورِثُ الْهُزَالَ، وَإِذَا تُبُخِّرَ بِهِ نَفَعَ مِنْ تَقْطِيرِ الْبَوْلِ وَعُسْرِهِ، وَخُصُوصًا لِلنِّسَاءِ، وَيُتَبَخَّرُ بِهِ لِلْبَوَاسِيرِ، وَسِمَانُهُ يُشْوَى وَيُؤْكَلُ لِلَسْعِ الْعَقْرَبِ، وَهُوَ ضَارٌّ لِأَصْحَابِ الصَّرْعِ، رَدِيءُ الْخَلْطِ، وَفِي إِبَاحَةِ مَيْتَتِهِ بِلَا سَبَبٍ قَوْلَانِ،

فَالْجُمْهُورُ عَلَى حِلِّهِ، وَحَرَّمَهُ مَالِكٌ، وَلَا خِلَافَ فِي إِبَاحَةِ مَيْتَتِهِ إِذَا مَاتَ بسبب، كالكبس والتحريق ونحوه.

فصل وينبغي ألايداوم عَلَى أَكْلِ اللَّحْمِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْأَمْرَاضَ الدَّمَوِيَّةَ وَالِامتِلَائِيَّةَ، وَالْحُمَّيَاتِ الْحَادَّةَ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ، ذَكَرَهُ مالك فِي «الْمُوَطَّأِ» عَنْهُ. وَقَالَ أبقراط: لَا تَجْعَلُوا أَجْوَافَكُمْ مَقْبَرَةً للحيوان.

বনমুরগির (কাতা) মাংস: এটি শুষ্ক প্রকৃতির, দেহে কৃষ্ণপিত্ত (সাওদা) উৎপন্ন করে এবং মলরোধ করে। এটি নিকৃষ্টমানের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে এটি উদরী (শোথ) রোগের জন্য উপকারী।

কোয়েল পাখির মাংস: এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির, যা হাড়ের সন্ধিস্থল বা গাঁটের ব্যথায় উপকারী। তবে এটি উষ্ণ প্রকৃতির যকৃতের জন্য ক্ষতিকর; সিরকা এবং ধনে ব্যবহারের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব দূর করা যায়। জলাভূমি ও দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে বসবাসকারী পাখিদের মাংস পরিহার করা উচিত। সকল পাখির মাংস গবাদি পশুর মাংসের তুলনায় দ্রুত হজম হয়। আর এর মধ্যে যা দ্রুততম হজম হয়, তা পুষ্টিগুণে অপেক্ষাকৃত কম; যেমন—ঘাড় ও পাখনা। পাখির মগজ চতুষ্পদ প্রাণীর মগজের তুলনায় অধিক উৎকৃষ্ট।

পঙ্গপাল: ‘সহীহাইন’ (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং (সে সময়) আমরা পঙ্গপাল খেয়েছি।”

এবং ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে তাঁর (ইবনে উমর) থেকে বর্ণিত হয়েছে: “আমাদের জন্য দুই প্রকার মৃত প্রাণী ও দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে; (মৃত প্রাণী দুটি হলো) মাছ ও পঙ্গপাল, আর (রক্ত দুটি হলো) কলিজা ও প্লীহা।” এটি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ‘মরফূ’ (রাসূল পর্যন্ত সরাসরি সূত্র) এবং ‘মাওকূফ’ (সাহাবীর বক্তব্য হিসেবে সূত্র)—উভয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এটি উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির এবং পুষ্টিগুণে যৎসামান্য। নিয়মিত এটি খেলে শরীর কৃশ হয়ে যায়। যদি এর ধোঁয়া নেওয়া হয়, তবে তা মূত্রকষ্ট এবং ফোঁটায় ফোঁটায় প্রস্রাব হওয়া রোগে উপকার দেয়, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে। অর্শ (পাইলস) রোগের চিকিৎসার জন্য এর ধোঁয়া গ্রহণ করা হয়। মোটাতাজা পঙ্গপাল পুড়িয়ে খেলে বিচ্ছুর দংশনজনিত ব্যথায় কাজ দেয়। তবে এটি

মৃগী রোগীদের জন্য ক্ষতিকর এবং দেহে মন্দ রস সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে (কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই) মরে যাওয়া পঙ্গপাল খাওয়ার বৈধতার বিষয়ে দুটি মত রয়েছে; জমহুর (অধিকাংশ আলেম) একে হালাল বলেছেন, তবে ইমাম মালিক একে হারাম বলেছেন। কিন্তু কোনো কারণবশত (যেমন—ধরা পড়ার সময় পিষ্ট হওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি) মারা গেলে তার বৈধতার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

পরিচ্ছেদ: নিয়মিত মাংস খাওয়া পরিহার করা উচিত; কারণ এটি রক্তঘটিত রোগ, দেহে রসের আধিক্যজনিত অসুস্থতা এবং তীব্র জ্বর সৃষ্টি করে। ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "তোমরা মাংস খাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকো, কারণ মদের নেশার মতো মাংসেরও এক ধরণের নেশা বা আসক্তি রয়েছে।" ইমাম মালিক তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। হিপোক্রেটিস (বুকরাত) বলেছেন: "তোমাদের পেটকে পশুদের কবরস্থান বানিও না।"

(ص: 292)الطب النبوي لابن القيم

اللبن: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ «1» . وَقَالَ فِي الْجَنَّةِ: فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ «2» . وَفِي «السُّنَنِ» مَرْفُوعًا: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لا أعلم ما يجزيء مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ» .

اللَّبَنُ: وَإِنْ كَانَ بَسِيطًا فِي الْحِسِّ، إِلَّا أَنَّهُ مُرَكَّبٌ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ تَرْكِيبًا طَبِيعِيًّا مِنْ جَوَاهِرَ ثَلَاثَةٍ: الْجُبْنِيَّةُ، وَالسَّمْنِيَّةُ، وَالْمَائِيَّةُ، فَالْجُبْنِيَّةُ: بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ، مُغَذِّيَةٌ لِلْبَدَنِ، وَالسَّمْنِيَّةُ: مُعْتَدِلَةُ الْحَرَارَةِ وَالرُّطُوبَةِ مُلَائِمَةٌ لِلْبَدَنِ الْإِنْسَانِيِّ الصَّحِيحِ، كَثِيرَةُ الْمَنَافِعِ،

وَالْمَائِيَّةُ: حَارَّةٌ رَطْبَةٌ، مُطْلِقَةٌ لِلطَّبِيعَةِ، مُرَطِّبَةٌ لِلْبَدَنِ، وَاللَّبَنُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبْرَدُ وَأَرْطَبُ مِنَ الْمُعْتَدِلِ. وَقِيلَ: قُوَّتُهُ عِنْدَ حَلْبِهِ الْحَرَارَةُ وَالرُّطُوبَةُ.

وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ فِي الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ.

وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ اللَّبَنُ حِينَ يُحْلَبُ، ثُمَّ لَا يَزَالُ تَنْقُصُ جَوْدَتُهُ عَلَى ممر السَّاعَاتِ، فَيَكُونُ حِينَ يُحْلَبُ أَقَلَّ بُرُودَةً، وَأَكْثَرَ رُطُوبَةً، وَالْحَامِضُ بِالْعَكْسِ، وَيُخْتَارُ اللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَجْوَدُهُ مَا اشْتَدَّ بَيَاضُهُ، وَطَابَ رِيحُهُ، وَلَذَّ طَعْمُهُ، وَكَانَ فِيهِ حَلَاوَةٌ يَسِيرَةٌ، وَدُسُومَةٌ مُعْتَدِلَةٌ، وَاعْتَدَلَ قِوَامُهُ فِي الرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ، وَحُلِبَ مِنْ حَيَوَانٍ فَتِيٍّ صَحِيحٍ، مُعْتَدِلِ اللَّحْمِ، مَحْمُودِ الْمَرْعَى وَالْمَشْرَبِ.

وَهُوَ مَحْمُودٌ يُوَلِّدُ دَمًا جَيِّدًا، وَيُرَطِّبُ الْبَدَنَ الْيَابِسَ، وَيَغْذُو غِذَاءً حَسَنًا، وَيَنْفَعُ مِنَ الْوَسْوَاسِ وَالْغَمِّ وَالْأَمْرَاضِ السَّوْدَاوِيَّةِ، وَإِذَا شُرِبَ مَعَ الْعَسَلِ نَقَّى الْقُرُوحَ الْبَاطِنَةَ مِنَ الْأَخْلَاطِ الْعَفِنَةِ، وَشُرْبُهُ مَعَ السُّكَّرِ يُحَسِّنُ اللَّوْنَ جِدًّا، وَالْحَلِيبُ يَتَدَارَكُ ضَرَرَ الْجِمَاعِ، وَيُوَافِقُ الصَّدْرَ والرئة، جيد لأصحاب السبل، رَدِيءٌ لِلرَّأْسِ وَالْمَعِدَةِ، وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ مُضِرٌّ بِالْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بِالْمَاءِ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بماء فتمضمض وقال: «إنّ له دسما» .

---

(1) النحل- 66.

(2) محمد- 15.

দুধ: মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে। আমি তোমাদের পান করাই তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যবর্তী স্থান হতে নিঃসৃত বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক" «১»। জান্নাত সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন: "সেখানে রয়েছে নির্মল পানির নহর এবং এমন দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়" «২»। 'সুনান' গ্রন্থে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "আল্লাহ যাকে কোনো খাবার খাওয়ান সে যেন বলে: 'হে আল্লাহ! এতে আমাদের বরকত দিন এবং আমাদের আরও বেশি

দান করুন।' কেননা আমি দুধ ছাড়া এমন কোনো খাদ্য বা পানীয় জানি না যা একইসাথে খাদ্য ও পানীয় হিসেবে যথেষ্ট হতে পারে।"

দুধ: যদিও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচারে এটি একটি সাধারণ বস্তু মনে হয়, তবে এটি এর সৃষ্টিগত মূলে তিনটি উপাদানের প্রাকৃতিক সমন্বয়ে গঠিত: পনির-জাতীয় (জুবনিয়া), চর্বি-জাতীয় (সামনিয়া) এবং জলীয় (মাইয়া) উপাদান। পনির-জাতীয় উপাদানটি শীতল ও আর্দ্র এবং শরীরের জন্য পুষ্টিকর। চর্বি-জাতীয় উপাদানটি উষ্ণতা ও আর্দ্রতায় ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুস্থ মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ও বহুমুখী উপকারী। আর জলীয় উপাদানটি উষ্ণ ও আর্দ্র, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূরকারী এবং দেহকে সজীব রাখে। সাধারণভাবে দুধ নাতিশীতোষ্ণ অবস্থার চেয়ে বেশি শীতল ও আর্দ্র। কারো কারো মতে, দোহনের সময় এর মধ্যে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা প্রবল থাকে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি উষ্ণতা ও শীতলতায় ভারসাম্যপূর্ণ।

দুধ যখন দোহন করা হয় তখন তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট থাকে, অতঃপর সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এর গুণাগুণ কমতে থাকে। দোহনের সময় এতে শীতলতা কম এবং আর্দ্রতা বেশি থাকে; টক দুধের ক্ষেত্রে বিষয়টি এর বিপরীত। সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পরের দুধ পানের জন্য নির্বাচন করা উচিত। সবচেয়ে ভালো দুধ হলো সেটি যা ধবধবে সাদা, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু এবং যাতে হালকা মিষ্টতা ও পরিমিত চর্বি থাকে। এর ঘনত্ব নাতিশীতোষ্ণ (খুব পাতলাও নয়, খুব ঘনও নয়) হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি এমন অল্পবয়সী ও সুস্থ পশু থেকে পাওয়া উচিত যার মাংস সুগঠিত এবং যার চারণভূমি ও পানীয় উৎকৃষ্ট মানের।

এটি অত্যন্ত প্রশংসিত খাদ্য যা বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন করে, শুষ্ক দেহকে আর্দ্র রাখে এবং শরীরকে উত্তম পুষ্টি দেয়। এটি মনের অশান্তি, বিষণ্নতা এবং পিত্তজনিত (সাওদাবিয়া) রোগের চিকিৎসায় উপকারী। মধুর সাথে পান করলে এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্ষত থেকে দূষিত পদার্থ দূর করে। চিনির সাথে পান করলে গায়ের রং খুব উজ্জ্বল হয়। কাঁচা দুধ সহবাসজনিত দুর্বলতা দূর করতে সাহায্য করে এবং বুক ও ফুসফুসের জন্য উপকারী। এটি চোখের ছানি বা দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহের (সুবুল) রোগীদের জন্য ভালো। তবে এটি মাথা, পাকস্থলী, যকৃৎ ও প্লীহার জন্য কিছুটা প্রতিকূল হতে পারে। অতিরিক্ত দুধ পান দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করে, তাই দুধ পানের পর পানি দিয়ে কুলি করা উচিত। 'সহীহাইন'-এ (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুধ পান করার পর পানি চেয়ে নিয়ে কুলি করলেন এবং বললেন: "এতে চর্বি রয়েছে।"

(১) আন-নাহল- ৬৬।

(২) মুহাম্মদ- ১৫।

وَهُوَ رَدِيءٌ لِلْمَحْمُومِينَ، وَأَصْحَابِ الصُّدَاعِ، مُؤْذٍ لِلدِّمَاغِ، وَالرَّأْسِ الضَّعِيفِ، وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ تُحْدِثُ ظُلْمَةَ الْبَصَرِ وَالْغِشَاءَ، وَوَجَعَ الْمَفَاصِلِ، وَسُدَّةَ الْكَبِدِ، وَالنَّفْخَ فِي الْمَعِدَةِ وَالْأَحْشَاءِ وَإِصْلَاحُهُ بِالْعَسَلِ وَالزَّنْجَبِيلِ الْمُرَبَّى وَنَحْوِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ لِمَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ.

لبن الضأن: أَغْلَظُ الْأَلْبَانِ وَأَرْطَبُهَا، وَفِيهِ مِنَ الدُّسُومَةِ وَالزُّهُومَةِ مَا لَيْسَ فِي لَبَنِ الْمَاعِزِ وَالْبَقَرِ، يُوَلِّدُ فُضُولًا بَلْغَمِيًّا، وَيُحْدِثُ فِي الْجِلْدِ بَيَاضًا إِذَا أُدْمِنَ اسْتِعْمَالُهُ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُشَابَ هَذَا اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِيَكُونَ مَا نَالَ الْبَدَنَ مِنْهُ أَقَلَّ، وَتَسْكِينُهُ لِلْعَطَشِ أَسْرَعَ، وَتَبْرِيدُهُ أَكْثَرَ.

لَبَنُ الْمَعْزِ: لَطِيفٌ مُعْتَدِلٌ، مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، مُرَطِّبٌ لِلْبَدَنِ الْيَابِسِ، نَافِعٌ مِنْ قُرُوحِ الْحَلْقِ، وَالسُّعَالِ الْيَابِسِ، وَنَفْثِ الدَّمِ.

وَاللَّبَنُ الْمُطْلَقُ أَنْفَعُ الْمَشْرُوبَاتِ لِلْبَدَنِ الْإِنْسَانِيِّ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ مِنَ التَّغْذِيَةِ وَالدَّمَوِيَّةِ، وَلِاعْتِيَادِهِ حَالَ الطُّفُولِيَّةِ، وَمُوَافَقَتِهِ لِلْفِطْرَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ، وَقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، غَوَتْ أُمَّتُكَ» . وَالْحَامِضُ مِنْهُ بَطِيءُ الِاسْتِمْرَاءِ، خَامُ الْخِلْطِ، وَالْمَعِدَةُ الحارة تهضمه وتنتفع به.

لَبَنُ الْبَقَرِ: يَغْذُو الْبَدَنَ، وَيُخَصِّبُهُ، وَيُطْلِقُ الْبَطْنَ بِاعْتِدَالٍ، وَهُوَ مِنْ أَعْدَلِ الْأَلْبَانِ وَأَفْضَلِهَا بَيْنَ لبن الضأن، ولبن المعز في الرقة واللط وَالدَّسَمِ، وَفِي السُّنَنِ:
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ: عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ «1» .
لَبَنُ الْإِبِلِ: تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ، وَذِكْرُ مَنَافِعِهِ، فَلَا حاجة لإعادته.

(1) ليس في السنن، بل هو في المستدرك.

এবং এটি জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি ও মাথাব্যথার রোগীদের জন্য ক্ষতিকর; এটি মস্তিষ্ক ও দুর্বল মাথার জন্য কষ্টদায়ক। এর ধারাবাহিক ব্যবহার দৃষ্টিশক্তির অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও ঝাপসাভাব, জোড়াসমূহের ব্যথা, যকৃতের প্রতিবন্ধকতা (সুদ্দা), এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রে বায়ু সৃষ্টি করে। মধু এবং আদার মোরব্বা বা এজাতীয় জিনিসের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব সংশোধন করা সম্ভব। আর এ সবগুলিই তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা এটি পানে অভ্যস্ত নয়।

ভেড়ার দুধ: এটি দুগ্ধজাত পানীয়ের মধ্যে সবচেয়ে ঘন ও আর্দ্র। এতে এমন চর্বি ও বিশেষ ঘ্রাণ (যুহুমা) রয়েছে যা ছাগল ও গরুর দুধে নেই। এটি শ্লেষ্মাজাতীয় বর্জ্য তৈরি করে এবং নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকে শ্বেতী বা সাদা দাগ সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণে, এই দুধে পানি মিশিয়ে নেওয়া উচিত যাতে শরীরের ওপর এর প্রভাব কম হয়, দ্রুত তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং অধিক শীতলতা প্রদান করে।

ছাগলের দুধ: এটি হালকা ও পরিমিত, পেট পরিষ্কারক, শুষ্ক শরীরকে আর্দ্র করে এবং গলার ক্ষত, শুষ্ক কাশি ও রক্তবমির জন্য উপকারী।

সাধারণভাবে দুধ মানুষের শরীরের জন্য সর্বাধিক উপকারী পানীয়; কারণ এতে পুষ্টিগুণ ও রক্ত তৈরির উপাদানসমূহ একত্রিত হয়েছে। এছাড়া শৈশব থেকেই এটি পানের অভ্যাস থাকে এবং এটি মানুষের মূল স্বভাবের (ফিতরাত) সাথে সংগতিপূর্ণ। 'সহীহাইন'-এ (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত হয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মিরাজের রাতে এক পেয়ালা মদ এবং এক পেয়ালা দুধ পেশ করা হয়েছিল। তিনি উভয়ের দিকে তাকালেন এবং এরপর দুধ গ্রহণ করলেন। তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আপনাকে ফিতরাতের দিকে পরিচালিত করেছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন, তবে

আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।" টক দুধ দেরিতে হজম হয় এবং এটি অপক্ক রস (খিলত) তৈরি করে। তবে উষ্ণ প্রকৃতির পাকস্থলী এটি হজম করতে পারে এবং এর দ্বারা উপকৃত হয়।
গরুর দুধ: এটি শরীরে পুষ্টি জোগায়, শরীরকে সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট করে এবং পরিমিতভাবে পেট পরিষ্কার রাখে। ঘনত্ব ও চর্বির বিচারে এটি ভেড়া ও ছাগলের দুধের তুলনায় সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ দুধ। সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে:
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসে আছে: "তোমরা গরুর দুধ পান করো, কেননা এটি সকল প্রকার উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।"
উটের দুধ: এই পরিচ্ছেদের শুরুতে এর বর্ণনা এবং এর উপকারিতাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, তাই পুনরায় তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

---

(১) এটি 'সুনান' গ্রন্থসমূহে নেই, বরং এটি 'মুস্তাদরাক'-এ বর্ণিত হয়েছে।

لبان: هُوَ الْكُنْدُرُ: قَدْ وَرَدَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بَخِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِاللُّبَانِ وَالصَّعْتَرِ» : وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ، وَلَكِنْ يُرْوَى عَنْ علي أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ شَكَا إِلَيْهِ النِّسْيَانَ:
عَلَيْكَ بِاللُّبَانِ، فَإِنَّهُ يُشَجِّعُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِالنِّسْيَانِ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ شُرْبَهُ مَعَ السُّكَّرِ عَلَى الرِّيقِ جَيِّدٌ لِلْبَوْلِ وَالنِّسْيَانِ. وَيُذْكَرُ عَنْ أنس رضي الله عنه، أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ النِّسْيَانَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْكُنْدُرِ وَانْقَعْهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ، فَخُذْ مِنْهُ شَرْبَةً عَلَى الرِّيقِ، فَإِنَّهُ جَيِّدٌ لِلنِّسْيَانِ.
وَلِهَذَا سَبَبٌ طَبِيعِيٌّ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ النِّسْيَانَ إِذَا كَانَ لِسُوءِ مِزَاجٍ بَارِدٍ رَطْبٍ يَغْلِبُ عَلَى الدِّمَاغِ، فَلَا يَحْفَظُ مَا يَنْطَبِعُ فِيهِ، نَفَعَ مِنْهُ اللُّبَانُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ النِّسْيَانُ لِغَلَبَةِ شَيْءٍ

عَارِضٍ، أَمْكَنَ زَوَالُهُ سَرِيعًا بِالْمُرَطِّبَاتِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْيُبُوسِيَّ يَتْبَعُهُ سَهَرٌ، وَحِفْظُ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ دُونَ الْحَالِيَّةِ، وَالرُّطُوبِيُّ بِالْعَكْسِ.

وَقَدْ يُحْدِثُ النِّسْيَانَ أَشْيَاءَ بِالْخَاصِّيَّةِ، كَحِجَامَةِ نُقْرَةِ الْقَفَا، وَإِدْمَانِ أَكْلِ الْكُسْفَرَةِ الرَّطْبَةِ، وَالتُّفَّاحِ الْحَامِضِ، وَكَثْرَةِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، وَالنَّظَرِ فِي الْمَاءِ الْوَاقِفِ، وَالْبَوْلِ فِيهِ، وَالنَّظَرِ إِلَى الْمَصْلُوبِ، وَالْإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ أَلْوَاحِ الْقُبُورِ، وَالْمَشْيِ بَيْنَ جَمَلَيْنِ مَقْطُورَيْنِ، وَإِلْقَاءِ الْقَمْلِ فِي الْحِيَاضِ وَأَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ، وَأَكْثَرُ هَذَا مَعْرُوفٌ بِالتَّجْرِبَةِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ اللُّبَانَ مُسَخِّنٌ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَمُجَفِّفٌ فِي الْأُولَى، وَفِيهِ قَبْضٌ يَسِيرٌ، وَهُوَ كَثِيرُ الْمَنَافِعِ، قَلِيلُ الْمَضَارِّ، فَمِنْ مَنَافِعِهِ: أَنْ يَنْفَعَ مِنْ قَذْفِ الدَّمِ وَنَزْفِهِ، وَوَجَعِ الْمَعِدَةِ، وَاسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ، وَيَهْضِمُ الطَّعَامَ، وَيَطْرُدُ الرِّيَاحَ، وَيَجْلُو قُرُوحَ الْعَيْنِ، وَيُنْبِتُ اللَّحْمَ فِي سَائِرِ الْقُرُوحِ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ الضَّعِيفَةَ، وَيُسَخِّنُهَا، وَيُجَفِّفُ الْبَلْغَمَ، وَيُنَشِّفُ رُطُوبَاتِ الصَّدْرِ، وَيَجْلُو ظُلْمَةَ الْبَصَرِ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ الْخَبِيثَةَ مِنَ الِانْتِشَارِ، وَإِذَا مُضِغَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ الصَّعْتَرِ الْفَارِسِيِّ جَلَبَ الْبَلْغَمَ، وَنَفَعَ مِنِ اعْتِقَالِ اللِّسَانِ، وَيَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَيُذَكِّيهِ، وَإِنْ بُخِّرَ بِهِ مَاءٌ، نَفَعَ مِنَ الْوَبَاءِ، وَطَيَّبَ رَائِحَةَ الْهَوَاءِ.

লুবান (Luban): এটি হলো কুন্দুর (Kundur)। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: "তোমরা লুবান ও সা'তার (থাইম) দ্বারা তোমাদের ঘরগুলোতে ধূপ দাও।" তবে এটি তাঁর থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। তবে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট বিস্মৃতির অভিযোগ করলে তিনি বলেন:

"তুমি লুবান ব্যবহার করো, কারণ এটি অন্তরকে সাহসী করে এবং বিস্মৃতি দূর করে।" ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, চিনির সাথে মিশিয়ে খালি পেটে এর পানীয় গ্রহণ করা প্রস্রাবের সমস্যা ও বিস্মৃতি রোগের জন্য উত্তম। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট বিস্মৃতির অভিযোগ করলে তিনি বললেন: "তুমি কুন্দুর ব্যবহার করো এবং এটি রাতে ভিজিয়ে রাখো; অতঃপর সকাল হলে খালি পেটে এর এক ঢোক পান করো, কেননা এটি বিস্মৃতির জন্য উপকারী।"

এর একটি সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে; কারণ বিস্মৃতি যদি মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শীতল ও আর্দ্র মেজাজের (mizaj) বিশৃঙ্খলার কারণে হয়, যার ফলে সেখানে

কোনো প্রতিচ্ছবি সংরক্ষিত হতে পারে না, তবে লুবান সেক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু বিস্মৃতি যদি আকস্মিক কোনো কারণে ঘটে, তবে আর্দ্রতাকারক পদার্থের মাধ্যমে দ্রুত তা নিরাময় সম্ভব। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো—শুষ্কতা জনিত বিস্মৃতির অনুগামী হিসেবে অনিদ্রা দেখা দেয় এবং এতে বর্তমানের চেয়ে অতীতের বিষয়গুলো বেশি মনে থাকে। আর আর্দ্রতা জনিত বিস্মৃতির ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটে।

কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা কাজও বিস্মৃতি ঘটাতে পারে, যেমন—ঘাড়ের পশ্চাৎদেশের গর্তে হিজামা করা, নিয়মিত কাঁচা ধনেপাতা ও টক আপেল খাওয়া, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও শোক, স্থির পানির দিকে তাকানো এবং তাতে প্রস্রাব করা, ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির দিকে তাকানো, কবরের ফলকগুলো অত্যধিক পাঠ করা, রশি দিয়ে বাঁধা দুটি উটের মাঝখান দিয়ে হাঁটা, জলাশয়ে উকুন নিক্ষেপ করা এবং ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া; যার অধিকাংশই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বীকৃত।

মূলকথা হলো: লুবান দ্বিতীয় পর্যায়ে উষ্ণ এবং প্রথম পর্যায়ে শুষ্ক গুণসম্পন্ন। এতে সামান্য সঙ্কোচনকারী প্রভাব রয়েছে এবং এটি বহুবিধ উপকারে সমৃদ্ধ ও স্বল্প অপকারিতা বিশিষ্ট। এর উপকারিতার মধ্যে রয়েছে: এটি রক্তবমি ও রক্তক্ষরণ, পাকস্থলীর ব্যথা এবং উদরাময়ে বিশেষ ফলদায়ক। এটি খাদ্য হজম করে, বায়ু নিঃসরণ করে, চোখের ক্ষত পরিষ্কার করে, ক্ষতস্থানে মাংস গজাতে সাহায্য করে এবং দুর্বল পাকস্থলীকে শক্তিশালী ও উষ্ণ করে। এটি কফ (Balgham) শুষ্ক করে, বক্ষদেশের আর্দ্রতা শোষণ করে, দৃষ্টির ঝাপসাভাব দূর করে এবং মারাত্মক ক্ষত ছড়িয়ে পড়া রোধ করে। যখন এটি এককভাবে অথবা পারস্যের সা'তার (থাইম)-এর সাথে চিবানো হয়, তখন এটি কফ নির্গত করে এবং জিহ্বার জড়তা নিরসনে সাহায্য করে। এটি মেধা বৃদ্ধি ও প্রখর করে। আর যদি এর মাধ্যমে ধূপ দেওয়া হয়, তবে তা মহামারি প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং বাতাসের ঘ্রাণকে নির্মল ও সুবাসিত করে।

حَرْفُ الْمِيمِ

مَاءٌ: مَادَّةُ الْحَيَاةِ، وَسَيِّدُ الشَّرَابِ، وَأَحَدُ أَرْكَانِ الْعَالَمِ، بَلْ رُكْنُهُ الْأَصْلِيُّ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ خُلِقَتْ مِنْ بُخَارِهِ، وَالْأَرْضَ مِنْ زَبَدِهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يَغْذُو، أَوْ يُنْفِذُ الْغِذَاءَ فَقَطْ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَا، وَذَكَرْنَا الْقَوْلَ الرَّاجِحَ وَدَلِيلَهُ.

وَهُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ، يَقْمَعُ الْحَرَارَةَ، وَيَحْفَظُ عَلَى الْبَدَنِ رُطُوبَاتِهِ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ بَدَلَ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ، وَيُرَقِّقُ الْغِذَاءَ وَيُنْفِذُهُ فِي الْعُرُوقِ.

وَتُعْتَبَرُ جَوْدَةُ الْمَاءِ مِنْ عَشَرَةِ طُرُقٍ:

أَحَدُهَا: مِنْ لَوْنِهِ بِأَنْ يَكُونَ صَافِيًا.

الثَّانِي: مِنْ رَائِحَتِهِ بِأَنْ لَا تَكُونَ لَهُ رَائِحَةٌ الْبَتَّةَ.

الثَّالِثُ: مِنْ طَعْمِهِ بِأَنْ يَكُونَ عَذْبَ الطَّعْمِ حُلْوَهُ، كَمَاءِ النِّيلِ وَالْفُرَاتِ.

الرَّابِعُ: مِنْ وَزْنِهِ بِأَنْ يَكُونَ خَفِيفًا رَقِيقَ الْقِوَامِ.

الْخَامِسُ: مِنْ مَجْرَاهُ، بِأَنْ يَكُونَ طَيِّبَ الْمَجْرَى والمسلك.

السادس: مَنْبَعِهِ بِأَنْ يَكُونَ بَعِيدَ الْمَنْبَعِ.

السَّابِعُ: مِنْ بُرُوزِهِ لِلشَّمْسِ وَالرِّيحِ،! بِأَنْ لَا يَكُونَ مُخْتَفِيًا تَحْتَ الْأَرْضِ، فَلَا تَتَمَكَّنُ الشَّمْسُ وَالرِّيحُ مِنْ قُصَارَتِهِ

الثَّامِنُ: مِنْ حَرَكَتِهِ بِأَنْ يَكُونَ سَرِيعَ الْجَرْيِ وَالْحَرَكَةِ.

التَّاسِعُ: مِنْ كَثْرَتِهِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ كَثْرَةٌ يَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ الْمُخَالِطَةَ لَهُ.

الْعَاشِرُ: مِنْ مَصَبِّهِ بِأَنْ يَكُونَ آخِذًا مِنَ الشَّمَالِ إِلَى الْجَنُوبِ، أَوْ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ.

মীম বর্ণ

পানি: জীবনের উপাদান, পানীয় সমূহের শ্রেষ্ঠ, এবং জগতের স্তম্ভগুলোর অন্যতম, বরং এর মূল স্তম্ভ; কেননা আসমানসমূহ এর বাষ্প থেকে এবং জমিন এর ফেনা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা পানি থেকেই প্রতিটি সজীব বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে: পানি কি পুষ্টি জোগায়, নাকি কেবল খাদ্যকে শরীরের সর্বত্র পৌঁছে দেয়? এ প্রসঙ্গে দুটি মত রয়েছে যা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং আমরা নির্ভরযোগ্য মতটি দলিলসহ উল্লেখ করেছি।

এটি শীতল ও আর্দ্র (বারিদ রতব), যা শরীরের উত্তাপ প্রশমিত করে, দেহের আর্দ্রতা রক্ষা করে এবং শরীর থেকে যা ক্ষয় হয় তার প্রতিস্থাপন করে। এছাড়া এটি খাদ্যকে তরল করে এবং শিরা-উপশিরাগুলোতে পৌঁছে দেয়।

পানির গুণাগুণ দশটি বিষয়ের মাধ্যমে বিচার করা হয়:

প্রথমত: এর বর্ণ থেকে, যেন তা স্বচ্ছ হয়।

দ্বিতীয়ত: এর ঘ্রাণ থেকে, যেন এতে কোনো প্রকার ঘ্রাণ না থাকে।

তৃতীয়ত: এর স্বাদ থেকে, যেন তা সুমিষ্ট ও সুপেয় হয়, যেমন নীল নদ ও ফোরাত নদীর পানি।

চতুর্থত: এর ওজন থেকে, যেন তা ওজনে হালকা ও পাতলা ঘনত্বের হয়।

পঞ্চমত: এর প্রবাহপথ থেকে, যেন এর গতিপথ ও চলাচলের পথ উত্তম হয়।

ষষ্ঠত: এর উৎস থেকে, যেন এর উৎপত্তিস্থল দূরবর্তী হয়।

সপ্তমত: সূর্য ও বাতাসের সংস্পর্শ থেকে; অর্থাৎ তা যেন মাটির নিচে লুকায়িত না থাকে, যার ফলে সূর্য ও বাতাস তার ওপর সংশোধনমূলক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

অষ্টমত: এর গতি থেকে, যেন তা দ্রুত প্রবাহিত ও গতিশীল হয়।

নবমত: এর প্রাচুর্য থেকে, যেন পানির পরিমাণ অধিক হয় যা তার সাথে মিশে থাকা বর্জ্যসমূহকে দূর করে দিতে পারে।

দশমত: এর প্রবাহের দিক থেকে, যেন তা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে অথবা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

(ص: 296)الطب النبوي لابن القيم

وَإِذَا اعْتَبَرْتَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ. لَمْ تَجِدْهَا بِكَمَالِهَا إِلَّا فِي الْأَنْهَارِ الْأَرْبَعَةِ: النِّيلِ، وَالْفُرَاتِ، وَسَيْحُونَ، وَجَيْحُونَ.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ، وَالنِّيلُ، وَالْفُرَاتُ، كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» «1» .

وَتُعْتَبَرُ خِفَّةُ الْمَاءِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: سُرْعَةُ قَبُولِهِ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ. قَالَ أبقراط: الْمَاءُ الَّذِي يَسْخُنُ سَرِيعًا، وَيَبْرُدُ سَرِيعًا أَخَفُّ الْمِيَاهِ. الثَّانِي: بِالْمِيزَانِ، الثَّالِثُ: أَنْ تُبَلَّ قُطْنَتَانِ مُتَسَاوِيَتَا الْوَزْنِ بِمَاءَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، ثُمَّ يُجَفَّفَا بَالِغًا، ثُمَّ تُوزَنَا، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَخَفَّ، فَمَاؤُهَا كَذَلِكَ.

وَالْمَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ بَارِدًا رَطْبًا، فَإِنَّ قُوَّتَهُ تَنْتَقِلُ وَتَتَغَيَّرُ لِأَسْبَابٍ عَارِضَةٍ تُوجِبُ انْتِقَالَهَا، فَإِنَّ الْمَاءَ الْمَكْشُوفَ لِلشِّمَالِ الْمَسْتُورَ عَنِ الْجِهَاتِ الْأُخَرِ يَكُونُ بَارِدًا، وَفِيهِ يُبْسٌ مُكْتَسَبٌ مِنْ رِيحِ الشَّمَالِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى سَائِرِ الْجِهَاتِ الْأُخَرِ.

وَالْمَاءُ الَّذِي يَنْبُعُ مِنَ الْمَعَادِنِ يَكُونُ عَلَى طَبِيعَةِ ذَلِكَ الْمَعْدِنِ، وَيُؤَثِّرُ فِي الْبَدَنِ تَأْثِيرَهُ، وَالْمَاءُ الْعَذْبُ نَافِعٌ لِلْمَرْضَى وَالْأَصِحَّاءِ، وَالْبَارِدُ مِنْهُ أَنْفَعُ وَأَلَذُّ، وَلَا يَنْبَغِي شُرْبُهُ عَلَى الرِّيقِ، وَلَا عَقِيبَ الْجِمَاعِ، وَلَا الِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، وَلَا عَقِيبَ الْحَمَّامِ، وَلَا عَقِيبَ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَأَمَّا عَلَى الطَّعَامِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ، بَلْ يَتَعَيَّنُ وَلَا يُكْثِرُ مِنْهُ، بَلْ يَتَمَصَّصُهُ مَصًّا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ الْبَتَّةَ، بَلْ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُنْهِضُ الشَّهْوَةَ، وَيُزِيلُ الْعَطَشَ.

وَالْمَاءُ الْفَاتِرُ يَنْفُخُ وَيَفْعَلُ ضِدَّ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَبَائِتُهُ أَجْوَدُ مِنْ طَرِيِّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَالْبَارِدُ يَنْفَعُ مِنْ دَاخِلٍ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهِ مِنْ خَارِجٍ، وَالْحَارُّ بِالْعَكْسِ، وَيَنْفَعُ الْبَارِدُ مِنْ عُفُونَةِ الدَّمِ، وَصُعُودِ الْأَبْخِرَةِ إِلَى الرَّأْسِ، وَيَدْفَعُ الْعُفُونَاتِ، وَيُوَافِقُ الْأَمْزِجَةَ وَالْأَسْنَانَ وَالْأَزْمَانَ وَالْأَمَاكِنَ الْحَارَّةَ، وَيَضُرُّ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ تَحْتَاجُ إِلَى نُضْجٍ وتحليل،

(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها، وليس في البخاري.

আপনি যখন এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করবেন, তখন আপনি সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে পাবেন কেবল এই চারটি নদীতে:

নীল নদ, ফোরাত, সাইহুন এবং জাইহুন।

আর ‘সহীহাইন’ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সাইহান, জাইহান, নীল এবং ফোরাত—সবগুলোই জান্নাতের নদী।" (১)।

পানির লঘুতা বা হালকা হওয়া তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়। প্রথমত: দ্রুত উষ্ণতা ও শীতলতা গ্রহণ করা। হিপোক্রেটিস (অ্যাবোকরাত) বলেছেন: যে পানি দ্রুত গরম হয় এবং দ্রুত ঠান্ডা হয়, তা সবচাইতে হালকা পানি। দ্বিতীয়ত: নিক্তির ওজনের মাধ্যমে। তৃতীয়ত: সমান ওজনের দুটি তুলার টুকরোকে দুটি ভিন্ন পানিতে ভেজানো হবে, অতঃপর সেগুলোকে পুরোপুরি শুকানো হবে এবং পুনরায় ওজন করা হবে; যে তুলার টুকরোটি সবচাইতে হালকা হবে, তার পানিটিও তেমন হালকা বলে বিবেচিত হবে।

পানি মূলত শীতল ও আর্দ্র হলেও আপতিত বিভিন্ন কারণে এর প্রকৃতি বা শক্তি পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন, যে পানি উত্তর দিকে উন্মুক্ত থাকে এবং অন্য দিকগুলো আবৃত থাকে, তা শীতল হয় এবং তাতে উত্তর দিকের বাতাসের প্রভাবে কিছুটা শুষ্কতা তৈরি হয়। অন্যান্য দিকের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।

আর যে পানি খনিজ আকর থেকে নির্গত হয়, তা সেই খনিজ পদার্থের প্রকৃতি অনুযায়ী হয় এবং শরীরে তদনুরূপ প্রভাব ফেলে। সুপেয় পানি অসুস্থ ও সুস্থ উভয়ের জন্যই উপকারী। এর মধ্যে শীতল পানি অধিকতর উপকারী ও সুস্বাদু। তবে খালি পেটে, সহবাসের পর, ঘুম থেকে ওঠার অব্যবহিত পরে, গোসলখানা বা হাম্মাম থেকে বের হয়ে এবং ফল খাওয়ার পর এটি পান করা অনুচিত, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। খাবারের সাথে পানি পানের ক্ষেত্রে যদি বাধ্য হওয়া যায় তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই; বরং তখন পানি পান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তবে তা পরিমাণে বেশি হওয়া উচিত নয়। বরং ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে অল্প অল্প করে পান করতে হবে। এতে তা কোনো ক্ষতি করবে না, বরং পাকস্থলীকে শক্তিশালী করবে, ক্ষুধা উদ্দীপ্ত করবে এবং পিপাসা নিবারণ করবে।

কুসুম গরম পানি পেট ফাঁপা সৃষ্টি করে এবং আমাদের ইতিপূর্বে বর্ণিত গুণাবলির বিপরীত কাজ করে। টাটকা পানির তুলনায় বাসি পানি অধিকতর উত্তম, যা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। শীতল পানি বাহ্যিক ব্যবহারের তুলনায় অভ্যন্তরীণভাবে অধিক উপকারী। গরম পানির ক্ষেত্রে বিষয়টি এর উল্টো। শীতল পানি রক্তের দূষণ এবং মস্তিষ্কে বাষ্পের আরোহণ রোধে উপকারী। এটি পচনশীলতা দূর করে এবং উষ্ণ মেজাজ, দাঁত, ঋতু ও উষ্ণ অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত

উপযোগী। তবে এটি এমন প্রতিটি অবস্থায় ক্ষতিকর যেখানে পরিপাক (নদজ) ও বিশ্লেষণ (তহলীল) এর প্রয়োজন রয়েছে।

(১) এটি ইমাম মুসলিম জান্নাত ও এর নেয়ামত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এটি বুখারীতে নেই।

(ص: 297)الطب النبوي لابن القيم

كَالزُّكَامِ وَالْأَوْرَامِ، وَالشَّدِيدُ الْبُرُودَةِ مِنْهُ يُؤْذِي الْأَسْنَانَ، وَالْإِدْمَانُ عَلَيْهِ يُحْدِثُ انْفِجَارَ الدَّمِ وَالنَّزَلَاتِ، وَأَوْجَاعَ الصَّدْرِ.

وَالْبَارِدُ وَالْحَارُّ بِإِفْرَاطٍ ضَارَّانِ لِلْعَصَبِ وَلِأَكْثَرِ الْأَعْضَاءِ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُحَلِّلٌ، وَالْآخَرُ مُكَثِّفٌ، وَالْمَاءُ الْحَارُّ يُسَكِّنُ لَذْعَ الْأَخْلَاطِ الْحَادَّةِ، وَيُحَلِّلُ وَيُنْضِجُ، وَيُخْرِجُ الْفُضُولَ، وَيُرَطِّبُ وَيُسَخِّنُ، وَيُفْسِدُ الْهَضْمَ شُرْبُهُ، ويطفوا الطعام إِلَى أَعْلَى الْمَعِدَةِ وَيُرْخِيهَا، وَلَا يُسْرِعُ فِي تسكين العطش، ويذبل البدن، ويؤذي إِلَى أَمْرَاضٍ رَدِيئَةٍ وَيَضُرُّ فِي أَكْثَرِ الْأَمْرَاضِ عَلَى أَنَّهُ صَالِحٌ لِلشُّيُوخِ، وَأَصْحَابِ الصَّرْعِ، وَالصُّدَاعِ الْبَارِدِ وَالرَّمَدِ. وَأَنْفَعُ مَا اسْتُعْمِلَ مِنْ خَارِجٍ.

ولا ظيصحّ فِي الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ بِالشَّمْسِ حَدِيثٌ وَلَا أَثَرٌ، وَلَا كَرِهَهُ أَحَدٌ مِنْ قُدَمَاءِ الْأَطِبَّاءِ، وَلَا عَابُوهُ، وَالشَّدِيدُ السُّخُونَةِ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَاءِ الْأَمْطَارِ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ.

مَاءُ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كان يدعو في الاستفتاح وغيره: «اللّهمّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

الثَّلْجُ لَهُ فِي نَفْسِهِ كَيْفِيَّةٌ حَادَّةٌ دُخَانِيَّةٌ، فَمَاؤُهُ كَذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي طَلَبِ الْغَسْلِ مِنَ الْخَطَايَا بِمَائِهِ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ مِنَ التَّبْرِيدِ وَالتَّصْلِيبِ وَالتَّقْوِيَةِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَصْلُ طِبِّ الْأَبْدَانِ وَالْقُلُوبِ، وَمُعَالَجَةِ أَدْوَائِهَا بِضِدِّهَا.

وَمَاءُ الْبَرَدِ أَلْطَفُ وَأَلَذُّ مِنْ مَاءِ الثَّلْجِ، وَأَمَّا مَاءُ الْجَمْدِ وَهُوَ الْجَلِيدُ، فَبِحَسَبِ أَصْلِهِ.

وَالثَّلْجُ يَكْتَسِبُ كَيْفِيَّةَ الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ الَّتِي يَسْقُطُ عَلَيْهَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، وَيَنْبَغِي تَجَنُّبُ شُرْبِ الْمَاءِ الْمَثْلُوجِ عَقِيبَ الْحَمَّامِ وَالْجِمَاعِ، وَالرِّيَاضَةِ وَالطَّعَامِ الْحَارِّ، وَلِأَصْحَابِ السُّعَالِ وَوَجَعِ الصَّدْرِ، وَضَعْفِ الْكَبِدِ، وَأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ.

ماء الآبار والقني: مِيَاهُ الْآبَارِ قَلِيلَةُ اللَّطَافَةِ، وَمَاءُ الْقُنِيِّ الْمَدْفُونَةِ تحت الأرض

যেমন সর্দি ও ফোলা (টিউমার), আর অতিরিক্ত শীতল পানি দাঁতের ক্ষতি করে এবং এর প্রতি আসক্তি (অবিরাম ব্যবহার) রক্তপাত, সর্দি-কাশি ও বুকের ব্যথার উদ্রেক করে।

অতিরিক্ত শীতল ও অতিরিক্ত উষ্ণ পানি স্নায়ু এবং অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য ক্ষতিকর; কারণ এদের একটি বিশ্লেষক (দ্রবীভূতকারী) এবং অন্যটি ঘনীভূতকারী। উষ্ণ পানি তীব্র শারীরিক তরলসমূহের (আখলাত) দহন শান্ত করে, পরিপক্বতা দান করে, বর্জ্য নিষ্কাশন করে এবং আর্দ্রতা ও উষ্ণতা প্রদান করে। তবে উষ্ণ পানি পান করা পরিপাকক্রিয়া নষ্ট করে দেয়, খাদ্যকে পাকস্থলীর উপরিভাগে ভাসিয়ে রাখে ও পাকস্থলীকে শিথিল করে এবং এটি দ্রুত তৃষ্ণা নিবারণ করে না। তদুপরি এটি দেহকে শীর্ণ করে ফেলে, মারাত্মক রোগের দিকে ধাবিত করে এবং অধিকাংশ রোগে এটি ক্ষতিকর। তবে এটি বৃদ্ধদের জন্য, মৃগীরোগীদের জন্য এবং শীতল মেজাজের মাথাব্যথা ও চোখের রোগে ফলদায়ক। আর এটি বাহ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী।

সূর্যের তাপে উত্তপ্ত পানির ব্যাপারে কোনো হাদিস বা আছার (সাহাবীদের বর্ণনা) বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। প্রাচীন চিকিৎসকদের কেউ একে অপছন্দ করেননি এবং এতে কোনো ত্রুটিও ধরেননি। প্রচণ্ড উষ্ণ পানি বৃক্কের (কিডনি) চর্বি গলিয়ে ফেলে। আর বৃষ্টির পানি সম্পর্কে ‘আইন’ বর্ণের আলোচনায় ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

বরফ ও শিলাবৃষ্টির পানি: ‘সহিহাইন’ (বুখারি ও মুসলিম) গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নামাজের প্রারম্ভিক দোয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বলতেন: ‘হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ বরফ ও শিলাবৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে দিন।’

বরফ নিজস্বভাবেই একটি তীব্র ধোঁয়াটে বৈশিষ্ট্য রাখে, আর এর পানিও তদ্রূপ। এর পানি দিয়ে পাপ ধৌত করার প্রার্থনার হিকমত (প্রজ্ঞা) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; কারণ অন্তরের জন্য শীতলতা, দৃঢ়তা ও শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। এ থেকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার মূলনীতি এবং রোগের বিপরীত উপাদানের মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি জানা যায়।

শিলাবৃষ্টির পানি বরফের পানি অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও সুস্বাদু। আর জমাটবাঁধা তুষারের পানি তার মূল উৎসের গুণাগুণ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

বরফ যে পাহাড় বা জমিনে পতিত হয়, তার বিশুদ্ধতা বা মন্দাবস্থা গ্রহণ করে। গোসল, সহবাস, ব্যায়াম ও গরম খাবার গ্রহণের পরপরই বরফ শীতল পানি পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তদ্রূপ কাশি, বক্ষব্যাধি, যকৃতের দুর্বলতা এবং শীতল মেজাজ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যও এটি বর্জনীয়।

কূয়া ও নালার পানি: কূয়ার পানিতে লতাফত (সূক্ষ্মতা) কম থাকে। আর মাটির নিচে প্রোথিত নালার পানি...

(ص: 298)الطب النبوي لابن القيم

ثَقِيلٌ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُحْتَقِنٌ لَا يَخْلُو عَنْ تَعَفُّنٍ، وَالْآخَرَ مَحْجُوبٌ عَنِ الْهَوَاءِ، وَيَنْبَغِي أَلَّا يُشْرَبَ عَلَى الْفَوْرِ حَتَّى يُصْمَدَ لِلْهَوَاءِ وَتَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ، وَأَرْدَؤُهُ مَا كَانَتْ مَجَارِيهِ مِنْ رَصَاصٍ، أَوْ كَانَتْ بِئْرُهُ مُعَطَّلَةً، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ تُرْبَتُهَا رَدِيئَةً، فَهَذَا الْمَاءُ وَبِيءٌ وخيم.

ماء زمزم: سَيِّدُ الْمِيَاهِ وَأَشْرَفُهَا وَأَجَلُّهَا قَدْرًا، وَأَحَبُّهَا إِلَى النفوس وأغلاها تمنا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ النَّاسِ، وَهُوَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ «1» .

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» : عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لأبي ذر وَقَدْ أَقَامَ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرَهُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ «2» .. وَزَادَ غَيْرُ مسلم بِإِسْنَادِهِ: وَشِفَاءُ سُقْمٍ «3» .

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» . مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:

«مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» «4» . وَقَدْ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ طَائِفَةٌ بعبد الله بن المؤمل رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ، أَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ ابن أبي الموالي حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر رضي الله عنه، عَنْ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» ، وَإِنِّي أَشْرَبُهُ لِظَمَأٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وابن أبي الموالي ثِقَةٌ، فَالْحَدِيثُ إِذًا حَسَنٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ مَوْضُوعًا، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ فِيهِ مُجَازَفَةٌ.

وَقَدْ جَرَّبْتُ أَنَا وَغَيْرِي مِنَ الِاسْتِشْفَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ أُمُورًا عَجِيبَةً، وَاسْتَشْفَيْتُ بِهِ مِنْ عِدَّةِ أَمْرَاضٍ، فَبَرَأْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَشَاهَدْتُ مَنْ يَتَغَذَّى بِهِ الْأَيَّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ، أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يَجِدُ جُوعًا، وَيَطُوفُ مَعَ النَّاسِ كَأَحَدِهِمْ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكَانَ لَهُ قُوَّةٌ يُجَامِعُ بِهَا أَهْلَهُ، وَيَصُومُ ويطوف مرارا.

---

(1) أخرجه الدارقطني، والحاكم.

(2) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة.

(3) أخرجه البزار والبيهقي والطيالسي.

(4) أخرجه ابن ماجة وأحمد والبيهقي.

(ভারী পানি), কারণ এর একটি হচ্ছে জমাটবদ্ধ যা পচন থেকে মুক্ত নয়, আর অন্যটি বাতাস থেকে বিচ্ছিন্ন। এটি সংগ্রহের সাথে সাথে পান করা উচিত নয় যতক্ষণ না বাতাসের সংস্পর্শে আসে এবং এর ওপর এক রাত অতিবাহিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেটি যার প্রবাহপথ সীসা দ্বারা নির্মিত অথবা যার কূপটি পরিত্যক্ত, বিশেষ করে যদি তার মাটি খারাপ হয়; তবে এই পানি মহামারি সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

যমযম পানি: এটি সকল পানির সর্দার, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মর্যাদায় মহান। মানুষের কাছে এটি সর্বাধিক প্রিয়, সবচেয়ে মূল্যবান এবং সর্বাপেক্ষা অমূল্য। এটি জিবরাঈলের পদাঘাতের ফলে সৃষ্ট গর্ত এবং ইসমাঈলকে আল্লাহ প্রদত্ত পানীয়।

'সহীহ' (মুসলিম)-এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি আবু যার (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—যিনি কাবা ও তার গিলাফের মাঝে চল্লিশ দিন-রাত অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে এই পানি ব্যতীত তার কোনো খাবার ছিল না—তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই এটি তৃপ্তিদায়ক খাদ্য।" মুসলিম ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ তাদের সনদে আরও যুক্ত করেছেন: "এবং ব্যাধির আরোগ্য।"

'সুনানে ইবনে মাজাহ'-তে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যমযম পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, তাতেই ফলপ্রসূ হয়।" একদল আলিম এই হাদীসটির বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনুল মুয়াম্মাল-এর কারণে এটিকে দুর্বল বলেছেন, যিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক যখন হজ্জ পালন করতে আসলেন, তখন তিনি যমযম কূপের কাছে এসে বললেন: 'হে আল্লাহ! ইবনে আবিল মাওয়ালি আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে এবং তিনি আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: "যমযম পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, তাতেই ফলপ্রসূ হয়", আর আমি এটি পান করছি কিয়ামতের দিনের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।' ইবনে আবিল মাওয়ালি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, সুতরাং হাদীসটি 'হাসান' (উত্তম)। কেউ কেউ এটিকে 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) বলেছেন এবং কেউ এটিকে 'মওজু' (জাল) বলেছেন, তবে উভয় মতের মধ্যেই অতিরঞ্জন রয়েছে।

আমি এবং আমার পরিচিত আরও অনেকেই যমযম পানি দ্বারা আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সব বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমি নিজেই এই পানি পান করে বেশ কিছু রোগ থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় মুক্তি লাভ করেছি। আমি এমন ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি বেশ কিছু দিন, প্রায় অর্ধ মাস বা তারও বেশি সময় ধরে কেবল এই পানি পান করে জীবনধারণ করেছেন এবং তার কোনো ক্ষুধা অনুভূত হয়নি; তিনি সাধারণ মানুষের মতোই মানুষের সাথে তওয়াফ সম্পাদন করেছেন। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো তিনি এভাবে চল্লিশ

দিন পর্যন্ত কাটাতেন এবং তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার মতো শারীরিক শক্তিও তার অবশিষ্ট থাকত, তিনি রোজা রাখতেন এবং বারবার তওয়াফ করতেন।

(১) এটি দারকুতনী ও হাকীম বর্ণনা করেছেন।
(২) এটি মুসলিম 'ফাদায়িলুস সাহাবা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(৩) এটি বাযযার, বায়হাকী ও তায়ালিসী বর্ণনা করেছেন।
(৪) এটি ইবনে মাজাহ, আহমাদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

ماء النيل: أَحَدُ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ أَصْلُهُ مِنْ وَرَاءِ جِبَالِ الْقَمَرِ فِي أَقْصَى بِلَادِ الْحَبَشَةِ مِنْ أَمْطَارٍ تَجْتَمِعُ هُنَاكَ، وَسُيُولٍ يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَسُوقُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ الَّتِي لَا نَبَاتَ لَهَا، فَيُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، تَأْكُلُ مِنْهُ الْأَنْعَامُ وَالْأَنَامُ، وَلَمَّا كَانَتِ الْأَرْضُ الَّتِي يَسُوقُهُ إِلَيْهَا إِبْلِيزًا صُلْبَةً، إِنْ أُمْطِرَتْ مَطَرَ الْعَادَةِ، لَمْ تُرْوَ، وَلَمْ تَتَهَيَّأْ لِلنَّبَاتِ، وَإِنْ أُمْطِرَتْ فَوْقَ الْعَادَةِ، ضَرَّتِ الْمَسَاكِنَ وَالسَّاكِنَ، وَعَطَّلَتِ الْمَعَايِشَ وَالْمَصَالِحَ، فَأَمْطَرَ الْبِلَادَ الْبَعِيدَةَ، ثُمَّ سَاقَ تِلْكَ الْأَمْطَارَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ فِي نَهْرٍ عَظِيمٍ، وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ زِيَادَتَهُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى قَدْرِ رَيِّ الْبِلَادِ وَكِفَايَتِهَا، فَإِذَا أَرْوَى الْبِلَادَ وَعَمَّهَا، أَذِنَ سُبْحَانَهُ بِتَنَاقُصِهِ وَهُبُوطِهِ لِتَتِمَّ الْمَصْلَحَةُ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الزَّرْعِ، وَاجْتَمَعَ فِي هَذَا الْمَاءِ الْأُمُورُ الْعَشَرَةُ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَكَانَ مِنْ أَلْطَفِ الْمِيَاهِ وَأَخَفِّهَا وَأَعْذَبِهَا وَأَحْلَاهَا.

مَاءُ الْبَحْرِ: ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» . وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِلْحًا أُجَاجًا مُرًّا زُعَاقًا لِتَمَامِ مَصَالِحِ مَنْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ، فَإِنَّهُ دَائِمٌ رَاكِدٌ كَثِيرُ الْحَيَوَانِ، وَهُوَ يَمُوتُ فِيهِ كَثِيرًا وَلَا يُقْبَرُ، فَلَوْ كَانَ حُلْوًا لَأَنْتَنَ مِنْ إِقَامَتِهِ وَمَوْتِ حَيَوَانَاتِهِ فِيهِ وَأَجَافَ، وَكَانَ الْهَوَاءُ الْمُحِيطُ بِالْعَالَمِ يَكْتَسِبُ مِنْهُ ذَلِكَ، وَيَنْتُنُ وَيُجِيفُ، فَيَفْسُدُ الْعَالَمُ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الرَّبِّ سبحانه وتعالى أَنْ جَعَلَهُ كَالْمَلَّاحَةِ الَّتِي لَوْ أُلْقِيَ فيه حيف الْعَالِمِ كُلُّهَا وَأَنْتَانُهُ وَأَمْوَاتُهُ لَمْ تُغَيِّرْهُ شَيْئًا، وَلَا يَتَغَيَّرُ عَلَى مُكْثِهِ مِنْ حِينِ خُلِقَ وَإِلَى أَنْ يَطْوِيَ اللَّهُ الْعَالَمَ، فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الْغَائِيُّ الْمُوجِبُ لِمُلُوحَتِهِ. وَأَمَّا الْفَاعِلِيُّ، فَكَوْنُ أرضه سبخة الحة.

وَبَعْدُ فَالِاغْتِسَالُ بِهِ نَافِعٌ مِنْ آفَاتٍ عَدِيدَةٍ فِي ظَاهِرِ الْجِلْدِ، وَشُرْبُهُ مُضِرٌّ بِدَاخِلِهِ وَخَارِجِهِ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُ الْبَطْنَ، وَيُهْزِلُ، وَيُحْدِثُ حَكَّةً وَجَرَبًا، وَنَفْخًا وَعَطَشًا، وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى شُرْبِهِ فَلَهُ طُرُقٌ مِنَ الْعِلَاجِ يَدْفَعُ بِهَا مَضَرَّتَهُ.

مِنْهَا: أَنْ يُجْعَلَ فِي قِدْرٍ، وَيُجْعَلَ فَوْقَ الْقِدْرِ قَصَبَاتٌ وَعَلَيْهَا صُوفٌ جَدِيدٌ مَنْفُوشٌ، وَيُوقَدَ تَحْتَ القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوفج فَإِذَا كَثُرَ عَصَرَهُ، وَلَا يَزَالُ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهُ مَا يُرِيدُ، فَيَحْصُلُ فِي الصُّوفِ مِنَ الْبُخَارِ مَا عَذُبَ وَيَبْقَى فِي القدر الزّعاق.

নীল নদের পানি: এটি জান্নাতের নদ-নদীসমূহের একটি। এর উৎস হাবশা (ইথিওপিয়া) ভূখণ্ডের দূরপ্রান্তে অবস্থিত জাবালুল কামার (চাঁদ পাহাড়)-এর পাদদেশ থেকে। সেখানে জমা হওয়া বৃষ্টি এবং এক স্রোত অন্যটিকে পুষ্ট করে প্রবাহিত হওয়া ঢল থেকেই এর উৎপত্তি। মহান আল্লাহ এই পানিকে সেই নির্জীব ও শুষ্ক ভূমির দিকে চালিত করেন যেখানে কোনো উদ্ভিদ নেই। অতঃপর তিনি এর মাধ্যমে শস্য উৎপন্ন করেন, যা থেকে গবাদিপশু এবং মানুষ আহার গ্রহণ করে। যেহেতু এই পানি যে ভূমিতে প্রবাহিত হয় তা অত্যন্ত শক্ত এঁটেল মাটি (ইবলিজ), তাই সেখানে সাধারণ বৃষ্টিপাত হলে ভূমি তা পর্যাপ্ত পরিমাণে শোষণ করতে পারে না এবং তা উদ্ভিদের উপযোগী হয় না। আবার যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, তবে তা ঘরবাড়ি ও জনবসতির ক্ষতিসাধন করে এবং জীবনযাত্রা ও স্বার্থ বিঘ্নিত করে। তাই তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং সেই বৃষ্টির পানিকে একটি বিশাল নদের মাধ্যমে এই শুষ্ক ভূমিতে বয়ে আনেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই নদের পানির বৃদ্ধিকে একটি

নির্দিষ্ট সময়ে এবং দেশের প্রয়োজন ও সেচ অনুযায়ী সীমিত করে দেন। যখন এই পানি ভূমিকে তৃপ্ত ও প্লাবিত করে, তখন তিনি শস্য বপনের সুবিধার্থে এর পানির স্তর হ্রাস ও অববাহিকা উন্মুক্ত করার অনুমতি দেন। এই পানিতে ইতিপূর্বে বর্ণিত দশটি গুণাগুণ একত্রিত হয়েছে; এটি অত্যন্ত কোমল, হালকা, সুপেয় ও সুমিষ্ট পানির অন্যতম।

সমুদ্রের পানি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি সমুদ্র সম্পর্কে বলেছেন: "এর পানি পবিত্র (পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম) এবং এর মৃত প্রাণী হালাল।" মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে একে লোনা, তিক্ত ও কটু করেছেন।

মানুষ ও পশুদের কথা বিবেচনা করে এটি করা হয়েছে; কারণ সমুদ্রের পানি বিশাল ও স্থির এবং এতে বিপুল পরিমাণ জলজ প্রাণী রয়েছে। এই প্রাণীগুলো সমুদ্রেই মারা যায় এবং সেগুলোকে সমাহিত করা হয় না। ফলে সমুদ্রের পানি যদি সুমিষ্ট হতো, তবে তা স্থবিরতার কারণে এবং এতে জলজ প্রাণীর মৃত্যুর ফলে দুর্গন্ধময় হয়ে পচে যেত এবং পচন ধরত। ফলে বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলে সেই পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত এবং পৃথিবী দূষিত হয়ে যেত। তাই মহান রবের প্রজ্ঞা দাবি করে যে, তিনি সমুদ্রকে একটি বিশাল লবণখনির মতো করে দিয়েছেন, যাতে সারা বিশ্বের সমস্ত আবর্জনা ও মৃতদেহ নিক্ষেপ করলেও তা বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় না। সৃষ্টির শুরু থেকে জগত লয় না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও এর বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এটিই হলো এর লবণাক্ততার মূল উদ্দেশ্য। আর এর প্রাকৃতিক কারণ হলো এর তলদেশ বা ভূমি লোনা ও ক্ষারযুক্ত হওয়া।

সমুদ্রের পানিতে গোসল করা ত্বকের বাহ্যিক নানা রোগের জন্য উপকারী, তবে এর পানি পান করা দেহের অভ্যন্তর ও বাহিরের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এটি উদরাময় বা পেট খারাপ করে, শরীরকে দুর্বল করে দেয়, এবং চুলকানি, খোসপাঁচড়া, পেট ফাঁপা ও তীব্র তৃষ্ণা সৃষ্টি করে। যদি কেউ এটি পান করতে বাধ্য হয়, তবে এর ক্ষতি দূর করার বিশেষ চিকিৎসাপদ্ধতি রয়েছে। এর একটি পদ্ধতি হলো: পানি একটি পাত্রে রেখে আগুনের ওপর চড়াতে হবে, পাত্রের মুখে কিছু নলকাগড়া রেখে তার ওপর ধুনিত নতুন পশম বিছিয়ে দিতে হবে এবং পাত্রের নিচে আগুন জ্বালাতে হবে যাতে বাষ্প পশমের গায়ে লাগে। যখন পশমে প্রচুর বাষ্প জমা হবে, তখন তা চিপে পানি সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে হবে। এর ফলে বাষ্প থেকে উৎপন্ন সুপেয় পানি পশমে জমা হবে এবং লবণাক্ত অংশ পাত্রের নিচে পড়ে থাকবে।

وَمِنْهَا: أَنْ يُحفَرَ عَلَى شَاطِئِهِ حُفْرَةٌ وَاسِعَةٌ يُرَشَّحُ مَاؤُهُ، إِلَيْهَا، ثُمَّ إِلَى جَانِبِهَا قَرِيبًا مِنْهَا أُخْرَى تُرَشَّحُ هِيَ إِلَيْهَا، ثُمَّ ثَالِثَةٌ إِلَى أَنْ يَعْذُبَ الْمَاءُ. وَإِذَا أَلْجَأَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى شُرْبِ الْمَاءِ الْكَدِرِ فَعِلَاجُهُ أَنْ يُلْقِيَ فِيهِ نَوَى الْمِشْمِشِ، أَوْ قِطْعَةً مِنْ خَشَبِ السَّاجِ، أَوْ جَمْرًا مُلْتَهِبًا يُطْفَأُ فِيهِ، أَوْ طِينًا أَرْمَنِيًّا، أَوْ سَوِيقَ حِنْطَةٍ فَإِنَّ كُدْرَتَهُ ترسب إلى أسفل.

مسك: ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مسلم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ» «1» .

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ عائشة رضي الله عنها: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ «2» .

الْمِسْكُ: مَلِكُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ، وَأَشْرَفُهَا وَأَطْيَبُهَا، وَهُوَ الَّذِي تُضْرَبُ بِهِ الْأَمْثَالُ، وَيُشَبَّهُ بِهِ غَيْرُهُ، وَلَا يُشَبَّهُ بِغَيْرِهِ، وَهُوَ كُثْبَانُ الْجَنَّةِ، وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، يَسُرُّ النَّفْسَ وَيُقَوِّيهَا، وَيُقَوِّي الأعضاء الباطنة جميعها شربا وشمّا وَيُقَوِّي الْأَعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ جَمِيعَهَا شُرْبًا وَشَمًّا وَالظَّاهِرَةَ إِذَا وُضِعَ عَلَيْهَا. نَافِعٌ لِلْمَشَايِخِ، وَالْمَبْرُودِينَ، لَا سِيَّمَا زَمَنَ الشِّتَاءِ جَيِّدٌ لِلْغَشْيِ وَالْخَفَقَانِ، وَضَعْفِ القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية، ويجلو بياض العين، وينشف رطوبتها، وظيفشّ الرِّيَاحَ مِنْهَا وَمِنْ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَيُبْطِلُ عَمَلَ السموم وينفع من نهش الأفاعي، ومنافعه كثيرة جداج وهو من أقوى المفرّحات.

مرزنجوش: وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ لَا نَعْلَمُ صِحَّتَهُ: «عَلَيْكُمْ بِالْمَرْزَنْجُوشِ، فَإِنَّهُ جَيِّدٌ لِلْخُشَامِ» «3» وَالْخُشَامُ: الزُّكَامُ.

وَهُوَ حَارٌّ فِي الثَّالِثَةِ يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، يَنْفَعُ شَمُّهُ مِنَ الصُّدَاعِ الْبَارِدِ وَالْكَائِنِ عَنِ الْبَلْغَمِ، وَالسَّوْدَاءِ وَالزُّكَامِ، وَالرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ، وَيَفْتَحُ السُّدَدَ الْحَادِثَةَ فِي الرأس

(1) أخرجه مسلم في الألفاظ.

(2) أخرجه البخاري في الحج.

(3) ذكره السيوطي في الجامع الصغير، ونسبه لابن السني وأبي نعيم في الطب.

এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো: এর তীরে একটি প্রশস্ত গর্ত খনন করা যাতে পানি চুঁইয়ে সেখানে জমা হয়, তারপর তার পাশেই কাছাকাছি অন্য একটি গর্ত খনন করা যাতে পানি সেখান থেকে সেখানে চুঁইয়ে যায়, এরপর তৃতীয় আরেকটি গর্ত খনন করা যতক্ষণ না পানি সুপেয় ও নির্মল হয়। আর যদি ঘোলা পানি পান করতে কেউ বাধ্য হয়, তবে তার প্রতিকার হলো তাতে খুবানি ফলের বীজ, অথবা সেগুন কাঠের টুকরো, অথবা প্রজ্জ্বলিত জ্বলন্ত কয়লা তাতে নিভিয়ে দেওয়া, অথবা আর্মেনীয় মাটি, অথবা গমের ছাতু মিশিয়ে দেওয়া; ফলে এর ঘোলাটে ভাব নিচে থিতিয়ে পড়বে।

কস্তুরী (মিসক): সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: "সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি হলো কস্তুরী।"

এবং ‘সহীহাইন’-এ (বুখারী ও মুসলিম) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে: আমি নবী কারীম (সা.)-কে ইহরাম বাঁধার আগে এবং কোরবানির দিন বায়তুল্লাহ তওয়াফ করার আগে কস্তুরীযুক্ত সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম।

কস্তুরী: এটি সকল প্রকার সুগন্ধির রাজা, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং সর্বোত্তম। এরই উদাহরণ পেশ করা হয় এবং অন্য বস্তুকে এর সাথে তুলনা করা হয়, কিন্তু একে অন্য কিছুর সাথে তুলনা করা হয় না। এটি জান্নাতের বালুকাতিলক। এটি দ্বিতীয় মাত্রায় উষ্ণ ও শুষ্ক। এটি মনকে আনন্দিত ও শক্তিশালী করে এবং পান করা ও শোঁকার মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তিশালী করে; তেমনি শরীরের বাইরের অঙ্গে ব্যবহার করলেও তা শক্তি জোগায়। এটি বৃদ্ধ ও শীতল প্রকৃতির মানুষের জন্য বিশেষত শীতকালে অত্যন্ত উপকারী। মূর্ছা যাওয়া, বুক ধড়ফড়ানি এবং জীবনীশক্তি পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে শারীরিক দুর্বলতায় এটি বেশ কার্যকর। এটি চোখের ছানি দূর করে, চোখের আর্দ্রতা শুকিয়ে ফেলে এবং চোখসহ শরীরের সমস্ত অঙ্গ থেকে বায়ু দূর করে। এটি বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে এবং বিষধর সাপের দংশনে উপকার দেয়। এর উপকারিতা অপরিসীম এবং এটি শ্রেষ্ঠ আনন্দদায়ক বস্তুসমূহের অন্যতম।

মারজানজুশ (মরজোরাম): এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার বিশুদ্ধতা আমাদের জানা নেই: "তোমরা মারজানজুশ ব্যবহার করো, কারণ এটি 'খুশাম'-এর জন্য উপকারী।" আর 'খুশাম' হলো সর্দি।

এটি তৃতীয় মাত্রায় উষ্ণ এবং দ্বিতীয় মাত্রায় শুষ্ক। এর ঘ্রাণ গ্রহণ করলে ঠাণ্ডাজনিত মাথাব্যথা এবং কফ, কৃষ্ণপিত্ত, সর্দি ও ভারী বায়ুর কারণে সৃষ্ট সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়। এটি মাথায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা বা বন্ধ শিরাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়।

---

(১) মুসলিম এটি 'আল-আলফাজ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(২) বুখারী এটি 'হজ্জ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।
(৩) সুয়ূতী এটি 'আল-জামি আস-সাগীর'-এ উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে সুন্নী ও আবু নুয়াইম-এর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের দিকে এর সম্বন্ধ করেছেন।

وَالْمَنْخِرَيْنِ، وَيُحَلِّلُ أَكْثَرَ الْأَوْرَامِ الْبَارِدَةِ، فَيَنْفَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْأَوْرَامِ وَالْأَوْجَاعِ الْبَارِدَةِ الرَّطْبَةِ، وَإِذَا احْتُمِلَ، أَدَرَّ الطَّمْثَ، وَأَعَانَ عَلَى الْحَبَلِ، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهُ الْيَابِسُ، وَكُمِدَ بِهِ، أَذْهَبَ آثَارَ الدَّمِ الْعَارِضِ تَحْتَ الْعَيْنِ، وَإِذَا ضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْخَلِّ، نَفَعَ لَسْعَةَ الْعَقْرَبِ.
وَدُهْنُهُ نَافِعٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَيُذْهِبُ بِالْإِعْيَاءِ، وَمَنْ أَدْمَنَ شَمَّهُ لَمْ يَنْزِلْ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ، وَإِذَا اسْتُعِطَ بِمَائِهِ مَعَ دُهْنِ اللَّوْزِ الْمُرِّ، فَتَحَ سُدَدَ الْمَنْخِرَيْنِ، وَنَفَعَ مِنَ الرِّيحِ الْعَارِضَةِ فِيهِمَا وَفِي الرأس.
ملح: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» : مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ: «سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ» «1» وَسَيِّدُ الشَّيْءِ: هُوَ الَّذِي يُصْلِحُهُ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ، وَغَالِبُ الْإِدَامِ إِنَّمَا يَصْلُحُ بِالْمِلْحِ، وَفِي «مُسْنَدِ البزار» مَرْفُوعًا: سيوشك أن تكونوا في الناس مثل ال الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، «وَلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ» «2» .
وَذَكَرَ البغوي فِي «تَفْسِيرِهِ» : عَنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مَرْفُوعًا:

«إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ: الْحَدِيدَ، وَالنَّارَ، وَالْمَاءَ، وَالْمِلْحَ» .. وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ.

الْمِلْحُ يُصْلِحُ أَجْسَامَ النَّاسِ وَأَطْعِمَتَهُمْ، وَيُصْلِحُ كُلَّ شَيْءٍ يُخَالِطُهُ حَتَّى الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ قُوَّةً تَزِيدُ الذَّهَبَ صُفْرَةً، وَالْفِضَّةَ بَيَاضًا، وَفِيهِ جِلَاءٌ وَتَحْلِيلٌ، وَإِذْهَابٌ لِلرُّطُوبَاتِ الْغَلِيظَةِ، وَتَنْشِيفٌ لَهَا، وَتَقْوِيَةٌ لِلْأَبْدَانِ، وَمَنْعٌ مِنْ عُفُونَتِهَا وَفَسَادِهَا وَنَفْعٌ مِنَ الْجَرَبِ الْمُتَقَرِّحِ.

وَإِذَا اكْتُحِلَ بِهِ، قَلَعَ اللَّحْمَ الزَّائِدَ مِنَ الْعَيْنِ، وَمَحَقَ الظَّفَرَةَ وَالْأَنْدَرَانِيُّ أَبْلَغُ فِي ذَلِكَ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ الْخَبِيثَةَ مِنَ الِانْتِشَارِ، وَيُحْدِرُ الْبِرَازَ، وَإِذَا دُلِكَ به بطون

---

(1) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة.

(2) رواه البزار والطبراني.

এবং নাসারন্ধ্রের জন্য উপকারী। এটি অধিকাংশ ঠান্ডা জাতীয় ফোলা বা টিউমার (অর্বুদ) দূর করে। ফলে এটি অধিকাংশ ঠান্ডা ও আর্দ্রতাজনিত ফোলা ও ব্যথায় বিশেষ উপকারী। যখন এটি পটির মতো (ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরি হিসেবে) ব্যবহার করা হয়, তখন এটি ঋতুস্রাব প্রবাহিত করে এবং গর্ভধারণে সহায়তা করে। আর যদি এর শুকনো পাতা চূর্ণ করে সেঁক দেওয়া হয়, তবে চোখের নিচে জমে থাকা রক্তের দাগ দূর হয়। আর যদি সিরকার (ভিনেগার) সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা বিচ্ছুর হুল ফোটানো বা দংশনের ক্ষেত্রে উপকারী। এর তেল পিঠ ও হাঁটুর ব্যথার জন্য উপকারী এবং ক্লান্তি দূর করে। যে ব্যক্তি নিয়মিত এর ঘ্রাণ গ্রহণ করবে, তার চোখে ছানি (পানি নামা) পড়বে না। যদি তিতা বাদামের তেলের সাথে মিশিয়ে নাকে নস্যি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা নাসারন্ধ্রের বন্ধ ভাব দূর করে এবং মাথায় ও নাকে সৃষ্ট বায়ুজনিত সমস্যা নিরাময় করে।

লবণ: ইবনে মাজাহ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি মারফু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন) হাদীসে উল্লেখ করেছেন: “তোমাদের তরকারির প্রধান উপাদান হলো লবণ।” কোনো জিনিসের ‘প্রধান’ বলতে বুঝায় যা তাকে সংশোধন করে এবং যার ওপর তা নির্ভরশীল। অধিকাংশ তরকারি বা খাদ্য ব্যঞ্জন লবণের

মাধ্যমেই উপযুক্ত ও সুস্বাদু হয়। ‘মুসনাদে বাযযার’-এ মারফু হিসেবে বর্ণিত আছে: “অচিরেই মানুষের মাঝে তোমাদের অবস্থা হবে খাবারে লবণের মতো; আর লবণ ছাড়া যেমন খাবার সুস্বাদু হয় না (তেমনি তোমাদের ছাড়াও সমাজ অচল হবে)।”

ইমাম বাগাওয়ী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে মারফু সূত্রে উল্লেখ করেছেন:

“আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে জমিনে চারটি বরকত নাজিল করেছেন: লোহা, আগুন, পানি এবং লবণ।” তবে এটি মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি) হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

লবণ মানুষের শরীর এবং খাদ্যকে সংশোধন করে। এটি এমন এক উপাদান যা এর সাথে মিশ্রিত প্রতিটি জিনিসকে সংশোধন করে, এমনকি সোনা ও রূপাকেও। এর কারণ হলো, এতে এমন এক শক্তি রয়েছে যা সোনার উজ্জ্বলতা ও রূপার শুভ্রতা বৃদ্ধি করে। এতে পরিষ্কার করার, দ্রবীভূত করার এবং ঘন আর্দ্রতা দূর ও শুষ্ক করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি শরীরকে শক্তিশালী করে, পচন ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করে এবং খোস-পাঁচড়া বা ক্ষতযুক্ত চর্মরোগে উপকারে আসে।

যদি এটি সুরমা হিসেবে চোখে ব্যবহার করা হয়, তবে চোখের অতিরিক্ত মাংস দূর করে এবং চোখের ছানি বা পর্দা দূর করে। আর আন্দারানি লবণ এক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। এটি মারাত্মক ক্ষত ছড়িয়ে পড়া রোধ করে এবং মল নিঃসরণে সহায়তা করে। যখন এর মাধ্যমে পেটে মালিশ করা হয়...

---

(১) ইবনে মাজাহ এটি খাদ্য অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

(২) বাযযার এবং তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 302)الطب النبوي لابن القيم

أَصْحَابِ الِاسْتِسْقَاءِ نَفَعَهُمْ، وَيُنَقِّي الْأَسْنَانَ، وَيَدْفَعُ عَنْهَا الْعُفُونَةَ، وَيَشُدُّ اللَّثَةَ وَيُقَوِّيهَا، وَمَنَافِعُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا.

حَرْفُ النُّونِ

نَخْلٌ: مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذ أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، أَخْبِرُونِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ سِنًّا فَسَكَتُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ النَّخْلَةُ» . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لعمر، فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا «1» ..

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلْقَاءُ الْعَالِمِ الْمَسَائِلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَتَمْرِينُهُمْ، وَاخْتِبَارُ مَا عِنْدَهُمْ.

وَفِيهِ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ وَالتَّشْبِيهُ.

وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِنَ الْحَيَاءِ مِنْ أَكَابِرِهِمْ وَإِجْلَالِهِمْ وَإِمْسَاكِهِمْ عَنِ الْكَلَامِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

وَفِيهِ فَرَحُ الرَّجُلِ بِإِصَابَةِ وَلَدِهِ، وَتَوْفِيقِهِ لِلصَّوَابِ.

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْوَلَدِ أَنْ يُجِيبَ بِمَا يَعْرِفُ بِحَضْرَةِ أَبِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ الْأَبُ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِسَاءَةُ أَدَبٍ عَلَيْهِ.

وَفِيهِ مَا تَضَمَّنَهُ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ بِالنَّخْلَةِ مِنْ كَثْرَةِ خَيْرِهَا وَدَوَامِ ظِلِّهَا، وَطِيبِ ثَمَرِهَا، وَوُجُودِهِ على الدوام.

---

(1) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في صفات المنافقين.

উদরী (ইসতিসকা) রোগীদের জন্য এটি উপকারী, দাঁত পরিষ্কার করে, দাঁত থেকে দুর্গন্ধ ও পচন দূর করে এবং মাড়ি মজবুত ও শক্তিশালী করে; এর উপকারিতা অত্যন্ত অধিক।

নূন বর্ণ

খেজুর গাছ: পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। ‘সহীহাইনে’ (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তাঁর কাছে একটি খেজুর গাছের মজ্জা (জুম্মার) আনা হলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ‘বৃক্ষসমূহের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার উদাহরণ একজন মুসলিম ব্যক্তির মতো, যার পাতা ঝরে পড়ে না। তোমরা আমাকে বলো তো সেটি কী?’ তখন লোকেরা মরুভূমির বিভিন্ন গাছপালা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। আমার মনে হলো সেটি হলো খেজুর গাছ। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, ‘এটি খেজুর গাছ’, কিন্তু দেখলাম যে আমি উপস্থিত সবার মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ, তাই আমি চুপ থাকলাম। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: ‘সেটি হলো খেজুর গাছ’। পরে আমি বিষয়টি উমরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জানালে তিনি বললেন: ‘তুমি যদি সেটি বলতে, তবে তা আমার কাছে অমুক অমুক জিনিসের চেয়েও বেশি প্রিয় হতো’ (১)।।

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো আলিম তাঁর সঙ্গীদের বা ছাত্রদের মেধা যাচাই ও প্রশিক্ষণের জন্য তাদের সামনে বিভিন্ন মাসআলা বা প্রশ্ন উপস্থাপন করতে পারেন।

এতে দৃষ্টান্ত প্রদান ও উপমা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতে সাহাবায়ে কেরামের সেই লজ্জাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় যা তারা বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে পোষণ করতেন এবং তাঁদের সামনে কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন।

এতে নিজ সন্তানের সঠিক উত্তর দানে সক্ষম হওয়া এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তাওফিক লাভের বিষয়ে একজন পিতার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পিতার উপস্থিতিতে সন্তান যদি কোনো সঠিক উত্তর জানে তবে তা বলা অপছন্দনীয় নয়, যদিও পিতা বিষয়টি না জেনে থাকেন; আর এটি পিতার প্রতি কোনো প্রকার শিষ্টাচার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হয় না।

এতে একজন মুসলিমকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করার কারণসমূহ নিহিত রয়েছে, যা হলো এর কল্যাণের প্রাচুর্য, ছায়ার স্থায়িত্ব, ফলের মিষ্টতা এবং সর্বদা এর উপকারিতা বিদ্যমান থাকা।

(১) ইমাম বুখারী এটি ‘খাদ্যদ্রব্য’ অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম ‘মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَثَمَرُهَا يُؤْكَلُ رَطْبًا وَيَابِسًا، وَبَلَحًا وَيَانِعًا، وَهُوَ غِذَاءٌ وَدَوَاءٌ وَقُوتٌ وَحَلْوَى، وَشَرَابٌ وَفَاكِهَةٌ، وَجُذُوعُهَا لِلْبِنَاءِ وَالْآلَاتِ وَالْأَوَانِي، وَيُتَّخَذُ مِنْ خُوصِهَا الْحُصُرُ وَالْمَكَاتِلُ وَالْأَوَانِي وَالْمَرَاوِحُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَمِنْ لِيفِهَا الْحِبَالُ وَالْحَشَايَا وَغَيْرُهَا، ثُمَّ آخِرُ شَيْءٍ نَوَاهَا عَلَفٌ لِلْإِبِلِ، وَيَدْخُلُ فِي الْأَدْوِيَةِ وَالْأَكْحَالِ، ثُمَّ جَمَالُ ثَمَرَتِهَا وَنَبَاتِهَا وَحُسْنُ هَيْئَتِهَا، وَبَهْجَةُ مَنْظَرِهَا، وَحُسْنُ نَضْدِ ثَمَرِهَا، وَصَنْعَتِهِ وَبَهْجَتُهُ، وَمَسَرَّةُ النُّفُوسِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، فَرُؤْيَتُهَا مُذَكِّرَةٌ لِفَاطِرِهَا وَخَالِقِهَا، وَبَدِيعِ صَنْعَتِهِ، وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ، وَتَمَامِ حِكْمَتِهِ، وَلَا شَيْءَ أَشْبَهُ بِهَا مِنَ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ، إِذْ هُوَ خَيْرٌ كُلُّهُ، وَنَفْعٌ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ.

وَهِيَ الشَّجَرَةُ الَّتِي حَنَّ جِذْعُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَارَقَهُ شَوْقًا إِلَى قُرْبِهِ، وَسَمَاعِ كَلَامِهِ، وَهِيَ الَّتِي نَزَلَتْ تَحْتَهَا مريم لَمَّا وَلَدَتْ عِيسَى عليه السلام، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ: أَكْرِمُوا عمّاتكم النَّخْلَةَ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الطِّينِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ.» » .

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَى الْحَبَلَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي كِتَابِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَمَا أَقْرَبَ أَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَحَلِّ سُلْطَانِهِ وَمَنْبَتِهِ، وَالْأَرْضِ الَّتِي تُوَافِقُهُ أَفْضَلَ وَأَنْفَعَ.

نَرْجِسُ: فِيهِ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ: «عَلَيْكُمْ بِشَمِّ النَّرْجِسِ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا شَمُّ النَّرْجِسِ» «2» .

وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَصْلُهُ يُدْمِلُ الْقُرُوحَ الْغَائِرَةَ إِلَى الْعَصَبِ، وَلَهُ قُوَّةُ غُسَالَةٍ جَالِيَةٌ جَابِذَةٌ، وَإِذَا طُبِخَ وَشُرِبَ مَاؤُهُ، أَوْ أُكِلَ مَسْلُوقًا، هَيَّجَ الْقَيْءَ، وَجَذَبَ الرُّطُوبَةَ مِنْ قَعْرِ الْمَعِدَةِ، وَإِذَا طُبِخَ مَعَ الْكُزْبَرَةِ وَالْعَسَلِ، نَقَّى أَوْسَاخَ القروح، وفجر الدّبيلات العسرة النضج.

---

(1) حديث موضوع.

(2) أخرجه ابن ماجه في الأدب.

এর ফল আর্দ্র ও শুষ্ক, কাঁচা ও পরিপক্ক উভয় অবস্থাতেই আহার করা হয়। এটি একইসাথে খাদ্য, ঔষধ, জীবনধারণের প্রধান উপকরণ, মিষ্টান্ন, পানীয় এবং ফল। এর কাণ্ডসমূহ নির্মাণ কাজ, বিভিন্ন সরঞ্জাম ও তৈজসপত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এর পাতা (খুস) থেকে চাটাই, ঝুড়ি, পাত্র, পাখা এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করা হয়। এর তন্তু (লিফ) থেকে দড়ি, গদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি হয়। পরিশেষে এর আঁটি উটের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি বিভিন্ন ঔষধ ও সুরমার উপাদানে অন্তর্ভুক্ত হয়। তদুপরি, এর ফল ও উদ্ভিদের সৌন্দর্য, এর চমৎকার অবয়ব, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, ফলের সুশৃঙ্খল বিন্যাস, এর নিখুঁত নির্মাণশৈলী ও উজ্জ্বলতা এবং এটি দেখার সময় অন্তরের প্রফুল্লতা—এসবই এর মহান উদ্ভাবক ও স্রষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁর সুনিপুণ কারুকার্য, নিখুঁত ক্ষমতা ও পূর্ণ প্রজ্ঞার সাক্ষ্য দেয়। মুমিন ব্যক্তির সাথে এই খেজুর বৃক্ষের চেয়ে সদৃশ আর কিছু নেই; কারণ মুমিনের পুরোটাই কল্যাণ এবং তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিকই অত্যন্ত উপকারী।

এটি সেই বৃক্ষ, যার কাণ্ড রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদে তাঁর নৈকট্য লাভের ব্যাকুলতায় এবং তাঁর পবিত্র বাণী শোনার আকাঙ্ক্ষায় রোদন করেছিল। এটি সেই বৃক্ষ, যার নিচে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) আশ্রয় নিয়েছিলেন যখন তিনি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে জন্ম দেন। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যার বর্ণনাসূত্র বা সানাদ পর্যালোচনার দাবি রাখে: "তোমরা তোমাদের ফুফু খেজুর বৃক্ষকে সম্মান করো, কেননা একে সেই অবশিষ্টাংশ মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা দিয়ে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল।"

খেজুর গাছ এবং আঙ্গুর লতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান নিয়ে মানুষের মাঝে দুটি মত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের (কুরআনের) বিভিন্ন স্থানে এই দুটির উল্লেখ একসাথে করেছেন। এই দুটি একে অপরের কতটা নিকটবর্তী! যদিও প্রতিটি গাছ তার নিজস্ব আধিপত্যের ক্ষেত্র, উৎপত্তিস্থল এবং যে মাটিতে এটি মানানসই, সেখানে সেটিই শ্রেষ্ঠ ও বেশি উপকারী।

নার্গিস (এক প্রকার ফুল): এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যা সহিহ নয়: "তোমরা নার্গিস ফুলের ঘ্রাণ নাও, কেননা অন্তরে উন্মাদনা, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগের বীজ থাকে যা নার্গিসের ঘ্রাণ ছাড়া দূর হয় না।"

এটি দ্বিতীয় স্তরের উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। এর মূল স্নায়ু পর্যন্ত পৌঁছানো গভীর ক্ষত নিরাময় করে। এর পরিষ্কার করার ও টেনে বের করার প্রবল শক্তি রয়েছে। যদি এটি রান্না করে এর পানি পান করা হয় অথবা সিদ্ধ করে খাওয়া হয়, তবে তা বমি উদ্রেক করে এবং পাকস্থলীর গভীর থেকে ক্ষতিকর আর্দ্রতা বের করে আনে। যখন এটি তিত মটর (কিরসিননাহ) ও মধুর সাথে রান্না করা হয়, তখন তা ক্ষতের ময়লা পরিষ্কার করে এবং শক্ত ও অপক্ক ফোড়া ফাটিয়ে দেয়।

---

(১) এটি একটি জাল (মাওজু) হাদিস।

(২) ইবনে মাজাহ এটি 'শিষ্টাচার' (আদাব) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

وَزَهْرُهُ مُعْتَدِلُ الْحَرَارَةِ، لَطِيفٌ يَنْفَعُ الزُّكَامَ الْبَارِدَ، وَفِيهِ تَحْلِيلٌ قَوِيٌّ، وَيَفْتَحُ سُدَدَ الدِّمَاغِ وَالْمَنْخِرَيْنِ، وينفع من الصّداع الرطب والسّوداوي، ويصدع الرؤوس الْحَارَّةَ، وَالْمُحَرَّقُ مِنْهُ إِذَا شُقَّ بَصَلُهُ صَلِيبًا، وَغُرِسَ، صَارَ مُضَاعَفًا، وَمَنْ أَدْمَنَ شَمَّهُ فِي الشِّتَاءِ أَمِنَ مِنَ الْبِرْسَامِ فِي الصَّيْفِ، وَيَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الرَّأْسِ الْكَائِنَةِ مِنَ الْبَلْغَمِ وَالْمِرَّةِ

السَّوْدَاءِ، وَفِيهِ مِنَ الْعِطْرِيَّةِ مَا يُقَوِّي الْقَلْبَ وَالدِّمَاغَ، وَيَنْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا.

وَقَالَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ: شَمُّهُ يُذْهِبُ بِصَرْعِ الصِّبْيَانِ.

نُورَةٌ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أم سلمة رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ هَذَا أَمْثَلُهَا.

قِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ، وَصُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ، سليمان ابن داود، وأصلها: كلس جزآن، وَزِرْنِيخٌ جُزْءٌ، يُخْلَطَانِ بِالْمَاءِ، وَيُتْرَكَانِ فِي الشَّمْسِ أَوِ الْحَمَّامِ بِقَدْرِ مَا تَنْضَجُ، وَتَشْتَدُّ زُرْقَتُهُ، ثُمَّ يُطْلَى بِهِ، وَيَجْلِسُ سَاعَةً رَيْثَمَا يَعْمَلُ، وَلَا يُمَسُّ بِمَاءٍ، ثُمَّ يُغْسَلُ، وَيُطْلَى مَكَانُهَا بالحناء لإذهاب ناريتها.

نبق: فكر أبو نعيم فِي كِتَابِهِ «الطِّبِّ النَّبَوِيِّ» : مَرْفُوعًا: «إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ كَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ أَكَلَ مِنْ ثِمَارِهَا النَّبْقُ» . وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّبْقَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ: أَنَّهُ رَأَى سدة الْمُنْتَهَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلَ قِلَالِ هَجَرَ «1» .

وَالنَّبْقُ ثَمَرُ شَجَرِ السِّدْرِ يُعْقِلُ الطَّبِيعَةَ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْإِسْهَالِ، وَيَدْبُغُ الْمَعِدَةَ، وَيُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ، وَيَغْذُو الْبَدَنَ، وَيُشَهِّي الطَّعَامَ، وَيُوَلِّدُ بَلْغَمًا، وَيَنْفَعُ الذَّرَبَ، الصَّفْرَاوِيَّ، وَهُوَ بَطِيءُ الْهَضْمِ، وَسَوِيقُهُ يُقَوِّي الْحَشَا، وَهُوَ يُصْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الصَّفْرَاوِيَّةَ، وَتُدْفَعُ مَضَرَّتُهُ بِالسُّكَّرِ.

وَاخْتُلِفَ فِيهِ، هَلْ هُوَ رَطْبٌ أَوْ يَابِسٌ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّ رَطْبَهُ بارد رطب، ويابسه بارد يابس.

---

(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق.

এর ফুল পরিমিত উষ্ণ, সূক্ষ্ম এবং এটি ঠান্ডা সর্দিতে উপকারি। এতে শক্তিশালী বিশ্লিষ্টকরণ ক্ষমতা রয়েছে; এটি মস্তিষ্ক ও নাসারন্ধ্রের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং আর্দ্র ও কৃষ্ণপিত্তজ

(সওদাভ) মাথাব্যথায় উপকারি। তবে এটি উষ্ণ মেজাজের অধিকারীদের মাথায় যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে। যদি এর কন্দ আড়াআড়িভাবে চিরে রোপণ করা হয়, তবে তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শীতকালে যে ব্যক্তি নিয়মিত এর ঘ্রাণ নেয়, সে গ্রীষ্মকালে বক্ষাবরণী প্রদাহ (বির্সাম) থেকে নিরাপদ থাকে। এটি কফ এবং কৃষ্ণপিত্তজনিত মাথাব্যথায় উপকারি। এতে এমন সুগন্ধি রয়েছে যা হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করে এবং এদের বহুবিধ রোগে উপকারি। আত-তৈসীর গ্রন্থের লেখক বলেছেন: এর ঘ্রাণ শিশুদের মৃগীরোগ দূর করে।

লোমনাশক প্রলেপ (নূরা): ইবনে মাজাহ উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন লোমনাশক প্রলেপ ব্যবহার করতেন, তখন তিনি নিজের গোপনাঙ্গ থেকে শুরু করতেন এবং সেখানে প্রলেপ লাগাতেন, আর তাঁর শরীরের বাকি অংশে তাঁর পরিবার প্রলেপ লাগিয়ে দিত। এই বিষয়ে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে এটিই সর্বোত্তম।

বলা হয়ে থাকে যে, দাউদ তনয় সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রথম হাম্মামে প্রবেশ করেন এবং তাঁর জন্যই লোমনাশক প্রলেপ তৈরি করা হয়েছিল। এর মূল উপাদান হলো: দুই ভাগ চুন (কিলস) এবং এক ভাগ হারিতাল (যিরনীখ); এই দুটি পানির সাথে মিশ্রিত করে রোদে বা হাম্মামে এমন সময় পর্যন্ত রাখা হয় যতক্ষণ না তা পরিপক্ব হয় এবং এর নীল বর্ণ গাঢ় হয়। এরপর তা প্রলেপ হিসেবে লাগানো হয় এবং কাজ করা পর্যন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়। তখন পানি লাগানো যাবে না। এরপর ধুয়ে ফেলতে হয় এবং সেই স্থানের জ্বালাপোড়া দূর করার জন্য সেখানে মেহেদি লাগানো হয়।

কুল বা বড়ই (নাবক): আবু নুআইম তাঁর 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে নববী নির্দেশনা' (তীব্বুন নববী) গ্রন্থে মারফু সূত্রে উল্লেখ করেছেন: "আদম (আলাইহিস সালাম) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি ফলমূলের মধ্যে সর্বপ্রথম বড়ই খেয়েছিলেন।" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বসম্মত বিশুদ্ধ হাদিসে বড়ইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মেরাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহা (প্রান্তীয় কুলবৃক্ষ) দেখেছেন এবং তার ফলগুলো ছিল 'হাজার' অঞ্চলের মটকার মতো বড়।

বড়ই হলো সিদর গাছের ফল। এটি পেট কষে ধরে (কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে), আমাশয় বা উদরাময়ে উপকারি, পাকস্থলীকে সবল করে, পিত্তকে শান্ত করে, শরীরকে পুষ্টি যোগায়, রুচি বৃদ্ধি করে, তবে এটি কফ সৃষ্টি করে এবং পিত্তজ উদরাময়ে উপকারি। এটি দেরিতে হজম হয়।

এর ছাতু (সাওয়িক) অন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং এটি পিত্তজ মেজাজ সংশোধন করে। মধুর মাধ্যমে এর অপকারিতা দূর করা যায়।
এটি সিক্ত না কি শুষ্ক—তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো: এর তাজা ফল শীতল ও সিক্ত, আর শুকনো ফল শীতল ও শুষ্ক।

---

(১) ইমাম বুখারি এটি 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

حَرْفُ الْهَاءِ
هِنْدَبَا: وَرَدَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَلَا يَثْبُتُ مِثْلُهَا، بَلْ هِيَ مَوْضُوعَةٌ أَحَدُهَا: «كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ وَلَا تَنْفُضُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ إِلَّا وَقَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ تَقْطُرُ عَلَيْهِ» الثَّانِي: مَنْ أَكَلَ الْهِنْدَبَاءَ، ثُمَّ نَامَ عَلَيْهَا لَمْ يَحُلَّ فِيهِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ» . الثَّالِثُ: «مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِ الْهِنْدَبَاءِ إِلَّا وَعَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ» [1] .
وَبَعْدُ فَهِيَ مُسْتَحِيلَةُ الْمِزَاجِ، مُنْقَلِبَةٌ بِانْقِلَابِ فُصُولِ السَّنَةِ، فَهِيَ فِي الشِّتَاءِ بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ، وَفِي الصَّيْفِ حَارَّةٌ يَابِسَةٌ وَفِي الرَّبِيعِ وَالْخَرِيفِ مُعْتَدِلَةٌ، وفي غالب أَحْوَالِهَا تَمِيلُ إِلَى الْبُرُودَةِ وَالْيُبْسِ، وَهِيَ قَابِضَةٌ مُبَرِّدَةٌ، جَيِّدَةٌ لِلْمَعِدَةِ، وَإِذَا طُبِخَتْ وَأُكِلَتْ بِخَلٍّ، عَقَلَتِ الْبَطْنَ وَخَاصَّةً الْبَرِّيُّ مِنْهَا، فَهِيَ أَجْوَدُ لِلْمَعِدَةِ، وَأَشَدُّ قَبْضًا، وَتَنْفَعُ مِنْ ضَعْفِهَا وَإِذَا تُضُمِّدَ بِهَا، سَلَبَتِ الِالْتِهَابَ الْعَارِضَ فِي الْمَعِدَةِ، وَتَنْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ، وَمِنْ أَوْرَامِ الْعَيْنِ الْحَارَّةِ، وَإِذَا تُضُمِّدَ بِوَرَقِهَا وَأُصُولِهَا، نَفَعَتْ مِنْ لَسْعِ الْعَقْرَبِ، وَهِيَ تُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَتَفْتَحُ السُّدَدَ الْعَارِضَةَ فِي الكبد، وَتَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِهَا حَارُّهَا وَبَارِدُهَا، وَتَفْتَحُ سُدَدَ الطِّحَالِ وَالْعُرُوقِ وَالْأَحْشَاءِ، وَتُنَقِّي مَجَارِيَ الْكُلَى.

وَأَنْفَعُهَا لِلْكَبِدِ أَمَرُّهَا، وَمَاؤُهَا الْمُعْتَصَرُ يَنْفَعُ مِنَ الْيَرَقَانِ السُّدَدِيِّ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا خُلِطَ بِهِ مَاءُ الرازيانج الرئب، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهَا، وَوُضِعَ عَلَى الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ بردّها وحلّلها، ويجلو ما في المعدة، ويطفىء حَرَارَةَ الدَّمِ وَالصَّفْرَاءَ، وَأَصْلَحُ مَا أُكِلَتْ غَيْرَ مَغْسُولَةٍ وَلَا مَنْفُوضَةٍ، لِأَنَّهَا مَتَى غُسِلَتْ أَوْ نُفِضَتْ، فَارَقَتْهَا قُوَّتُهَا، وَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ قُوَّةٌ تِرْيَاقِيَّةٌ تَنْفَعُ مِنْ جَمِيعِ السُّمُومِ.

وَإِذَا اكْتُحِلَ بِمَائِهَا، نَفَعَ مِنَ الْعَشَا، وَيَدْخُلُ وَرَقُهَا فِي التِّرْيَاقِ، وَيَنْفَعُ مِنْ لَدْغِ الْعَقْرَبِ، وَيُقَاوِمُ أَكْثَرَ السُّمُومِ، وَإِذَا اعْتُصِرَ مَاؤُهَا، وَصُبَّ عَلَيْهِ الزَّيْتُ، خَلَّصَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْقَتَّالَةِ، وَإِذَا اعْتُصِرَ أَصْلُهَا، وشرب

হা বর্ণ

হিন্দাবা (কাশনি শাক): এ সম্পর্কে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় এবং এ জাতীয় কোনো বর্ণনা সাব্যস্ত নয়, বরং এগুলো বানোয়াট। প্রথমটি: «তোমরা হিন্দাবা খাও এবং তা ঝেড়ো না; কারণ এমন কোনো দিন নেই যেদিন জান্নাতের পানির ফোঁটা এর ওপর পড়ে না।» দ্বিতীয়টি: «যে ব্যক্তি হিন্দাবা খেলো, অতঃপর তার ওপর (তা খেয়ে) ঘুমালো, কোনো বিষ বা জাদু তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।» তৃতীয়টি: «হিন্দাবার এমন কোনো পাতা নেই যার ওপর জান্নাতের এক ফোঁটা পানি নেই।» [১] ।

বস্তুত এর প্রকৃতি (মেজাজ) পরিবর্তনশীল, যা বছরের ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যায়। শীতকালে এটি শীতল ও আর্দ্র, গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও শুষ্ক এবং বসন্ত ও শরৎকালে নাতিশীতোষ্ণ থাকে। অধিকাংশ অবস্থায় এর প্রবণতা শীতলতা ও শুষ্কতার দিকে থাকে। এটি ধারক (কোষ্ঠবদ্ধকারী) ও শীতলকারক এবং পাকস্থলীর জন্য উত্তম। এটি যখন সিরকা দিয়ে রান্না করে খাওয়া হয়, তখন তা পেট নির্গমন বন্ধ করে, বিশেষ করে বন্য প্রজাতির হিন্দাবা; যা পাকস্থলীর জন্য অধিক উপকারী, অধিক শক্তিশালী ধারক এবং পাকস্থলীর দুর্বলতায় উপকারে আসে।

এটি দিয়ে প্রলেপ দিলে পাকস্থলীর আকস্মিক প্রদাহ দূর হয়। এটি গেঁটে বাত এবং চোখের উষ্ণ ফোলা নিরাময়ে উপকারী। এর পাতা ও শিকড় দিয়ে প্রলেপ দিলে বিচ্ছুর হুলের দংশনে উপকার পাওয়া যায়। এটি পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে, কলিজায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা (সুদাদ)

দূর করে এবং কলিজার উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার ব্যথায় কাজ করে। এটি প্লীহা, রক্তনালী ও অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং কিডনির নালীসমূহ পরিষ্কার করে।
কলিজার জন্য এর মধ্যে যেটি বেশি তিক্ত সেটি সবচেয়ে বেশি উপকারী। এর নিংড়ানো রস প্রতিবন্ধকতা জনিত জন্ডিসে (ইয়ারাকান) কাজ করে, বিশেষ করে যদি এর সাথে সতেজ মৌরির (রাজিয়ানাঞ্জ) রস মেশানো হয়। এর পাতা পিষে উষ্ণ ফোলার ওপর প্রলেপ দিলে তা শীতল করে এবং ফোলা উপশম করে। এটি পাকস্থলীর ময়লা পরিষ্কার করে এবং রক্ত ও পিত্তের উত্তাপ প্রশমিত করে। এটি না ধুয়ে এবং না ঝেড়ে খাওয়া সবচেয়ে উত্তম; কারণ যখনই এটি ধোয়া বা ঝাড়া হয়, এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। এ সত্ত্বেও এতে বিষ প্রতিষেধক (তিরইয়াক) শক্তি রয়েছে যা সকল বিষের বিরুদ্ধে কাজ করে।
এর রস চোখে অঞ্জন হিসেবে ব্যবহার করলে রাতকানা রোগে উপকার পাওয়া যায়। এর পাতা বিষ প্রতিষেধকের অন্তর্ভুক্ত এবং বিচ্ছুর দংশনে উপকারী ও অধিকাংশ বিষ প্রতিরোধ করে।
এর রস নিংড়ে তাতে জয়তুনের তেল মিশিয়ে পান করলে তা প্রাণঘাতী ওষুধের বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি দেয়। আর যখন এর শিকড় নিংড়ে পান করা হয়...

(ص: 306)الطب النبوي لابن القيم

مَاؤُهُ، نَفَعَ مِنْ لَسْعِ الْأَفَاعِي، وَلَسْعِ الْعَقْرَبِ، وَلَسْعِ الزُّنْبُورِ، وَلَبَنُ أَصْلِهَا يَجْلُو بَيَاضَ الْعَيْنِ.

حَرْفُ الْوَاوِ

وَرْسٌ: ذَكَرَ الترمذي فِي «جَامِعِهِ» : مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، قَالَ قَتَادَةُ: يُلَدُّ بِهِ، وَيُلَدُّ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ «1» .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَيْضًا، قَالَ: نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرْسًا وَقُسْطًا وَزَيْتًا يُلَدُّ بِهِ.

وَصَحَّ عَنْ أم سلمة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْكَلَفِ «2» .

قَالَ أبو حنيفة اللغوي: الْوَرْسُ يُزْرَعُ زَرْعًا، وَلَيْسَ بِبَرِّيٍّ، وَلَسْتُ أَعْرِفُهُ بِغَيْرِ أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ بِغَيْرِ بِلَادِ الْيَمَنِ.

وَقُوَّتُهُ فِي الْحَرَارَةِ وَالْيُبُوسَةِ فِي أَوَّلِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَجْوَدُهُ الْأَحْمَرُ اللَّيِّنُ فِي الْيَدِ، الْقَلِيلُ النُّخَالَةِ، يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ، وَالْحَكَّةِ، وَالْبُثُورِ، الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ، وَلَهُ قُوَّةٌ قَابِضَةٌ صَابِغَةٌ، وَإِذَا شُرِبَ نَفَعَ مِنَ الْوَضَحِ، وَمِقْدَارُ الشَّرْبَةِ مِنْهُ وَزْنُ دِرْهَمٍ.

وَهُوَ فِي مِزَاجِهِ وَمَنَافِعِهِ قَرِيبٌ مِنْ مَنَافِعِ الْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ عَلَى الْبَهَقِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ وَالسَّفْعَةِ نَفَعَ مِنْهَا، وَالثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بالورس يقوي على الباه.

---

(1) أخرجه الترمذي في الطب، وابن ماجة.

(2) أخرجه أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي والدارقطني، والحاكم والبيهقي.

এর রস সর্পদংশন, বিচ্ছুর দংশন এবং ভীমরুলের দংশনে বিশেষ উপকারী। আর এর শিকড়ের নির্যাস চোখের সাদা দাগ দূর করে।

'ওয়াও' বর্ণ

ওয়ারস (এক প্রকার হলদে রঞ্জক উদ্ভিদ): ইমাম তিরমিযী তাঁর ‘জামে’ গ্রন্থে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পার্শ্বশূল বা ফুসফুসের প্রদাহের (জাতুল জাম্ব) চিকিৎসায় অলিভ অয়েল ও ওয়ারস ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। কাতাদাহ (রহ.) বলেন: এটি দিয়ে ‘লাদুদ’ (মুখের এক পাশ দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ) করা হতো এবং শরীরের যে পাশে ব্যথা হতো সে পাশ দিয়েই তা প্রয়োগ করা হতো। «১» ।

ইবনে মাজাহ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পার্শ্বশূলের চিকিৎসার জন্য ওয়ারস, কুস্ত ও অলিভ অয়েলের কথা উল্লেখ করেছেন যা দিয়ে লাদুদ করা হতো।

উম্মে সালামা (রা.) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রসূতি মায়েরা সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত (ইবাদত থেকে) বিরত থাকতেন এবং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখে মেছতার দাগ দূর করার জন্য ওয়ারস মেখে রাখতেন। «২» ।

ভাষাবিদ আবু হানিফা বলেন: ওয়ারস চাষ করা হয়, এটি বন্য উদ্ভিদ নয়। আরব ভূখণ্ড ব্যতীত অন্য কোথাও এর ফলন সম্পর্কে আমার জানা নেই এবং আরব ভূখণ্ডের মধ্যে এটি কেবল ইয়েমেনেই দেখা যায়।

এর গুণাগুণ উষ্ণতা ও শুষ্কতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরের প্রারম্ভিক পর্যায়ে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেটি যা লাল বর্ণের, স্পর্শে নরম এবং যাতে তুষ বা ময়লা কম থাকে। এটি প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করলে মেছতা, চুলকানি এবং শরীরের উপরিভাগের ফুসকুড়ি নিরাময়ে কাজ দেয়। এতে সঙ্কোচনকারী (Astringent) ও রঞ্জক গুণ রয়েছে। এটি পান করলে ধবল রোগের (লেউকোডার্মা) উপকার হয় এবং সেবনের মাত্রা হলো এক দিরহাম পরিমাণ।

প্রকৃতি ও উপকারের দিক থেকে এটি সামুদ্রিক কুস্ত-এর কাছাকাছি। এটি শ্বেতী, চুলকানি, ফুসকুড়ি ও মুখের কালো ছোপের ওপর প্রলেপ হিসেবে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। আর ওয়ারস দিয়ে রাঙানো কাপড় পরিধান করলে তা কামশক্তি বৃদ্ধি করে।

---

(১) এটি তিরমিযী চিকিৎসা অধ্যায়ে এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

(২) এটি আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এবং আবু দাউদ, তিরমিযী, দারাকুতনী, হাকিম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

وسمة: هِيَ وَرَقُ النِّيلِ، وَهِيَ تُسَوِّدُ الشَّعْرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ الصَّبْغِ بالسواد ومن فعله.

حَرْفُ الْيَاءِ

يَقْطِينٌ: وَهُوَ الدُّبَّاءُ وَالْقَرْعُ، وَإِنْ كَانَ الْيَقْطِينُ أَعَمَّ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: كُلُّ شَجَرٍ لَا تَقُومُ عَلَى سَاقٍ، كَالْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ «1» .

فَإِنْ قِيلَ: مَا لَا يَقُومُ عَلَى سَاقٍ يُسَمَّى نَجْمًا لَا شَجَرًا، وَالشَّجَرُ: مَا لَهُ سَاقٌ، قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ: فَكَيْفَ قَالَ: شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ «1» .

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الشَّجَرَ إِذَا أُطْلِقَ، كَانَ مَا لَهُ سَاقٌ يَقُومُ عَلَيْهِ، وَإِذَا قُيِّدَ بِشَيْءٍ تَقَيَّدَ بِهِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فِي الْأَسْمَاءِ بَابٌ مُهِمٌّ عَظِيمُ النَّفْعِ فِي الْفَهْمِ، وَمَرَاتِبِ اللُّغَةِ.

وَالْيَقْطِينُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ: هُوَ نَبَاتُ الدُّبَّاءِ، وَثَمَرُهُ يُسَمَّى الدُّبَّاءَ وَالْقَرْعَ، وَشَجَرَةَ الْيَقْطِينِ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» : مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أنس رضي الله عنه: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أنس: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ «2» .

وَقَالَ أبو طالوت دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ، وَيَقُولُ: يَا لَكِ مِنْ شَجَرَةٍ مَا أَحَبَّكِ إِلَيَّ لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إيّاك.

---

(1) الصافات- 146.

(2) أخرجه البخاري في الأطعمة، ومسلم في الأشربة.

ওয়াসমাহ (নীল পাতা): এটি হলো নীলের পাতা, যা চুল কালো করে। কালো রঙ দ্বারা চুল রাঙানোর বৈধতা এবং যারা এটি করেছেন তাদের সম্পর্কে মতপার্থক্যের আলোচনা অতি সম্প্রতি অতিক্রান্ত হয়েছে।

'ইয়া' বর্ণ

ইয়াকতিন: এটি হলো দুব্বা ও কার' (কদু বা লাউ), যদিও ইয়াকতিন শব্দটি অধিক ব্যাপক। কেননা ভাষাগতভাবে এটি এমন প্রতিটি উদ্ভিদকে বোঝায় যার কোনো কাণ্ড নেই, যেমন তরমুজ, শসা ও খিরা। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "আর আমি তার ওপর একটি ইয়াকতিন (লাউ) গাছ গজিয়ে দিলাম।" (১)।

যদি প্রশ্ন করা হয়: যার কোনো কাণ্ড নেই তাকে তো 'নাজম' বলা হয়, 'শাজার' (গাছ) নয়; আর গাছ হলো তা যার কাণ্ড আছে—এটি ভাষাবিদদের অভিমত। তবে আল্লাহ তাআলা কেন "ইয়াকতিনের গাছ" (শাজারাতাম মিন ইয়াকতিন) বললেন?

উত্তর হলো: 'শাজার' (গাছ) শব্দটিকে যখন সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন তার উদ্দেশ্য হয় কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ। কিন্তু যখন একে কোনো বিশেষ গুণের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়, তখন তা সেই অনুযায়ী সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। নামসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণ ও বিশেষের (মুতলাক ও মুকাইয়াদ) মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করা এবং ভাষার স্তরবিন্যাস বোঝার ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহা উপকারী অধ্যায়।

কুরআনে উল্লিখিত ইয়াকতিন হলো দুব্বা বা কদু গাছ; এর ফলকে দুব্বা, কার' বা ইয়াকতিন গাছ বলা হয়। 'সহীহাইন'-এ (বুখারী ও মুসলিম) আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন দর্জি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর তৈরি করা খাবারের দাওয়াত দিলেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে গেলাম। তিনি তাঁর সামনে যবের রুটি এবং এমন ঝোল পরিবেশন করলেন যাতে কদু ও শুকনো মাংস ছিল। আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পাত্রের চারপাশ থেকে কদু খুঁজে নিয়ে খেতে দেখলাম। সেই দিন থেকে আমি কদু পছন্দ করতে শুরু করলাম। (২)।

আবু তালুত বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তিনি কদু খাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: হে বৃক্ষ! তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয়, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে ভালোবাসতেন।

(১) সূরা আস-সাফফাত: ১৪৬।

(২) ইমাম বুখারী 'খাদ্য' অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম 'পানীয়' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।

وَفِي «الْغَيْلَانِيَّاتِ» : مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عائشة إِذَا طَبَخْتُمْ قِدْرًا، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الدُّبَّاءِ، فَإِنَّهَا تَشُدُّ قَلْبَ الْحَزِينِ» .

الْيَقْطِينُ: بَارِدٌ رَطْبٌ، يَغْذُو غِذَاءً يَسِيرًا، وَهُوَ سَرِيعُ الِانْحِدَارِ، وَإِنْ لَمْ يَفْسُدْ قَبْلَ الْهَضْمِ تَوَلَّدَ مِنْهُ خَلْطٌ مَحْمُودٌ، وَمِنْ خَاصِّيَّتِهِ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ خَلْطٌ مَحْمُودٌ مُجَانِسٌ لِمَا يَصْحَبُهُ، فَإِنْ أُكِلَ بِالْخَرْدَلِ، تَوَلَّدَ مِنْهُ خِلْطٌ حِرِّيفٌ، وَبِالْمِلْحِ خِلْطٌ مَالِحٌ، وَمَعَ الْقَابِضِ قَابِضٌ، وَإِنْ طُبِخَ بِالسَّفَرْجَلِ غَذَا الْبَدَنَ غِذَاءً جَيِّدًا.

وَهُوَ لَطِيفٌ مَائِيٌّ يَغْذُو غِذَاءً رَطْبًا بَلْغَمِيًّا، وَيَنْفَعُ الْمَحْرُورِينَ، وَلَا يُلَائِمُ الْمَبْرُودِينَ، وَمَنِ الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الْبَلْغَمُ، وَمَاؤُهُ يَقْطَعُ الْعَطَشَ، وَيُذْهِبُ الصُّدَاعَ الْحَارَّ إِذَا شُرِبَ أَوْ غُسِلَ بِهِ الرَّأْسُ، وَهُوَ مُلَيِّنٌ لِلْبَطْنِ كَيْفَ اسْتُعْمِلَ، وَلَا يَتَدَاوَى الْمَحْرُورُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَا أَعْجَلَ مِنْهُ نَفْعًا.

وَمِنْ مَنَافِعِهِ: أَنَّهُ إِذَا لُطِّخَ بِعَجِينٍ، وَشُوِيَ فِي الْفُرْنِ أَوِ التَّنُّورِ، وَاسْتُخْرِجَ مَاؤُهُ وَشُرِبَ بِبَعْضِ الْأَشْرِبَةِ اللَّطِيفَةِ سَكَّنَ حَرَارَةَ الْحُمَّى الْمُلْتَهِبَةَ، وَقَطَعَ الْعَطَشَ، وَغَذَّى غِذَاءً حَسَنًا، وَإِذَا شُرِبَ بِتَرَنْجَبِينَ وَسَفَرْجَلٍ مُرَبًّى أَسْهَلَ صَفْرَاءَ مَحْضَةً.

وَإِذَا طُبِخَ الْقَرْعُ، وَشُرِبَ مَاؤُهُ بِشَيْءٍ مِنْ عَسَلٍ، وَشَيْءٍ مِنْ نَطْرُونٍ، أَحْدَرَ بَلْغَمًا وَمِرَّةً مَعًا، وَإِذَا دُقَّ وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ عَلَى الْيَافُوخِ، نَفَعَ مِنَ الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ فِي الدِّمَاغِ.

وَإِذَا عُصِرَتْ جُرَادَتُهُ، وَخُلِطَ مَاؤُهَا بِدُهْنِ الْوَرْدِ، وَقُطِرَ مِنْهَا فِي الْأُذُنِ، نَفَعَتْ مِنَ الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ، وَجُرَادَتُهُ نَافِعَةٌ مِنْ أَوْرَامِ الْعَيْنِ الْحَارَّةِ، وَمِنَ النِّقْرِسِ الْحَارِّ، وَهُوَ شَدِيدُ النَّفْعِ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ وَالْمَحْمُومِينَ، وَمَتَى صَادَفَ فِي الْمَعِدَةِ خَلْطًا رَدِيئًا، اسْتَحَالَ إِلَى طَبِيعَتِهِ، وَفَسَدَ، وَوَلَّدَ فِي الْبَدَنِ خَلْطًا رَدِيئًا، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ بِالْخَلِّ وَالْمُرِّيِّ.

"আল-গাইলানিয়্যাত" গ্রন্থে হিশাম ইবনে উরওয়াহ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন: "হে আয়েশা! যখন তোমরা হাঁড়িতে কোনো খাবার রান্না করবে, তখন তাতে কদুর (লাউ) পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ো। কারণ এটি শোকাতুর মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে।"

কদু বা লাউ (ইয়াকতিন): এটি শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির। এটি সামান্য পুষ্টি সরবরাহ করে এবং দ্রুত হজম হয়ে অন্ত্রে নেমে যায়। হজমের আগে যদি তা বিকৃত না হয়, তবে এটি থেকে প্রশংসনীয় শারীরিক রস (খলত) উৎপন্ন হয়। এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি তার সাথে থাকা অন্য খাবারের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রস তৈরি করে। সুতরাং, এটি যদি সরিষার সাথে খাওয়া হয়, তবে ঝাল বা তীক্ষ্ণ রস উৎপন্ন হয়; লবণের সাথে খেলে লোনা রস এবং কষযুক্ত দ্রব্যের সাথে খেলে সংকোচনকারী রস উৎপন্ন হয়। আর যদি এটি বিহিফলের (সাফারজাল) সাথে রান্না করা হয়, তবে তা শরীরকে অত্যন্ত উত্তম পুষ্টি প্রদান করে।

এটি হালকা ও জলীয় প্রকৃতির খাদ্য, যা আর্দ্র ও কফজাতীয় (বালগামি) পুষ্টি সরবরাহ করে। এটি উষ্ণ মেজাজের অধিকারীদের জন্য উপকারী, কিন্তু শীতল মেজাজের অধিকারী এবং যাদের শরীরে কফের আধিক্য রয়েছে তাদের জন্য উপযোগী নয়। এর রস তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং পান করলে অথবা এটি দিয়ে মাথা ধুলে উষ্ণতাজনিত মাথাব্যথা দূর করে। এটি যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, তা পেট নরম করে। উষ্ণ মেজাজের অধিকারীদের জন্য এর মতো আর কোনো ওষুধ নেই এবং এর চেয়ে দ্রুত ফলদায়ক আর কিছু হতে পারে না।

এর অন্যান্য উপকারের মধ্যে রয়েছে: যদি এটি আটার খামির দিয়ে প্রলেপ দিয়ে চুলা বা তন্দুরে পুড়িয়ে তার রস বের করা হয় এবং হালকা কোনো পানীয়র সাথে পান করা হয়, তবে তা তীব্র জ্বরের উত্তাপ প্রশমিত করে, তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং শরীরে উত্তম পুষ্টি জোগায়। আর

যদি তা মান্না (তারানজাবিন) এবং বিহিফলের মোরব্বার সাথে পান করা হয়, তবে তা বিশুদ্ধ পিত্ত (সাফরা) নির্গত করতে সহায়তা করে।
আর যদি কদু রান্না করে তার ঝোল সামান্য মধু ও ক্ষারজাতীয় লবণের (নাতরুন) সাথে পান করা হয়, তবে তা কফ ও পিত্ত উভয়কে একসাথে বের করে দেয়। আর যদি এটি পিষে ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে তা মস্তিষ্কের উষ্ণতাজনিত প্রদাহ নিরাময়ে বিশেষ উপকারে আসে।
এর কুড়ানো শাঁস চিপে রস বের করে যদি গোলাপ তেলের সাথে মিশিয়ে কানে ফোঁটা দেওয়া হয়, তবে তা উষ্ণতাজনিত কানের প্রদাহে উপকার দেয়। এর কুড়ানো শাঁস চোখের উষ্ণ প্রদাহ এবং গরম গেঁটেবাত (নিকরিস) নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকর। উষ্ণ মেজাজের অধিকারী এবং জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। তবে পাকস্থলীতে যদি কোনো মন্দ বা দূষিত রস থাকে, তবে এটি সেই দূষিত উপাদানের প্রকৃতি গ্রহণ করে নষ্ট হয়ে যায় এবং শরীরে মন্দ রস তৈরি করে। এমতাবস্থায় সিরকা (খাল) এবং নোনতা সস (মুরব্বা) ব্যবহারের মাধ্যমে এর এই ক্ষতি দূর করা যায়।

(ص: 309)الطب النبوي لابن القيم

وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ مِنْ أَلْطَفِ الْأَغْذِيَةِ، وَأَسْرَعِهَا انْفِعَالًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أنس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أكله.

فصل [في المحاذير]

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أَخْتِمَ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْبَابِ بِفَصْلٍ مُخْتَصَرٍ عَظِيمِ النَّفْعِ فِي الْمَحَاذِرِ، وَالْوَصَايَا الْكُلِّيَّةِ النَّافِعَةِ لِتَتِمَّ مَنْفَعَةُ الْكِتَابِ، وَرَأَيْتُ لابن ماسويه فَصْلًا فِي كِتَابِ «الْمَحَاذِيرِ» نَقَلْتُهُ بِلَفْظِهِ، قَالَ:

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكَلِفَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنِ افْتَصَدَ، فَأَكَلَ مَالِحًا فَأَصَابَهُ بَهَقٌ أَوْ جَرَبٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِهِ الْبَيْضَ وَالسَّمَكَ، فَأَصَابَهُ فَالِجٌ أَوْ لَقْوَةٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَهُوَ ممتلىء، فَأَصَابَهُ فَالِجٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِهِ اللَّبَنَ وَالسَّمَكَ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ أَوْ نِقْرِسٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِهِ اللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ، فَأَصَابَهُ بَرَصٌ أَوْ نِقْرِسٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نفسه.

ومن احتلم، فلم يغتسل حتى وطىء أَهْلَهُ، فَوَلَدَتْ مَجْنُونًا أَوْ مُخَبَّلًا، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ أَكَلَ بَيْضًا مَسْلُوقًا بَارِدًا، وَامْتَلَأَ مِنْهُ، فَأَصَابَهُ رَبْوٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ جَامَعَ، فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَأَصَابَهُ حَصَاةٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

মোটের উপর, এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও লঘু খাবারগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি অত্যন্ত দ্রুত পরিপাকযোগ্য। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি অধিক পরিমাণে আহার করতেন।

পরিচ্ছেদ [সতর্কতা প্রসঙ্গে]

আমি সমীচীন মনে করেছি যে, এই অধ্যায়ের আলোচনাটি অত্যন্ত উপকারী ও সংক্ষিপ্তভাবে সতর্কতা এবং ব্যাপক কল্যাণকর উপদেশমালার একটি পরিচ্ছেদ দ্বারা সমাপ্ত করি, যাতে এই কিতাবের উপযোগিতা পূর্ণতা পায়। আমি ইবনে মাসওয়াইহ-এর ‘আল-মাহাযীর’ (সতর্কবার্তা) গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদ দেখেছি এবং তা হুবহু উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন:

যে ব্যক্তি টানা চল্লিশ দিন পেঁয়াজ ভক্ষণ করে এবং তার ফলে যদি তার ত্বকে মেছতা (কালো দাগ) পড়ে, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।

যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ (শিরা কেটে রক্ত বের করা) করার পর লোনা খাবার গ্রহণ করে এবং এর ফলে যদি সে শ্বেতী বা চুলকানিতে আক্রান্ত হয়, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।

যে ব্যক্তি তার পাকস্থলীতে ডিম ও মাছ একত্রে জমা করে এবং এর ফলে যদি সে পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) বা মুখমন্ডলের অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।

যে ব্যক্তি ভরা পেটে গোসলখানায় প্রবেশ করে এবং তার ফলে যদি সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।
যে ব্যক্তি তার পাকস্থলীতে দুধ ও মাছ একত্রে জমা করে এবং এর ফলে যদি সে কুষ্ঠরোগ, শ্বেতী বা গেঁটেবাত রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।
যে ব্যক্তি তার পাকস্থলীতে দুধ ও নাবিয (খেজুর বা কিসমিস ভেজানো পানীয়) একত্রে জমা করে এবং তার ফলে যদি সে শ্বেতী বা গেঁটেবাতে আক্রান্ত হয়, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।
যে ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয়েছে, অথচ সে গোসল না করেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, যার ফলে তাদের কোনো পাগল বা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম নেয়, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।
যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে ঠান্ডা সেদ্ধ ডিম আহার করে পেট পূর্ণ করে ফেলে এবং এর ফলে যদি সে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।
যে ব্যক্তি সহবাস করার পর মূত্রত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে ভারমুক্ত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না এবং এর ফলে যদি তার শরীরে পাথর (কিডনি বা মূত্রথলির পাথর) সৃষ্টি হয়, তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।

(ص: 310)الطب النبوي لابن القيم

وَمَنْ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لَيْلًا، فَأَصَابَهُ لَقْوَةٌ، أَوْ أَصَابَهُ دَاءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

فصل [في الحذر من أكل البيض والسمك معا]

وقال ابن يختيشوع: احْذَرْ أَنْ تَجْمَعَ الْبَيْضَ وَالسَّمَكَ، فَإِنَّهُمَا يُورِثَانِ الْقُولَنْجَ، وَالْبَوَاسِيرَ، وَوَجَعَ الْأَضْرَاسِ.

وَإِدَامَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ يُوَلِّدُ الْكَلَفَ فِي الْوَجْهِ وَأَكْلُ الْمُلُوحَةِ وَالسَّمَكِ الْمَالِحِ وَالِافْتِصَادُ بَعْدَ الْحَمَّامِ يُوَلِّدُ الْبَهَقَ وَالْجَرَبَ.

إِدَامَةُ أَكْلِ كُلَى الْغَنَمِ يَعْقِرُ الْمَثَانَةَ. الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ بَعْدَ أَكْلِ السَّمَكِ الطَّرِيِّ يُوَلِّدُ الْفَالِجَ.

وَطْءُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُوَلِّدُ الْجُذَامَ، الْجِمَاعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُهْرِيقَ الْمَاءَ عَقِيبَهُ يُوَلِّدُ الْحَصَاةَ، طُولُ الْمُكْثِ فِي الْمَخْرَجِ يُوَلِّدُ الدَّاءَ الدَّوِيَّ.

قَالَ أبقراط: الْإِقْلَالُ مِنَ الضَّارِّ خَيْرٌ مِنَ الْإِكْثَارِ مِنَ النَّافِعِ.

وَقَالَ: اسْتَدِيمُوا الصِّحَّةَ بِتَرْكِ التَّكَاسُلِ عَنِ التَّعَبِ، وَبِتَرْكِ الِامْتِلَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: مَنْ أَرَادَ الصِّحَّةَ، فَلْيُجَوِّدِ الْغِذَاءَ، وَلْيَأْكُلْ عَلَى نَقَاءٍ، وَلْيَشْرَبْ عَلَى ظَمَأٍ، وَلْيُقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ، وَيَتَمَدَّدْ بَعْدَ الْغَدَاءِ، وَيَتَمَشَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَلَا يَنَمْ حَتَّى يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْخَلَاءِ، وَلْيَحْذَرْ دُخُولَ الْحَمَّامِ عَقِيبَ الِامْتِلَاءِ، وَمَرَّةً فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاءِ، وَأَكْلُ الْقَدِيدِ الْيَابِسِ بِاللَّيْلِ مُعِينٌ عَلَى الْفَنَاءِ، وَمُجَامَعَةُ الْعَجَائِزِ تُهْرِمُ أَعْمَارَ الْأَحْيَاءِ، وَتُسْقِمُ أَبْدَانَ الْأَصِحَّاءِ، وَيُرْوَى هَذَا عَنْ علي رضي الله عنه، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ، وَإِنَّمَا بَعْضُهُ مِنْ كَلَامِ الحارث بن كلدة طَبِيبِ الْعَرَبِ، وَكَلَامِ غَيْرِهِ.

যে ব্যক্তি রাতে আয়নায় নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং তার ফলে যদি সে মুখমণ্ডলীয় পক্ষাঘাত (লাকওয়া) বা কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তবে সে যেন কেবল নিজেকেই তিরস্কার করে।

পরিচ্ছেদ [ডিম ও মাছ একত্রে খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা প্রসঙ্গে]

ইবনে বখতিশু বলেছেন: ডিম ও মাছ একত্রে ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকো; কেননা এ দুটি একত্রে গ্রহণ করলে উদরশূল (কোলিঞ্জ), অর্শরোগ এবং দাঁতের ব্যথার সৃষ্টি হয়।
অবিরাম ডিম ভক্ষণ করলে মুখে মেছতা বা কালচে দাগ সৃষ্টি হয়। লবণাক্ত খাবার ও লোনা মাছ খাওয়া এবং গোসলের পর রক্তমোক্ষণ (হিজামা) করলে শ্বেতী ও চুলকানি রোগ জন্ম নেয়। ভেড়ার বৃক্ক (গুর্দা) নিয়মিত খাওয়া মূত্রথলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাজা মাছ খাওয়ার পর ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে পক্ষাঘাত (ফালিজ) সৃষ্টি হয়।
ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কুষ্ঠরোগ হয়। সহবাসের পর বীর্য বা প্রস্রাব নির্গত করার মাধ্যমে শরীর হালকা না করলে পাথুরী রোগ (মূত্রপাথর) সৃষ্টি হয়। শৌচাগারে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলে দীর্ঘস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি জন্ম নেয়।
হিপোক্রেটিস বলেছেন: ক্ষতিকারক জিনিস অল্প গ্রহণ করা উপকারী জিনিস অধিক গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম।
তিনি আরও বলেছেন: শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি অলসতা পরিহার করে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্বারা উদর পূর্ণ করা ত্যাগ করে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখো।
জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছেন: যে ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য চায়, সে যেন উন্নত মানের খাদ্য গ্রহণ করে, পেট পরিষ্কার থাকা অবস্থায় (প্রকৃত ক্ষুধা লাগলে) আহার করে এবং পিপাসা পেলে পান করে। সে যেন পানি পান কম করে, দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণ শরীর টানটান করে বিশ্রাম নেয় এবং রাতের খাবারের পর পায়চারি করে। শৌচাগারে গিয়ে নিজেকে ভারমুক্ত না করে সে যেন ঘুমানোর জন্য না যায়। পেট ভরা অবস্থায় গোসলখানায় প্রবেশ করা থেকে তাকে সতর্ক থাকতে হবে; গ্রীষ্মকালে একবার গোসল করা শীতকালের দশবারের চেয়ে উত্তম। রাতে রোদে শুকানো শক্ত গোশত খাওয়া মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। বৃদ্ধা নারীদের সাথে সহবাস জীবিতদের আয়ু ক্ষয় করে এবং সুস্থ দেহকে অসুস্থ করে দেয়। এটি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হলেও তা নির্ভরযোগ্য নয়। বরং এর কিছু অংশ আরবদের প্রখ্যাত চিকিৎসক হারিস বিন কালদাহ এবং অন্যদের উক্তি।

وَقَالَ الحارث: مَنْ سَرَّهُ الْبَقَاءُ- وَلَا بَقَاءَ- فليبا كر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرّداء، وليقل غَشَيَانَ النِّسَاءِ.

وَقَالَ الحارث: أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَهْدِمُ الْبَدَنَ: الْجِمَاعُ عَلَى الْبِطْنَةِ، وَدُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الِامْتِلَاءِ، وَأَكْلُ الْقَدِيدِ، وَجِمَاعُ الْعَجُوزِ.

وَلَمَّا احْتُضِرَ الحارث اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالُوا: مُرْنَا بِأَمْرٍ نَنْتَهِي إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِكَ، فَقَالَ: لَا تَتَزَوَّجُوا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا شَابَّةً، وَلَا تَأْكُلُوا مِنَ الْفَاكِهَةِ إِلَّا فِي أَوَانِ نُضْجِهَا، وَلَا يَتَعَالَجَنَّ أَحَدُكُمْ مَا احْتَمَلَ بَدَنُهُ الدَّاءَ، وَعَلَيْكُمْ بِتَنْظِيفِ الْمَعِدَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنَّهَا مُذِيبَةٌ لِلْبَلْغَمِ، مهلكة للمرة، منبتة للحم، وإذا تغذّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَنَمْ عَلَى إِثْرِ غَدَائِهِ سَاعَةً، وَإِذَا تَعَشَّى فَلْيَمْشِ أَرْبَعِينَ خُطْوَةً.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُلُوكِ لِطَبِيبِهِ: لَعَلَّكَ لَا تَبْقَى لِي، فَصِفْ لِي صِفَةً آخُذُهَا عَنْكَ، فَقَالَ: لَا تَنْكِحْ إِلَّا شَابَّةً، وَلَا تَأْكُلْ مِنَ اللَّحْمِ إِلَّا فَتِيًّا، وَلَا تَشْرَبِ الدَّوَاءَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَلَا تَأْكُلِ الْفَاكِهَةَ إِلَّا فِي نُضْجِهَا، وَأَجِدْ مَضْغَ الطَّعَامِ. وَإِذَا أَكَلْتَ نَهَارًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَنَامَ، وَإِذَا أَكَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَنَمْ حَتَّى تَمْشِيَ وَلَوْ خَمْسِينَ خُطْوَةً، وَلَا تَأْكُلَنَّ حَتَّى تَجُوعَ، وَلَا تَتَكَارَهَنَّ عَلَى الْجِمَاعِ، وَلَا تَحْبِسِ الْبَوْلَ، وَخُذْ مِنَ الْحَمَّامِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ، وَلَا تَأْكُلَنَّ طَعَامًا، وَفِي مَعِدَتِكَ طَعَامٌ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَأْكُلَ مَا تَعْجِزُ أَسْنَانُكَ عَنْ مصنفه، فَتَعْجِزَ مَعِدَتُكَ عَنْ هَضْمِهِ، وَعَلَيْكَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ بِقَيْئَةٍ تُنَقِّي جِسْمَكَ، وَنِعْمَ الْكَنْزُ الدَّمُ فِي جَسَدِكَ، فَلَا تُخْرِجْهُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَعَلَيْكَ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنَ الْأَطْبَاقِ مَا لَا تَصِلُ الْأَدْوِيَةُ إِلَى إِخْرَاجِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:

أَرْبَعَةٌ تُقَوِّي الْبَدَنَ: أَكْلُ اللَّحْمِ، وَشَمُّ الطِّيبِ، وَكَثْرَةُ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَلُبْسُ الْكَتَّانِ.

وَأَرْبَعَةٌ تُوهِنُ الْبَدَنَ: كَثْرَةُ الْجِمَاعِ، وَكَثْرَةُ الْهَمِّ، وَكَثْرَةُ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الرِّيقِ، وَكَثْرَةُ أَكْلِ الْحَامِضِ.

হারিস বলেন: যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু কামনা করে—যদিও কোনো অবিনশ্বরতা নেই—সে যেন সকালের আহার দ্রুত গ্রহণ করে, রাতের আহার তাড়াতাড়ি সারে, পোশাক হালকা রাখে এবং নারী সংসর্গ (সহবাস) কমিয়ে দেয়।

হারিস আরও বলেন: চারটি বিষয় শরীরকে ধ্বংস করে: উদরপূর্তি অবস্থায় সহবাস, ভরপেট অবস্থায় গোসলখানায় প্রবেশ করা, শুষ্ক মাংস ভক্ষণ করা এবং বৃদ্ধা নারীর সাথে সহবাস করা।

হারিসের মৃত্যুক্ষণ যখন ঘনিয়ে এল, তখন লোকজন তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল: আমাদের এমন কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিন যা আপনার পরে আমরা অনুসরণ করতে পারি। তিনি বললেন: তোমরা কেবল যুবতী নারী বিবাহ করবে, ঋতু অনুযায়ী পরিপক্ক হওয়া ছাড়া ফল খাবে না, যতক্ষণ দেহ রোগ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ কেউ যেন চিকিৎসা গ্রহণ না করে। প্রতি মাসে পেট পরিষ্কার করবে, কেননা এটি শ্লেষ্মা (বলগম) গলিয়ে দেয়, পিত্ত নাশ করে, মাংস বৃদ্ধি করে। তোমাদের কেউ যখন সকালের খাবার খাবে, তারপর যেন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। আর যখন রাতের খাবার খাবে, তখন যেন অন্তত চল্লিশ কদম হাঁটে।

জনৈক বাদশাহ তাঁর চিকিৎসককে বললেন: হতে পারে তুমি আমার কাছে চিরকাল থাকবে না, তাই আমাকে এমন কিছু ব্যবস্থাপত্র লিখে দাও যা আমি তোমার থেকে গ্রহণ করতে পারি।

চিকিৎসক বললেন: কেবল যুবতী নারী বিবাহ করবেন, কেবল অল্পবয়সী পশুর নরম মাংস খাবেন, রোগ ছাড়া ওষুধ সেবন করবেন না, পরিপক্ক হওয়া ছাড়া ফল খাবেন না এবং খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাবেন। দিনের বেলা আহার করলে ঘুমানোতে কোনো সমস্যা নেই, তবে রাতে আহার করলে অন্তত পঞ্চাশ কদম না হেঁটে ঘুমাবেন না। ক্ষুধা না লাগলে খাবেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহবাসে লিপ্ত হবেন না, প্রস্রাব আটকে রাখবেন না। গোসলখানা (হাম্মাম) আপনাকে ক্লান্ত করার আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসুন। পাকস্থলীতে খাবার অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পুনরায় আহার করবেন না। দাঁত যা চিবোতে অক্ষম তা খাবেন না, অন্যথায় পাকস্থলী তা হজম করতে অক্ষম হবে। প্রতি সপ্তাহে একবার বমি করার অভ্যাস রাখুন, যা আপনার শরীরকে পরিচ্ছন্ন করবে। মনে রাখবেন, শরীরের রক্ত হলো এক অনন্য সম্পদ, তাই প্রয়োজন ছাড়া তা বের করবেন না। নিয়মিত গোসলখানায় যাবেন, কারণ এটি শরীর থেকে এমন সব ক্ষতিকর উপাদান বের করে দেয় যা ওষুধ বের করতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী বলেন:

চারটি বস্তু শরীরকে শক্তিশালী করে: মাংস ভক্ষণ, সুগন্ধি ব্যবহার, সহবাস ছাড়া অধিক গোসল করা এবং লিনেন (তিসি জাতীয় বস্ত্র) পরিধান করা।

আর চারটি বস্তু শরীরকে দুর্বল করে দেয়: অধিক সহবাস, অত্যধিক দুশ্চিন্তা, খালি পেটে অতিরিক্ত পানি পান করা এবং প্রচুর পরিমাণে টক বা অম্লজাতীয় খাবার খাওয়া।

(ص: 312)الطب النبوي لابن القيم

وَأَرْبَعَةٌ تُقَوِّي الْبَصَرَ: الْجُلُوسُ حِيَالَ الْكَعْبَةِ، وَالْكُحْلُ عند النوم، والنظر الى الحقزة، وَتَنْظِيفُ الْمَجْلِسِ.

وَأَرْبَعَةٌ تُوهِنُ الْبَصَرَ: النَّظَرُ إِلَى الْقَذَرِ، وَإِلَى الْمَصْلُوبِ، وَإِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَالْقُعُودُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ: أَكْلُ الْعَصَافِيرِ، وَالْإِطْرِيفِلِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْخَرُّوبِ.

وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ: تَرْكُ الْفُضُولِ مِنَ الْكَلَامِ، وَالسِّوَاكُ، وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ، وَمُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ [1] .

وَقَالَ أفلاطون: خَمْسٌ يُذِبْنَ الْبَدَنَ وَرُبَّمَا قَتَلْنَ قِصَرُ ذَاتِ الْيَدِ، وَفِرَاقُ الْأَحِبَّةِ، وَتَجَرُّعُ الْمَغَايِظِ، وَرَدِّ النُّصْحِ، وَضَحِكُ ذَوِي الْجَهْلِ بِالْعُقَلَاءِ.

وَقَالَ طَبِيبُ الْمَأْمُونِ: عَلَيْكَ بِخِصَالٍ من حفظها، فهو جدير ألايعتل إِلَّا عِلَّةَ الْمَوْتِ: لَا تَأْكُلْ طَعَامًا وَفِي مَعِدَتِكَ طَعَامٌ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَأْكُلَ طَعَامًا يُتْعِبُ أَضْرَاسَكَ فِي مَضْغِهِ، فَتَعْجِزَ مَعِدَتُكَ عَنْ هَضْمِهِ، وإياك وكثرة الجماع، فإنه يطفى نُورَ الْحَيَاةِ، وَإِيَّاكَ وَمُجَامَعَةَ الْعَجُوزِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ مَوْتَ الْفَجْأَةِ، وَإِيَّاكَ وَالْفَصْدَ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَعَلَيْكَ بِالْقَيْءِ فِي الصَّيْفِ.

وَمِنْ جَوَامِعِ كَلِمَاتِ أبقراط قَوْلُهُ: كُلُّ كَثِيرٍ فَهُوَ مُعَادٍ للطبيعة.

وقيل لجالينوس: مالك لَا تَمْرَضُ؟ فَقَالَ: لِأَنِّي لَمْ أَجْمَعْ بَيْنَ طَعَامَيْنِ رَدِيئَيْنِ، وَلَمْ أُدْخِلْ طَعَامًا عَلَى طَعَامٍ، وَلَمْ أَحْبِسْ فِي الْمَعِدَةِ طَعَامًا تَأَذَّيْتُ بِهِ.

চারটি বিষয় দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে: কাবার অভিমুখে বসা, ঘুমানোর সময় সুরমা ব্যবহার করা, সবুজের দিকে তাকানো এবং বসার স্থান পরিষ্কার রাখা।

চারটি বিষয় দৃষ্টিশক্তিকে দুর্বল করে: অপবিত্র বা নোংরা জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করা, শূলে চড়ানো ব্যক্তির দিকে তাকানো, নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকানো এবং কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসা।

চারটি জিনিস যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে: চড়ুই পাখির মাংস, ইত্রিফিল (এক প্রকার ভেষজ ঔষধ), পেস্তা বাদাম এবং ক্যারোব (এক প্রকার ফল) ভক্ষণ করা।

চারটি বিষয় বুদ্ধি বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথা বর্জন করা, মেসওয়াক করা, নেককারদের সান্নিধ্যে বসা এবং আলেমদের মজলিসে বসা [১]।

প্লেটো বলেছেন: পাঁচটি বিষয় শরীরকে ক্ষয় করে এবং কখনো কখনো মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়: নিঃস্বতা, প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ, ক্রোধ সংবরণ করা (তিক্ততা গেলা), হিতোপদেশ প্রত্যাখ্যান করা এবং জ্ঞানীদের নিয়ে মূর্খদের উপহাস করা।

খলিফা মামুনের চিকিৎসক বলেছেন: তুমি এমন কিছু স্বভাব আঁকড়ে ধরো, যা যে ব্যক্তি মেনে চলবে সে মৃত্যু ব্যাধি ছাড়া অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত না হওয়ার যোগ্য হবে: পাকস্থলীতে খাদ্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পুনরায় আহার করবে না; এমন খাদ্য গ্রহণ থেকে সতর্ক থাকবে যা চিবোতে দাঁতকে ক্লান্ত করে দেয়, ফলে পাকস্থলী তা হজম করতে অসমর্থ হয়; অতিরিক্ত যৌনমিলন থেকে বিরত থাকবে, কারণ তা জীবনের জ্যোতি নিভিয়ে দেয়; বৃদ্ধার সাথে সহবাস থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ তা আকস্মিক মৃত্যুর উদ্রেক করে; বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রক্তমোক্ষণ (শিরা কাটা) থেকে বিরত থাকবে এবং গ্রীষ্মকালে বমি করার (পাকস্থলী পরিষ্কারের) যত্ন নেবে।

হিপোক্রেটিসের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীর অন্তর্ভুক্ত হলো তাঁর এই উক্তি: যেকোনো জিনিসের আধিক্যই প্রকৃতির শত্রু।

গ্যালেনকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার ব্যাপারটি কী যে আপনি অসুস্থ হন না? তিনি উত্তরে বললেন: কারণ আমি কখনও দুটি মন্দ খাবার একত্রে গ্রহণ করিনি, এক খাবারের ওপর অন্য খাবার গ্রহণ করিনি এবং পাকস্থলীতে এমন কোনো খাবার জমিয়ে রাখিনি যা আমার যন্ত্রণার কারণ হতে পারে।

فصل [في ما يمرض الجسم]

وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تُمْرِضُ الْجِسْمَ: الْكَلَامُ الْكَثِيرُ، وَالنَّوْمُ الْكَثِيرُ، وَالْأَكْلُ الْكَثِيرُ، وَالْجِمَاعُ الْكَثِيرُ.

فَالْكَلَامُ الْكَثِير يُقَلِّلُ مُخَّ الدِّمَاغِ وَيُضْعِفُهُ، وَيُعَجِّلُ الشَّيْبَ.

وَالنَّوْمُ الْكَثِيرُ يُصَفِّرُ الْوَجْهَ، وَيُعْمِي الْقَلْبَ، وَيُهَيِّجُ الْعَيْنَ، وَيُكْسِلُ عَنِ الْعَمَلِ، وَيُوَلِّدُ الرُّطُوبَاتِ فِي الْبَدَنِ.

وَالْأَكْلُ الْكَثِيرُ يُفْسِدُ فَمَ الْمَعِدَةِ، وَيُضْعِفُ الْجِسْمَ، وَيُوَلِّدُ الرِّيَاحَ الْغَلِيظَةَ، وَالْأَدْوَاءَ الْعَسِرَةَ.

وَالْجِمَاعُ الْكَثِيرُ: يَهُدُّ الْبَدَنَ، وَيُضْعِفُ الْقُوَى، وَيُجَفِّفُ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ، وَيُرْخِي الْعَصَبَ، وَيُورِثُ السَّدَدَ، وَيَعُمُّ ضَرَرُهُ جَمِيعَ الْبَدَنِ، وَيَخُصُّ الدِّمَاغَ لِكَثْرَةِ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنَ الرُّوحِ النَّفْسَانِيِّ، وَإِضْعَافُهُ أَكْثَرُ مِنْ إِضْعَافِ جَمِيعِ الْمُسْتَفْرِغَاتِ، وَيَسْتَفْرِغُ مِنْ جَوْهَرِ الرُّوحِ شَيْئًا كَثِيرًا.

وَأَنْفَعَ مَا يَكُونُ إِذَا صَادَفَ شَهْوَةً صَادِقَةً مِنْ صُورَةٍ جَمِيلَةٍ حَدِيثَةِ السِّنِّ حَلَالًا مَعَ سِنِّ الشُّبُوبِيَّةِ، وَحَرَارَةِ الْمِزَاجِ وَرُطُوبَتِهِ، وَبُعْدِ الْعَهْدِ بِهِ وَخَلَاءِ الْقَلْبِ مِنَ الشَّوَاغِلِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَلَمْ يُفَرِّطْ فِيهِ، وَلَمْ يُقَارِنْهُ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ مَعَهُ مِنِ امْتِلَاءٍ مُفْرِطٍ، أَوْ خَوَاءٍ، أَوِ اسْتِفْرَاغٍ، أَوْ رِيَاضَةٍ تَامَّةٍ، أَوْ حَرٍّ مُفْرِطٍ، أَوْ بَرْدٍ مُفْرِطٍ، فَإِذَا رَاعَى فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورَ الْعَشَرَةَ، انْتَفَعَ بِهِ جِدًّا، وَأَيُّهَا فَقَدَ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنَ الضَّرَرِ بِحَسَبِهِ، وَإِنْ فُقِدَتْ كُلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا، فَهُوَ الْهَلَاكُ المعجلّ.

فصل [في الحمية المفرطة]

وَالْحِمْيَةُ الْمُفْرِطَةُ فِي الصِّحَّةِ. كَالتَّخْلِيطِ فِي الْمَرَضِ، وَالْحِمْيَةُ الْمُعْتَدِلَةُ نَافِعَةٌ،

পরিচ্ছেদ [শরীরকে অসুস্থকারী বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে]

চারটি বিষয় শরীরকে অসুস্থ করে তোলে: অতিরিক্ত কথা বলা, অতিরিক্ত ঘুমানো, অতিরিক্ত আহার করা এবং অতিরিক্ত সহবাস করা।

অতিরিক্ত কথাবার্তা মস্তিষ্কের মজ্জাকে কমিয়ে দেয় ও তাকে দুর্বল করে ফেলে এবং অকালে চুল পাকা বা বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে।

অতিরিক্ত ঘুম চেহারাকে বিবর্ণ করে দেয়, অন্তরকে অন্ধ করে ফেলে, চোখকে রুগ্ন করে, কাজে অলসতা সৃষ্টি করে এবং শরীরে অপ্রয়োজনীয় আর্দ্রতা (রুতুবাত) তৈরি করে।

অতিরিক্ত আহার পাকস্থলীর মুখ বা উপরিভাগ নষ্ট করে দেয়, শরীরকে দুর্বল করে এবং শরীরে ভারী বায়ু (গ্যাস) ও কঠিন রোগব্যাধি সৃষ্টি করে।

অতিরিক্ত সহবাস: শরীরকে ভেঙে ফেলে, জীবনীশক্তি দুর্বল করে দেয়, শরীরের স্বাভাবিক আর্দ্রতা শুকিয়ে ফেলে, স্নায়ু শিথিল করে দেয় এবং বিভিন্ন অঙ্গে প্রতিবন্ধকতা (সুদাদ) সৃষ্টি করে। এর ক্ষতি সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তবে মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে তা বিশেষত বেশি হয়; কারণ এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে মানসিক শক্তি (আর-রূহুন নাফসানি) ক্ষয় হয়। শরীর থেকে কোনো কিছু নির্গত হওয়ার মাধ্যমে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, এর দুর্বলতা অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি। এটি প্রাণের সারবস্তুর এক বিশাল অংশ নিঃশেষ করে ফেলে।

এটি সর্বাধিক উপকারী হয় যখন তা কোনো সুন্দর ও অল্পবয়স্কা সঙ্গিনীর সাথে বৈধ পন্থায় সত্যিকারের কামনার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়; সেই সাথে যখন বয়স হয় যৌবনকাল, শারীরিক মেজাজ হয় উষ্ণ ও আর্দ্র, দীর্ঘ বিরতির পর তা সম্পন্ন হয় এবং অন্তর যাবতীয় মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে। আবার এতে যেন চরম বাড়াবাড়ি না হয় এবং এর সাথে এমন কিছু বিষয় যুক্ত না হয় যা বর্জন করা উচিত; যেমন— অতি ভোজন বা একেবারে খালি পেট, অন্য কোনোভাবে শরীর থেকে তরল নির্গত হওয়া (ইস্তিফরাগ), কঠোর ব্যায়াম, চরম গরম কিংবা চরম শীত। সুতরাং কেউ যদি এই দশটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তবে সে এর দ্বারা দারুণভাবে উপকৃত হবে। আর এর যেটিরই অভাব ঘটবে, সেই অনুপাতে ক্ষতি সাধিত হবে। আর যদি এর সবগুলো বা অধিকাংশেরই অভাব ঘটে, তবে তা হবে ত্বরান্বিত ধ্বংসের নামান্তর।

পরিচ্ছেদ [অতিরিক্ত পথ্যপালন প্রসঙ্গে]

সুস্থ অবস্থায় অতিরিক্ত কঠোর পথ্যপালন (হিমইয়াহ) বা খাদ্য-সংযম করা অসুস্থ অবস্থায় এলোমেলো আহার করার মতোই ক্ষতিকর। তবে পরিমিত মাত্রায় পথ্যপালন উপকারী।

وَقَالَ جالينوس لِأَصْحَابِهِ: اجْتَنِبُوا ثَلَاثًا، وَعَلَيْكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَلَا حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى طَبِيبٍ: اجْتَنِبُوا الْغُبَارَ، والدخان، والنّتن، وعليكم بِالدَّسَمِ، وَالطِّيبِ، وَالْحَلْوَى، وَالْحَمَّامِ، وَلَا تَأْكُلُوا فَوْقَ شِبَعِكُمْ، وَلَا تَتَخَلَّلُوا بِالْبَاذَرُوجِ، وَالرَّيْحَانِ، وَلَا تَأْكُلُوا الْجَوْزَ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَلَا يَنَمْ مَنْ بِهِ زُكَمَةٌ عَلَى قَفَاهُ، وَلَا يَأْكُلْ مَنْ بِهِ غَمٌّ حَامِضًا، وَلَا يُسْرِعِ الْمَشْيَ مَنِ افْتَصَدَ، فَإِنَّهُ مُخَاطَرَةُ الْمَوْتِ، وَلَا يَتَقَيَّأْ مَنْ تُؤْلِمُهُ عَيْنُهُ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي الصَّيْفِ لَحْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَنَمْ صَاحِبُ الْحُمَّى الْبَارِدَةِ فِي الشَّمْسِ، وَلَا تَقْرَبُوا الْبَاذِنْجَانَ الْعَتِيقَ الْمُبَزَّرَ، وَمَنْ شَرِبَ كُلَّ يَوْمٍ فِي الشِّتَاءِ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ حَارٍّ، أَمِنَ مِنَ الْأَعْلَالِ، وَمَنْ دَلَكَ جِسْمَهُ فِي الْحَمَّامِ بِقُشُورِ الرُّمَّانِ أَمِنَ مِنَ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ، وَمَنْ أَكَلَ خَمْسَ سَوْسَنَاتٍ مَعَ قَلِيلِ مَصْطَكًى رُومِيٍّ، وَعُودٍ خَامٍ، وَمِسْكٍ، بَقِيَ طُولَ عُمُرِهِ لَا تَضْعُفُ مَعِدَتُهُ وَلَا تَفْسُدُ، وَمَنْ أَكَلَ بِزْرَ الْبِطِّيخِ مَعَ السُّكَّرِ، نَظَّفَ الْحَصَى مِنْ مَعِدَتِهِ، وَزَالَتْ عَنْهُ حُرْقَةُ الْبَوْلِ.

فَصْلٌ [في ما يهدم البدن:]

أَرْبَعَةٌ تَهْدِمُ الْبَدَنَ: الْهَمُّ، وَالْحُزْنُ، وَالْجُوعُ، وَالسَّهَرُ.

وَأَرْبَعَةٌ تُفْرِحُ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِي، وَالْمَحْبُوبِ، وَالثِّمَارِ.

وَأَرْبَعَةٌ تُظْلِمُ الْبَصَرَ: الْمَشْيُ حَافِيًا، وَالتَّصَبُّحُ وَالتَّمَسِّي بِوَجْهِ الْبَغِيضِ وَالثَّقِيلِ، وَالْعَدُوِّ، وَكَثْرَةُ الْبُكَاءِ، وَكَثْرَةُ النَّظَرِ فِي الْخَطِّ الدَّقِيقِ.

وَأَرْبَعَةٌ تُقَوِّي الْجِسْمَ: لُبْسُ الثَّوْبِ النَّاعِمِ، وَدُخُولُ الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو الدسم، وَشَمُّ الرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ.

وَأَرْبَعَةٌ تُيَبِّسُ الْوَجْهَ، وَتُذْهِبُ مَاءَهُ وَبَهْجَتَهُ وَطَلَاوَتَهُ: الْكَذِبُ، وَالْوَقَاحَةُ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ، وَكَثْرَةُ الْفُجُورِ.

وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَبَهْجَتِهِ: الْمُرُوءَةُ، وَالْوَفَاءُ، وَالْكَرَمُ، وَالتَّقْوَى.
وَأَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الْبَغْضَاءَ وَالْمَقْتَ: الْكِبْرُ، وَالْحَسَدُ، والكذب، والنميمة.

গ্যালেন (জালিনুস) তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন: তোমরা তিনটি বিষয় বর্জন করো এবং চারটি বিষয় আঁকড়ে ধরো, তবে তোমাদের আর কোনো চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে না। তোমরা বর্জন করো—ধূলিকণা, ধোঁয়া ও দুর্গন্ধ। আর তোমরা নিয়মিত গ্রহণ করো—স্নিগ্ধ তৈলাক্ত খাবার, সুগন্ধি, মিষ্টান্ন ও উষ্ণ স্নানাগার (হামাম)। তৃপ্তি হওয়ার পর পুনরায় আহার করো না। তুলসী বা সুগন্ধি ঘাস দিয়ে দাঁত খিলাল করো না। সন্ধ্যার সময় আখরোট খেয়ো না। সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যেন চিৎ হয়ে না ঘুমায়। বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তি যেন টক জাতীয় খাবার পরিহার করে। যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ (শিরা কাটা) করেছে, সে যেন দ্রুত না হাঁটে; কারণ এতে জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। যার চোখে ব্যথা রয়েছে, সে যেন বমি করার চেষ্টা না করে। গ্রীষ্মকালে অধিক মাংস ভক্ষণ করো না। শীতজ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি যেন রোদে না ঘুমায়। অধিক বীজময় ও বাসি বেগুনের নিকটে যেয়ো না। যে ব্যক্তি শীতকালে প্রতিদিন এক পেয়ালা উষ্ণ পানি পান করবে, সে বিভিন্ন ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি স্নানাগারে ডালিমের খোসা দিয়ে শরীর মালিশ করবে, সে পাঁচড়া ও চুলকানি থেকে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি পাঁচটি লিলি (সাওসান) ফুল, সামান্য রোমান মস্তকি (মসতকি), কাঁচা আগর ও কস্তুরী (মেশক) একত্রে মিশিয়ে খাবে, সারা জীবনেও তার পাকস্থলী দুর্বল হবে না এবং বিকল হবে না। আর যে ব্যক্তি চিনির সাথে তরমুজের বীজ খাবে, তা তার পাকস্থলী (মূত্রনালি) থেকে পাথর পরিষ্কার করে দেবে এবং প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া দূর করবে।

পরিচ্ছেদ: [দেহ ধ্বংসকারী বিষয়াবলি প্রসঙ্গে:]
চারটি বস্তু শরীরকে ধ্বংস করে: দুশ্চিন্তা, শোক, ক্ষুধা এবং অনিদ্রা (রাত জাগা)।
চারটি বস্তু আনন্দ দান করে: সবুজের দিকে দৃষ্টিপাত করা, বহমান পানির দিকে তাকানো, প্রিয়জনের দর্শন এবং ফলমূলের দিকে তাকানো।
চারটি বিষয় দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করে দেয়: খালি পায়ে হাঁটা, সকাল-সন্ধ্যায় অপ্রিয়, বিরক্তিকর বা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তির চেহারার দিকে তাকানো, অধিক ক্রন্দন করা এবং সূক্ষ্ম অক্ষরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।

চারটি বিষয় দেহকে শক্তিশালী করে: কোমল পোশাক পরিধান করা, পরিমিত উষ্ণ স্নানাগারে প্রবেশ করা, মিষ্টি ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ এবং সুগন্ধি আঘ্রাণ করা।
চারটি বিষয় চেহারার লাবণ্য কেড়ে নেয় এবং এর সজীবতা ও উজ্জ্বলতা নষ্ট করে: মিথ্যা বলা, নির্লজ্জতা, জ্ঞান ব্যতিরেকে অধিক প্রশ্ন করা এবং অত্যধিক পাপাচার।
চারটি বিষয় মুখমণ্ডলের শ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে: মনুষ্যত্ব (মুরওয়াত), প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, দানশীলতা এবং খোদাভীতি (তাকওয়া)।
চারটি বিষয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে: অহংকার, হিংসা, মিথ্যা এবং পরনিন্দা (চুগলখোরি)।

(ص: 315)الطب النبوي لابن القيم

وَأَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الرِّزْقَ: قِيَامُ اللَّيْلِ، وَكَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، وَتَعَاهُدُ الصَّدَقَةِ، وَالذِّكْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ.
وَأَرْبَعَةٌ تَمْنَعُ الرِّزْقَ: نَوْمُ الصُّبْحَةِ، وَقِلَّةُ الصَّلَاةِ، وَالْكَسَلُ، وَالْخِيَانَةُ.
وَأَرْبَعَةٌ تَضُرُّ بِالْفَهْمِ وَالذِّهْنِ: إِدْمَانُ أَكْلِ الْحَامِضِ وَالْفَوَاكِهِ، وَالنَّوْمُ عَلَى الْقَفَا، وَالْهَمُّ، وَالْغَمُّ.
وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي الْفَهْمِ: فَرَاغُ الْقَلْبِ، وَقِلَّةُ التَّمَلِّي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَحُسْنُ تَدْبِيرِ الْغِذَاءِ بِالْأَشْيَاءِ الْحُلْوَةِ وَالدَّسِمَةِ، وَإِخْرَاجُ الْفَضَلَاتِ الْمُثْقِلَةِ لِلْبَدَنِ.
وَمِمَّا يَضُرُّ بِالْعَقْلِ: إِدْمَانُ أَكْلِ الْبَصَلِ، وَالْبَاقِلَّا، وَالزَّيْتُونِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَكَثْرَةُ الْجِمَاعِ، وَالْوَحْدَةُ، وَالْأَفْكَارُ، وَالسُّكْرُ، وَكَثْرَةُ الضَّحِكِ، وَالْغَمُّ.
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ: قُطِعْتُ فِي ثَلَاثِ مَجَالِسَ، فَلَمْ أَجِدْ لِذَلِكَ عِلَّةً إِلَّا أَنِّي أَكْثَرْتُ مِنْ أَكْلِ الْبَاذِنْجَانِ فِي أَحَدِ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَمِنَ الزَّيْتُونِ فِي الْآخَرِ، وَمِنَ الْبَاقِلَّا فِي الثَّالِثِ.

فَصْلٌ

قد أتينا على جملة مِنْ أَجْزَاءِ الطِّبِّ الْعِلْمِيِّ وَالْعَمَلِيِّ، لَعَلَّ النَّاظِرَ لَا يَظْفَرُ بِكَثِيرٍ مِنْهَا إِلَّا فِي هَذَا الكتاب، وأريناك قرب ما بينهما وَبَيْنَ الشَّرِيعَةِ، وَأَنَّ الطِّبَّ النَّبَوِيَّ نِسْبَةُ طِبِّ الطَّبَائِعِيِّينَ إِلَيْهِ أَقَلُّ مِنْ نِسْبَةِ طِبِّ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّهِمْ.

وَالْأَمْرُ فَوْقَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَعْظَمُ مِمَّا وَصَفْنَاهُ بِكَثِيرٍ، وَلَكِنْ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبِيهٌ بِالْيَسِيرِ عَلَى مَا وَرَاءَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ بَصِيرَةً عَلَى التَّفْصِيلِ، فَلْيَعْلَمْ مَا بَيْنَ الْقُوَّةِ الْمُؤَيَّدَةِ بِالْوَحْيِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَالْعُلُومِ الَّتِي رَزَقَهَا اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ، وَالْعُقُولِ وَالْبَصَائِرِ الَّتِي مَنَحَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ.

وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: مَا لِهَدْيِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا لِهَذَا الْبَابِ، وَذِكْرِ قُوَى الْأَدْوِيَةِ، وَقَوَانِينِ الْعِلَاجِ، وَتَدْبِيرِ أَمْرِ الصِّحَّةِ؟

وَهَذَا مِنْ تَقْصِيرِ هَذَا الْقَائِلِ فِي فَهْمِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ هَذَا وَأَضْعَافَهُ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِهِ مِنْ فَهْمِ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ، وَإِرْشَادِهِ إِلَيْهِ، وَدِلَالَتِهِ عَلَيْهِ، وَحُسْنِ الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنٌّ يَمُنُّ اللَّهُ بِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عباده.

চারটি বিষয় রিজিক (জীবিকা) আকর্ষণ করে: রাত্রিকালীন ইবাদত, শেষ রাতে অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করা, নিয়মিত দান-সদকা করা এবং দিনের শুরু ও শেষে আল্লাহর জিকির করা।

চারটি বিষয় রিজিককে বাধাগ্রস্ত করে: সকালবেলায় ঘুমানো, নামাজের স্বল্পতা বা অবহেলা, অলসতা এবং খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা)।

চারটি বিষয় বোধশক্তি ও মেধার ক্ষতিসাধন করে: অত্যধিক টক খাবার ও ফল খাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়া, চিৎ হয়ে ঘুমানো, দুশ্চিন্তা এবং বিষণ্নতা।

চারটি বিষয় বোধশক্তি বৃদ্ধি করে: হৃদয়ের প্রশান্তি বা চিন্তামুক্তি, পানাহারে উদরপূর্তি না করা, মিষ্টি ও পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এবং শরীরকে ভারাক্রান্তকারী বর্জ্যসমূহ নিষ্কাশন করা।

আর যা কিছু বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষতি করে: নিয়মিত পেঁয়াজ, শিম (বাকিল্লা), জলপাই ও বেগুন খাওয়া; অতিরিক্ত সহবাস, নির্জনতা বা একাকীত্ব, অতিরিক্ত ভাবনা বা দুশ্চিন্তা, মাতালতা, অতিরিক্ত হাসাহাসি এবং বিষণ্নতা।

জনৈক চিন্তাবিদ বলেছেন: আমি তিনটি মজলিসে পরাস্ত হয়েছিলাম; এর কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি, কেবল এটি ছাড়া যে—আমি ঐ দিনগুলোর একটিতে প্রচুর বেগুন খেয়েছিলাম, অন্যটিতে প্রচুর জলপাই এবং তৃতীয়টিতে প্রচুর পরিমাণে শিম খেয়েছিলাম।

একটি পরিচ্ছেদ

আমরা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন কিছু বিষয় আলোচনা করেছি, যা পাঠক সম্ভবত এই গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোথাও খুব একটা পাবেন না। আমরা আপনাকে শরীয়ত ও এই চিকিৎসার মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়েছি। বস্তুত, সাধারণ চিকিৎসাবিদদের চিকিৎসার সাথে নববী চিকিৎসার (তিব্বে নববী) তুলনা করলে দেখা যাবে যে, সাধারণ চিকিৎসকদের তুলনায় বৃদ্ধাদের লৌকিক চিকিৎসা যেমন হীন, নববী চিকিৎসার তুলনায় সাধারণ চিকিৎসকদের চিকিৎসাও তদ্রূপ।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি আমাদের বর্ণনার চেয়েও অনেক বেশি ঊর্ধ্বে এবং আমাদের বিবৃত প্রসঙ্গের চেয়েও বহুগুণ মহিমান্বিত। তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা এর পেছনের নিগূঢ় সত্যের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত মাত্র। যাকে আল্লাহ তায়ালা বিস্তারিত দেখার প্রজ্ঞা দান করেননি, তার অন্তত আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি দ্বারা সমর্থিত শক্তি এবং নবীদের আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে অন্যদের পার্থক্যের বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত।

হয়তো কোনো প্রশ্নকারী বলতে পারেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হেদায়েত বা আদর্শের সাথে এই প্রসঙ্গের এবং ওষুধের গুণাগুণ, চিকিৎসার নিয়মাবলী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলোর কী সম্পর্ক?

এটি মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত দ্বীন অনুধাবনের ক্ষেত্রে ওই প্রশ্নকারীর অযোগ্যতা। কেননা, এই বিষয়টি এবং এর বহুগুণ বিস্তৃত জ্ঞানসমূহ তাঁরই আনীত আদর্শ, তাঁর দিকনির্দেশনা ও তাঁরই নির্দেশিত পথের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দান করেন।

فَقَدْ أَوْجَدْنَاكَ أُصُولَ الطِّبِّ الثَّلَاثَةِ فِي الْقُرْآنِ، وَكَيْفَ تُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ شَرِيعَةُ الْمَبْعُوثِ بِصَلَاحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى صَلَاحِ الْأَبْدَانِ، كَاشْتِمَالِهَا عَلَى صَلَاحِ الْقُلُوبِ، وَأَنَّهَا مُرْشِدَةٌ إِلَى حِفْظِ صِحَّتِهَا، وَدَفْعِ آفَاتِهَا بِطُرُقٍ كُلِّيَّةٍ قَدْ وُكِلَ تَفْصِيلُهَا إِلَى الْعَقْلِ الصَّحِيحِ، وَالْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَالتَّنْبِيهِ وَالْإِيمَاءِ، كَمَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ فُرُوعِ الْفِقْهِ، وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ إِذَا جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ.

وَلَوْ رُزِقَ الْعَبْدُ تَضَلُّعًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَفَهْمًا تَامًّا فِي النُّصُوصِ وَلَوَازِمِهَا، لَاسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ سِوَاهُ، وَلَاسْتَنْبَطَ جَمِيعَ الْعُلُومِ الصَّحِيحَةِ مِنْهُ.

فَمَدَارُ الْعُلُومِ كُلِّهَا عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ وَخَلْقِهِ، وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ إِلَى الرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ، فَهُمْ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِاللَّهِ وَأَمْرِهِ وَخَلْقِهِ وَحِكْمَتِهِ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ.

وَطِبُّ أَتْبَاعِهِمْ: أَصَحُّ وَأَنْفَعُ مِنْ طِبِّ غَيْرِهِمْ. وَطِبُّ أَتْبَاعِ خَاتَمِهِمْ وَسَيِّدِهِمْ وَإِمَامِهِمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ: أَكْمَلُ الطِّبِّ وَأَصَحُّهُ وَأَنْفَعُهُ، وَلَا يَعْرِفُ هَذَا إِلَّا مَنْ عَرَفَ طِبَّ النَّاسِ سِوَاهُمْ وَطِبَّهُمْ، ثُمَّ وَازَنَ بَيْنَهُمَا، فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ لَهُ التَّفَاوُتُ، وَهُمْ أَصَحُّ الْأُمَمِ عُقُولًا وَفِطَرًا، وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا، وَأَقْرَبُهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى الْحَقِّ لِأَنَّهُمْ خِيرَةُ اللَّهِ مِنَ الْأُمَمِ، كَمَا أَنَّ؟؟؟ رَسُولَهُمْ خِيرَتُهُ مِنَ الرُّسُلِ. وَالْعِلْمُ الَّذِي وَهَبَهُمْ إِيَّاهُ، وَالْحِلْمُ وَالْحِكْمَةُ أَمْرٌ لَا يُدَانِيهِمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ، وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» : مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

আমি আপনার সম্মুখে কুরআনে বর্ণিত চিকিৎসাশাস্ত্রের তিনটি মূলনীতি উপস্থাপন করেছি। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রেরিত রাসূলের আনীত শরিয়ত কীভাবে শারীরিক সুস্থতার বিধান বর্জিত হতে পারে, যখন এটি অন্তরের সুস্থতার বিধানসমূহকে পূর্ণাঙ্গরূপে ধারণ করে? বরং এই শরিয়ত শারীরিক সুস্থতা রক্ষা এবং রোগব্যাধি দূরীকরণের এমন কিছু মৌলিক পদ্ধতির দিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সুস্থ বিবেক এবং স্বভাবজাত বুদ্ধিবৃত্তির (কিয়াস বা অনুমান, সংকেত ও ইশারার মাধ্যমে) ওপর

ন্যস্ত করা হয়েছে; যেমনটি ফিকহশাস্ত্রের অনেক শাখাগত বিষয়ের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। অতএব, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যারা কোনো বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তার বিরোধিতা করে।

যদি কোনো বান্দাকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান দান করা হতো এবং নস (মূল পাঠ) ও তার আনুষঙ্গিক দাবিগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অনুধাবন ক্ষমতা দেওয়া হতো, তবে সে এগুলোর মাধ্যমেই অন্য সকল মতবাদ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যেত এবং তা থেকেই সকল সঠিক জ্ঞান উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতো।

বস্তুত সকল জ্ঞানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লাহ তাআলা, তাঁর আদেশ এবং তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। আর এই জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে রাসূলগণের (তাঁদের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) ওপর ন্যস্ত। কেননা সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁরাই আল্লাহ, তাঁর আদেশ ও সৃষ্টিজগত এবং তাঁর সৃষ্টি ও আদেশের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

আর তাঁদের অনুসারীদের চিকিৎসাপদ্ধতি অন্যদের চিকিৎসাপদ্ধতির চেয়ে অধিক নির্ভুল ও কল্যাণকর। বিশেষত রাসূলগণের মোহর, তাঁদের সরদার ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর (তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) অনুসারীদের চিকিৎসাপদ্ধতি হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গতম, নির্ভুলতম ও সর্বাধিক উপকারী রূপ। যারা অন্যদের চিকিৎসাপদ্ধতি এবং তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়ার পর উভয়টির মধ্যে তুলনা করবেন, তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ এর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না; কেবল তখনই তাদের নিকট এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে। তাঁরা (এই উম্মত) বিবেক ও স্বভাবজাত প্রকৃতির দিক থেকে সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে মহত্তম এবং প্রতিটি বিষয়ে সত্যের সর্বাধিক নিকটবর্তী। কারণ তাঁরা হচ্ছেন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠ উম্মত, যেমন তাঁদের রাসূল হচ্ছেন সকল রাসূলের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে যে জ্ঞান, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞা দান করেছেন, তাতে অন্য কোনো জাতি তাঁদের সমকক্ষ হতে পারে না। ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে বাহজ ইবনে হাকিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি...

جَدِّهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ» «1» فَظَهَرَ أَثَرُ كَرَامَتِهَا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي عُلُومِهِمْ وَعُقُولِهِمْ، وَأَحْلَامِهِمْ وَفِطَرِهِمْ، وَهُمُ الَّذِينَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ عُلُومُ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ وَعُقُولُهُمْ، وَأَعْمَالُهُمْ وَدَرَجَاتُهُمْ، فَازْدَادُوا بِذَلِكَ عِلْمًا وَحِلْمًا وَعُقُولًا إِلَى مَا أَفَاضَ اللَّهُ سبحانه وتعالى عَلَيْهِمْ مِنْ عِلْمِهِ وَحِلْمِهِ.

وَلِذَلِكَ كَانَتِ الطَّبِيعَةُ الدَّمَوِيَّةُ لَهُمْ، وَالصَّفْرَاوِيَّةُ لِلْيَهُودِ، وَالْبَلْغَمِيَّةُ لِلنَّصَارَى، وَلِذَلِكَ غَلَبَ عَلَى النَّصَارَى الْبَلَادَةُ، وَقِلَّةُ الْفَهْمِ وَالْفِطْنَةِ، وَغَلَبَ عَلَى الْيَهُودِ الحزن والهمّ وَالصَّغَارُ، وَغَلَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْعَقْلُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْفَهْمُ وَالنَّجْدَةُ، وَالْفَرَحُ وَالسُّرُورُ. وَهَذِهِ أَسْرَارٌ وَحَقَائِقُ إِنَّمَا يَعْرِفُ مِقْدَارَهَا مَنْ حَسُنَ فَهْمُهُ، وَلَطُفَ ذِهْنُهُ، وَغَزُرَ عِلْمُهُ، وَعَرَفَ مَا عِنْدَ النَّاسِ وَبِاللَّهِ التوفيق.

---

(1) أخرجه أحمد والترمذي.

তাঁর দাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা সত্তরটি উম্মত পূর্ণ করবে; তোমরা তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।" (১) ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট এই উম্মতের মর্যাদার প্রভাব তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, সহনশীলতা ও স্বভাবজাত প্রকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। এরাই সেই জনগোষ্ঠী যাদের নিকট পূর্ববর্তী উম্মতগণের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আমল ও মর্তবা উপস্থাপন করা হয়েছিল। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় জ্ঞান ও ধৈর্য হতে তাদের ওপর যা বর্ষণ করেছেন, তার সাথে সাথে এর মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, ধৈর্য ও বুদ্ধিবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর এই কারণেই তাদের প্রকৃতি হয়েছে রক্ত-প্রধান (দমবিয়্যাহ), ইহুদিদের পিত্ত-প্রধান (সাফরাবিয়্যাহ) এবং খ্রিস্টানদের শ্লেষ্মা-প্রধান (বালগামিইয়াহ)। ফলে খ্রিস্টানদের মধ্যে

স্থূলবুদ্ধি এবং বোধ ও বিচক্ষণতার অভাব প্রবল হয়েছে; ইহুদিদের ওপর দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও হীনম্মন্যতা জয়ী হয়েছে; আর মুসলমানদের ওপর বুদ্ধি, বীরত্ব, প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও আনন্দ-উৎফুল্লতা প্রাধান্য লাভ করেছে।

এগুলো এমন কিছু রহস্য ও নিগূঢ় সত্য যার গুরুত্ব কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে যাদের বোধশক্তি প্রখর, মেধা সূক্ষ্ম, জ্ঞান গভীর এবং যারা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর আল্লাহর সাহায্যেই সাফল্য অর্জিত হয়।

---

(১) ইমাম আহমাদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন।

الفهرس

الموضوع الصفحة
المقدمة 5
فصل فِي الِاحْتِمَاءِ مِنَ التُّخَمِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْأَكْلِ على قدر الحاجة 17
الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْعِلَاجُ بِالْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ فصل فِي علاج الحمّى 23
فصل في علاج استطلاق البطن 29
فصل فِي الطَّاعُونِ وَعِلَاجِهِ وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُ 32
فَصْلٌ فِي داء الإستسقاء وعلاجه 38
فصل في علاج الجرح 41
فصل فِي الْعِلَاجِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ وَالْحِجَامَةِ وَالْكَيِّ 42
فَصْلٌ في أوقات الحجامة 47
فصل في قطع العروق والكي 51

فصل في علاج الصرع 53
فصل في علاج عرق النسا 57
فصل في يُبُسِ الطَّبْعِ وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى مَا يُمَشِّيهِ وَيُلَيِّنُهُ 58
فصل فِي عِلَاجِ حِكَّةِ الْجِسْمِ وَمَا يُوَلِّدُ الْقَمْلَ 60
فصل في علاج ذات الجنب 64
فصل في علاج الصداع والشقيقة 66
فصل في معالجة المرضى بترك ما يكرهونه من الطعام والشراب ولا يكرهون على تناولهما. 70
فصل فِي عِلَاجِ الْعُذْرَةِ وَفِي الْعِلَاجِ بِالسَّعُوطِ 73

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা ৫
পরিচ্ছেদ: বদহজম এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার থেকে সুরক্ষা প্রসঙ্গে ১৭
প্রথম অংশ: প্রাকৃতিক ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা। পরিচ্ছেদ: জ্বরের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ২৩
পরিচ্ছেদ: উদরাময়ের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ২৯
পরিচ্ছেদ: প্লেগ রোগ, এর চিকিৎসা এবং এ থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রসঙ্গে ৩২
পরিচ্ছেদ: জলোদর (শরীরে পানি জমা) রোগ এবং এর চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৩৮
পরিচ্ছেদ: ক্ষতের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৪১
পরিচ্ছেদ: মধু পান, হিজামা (রক্তমোক্ষণ) এবং দাগ দেওয়ার (শলাকা দাহন) মাধ্যমে চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৪২
পরিচ্ছেদ: হিজামার সময়সমূহ প্রসঙ্গে ৪৭
পরিচ্ছেদ: শিরা কর্তন এবং দাগ দেওয়া প্রসঙ্গে ৫১
পরিচ্ছেদ: মৃগীরোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৫৩
পরিচ্ছেদ: সায়াটিকা (আর্কুন্ নিসা) রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৫৭
পরিচ্ছেদ: কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেট নরমকারী ও বিরেচক ওষুধের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ৫৮
পরিচ্ছেদ: শরীরের চুলকানি এবং উকুন উৎপাদনকারী বিষয়াবলির চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৬০

পরিচ্ছেদ: পার্শ্বশূল (প্লুরিসি) রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৬৪
পরিচ্ছেদ: সাধারণ মাথাব্যথা ও আধকপালি (মাইগ্রেন) রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৬৬
পরিচ্ছেদ: রোগীদের অপছন্দনীয় পানাহার পরিহারের মাধ্যমে চিকিৎসা এবং তা গ্রহণে বাধ্য না করা প্রসঙ্গে ৭০
পরিচ্ছেদ: আলজিভ বা গলার প্রদাহের চিকিৎসা এবং নাস্য (নাক দিয়ে ঔষধ গ্রহণ) ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রসঙ্গে ৭৩

فصل في علاج المغؤود 74
فصل فِي دَفْعِ ضَرَرِ الْأَغْذِيَةِ وَالْفَاكِهَةِ وَإِصْلَاحِهَا بِمَا يدفع ضررها ويقوي 78 نفعها
فصل في الحمية 79
فصل فِي عِلَاجِ الرَّمَدِ بِالسُّكُونِ وَالدَّعَةِ وَتَرْكِ الْحَرَكَةِ والحمية مما يهيج الرمد 82
فصل فِي عِلَاجِ الْخَدَرَانِ الْكُلِّيِّ الَّذِي يَجْمُدُ مَعَهُ البدن 84
فصل فِي إِصْلَاحِ الطَّعَامِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَإِرْشَادِهِ إِلَى دَفْعِ مَضَرَّاتِ السُّمُومِ بِأَضْدَادِهَا 85
فَصْلٌ في علاج البثرة 86
فصل في علاج الأورام والخراجات التي تبرأ بالبط والبزل 87
فصل فِي عِلَاجِ الْمَرْضَى بِتَطْيِيبِ نُفُوسِهِمْ وَتَقْوِيَةِ قُلُوبِهِمْ 89
فصل فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ بِمَا اعْتَادَتْهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ دُونَ مَا لَمْ تَعْتَدْهُ.. 90
فَصْلٌ فِي تَغْذِيَةِ الْمَرِيضِ بِأَلْطَفِ مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ 91
فصل فِي عِلَاجِ السُّمِّ الَّذِي أَصَابَهُ بِخَيْبَرَ مِنَ اليهود 93
فصل فِي عِلَاجِ السِّحْرِ الَّذِي سَحَرَتْهُ الْيَهُودُ بِهِ 94

فصل في علاج الاستفراغ بالقيء 97
فصل فِي الْإِرْشَادِ إِلَى مُعَالَجَةِ أَحْذَقِ الطَّبِيبَيْنِ 101
فَصْلٌ فِي تَضْمِينِ مَنْ طَبَّ النَّاسَ، وَهُوَ جَاهِلٌ بالطب 103
فصل فِي التَّحَرُّزِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُعْدِيَةِ بِطَبْعِهَا وَإِرْشَادِهِ الأصحاء الى مجانبة 111 اهلها
فصل فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ 116
فَصْلٌ فِي عِلَاجِ الْقَمْلِ الَّذِي فِي الرَّأْسِ وَإِزَالَتِهِ 119
فَصْلٌ فِي العلاج لكل شكوى بالرقية الإلية 131
فصل في رقيّة اللديغ بالفاتحة 132
فصل فِي عِلَاجِ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ بِالرُّقْيَةِ 135
فَصْلٌ فِي علاج رقيّة النملة 138

হৃদ্রোগীর (বা কলিজায় ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তির) চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৭৪
খাদ্য ও ফলের অপকারিতা দূরীকরণ এবং এমন সব সংশোধনী যার মাধ্যমে অপকার দূর হয় এবং উপকারিতা বৃদ্ধি পায়, সেই সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৭৮
পরিমিত আহার ও পথ্য (হিমইয়াহ) সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৭৯
স্থৈর্য, প্রশান্তি, শারীরিক নড়াচড়া বর্জন এবং চক্ষুরোগ বাড়িয়ে দেয় এমন সব বস্তু থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে চক্ষুরোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৮২
শরীরের পূর্ণাঙ্গ অসাড়তা বা অবশতা, যাতে দেহ নিথর হয়ে যায়, তার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৮৪
মাছি পড়া খাবারের সংশোধন এবং বিষের প্রতিষেধক দ্বারা তার ক্ষতিকর প্রভাব দূর করার নির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৮৫
ফুসকুড়ির চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৮৬
ফোলা ও ফোড়া যা চিরে বা ছিদ্র করে পুঁজ বের করার মাধ্যমে নিরাময় হয়, তার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৮৭
রোগীদের মন প্রফুল্ল রাখা এবং তাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৮৯

শরীরের অনভ্যস্ত ওষুধের পরিবর্তে অভ্যস্ত ওষুধ ও খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৯০
রোগীকে তার অভ্যাস অনুযায়ী লঘুপাক বা সহজপাচ্য খাদ্য প্রদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৯১
খাইবারে ইহুদিদের প্রদানকৃত বিষের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৯৩
ইহুদিরা যে জাদু করেছিল, তার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৯৪
বমির মাধ্যমে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেওয়ার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ৯৭
দুইজন চিকিৎসকের মধ্যে অধিকতর দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১০১
চিকিৎসাশাস্ত্রে অজ্ঞ হয়েও যে ব্যক্তি চিকিৎসা প্রদান করে, তার জরিমানার (বা দায়বদ্ধতার) বিধান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১০৩
প্রাকৃতিকভাবে সংক্রামক ব্যাধি থেকে সতর্কতা অবলম্বন এবং সুস্থ ব্যক্তিদের অসুস্থ ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১১১
হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১১৬
মাথার উকুন নিরাময় এবং তা দূর করার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১১৯
ঐশ্বরিক ঝাড়ফুঁকের (রুকইয়াহ ইলাহিয়্যাহ) মাধ্যমে প্রতিটি শারীরিক কষ্টের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৩১
সূরা ফাতিহার মাধ্যমে দংশিত ব্যক্তির ঝাড়ফুঁক সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৩২
ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে বিচ্ছুর দংশনের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৩৫
নামলাহ (এক প্রকার চর্মরোগ) নিরাময়ে ঝাড়ফুঁক সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৩৮

فصل في علاج رقيّة الحية 139
فصل في علاج رقيّة القرحة والجرح 140
فصل في علاج الوجع بالرقيّة 141

فصل فِي عِلَاجِ حَرِّ الْمُصِيبَةِ وَحُزْنِهَا 143؟؟؟
فَصْلٌ فِي علاج الكرب والهم والغم والحزن 148
فَصْلٌ فِي بَيَانِ جِهَةِ تَأْثِيرِ هَذِهِ الْأَدْوِيَةِ في هذه الأمراض 151
فصل فِي عِلَاجِ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ الْمَانِعِ مِنَ النَّوْمِ 159
فصل في علاج داء الحريق وإطفائها 159
فصل في حفظ الصحة 160
فصل في هيئة الجلوس للأكل 166
فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ الْمَلْبَسِ 179
فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ الْمَسْكَنِ 180
فَصْلٌ فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ النوم واليقظة 180
فصل في علاج العشق 201
فصل في حفظ الصحة بالطيب 211
فصل في حفظ صحة العين 212
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى لِسَانِهِ صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم 214
فصل في لحوم الطير 290
الفهرست 323

সার্পদংশনের রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৩৯
ক্ষত ও আঘাতের রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৪০
রুকইয়ার মাধ্যমে ব্যথার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৪১
বিপদের তীব্রতা ও শোকের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৪৩? ? ?
দুর্দশা, দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা ও শোকের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৪৮
এই রোগসমূহের ক্ষেত্রে উক্ত ঔষধগুলোর প্রভাবের ধরন বর্ণনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৫১
আতঙ্ক এবং ঘুম ব্যাহতকারী অনিদ্রার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৫৯

অগ্নিদাহের চিকিৎসা এবং তা নির্বাপণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৫৯
স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৬০
আহারের জন্য বসার ভঙ্গি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৬৬
পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৭৯
বাসস্থান বিষয়ে তাঁর নির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৮০
নিদ্রা ও জাগরণ বিষয়ে তাঁর নির্দেশনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ১৮০
ইশক (অত্যধিক আসক্তি) এর চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ২০১
সুগন্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ২১১
চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ২১২
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানিতে বর্ণিত কিছু ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্য উল্লেখ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ
বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত ২১৪
পাখির মাংস সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ২৯০
সূচিপত্র ৩২৩